বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস

প্রথম খণ্ড

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)

অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (প্রথম খণ্ড)
মূল ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)
অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৪৪
গ্রন্থস্বত্ব ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংরক্ষিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৮৫
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২২৯৬
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২২৭
ISBN ঃ 984 - 06 - 0964 - 5

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০০৪
অগ্রহায়ণ ১৪১১
শাওয়াল ১৪২৫

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজ কম্পিউটার
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০।

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মেসার্স আধুনিক প্রেস
২৫. শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার- ঢাকা।

মূল্য- ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা মাত্র

TAFSEER-E-IBN ABBAS (1st vol) : Written by Hazrat Abdullah Ibn Abbas (R.), Translated and Edited by a board sponsored by Islamic Foundation Bangladesh into Bangla and Published by Director, Translation and Compailation Department. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Shere-e-Bangla Nagar, Dhaka—1207, November 2004.
Phone : 9133394
Website : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation.org

সূচিপত্র

সম্পাদকমণ্ডলী

* মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
* মাওলানা রূহুল আমীন খান
* অধ্যাপক আবদুল মান্নান
* মাওলানা ইমদাদুল হক
* মাওলানা এ কে. এম. আবদুস সালাম।

অনুবাদকমণ্ডলী

* মাওলানা আবদুস সামাদ
* মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
* মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের
* হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক
* মাওলানা ইমদাদুল হক
* মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী।

মহাপরিচালকের কথা

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ছিলেন রাসূল (রা)-এর একজন বিখ্যাত সাহাবী। মহানবী ﷺ -এর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর ছেলে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস রাসূল ﷺ -এর প্রিয়পাত্র ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি মুসলিম সমাজে প্রথম কাতারের ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পবিত্র আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় মুফাস্‌সির। প্রবীণ সাহাবাগণও কুরআনের শব্দ ও বিষয়ের ব্যাখ্যায় তাঁর মতামত নিতেন। পরবর্তী যুগে যত মুফাস্‌সির তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন প্রায় সকলেই তাফসীরের মূল সূত্র হিসেবে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে উল্লেখ করেছেন।

শুধুমাত্র তাঁর সূত্রের উপর ভিত্তি করে পবিত্র আল-কুরআনের একটি তাফসীর গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে যা **'তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস'** নামে পরিচিত।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইতিমধ্যে প্রাচীন তাফসীরের অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। এ মুহূর্তে তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাসের অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বাংলায় তিন খণ্ডে প্রকাশিতব্য তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাসের অনুবাদকবৃন্দ ও সম্পাদনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ তা'আলা বাংলাভাষী মানুষদের কাছে কুরআনের মর্মবাণী তুলে ধরার ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনাকে কবূল করুন। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)। তাঁর উপাধি আল-হিবর (বা হিবরুল উম্মাহ্) অর্থাৎ মহাজ্ঞানী বা আল-বাহ্‌র অর্থাৎ সাগর। কারণ তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ ও মুফাস্‌সির। ইনি আবদুল্লাহ নামক পাঁচজন বিশিষ্ট সাহাবীর অন্যতম। তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পিতৃব্য-পুত্র ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা (রা) তাঁর আপন খালা ছিলেন।

প্রথম যুগের মুসলিমদের মধ্যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলা না গেলেও নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও ইসলাম ধর্মবিশারদ বলে মনে করা হত। কুরআন করীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অর্ন্তদৃষ্টির দরুন তাঁকে রঈসুল মুফাস্‌সিরীন অর্থাৎ তাফসীরকারদের প্রধান বলে অভিহিত করা হত; তিনি এমন এক সময়ে কুরআন করীমের ব্যাখ্যা দানে আত্মনিয়োগ করেন, যখন মুসলিম সমাজে যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে কুরআন করীমের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারেই এই বিরাট দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হিজরতের তিন বছর পূর্বে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় তাঁর গোত্র বানু হাশিম শি'ব আবূ তালিবে অন্তরীণ অবস্থায় জীবন-যাপন করছিলেন। তাঁর মাতা লুবাবাঃ বিন্‌তুল হারিছ হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সেহেতু তাঁকে আশৈশব মুসলিম বলে গণ্য করা হয়।

বাল্যকাল হতেই তাঁর মধ্যে অভ্রান্ত জ্ঞান সাধনা ও গবেষণার প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। অতি শীঘ্র তাঁর মনে এই ধারণা জন্মলাভ করে যে, সাহাবীগণের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করা উচিত। অল্প বয়সেই তিনি শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেন এবং জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থীরা তাঁর চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হতে থাকে। কেবল স্মৃতি শক্তিই তাঁর জ্ঞান-গরিমার ভিত্তি ছিল না বরং তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ের লিখিত সংকলনের এক বিরাট সম্ভারও মওজুদ ছিল। নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসারে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ে (যথাঃ তাফসীর, ফিক্‌হ, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর গাযওয়ার বিষয়াদি, ইসলাম-পূর্ব যুগের ইতিহাস, প্রাচীন আরবী কাব্য) বক্তৃতাও দান করতেন। কুরআন করীমের শব্দ ও বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে প্রাচীন আরব কবিদের কাব্য হতেও উদ্ধৃতি দান তাঁর রীতি ছিল। এই রীতি অনুসরণের ফলে আলিমদের মধ্যে প্রাচীন আরবী কাব্যের গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি যেহেতু একজন সুবিজ্ঞ ফিক্‌হবিদ ছিলেন, সেহেতু সাধারণ লোকগণ তাঁর নিকট হতে বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া গ্রহণ করত। বহু গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া দানের জন্য তিনি অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিছু ফাতওয়ার সমর্থনে পরে তাঁকে প্রমাণ পেশ করতে হয়েছিল। কুরআনের মর্ম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ও ভাষ্যসমূহ একত্রিত করে পরবর্তীকালে কতিপয় সংকলনও প্রস্তুত করা হয়েছে। তাঁর সরাসরি শাগরিদগণের কোন না কোন জনের সাথে ঐ ভাষ্যের সনদ সম্পর্কিত রয়েছে। তাঁর ফাত্‌ওয়াসমূহের সংকলনও প্রস্তুত করা হয়েছিল। ঐ সমস্ত তাফসীরের বিভিন্ন

হস্তলিখিত কপি বা মুদ্রিত কপি আজও বিদ্যমান। তবে এই সংকলনগুলোর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে কিছু মতভেদ রয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বাল্যকাল হতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ইন্তিকাল পর্যন্ত ৮/১০ বছর তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ইন্তিকালের পর তিনি খ্যাতনামা সাহাবীগণের সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁদের নিকট হতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর হাদীস শ্রবণ ও কণ্ঠস্থ করার বিশেষ প্রয়াস পান। হাদীস গ্রন্থসমূহে তাঁর ১৬৬০টি হাদীস স্থান লাভ করেছে। সদ্ব্যবহার, গাম্ভীর্য, সহিষ্ণুতা এবং আল-কুরআন সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য ইত্যাদির কারণে উমর (রা) তাঁকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন, কঠিন সমস্যায় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন এবং অধিকাংশ সময় তাঁর পরামর্শ অনুসারে কাজ করতেন। তিনি বলতেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস তোমাদের সকলের অপেক্ষা বড় বিদ্বান। উমর (রা) তাঁর সম্পর্কে আরও বলতেন যে, বয়সে তরুণ, জ্ঞানে প্রবীণ, তিনি জিজ্ঞাসু রসনা ও বুদ্ধিদীপ্ত মনের অধিকারী। তাঁর সম্পর্কে আলী (রা) উক্তি করেছেন ঃ কুরআনে করীমের তাফ্‌সীর বর্ণনার সময় মনে হয় যেন তিনি একটি স্বচ্ছ পর্দার অন্তরাল হতে অদৃশ্য বস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করছেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলতেন ঃ ইনি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন ঃ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তৎসম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস এই উম্মাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। মুহাম্মদ হুসায়ন আয্‌-যাহাবী (আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরূন, ১খ. ৬৫প.) ইব্‌ন আব্বাসের বিদ্যাবত্তার পাঁচটি কারণ বর্ণনা করেছেন ঃ ১. হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজে তাঁর জন্য এই দু'আ করেছিলেন– হে আল্লাহ্ ! তুমি তাকে কিতাব ও হিকমার জ্ঞান, দীন সম্পর্কে অনুধাবন এবং কুরআন ভাষ্যের প্রজ্ঞা দান কর। ২. নবী-পরিবারে তাঁর প্রশিক্ষণ লাভ। ৩. বড় বড় সাহাবীগণের সংসর্গ লাভ। ৪. অসাধারণ স্মরণ শক্তি এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অগাধ জ্ঞান। তিনি বিখ্যাত আরব কবি উমর ইব্‌ন আবী রাবীআ রচিত কাসীদার আশিটি পঙক্তি মাত্র একবার শুনে মুখস্থ করে ফেলেছিলেন (আল-মুবাররাদ, আল-কামিল, বাব আখবারুল খাওয়ারিজ)। ৫. তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করেছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর সাথে বহু জিহাদে তিনি শরীক হয়েছেন। জুরজান ও তাবারিস্তানে (৩০/৬৫০) এবং বহু পরে জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রযুদ্ধ ৩৬/৬৫৬)-এর এবং সিফ্‌ফীন (৩৭/৬৫৭)-এর তিনি আলী (রা)-এর সেনাদলের একটি বাহুর সেনাপতি ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা) ও তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন। উভয়ই তাঁর অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন। আলী (রা) এবং তৎপুত্র আল-হুসাইন (রা)-এরও তিনি পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁর পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত। আলী (রা) খলীফা মনোনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। আলী (রা)-এর খিলাফতকালেও শুধু তিন অথবা চার বছর কাল রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উসমান (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা মদীনায় স্বীয় গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, সেই বছর ইব্‌ন আব্বাসকে আমীরুল হাজ্জ নিযুক্ত করা হয়েছিল, এই কারণে উসমান (রা)-এর শাহাদাতকালে তিনি মদীনায় অনুপস্থিত ছিলেন। এর কিছুদিন পর মদীনার প্রত্যাবর্তন করে আলী (রা)-এর নিকট আনুগত্যের (বায়আত) শপথ গ্রহণ করেন।

আল-হাসান (রা) তাঁকে স্বীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই সময় তিনি আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সন্ধির প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু এটা স্পষ্ট নয় যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই প্রচেষ্টা নিজেই শুরু করেছিলেন অথবা আল-হাসান (রা)-এর নির্দেশে তা করেছিলেন। খুব সম্ভব, ইব্‌ন আব্বাস (রা) নিজেই খিলাফতের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দিয়েছিলেন। আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হিজাযেই অবস্থান করতে থাকেন।

আলী (রা)-এর ইন্তিকালের পর যে সকল অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে সম্ভবত সেগুলো ইব্ন আব্বাস (রা)-কে পুনরায় রাজনৈতিক মঞ্চে টেনে আনে। শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জীবনে বাকী দিনগুলো তিনি তাইফে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই ৬৮ (৬৮৭) বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) সাহাবীগণকে অত্যন্ত সম্মান প্রদান করতেন। তিনি বসরার ওয়ালী থাকাকালে আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) একদা তাঁর নিকট স্বীয় অভাবের কথা ব্যক্ত করেন। আবূ আয়্যুব মদীনায় সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর মেহমানদারী করেছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে ইব্ন আব্বাস (রা) উদার হস্তে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। চল্লিশ হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) এবং বিশজন খাদিম ও গৃহের সমস্ত তৈজসপত্র তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন (সিয়রু আ'লামিন নুবালা, ৩খ, ২৩৬)।

ভূমিকা

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। আবু তাহের মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকুব ফিরোযাবাদী (মৃত্যু ৮১৭ হিঃ) বলেন ঃ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন বিশ্বস্ত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মামুন হিরাবা (র) তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবূ ওবায়দুল্লাহ মাহমুদ ইব্‌ন মুহাম্মদ রাযী (র) বলেন ঃ আম্মার ইব্‌ন আব্দুল মজিদ হেরাবী (র) বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন ইসহাক সমর কান্দী (র)-বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান থেকে, তিনি কালবী থেকে, তিনি আবু সালেহ (র) থেকে, তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (البـاء।) (বা) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জ্যোতি, সৌন্দর্য, পরীক্ষা তাঁর বরকত এবং আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নাম; البـارى। -আল বারী এর প্রথম অক্ষর। (السـين। সীন) অর্থাৎ তাঁর দীপ্তি, শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা এবং তাঁর গুণ বাচক নাম سـمـيـع সামিউ-এর প্রথম অক্ষর (الـمـيـم। মীম) অর্থ তাঁর আধিপত্য তাঁর মর্যাদা এবং তাঁর বান্দাহ্‌দের প্রতি অনুগ্রহ যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের প্রতি হিদায়াত করেছেন। আর গুণবাচক নাম মাজীদ এর প্রথম অক্ষর। (الله।) আল্লাহ্ অর্থ যার দিকে সমস্ত সৃষ্টি জগত মুখাপেক্ষী প্রয়োজনে ও বিপদাপদে যাঁর নিকট আর্তনাদ করে। (الـرحـمـن।) যিনি করুণাময় সৎ ও অসৎ-এর প্রতি, তাদের রিযিকদাতা এবং সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষাকারী। (الـرحـيـم।) পরম দয়ালু, বিশেষ করে মু'মিনের প্রতি মাগফিরাত এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে। তার অর্থ এই যে, তিনি দুনিয়াতে তাদের পাপগুলো ঢেকে রাখেন এবং আখিরাতেও তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফাতিহা

আয়াত-৭
সূরা ফাতেহা মক্কাবতীর্ণ
রুকূ-১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾
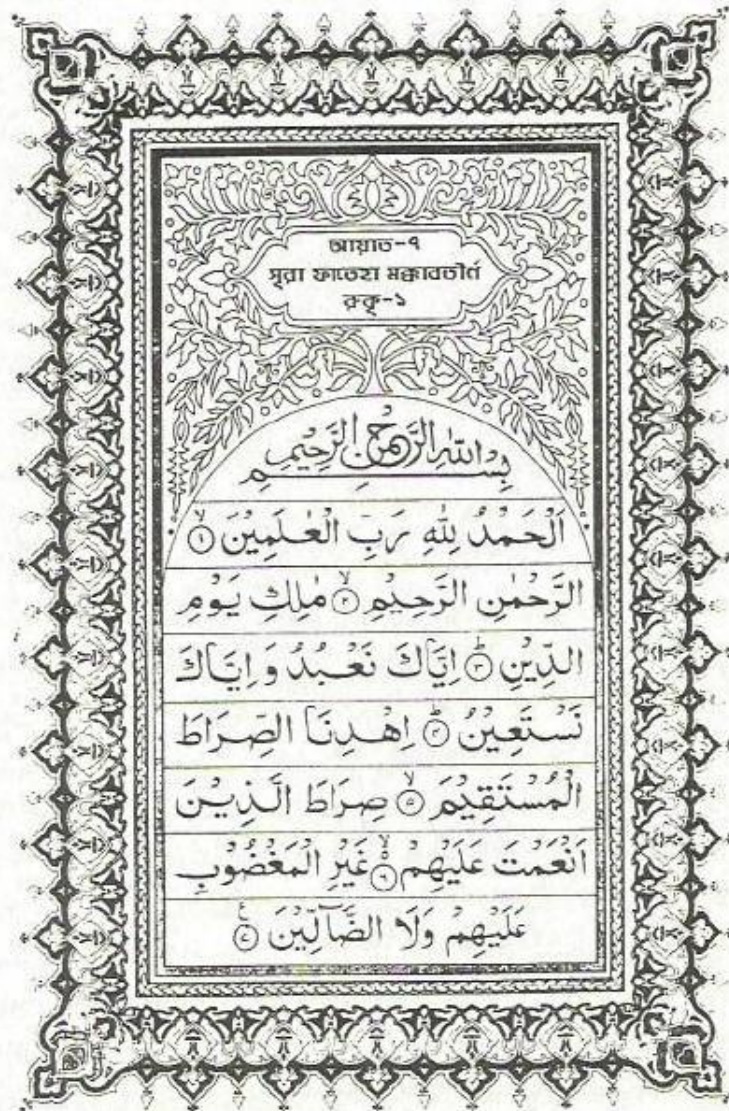
সূরা ফাতিহা

মক্কী, ৭ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।
২. অসীম দয়াময়, পরম দয়ালু,
৩. কর্মফল দিবসের মালিক,
৪. আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই,
৫. দেখাও আমাদের সরল পথ,
৬. সে সব লোকের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ,
৭. যাদের প্রতি তোমার ক্রোধ নিপতিত হয়নি এবং হয়নি তারা পথভ্রষ্ট।

ومن سورة فاتحة الكتاب
وهى مدنية ويقال مكية

সূরা ফাতিহাতুল কিতাব

এ সূরা মাদানী, কেউ কেউ বলেন, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আল্লাহ্‌র বাণী (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি বলেন, শোকর আল্লাহ্‌রই এবং তা এ জন্যে যে তিনি তাঁর সৃষ্টির উপর দয়া করেছেন। তাই সকলেই তাঁর প্রশংসা করেন। আর এও বলা হয়, শোকর আল্লাহ্‌রই পরিপূর্ণ নি'আমাতের কারণে যা তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দান করেন, যাদেরকে তিনি ঈমানের জন্য হিদায়াত করেন। এও বলা হয় শোকর একক ও প্রভুত্ব আল্লাহ্‌রই যাঁর কোন সন্তান নেই, কোন শরীক নেই, কোন সাহায্যকারী নেই এবং তাঁর কোন উযীর নেই।

(رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) যিনি প্রতিপালক প্রত্যেক জীবের যা পৃথিবীর উপর বিচরণ করে এবং যারা আকাশে বাস করে এবং বলা হয়, মানব ও জ্বিনের অধিকর্তা। বলা হয়, যিনি সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তাদের আহারদাতা এবং এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনকারী। (اَلرَّحْمٰنِ) দয়াময় আর-রাকীক রিক্কত থেকে, অর্থ দয়া। (الرَّحِيْمِ) পরম দয়ালু, (مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) তিনি বিচার দিনের বিচারকর্তা এবং এটা হল হিসাব নিকাশের দিন; যে দিন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মীমাংসা করা হবে। যেদিন মানুষকে তাদের আমলের বিনিময় দেয়া হবে এবং এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বিচারক থাকবে না। (اِيَّاكَ نَعْبُدُ) আমরা আপনারই একত্বে বিশ্বাস করি এবং আপনারই আনুগত্য করি (وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ) এবং আপনার ইবাদতের জন্য আপনারই সাহায্য চাই এবং আপনারই কাছে দৃঢ়তা চাই আপনার আনুগত্যের জন্যে।

(اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ) আমাদেরকে আপনার পছন্দনীয় সরল ও সঠিক দীনে ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করুন বা আরও বলা যায়, আপনি আমাদেরকে সে দীনের উপর দৃঢ় রাখুন। এও বলা হয় যে, এ হল আল্লাহ্‌র কিতাব, এটার হালাল ও হারাম এবং এটাতে যা আছে তা প্রকাশ করে সেই দিকে আমাদেরকে হিদায়াত কর।

(صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) যাদেরকে দীন দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন তাদের পথ আর এরা হল হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গিগণ, আল্লাহ্ প্রদত্ত নি'আমাতের পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তীহের ময়দানে মেঘমালা দিয়ে ছায়া দিয়েছিলেন এবং মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছিলেন। আর এও বলা হয়, তাঁরা হলেন নবীগণ।

(غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ) ইয়াহূদীদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং যাদেরকে আপনি লাঞ্ছিত করেছেন, আর আপনি যাদের অন্তরকে হিফাজত করেন নি, শেষ পর্যন্ত তারা ইয়াহূদী হয়ে গিয়েছে।

(وَلَا الضَّالِّيْنَ) এবং খ্রিস্টানদের পথও নয় যারা দীন ইসলাম থেকে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

(اٰمِيْنَ) এরূপই আশা সফল হোক। আরও বলা হয়, এরূপই হোক, আরও বলা হয়। হে আমাদের রব! আমরা আপনার নিকট যা চেয়েছি তা মঞ্জুর করুন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

সূরা বাকারা
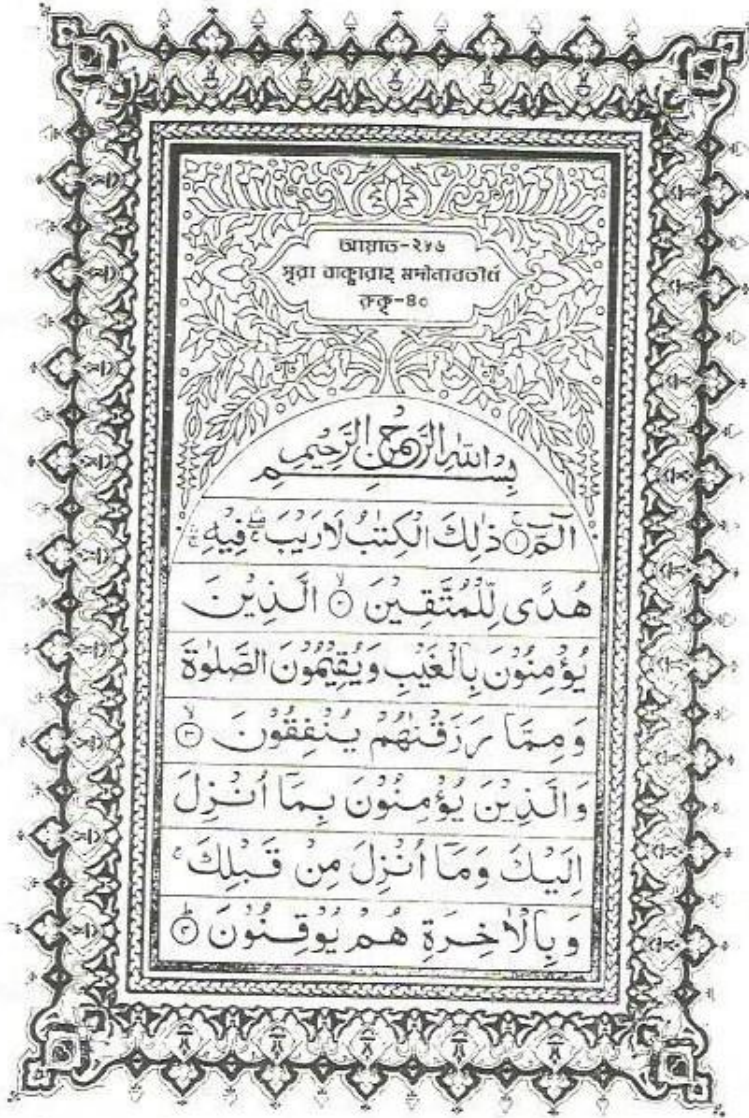
১. আলিফ-লাম-মীম। এই কিতাবে কোন সন্দেহ নেই।
২. তা পথ প্রদর্শন করে আল্লাহ্-ভীরুগণকে।
৩. যারা ঈমান রাখে অদৃশ্য বিষয়ে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে জীবিকা প্রদান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।
৪. এবং যারা তোমার উপর যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে এবং তারা আখিরাতকেও সুনিশ্চিত মনে করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

উক্ত সনদে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

الٓمّٓ। তিনি বলেন, আলিফ অর্থ আল্লাহ্, লাম অর্থ জিবরাঈল, মীম অর্থ মুহাম্মদ। এও বলা হয় যে, আলিফ অর্থ তাঁর দানসমূহ, লাম অর্থ তাঁর অনুগ্রহ এবং মীম অর্থ তাঁর আধিপত্য। আরো বলা হয় যে, আলিফ হল আল্লাহ্‌র নামের প্রথম অক্ষর, লাম হল তাঁর গুণবাচক লতীফ নামের প্রথম অক্ষর এবং মীম হল তাঁর গুণবাচক মজীদ নামের প্রথম অক্ষর। এও বলা হয় যে, (اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمْ) আমি আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। আরো বলা হয় যে, এ হল একটি কসম (শপথ)। তিনি তা দ্বারা শপথ করেছেন।

(ذٰلِكَ الْكِتٰبُ) এই কিতাব তা, যা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-তোমাদের প্রতি পাঠ করেন।

(لَارَيْبَ فِيْهِ) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা আমার নিকট হতে অবতীর্ণ, যদি তোমরা তার প্রতি ঈমান আন তবে হিদায়াত পাবে, আর যদি তোমরা তাতে ঈমান না আন তবে আমি তোমাদের শাস্তি দেব। এও বলা হয়েছে যে, এই কিতাবের অর্থ হল (লাওহে মাহ্‌ফুজ) সুরক্ষিত ফলক। আরো বলা হয় যে, এর অর্থ হল, এটা সেই গ্রন্থ যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে আমি অঙ্গীকার দিয়েছিলাম যে, একটি কিতাব আমি তোমার নিকট অবতীর্ণ করব। এও বলা হয় যে, এটা হল তাওরাত ও ইঞ্জিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উভয় কিতাবে মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলী ও নিদর্শনাবলীর বিশেষ বর্ণনা আছে।

(هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ) এ হল মুত্তাকীদের জন্যে পথ প্রদর্শক অর্থাৎ কুরআন হচ্ছে শিরক, কুফ্‌র ও অশ্লীল কর্মসমূহের বর্ণনা আল্লাহ্-ভীরুগণের জন্য। এও বলা হয় যে, এ কুরআন মু'মিনগণের জন্য মর্যাদার বস্তু। আরো বলা হয় যে, এ হল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের মুত্তাকীগণের জন্য রহমত।

(اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ) যারা অদৃশ্য বস্তুর প্রতি ঈমান আনে অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, জান্নাত-জাহান্নাম, সিরাত, মীযান, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি অবশ্যই সংঘটিত হবে। এও বলা হয় যে, যারা বিশ্বাস করে অজানা বিষয়, কুরআনে যা অবতীর্ণ হয়েছে বা যা অবতীর্ণ হয়নি। এও বলা হয়েছে যে, গায়ব অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং। (وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ) এবং যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, ওযু, রুকু, সিজ্‌দা এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়সহ যথাসময়ে আদায় করে।

(وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ) এবং তাদেরকে আমি যে ধন-সম্পদ দিয়েছি তা হতে তারা সাদকা প্রদান করে বা তাদের মালের যাকাত আদায় করে। যেমন- হযরত আবূ বকর (রা) এবং তাঁর সঙ্গিগণ।

(وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ) এবং যারা বিশ্বাস করে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ কুরআন।

(وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) এবং যা কিছু আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উপর যেসব কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সে সবের প্রতিও তারা ঈমান আনে।

(وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ) এবং তারা পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর উত্থান এবং জান্নাতের সুখ ও শান্তিকে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। যেমন- আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম এবং তার সঙ্গিগণ।

(৫) اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

(৬) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(৭) خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۚ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

(৮) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

৫. তারাই স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে হিদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই কৃতকার্য।

৬. নিশ্চয়ই যারা কাফির হয়েছে, তাদেরকে তুমি ভয় দেখাও, আর না-ই দেখাও, উভয়ই তাদের জন্য সমান। তারা ঈমান আনবে না।

৭. আল্লাহ্ তাদের অন্তরের ওপর ও কানে মোহর করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে আবরণ পড়ে আছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

৮. এমন কিছু লোকও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্র উপর এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান এনেছি, অথচ তারা কিছুতেই মু'মিন নয়।

(اُولٰئِكَ) এই গুণাবলীর অধিকারী যারা (عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ) তারাই তাদের প্রতিপালকের হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মর্যাদা, অনুগ্রহ ও সম্মানের অধিকারী হয়েছে। আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা তার ব্যাখ্যার অধিকারী হয়েছে।

(وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ) এবং এরাই হলেন সফলকাম, তারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি এবং শাস্তি হতে। এর ব্যাখ্যায় এও বলা যায় যে, তারাই হল সেই সকল লোক যারা যা চেয়েছে তা পেয়েছে এবং যার অনিষ্ট হতে তারা পালিয়েছে তা হতে তারা নাজাত পেয়েছে। এরা হল, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সঙ্গিগণ।

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে কুফরীর উপরই স্থিত রয়েছে। (سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ) তাদের প্রতি সমান- তাদের প্রতি সৎ উপদেশ দান করেন (ءَاَنْذَرْتَهُمْ) বা তাদেরকে সতর্ক করেন। কুরআন মজীদের দ্বারা তাদের ভয় প্রদর্শন করেন। (اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ) কিংবা তাদেরকে সতর্ক না করেন উভয়ই সমান। কিংবা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন না করেন। তারা ঈমান আনবে না, ঈমান আনয়নের ইচ্ছা তাদের নেই। আল্লাহ্র জানা আছে যে, তারা ঈমান আনবে না।

(خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ) আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন (وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ) এবং তাদের কানের উপরও মোহর করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে।

(وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ) এবং এদের জন্যে পরকালে রয়েছে ভীষণ শাস্তি। এরা ইয়াহুদ যথা কা'ব ইব্ন আশরাফ, হুয়াই ইব্ন আখতাব এবং জুদাই ইব্ন আখতাব অথবা এরা হল মক্কার মুশরিকরা যথা উৎবা, শায়বা এবং ওয়ালীদ।

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ) এবং অনেক লোক এমন আছে যারা বলে আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি প্রকাশ্যে এবং আল্লাহ্র প্রতি আমাদের ঈমান আনার ব্যাপারে আমরা সত্যবাদী (وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ)। এবং পরকালের প্রতি অর্থাৎ মৃত্যুর পর উত্থানের প্রতি। যেখানে ঈমানের প্রতিফল প্রদান করা হবে। (وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ) তারা কখনই বিশ্বাসী নয়- গোপনে তাদের ঈমানের দাবীতে তারা সত্যবাদী নয়।

(৯) يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝
(১০) فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝
(১১) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْۤا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝
(১২) اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝

৯. তারা আল্লাহ্র সাথে ও মু'মিনগণের সাথে প্রতারণা করে। প্রকৃতপক্ষে তারা প্রতারণা করে নিজেদেরই সাথে, কিন্তু তারা অনুভব করে না।

১০. তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে। তারপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যাতনাদায়ক শাস্তি। এ কারণে যে, তারা মিথ্যা কথা বলত।

১১. যখন তাদের বলা হয়, তোমরা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো সংশোধনকারী।

১২. জেনে রাখ, তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বোঝে না।

(يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ) তারা আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায় অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণ করে এবং গোপনে তাঁকে অস্বীকার করে। অথবা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্র প্রতি দুঃসাহস করে মনে করত যে, তারা আল্লাহ্কে ধোঁকা দিচ্ছে।

(وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) এবং যারা ঈমান এনেছেন যেমন হযরত আবূ বকর ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণকেও তারা ধোঁকা দিচ্ছে।

(وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ) কিন্তু তারা তাদের নিজকে ব্যতীত অন্য কাউকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না, (وَمَا يَشْعُرُوْنَ) অর্থাৎ তারা এটা বুঝতে পারে না অর্থাৎ তারা জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে তাদের অন্তরের গোপনীয় বিষয় সম্বন্ধে অবগত করিয়ে থাকেন (فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ) তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, অর্থাৎ তাদের অন্তরে রয়েছে সন্দেহ, নিফাক, বিরুদ্ধাচরণ ও জুলুম।

(فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই সন্দেহ নিফাক, বিরুদ্ধাচরণ ও জুলুমকে আরো বৃদ্ধি করে দেন। (وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) এবং ওদের জন্যে দুঃখজনক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। যা আখিরাতে অত্যন্ত মর্মন্তুদ হবে ও এ বেদনা তাদের অন্তরকে স্পর্শ করবে।

(بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ) এটা হবে তাদের গোপনে মিথ্যা মনে করার জন্য। এই মিথ্যাচারীরা হল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই, জদ্দ্ ইব্ন কায়স ও মুআত্তাব ইব্ন বদু কুশাইর প্রভৃতি মুনাফিক দল।

(وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ) এবং যখন তাদেরকে অর্থাৎ ইয়াহূদীদেরকে বলা হত, (لاَتُفْسِدُوْا فِى الاَرْضِ) তোমরা পৃথিবীতে ঝগড়া-ফাসাদ করো না অর্থাৎ লোকদেরকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে বিপথগামী করো না। (قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ) তখন তারা বলে, আমরা নিশ্চয়ই শান্তি কামনা করি ও বশ্যতা স্বীকার করি।

(اَلاَ اِنَّهُمْ) বরং ওরা হচ্ছে, (هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ) অর্থাৎ থেকে লোকদের ফিরিয়ে রাখে ও বিভ্রান্ত করে ফাসাদ সৃষ্টিকারী। প্রকৃতপক্ষে ফাসাদ সৃষ্টিকারী (وَلٰكِنْ لاَّيَشْعُرُوْنَ) কিন্তু ওদের মূর্খেরা বুঝতে পারে না যে, ওদের নেতারাই ওদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করছে।

(١٣) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ○

(١٤) وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ښ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ○

১৩. যখন তাদের বলা হয়, অন্যসব লোক যেরূপ ঈমান এনেছে তোমরাও তদ্রূপ ঈমান আনো, তারা বলে, আমরা কি নির্বোধদের মত ঈমান আনবো? জেনে রেখ, এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না।

১৪. যখন তারা মুসলিমগণের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, আমরা তো ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো উপহাস করি (অর্থাৎ মুসলিমগণের সাথে)।

(وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ) এবং যখন ইয়াহূদীদেরকে বলা হয়, (اٰمِنُوْا) তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের উপর ঈমান আন (كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ) যেমন লোকদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম এবং তার সঙ্গিগণ ঈমান এনেছেন, (قَالُوْا اَنُؤْمِنُ) তারা বলে, আমরা ঈমান আনব মুহাম্মদ ও কুরআনের প্রতি! (كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ) যেমন ঈমান এনেছে নির্বোধ মূর্খেরা (اَلاَ اِنَّهُمْ) সাবধান ! নিশ্চয়ই এরা হচ্ছে (هُمُ السُّفَهَاءُ) প্রকৃতপক্ষে নির্বোধ মূর্খ। (وَلٰكِنْ لاَّيَعْلَمُوْنَ) কিন্তু ওরা তা বুঝতে পারছে না।

(وَاِذَا لَقُوا) এবং যখন মুনাফিকরা সাক্ষাৎ করে (الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) মু'মিনদের সঙ্গে অর্থাৎ আবূ বকর (রা) ও তার সঙ্গিগণের সঙ্গে। (قَالُوْا اٰمَنَّا) এখন ওরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি গোপনে এবং আমাদের ঈমানে আমরা সত্যবাদী যেমন তোমরা তার প্রতি গোপনে বিশ্বাস স্থাপন করেছ এবং তা সত্যায়িত করেছ। (وَاِذَا خَلَوْا) এবং যখন এরা প্রত্যাবর্তন করে। (اِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ) তাদের গণক ও নেতাদের কাছে। এরা ছিল পাঁচজন– ১. মদীনার কা'ব ইব্ন আশরাফ ২. আবু বুরদা আসলামী বনূ আসলামের ৩. সিরিয়ার ইব্ন সাওদা

৪. জুহাইনার আবু দ্দার ৫. বনূ আমিরের আওফ ইব্‌ন আমির। (قَالُوْا) তখন ওরা ওদের নেতাদেরকে বলত, (اِنَّا مَعَكُمْ) আমরা নিশ্চয়ই। গোপনে তোমাদের ধর্মেই আছি।

اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ। নিশ্চয়ই আমরা শুধু মুহাম্মদ ﷺ এবং তার সাহাবীদের সঙ্গে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' নিয়ে উপহাস-ঠাট্টা করে থাকি।

(১৫) اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

(১৬) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝

(১৭) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ۝

(১৮) صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝

১৫. আল্লাহ্ তাদের সাথে উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উন্নীত করেন। (আর) অবস্থা এই যে, তারা জ্ঞানান্ধ।

১৬. এরাই সেই লোক, যারা সৎপথের বদলে অসৎপথকে ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের ব্যবসায়ও লাভজনক হয়নি এবং তারা সুপথ প্রাপ্তও হয়নি।

১৭. তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালিয়েছে, তারপর আগুন যখন তার আশপাশ আলোকিত করলো, তখন আল্লাহ্ তাদের আলো উঠিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।

১৮. তারা মূক, বধির ও অন্ধ, কাজেই তারা ফিরবে না।

(اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) আল্লাহ্ তাদের এই ঠাট্টা-তামাশার প্রতিফল প্রদান করবেন অর্থাৎ পরকালে তাদের জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে দিবেন এবং তাদের সম্মুখে পরক্ষণেই তা বন্ধ করে দিবেন তখন মু'মিনগণ তাদের সাথে ঠাট্টা করবেন। (وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ) আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ায় ওদেরকে ঢিল দিচ্ছেন। ওরা কুফরী ও পথভ্রষ্টতার ভিতর উদ্‌ভ্রান্ত ও অন্ধ হয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু সত্য পথ দেখছে না।

(اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى) এরাই হিদায়াতের বিনিময়ে, ভ্রষ্টতাকে ক্রয় করে নিয়েছে, অর্থাৎ ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে গ্রহণ করেছে। এবং হিদায়াত বিক্রি করে পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করেছে। (فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ) সুতরাং ওরা ওদের বাণিজ্য মোটেই লাভবান হয়নি বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ) এবং ওরা সুপথ লাভ করতে পারল না গোমরাহী হতে।

(مَثَلُهُمْ) মুনাফিকদের উদাহরণ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে এরূপ (كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا) যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল অন্ধকারে যাতে সে তার স্ত্রী পুত্র পরিবার মাল দৌলতসহ নিরাপদে থাকতে পারে। (فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ) কিন্তু যখন তার আগুন চতুস্পার্শ্বের সব কিছুকে আলোকিত করল তাদ্বারা সে চার পার্শ্বের বস্তুসমূহ দেখতে পেল তখন। সে ভাবল, আমি নিরাপদে পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদসহ

শান্তিতে থাকব, ঠিক এই সময়ে আগুন নিভে গেল। মুনাফিকদের অবস্থাও তদ্রূপ, ওরা মুহাম্মদ ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনত। এ ঈমান আনা শুধু তাদের জান ও মালের ও আত্মীয়-স্বজনদের নিরাপত্তার জন্য এবং বন্দী ও হত্যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছিল। তৎপর যখন ওরা মারা যাবে (ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ) আল্লাহ্ তাদের ঈমানের জ্যোতিকে নির্বাপিত করে দিবেন। অর্থাৎ ঈমানের উপকারিতা থেকে বঞ্চিত করবেন। (وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ) এবং তিনি তাদেরকে কবরের আযাবে নিক্ষিপ্ত করবেন। (لَا يُبْصِرُوْنَ) যেখানে তারা কোন প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ দেখতে পাবে না। এর অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। ওদের উদাহরণ অর্থাৎ ইয়াহুদদের দৃষ্টান্ত হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে, এরূপ ঃ যেমন এক ব্যক্তি পরাজয়বরণের পর এক নিশান দাঁড় করাল এবং পরাজিত সকলেই ওখানে এসে একত্রিত হল ও ঐ নিশানটাকে উল্‌টিয়ে ফেলে দিল। এতে তাদের সমস্ত উপকারিতা ও নিরাপত্তা দূরীভূত হয়ে গেল, এরকমই ইয়াহূদীরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আবির্ভাবে এবং কুরআনে করীম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এর দ্বারা সাহায্য কামনা করত। কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ যখন আবির্ভূত হলেন, তখন ওরা তাঁর প্রতি ঈমান আনল না।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঈমানের জ্যোতি নির্বাপিত করে দিলেন। কারণ তারা যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনবে বলেই এরূপ সাহায্য প্রার্থনা করত কিন্তু তারা এই সত্য প্রত্যাখ্যান করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা। তাদেরকে অন্ধকারে ফেলে দিলেন অর্থাৎ ইয়াহুদিয়াতের অন্ধকারে নিক্ষেপ করল। তাই তারা হিদায়াতের কোন সন্ধান পেল না।

(صُمٌّ) তারা ইচ্ছাপূর্বক বধির হয়েছে (بُكْمٌ) ইচ্ছা করে তারা মূক হয়েছে (عُمْيٌ) ইচ্ছা করে তারা অন্ধ হয়েছে فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ এরপর তারা তাদের কুফরী ও ভ্রষ্টতা থেকে সত্যের দিকে ফিরবে না।

(١٩) اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

১৯. অথবা তাদের উদাহরণ এরূপ, যেমন আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হচ্ছে, তাতে রয়েছে ঘন অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যু-ভয়ে তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল দেয়। আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

(اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ) অথবা তাদের উপমা–যেমন আকাশ হতে প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এ হল দ্বিতীয় উদাহরণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, মুনাফিক ও ইয়াহুদ এর উপমা কুরআনের সঙ্গে এরূপ যেমন রাতে আকাশ হতে বৃষ্টিপাত হয় কোন ময়দানে (فِيْهِ) যাহাতে (ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ) অন্ধকার, বজ্রনিনাদ, বিদ্যুৎ কম্পন ইত্যাদি আছে। এরূপই কুরআন মজীদ যা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হতে অবতীর্ণ হয়েছে, এতে অন্ধকারসমূহ আছে, অর্থাৎ বিপদাপদের আশংকা ও বালা-মুসিবত ও ফিৎনাসমূহের বর্ণনা আছে এবং বজ্রধ্বনি আছে, সতর্কীকরণের এবং ভয় দেখানোর আর বিদ্যুৎ চমক রয়েছে, বর্ণনা, উপদেশ ও প্রতিশ্রুতির।

(يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ) তারা বজ্রধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে নিজেদের কানে অঙ্গুলী প্রবেশ করায়। (حَذَرَ الْمَوْتِ) মুসীবত ও মৃত্যুর ভয়ে। এরূপই মুনাফিকরা ও ইয়াহুদরা কানের ভিতর তাদের আঙ্গুল পুরে রাখত কুরআনের বর্ণনা, প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির বর্ণনা শুনে মৃত্যু আশংকায় যেন তাদের

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

অন্তর এদিকে ঝুঁকে না পড়ে। (وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ) এবং আল্লাহ্ কাফির ও মুনাফিকদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তিনি তাদের অবস্থা সম্যক অবগত আছেন তাই তিনি তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।

(২০) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَاۤ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَاۤ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۟

(২১) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۟

(২২) الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۟

২০. বিজলী তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয় প্রায়। যখনই তাদের সম্মুখে বিজলি চমকে ওঠে তখন তারা আলোতে চলতে শুরু করে, আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের কান ও চোখ ছিনিয়ে নিতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব জিনিসের উপর শক্তিমান।

২১. হে মানব জাতি! তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকেও–যাতে তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও।

২২. যিনি তোমাদের জন্য যমিনকে শয্যা ও আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকা হিসেবে ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছেন। কাজেই তোমরা কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না। আর তোমরা তা জান।

(يَكَادُ الْبَرْقُ) বিদ্যুৎ চমক আগুন যেন (يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ) কাফিরদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। অনুরূপ কুরআনের বর্ণনা কাফিরদের ভ্রষ্টতার আবরণকে ছিন্ন করে (كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ) যখনই তাদের সামনে বিদ্যুতালোক উদ্ভাসিত হয় তখন (مَشَوْا فِيْهِ) তারা সে বিদ্যুতালোকে পথ চলতে থাকে (وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا) এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন তখন ওরা অন্ধকারে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। এরূপই মুনাফিকরা যখন ঈমান আনে তখন মু'মিনদের সঙ্গে চলাফেরা করে, কারণ তখন তারা ওদের বিশ্বাসের ঈমানকে গ্রহণ করে নেন। কিন্তু তারা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন কবরের অন্ধকারেই আবদ্ধ থাকে।

(وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে শ্রবণশক্তি হরণ করে নিতে পারেন বজ্রধ্বনি দ্বারা। (وَاَبْصَارِهِمْ) এবং কেড়ে নিতে পারেন দৃষ্টিশক্তিকেও। বিদ্যুৎ চমকের দ্বারা ঠিক এরকমই আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে মুনাফিকদের ও ইয়াহূদীদের শ্রবণ শক্তিকে কুরআনের অমোঘ সতর্কবাণী ও ভয়াবহ শাস্তির সংবাদ দ্বারা এবং তাদের দৃষ্টিশক্তিকে কুরআনের বর্ণনা দ্বারা কেড়ে নিতে পারেন।

(اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান প্রত্যেক কাজের উপর তাঁর ক্ষমতা আছে যেমন তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করাও তাঁর ক্ষমতা বহির্ভূত নয়।

(يٰاَيُّهَا النَّاسُ) হে মক্কাবাসীগণ বা হে ইয়াহূদগণ (اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সত্তা একক বলে বিশ্বাস কর (الَّذِيْ خَلَقَكُمْ) যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বীর্য হতে ভ্রূণরূপে (وَالَّذِيْنَ)

(مِنْ قَبْلِكُمْ) এবং যিনি তোমাদের পূর্বের লোকদেরকেও সৃজন করেছেন (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ) যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আযাব হতে রক্ষা পেতে পার এবং তার অনুগামী হতে পার।

(٢٣) وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۠ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٢٤) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

২৩. আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি সে সম্পর্কে তোমরা যদি সন্দেহে পতিত হয়ে থাক, তবে তোমরা এর মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ভিন্ন তোমাদের সাহায্যকারীদেরকেও ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৪. তারপর তোমরা যদি এরূপ করতে সক্ষম না হও এবং কখনও সক্ষম হবেও না, তাহলে সেই আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।

(اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا) যিনি তোমাদের বসবাসের জন্যে পৃথিবীকে সমতল বিছানা এবং নিদ্রা যাপন করার উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন (وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً) এবং আকাশকে উঁচু ছাদস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন (وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) এবং আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। (فَاَخْرَجَ بِهٖ) যে বৃষ্টির সাহায্যে তিনি মাটি হতে (مِنَ الثَّمَرٰتِ) বিভিন্ন ধরনের ফলমূল উৎপন্ন করেন (رِزْقًا لَّكُمْ) যা তোমাদের এবং সমস্ত সৃষ্টি জীব এর সাহায্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এরপর তোমরা আল্লাহ্‌র সমতুল্য সমরূপ ও সমাকৃতি বলে কাউকে স্থির কর না। (فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا) এরপর তোমরা আল্লাহ্‌র সমতুল্য স্বরূপ ও সমাকৃতি বলে কাউকেও স্থির কর না। (وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) অথচ তোমরা জান যে, এ সকল বস্তু আমিই সৃষ্টি করি। অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে তোমরা জান যে, তোমাদের কিতাবেই রয়েছে যে, তাঁর কোন সন্তান নেই, সাদৃশ্য নেই ও সমকক্ষও নেই।

(وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ) এবং যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে (مِّمَّا نَزَّلْنَا) যা দিয়ে আমি হযরত জিবরাঈলকে পাঠিয়েছি (عَلٰى عَبْدِنَا) আমার বিশিষ্ট বান্দা মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট অর্থাৎ যে কুরআন আমি অবতীর্ণ করেছি। এতে যদি কোন সন্দেহ থাকে যেমন তোমরা মনে কর যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজের তরফ হতে এটা প্রণয়ন করেছেন তাহলে (فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ) তোমরা সূরা বাকারার মত একটি সূরা রচনা করে আন।

(وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ) এবং ঐ সূরা রচনা করার জন্যে তোমরা তোমাদের সমস্ত উপাস্য দেব-দেবীর সাহায্য গ্রহণ কর। অথবা তোমাদের নেতাদের সাহায্য গ্রহণ কর। (مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ) আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের তোমরা উপাসনা করে থাক। (اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) যদি তোমরা তোমাদের এই কথায় সত্যবাদী হও তবে (فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا) যদি তোমরা এটা করতে না পার এবং কখনই তোমরা এটা করতে পারবে না। এখানে (لَنْ تَفْعَلُوْا) শব্দটি আগে এবং (فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا) শব্দটি ব্যাখ্যায় পরে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ

আল্লাহ্ বলেন, কুরআনের সূরার মত সূরা রচনা করার সামর্থ্য তোমাদের নেই। যদি তোমরা এটা করতে না পার এরূপ (فَاتَّقُوا النَّارَ) তবে এ ভীষণ অগ্নি হতে ভীত হও যদি তোমরা ঈমান না আন। (الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ) যে অগ্নির ইন্ধন হবে কাফিরগণ (وَالْحِجَارَةُ) এবং গন্ধকের গন্ধক পাথর (أُعِدَّتْ) যা সৃষ্টি করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট করা হয়েছে, প্রস্তুত করা হয়েছে এবং নির্ধারিত করা হয়েছে (لِلْكٰفِرِيْنَ) কাফিরদের জন্য।

(২৫) وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(২৬) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۝

২৫. যারা ঈমান এনেছে ও উত্তম কাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে অনেক নহর প্রবাহিত। যখনই তারা খাওয়ার জন্য সেখানকার কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই বলবে, এটা তো সেই ফল, যা ইতিপূর্বে আমাদের দেওয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে দেওয়া হবে একই আকৃতির ফল। আর সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পূত পবিত্র নারীগণ এবং তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

২৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র মশা কিংবা তার চেয়ে বড় কোন জিনিসের দৃষ্টান্ত দিতে লজ্জাবোধ করেন না। কাজেই যারা মু'মিন তারা নিশ্চিত জানে যে, এ দৃষ্টান্ত সত্য, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আর যারা কাফির, তারা বলে, এ দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্‌র কী উদ্দেশ্য? এ দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্ অনেককে বিভ্রান্ত করেন এবং অনেককে সৎপথে পরিচালিত করেন। দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি কেবল পাপিষ্ঠদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন।

এরপর আল্লাহ্ মু'মিন বিশ্বাসীদের সম্মান এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদার কথা বর্ণনা করে বলেন, (وَبَشِّرْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) এবং শুভ সংবাদ দাও বেহেশ্‌তের, যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) এবং তারা তাদের ও তাদের প্রতিপালকের মধ্যে যা করণীয় তা পূর্ণভাবে করেছে বা যারা সমস্ত পূণ্য কাজগুলো করেছে (اَنَّ لَهُمْ) যে নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে (جَنّٰتٍ) বাগানসমূহ (تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا) যার বৃক্ষরাজির ও বাসস্থানের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে الْاَنْهٰرُ। শরাব, দুধ, মধু ও স্নিগ্ধ পানি, নহরসমূহ। (كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا) যখনই তারা (বেহেশতে) এই সব সামগ্রী হতে কিছু খাবে অর্থাৎ (مِنْ ثَمَرَةٍ) বিভিন্ন প্রকার ফল খাবে (رِّزْقًا) খাদ্যস্বরূপ, (قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ) তারা বলবে, আমরা এর পূর্বেও এরকম ফল-মূল খেয়েছি (وَاُتُوْا بِهٖ) এবং তাদেরকে রিযিক দেওয়া হবে যা পরস্পরের সাদৃশ্য হবে (مُتَشَابِهًا) পূর্বের সদৃশ হবে কিন্তু স্বাদে বিভিন্ন হবে (وَلَهُمْ فِيْهَا) এবং তাদের জন্যে জান্নাতে থাকবে (اَزْوَاجٌ) কুমারী, যুবতীগণ (مُّطَهَّرَةٌ) যারা পবিত্র হবে রজঃস্রাব ও অপবিত্রতা হতে

(وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) এবং তারা বেহেশ্তে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে, সেখানে তাদের মৃত্যু হবে না এবং কখনই বের করা হবে না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের উদাহরণসমূহের সমালোচনাকারী ইয়াহূদীদের প্রসঙ্গে বলেন ঃ

(اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيٖ) আল্লাহ্ লজ্জাবোধ করেন না। অর্থাৎ তিনি কোন জিনিসের উপমা দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। আর তিনি কেনই বা এমন কিছুর উপমা দিতে সংকোচবোধ করবেন? পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টিকুল একত্রিত হলেও যা সৃজন করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং আল্লাহ্র এরূপ উপমা দিতে কোন লজ্জা নাই। (اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا) আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট জীব এর জন্যে এই উপমা প্রদান করতে কোন দ্বিধাবোধ করেন না। (مَّا بَعُوْضَةً) একটি ক্ষুদ্র মাছির মধ্যে (فَمَا فَوْقَهَا) বা এরচেয়ে যা বড়, যেমন মাছি, মাকড়সা, বা কথিত হয় এরচেয়ে যা ক্ষুদ্রতম দ্বারা উপমার অনেক উপকার আছে।

(فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) এরপর যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর এবং কুরআনের উপর ঈমান এনেছে তারা (فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ) জানত যে, এরূপ উপমাদি নিশ্চয়ই (الْحَقُّ) এটা সত্য ও খাঁটি (مِنْ رَّبِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) তাদের প্রতিপালকের তরফ হতে কিন্তু যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে অবিশ্বাস করেছে (فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا) তৎপর যারা বলে, আল্লাহ্ এ সমস্ত বস্তু দ্বারা উপমা দেওয়ার কি উদ্দেশ্য হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত উপমার দ্বারা (يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا) অনেক ইয়াহুদদেরকে পথভ্রষ্ট করেন (وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا) পক্ষান্তরে, অনেক বিশ্বাসীদেরকে হিদায়াত করেন (وَمَا يُضِلُّ بِهٖ) এবং তিনি এই উপমা দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন (اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ) শুধু যারা দুষ্কর্মে লিপ্ত তাদেরকে অর্থাৎ ইয়াহূদীদেরকে।

(٢٧) الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

২৭. যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যা জুড়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

(الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ) যারা আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে থাকে এই নবী মুহাম্মদ ﷺ সম্বন্ধে তাদের তাওরাতে বর্ণনা আছে (مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ) এই অঙ্গীকার দৃঢ় মজবুত করার পরও এবং তাকিদ করার পরও অঙ্গীকার ভঙ্গ করে (وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ) এবং যা আল্লাহ্ সংযুক্ত করার আদেশ দিয়েছেন যেমন ঈমান আনয়ন করা ও আত্মীয়তা রক্ষা করা, (اَنْ يُّوْصَلَ) অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা (وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ) এবং তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুনিয়ায় অশান্তির কারণ ঘটায় এবং ফিৎনা-ফাসাদ ঘটিয়ে বেড়ায় তারা মানুষদেরকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরআন হতে বিচ্ছিন্ন রাখতে চেষ্টা করে (اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ) তারাই প্রকৃতপক্ষে সর্বনাশগ্রস্ত। কারণ তাদের এই কার্যকলাপে তাদের দীন ও দুনিয়া ইহকাল ও পরকালের সর্বনাশ হয়।

(٢٨) كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(٢٩) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ع

(٣٠) وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ○

২৮. তোমরা কিভাবে আল্লাহর নাফরমানী কর, অথচ তোমরা ছিলে নির্জীব,তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করলেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন। তারপর তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।

২৯. তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তারপর আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করলেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

৩০. স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে এক প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি, তারা বললো, আপনি কি পৃথিবীতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করবেন, যারা সেখানে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসা পাঠ করি এবং স্মরণ করি আপনার পবিত্র সত্তাকে। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না।

(كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ) কি আশ্চর্য! হে অজ্ঞ মানব সমাজ তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী কর? ও তাঁর প্রতি কৃতঘ্ন হতে পার ? (وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا) কারণ তোমরা তোমাদের পিতৃ পৃষ্ঠদেশে বীর্যরূপে মৃত ছিলে। (فَاَحْيَاكُمْ) তারপর তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে জীবন দান করেছেন। (ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ) এরপর তিনিই তোমাদের আয়ুষ্কাল শেষ হলে মৃত্যু ঘটাবেন। (ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ) তারপর তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করে পুনরুত্থিত করবেন। (ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ) তারপর তোমরা সকলেই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, (পরকালে) যেখানে তোমাদের কার্যকলাপের সমস্ত পুরস্কার ও বিনিময় দেয়া হবে। এরপর আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য কি অবদান রেখেছেন তার বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ (هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ) তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন (مَّا فِى الْاَرْضِ) যা কিছু পৃথিবীতে আছে জীবজন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদি। (جَمِيْعًا) সবগুলিকেই তোমাদের মঙ্গলের জন্যই (ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ) তারপর তিনি আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন (فَسَوّٰهُنَّ) তারপর তিনি তাদেরকে (سَبْعَ سَمٰوٰتٍ) সপ্ত আকাশে সুবিন্যস্ত করে দিলেন, এবং পৃথিবীর উপর সমভাগে বিস্তৃত করলেন (وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ) তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টির সর্ববিষয়ে (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞানী। এরপর তিনি ফিরিশতাদের ঘটনাবলির উল্লেখ করেন, যারা হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল ঃ

(وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ) স্মরণ করুন! যখন আপনার প্রতিপালক যারা পৃথিবীর কাজে নিয়োজিত ফেরেশ্‌তাদেরকে বললেন, (اِنِّىْ جَاعِلٌ) নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টি করব (فِى الْاَرْضِ) পৃথিবীতে অর্থাৎ মাটি হতে

(خَلِيْفَةً) তোমাদের মধ্য হতে স্থলাভিষিক্ত (قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا) তারা বললেন, হে প্রভু! আপনি তবে পৃথিবীতে এমন জীব সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন (مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا) যারা পৃথিবীতে পাপে লিপ্ত হবে। (وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ) এবং যারা তথায় রক্তপাত করবে, অত্যাচার করবে।

(وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ) এবং আমরা তো আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং প্রশংসা বর্ণনা করি এবং আপনার আদেশে সালাত আদায় করে থাকি। (وَنُقَدِّسُ لَكَ) এবং আমরা আপনাকে স্মরণ করি পবিত্র অবস্থায়। (قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ) আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমি জানি এই খলিফা দ্বারা কি কাজ হবে (مَا لَا تَعْلَمُوْنَ) যা তোমরা জান না।

(৩১) وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(৩২) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

(৩৩) قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

৩১. আল্লাহ্ আদমকে যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর যে সব বস্তু ফেরেশ্‌তাদের সামনে প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, এ সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩২. তারা বলল, আপনি পবিত্র। আপনি আমাদের যতটুকু শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কিছুই জানা নেই। নিশ্চয়ই আপনিই প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

৩৩. তিনি বললেন, হে আদম! তুমি ফেরেশ্‌তাদেরকে এ সব বস্তুর নাম বলে দাও। সে যখন তাদেরকে সে সবের নাম বলে দিল, তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তুরাজির সম্বন্ধে আমি সম্যক অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর ও যা গোপন রাখ তাও জানি?

(وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا) এবং তিনি আদমকে সমস্ত ক্ষুদ্র সন্তানদের নাম শিক্ষা দিলেন বা কথিত আছে প্রত্যেক জীব এর নাম ইত্যাদি শিখালেন। এমনকি বড় ও ক্ষুদ্র পাত্রগুলির নামও শিক্ষা দিলেন। এবং ছোট ছোট পান পাত্রের নামও শিক্ষা দিলেন। (ثُمَّ عَرَضَهُمْ) তারপর তাদেরকে ব্যক্তিত্ব মনে করে উত্থাপিত করলেন (عَلَى الْمَلٰئِكَةِ) ফেরেশ্‌তাগণের সম্মুখে যাদেরকে সিজদার আদেশ করা হয়েছিল (فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ) তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে বলে দাও। (بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ) এই সব সৃষ্ট বস্তু ও ভ্রূণের নামগুলি। (اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তোমাদের প্রথম দাবীতে।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ তারা বললেন, হে আল্লাহ্, আমরা এরূপ উক্তি হতে তওবা করছি। কারণ (لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا)। আমাদের কোনই জ্ঞান নেই শুধু যা আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন (اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ)। নিশ্চয়ই আপনি আমাদের এবং তাদের অবস্থা জ্ঞাত আছেন, আপনি মহাজ্ঞানী।

(قَالَ يَآدَمُ اَنْبِئْهُمْ) তখন আল্লাহ্ বললেন, হে আদম, তুমি তাদেরকে সংবাদ দাও (بِاَسْمَائِهِمْ) এসব বস্তুর, কি কি নাম আছে (فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) তারপর আদম (আ) তাদেরকে ঐ সব বস্তুর নাম বলে দিলেন তখন আল্লাহ্ ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি নিশ্চয়ই জানি সকল অদৃশ্য বিষয়ে যা পৃথিবীতে এবং আকাশে সংঘটিত হবে (وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ) এবং জানি যা কিছু তোমরা হযরত আদমকে অনুসরণ করে থাক বলে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে জানাও (وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ) এবং যা কিছু তোমরা গোপন করে থাক। আরও বলা হয়, আল্লাহ্ জানেন যা কিছু ইবলিস তাদের জন্যে প্রকাশ করেছিল এবং যা কিছু গোপন করেছিল।

(٣٤) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○
(٣٥) وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৩৪. আমি যখন ফেরেশ্তাদের নির্দেশ দিলাম, আদমকে সিজ্দা কর, তখন সকলেই সিজ্দায় পড়ে গেল, কিন্তু ইব্লীস্; সে অমান্য করল ও অহংকার প্রকাশ করল্। বস্তুত সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩৫. এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমিও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং সেথা হতে যা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই গাছের কাছেও যেও না, গেলে তোমরা জালিম সাব্যস্ত হবে।

(وَاِذْ قُلْنَا) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি স্মরণ করুন, যখন আমি বললাম, (لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ) ফেরেশ্তাদেরকে, তোমরা আদমকে সম্মানসূচক সিজ্দা কর। (فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ) তখন তারা সকলেই সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস সিজ্দা করল না (اَبٰى) সে অস্বীকার করল আল্লাহ্র আদেশ পালনকে (وَاسْتَكْبَرَ) এবং আদমকে সিজদা করা ভয়ানক আপত্তি মনে করল (وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ) এবং সে আল্লাহ্র আদেশ পালনে অবাধ্য হওয়ার কারণে কাফির হয়ে গেল।

অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ জানতেন যে, সে কাফির হবে। একথাও বর্ণিত আছে যে, সে প্রথমে কাফিরদেরই মধ্যে ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম ও হাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ (وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) এবং আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার বিবি জান্নাতে প্রবেশ কর (وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا) এবং উভয়ে তাতে ইচ্ছামত প্রাণ ভরে, খাওয়া-দাওয়া কর। (حَيْثُ شِئْتُمَا) বিচরণ কর যথা ইচ্ছা এবং যা কর করতে থাক (وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ) এবং এই বৃক্ষের কাছে যাবে না অর্থাৎ এই গাছের ফল খাবে না। সেটি ছিল জ্ঞান বৃক্ষ। যা ছিল বহুবর্ণ ও শাখা বিশিষ্ট। যদি এর ফল ভক্ষণ কর তবে (فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ) তোমরা উভয়েই তোমাদের জীবনের উপর অত্যাচারী ও ক্ষতিগ্রস্তকারী হবে।

(٣٦) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ○

(٣٧) فَتَلَقَّىٰ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

(٣٨) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

৩৬. কিন্তু শয়তান তা হতে তাদের পদস্খলন ঘটায় এবং সেই সম্মান ও শান্তি হতে তাদের বহিষ্কার করে, যার মাঝে তারা ছিল। আমি বললাম, তোমরা বের হয়ে যাও। তোমরা একে অন্যের শত্রু হয়ে গেলে। পৃথিবীতে তোমাদের জন্য কিছুকালের ঠিকানা এবং উপভোগ রয়েছে।

৩৭. তারপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু কথা শিখে নিল। আর আল্লাহ্ তার প্রতি দয়াপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনিই তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

৩৮. আমি আদেশ করলাম, তোমরা সকলেই এ স্থান হতে নেমে যাও। তারপর তোমাদের নিকট যদি আমার পক্ষ হতে কোন হিদায়াত পৌছে, তাহলে যারা আমার হিদায়াতের উপর চলবে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

(فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا) তারপর তাদের উভয়কে শয়তান পদস্খলিত করল জান্নাত হতে (فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ) এবং উভয়কে অফুরন্ত সুখ-শান্তি থেকে বের করে দিল। (قُلْنَا) তখন আমি বললাম, আদম, হাওয়া, ময়ূর, সর্প ও ইবলিসকে যে, (اهْبِطُوا) তোমরা সকলেই পৃথিবীতে নেমে যাও। (بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ) তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বসবাস করার স্থান আছে। (وَمَتَاعٌ) এবং উপকার আছে এবং বসবাস করার সামগ্রীও আছে (إِلَىٰ حِينٍ) মৃত্যু সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত (فَتَلَقَّىٰ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ) এরপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে মুখস্থ করে নিলেন অনেক জ্ঞানের কথা।

অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শিক্ষা দিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং তিনি তাকে প্রত্যাদেশ করলেন এবং তিনি সেটা গ্রহণ করলেন। (كَلِمٰتٍ) অনেক বাক্য, যাতে তার এবং তার সন্তানের জন্য তাওবা করার সুযোগ পাওয়া যায়, (فَتَابَ عَلَيْهِ) তারপর তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করলেন (إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ)। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা প্রদর্শনকারী (الرَّحِيمُ) এবং তওবাকারীর উপর অত্যন্ত দয়ালু।

(قُلْنَا) তারপর আমি আদম, হাওয়া, সাপ, ময়ূর ও ইবলিসকে বললাম, (اهْبِطُوا مِنْهَا) তোমরা আকাশ হতে অবতরণ কর (جَمِيعًا) সকলে মিলিত হয়ে।

এরপর আল্লাহ্ আদম সন্তানদেরকে উপদেশ দিলেন এবং বললেন, (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ) এরপর যখন তোমাদের নিকট আসবে যে সময় আসবে এবং যখন আসবে مِنِّي هُدًى আমার তরফ থেকে কোন প্রেরিত রাসূল ﷺ। (فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ) তখন সে ঐ কিতাব বা রাসূলের অনুকরণ করবে (فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ)

তাদের নিকট ভবিষ্যতে আর কোন শাস্তি আসার সংশয় থাকবে না। আর (وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ) তারা আর কোন প্রকার দুঃখিতও হবে না যা তারা পশ্চাতে রেখে গেল। কথিত আছে, তারা সর্বদাই নির্ভয়ে থাকবে এবং সর্বদাই নিশ্চিন্তে থাকবে। অন্য বর্ণনায় আছে, যখন মৃত্যুকে যবেহ করা হবে এবং জাহান্নামের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করা হবে তখন তাদের আর কোন ভয়-ভীতি থাকবে না।

(٣٩) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۟

(٤٠) يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝

(٤١) وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۠ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۡ وَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ۝

৩৯. যারা কুফ্‌র করেছে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

৪০. হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমরা পূর্ণ কর আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার, তাহলে আমিও পূর্ণ করবো তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার এবং শুধু আমাকেই ভয় করো।

৪১. এবং বিশ্বাস কর সেই কিতাবকে যা আমি নাযিল করেছি, তা প্রত্যয়ন করে সেই কিতাবকে যা তোমাদের নিকট আছে, আর তোমরাই সকলের মধ্যে তার প্রথম অমান্যকারী হয়ো না। আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করে চলো।

(وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا) এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং আমার কিতাব ও রাসূল ﷺ-কে মিথ্যা মনে করেছে (اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ) তারা হল জাহান্নামী (هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) সর্বদাই তারা সেখানে থাকবে। সেখানে তাদের মৃত্যু ঘটবে না এবং কোন দিনই সেখান থেকে বের হবে না।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বনি ইসরাঈলের প্রতি তাঁর দয়া ও অবদানের উল্লেখ করে বলেন (يٰبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ) হে ইয়াকূব (আ)-এর সন্তানগণ, তোমরা (اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ) আমার দয়ার কথা স্মরণ কর এবং আমার অবদান সমূহের সংরক্ষণ কর (الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) যে দয়া আমি তোমাদের প্রতি করেছি কিতাব অবতীর্ণ করে, রাসূল প্রেরণ করে, ফিরআউন এর অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ দিয়ে, সমুদ্রের গভীর পানি হতে উদ্ধার করে এবং আকাশ হতে মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করে ইত্যাদি। (وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْ) এবং এই নবী সম্বন্ধে যে অঙ্গীকার আমার সঙ্গে আছে তা পূর্ণ কর। (اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ) আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে (وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ) এবং প্রকৃতপক্ষে আমাকেই ভয় কর ও অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না ও আমি ছাড়া অন্য কাউকে ভয় কর না।

(وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ) এবং তোমরা বিশ্বাস কর যা দিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে আমি দুনিয়ায় প্রেরণ করেছি। (مُصَدِّقًا) যার সাথে তাহীদ ও মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলীর ক্ষেত্রে ও আরও অনেক বিষয়ে

পূর্বের শরীয়তের সাথে মিল রয়েছে (لِّمَا مَعَكُمْ) তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে বর্ণিত আছে, (وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ) এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন এর সঙ্গে তোমরাই প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না (وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي) এবং তোমরা আমার নিদর্শন সমূহকে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রশংসা ও তাঁকে প্রদত্ত নিয়ামত সমূহের যে বিবরণ তওরাতে রয়েছে তা গোপনের বিনিময়ে ثَمَنًا قَلِيلًا তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। (وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ) এবং এই নবী ﷺ-এই ব্যাপারে আমাকে ভয় কর।

(٤٢) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ○
(٤٣) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ○
(٤٤) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○
(٤٥) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ○
(٤٦) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○

৪২. তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যা মিশ্রিত করো না এবং সত্যকে জেনে শুনে গোপন করো না।
৪৩. সালাত কায়েম রাখ ও যাকাত দাও এবং সালাতে যারা অবনত হয় তাদের সাথে অবনত হও।
৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও! অথচ তোমরা কিতাব পড়, তথাপি কেন বোঝ না?
৪৫. তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। অবশ্য এটা সকলের জন্য কঠিন, কেবল বিনীতগণ ছাড়া।
৪৬. যারা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। এবং তাঁর নিকট তাদের ফিরে যেতে হবে।

(وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ) এবং সত্যকে অসত্যের সাথে সংমিশ্রিত করো না অর্থাৎ দাজ্জালের বিশেষণকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বিশেষণের সঙ্গে মিশ্রিত কর না (وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ) এবং হককে সংগোপন কর না (وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) অথচ তোমরা অবগত আছ যে, তোমরা সত্যকে গোপন করছো।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের বর্ণনার পর ইয়াহুদীদের ধর্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করেন এবং বলেন, (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) এবং তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর (وَآتُوا الزَّكَاةَ) এবং তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) এবং তোমরা পাঁচ ওয়াক্তের সালাত হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এবং তাঁর আসহাবদের সঙ্গে আদায় কর।

এরপরে আল্লাহ্ পাক ইয়াহুদী নেতৃবর্গের অবস্থা বর্ণনা করছেন এবং বলছেন (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ) তোমরা কি সাধারণ লোকদেরকে নির্দেশ দিচ্ছ بِالْبِرِّ তওহীদের এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসরণের। (وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ) এবং নিজেদেরকে বিস্মৃত হও তার অনুসরণে। (وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ) অথচ তোমরা তাদের নিকট কিতাব পাঠ করে থাক। (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) তোমাদের মধ্যে কি মানবিক জ্ঞান নেই?

(وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ) এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ফরযসমূহ আদায়ে এবং পাপ কার্যসমূহ পরিত্যাগে ধৈর্যের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় কর (وَالصَّلٰوةِ) এবং বেশী বেশী সালাত আদায়ের দ্বারা পাপস্খলনের সাহায্য গ্রহণ কর। (وَاِنَّهَا) এবং এই সালাত শুধুমাত্র বিনয়ীদের ব্যতীত। (لَكَبِيْرَةٌ) অত্যন্ত কঠিন, (اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ)। যারা জানে ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, (اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ) নিশ্চয়ই তারা তাদের রবকে প্রত্যক্ষ করবে (وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ) এবং নিশ্চয়ই তারা মৃত্যুর পর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের প্রতি তাঁর অবদানসমূহের উল্লেখ করে বলেন ঃ

(٤٧) يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٤٨) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

(٤٩) وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۗ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

৪৭. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং আমি যে তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তাও।

৪৮. তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যে দিন কেউ কারও কোনও কাজে আসবে না এবং কারও পক্ষ হতে সুপারিশ কবূল হবে না এবং কারও নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না। আর তারা কোন প্রকার সাহায্যও পাবে না।

৪৯. স্মরণ করো, সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদেরকে ফিরআউনের লোকদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। যারা তোমাদেরকে কঠিন যন্ত্রণা দিত; তোমাদের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীগণকে জীবিত রেখে দিত। এতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা ছিল।

(يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ) হে বনী ইসরাঈল, অর্থাৎ হে ইয়াকূব-এর সন্তানগণ! (اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ) তোমরা আমার নিয়ামতের কথাগুলি স্মরণ কর (الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) যা আমি তোমাদের প্রদান করেছি (وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ) এবং আমি তোমাদেরকে কিতাব, রাসূল ও দীন ইসলাম দ্বারা মহিমান্বিত করেছি (عَلَى الْعٰلَمِيْنَ) তোমাদের যুগের সব জাতির উপর (وَاتَّقُوْا يَوْمًا) এবং তোমরা ভয় কর সেই দিনের শাস্তি হতে যদি তোমরা ঈমান না আন ও ইয়াহূদীয়াত হতে তওবা না কর (لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا) যে দিন কোন কাফির ব্যক্তি কোন কাফিরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

(وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ) এবং তার জন্যে কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ গৃহীত হবে না। (وَّلَا يُؤْخَذُ) এবং গ্রহণ করা হবে না (مِنْهَا عَدْلٌ) ওটার জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ হবে না। (وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ) এবং তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা হবে না অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে অব্যাহতি পাবে না।

(وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ) এবং তুমি স্মরণ কর সেই সময়কে, যখন আমি হে বনী ইসরাঈল তোমাদেরকে ফিরআউন ও তার কওম হতে পরিত্রাণ দিয়েছিলাম (يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ) যারা

তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি ফিরআউনের নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ (يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ) তারা তোমাদের শিশুপুত্রদেরকে হত্যা করত (وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ) এবং কন্যাদিগকে জীবিত রাখত, যাতে বয়স্ক হলে তাদেরকে দাসীরূপে ব্যবহার করা যায়। (وَفِى ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ) এবং তার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যার পরিণামে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ছিল মহাপুরস্কার। এরপর কিভাবে পরিত্রাণ দেন সেই দয়ার বর্ণনা দেন। ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া এবং ফিরআউন ও তার দলবলকে ডুবিয়ে দেওয়ার উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(৫০) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

(৫১) وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

(৫২) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

(৫৩) وَإِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

৫০. স্মরণ কর, সে দিনের কথা, আমি তোমাদের জন্য সাগরকে বিদীর্ণ করি, তারপর তোমাদেকে উদ্ধার করি এবং ফিরআউনের লোকদের করি নিমজ্জিত আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

৫১. স্মরণ কর, আমি যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাতের ওয়াদা করি, তারপর তোমরা মূসার পরে বাছুর তৈরি করে নিলে, তোমরা হয়ে পড়েছিলে জালিম।

৫২. এরপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেই, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।

৫৩. স্মরণ করো, যখন আমি মূসাকে দান করলাম কিতাব এবং সত্যাসত্যের মাঝে পার্থক্যকারী বস্তু, যাতে তোমরা সরল পথ পেয়ে যাও।

(وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ) এবং যখন আমি দরিয়াকে দ্বিধা-বিভক্ত করে দিলাম এবং আমি তোমাদেরকে পরিত্রাণ দিলাম ডুবে যাওয়ার হাত থেকে। (وَاَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ) এবং আমি ডুবিয়ে দিলাম ফিরআউনকে তার কওমসহ (وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ) এবং তোমরা তা তিন দিন পরেই সম্পূর্ণ দেখতে পেয়েছিলে।

(وَاِذْ وٰعَدْنَا) এবং যখন আমি অঙ্গীকার করেছিলাম (مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً) মূসার সঙ্গে যে তাকে চল্লিশ রাত্রি অতিবাহিত হবার পর কিতাব প্রদান করা হবে। (ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ) তারপর তোমরা গো-বৎসের উপাসনা করতে আরম্ভ করলে (مِنْ بَعْدِهٖ) মূসার পর্বত গমনের পর পরই (وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ) এমতাবস্থায় তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচারী হয়েছিলে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলে।

(ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ) তারপর আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম এবং তোমাদের ধ্বংস করিনি। (مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ) তোমাদের এরূপ বাছুর পূজার অন্যায়ের পরেও। (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ) যাতে তোমরা আমার এই মহাক্ষমা প্রদর্শনের জন্যে কৃতজ্ঞ থাক।

(وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ) এবং যখন আমি মূসাকে তাওরাত প্রদান করেছিলাম (وَالْفُرْقَانَ) এবং ফুরকান এবং বর্ণনা করলাম তাতে হালাল, হারাম, আদেশ ও নিষেধ ইত্যাদি। অন্য বর্ণনায় আছে, যখন

মূসাকে সাহায্য ও রাজত্ব প্রদান করলাম ফিরআউনের উপর (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ) যাতে তোমরা গোমরাহী হতে সৎপথ পেতে পার।

এরপর আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ) ও তাঁর কওমের অবস্থা বর্ণনা করেন ঃ

(٥٤) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْۤا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○
(٥٥) وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○
(٥٦) ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৫৪. যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের লোকদের বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এ বাছুর তৈরি করে নিজেদের ক্ষতি করেছ, কাজেই এখন তোমাদের স্রষ্টার নিকট তাওবা কর এবং আপন আপন প্রাণ হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়। অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫৫. স্মরণ কর! যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করবো না, তখন তোমাদের উপর বজ্রপাত হয়, যা তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।

৫৬. তারপর আমি তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করি তোমাদের মৃত্যুর পর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।

(وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ) এবং মূসা তার কওমকে বললেন, হে আমার কওম! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা তো নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ অর্থাৎ নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছ গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে। তখন তার কওমের লোকেরা বলল, হে মূসা, এখন আপনি আমাদেরকে কি আদেশ দেন? তখন হযরত মূসা তাদের বললেন, (فَتُوْبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে তওবা কর, তখন তারা বলল, আমরা কিভাবে তওবা করব–তিনি তাদের বললেন, (فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ) তোমরা নিজেদের হত্যা কর। যে ব্যক্তি বাছুরের পূজা করেনি সে ব্যক্তি বাছুর পূজাকারীদের হত্যা করবে (ذٰلِكُمْ) এভাবে তওবা ও হত্যা করাই (خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ) তোমাদের জন্যে তোমাদের প্রভুর নিকট উত্তম। (فَتَابَ عَلَيْكُمْ)তারপর তিনি তোমাদের পাপ মোচন করলেন অর্থাৎ তওবা কবূল করলেন (اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ) নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। যে তওবা করে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। (الرَّحِيْمُ) এবং তওবার উপর যার মৃত্যু হয় তার প্রতি পরম দয়ালু।

(وَاِذْ قُلْتُمْ) আর যখন তোমরা বলেছিলে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই বলেছিলে। (يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ) হে মূসা আমরা তোমার প্রতি কখনই ঈমান আনব না অর্থাৎ কখনও বিশ্বাস করব না যা তুমি বলছ (حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً) যে পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্কে স্বচক্ষে দেখতে না পারব। যেমন আপনি দেখেছেন। (فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ) তখন তারা বজ্রাহত হল। আগুন তাদেরকে ভস্মিভূত করল। (وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ) এবং তা তোমরা

প্রত্যক্ষ করতেছিলে। (ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ) তারপর আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করলাম। (مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ) তোমাদের মৃত্যুর পর (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ) যাতে তোমরা এই জীবন দান ব্যবস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

(৫৭) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

(৫৮) وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(৫৯) فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

৫৭. আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সাল্ওয়া অবতীর্ণ করলাম, তোমাদেরকে বিশুদ্ধ যা দান করেছি তা আহার কর। তারা আমার তো কোন ক্ষতি করেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করছিল।

৫৮. স্মরণ কর! যখন আমি বললাম, এ নগরে প্রবেশ কর এবং এর যেখানে যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে আহার কর এবং সিজ্দার অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং বলতে থাক, ক্ষমা কর। তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকে বেশিও দেব।

৫৯. তারপর জালিমরা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তা পরিবর্তন করে ফেলল। ফলে আমি জালিমদের উপর আকাশ হতে শাস্তি বর্ষণ করি, তাদের আইন অমান্যের কারণে।

(وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ) আর আমি তোমাদেরকে তীহ ময়দানে মেঘ দিয়ে ছায়া করে ছিলাম, এবং (وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى) তীহ ময়দানে তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছিলাম (كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ) আমি তোমাদের হালাল থেকে যা জীবিকা দিয়েছি তা তোমরা আহার কর। এবং আগামীকালের জন্যে সঞ্চয় করে রেখ না। কিন্তু তারা সঞ্চয় করল। وَمَا ظَلَمُوْنَا এবং তারা এই সঞ্চয় দ্বারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি (وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ) বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করেছে।

(وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ) এবং আমি যখন বললাম, তোমরা এই জনপদে অর্থাৎ আরিহায় প্রবেশ কর। (وَادْخُلُوا) (فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا) এবং যথা এবং যখন ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে খেতে থাক এবং (الْبَابَ سُجَّدًا) এবং দরজা দিয়ে নতশিরে অর্থাৎ নতজানু হয়ে প্রবেশ কর। (وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ) এবং তোমরা বল, হে প্রভূ আমাদের গুনাহ আমাদের থেকে দূর করুন। অন্য বর্ণনায় আছে, তোমরা বলবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই। (نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ) আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করব এবং নিষ্ঠাবান সৎকর্মপরায়ণদের নেকী বৃদ্ধি করব।

(فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ) তারপর তারা অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচারী হয়েছিল এবং তা হল ক্ষমা প্রার্থনাকারীগণ, এরা হল যাদেরকে 'হিত্তা' বলতে নির্দেশ দেওয়া

হয়েছিল তারা এর পরিবর্তে অন্য কথা বলল, অর্থাৎ তারা হিত্যাতুন এর পরিবর্তে তারা বলল– "হিনতাতুন সামকাতা" অর্থাৎ লাল বর্ণের গম।'

(فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ) তারপর যারা এরূপ কথার পরিবর্তন করল, (এরা হল আসহাবুল হুত্তা) আমি তাদের প্রতি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম। আমি অবতীর্ণ করলাম অর্থাৎ প্লেগ পাঠিয়ে দিলাম, (بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ) এবং এটা ছিল তাদের আল্লাহ্‌র আদেশের পরিবর্তনের জন্য।

(٦٠) وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

(٦١) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ۞

৬০. স্মরণ কর, মূসা যখন তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত কর, ফলে তা থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট চিনে নিল। আল্লাহর দেওয়া রিযক পানাহার কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়িও না।

৬১. স্মরণ কর, তোমরা বলেছিলে হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য্যধারণ করবো না। কাজেই, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য তরকারি, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন। মূসা বলল, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুর বদলে নিকৃষ্টতর বস্তু গ্রহণ করতে চাও? তবে কোন শহরে নেমে যাও, তোমরা যা চাও, তা সেখানে পাবে। আর তাদের উপর ঢেলে দেওয়া হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য এবং তারা আল্লাহ্‌র গযবের পাত্র হয়ে গেল। এটা হলো এই কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মানত না এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করতো। এটা এই জন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য এবং তারা সীমালংঘন করত।

(وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ) এবং যখন মূসা (আ) তীহ ময়দানে তার কওমের জন্য পানি প্রার্থনা করলেন। (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا) তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। তিনি যখন পাথরে আঘাত করলেন, যে পাথরটি আল্লাহ্ তায়ালা তাকে প্রদান করেছিলেন যাতে বারটি চিহ্ন ছিল, স্ত্রী লোকের স্তনের ন্যায় তখন সেই চিহ্নগুলি হতে এক একটি করে ১২টি নহর (নালা) প্রবাহিত হল। (قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ) এবং প্রত্যেক গোত্রই প্রস্রবণগুলোকে তাদের নিজ নিজ নহরগুলির পান স্থান চিনতে পারল। আল্লাহ্ তারপর তাদেরকে বললেন, (كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ) তোমরা মান্না ও সালওয়া খাও এবং সকল নহর থেকে পানি পান কর

তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত জীবিকা থেকে। (وَلَا تَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ) এবং তোমরা পৃথিবীতে বিবাদ বিসম্বাদ ও হযরত মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধাচরণ কর না।

(وَاِذْ قُلْتُمْ) আর যখন তোমরা বলেছিলে, (يَامُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ) হে মূসা! আমরা শুধু একই প্রকার খাদ্যের উপর অর্থাৎ মান্না ও সালওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করতে পারি না (فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ) সুতরাং আমাদের জন্যে তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট চাও তিনি যেন আমাদেরকে ভূমিজাত দ্রব্য সরবরাহ করেন। (مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا) যথা শাক, সব্জী, গম, মুশুরী ও পেঁয়াজ ইত্যাদি। তখন মূসা (আ) তাদের বললেন, তোমরা কি তাহলে অতি উৎকৃষ্ট জিনিস অর্থাৎ মান্না ও সালওয়াকে নিকৃষ্টতর বস্তু যেমন গম ও পেঁয়াজ ইত্যাদির সাথে পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর। (اِهْبِطُوْا مِصْرًا) তোমরা যাও সেই শহরে যেখান থেকে তোমরা বের হয়েছিলে।

অন্য বর্ণনায় আছে, যে কোন শহরে তোমরা চলে যাও (فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ) এবং নিশ্চয়ই তোমরা যা চেয়েছ তোমাদের জন্য সেথা তা রয়েছে। (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ) এবং তারা জিযিয়া এবং দারিদ্রতা দ্বারা লাঞ্ছিত হল। (وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ) এবং লা'নতের উপযোগী হল। তারা লা'নত, অপমান, দারিদ্রতা এসবই ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। (بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ)এর একমাত্র কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করত অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনুল করীমকে প্রত্যাখ্যান করত। (وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ) এবং তারা নবীদেরকেও অন্যায়ভাবে ও বিনা অপরাধে হত্যা করত। ذٰلِكَ আল্লাহ্‌র এই গযব তাদের উপর এ জন্য যে, (بِمَا عَصَوْا) তারা শনিবার দিনের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করত। (وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ) এবং তারা নবীদেরকে হত্যা ও পাপ কার্যকে হালাল করে নিয়ে সীমালঙ্ঘন করত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ছিল তাদের কথা বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ

(٦٢) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

(٦٣) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

৬২. নিশ্চয়ই যারা মুসলিম হয়েছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং খ্রিস্টান ও সাবিঈন (এদের মধ্যে) যারাই ঈমান এনেছে আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের উপর এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সওয়াব রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

৬৩. যখন আমি তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর-কে তোমাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছিলাম (বলেছিলাম) যে, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণ রাখ, তবেই তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।

(اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) নিশ্চয়ই যারা হযরত মূসা (আ) এবং অন্যান্য নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। (فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ) তাদের পুরস্কার তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট সংরক্ষিত আছে জান্নাতে। তারা

কখনো ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না এবং কখনো দুঃখিতও হবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারা নিরাপদে থাকবে ভবিষ্যতে কোন আযাবের আশঙ্কা হতে। আর তাছাড়া তারা যা পশ্চাতে রেখে এসেছে তার জন্যও দুঃখিত হবে না। অন্য বর্ণনায় আছে, এর অর্থ হল, যখন মৃত্যুকে যবেহ করা হবে তখন আর তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ হবার পর কোন চিন্তাও তাদের থাকবে না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যারা হযরত মূসার ও অন্যান্য নবীদের প্রতি ঈমান আনেনি তাদের অবস্থা বর্ণনা করেন এবং বলেন (وَالَّذِيْنَ هَادُوْا) যারা হযরত মূসার দীন হতে মুখ ফিরিয়ে ইহুদী হয়ে গেল (وَالنَّصٰرٰى) এবং যারা খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বন করল। (وَالصّٰبِئِيْنَ) এবং সাবিয়ীন (এরা নাসারাদের মধ্যে একটা দল যারা মাথার মাঝখানে কামায় এবং যাবুর পড়ে, আর ফিরিশতাদের ইবাদত করে) তারা বলে, আমাদের অন্তরগুলি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। (مَنْ اٰمَنَ) তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে (بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا) আল্লাহ্র এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ করেছে তাদের ও তাদের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে (فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ) তাদের জন্যে তাদের প্রাপ্য ও সওয়াব রয়েছে (عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ) তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় ভীতি থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

তারপর তাদের প্রতি অর্পিত প্রতিশ্রুতি সমূহের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ)আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। (وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ) এবং তূর পাহাড়কে তোমাদের মাথার উপর স্থাপন করেছিলাম অর্থাৎ সমূলে উঠিয়ে আটক করে রাখলাম। এবং বলেছিলাম, (خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ) তোমরা আমি যে গ্রন্থ তোমাদের প্রতি দান করলাম তার প্রতি আমল কর (بِقُوَّةٍ) শক্তির সঙ্গে ও মনের একাগ্রতার সঙ্গে (وَاذْكُرُوْا مَافِيْهِ) এবং স্মরণ রাখ, কি কি সওয়াব ও শাস্তির বর্ণনা এতে আছে এবং এতে হালাল ও হারামের যে বর্ণনা করা হয়েছে তা সংরক্ষণ করে রাখ। (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ) তাহলে তোমরা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও আযাব থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের অনুসারী হতে হবে।

(٦٤) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○
(٦٥) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ○
(٦٦) فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

৬৪. এর পরেও তোমরা ফিরে গেলে। সুতরাং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না হলে তোমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতে।

৬৫. তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারে সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে তোমরা ভাল করেই জান। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।

৬৬. আমি সে ঘটনাকে সমসাময়িক লোকদের ও পরবর্তীতে আগতদের জন্য শিক্ষার বিষয় ও মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশস্বরূপ করেছি।

(ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ) তারপর তোমরা এই প্রতিশ্রুতি হতে মুখ ফিরিয়ে নিলে (فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ) অথচ যদি আল্লাহ্র এই অবদান তোমাদের প্রতি না থাকত যে আযাব হঠাৎ করে আসবে

না এবং তাঁর অত্যন্ত দয়া না থাকত যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে তোমাদের জন্যে পাঠালেন (لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ)। তাহলে তোমরা অত্যন্ত ঘৃণিত হতে এবং নানা প্রকার আযাব ভুগে ক্ষতিগ্রস্ত হতে।

(وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ) এবং নিশ্চয়ই তোমরা জান এবং শুনেছ তাদের শাস্তির কথা (الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ) যারা তোমাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করেছে অঙ্গীকারের পর (فِى السَّبْتِ) শনিবারের ব্যাপারে যথা দাঊদ (আ)-এর যুগে। (فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ) তখন আমি ওদের বললাম, তোমরা ঘৃণ্য ও লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

(فَجَعَلْنٰهَا) তারপর আমি সে বানরগুলোকে (نَكَالًا) শাস্তিস্বরূপ তৈরি করলাম (لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا) যে পাপ কাজ তারা করেছে তার জন্যে (وَمَا خَلْفَهَا) এবং তাদের পরবর্তীদের জন্যে নিদর্শন। যেন তারা এরূপ না করে এবং পূর্ববর্তীদের অনুসরণ না করে। (وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ) এবং এতে পরম উপদেশ ও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে মুত্তাকীগণের অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের জন্য। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা গাভীর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ

(٦٧) وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ۗ قَالُوْٓا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۗ قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

(٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۗ قَالَ إِنَّهٗ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ۗ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ ۗ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ○

(٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۗ قَالَ إِنَّهٗ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ○

৬৭. যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গরু যবেহ্ করার নির্দেশ দিলেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ? সে বলল, আমি মূর্খদের অর্ন্তভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই।

৬৮. তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট দু'আ কর, যেন তিনি জানিয়ে দেন গরুটি কেমন? বলল, তিনি আদেশ করছেন, সেটা এমন গরু, যা বৃদ্ধও নয় অল্প বয়স্কও নয়, মধ্যবয়সী, এবারে তোমরা যে আদেশ পেয়েছ তা পালন কর।

৬৯. তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট দু'আ কর, তিনি যেন আমাদের জানিয়ে দেন, তার বর্ণ কি? সে বললো, আল্লাহ্ আদেশ করছেন, সেটা এক হলুদ বর্ণের গরু। অতি গাঢ় তার বর্ণ। যা দর্শকদের আনন্দ দেয়।

(وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى) এবং যখন মূসা (আ) বললেন, (لِقَوْمِهٖٓ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً) তার কওমকে, হে আমার কওম! তোমাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা একটি গাভী যবেহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তরে (قَالُوْٓا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا) তারা বললো, হে মূসা! আপনি আমাদের সাথে কি ঠাট্টা করছেন? (قَالَ) মূসা (আ) বললেন (أَعُوْذُ بِاللّٰهِ) আমি আল্লাহ্ তায়ালাকে শরণ নিচ্ছি (أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ) যে, আমি ঠাট্টা করে অত্যাচারী বলে গণ্য হওয়া থেকে। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের সঙ্গে ঠাট্টা করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

তারপর তারা যখন জানতে পারল যে, তিনি সত্যবাদী, তখন বলল, (قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ) আপনি আপনার রবের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, (يُبَيِّنْ لَّنَا مَاهِىَ) তিনি বলে দিন, গাভীটা অল্প বয়স্কা না বৃদ্ধা (قَالَ) মূসা (আ) বললেন, (اِنَّهُ يَقُوْلُ) আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, (اِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ) সেটা এমন একটা গাভী যা খুব বয়স্কা নয় (وَّلاَ بِكْرٌ) আবার একেবারে ছোট বাছুরও নয় (عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ) এর ঠিক মাঝামাঝি বয়সের হবে। (فَافْعَلُوْا مَاتُؤْمَرُوْنَ) তোমাদেরকে যা আদেশ দেওয়া হয়েছে তাই পালন কর। এবং আর জিজ্ঞাসাবাদ করো না। পুনরায় তারা বলল ঃ

(قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ) হে মূসা! আপনি আবার আপনার প্রতিপালকের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, (يُبَيِّنْ لَّنَا مَالَوْنُهَا) যেন বলে দেন যে, এটার রং কি হবে। (قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ) মূসা (আ) বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, এটা এমন একটি গাভী যার খুরগুলি ও শিং দু'টি হবে হলুদ বর্ণের এবং শরীরটা হবে কালো বর্ণের (فَاقِعٌ لَّوْنُهَا) যার রং অতি স্বচ্ছ হবে (تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ) যা দর্শকদেরকে মুগ্ধ করে।

(৭০) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ؕ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ○

(৭১) قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

(৭২) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ○

৭০. তারা বলল, তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট দু'আ কর, তিনি যেন আমাদের জানিয়ে দেন, গরুটি কোন, প্রকারের? কেননা, গরুটি সম্বন্ধে আমরা সন্দেহে পড়েছি, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে অবশ্যই আমরা পথ পাব।

৭১. সে বলল, তিনি আদশে করছেন, সেটা এমন এক গরু, যা পরিশ্রমী নয়, যে জমি চাষ করে ও ক্ষেত্রে পানি দেয়। নির্দোষ ও নিখুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সঠিক কথা এনেছ, তারপর তারা সেটি করল, যদিও তারা তা যবেহ্ করতে প্রস্তুত ছিল না।

৭২. এবং স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, তারপর একে অন্যকে দোষারোপ করছিলে। তোমরা যা গোপন রাখছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করছিলেন।

(قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ) তারা বলল, হে মূসা ! আপনি আপনার রবকে জিজ্ঞাসা করুন, আমাদেরকে যেন বলে দেন (يُبَيِّنْ لَّنَا مَاهِىَ) ঐ গাভীটি কি ধরনের অর্থাৎ সে কি কোন কাজে ব্যবহৃত না অব্যবহৃত? (اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا) কারণ নিশ্চয়ই গাভী চয়ন করা আমাদের দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। (وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ) এবং নিশ্চয়ই আমরা ইনশা আল্লাহ্ সৎপথ পাবই-এর গুণাবলী শুনে। অন্য বর্ণনায় আছে, এতে আমরা আমীলের হত্যাকারীর সন্ধান পাব।

(قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُوْلٌ) মূসা (আ) বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, ওটা এমন একটি গাভী যাকে কোন কাজে ব্যবহার করা হয়নি। (تُثِيْرُ الاَرْضَ) যার দ্বারা মাটি চাষ করা হয় না (وَلاَتَسْقِى الْحَرْثَ) এবং যা দিয়ে ক্ষেতের পানি সেচের কাজও করা হয় না। (مُسَلَّمَةٌ) যা হবে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি

মুক্ত। (لَاشِيَةَ فِيهَا) এর শরীরে কোন দাগ বা শুভ্রতা নেই। (قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ) তারা এসব শুনে বলল, ও হ্যাঁ, এখন তার পরিচয় আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এরপর তারা সে গাভীর সন্ধানে বের হল। এবং এ গাভীটির চর্ম ভর্তি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে তারা গাভীটি ক্রয় করল। (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) তারপর গাভীটিকে জবাই করল এবং তারা প্রথম অবস্থায় হতাশ হয়েছিল যে, এই কাজ তারা করতে পারবে না। অন্য বর্ণনায় আছে যে, অত্যধিক মূল্যের জন্যে। তারপর মৃত ব্যক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

(وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا) এবং যখন তোমরা আমীলকে হত্যা করলে (فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا) এবং তোমরা তার হত্যাকারীর সম্বন্ধে মতভেদ করছিলে। (وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ) তোমরা এ ব্যাপারে যা গোপন করছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিলেন।

(٧٣) فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

(٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

(٧٥) اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৭৩. তারপর আমি বললাম, গরুটির এক অংশ দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ্ মৃতদের জীবিত করবেন। এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর কুদরতের নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, যেন তোমরা চিন্তা কর।

৭৪. এসব কিছুর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল। আর তা হয়ে গেল পাথরের ন্যায় কিংবা তার চেয়েও বেশি কঠিন। পাথরের মধ্যে তো কতক এমন আছে যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এমনও আছ যে, তা ফেটে যায় এবং তা থেকে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমনও আছে, যা আল্লাহ্র ভয়ে ধ্বসে পড়ে, আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

৭৫. কাজেই (হে মুসলিমগণ) তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথা মানবে? তাদের মধ্যে তো একদল আল্লাহ্র বাণী শুনত তারপর তারা তা বুঝবার পর জেনে-শুনে তা বিকৃত করত।

(فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا) তারপর আমি বললাম, তোমরা এ মৃত ব্যক্তির দেহের এক অংশ দ্বারা অন্য অংশের উপর আঘাত কর। অন্য বর্ণনায় আছে, তার লেজ দ্বারা আঘাত কর, আরেক বর্ণনায় আছে, তার জিহ্বা দিয়ে আঘাত কর। (كَذَالِكَ) যেভাবে আল্লাহ্ আমীলকে জীবিত করলেন। (يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى) এভাবে মৃতদেরকে আল্লাহ্ জীবিত করবেন (وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ) এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান অর্থাৎ কিভাবে তিনি মৃতকে জীবিত করেন। (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ) যাতে তোমরা মৃত্যুর পর উত্থানের প্রতি বিশ্বাসী হও।

(ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ) তারপরও অর্থাৎ আমীলকে জীবিত করা এবং তার হত্যাকারীর সন্ধান দেওয়ার পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন ও শুষ্ক হয়ে গেল। (فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ) তা কঠিন হয়ে গেল পাথরের মত। (اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً) বরং তা পাথরের চেয়েও কঠিনতর হয়ে গেল। এরপর পাথরের বৈশিষ্ট্য, এবং তার উপকারিতা এবং ইহুদীদের অন্তরের দোষসমূহ বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ) এবং পাথরসমূহের মধ্যে এমন পাথর আছে (لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ) যা হতে নহর প্রবাহিত হয় (وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ) এবং তাতে এমন পাথরও আছে যা ফেটে যায়- (فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ) এবং তা থেকে পানি প্রবাহিত হয়, তার মধ্যে এমন পাথর আছে যা পাহাড়ের উপর (وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ) থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে (مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ) আল্লাহ্র ভয়ে অথচ তোমাদের অন্তরগুলো প্রকম্পিত হচ্ছে না আল্লাহ্র ভয়ে। (وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ) এবং আল্লাহ্ তোমাদের পাপ কাজসমূহের শাস্তি প্রদানে পরান্মুখ নন। অন্য বর্ণনায় আছে, তোমরা যে পাপগুলোকে গোপন করে রাখ আল্লাহ্ তা থেকে অনবহিত নন।

(اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি কি আশা করেন যে, ইহুদীরা আপনার প্রতি ঈমান আনবে? (وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ) অথচ তাদের মধ্যে একদল অর্থাৎ সে ৭০ জন যারা মূসা (আ)-এর সঙ্গে ছিল (يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ) তারা আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করত। যা হযরত মূসা (আ) পাঠ করতেন (ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ) তারপর তারা আল্লাহ্র বাণীকে বিকৃত করত। (مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ) তা জানার ও বোঝার পর (وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ) আর তারা জানত যে, তারা আল্লাহ্র কালাম পরিবর্তন করছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবদের মধ্যকার মুনাফিকদের উল্লেখ করেন। অন্য বর্ণনায় আছে, আহলে কিতাবদের মধ্যকার মূর্খদের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

(٧٦) وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

(٧٧) اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

(٧٨) وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○

৭৬. তারা যখন মু'মিনগণের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা মুসলিম হয়েছি। আবার যখন নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন, তা তোমরা তাদের কাছে কেন বর্ণনা কর, তা হলে তো তারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে; তোমরা কি বোঝ না?

৭৭. তারা কি এতটুকুও জানে না যে, তারা যা কিছু গোপন রাখে এবং যা কিছু প্রকাশ করে সবই আল্লাহ্ জানেন?

৭৮. তাদের মধ্যে কতক এমন নিরক্ষর আছে যাদের কিতাব সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই-কেবল মিথ্যা আশা ছাড়া। অসার কল্পনা ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই নেই।

(وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) এবং তারা যখন মু'মিনদের অর্থাৎ আবূ বকর ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে (قَالُوْٓا اٰمَنَّا) তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি তোমাদের নবীর প্রতি এবং তাঁর গুণাবলীর উপর ও তাঁর প্রশংসাবলীর উপর যা আমাদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে (وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ) এবং যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়। অর্থাৎ মূর্খেরা তাদের সরদারদের নিকট ফিরে যায় (قَالُوْٓا) তখন তাদের দলপতিরা অধীনস্থদেরকে বলে (اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ) তোমরা কি মুহাম্মদ ﷺ-এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে বলে দাও (بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ) যে সমস্ত বিষয়বস্তু আল্লাহ্ তোমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ এর যে গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য তোমাদের কিতাবে উল্লেখিত আছে (لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ) যাতে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে তা যুক্তিরূপে পেশ করতে পারে? (عِنْدَ رَبِّكُمْ) যা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে এসেছে। (اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ) তোমাদেরকে কি মানবতাবোধ নেই?

আল্লাহ্ বলেন, (اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ) তাদের দলপতিরা কি জানে না যে, (اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ)। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের মধ্যকার সমস্ত গোপন বিষয় অবগত আছেন? (وَمَا يُعْلِنُوْنَ) এবং যা তারা মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের সম্বন্ধে প্রকাশ করছে?

(وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ) এবং তাদের মধ্যে এমন কতক মূর্খ লোক আছে যারা কিতাব ভাল করে পড়তে পারে না, লিখতেও পারে না (اَمَانِيَّ) শুধু কাজে আশা ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞান নেই ও মূলত তাদের কিছুই নেই। (وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ) বরং তারা শুধু নেতাদের উস্কানীতেই কথা বলে থাকে।

(৭৯) فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ○

(৮০) وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৭৯. কাজেই দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'এটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে।' তাই তাদের হাত যা লিখে তজ্জন্য দুর্ভোগ তাদের ভাগ্যে রয়েছে এবং তাদের এ উপার্জনের কারণে শাস্তি তাদের জন্য।

৮০. তারা বলে, গুনতি কয়েকদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না। বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছ যে, আল্লাহ্ তার যে অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ করবেন না, না কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা বল, যা তোমরা জান না?

(فَوَيْلٌ) তারপর তাদের জন্যে ভীষণ শাস্তি রয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে, ওয়ায়েল হল জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। (لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ) যারা কিতাব লিখে এবং তওরাতে উল্লেখিত হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিকৃত করে (بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا) নিজ হাতে, তারপর বলে, এটা সেই কিতাবের কথা যে কিতাব (مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ) আল্লাহ্র নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। এভাবে বিকৃত করে লেখার উদ্দেশ্য হল (ثَمَنًا قَلِيْلًا) তা খুব কম মূল্যে বিক্রয় করে কিছু খাদ্য সামগ্রী ও বাজে

দ্রব্যাদি হাসিল করা। (فَوَيْلٌ لَّهُمْ) তাদের জন্যে ভীষণ শাস্তি অবধারিত আছে। (مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ) কারণ তাদের হাত দিয়ে এটা বিকৃত করে লেখা আছে। (وَوَيْلٌ لَّهُمْ) এবং তাদের জন্যে ভীষণ শাস্তি আছে (مِمَّا يَكْسِبُوْنَ) যা কিছু তারা উপার্জন করে তার পরিবর্তে, কারণ তারা এ দিয়ে হারাম ও ঘুষ ইত্যাদি গ্রহণ করে।

(৮১) بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(৮২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ع

(৮৩) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৮১. কেন নয়? যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে, তারাই জাহান্নামবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

৮২. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে তারাই জান্নাতবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

৮৩. আর যখন আমি বনী ইসরাঈলের নিকট হতে অঙ্গীকার নিই যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করবে না, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। কিন্তু তোমাদের স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। প্রকৃতপক্ষে তোমরা উপেক্ষাকারীই।

(وَقَالُوْا) এবং ইয়াহূদীগণ বলে থাকে, (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ) কখনই দোযখের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না (اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً) যদি করে তবে তো ক্ষণস্থায়ী মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য। অর্থাৎ মাত্র চল্লিশ দিনের জন্যে। যে চল্লিশ দিন তাদের বাপ-দাদারা বাছুর পূজা করেছিল। (قُلْ) হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি তাদেরকে বলে দিন, (اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ) তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন অঙ্গীকার নিয়েছ? যে তিনি তা ভঙ্গ করবেন না? বরং তোমরা এমন কথা রচনা কর যা তোমরা তোমাদের কিতাবে পাওনি।

(بَلٰى) হ্যাঁ, আল্লাহ্ তাদের এই কথার প্রতিবাদে বলেন, (مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً) যে ব্যক্তি বা যারা অপকর্ম করবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যদেরকে শরীক করে (وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ) এবং তাদের পাপরাশি তাদের পরিবেষ্টন করে রাখে অর্থাৎ তাদের শিরক তাদেরকে ধ্বংস করে অর্থাৎ মুশরিক অবস্থায় তাদের মরণ হয়। (فَاُولٰٓئِكَ) তারপর যাদের অবস্থা এ রকম হবে (اَصْحٰبُ النَّارِ) তারা জাহান্নামবাসী হবে। (هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) সেখানে তারা স্থায়ী হবে সেখানে তাদের মৃত্যুও হবে না এবং সেখান থেকে তারা বেরও হতে পারবে না। এরপর আল্লাহ্ মু'মিনদের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

(وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) এবং যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন মজীদের প্রতি ঈমান এনেছে (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) এবং যারা সৎ কার্যাদি সাধন করেছে যা তাদের পরস্পরের মধ্যে এবং তাদের ও তাদের পরওয়ারদিগারের

নির্ধারিত আছে। (أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ) তারাই হবে জান্নাতবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে– তারা মরবেও না, সেখান থেকে কখনও বেরও হবে না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ) এবং যখন বনি ইসরাঈলদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে এক বলে বিশ্বাস করবে না এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক বানাবে না। (وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا) এবং পিতামাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে (وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ) এবং নিকট আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে ও আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখবে (وَٱلْيَتَٰمَىٰ) এবং ইয়াতীমদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাবে। (وَٱلْمَسَٰكِينِ) এবং মিসকীনদের প্রতিও দয়াপরবশ হবে। (وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا) এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীদের সাথে। অন্য বর্ণনায় আছে, উত্তম ও সত্য কথা বলবে। (وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ) এবং তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পুরোপুরিভাবে আদায় কর (وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ) এবং তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর। (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ) তারপর তোমরা অঙ্গীকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে (إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ) হ্যাঁ, শুধু স্বল্প সংখ্যক লোক তোমাদের বাপ-দাদাদের মধ্যে এটা পালন করেছে। অন্য বর্ণনায় আছে, স্বল্প সংখ্যক লোক বলতে বুঝান হয়েছে আবদুল্লাহ ইবন সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণকে বোঝানো। (وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ) আর তোমরা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। অর্থাৎ তোমরা সে অঙ্গীকার অস্বীকার করলে এবং পরিত্যাগ করলে।

(٨٤) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ○

(٨٥) ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَٰرِهِمْ تَظَٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

(٨٦) أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○

৮৪. আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আপোষে রক্তপাত করবে না, এবং নিজেদের লোককে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না। তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্যও দাও।

৮৫. তারপর তোমরাই তারা, যারা একে অন্যকে হত্যা করছ এবং নিজেদের এক দলকে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করছ। তোমরা তাদের উপর চড়াও হয়ে থাকো গুনাহ ও জুলুমের সাথে। আবার তারাই যদি বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তা হলে মুক্তিপণ দিয়ে তাদের মুক্ত কর। অথচ তাদের বহিষ্কার করাই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি

তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মান্য কর এবং কিছু অংশ অমান্য কর? তাই তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র শাস্তি পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তারা নিক্ষিপ্ত হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

৮৬. এরাই তো তারা, যারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। তাই তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।

(وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ) এবং যখন আমি তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যা তাদের কিতাবে বর্ণিত আছে যে, (لاَتَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ) তোমরা কখনই একে অন্যের রক্তপাত করবে না (وَلاَتُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ) এবং তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না। অর্থাৎ বনূ কুরায়যা ও বনূ নযির যেন একে অন্যকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার না করে। (ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ) তারপর তোমরা এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলে। (وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ) এবং এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী অর্থাৎ তোমরা তা অবগত ছিলে।

(ثُمَّ اَنْتُمْ هٰؤُلاَءِ) তারপর তোমরাই হলে সেই লোক (تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ) যারা একে অন্যকে হত্যা করলে, (وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ) এবং তোমাদের দল বিশেষকে তাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করে দিলে। (تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ) এভাবে তোমরা একে অন্যের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা করছ। (بِالْاِثْمِ) অত্যাচার (وَالْعُدْوَانِ) এবং সীমালংঘন করে। (وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى) যখন তোমাদের দীনের অনুসারীরা তোমাদের কাছে বন্দীরূপে আসে (تُفٰدُوْهُمْ) তারপর তোমরা শত্রুদের হাত থেকে মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার করে থাক।

(وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ) অথচ তাদেরকে বহিষ্কার করা ও হত্যা করাই তোমাদের প্রতি নিষিদ্ধ ছিল। (اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ) তোমরা কিতাবের কোন কোন বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন করছ, যেমন শত্রুর কবল হতে বন্দীদেরকে উদ্ধার করা (وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ) এবং কোন কোন বিষয় প্রত্যাখ্যান করাকে যেমন তোমাদের সঙ্গীদের হাতে যারা বন্দী হয় তাদের ব্যাপারে তোমরা মুক্তিপণ আদায় কর না। অন্য বর্ণনায় আছে, তোমরা কিতাবের কোন কোন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস কর অর্থাৎ যা তোমাদের মনঃপূত হয়। আর যা তোমাদের মনঃপূত হয় না তা তোমরা প্রত্যাখ্যান কর।

(فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তাদের প্রাপ্য শুধু দুনিয়াতে অপমান, হত্যা এবং দাসত্বের মাধ্যমে। (وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ) এবং কিয়ামতের দিন তারা প্রত্যাবর্তন করবে (اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ) ভীষণ শাস্তির দিকে। (وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ) এবং আল্লাহ্ তাদের শাস্তি পরিত্যাগকারী নন। (عَمَّا تَعْمَلُوْنَ) যা তোমরা করছ পাপকর্ম ইত্যাদি। যা কথিত আছে, যা তোমরা গোপন করছ।

(اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا) তারা সেই সমস্ত লোক যারা পরকালের পরিবর্তে দুনিয়ার সম্পদ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে এবং ঈমানের বিনিময়ে কুফরকে ক্রয় করেছে। (فَلاَ يُخَفَّفُ) তারপর মোটেই লাঘব করা বা লঘু করা হবে না (عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ) তাদের শাস্তি এবং তাদেরকে মোটেই সাহায্য দেয়া হবে না। অন্য বর্ণনায় আছে, শাস্তি হতে মুক্তি দেয়াও হবে না।

(৮৭) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۬ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۫ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۝

(৮৮) وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

(৮৯) وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ؗ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

৮৭. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মারইয়ামের ছেলে ঈসাকে স্পষ্ট মু'জিযা দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন কোন বিধান এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করতে শুরু করেছ, তারপর কতককে অস্বীকার করেছ এবং কতককে তোমরা হত্যা করেছ?

৮৮. তারা বলে, আমাদের অন্তরের উপর আচ্ছাদন আছে। বরং তাদের কুফরের দরুন আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন। তাই তাদের কম সংখ্যাই ঈমান আনে।

৮৯. যখন তাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কিতাব আসল, যা তাদের নিকট যে কিতাব আছে তার প্রত্যয়ন করে, আর তারা ইতিপূর্বে কাফিরদের উপর বিজয় প্রার্থনা করত, তারা যখন যা জ্ঞাত ছিল, তা তাদের নিকট আসল, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল, তাই অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।

(وَلَقَدْ اٰتَيْنَا) এবং আমি নিশ্চয়ই দিয়েছি (مُوْسَى الْكِتٰبَ) হযরত মূসা (আ)-কে তাওরাত গ্রন্থ (وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَاٰتَيْنَا) এবং তারপর অর্থাৎ মূসার পরে পর্যায়ক্রমে আমি পাঠিয়েছি অনেক রাসূল, এবং আমি প্রদান করেছি (عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ) ঈসা ইব্ন মরিয়ামকে স্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ আদেশ, নিষেধ, আশ্চর্য বিষয়াদি ও নিদর্শনাবলী দিয়েছি।' (وَاَيَّدْنٰهُ) এবং তাকে আমি শক্তিশালী করেছিলাম ও সাহায্য করেছিলাম। (بِرُوْحِ الْقُدُسِ) পবিত্র জিবরাঈলকে দিয়ে (اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ) তারপরও ইয়াহূদী সম্প্রদায় যখনই তোমাদের কাছে এসেছে (رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ) যখনই এসেছেন কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে, যা তোমাদের দীন ও হৃদয়ের সাথে মিলেনি (اسْتَكْبَرْتُمْ) তখনই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনাকে ভারী মনে করেছ। (فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ) তারপর তোমাদের একদল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে এবং ঈসা (আ)-কে মিথ্যা বলেছে (وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ) আর এক শ্রেণী যেমন ইয়াহিয়া ও যাকারিয়াকে হত্যা করেছে।

(وَقَالُوْا) এবং ইয়াহূদীরা বলে, (قُلُوْبُنَا غُلْفٌ) আমাদের হৃদয় সুরক্ষিত। আপনার বাণী থেকে অর্থাৎ আমাদের হৃদয় যাবতীয় জ্ঞানের আধার, কিন্তু তা আপনার বাণী ও জ্ঞানকে স্থান দেয় না। এখান থেকে ইয়াহূদীদের কথার জবাব দেওয়া হচ্ছে ঃ (بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ) না, বরং ওদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ ওদের লা'নত করেছেন অর্থাৎ তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন তাদের কুফরীর শাস্তিস্বরূপ। (قَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ) সুতরাং খুব কম লোকেই ঈমান এনে থাকে। অর্থাৎ তারা ঈমান আনে না কম সংখ্যক হোক বা বেশী সংখ্যক হোক। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা অল্প কিছু বা বেশী কিছু কোন কিছুতেই ঈমান আনে না।

(وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ) এবং যখনই তাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব এসেছে এবং যা তাদের কিতাবের সমর্থক ছিল যেমন তৌহীদ, হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য এবং কিছু বিধি-বিধান তখন তারা তা অস্বীকার করল। (وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ) অথচ এরা হযরত মহাম্মদ ﷺ এর আবির্ভাবের পূর্বে এবং কুরআন নাযিল হবার পূর্বে (يَسْتَفْتِحُوْنَ) আল্লাহ্‌র নিকট হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর ও কুরআনের মাধ্যমে বিজয় সাহায্য প্রার্থনা করত (عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) কাফিরদের উপর যারা তাদের শত্রু ছিল, অর্থাৎ আসাদ, গাতফান, যুফায়না ও জুহায়না গোত্রসমূহের উপর।

(فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا) তারপর যখন তাদের নিকট এল তা যা তারা জ্ঞাত ছিল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য যা তাদের কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। (كَفَرُوْا بِهٖ) তখন তা তারা প্রত্যাখ্যান করল (فَلَعْنَةُ اللّٰهِ) তারপর আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও শাস্তি (عَلَى الْكٰفِرِيْنَ) প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি অর্থাৎ ইয়াহূদীদের প্রতি।

(৯০) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

(৯১) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯০. অতি নিকৃষ্ট বস্তু তা, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রয় করেছে, তা এই যে, তারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা এ বিদ্বেষে প্রত্যাখ্যান করতো যে, আল্লাহ্ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি নিজ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। তাই তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ কামাই করল। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

৯১. এবং যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ্ যা প্রেরণ করেছেন তা বিশ্বাস কর, তারা বলে, আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি। তাছাড়া অন্য কিছুর প্রতি তারা বিশ্বাস করে না অথচ তা সত্য কিতাব এবং তা প্রত্যয়ন করে সেই কিতাবের যা তাদের নিকট আছে। বলে দাও, পূর্ব থেকেই যদি তোমরা মু'মিন হও, তা হলে তোমরা আল্লাহ্‌র নবীগণকে কেন হত্যা করেছিলে?

(بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ) সেটা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করল। তা এই যে, (بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ) আল্লাহ্ তায়ালা যা করেছে অর্থাৎ নিজেদের বশবর্তী হয়ে তারা তা প্রত্যাখ্যান করত। (اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ) এজন্য যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন। অর্থাৎ তাঁর নিকট হযরত জিবরাঈলকে দিয়ে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ এর নিকট। (فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ) তারপর তারা লা'নতের পর লা'নত নিয়ে ফিরল। (وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ) এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। অন্য বর্ণনায় আছে, ভীষণ আযাব।

(وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ) এবং যখন ইয়াহূদীদেরকে বলা হয়, (اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ) তোমরা যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন সেই কুরআনের প্রতি ঈমান আন (قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا) তখন তারা বলে—

আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি অর্থাৎ তাওরাত এর উপর বিশ্বাস করেছি (وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآئَه) এবং তারা অবিশ্বাস করত ওটা ছাড়া যা কিছু আছে অর্থাৎ তাওরাত ব্যতীত। (وَهُوَ الْحَقُّ) অথচ কুরআন হল সত্যগ্রন্থ (مُصَدِّقًا) যা একত্ববাদের প্রতীক। (لِّمَا مَعَهُمْ) যা কিছু তাদের কিতাবে আছে। তারা বলত, হে মুহাম্মদ ﷺ আমাদের বাপ-দাদারা তো বিশ্বাসী ছিলেন। আল্লাহ্ বলেন, (قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ! (فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ) কেন হত্যা করতে, আল্লাহ্র নবীদেরকে পূর্ব হতেই, (اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ) যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক।

(٩٢) وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

(٩٣) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(٩٤) قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৯২. এবং মূসা তো তোমাদের নিকট স্পষ্ট মু'জিযাসহ এসেছিল। সে চলে গেলে পরে তোমরা বাছুর গড়ে নিলে, বস্তুত তোমরা জালিম।

৯৩. এবং আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তূর পাহাড়কে তোমাদের উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলাম, এই মর্মে যে, আমি যা তোমাদের দিলাম, তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং শ্রবণ কর। তারা বলল, আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম। তাদেরকে তাদের কুফ্রীর কারণে বাছুর-প্রেম পান করানো হয়েছে। বলে দাও, তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে কতই না নিকৃষ্ট শিক্ষা দান করে যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।

৯৪. বল, আল্লাহ্র নিকট আখিরাতের বাসস্থান যদি অন্য লোক ব্যতীত কেবল তোমাদেরই জন্য নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর–যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ) আর নিশ্চয় মূসা তোমাদের নিকট এসেছিলেন আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ ও নিদর্শন অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ ও প্রমাণাদিসহ (ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ) তারপর তোমরা তার অবাধ্য হয়ে বাছুরের পূজা আরম্ভ করলে (مِنْ بَعْدِهِ) তার তূর পর্বতে যাওয়ার পরেই (وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ) এবং তখন তোমরা তো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, (وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ) স্মরণ কর, সেই সময় যখন আমি তোমাদের হতে কঠিন অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। (وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ) এবং তূর পর্বতকে মূল থেকে উৎপাটন করে উত্থিত অবস্থায় তোমাদের মাথার উপরে রেখেছিলাম (خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ) এবং বলেছিলাম, আমি তোমাদের যে গ্রন্থ দান করেছি, তোমরা তার অনুসরণ কর কাজে কর্মে (بِقُوَّةٍ) দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সাথে (وَاسْمَعُوْا) এবং তোমাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে তা মেনে নাও।

(قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا) তখন তারা বলল, আমরা শ্রবণ করলাম কিন্তু তা মানলাম না। অর্থাৎ তারা বলল, যদি এই পর্বত মাথার উপর না থাকত তবে তোমার কথা শুনতাম কিন্তু তোমার আদেশের বিপরীত

কার্যাদি করতাম (وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ) এবং তাদের অন্তরে বাছুর-প্রীতি সিঞ্চিত করা হয়েছিল অর্থাৎ তাদের অন্তরে বাছুর পূজার অনুরাগ বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছিল তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার শাস্তিস্বরূপ।

(قُلْ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলে দিন, যদি এই বাছুর পূজার ভালবাসা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার ভালবাসার সমপর্যায়ের হয় তবে (بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ) তাহলে কত নিকৃষ্ট তোমাদের সেই ঈমান যা তোমাদেরকে এই কাজে উৎসাহ প্রদান করে (اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক এই কথায় যে, তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা বিশ্বাসী ছিলেন।

(قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ) বলুন, হে ইয়াহূদীরা! যদি আল্লাহ্‌র নিকট জান্নাত অপর লোক অর্থাৎ যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তার সাহাবী ব্যতীত শুধু তোমাদের জন্যই হয়, (فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ) তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর (اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) যদি তোমরা সত্যবাদী হও তোমাদের এই দাবীতে।

(৯৫) وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

(৯৬) وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۞

৯৫. কিন্তু তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না, সেই পাপের কারণে, যা তাদের হাত প্রেরণ করেছে, আর আল্লাহ্ পাপিষ্টদেরকে ভাল রকমে অবহিত।

৯৬. তুমি নিশ্চয়ই তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ অপেক্ষা বেশী লোভী দেখতে পাবে–এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশি লোভী । তাদের এক একজন হাজার বছরের আয়ু কামনা করে। কিন্তু এ পরিমাণ আয়ু তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না। আর তারা যা-কিছু করে তা আল্লাহ্ দেখেন।

(وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ) কিন্তু তারা কখনই এই মৃত্যু কামনা করবে না। তাদের ইয়াহূদিয়্যাতের কার্যকলাপের জন্য। (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ) এবং আল্লাহ্ এই অত্যাচারী অর্থাৎ ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

(وَلَتَجِدَنَّهُمْ) বরং (হে মুহাম্মদ ﷺ !) আপনি ঐ ইয়াহূদীদরকে এই দুনিয়ায় টিকে থাকার ব্যাপারে (اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ) আগ্রহী ও লোভী পাবেন। সকল মানুষ অপেক্ষা (وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا) এমনকি আরবের মুশরকদের চেয়েও। (يَوَدُّ اَحَدُهُمْ) এমনকি তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আকাঙ্ক্ষা রাখে (لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ) যেন তাকে সহস্র বছর আয়ু দেওয়া হয়। যাতে তারা নায়রোজ এবং মেহেরজানের মত উৎসব পূর্ণ সহস্র বছর জীবন উপভোগ করতে পারে। (وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ) অথচ এই দীর্ঘায়ু আযাব অর্থাৎ হাজার বছর জীবিত থাকা ওদের শাস্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। (وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ) অর্থাৎ পাপ, সীমালঙ্ঘন কাজ তারা যা করেছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্টসমূহ গোপন করা আল্লাহ্‌র তা সবই দেখছেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ছুরিয়া প্রমুখ ইয়াহূদীদের দাবী ছিল যে, জিবরাঈল আমাদের শত্রু–এই কথার জবাবে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন এই আয়াত ঃ

(৯৭) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ○

(৯৮) مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ○

(৯৯) وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ○

(১০০) أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

(১০১) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

৯৭. তুমি বল, যে কেউ জিব্রীলের শত্রু হবে তা সে তো আল্লাহ্‌র নির্দেশে এ বাণী তোমরা অন্তরে অবতীর্ণ করেছে, যা এর পূর্ববর্তী কিতাবের প্রত্যয়নকারী এবং মু'মিনগণের পথ প্রদর্শন করে ও শুভ সংবাদ শোনায়।

৯৮. যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিব্রীল ও মীকাঈলের শত্রু হবে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ কাফিরদের শত্রু।

৯৯. এবং আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করেছি। অবাধ্যরা ব্যতীত কেউ তা অস্বীকার করবে না।

১০০. তবে কি যখনই কোন অঙ্গীকারে তারা আবদ্ধ হবে তখনই কি তাদের একদল তা ছুঁড়ে মারবে? বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

১০১. যখন তাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কোন রাসূল আসল, যে তাদের নিকট যেই কিতাব আছে, তার প্রত্যয়ন করে, তখন আহলে কিতাবের মধ্য হতে একটি দল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, যেন তারা জানেই না।

(قُلْ) আপনি বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ - (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ) যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু, সে আল্লাহ্‌র শত্রু (فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ) এজন্য যে, জিবরাঈল আল্লাহ্‌র নির্দেশে আপনার হৃদয়ে কুরআন নাযিল করেছেন (مُصَدِّقًا) যা একত্ববাদের প্রতীকস্বরূপ (لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সমর্থক। (وَهُدًى) এবং পথভ্রষ্টতা হতে সরল হিদায়াতের পথ প্রদর্শক (وَبُشْرَىٰ) এবং এটা শুভ সংবাদ দেয় (لِلْمُؤْمِنِينَ) বিশ্বাসীদেরকে জান্নাতের, (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ) যে কেউ আল্লাহ্‌র, তাঁর ফেরেশ্‌তাদের, (وَرُسُلِهِ) তাঁর প্রেরিত পুরুষদের (وَجِبْرِيلَ) এবং জিবরাঈলদের (وَمِيكَالَ) ও মিকাঈলের শত্রু (فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ) সে জেনে রাখুক যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফিরদের অর্থাৎ ইয়াহূদীদের শত্রু। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর রাসূলগণ, জিবরাঈল, মিকাঈল এবং বিশ্ব মুসলিম তাদের শত্রু (وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) এবং নিশ্চয়ই আমি জিবরাঈলকে আপনার নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে আদেশ ও নিষেধের পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে (يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ) এবং এটা প্রত্যাখ্যান করে না ফাসিক ছাড়া অন্য কেউ অর্থাৎ ইয়াহূদী কাফিররাই তা প্রত্যাখ্যান করে।

(اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ) তবে তারা অর্থাৎ ইয়াহূদীদের নেতারা যখনই মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে তখনই ওদের কোন একদল তা প্রত্যাখ্যান করেছে ও ভঙ্গ করেছে। (بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ) বরং ওদের অধিকাংশই অর্থাৎ সকলেই তা বিশ্বাস করেনি।

(وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ) এবং যখনই আল্লাহ্‌র কোন মনোনীত রাসূল তাদের নিকট এসেছে যিনি তার গুণে ও বর্ণনায় সম্পূর্ণ সত্য যা তাদের গ্রন্থের সাথে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে (نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ) কিতাবীদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাব অর্থাৎ তাওরাতকে তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল। অর্থাৎ এতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর যে গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত ছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনেনি এবং সেগুলি লোকের নিকট প্রকাশও করেনি। (كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ) যেন তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইয়াহূদীরা এভাবেই সমস্ত নবীগণের কিতাব বর্জন করেছিল।

(১০২) وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

১০২. সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তান যা আবৃত্তি করত, তারা তার অনুসরণ করতো। সুলায়মান কুফ্‌র করেনি, কিন্তু শয়তানরাই কুফ্‌র করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। আর তারা সেই জ্ঞানের অনুসরণ করতো, যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত নামের ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। সে ফিরিশ্‌তাদ্বয় কাউকে শিক্ষা দিত না, যাবত না এই কথা বলে দিত যে, আমরা তো পরীক্ষা স্বরূপ, সুতরাং তোমরা কাফির হয়ো না। তারপর তারা তাদের নিকট হতে যাদু শিক্ষা করত, যদ্দ্বারা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করত স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আর আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া তারা কারও কোনও ক্ষতি করতে পারত না। তারা এমন কিছু শেখে, যা তাদের ক্ষতিসাধন করে, কোন উপকারে আসে না। তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ সে যাদু অবলম্বন করে আখিরাতে তার কোন হিস্‌সা নেই। অতি নিকৃষ্ট তা যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে যদি তাদের বুঝ থাকত?

(وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ) এবং শয়তান যা কিছু আবৃত্তি করেছে তা-ই অনুসরণ করেছে বা শয়তান যা কিছু লিখত তা-ই গ্রহণ করত (عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ) সুলাইমান (আ)-এর রাজ্যে অর্থাৎ চল্লিশ দিনের জন্য হযরত সুলাইমান (আ)-এর রাজ্য যাদু সম্মোহনী ইত্যাদি দিয়ে হরণ করা হয়েছিল। (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ) এবং হযরত সুলায়মান কোন যাদু ও ভেলকীবাজী লিখেন নি। (وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا) বরং শয়তানরাই যাদু টোনা লিখেছে (يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ) এবং মানুষরূপী শয়তানদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে, ইয়াহূদীদেরকে।

(وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ) বাবেল শহরে হারূত মারূত নামক ফিরিশতাদ্বয়ের উপর কোন যাদু টোনার ভেলকীবাজী অবতীর্ণ করা হয়নি। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা শিক্ষা পেয়েছে এ দুই ফিরিশতার নিকট যা ইলহাম করা হয়েছিল তা থেকে।

(وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ) তারা কাউকে শিক্ষা দিতেন না, প্রথমে একথা না বলে যে, আমরা তো পরীক্ষাস্বরূপ। যা দিয়ে আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের উপর ভীষণ শাস্তি না হয়। সুতরাং তুমি কুফরী করো না। অর্থাৎ তা শিখবেও না এবং তার প্রতি আমলও করবে না। (فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا) তারপর তারা শিখে ফেলল তাদের শিক্ষা ব্যতীত (مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ) (وَزَوْجِهٖ) যা দিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। (وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ) এবং তারা কারো কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না এই যাদু ও বিচ্ছেদ দিয়ে আল্লাহ্র ইচ্ছা ও জ্ঞান ব্যতীত।

(وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ) আর শয়তান, ইয়াহূদী ও যাদুকরীরা একে অন্যের কাছ থেকে যা শিক্ষা লাভ করত তাদের জন্যে ক্ষতিকর হবে পরকালে এবং যা তাদের উপকারে আসবে না দুনিয়াতে ও আখিরাতে। (وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ) এবং তারা অর্থাৎ ফিরিশতাদ্বয় জানত ইয়াহূদীরা তাদের কিতাবের বর্ণনা থেকে জানত, অন্য বর্ণনায় শয়তানরা জানত, যে ব্যক্তি বা যারা এই যাদু টোনা গ্রহণ করেছে এবং ভেলকীবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের জন্যে আখিরাতে অর্থাৎ জান্নাতে কোন অংশ নেই অর্থাৎ ইয়াহূদীরা (وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ) কি মন্দ যা তারা নিজেদের জন্যে গ্রহণ করল। (لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ) যদি তারা তা জানত কিন্তু তারা তা জানে না। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা তওরাতের বর্ণনা থেকে তা জানত।

(١٠٣) وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

(١٠٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

১০৩. যদি তারা ঈমান আনত ও তাক্ওয়া অবলম্বন করত, তবে আল্লাহ্র নিকট উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পেত, যদি তাদের বুঝ থাকত।

১০৪. হে মু'মিনগণ! তোমরা 'রাইনা' বলো না, বরং 'উন্‌যুরনা' বলো। এবং শুনতে থাক। কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(وَلَوْ اَنَّهُمْ) যদিও ইয়াহূদারা (اٰمَنُوْا) বিশ্বাস আনত হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ও কুরআনের প্রতি। (وَاتَّقَوْا) এবং তওবা করত ইয়াহূদিয়াত হতে ও যাদুটোনা হতে (لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ) তাহলে তাদের জন্যে পুরস্কার ছিল আল্লাহ্র নিকট যা উত্তম ছিল যাদু ও ইয়াহূদী হওয়ার চেয়ে। (لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ) যদি তারা তা সত্য বলে জানত। কিন্তু তারা তা জানেনি এবং তার সত্যতাও স্বীকার করেনি। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা তা তাদের কিতাব থেকে জানত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসীদেরকে ইয়াহূদীদের ভাষা প্রয়োগ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন ঃ

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে বিশ্বাসীরা! যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বিশ্বাস কর এবং কুরআনকে বিশ্বাস কর। (لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا) তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে 'রায়েনা' বলো না অর্থাৎ তোমরা হযরত মুহাম্মদ

ﷺ 'রায়েনা' (আমাদের কথা শুনুন) শব্দযোগে সম্বোধন করো না। (وَقُوْلُوا انْظُرْنَا) বরং তোমরা বল, হে নবী! আপনি আমাদের দিকে দেখুন এবং আমাদের কথা শুনুন। ইয়াহূদীদের ভাষায় রায়েনার অর্থ ছিল শুনুন বা আপনার কথা শুনা না হোক। এজন্যই আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে ইয়াহূদীদের ভাষা প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন। (وَاسْمَعُوْا) এবং তোমরা শ্রবণ কর যা তোমাদেরকে বলা হয় এবং তার অনুসরণ কর। (وَلِلْكَافِرِيْنَ) এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ইয়াহূদীদের জন্যে রয়েছে (عَذَابٌ اَلِيْمٌ) ভীষণ শাস্তি, যার কষ্ট তাদের অন্তর স্পর্শ করবে।

(١٠٥) مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

(١٠٦) مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১০৫. আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কাফির তাদের এবং মুশরিকদের অন্তর এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণকর বিষয় অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

১০৬. আমি যে আয়াত রহিত করি বা ভুলিয়ে দেই, তার পরিবর্তে আরও উত্তম বা সমতুল্য কোন আয়াত অবতীর্ণ করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(مَا يَوَدُّ) আস্থা পোষণ করত না (الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা আহলে কিতাবদের মধ্য হতে যেমন কা'ব ইবন্ আশরাফ এবং তার সঙ্গীরা (وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ) এবং আরবদের মধ্যে যারা অংশীবাদী যেমন আবু জাহল ও তার সঙ্গীরা (اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ) যেন তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক তা তারা (জিবরাঈলকে না পাঠান) চায় না। কল্যাণ অর্থ হচ্ছে নবূওত, ইসলাম এবং কিতাব।(وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ) কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তার নিজ রহমতে তাকে গ্রহণ করেন তার মনোনীত ধর্ম, নবূওত ইসলাম ও কিতাবের জন্যে (مَنْ يَّشَاءُ) যাকে তিনি ইচ্ছা করেন অর্থাৎ এর যোগ্য পাত্র হযরত মুহাম্মদ ﷺ (وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ)। এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল যিনি নবূওত ও ইসলাম দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি মহা অনুগ্রহ করেছেন। তারপর আল্লাহ্ বর্ণনা করেন যা কিছু কুরআনের আয়াত মানসূখ (রহিত) করেন এবং যা কিছু রহিত করা হয়নি। কুরাইশদের এ উক্তির উত্তরে যে "হে মুহাম্মদ ﷺ তুমি আমাদেরকে এক কাজ করবার আদেশ দাও আবার কিছুদিন পর ওটা হতে নিষেধ কর।"

আল্লাহ্ বলেন, (مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ) আমি কোন আয়াত রহিত করলে যে আয়াতের প্রতি পূর্বে আমল করা হয়েছে তখন তার প্রতি আর আমল করবে না (اَوْ نُنْسِهَا) অথবা তা রহিত অবস্থায় আমলের জন্য বলবৎ রাখলে তখন (نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا) তা অপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ জিবরাঈলকে রহিত আয়াত অপেক্ষা অধিক উপকারী ও আমলে সহজতর আয়াত সহযোগে প্রেরণ করি। কিংবা তার সমতুল্য আয়াতে অর্থাৎ সওয়াব উপকার ও আমলের সমতুল্য আয়াত নিয়ে প্রেরণ করি। আপনি কি জানেন না? হে মুহাম্মদ ﷺ (اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। অর্থাৎ কোন্ আদেশ রাখতে হবে, আর কোন্ আদেশ বাতিল করতে হবে তা সম্পূর্ণ তাঁর ইখতিয়ার।

(١٠٧) اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیْرٍ ○
(١٠٨) اَمْ تُرِیْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰی مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ یَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِیْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِیْلِ ○
(١٠٩) وَدَّ كَثِیْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ یَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِیْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰی یَاْتِیَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○

১০৭. তুমি কি জান না আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই? আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন বান্ধবও নেই এবং নেই সাহায্যকারীও।

১০৮. তোমরা (মুসলিমগণও) কি তোমাদের রাসূলকে সেইরূপ প্রশ্ন করতে চাও, যেরূপ প্রশ্ন পূর্বে মূসাকে করা হয়েছিল? যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফ্‌র গ্রহণ করবে, সে তো সরল পথ বিচ্যুত হবে।

১০৯. আহলে কিতাবের অনেকেই চায় মুসলমান হওয়ার পরও তোমাদেরকে কোন প্রকার কাফির বানিয়ে দিতে, সত্য তাদের সম্মুখে সুপ্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মনের হিংসার কারণে, কাজেই তোমরা ক্ষমা কর এবং নিবৃত্ত থাকো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আদেশ দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(اَلَمْ تَعْلَمْ) আপনি কি জানেন না হে মুহাম্মদ ﷺ (اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌রই। অর্থাৎ এবং এর সম্পদসমূহ তারই তিনি তাঁর বান্দাকে যা ইচ্ছা করেন তাঁর আদেশ দেন যেহেতু তিনি তাদের মঙ্গল সম্বন্ধে জ্ঞাত। (وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیْرٍ) হে ইয়াহূদীরা, তোমাদের কোন রক্ষক নেই আল্লাহ্ ব্যতীত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদের পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য কোন নিকট আত্মীয় নেই, যারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে এবং রক্ষা করতে পারে এবং এভাবে কোন সাহায্যকারীও নেই যে, সে তোমাদেরকে শাস্তি হতে রেহাই দিতে পারে।

(اَمْ تُرِیْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ) তোমরা তোমাদের রাসূলের নিকট এভাবে প্রশ্ন করতে চাও কি? যে আল্লাহ্‌কে দেখা তার সাথে কথাবার্তা ইত্যাদি বিষয়ে। (كَمَا سُئِلَ مُوْسٰی مِنْ قَبْلُ) যেরূপ বনী ইসরাঈল দ্বারা মূসা (আ)-কে প্রশ্ন করেছিল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর পূর্বে (وَمَنْ یَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِیْمَانِ) এবং যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে গ্রহণ করে। (فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِیْلِ) সে নিশ্চয়ই সত্য ও সরল পথ হতে বিভ্রান্ত হয়। অর্থাৎ সে হিদায়েত প্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করে।

(وَدَّ) আশা পোষণ করত, (كَثِیْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ) অনেক কিতাবীরা যথা কা'ব ইব্‌ন আশরাফ, ফানহাস ইব্‌ন আওজুরা ও তাদের সঙ্গীরা (لَوْ یَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِیْمَانِكُمْ كُفَّارًا) হে আম্মার, হুযায়ফা ও মুয়ায জাবাল! তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনার পর তোমাদেরকে ওদের দীনের দিকে কাফিররূপে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে।

(حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ) হিংসাবশত তাদের নিকট অর্থাৎ তাদের কিতাবে সত্য অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর দীন তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হওয়ার পরও (فَاعْفُوْا) তোমরা (হে মুসলিমরা) তাদেরকে ছেড়ে দাও (وَاصْفَحُوْا) এবং তাদেরকে উপেক্ষা করে আযাবের (حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ) যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তার আযাবের আদেশ না দেন বনূ কুরইয়া ও বনূ নজীরের উপর হত্যা, বন্দী গোলামী এবং বহিষ্কারের (اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হত্যা বহিষ্কার ইত্যাদির উপর (قَدِيْرٌ) ক্ষমতাবান।

(১১০) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

(১১১) وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(১১২) بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

১১০. তোমরা সালাত কায়েম রাখ ও যাকাত দিতে থাক। তোমরা উত্তম যা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহ্র নিকট তা পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

১১১. এবং তারা বলে, যারা ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান হবে তারা ছাড়া কেউ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এটা তাদের মিথ্যা আশা। বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর।

১১২. কেন নয়, যে ব্যক্তি আপন চেহারা আল্লাহ্র অনুগত করে দিয়েছে আর সে সৎকর্মপরায়ণ, তারই জন্য রয়েছে তার সওয়াব নিজ প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

(وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ) এবং তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হক আদায় কর (وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ) এবং তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর (وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ) এবং যা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে (مِنْ خَيْرٍ) নেক কাজ যাকাত ও খয়রাত ইত্যাদি (تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ) তার সওয়াব তোমরা আল্লাহ্র কাছে অবশ্যই পাবে। (اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমরা যা কিছু সাদকা, যাকাত দাও তা দেখেন অর্থাৎ তোমাদের নিয়ত দেখেন।

(وَقَالُوْا) এবং ইয়াহূদীরা ও নাসারারা বলে, (لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى) নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে না তারা ছাড়া যাদের মৃত্যু হয় হ্যাঁ, শুধু সেই ব্যক্তি যে ইয়াহূদী হবে ইয়াহূদীয়াতের বা না নাসারানিয়াতের উপর। (تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ) এ হল শুধু তাদের কল্পনাপ্রসূত ধারণা আল্লাহ্র প্রতি যার কোন উল্লেখ তাদের কিতাবে নেই। (قُلْ) সুতরাং আপনি হে মুহাম্মদ ﷺ তাদের উভয় দলকে বলুন, (هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ)তামরা এই দাবী প্রমাণের জন্যে তোমাদের কিতাবে কি প্রমাণাদি আছে তা পেশ কর। (اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ) যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক।

(بَلٰى) তোমরা যেরূপ বলেছ সে রূপ নয় বরং (مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং (وَهُوَ مُحْسِنٌ) যে হয় সৎকর্ম পরায়ণ কথায় এবং কাজে (فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ) তার পুরস্কার রয়েছে অবধারিত (عِنْدَ رَبِّهٖ) তার প্রতিপালকের নিকট জান্নাতে (وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ) এবং তাদের কোন ভয় নেই জাহান্নামে চিরকাল থাকার। (وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ) এবং জান্নাত হারাবার ভয়ে তারা বিষণ্ন হবে না। অর্থাৎ তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা ইয়াহূদী ও নাসারাদের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে যে মতভেদ ও বিবাদ-বিসম্বাদ আছে তার উল্লেখ করেন এবং বলেন ঃ

(١١٣) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

(١١٤) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۬ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১১৩. ইয়াহূদীরা বলে, খ্রিস্টান সম্প্রদায় কোনও পথের অনুসারী নয় এবং খ্রিস্টানরা বলে, ইয়াহূদীরা কোনও পথের অনুসারী নয়। অথচ তারা সকলে কিতাব পড়ে। অনুরূপ যারা অজ্ঞ তারাও অনুরূপ কথা বলে। তাই যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার মীমাংসা করবেন।

১১৪. তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়? এদের তো ভীত বিহ্বল না হয়ে মসজিদে প্রবেশ করা সমীচীন ছিল না। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।

(وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ) এবং মদীনার ইয়াহূদীরা বলত (لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ) নাসারারা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দীনসমূহের মধ্যে কোন দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় আর ইয়াহূদী ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মই নেই। (وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ) এবং নাজরানের খ্রিস্টানরা বলত, ইয়াহূদীদর কোন ধর্ম নেই কারণ ধর্ম বলতে একমাত্র খ্রিস্টান ধর্মই বুঝায়। (وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ) অথচ উভয় দলই তাদের স্ব স্ব কিতাব পাঠ করে থাকে কিন্তু ঈমান আনে না এবং এরকম কথা বলে যা তাতে নেই (كَذٰلِكَ) এবং অনুরূপ (قَالَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ) যারা তাদের পিতা-মাতাদের নিকট হতে আল্লাহ্‌র তাওহীদ শিক্ষা পায়নি তারা বলে, অন্য বর্ণনায় আছে, তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে অন্য কারো কাছ থেকে শিখেনি– তারা বলে (مِثْلَ قَوْلِهِمْ) তারাও তাদের (ইয়াহুদ খ্রিস্টানদের) মতই কথা বলত, (فَاللّٰهُ يَحْكُمُ) সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা মীমাংসা করবেন (بَيْنَهُمْ) তাদের মধ্যে অর্থাৎ ইয়াহূদ ও খ্রিস্টানদের মধ্যে (يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ দীনের ব্যাপারে তাদের এই পরস্পরের মতবিরোধের ফয়সালা করবেন। তারপর তিনি বর্ণনা করেন, খ্রিস্টানদের সম্রাট তাতুস ইব্‌ন আছি বনূ সুরুখীর ঘটনা যে বায়তুল মাকদাস নষ্ট করেছিল।

আল্লাহ্ বলেন (وَمَنْ اَظْلَمُ) এবং সবচাইতে অধিক সীমালঙ্ঘনকারী সত্য ত্যাগী আর কে হবে? যে ব্যক্তি (مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ) আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে

লোকদেরকে বাধা দেয় অর্থাৎ আযান ও তাওহীদ চর্চায় বাধা দেয় (وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا) এবং সে চেষ্টা করে বায়তুল মাকদাসকে বিনাশ করতে ও তার পবিত্রতা নষ্ট করতে, তথায় মৃতদেহ ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। কার্যত ঃ বায়তুল মাকদাস এভাবে অপবিত্র অবস্থায় ও অনাবাদ ছিল হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত। (اُوْلٰئِكَ مَاكَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلاَّ خَائِفِيْنَ) তাদের অর্থাৎ রোমবাসীদের জন্যে নিরাপদ ছিল না তথায় অর্থাৎ বায়তুল মাকদাসে প্রবেশ করা হত্যার ভয়ে মু'মিনগণের থেকে লুকিয়ে আসা ছাড়া (لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ) তাদের জন্যে পৃথিবীতে রয়েছে লাঞ্ছনা ভোগ অর্থাৎ তাদের শহরসমূহ যথা কুস্তনতীনিয়া, উমূরীয়া ও রুমীয়া ইত্যাদির পতন হওয়া (وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ) এবং তাদের জন্যে পরকালে ভীষণ শাস্তি রয়েছে দুনিয়ার শাস্তির চেয়ে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কিবলার কথা বর্ণনা করেন ঃ

(١١٥) وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

(١١٦) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও না কেন, সে দিকেই আল্লাহ্‌র দৃষ্টি আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অসীম দয়ালু ও সর্বজ্ঞ।

১১৬. এবং তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি এসব কিছু হতে পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্‌র। সবই তাঁর একান্ত অনুগত।

(وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) আল্লাহ্‌রই পূর্ব ও পশ্চিম এবং যে ব্যক্তি কিবলা না জানে তার জন্যে উভয়ই কিবলা, (فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا) তারপর তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে যে দিকেই সালাতে মুখ ফিরাও না কেন (فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) সেদিকেই আল্লাহ্‌র দিক। অর্থাৎ সে সালাতেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি রয়েছে। এটা হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবীদের একটি দল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় যারা সফরে কিবলার দিক নির্ণয়ে চিন্তা ভাবনার পর এক দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছিলেন কিন্তু পরে জানা যায় যে, সেদিকটি কিবলার দিক ছিল না। অন্য বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ্‌রই জন্য পূর্ব ও পশ্চিম অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, পূর্ব ও পশ্চিমের বাসিন্দাদের জন্য একটি কিবলা আছে তা হল হারাম শরীফ। তাই সালাতে হারামের যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক অর্থাৎ কিবলা হারাম শরীফ। হারাম শরীফের দিকে মুখ (اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী কিবলার বিষয়ে, তিনি সর্বজ্ঞ তাদের নিয়ত সম্বন্ধে। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা খ্রিস্টান ও ইয়াহূদীদের দাবীর উল্লেখ করেন যে, তারা বলে, উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র এবং ঈসা মসীহও আল্লাহ্‌র পুত্র। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উক্তি খণ্ডন করে বলেন–

(وَقَالُوْا) এবং ইয়াহূদ ও খৃষ্টানরা বলে (اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا) আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন উযায়র ও ঈসাকে (سُبْحٰنَهٗ) তিনি এটা হতে অতি মহান ও পবিত্র অর্থাৎ সন্তান গ্রহণ করা ও অংশীদারিত্ব হতে, (بَلْ) তোমরা যেভাবে বল সেভাবে নয়। বরং (لَّهٗ) তার অনেক দাস রয়েছে (مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্ট আছে সবই আল্লাহ্‌র (كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ) প্রত্যেকেই তাঁর একত্ববাদ ও বন্দেগীর জন্যে অনুগত ও বাধ্য।

(১১৭) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

(১১৮) وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

(১১৯) اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ۝

১১৭. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। যখন কোন বিষয়ে তিনি হুকুম করেন, তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলেন যে, 'হয়ে যাও'। সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়।

১১৮. যারা অজ্ঞ তারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না, কিংবা আমাদের নিকট কেন কোনও নিদর্শন আসে না? অনুরূপ তাদের পূর্ববর্তীগণও তাদের মত কথাই বলত। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয়ই আমি আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করে দিয়েছি যারা ইয়াকীন করে তাদের জন্য।

১১৯. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য দীনসহ শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। জাহান্নামীদের সম্বন্ধে আপনাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

(بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। পূর্বে আসমান জমিন কিছুই ছিল না। তিনি নমুনা ছাড়া সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। (وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا) এবং তিনি যখন ইচ্ছা করেন যে, একটি এমন সন্তান জন্ম দিবেন যার বাপ নেই, যেমন হযরত মসীহ (আ) (فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ) এখন শুধু বলেন, হও, তখন তা হয়ে যায়। অর্থাৎ সন্তান হয় পিতা-ব্যতীত যেমন আদম (আ) পিতামাতা উভয়ই ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছিলেন।

(وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ) এবং যারা কিছুই জানে না আল্লাহ্র তাওহীদ সম্বন্ধে তারা বলে, অর্থাৎ ইয়াহূদীরা বলে, (لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ) আল্লাহ্ কেন আমাদের সাথে প্রকাশ্যে কথা বলেন না? (اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ) বা কোন নিদর্শনই বা কেন আমাদের নিকট আসেনা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবূওত সম্বন্ধে, অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর নবূওত সম্বন্ধে কোন নিদর্শন এলে তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনতাম। (كَذٰلِكَ) এভাবেই (قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ) তাদের কথার অনুরূপ কথাই বলেছিল তাদের বাপ দাদারা অর্থাৎ তাদের কথা বলত (تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ) তাদের অন্তর একই রকম। এবং তাদের অন্তর ও তাদের বাপ দাদাদের অন্তরের সাদৃশ্য (قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ) নিশ্চয়ই আমি নিদর্শনসমূহ যথা, আদেশ-নিষেধ এবং আপনার যে গুণাবলী তাওরাতে আছে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছি (لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ) দৃঢ় প্রত্যয়শীল, সত্যবাদী কওমের জন্যে--(اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে হে মুহাম্মদ ﷺ প্রেরণ করেছি (بِالْحَقِّ) সত্য কুরআন ও তাওহীদ সহকারে (بَشِيْرًا) জান্নাতের শুভ সংবাদদাতা হিসাবে যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে তাদেরকে (وَّنَذِيْرًا) এবং আল্লাহ্র অস্তিত্বে সন্দেহকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে (وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ) এবং আপনি জাহান্নামবাসীদের সম্বন্ধে কোন প্রকার জিজ্ঞাসিত হবেন না। অর্থাৎ আপনি জাহান্নামীদের ক্ষমার ব্যাপারে কোন প্রকার সুপারিশ করবেন না।

(١٢٠) وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۞

(١٢١) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۞

(١٢٢) يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۞

(١٢٣) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۞

১২০. ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণ আপনার প্রতি কখনই খুশী হবে না। যতক্ষণ না আপনি তাদের দীন অনুসরণ করবেন। বলুন, আল্লাহ্ যে পথ প্রদর্শন করেন, সেটাই সরল পথ। মেনে নেওয়া যাক, আপনি জ্ঞান প্রাপ্তির পরও যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেন তাহলে আল্লাহ্র হাত থেকে আপনার কোন রক্ষাকর্তা থাকবে না এবং না কোন সাহায্যকারী।

১২১. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তা যথাযথভাবে আবৃত্তি করে। তারাই এতে বিশ্বাস করে। আর যারা অস্বীকার করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১২২. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের উপর করেছি। এবং এটাও যে, আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

১২৩. এবং তোমরা (হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়) সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও কোনও উপকারে আসবে না এবং তার নিকট হতে কোন বিনিময়ও গৃহীত হবে না এবং কোনও (কাফিরের জন্য) সুপারিশও কাজে আসবে না এবং তারা কোনও সাহায্যও পাবে না।

(وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى) এবং কখনই মদীনার ইয়াহূদীরা আপনার এবং নাজরানের খ্রিস্টানরা আপনার প্রতি খুশী হবে না (حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) যে পর্যন্ত আপনি তাদের দীন ও কিবলার অনুসরণ না করবেন (قُلْ) হে মুহাম্মদ, আপনি বলুন, (اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى) নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দীন হল ইসলাম এবং আল্লাহ্র কিবলা হল সেই কা'বা শরীফ। (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ) যদি আপনি তাদের কল্পনাপ্রসূত দীন ও খেয়াল খুশীমত কিবলার অনুসরণ করেন (بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) আপনার নিকট সঠিক জ্ঞান আসার পর, যে আল্লাহ্র দীন হল ইসলাম এবং আল্লাহ্র কিবলা হল সেই কা'বা শরীফ (مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ) তখন আপনার কোন রক্ষাকারী থাকবে না আল্লাহ্র শাস্তি হতে (مِنْ وَّلِىٍّ) এমন নিকটবর্তী কোন অভিভাবক পাবে না যে আপনার কোন উপকার করতে পারবে। (وَّلَا نَصِيْرٍ) এবং কোন সাহায্যকারী পাবে না যে আপনাকে রক্ষা করবে। এরপর আল্লাহ্ বর্ণনা করেন আহলে কিতাবীদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিলেন, যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম এবং তার সঙ্গীরা, বুহায়রা, রাহেব ও তার সঙ্গীরা এবং নাজ্জাশী ও তার সঙ্গীদের অবস্থার কথা এবং বলেন ঃ

(اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ) যাদেরকে আমি কিতাবের জ্ঞান দিয়েছিলাম অর্থাৎ তাওরাত (يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ) তারা তা আবৃত্তি করে যথাযথভাবে ও তার সঠিক বর্ণনা দেয় এবং তাতে কোন রদবদল করে না। অর্থাৎ তাতে হালাল ও হারাম, আদেশ ও নিষেধ ইত্যাদি ঠিকমত জিজ্ঞাসাকারীদেরকে বলে দিত এবং তার স্পষ্ট ও আকাট্য হুকুম-আহকাম শিক্ষা দিত এবং তার মুতাশাবেহ অর্থাৎ অবোধগম্য বিষয়াদির প্রতি ঈমান

আনত। (اُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ) তারাই হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে (وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ) এবং যে বা যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে বিশ্বাস করে না (فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ)। তারপর তারাই হবে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ দুনিয়া ও আখিরাতে বরবাদির কারণে। তারপর তিনি বনূ ইস্রাঈলের প্রতি কি কি অনুগ্রহ করেন তার উল্লেখ করে বলেন ঃ

(يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ) হে ইয়াকূব-এর বংশধররা (اُذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ) আমার অবদানগুলী স্মরণ কর ও এর রক্ষনাবেক্ষণ কর (الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) যা দিয়ে আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের অনুগৃহীত করেছি যেমন ফিরআউন ও তার দলের অত্যাচার ইত্যাদি থেকে তোমাদের পরিত্রাণ দিয়েছি (وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ) এবং আমি তোমাদেরকে ইসলাম দিয়ে তোমাদের যুগের সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং তোমরা সেই কিয়ামতের দিনের শাস্তিকে।

(وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ) ভয় কর সেদিন কোন কাফির অন্য কোন কাফিরের কোন উপকারে আসবে না। অন্য বর্ণনায় আছে, কোন সৎ ব্যক্তি কোন সৎ ব্যক্তির কোন উপকার করতে পারবে না। অন্য বর্ণনায় আছে, কোন পিতা তার সন্তানের উপকারে আসবে না এবং কোন সন্তান তার পিতাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

(وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ) আর কারো নিকট হতে কোন বিনিময় কবূল করা হবে না। (আযাব হতে) (وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ) এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশকারী সম্মানিত ফেরেশ্‌তার অনুরোধও গৃহীত হবে না। এমনকি কোন প্রেরিত নবী এবং কোন সৎ ব্যক্তির সুপারিশও নয়। (وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ) এবং তারা রক্ষাও পাবে না যা তাদের জন্যে অবধারিত করা হবে। তারপর আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ-এর প্রতি তাঁর কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

(١٢٤) وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ۝

১২৪. এবং যখন ইব্‌রাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করেছিলেন এবং সে সেগুলো পূর্ণ করেছিল, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের নেতা নিযুক্ত করব। সে (ইবরাহীম) বলল, আমার বংশধরগণের মধ্যে হতেও। তিনি বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না।

(وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ) এবং যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করেন, অর্থাৎ দশটি বিষয় দিয়ে পরীক্ষা করেন তার মধ্যে পাঁচটি হল মাথায়, অন্য পাঁচটি হল শরীরে (فَاَتَمَّهُنَّ) তারপর ইবরাহীম তা পূর্ণ করলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, যখন আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আ)-কে কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা করেন, যে সব বাণীর কথা কুরআনে উল্লেখ আছে। তিনি সেগুলো পূরণ করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি সেসব কথা দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছিলেন। তারপর আল্লাহ্ (قَالَ) তাকে বলেন, (اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا) আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম হিসাবে গ্রহণ করলাম, লোকে তোমার অনুসরণ করবে। (قَالَ) ইব্রাহীম তখন বলেন, (وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ) এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও আপনি

এরূপ খলীফা (নেতা) করুন (قَالَ) আল্লাহ্ বলেন, (لَايَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِيْنَ) হে ইব্রাহীম! আমি যে নেতৃত্ব তোমাকে দান করেছি, তোমার সঙ্গে আমার যে অঙ্গীকার আছে, যে সম্মান তোমার আছে আমার নিকট আমার যে দয়া তোমার প্রতি আছে এসব কখনই তোমার বংশধরদের মধ্যে যারা জালিম তারা পাবে না। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তোমার সন্তানদের মধ্যে কোন অত্যাচারীকে নেতা করব না। বা পরকালে সীমালংঘনকারীরা কোন সম্মান পাবে না, হ্যাঁ দুনিয়াতে তারা নেতৃত্ব পেতে পারে। তারপর আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টিজীবকে আদেশ দেন ইবরাহীমের অনুসরণ করতে।

(١٢٥) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ○

(١٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১২৫. স্মরণ করুন, যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের সমাবেশ-স্থল ও নিরাপত্তার স্থানরূপে নির্দিষ্ট করলাম এবং (আদেশ করলাম) তোমরা ইব্‌রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর। আমি ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম যে, তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকূ ও সিজ্‌দাকারীগণের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখ।

১২৬. এবং স্মরণ করুন যখন ইব্‌রাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক! এটাকে নিরাপদ নগরে পরিণত করুন। আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করবে তাদেরকে ফল-ফলাদি দিয়ে রিয্‌ক প্রদান করুন। তিনি বললেন, যে কেউ কুফরী করবে তাকেও কিছু দিনের জন্য ভোগ করতে দেব। তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে আসতে বাধ্য করব এবং তা কতই নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

(وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا) এবং যখন আমি আমার ঘর (কা'বা শরীফ)-কে সম্মেলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তা স্থল করেছিলাম জগদ্বাসীর জন্যে। তারা সেদিকে আগ্রহ সহকারে গমন করবে এবং যারা সেখানে প্রবেশ করবে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। এবং হে উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ! তোমরা (مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে অর্থাৎ কিবলারূপে গ্রহণ কর। (وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ) আমি ইবরাহীমকে ও ইসমাঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম আমার ঘরকে (বায়তুল্লাহকে) মূর্তি থেকে পবিত্র রাখতে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং সকল দেশের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারীদের জন্য।

(وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا) এবং সেই সময়কে স্মরণ করুন, যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বলেছিলেন, হে আমার রব, আপনি এই শহরকে একটি শান্তির শহরে পরিণত করুন যেন কেউ এখানে ত্রাসের সৃষ্টি করতে না পারে। (وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) এবং এর অধিবাসীকে বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল দিয়ে খাদ্য দিন, যে তাদের মধ্যে ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতের প্রতি অর্থাৎ মৃত্যুর পর উত্থানের প্রতি। (قَالَ) আল্লাহ্ বলেন, (وَمَنْ كَفَرَ) এবং যে সত্য

প্রত্যাখ্যান করে তাকেও (فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا) আমি দুনিয়াতে জীবন উপভোগ করতে দেব কিছুকালের জন্য। (ثُمَّ أَضْطَرُّهُ) তারপর আমি তাকে বাধ্য করব (إِلَى عَذَابِ النَّارِ - وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) দোযখের আগুনে প্রবেশ করতে এবং তা কি নিকৃষ্ট স্থান যেদিকে সে ফিরবে।

(١٢٧) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

(١٢٨) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

(١٢٩) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ع

১২৭. এবং স্মরণ করুন, যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কা'বা গৃহের প্রাচীর তুলছিল, তখন তারা বলছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ হতে আপনি কবূল করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।

১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যেও আপনার একটি অনুগত দল করুন। আর আমাদেরকে হজ্জের রীতি-নীতি শিক্ষা দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে তাদের নিকট আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবে, তাদেরকে কিতাব ও নিগূঢ় রহস্য শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ) এবং স্মরণ করুন, যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ) কা'বা গৃহের প্রাচীর তুলছিলেন এবং (وَإِسْمَاعِيلُ) হযরত ইসমাঈল তাঁকে সাহায্য করছিলেন একাজ সমাপনের পর তারা বলেছিলেন (رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ঘরের যে প্রাচীর নির্মাণ করলাম আপনি তা গ্রহণ করুন (إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী আমাদের দোয়া এবং মহাজ্ঞানী দু'আ কবূলের ব্যাপারে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আপনি জ্ঞাত যে, কি নিয়তে আমরা আপনার ঘরের ভিত্তি প্রাচীর স্থাপন করছি।

উভয়ে বলতে ছিলেন, (رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! (وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ) আমাদের উভয়কে আপনি আপনার পূর্ণ অনুগত ও নিষ্ঠাবান রাখুন আপনার তওহীদ ও ইবাদতের মাধ্যমে। (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ) এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতে একদল অনুগত ও নিষ্ঠাবান উম্মত করুন (وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا) এবং আমাদেরকে হজ্জের পদ্ধতি দেখিয়ে দিন (وَتُبْ عَلَيْنَا) এবং আমাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। (إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও মু'মিনদের প্রতি অতিশয় দয়ালু।

(رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! (وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ) আপনি ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্য হতে তাদেরই বংশ হতে একজন রাসূল প্রেরণ করুন অর্থাৎ (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ) যিনি তাদের মধ্যে কুরআন আবৃত্তি করে শুনাবেন। (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ) এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব অর্থাৎ কুরআন।

(وَالْحِكْمَةَ) এবং হিকমত অর্থাৎ হালাল এবং হারাম। (وَيُزَكِّيهِمْ) এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন তাওহীদ দিয়ে এবং গুনাহ মোচন করে। (اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ) নিশ্চয়ই আপনি মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী, যারা তাদের নিকট আপনার প্রেরিত রাসূলের আদেশ অমান্য করে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে। (الْحَكِيْمُ) মহাজ্ঞানী রাসূল প্রেরণের ব্যাপারে। তারপর আল্লাহ্ তাঁর দু'আ কবূল করেন এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে তাদের মধ্যে প্রেরণ করেন।

এগুলোই হলো সেই সমস্ত কালেমা যা দিয়ে আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে পরীক্ষা করেন এবং তিনি তা পূর্ণ করেন, এবং তা দিয়ে দু'আ করেন ঃ

(١٣٠) وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(١٣١) اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(١٣٢) وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১৩০. যে নিজেকে নির্বোধ করেছে, সে ছাড়া আর কে ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ হতে বিমুখ হবে? নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি। আর পরকালে তো সে সৎকর্মশীলগণের অন্যতম।

১৩১. স্মরণ করুন, যখন তার প্রতিপালক তাকে বলেছিলেন, সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কর। তখন সে বলেছিল, আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের নিকট পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলাম।

১৩২. আর এই উপদেশই দিয়ে যায় ইব্‌রাহীম তার সন্তানগণকে এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দীন বেছে দিয়েছেন। কাজেই মুসলিম না হয়ে তোমরা কখনও মরো না।

(وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ) এবং কে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর দীন ও সুন্নাত হতে (اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) বিমুখ হবে নির্বোধ ছাড়া? অর্থাৎ শুধু সেই ব্যক্তিই বিমুখ হবে যে নিজের ক্ষতি করতে চায় এবং যার জ্ঞান বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়েছে। (وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ) এবং নিশ্চয়ই আমি ইব্রাহীমকে মনোনীত করেছি (فِى الدُّنْيَا) দুনিয়াতে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের মাধ্যমে। অন্য বর্ণনায় আছে, আমি তাঁকে দুনিয়াতে নবী করেছি ও ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছি এবং নেক সন্তান দান করেছি (وَاِنَّهُ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ) এবং নিশ্চয়ই তিনি সৎকর্ম পরায়ণগণের অন্যতম। আখিরাতেও প্রেরিত পূর্ব-পুরুষদের সাথে জান্নাতে বসবাস করবেন।

(وَاِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ) এবং যখন তিনি সুড়ঙ্গ হতে বের হলেন তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বললেন, আপনি আত্মসমর্পণ করুন এবং বলুন! এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই ও এর পুনরাবৃত্তি করুন। (قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ) ইব্রাহীম বললেন, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম এবং আমি আমার উক্তিতে 'লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পুনরাবৃত্তি করলাম।

অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ তাঁকে এ কথা বললেন, যখন তিনি তাঁর জাতিকে একত্ববাদের দিকে আহবান করতেছিলেন ঃ হে ইব্‌রাহীম আপনি আত্মসমর্পণ করুন এবং দীন ও আমলকে আল্লাহ্‌র জন্য নিরঙ্কুশ করুন।

তখন ইব্‌রাহীম বললেন, আমি আত্মসমর্পণ করলাম এবং আমার দীন ও আমলকে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য নিরঙ্কুশ করলাম। অন্য বর্ণনায় আছে যে, যখন ইব্‌রাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হল তখন তাঁর রব তাঁকে বললেন, আপনি আপনার আত্মাকে আমার কাছে সমর্পণ করুন। তিনি বললেন, আমি (وَوَصّٰى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ) এবং ইব্‌রাহীম অসিয়ত করলেন তার সন্তানদেরকে যে, তোমরা বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে (وَيَعْقُوْبُ) ইয়াকুবও তাঁর পুত্রদেরকে বলছিলেন, (يَابَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ) হে আমার পুত্র পৌত্ররা। আল্লাহ্ তোমাদের দীন ইসলামকেই তাঁর মনোনীত ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছেন (فَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) এরপর তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কখনো প্রাণ ত্যাগ করবে না অর্থাৎ তোমরা ইসলামের উপরই দৃঢ় থাকবে, যাতে তোমরা তওহীদ ও ইবাদতের উপর নিষ্ঠাবান মুসলিম হয়ে মরতে পার। এরপর আল্লাহ্ দীনে ইব্‌রাহীম সম্পর্কে ইয়াহূদীদের বিবাদের উল্লেখ করে বলেন ঃ

(١٣٣) اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

(١٣٤) تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন মৃত্যু ইয়াকূবের নিকটবর্তী হয়েছিল? যখন সে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তখন তারা বলেছিল, আমরা ইবাদত করব আপনার প্রতিপালকের এবং আপনার পিতৃ-পুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের প্রতিপালকের। তিনিই একমাত্র মা'বূদ এবং আমরা সকলে তাঁরই অনুগত।

১৩৪. সে তো এমন একটি দল, যারা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে তা তাদের, তোমরা যা কর, তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

(اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ) হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! ইয়াকূবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তখন কি তোমরা তথায় উপস্থিত ছিলে? ইয়াকূব (আ) তাঁর সন্তানদের ইয়াহূদীয়াতের অসিয়ত করে ছিলেন, না ইসলামের ?

(اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ) যখন তার পুত্রদেরকে বলতেছিলেন, তোমরা আমার মৃত্যুর পর কার ইবাদত করবে? قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ তারা বলল, আমরা আপনার ইলাহ্ ইবাদত করব যার ইবাদত আপনি করেন, (وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا) এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের একমাত্র ইলাহ্ই ইবাদত আমরা করব। (وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ) এবং আমরা সকলেই তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্‌র জন্য তওহীদ ও ইবাদতে লিপ্ত থাকব।

(تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ) এরা একটি উম্মত ছিল যারা গত হয়েছে (لَهَا مَا كَسَبَتْ) তারা যা সৎকর্ম অর্জন করেছে তা তাদের জন্য (وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ) এবং তোমাদের জন্যে যা কিছু সৎকাজ তোমরা করেছ (وَلَا تُسْئَلُوْنَ) এবং কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না (عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) তারা যা কিছু করেছে, সে সম্বন্ধে। তারপর আল্লাহ্ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের যে বিপদ মুমিনদের সাথে ছিল তার উল্লেখ করে বলেন ঃ

(١٣٥) وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(١٣٦) قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

১৩৫. তারা বলে, তোমরা ইয়াহূদী অথবা খ্রিস্টান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। (হে রাসূল!) আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা একনিষ্ঠ ইবরাহীমের পথ অবলম্বন করেছি এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৩৬. তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি এবং যা মুসা ও ঈসাকে দেওয়া হয়েছে এবং যা দেওয়া হয়েছে অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তার উপর। আমরা তাদের কারও মধ্যে কোনও প্রকার পার্থক্য করি না। আমরা তো সেই প্রতিপালকেরই অনুগত।

(وَقَالُوْا) এই ইয়াহূদীরা বলত মু'মিনগণকে (كُوْنُوْا هُوْدًا) তোমরা ইয়াহূদী হয়ে যাও, তবে সৎপথ পাবে বিপথ হতে (اَوْ نَصَارٰى) বা খ্রিস্টান হও। এখানে বর্ণনায় অগ্রপশ্চাৎ রয়েছে। এরূপ খ্রিস্টানরাও বলত। (تَهْتَدُوْا)তাহলে সৎপথ পাবে। হে মুহাম্মদ আপনি বলুন যে, তোমরা যা বলছ অবস্থা এরকম নয় (بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ) বরং ইব্‌রাহীমের মিল্লাতের অনুকরণ কর, আত্মসমর্পণকারী হয়ে তবে সৎপথ পাবে (وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ)। এবং তিনি অংশীবাদীদের মধ্যে ছিলেন না এবং তাদের দীনেও ছিলেন না। তারপর আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য একত্ববাদের মূল উৎস সমূহের বর্ণনা দিয়েছেন যেন তারা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের জন্যে তাওহীদের পথ প্রদর্শক হতে পারেন।

তিনি বলেন, (قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا) তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যা কিছু আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতিও অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ) আরবী এবং ইব্‌রাহীম ও তাঁর কিতাবের প্রতিও আমরা ঈমান আনয়ন করেছি (وَاِسْمٰعِيْلَ) এবং ইসমাঈল ও তাঁর কিতাবের প্রতিও (وَاِسْحٰقَ) এবং হযরত ইসহাক ও তাঁর কিতাবের প্রতিও (وَيَعْقُوْبَ) এবং ইয়াকূবের প্রতি ও তাঁর কিতাবের প্রতিও। (وَالْاَسْبَاطِ) এবং ইয়াকূবের সন্তানদের প্রতি ও তাদের কিতাবের প্রতি আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। (وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى) এবং হযরত মূসা ও তাওরাত এর উপরেও (وَعِيْسٰى) এবং ঈসা ও ইঞ্জিলের উপরও (وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ) এবং নবীগণ ও তাদের উপর (مِنْ رَّبِّهِمْ) যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। (لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ) তাদের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করছিনা। এবং আল্লাহ্, নবুয়ত ও তাওহীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। বা আমরা তাদের কাউকেই অবিশ্বাস করি না (وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ) আমরা এবং সকলেই তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণকারী তাওহীদ ও ইবাদতে লিপ্ত থেকে।

(١٣٧) فَإِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

(١٣٨) صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ۞

(١٣٩) قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۞

(١٤٠) اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۞

১৩৭. তোমরা যেভাবে ঈমান এনেছ, তারাও যদি তেমনি ঈমান আনে, তবে তারাও হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে তারা তো হঠকারীই। কাজেই, তোমার পক্ষে আল্লাহ্ই তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।

১৩৮. আমরা আল্লাহ্র রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্র রং অপেক্ষা আর কার রং উত্তম? আমরা তাঁরই ইবাদত করি।

১৩৯. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক কর? অথচ তিনিই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক? আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের। আর আমরা তো একান্তভাবে তাঁরই জন্য।

১৪০. তোমরা কি বল যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহুদী কিংবা খ্রিস্টান ছিল? বল, তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ্? তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্র নিকট হতে সাব্যস্ত সাক্ষ্য গোপন করে? আল্লাহ্ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অনবহিত নন।

(فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ) যদি আহলে কিতাবরা যদি সেরূপ ঈমান আনত (مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ) তোমরা যেরূপ সকল নবী ও কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছ (فَقَدِ اهْتَدَوْا) তাহলে তারা হিদায়াত পেত ভ্রষ্টতা হতে এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও হযরত ইব্রাহীমের দীনের (تَوَلَّوْا) আর যদি তারা নবীগণের ও তাদের গ্রন্থরাজি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ) তাহলে তারা দীনে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে বিপথগামী হবে। (فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ) তারপর তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাদেরকে হত্যা ও বহিষ্কারের দ্বারা তোমাকে বিপদমুক্ত করবেন। (وَهُوَ السَّمِيْعُ) তিনি সর্বশ্রোতা তাদের কথাবার্তার (الْعَلِيْمُ) এবং সর্বজ্ঞানী।

তাদেরকে দেওয়ার ব্যাপারে (صِبْغَةَ اللّٰهِ) তোমরা আল্লাহ্র দীনের রং গ্রহণ কর এবং তাঁর দীনের অনুসরণ কর (وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً) এবং আল্লাহ্র দীনের রং হতে আর উত্তম কি রং হতে পারে? (وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ) এবং আমরা শুধু তাঁরই 'ইবাদত করি। অর্থাৎ বল, আমরা সকলেই তওহিদপন্থী, আমরা একমাত্র তারই ইবাদত করি। এবং তারই তৌহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(قُلْ) আপনি হে মুহাম্মদ ﷺ ইয়াহুদ ও খ্রিস্টানদেরকে বলুন, (اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ) তোমরা কি আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? (وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ) অথচ তিনি আমাদের রব ও

তোমাদেরও রব। (وَلَنَا اَعْمَالُنَا) এবং আমাদের জন্য আমাদের আমল অর্থাৎ আমাদের দীন। (وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ) এবং তোমাদের উপর তোমাদের আমল অর্থাৎ তোমাদের দীন। (وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ) এবং তাঁর প্রতি অকপট দীনে ও কর্মে অর্থাৎ তাঁর ইবাদত ও তওহীদে আমরা সুদৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

(اَمْ تَقُوْلُوْنَ) হে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা তোমরা নাকি বল, (اِنَّ اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ) নিশ্চয়ই ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধররা সকলেই (كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى) ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান ছিল, যেমন তোমরা ধারণা কর। (قُلْ) হে মুহাম্মদ আপনি বলে দিন (ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ) তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্ বেশী জানেন? তিনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, ইব্‌রাহীম ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান ছিলেন না। (وَمَنْ اَظْلَمُ) এর চেয়ে অধিক জানেন, অর্থাৎ অধিক অবাধ্য ও অধিক দুঃসাহসী আর কে? (مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ) তার কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রমাণ আছে তা যে গোপন করে অর্থাৎ নবী করীম ﷺ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে তা যে গোপন করে। (وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ) এবং আল্লাহ্ অনবহিত নন। (عَمَّا تَعْمَلُوْنَ) তোমরা যা কিছু করছ অর্থাৎ সাক্ষ্য গোপন করছ।

(١٤١) تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۟

(١٤٢) سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

১৪১. সে তো ছিল এমন একটি দল, যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে তা তাদের, যা কর তা তোমাদের। তাদের কাজ সম্বন্ধে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।

১৪২. নির্বোধ লোকেরা এখন বলবে যে, মুসলিমদেরকে কোন্ বস্তু তাদের সে কিব্‌লা হতে ফিরিয়ে দিল, এ যাবৎ যার অনুসরণ তারা করে আসছিল? (হে রাসূল!) আপনি বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিন যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

(تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ) ঐ উম্মাত অতীত হয়েছে (لَهَا مَا كَسَبَتْ) তার জন্যে রয়েছে তাই কল্যাণকর যা সে অর্জন করেছে। (وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ) এবং তোমাদের জন্যও রয়েছে সে কল্যাণ যা তোমরা অর্জন করেছ (وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ) এবং এই বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না কিয়ামতের দিন (عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) তারা দুনিয়াতে যা করেছে সে সম্বন্ধে।

(سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ) শীঘ্রই মানুষের মধ্যে যারা মূর্খ যেমন ইয়াহূদীদের এবং আরবের মুশরিকদের মধ্যে মূর্খরা বলবে, (مَا وَلّٰهُمْ) কোন্ বস্তু তাদেরকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিল (عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا) যে কিবলাকে কেন্দ্র করে তারা ইবাদত করত, শুধু এজন্য যে, তারা তাদের বাপ-দাদার দীনের দিকে ফিরে যাবে, আরও বলা হয়, যে কিবলার দিকে তারা সালাত আদায় করত অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে তা থেকে কোন বস্তু মুখ ফিরাল। (قُلْ) (হে মুহাম্মদ ﷺ) আপনি বলুন, (لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ) আল্লাহ্‌রই জন্যে পূর্বদিক অর্থাৎ কা'বা শরীফের দিকে সালাত আদায় করা (وَالْمَغْرِبُ) এবং পশ্চিম দিক অর্থাৎ যে সালাত তোমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে আদায় করেছ এটা উভয়েই আল্লাহ্‌র আদেশে হয়েছে (يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দৃঢ় করেন পবিত্র দীন ও সঠিক কিবলার দিকে।

(١٤٣) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

(١٤٤) قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

১৪৩. এবং এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানব জাতির সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রাসূল হন তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদানকারী। তুমি এ যাবৎ যে কিব্‌লার অনুসারী ছিলে আমি তা কেবল এ জন্যই স্থির করেছিলাম, যাতে আমি জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে চলে, আর কে ফিরে যায় পশ্চাদ্দিকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাদের সৎপথ দেখান তারা ব্যতীত অন্যদের জন্য এটা কঠিন ব্যাপার। আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

১৪৪. আমি আকাশের দিকে আপনার বারবার মুখ তোলাকে অবশ্যই লক্ষ্য করি। শীঘ্রই আমি সেই কিব্‌লার দিকে আপনাকে ঘুরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব, আপনি মসজিদে হারামের দিকে নিজ মুখ ফেরান। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকে মুখ ফেরাও। এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চতভাবে জানে যে, তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এটাই সত্য। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অনবহিত নন।

(وَكَذَالِكَ) এবং এভাবেই অর্থাৎ যেমন তোমাদেরকে ইব্‌রাহীম (আ)-এর দীন ইসলাম ও কিবলা দিয়ে সম্মানিত করেছি (جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا) এভাবেই তোমাদেরকে ন্যায়ানুগ মধ্যপন্থি জাতি হিসেবে দুনিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি। (لِّتَكُوْنُوْا) যাতে তোমরা হও (شُهَدَاءَ) যেন তোমরা নবীগণের জন্যে সাক্ষীস্বরূপ হও (عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا) সকল মানব জাতির উপরে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের জন্যে সাক্ষীস্বরূপ হবেন। তিনি সত্যয়ন করবেন ও গ্রহণডযাগ্যতা বর্ণনা করবেন (وَمَا جَعَلْنَا) এবং আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিলাম (الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا) সে কিবলার দিকে যে দিকে আপনি উনিশ মাস পর্যন্ত সালাত আদায় করেছিলেন, অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস-এর দিকে (اِلاَّ لِنَعْلَمَ) শুধু এজন্যেই যে, আমি দেখব ও পার্থক্য করব (مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ) কে আমার প্রেরিত রাসূলের অনুসরণ করে কিবলার ব্যাপারে (مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ) সে সব লোক থেকে যারা (عَلٰى عَقِبَيْهِ) পিছন দিকে ফিরে যায় অর্থাৎ তার নিজ কিবলা ও নিজ দীনের দিকে ফিরে যায়। (وَاِنْ كَانَتْ) এবং নিশ্চয়ই এই কিবলার পরিবর্তন (لَكَبِيْرَةً) খুবই কঠিন ছিল (اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ) কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত ও সৎপথ প্রদর্শন করেন তাদের জন্যে কঠিন নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের অন্তঃকরণকে হিফাজত করেছেন (وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ) এবং আল্লাহ্ তাদের ঈমানকে বাতিল করবেন না যেমন শরীয়ত রহিত হওয়ার পূর্বে বাতিল

করবেন না। আরো তাফসীর করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঈমানকে রহিত করেন নি। তবে তিনি তোমাদের ঈমান ভিত্তিক হুকুম আহকাম পরিবর্তন করেছেন। আরো বলা হয়, তোমাদের সালাত যা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে আদায় করেছেন তা বাতিল করেন নি। তবে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা হিসাবে রহিত করেছেন।

(اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি অতি (لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ) দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। তিনি তোমাদের ঈমানকে বাতিল করবেন না, যেমন শরীয়ত রহিত করার পূর্বে তা বাতিল করেন না। তারপর তিনি তাঁর নবীর দু'আর উল্লেখ করে যে বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফকে তার কিবলা মনোনয়ন করা হোক। বলেন

(قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ) আমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছি আপনার দৃষ্টি বারবার আসমানের দিকে ফিরছে যে, কখন জিব্‌রাঈল (আ) কা'বা ঘরের দিকে কিবলা করার আদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হন (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ) তাই আমি নিশ্চয়ই, আপনার মুখকে সালাতের ভিতর ফিরিয়ে দেব (قِبْلَةً) এমন কিবলার দিকে যাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন ও (تَرْضٰهَا) ইব্‌রাহীমের কিবলা হিসেবে যা আপনি চাচ্ছেন। (فَوَلِّ وَجْهَكَ) সুতরাং আপনি আপনার মুখ ফিরিয়ে নিন সালাতের মধ্যে (شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) মাসজিদুল হারামের দিকে।

(وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ) আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন স্থলে বা সমুদ্রে (فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ) তোমরা তোমাদের মুখ ফিরিয়ে নাও সালাতে থাকা অবস্থায়। (شَطْرَهٗ) সে দিকে (وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ) নিশ্চয়ই, যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে (لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ) তারা জানে যে, হারাম শরীফ (الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। এ হলো হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কিব্‌লা কিন্তু তারা এটা গোপন করে। (وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ)এবং আল্লাহ্ এই বিষয়ে অনবহিত নন। (عَمَّا تَعْمَلُوْنَ) যা তোমরা গোপন কর।

(١٤٥) وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৪৫. আপনি যদি আহলে কিতাবের নিকট সমস্ত নিদর্শনও উপস্থিত করেন, তবুও তারা আপনার কিবলা স্বীকার করবে না। আর আপনিও তো তাদের কিব্‌লা অনুসরণ করার নন এবং তারাও পরস্পরে একে অন্যের কিব্‌লার অনুসারী নয়। আপনার নিকট জ্ঞান পৌছার পরও যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন তা হলে নিশ্চয়ই তখন আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ) যদি আপনি আহলে কিতাবদের কাছে নিয়ে আসেন (بِكُلِّ اٰيَةٍ) সমস্ত দলীল যা তারা আপনার কাছে দাবী করে (مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ) তবুও তারা আপনার কিবলা অনুসরণ করবে না অর্থাৎ এই কিবলার দিকে তারা সালাত আদায় করবে না এবং আপনার দীনেও তারা প্রবেশ করবে না (وَمَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ) এবং আপনিও তাদের অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাদের কিবলার দিকে সালাত

আদায় করবেন না (وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ) এবং তাদের কেউ অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারা একে অন্যের কিবলাকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করে না। (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَائَهُمْ) আপনাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে তাদের কিবলার দিকে সালাত আদায় করেন (مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) আপনার কাছে সুস্পষ্ট জ্ঞান আসার পরও অর্থাৎ হারাম শরীফ ইব্‌রাহীম (আ)-এর কিবলা, (اِنَّكَ اِذًا) তাহলে আপনি (لَمِنَ الظَّلِمِيْنَ) নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ নিজের ক্ষতি সাধনকারী হবেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবীদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল তাদের বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

(١٤٦) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

(١٤٧) اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

(١٤٨) وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১৪৬. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেইরূপ চেনে, যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একদল জেনে শুনে সত্য গোপন করে থাকে।

১৪৭. সত্য তো সেটাই, যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, কাজেই আপনি সন্দিহান হবেন না।

১৪৮. প্রত্যেকের একটি দিক অর্থাৎ কিব্‌লা আছে, যে দিকে সে মুখ করে। কাজেই, তোমরা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ্ সব কিছুই করতে সক্ষম।

(اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ) যাদেরকে আমি তাওরাতের জ্ঞান দিয়েছি। যেমন আব্দুল্লাহ বিন সালাম এবং তার সঙ্গীগণ (يَعْرِفُوْنَهٗ) তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে তাঁর গুণাবলীর ও বর্ণনার মাধ্যমে চিনতে পারে (كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ) যেমন তারা তাদের সন্তানদের অন্যান্য সন্তানের মধ্যে হতে চিনতে পারে, ঠিক এভাবেই তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে চিনে। (وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ) এবং নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন একদল লোক আছে (لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ) যারা সত্যকে গোপন করে ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর গুণাবলী ও বর্ণনার কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখে (وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ) অথচ তারা তাদের কিতাবের মধ্যে এর সুষ্ঠু জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছে।

(اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ) অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী (فَلَا تَكُوْنَنَّ الْمُمْتَرِيْنَ) অতএব, আপনি সে সব সন্দেহকারীদের মধ্যে হবেন না যারা সন্দেহ করে। তারা (আহলে কিতাব) এ বিষয়ে জানে না।

(وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ) এবং প্রত্যেক দীনের অনুসারীগণের জন্য কিবলা রয়েছে (هُوَ مُوَلِّيْهَا) যারা সে দিকে নিজের ইচ্ছামত মুখ ফিরায়। অন্য তাফসীরে বলা হয়, প্রত্যেকেরই দিক আছে অর্থাৎ প্রত্যেক নবীরই কিবলা আছে। আর তা হল কা'বা যে দিকে তিনি মুখ ফিরান এবং তাকে সে দিকে মুখ ফিরাতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) তাই, হে উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ তোমরা সমস্ত মানব জাতির মধ্যে, ইবাদতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

(اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا) তোমরা স্থলে, সমুদ্রে যেখানে থাক না কেন (يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا) তোমাদের সকলকে তিনি নিয়ে আসবেন ও একত্রিত করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের নেক আমলের পুরস্কার দিবেন। (اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে একত্রিত করা ও অন্যান্য বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাশালী।

(١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

(١٥٠) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۙ

১৪৯. তুমি যেখান থেকেই বের হও মসজিদুল হারামের দিকে মুখ কর। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এটাই সত্য। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নন।

১৫০. এবং তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন, মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন তারই দিকে মুখ করবে, যাতে মানুষের মধ্যে যারা জালিম তারা ব্যতীত আর কারও তোমাদের সাথে বিতর্ক করার সুযোগ না থাকে। কাজেই, তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের আপত্তিতে) ভয় করো না। শুধু আমাকেই ভয় কর। এজন্য যে, আমি তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দিই। আর যাতে তোমরাও সরল পথ প্রাপ্ত হও।

(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ) এবং তুমি যেখান থেকে বের হও না কেন সেখান থেকে তোমার মুখ কিবলার দিকে রেখে সালাত আদায় করবে। (شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِنَّهٗ) মসজিদুল হারামের দিকে এবং নিশ্চয়ই তা অর্থাৎ হারাম শরীফ (لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য যে, তা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কিবলা (وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ) এবং আল্লাহ্ অনবহিত নন (عَمَّا تَعْمَلُوْنَ) যা কিছু তোমরা কর তা থেকে অর্থাৎ, হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কিবলা ও অন্যান্য বিষয় যা তোমরা গোপন কর সালাতে।

(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ) আপনি যেখানেই থাকুন মুখ ফিরান। (شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) মসজিদে হারামের দিকে (وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ) এবং তোমরা যেখানে থাক না কেন স্থলে ও সমুদ্রে (فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ) তোমরা তোমাদের মুখ ফিরাও (شَطْرَهٗ) কিবলার দিকে (لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ) যেন লোকদের যথা আব্দুল্লাহ বিন্ সালাম ও তাঁর সঙ্গীদের (عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ) তোমাদের বিরুদ্ধে কিবলার পরিবর্তন সম্বন্ধে. কোন দলীল না থাকে। কেননা কারণ তাদের কিতাবে উল্লেখ ছিল যে, হারাম শরীফই ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কিবলা। অতএব, তোমরা যদি সে দিকে সালাত আদায় কর তবে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন দলীল থাকবে না।

(اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা নিজেদের বক্তব্যে সীমালঙ্ঘন করে যেমন কা'ব বিন আশরাফ ও তার সঙ্গীরা এবং আরবের মুশরিকরা (কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে, তাদেরও কোন দলীল নেই)। (فَلَا تَخْشَوْهُمْ) আপনি কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে তাদেরকে ভয় করবেন না। (وَاخْشَوْنِيْ) এবং শুধু

আমাকেই ভয় করুন কিবলা পরিত্যাগের ব্যাপারে (وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي) আর যাতে আমি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করি (عَلَيْكُمْ) তোমাদের প্রতি কিবলা দিয়ে যেমন তোমাদের দীনকেও আমি পরিপূর্ণতা দান করেছি (وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) এবং যাতে তোমরা হযরত ইব্রাহীমের কিবলার দিকে পরিচালিত হও।

(١٥١) كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ۝

(١٥٢) فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

(١٥٣) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ۝

১৫১. যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে। তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং তোমাদেরকে কিতাব ও তার নিগূঢ় রহস্য শিক্ষা দান করে এবং তোমরা যা জানতে না, তা শিক্ষা দেয়।

১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব আর আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং অকৃতজ্ঞতা করো না।

১৫৩. হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাত দ্বারা সাহায্য চাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে রয়েছেন।

তোমরা স্মরণ কর, (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا) যেমন আমি তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি (مِنْكُمْ) তোমাদের বংশ থেকে (يَتْلُوا عَلَيْكُمْ) যিনি তোমাদের সামনে তিলাওয়াত করবেন (اٰيَاتِنَا) আমার কুরআন, যাতে আদেশ ও নিষেধের বর্ণনা আছে। (وَيُزَكِّيكُمْ) এবং পবিত্র করবেন তোমাদেরকে তাওহীদ, যাকাত, সদ্‌কা দিয়ে গুনাহসমূহ থেকে (وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ) এবং তিনি তোমাদেরকে কিতাব অর্থাৎ কুরআন শিক্ষা দিবেন (وَالْحِكْمَةَ) অর্থাৎ হালাল ও হারাম। (وَيُعَلِّمُكُمْ) এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন হুকুম-আহকাম, শাস্তি বিধান ও অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস। (مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) যা তোমরা জানতে না কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে।

(فَاذْكُرُونِي) তারপর তোমরা আমার স্মরণ কর আমার আদেশ মেনে নিয়ে (اَذْكُرْكُمْ) আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব জান্নাত প্রদান করে। আরো বলা হয়, তোমরা আমাকে সুখের সময় স্মরণ কর; আমি তোমাদেরকে বিপদে স্মরণ করব। (وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) এবং তোমরা আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর এবং তোমরা আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না অর্থাৎ আমার নিয়ামতের শোকর আদায় করা হতে বিরত থাকবে না।

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ) হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্‌র ফরয আদায় করতে ও পাপ কাজ বর্জন করতে এবং বিপদাপদে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর (وَالصَّلٰوةِ) এবং দিবা রাত্রি অতিরিক্ত নফল সালাত আদায় করে এবং গুনাহ্ হতে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করে (اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ)। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্যকারী ও হিফাজতকারী এবং সহায়তাকারী যারা বিপদে ধৈর্যশীল তাদের জন্যে।

তারপর তিনি বর্ণনা করেন, মুনাফিকদের কথা যা তারা বদরের ও উহুদের যুদ্ধে শহীদগণের সম্পর্কে ও অন্যান্য যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে বলে যে, সে মৃত হয়েছে ও তার সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ দূরীভূত হয়েছে। যাতে খাঁটি মু'মিনরা দুঃখিত হয়। (সে জন্যে তারা এরকম বলত।) আল্লাহ্ সে প্রসঙ্গে বলেন ঃ

(١٥٤) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ○

(١٥٥) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ○

(١٥٦) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○

(١٥٧) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ○

১৫৪. আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।

১৫৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সামান্য ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও, সেই ধৈর্যশীলগণকে।

১৫৬. যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।'

১৫৭. এরূপ লোকদের উপরই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের দয়া ও অনুকম্পা এবং তারাই সরল পথপ্রাপ্ত।

(وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)এবং তোমরা বলো না যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তারা সাধারণ মৃত ব্যক্তি অন্যান্য মৃতদের মত, (بَلْ أَحْيَاءٌ) বরং তারা জান্নাতে চিরঞ্জীব, যেমন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে চিরঞ্জীব হয়ে আছেন। তাদের অফুরন্ত উপহার সামগ্রী হতে রিযিক দেয়া হয়।

(وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ) কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পার না, অর্থাৎ তাদের কি মর্যাদা ও সম্মান তা তোমরা কিছুই জান না। তারপর তিনি মুসলমানদেরকে কিভাবে পরীক্ষা করেন তা বর্ণনা করে বলেনঃ

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) এবং আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই পরীক্ষা করব (بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ) শত্রুর ভয়-ভীতির মাধ্যমে(وَالْجُوعِ)এবং দুর্ভিক্ষের (অভাবের) মাধ্যমে (وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ) এবং ক্ষতি করে ধন সম্পদের (وَالْأَنْفُسِ) আর জীবনের অর্থাৎ হত্যা ও মৃত্যু দিয়ে আর রোগ-ব্যাধি দিয়ে (وَالثَّمَرَاتِ) এবং ক্ষতি করে ফলমূলের অর্থাৎ তা ধ্বংস করে (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) এবং হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন।

(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ) যারা এভাবে বিপদে নিপতিত হলে (قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ) বলে, আমরা তো আল্লাহ্‌রই অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দা (وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) এবং আমরা তাঁরই দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী অর্থাৎ মৃত্যুর পর যদি আমরা তাঁর বিচারে সন্তুষ্ট না হই তবে তিনিও আমাদের আমলে সন্তুষ্ট হবেন না।

(أُولَئِكَ) এই সমস্ত গুণাবলীতে বিশেষিত ব্যক্তিগণ (عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ) তাদের উপরেই ক্ষমা বর্ষিত হবে। (مِّنْ رَّبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দুনিয়াতে, (وَرَحْمَةٌ) এবং পরকালেও শাস্তি হতে নাজাত পাবে (وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ) এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত কারণ তারা ইন্না লিল্লাহ পড়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেন মু'মিনদের অপছন্দের কথা, যে সাফা ও মারওয়া দুই পর্বতের উপর দু'টি মূর্তি ছিল, সেজন্যে তাওয়াফ করাটা তাদের মনঃপূত ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(١٥٨) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ○

(١٥٩) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ○

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ কিংবা উমরাহ্ সম্পন্ন করে, তার কোন পাপ নেই এ দু'টোর তাওয়াফ করলে এবং কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ্ পুরস্কারদাতা ও সর্বজ্ঞ।

১৫৯. আমি যে সব স্পষ্ট বিধান ও পথ-নির্দেশ নাযিল করেছি তা মানুষের জন্য কিতাবে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেওয়ার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাদের উপর লা'নত করেন এবং লা'নত করে তাদের উপর লা'নাতকারীগণও।

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ) নিশ্চয়ই, সাফা ও মারওয়া অর্থাৎ এর মাঝখানে তাওয়াফ করা (مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) এ দু'টি আল্লাহ্র নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যা হজ্জ সম্পর্কিত আল্লাহ্র আদেশের অন্তর্ভুক্ত (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ) তারপর যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহ করবে তার কোন গুনাহ হবে না, (أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) এই দুই পর্বতের মাঝখানে তাওয়াফ করলে (وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا) এবং যে ব্যক্তি ওয়াজিব তাওয়াফের অতিরিক্ত তাওয়াফ করবে (فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ) তাহলে নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তাদের প্রতি পুরস্কারদাতা ও গ্রহণকারী (عَلِيمٌ) এবং তোমাদের নিয়ত সম্পর্কে অবহিত। আরো বলা হয়, তিনি স্বল্প আমলের উপর সন্তুষ্ট হন ও এবং বড় পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا) নিশ্চয়ই, যারা গোপন করে আমি যা প্রকাশ করেছি (مِنَ الْبَيِّنَاتِ) অকাট্য প্রমাণগুলো থেকে। যেমন আমার আদেশ ও নিষেধ ও নিদর্শনগুলো যা আমি তাওরাতে প্রকাশ করেছি (وَالْهُدَى) এবং হিদায়াত অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর যে সব গুণাবলী ও প্রশংসা তাতে বর্ণিত ছিল (مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ) মানুষের জন্য অর্থাৎ বনী ইসরাঈল-এর জন্য তা প্রকাশ করার পর (فِي الْكِتَابِ) তাওরাতে (أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ) এবং তারাই হল যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত দেন অর্থাৎ কবরে আযাব দিবেন (وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) লা'নতকারীরা তাদের উপর লা'নত করেন অর্থাৎ মানুষ ও জ্বিন ছাড়া সমস্ত সৃষ্টিই তাদের উপর লা'নত করে যখন কবরে ওদের চিৎকার শুনে।

(١٦٠) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

(١٦١) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○

(١٦٢) خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ○

(١٦٣) وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ○

১৬০. কিন্তু যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে প্রকাশ করে, আমি তাদের ক্ষমা করে দেই। আমি তো বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৬১. নিশ্চয়ই যারা কাফির হয়েছে এবং কাফির অবস্থায়ই মারা গিয়েছে তাদেরই উপর আল্লাহ্, ফিরিশ্‌তাগণ ও সমগ্র মানুষ লা'নত করে।

১৬২. তারা সর্বদা থাকবে সে লা'নতে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেওয়া হবে না।

১৬৩. আর তোমাদের মা'বূদ তিনি তো একই মা'বূদ। তিনি ব্যতীত আর কোনও মা'বূদ নেই। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

(اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا) তবে যারা তাওবা করেছে ইয়াহূদী ধর্ম থেকে (وَاَصْلَحُوْا) আর তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (وَبَيَّنُوْا) এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী প্রকাশ করেছে (فَاُولٰئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ) আমি তাদের তাওবা মঞ্জুর করব। অর্থাৎ তাদের গুনাহ মাফ করব (وَاَنَا التَّوَّابُ) আর আমি তাওবা মঞ্জুরকারী অর্থাৎ যে তাওবা করে তাকে ক্ষমা করি (الرَّحِيْمُ) এবং আমি দয়া পরবশ যে খাঁটি তাওবার উপর মারা যায়।

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ) নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফির অবস্থায় মারা যায় অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফরী করা অবস্থায় (اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ) তাদের ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তি। (وَالْمَلاَئِكَةِ) এবং ফিরিশ্‌তাদের লা'নত (وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ) এবং সমস্ত মানুষের লা'নত অর্থাৎ মু'মিনদের পরস্পরের প্রতি লা'নত তাদের ওপরই বর্তায়।

(خَالِدِيْنَ فِيْهَا) চিরকালই তারা লা'নতে থাকবে। (لاَيُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ) তাদের থেকে শাস্তি লাঘব করা হবে না। অর্থাৎ রহিত করা হবে না এবং সেও রহিত করতে পারবে না, এবং শাস্তির ভীষণতাও কম করা হবে না (وَلاَهُمْ يُنْظَرُوْنَ) এবং তাদের সময় দেওয়া হবে না অর্থাৎ আযাবে অবকাশ দেওয়া হবে না। মুশরিকরা যখন তার একত্ববাদ অস্বীকার করে তখন তিনি তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা দিয়ে বলেন ঃ

(وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ) আর তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। তাঁর কোন পুত্র ও কোন শরীক নেই, (لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ) তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি দয়াময় (الرَّحِيْمُ) এবং পরম দয়ালু। তারপর তিনি তার একত্ববাদের নিদর্শন বর্ণনা করে বলেন ঃ

(١٦٤) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

(١٦٥) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّأَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ○

(١٦٦) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ○

১৬৪. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিকার্যে, রাত ও দিনের আবর্তনে, সেই জলযানে-যা মানুষের হিতকর সামগ্রী নিয়ে সাগরে বিচরণ করে, সেই পানিতে যা আল্লাহ্‌র আকাশ হতে বর্ষণ করত তা দিয়ে ভূমিকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন এবং তাতে সব রকমের জীব-জন্তু বিস্তার করেন এবং বায়ুর পরিবর্তনে ও আকাশ পৃথিবীর মাঝখানে তাঁর নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে এ সমুদয়ের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য নির্দশন।

১৬৫. কতিপয় লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহ্ ভিন্ন অপরকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। আর তাদেরকে আল্লাহ্‌র ভালবাসা তুল্য ভালবাসে, কিন্তু যারা মু'মিন আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ভালবাসা অধিকতর। এই জালিমরা যদি দেখত সেইক্ষণে যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

১৬৬. স্মরণ করুন, যখন অনুসৃতগণ তাদের অনুসরণকারীদের থেকে বিমুখ হয়ে যাবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের মধ্যকার যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

(اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) নিশ্চয়ই এই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে, আরো বলা হয় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে এবং উভয়ের হ্রাস ও বৃদ্ধির মধ্যে (وَالْفُلْكِ) এবং জলযানগুলোতে (الَّتِىْ تَجْرِىْ) যা চলাচল করে (فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ) সমুদ্র বক্ষে মানুষের উপকারী বস্তু নিয়ে অর্থাৎ জীবিকার উপকরণ নিয়ে (وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ) এবং নিদর্শন রয়েছে এর মধ্যে যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন। (مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ) আকাশ থেকে পানি অর্থাৎ বৃষ্টি দিয়ে।

(فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ) যা দিয়ে তিনি পৃথিবীকে পুনর্জীবিত করেন (بَعْدَ مَوْتِهَا) এর মৃত্যুর পর অর্থাৎ অনাবৃষ্টি ও শুষ্ক হওয়ার পর (وَبَثَّ فِيْهَا) এবং সৃষ্টি করেন পৃথিবীতে (مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) প্রত্যেক প্রাণীকে পুরুষ ও নারী (وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ) এবং (আরো নিদর্শন রয়েছে) বায়ুর পরিবর্তনের মধ্যে অর্থাৎ দক্ষিণে, উত্তরে, পূর্বে ও পশ্চিমে কোন সময় শাস্তি আর কোন সময় রহমত নিয়ে প্রবাহিত হওয়ার মধ্যে (وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ)। এবং মেঘমালা যা নিয়ন্ত্রিত (بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ) আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে এর প্রত্যেকটির মধ্যে (لَاٰيٰتٍ) নিশ্চয়ই নিদর্শনাদি রয়েছে বিশ্ব প্রতিপালকের একত্ববাদের (لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ) বুদ্ধিমান জাতির জন্য অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করে পূর্ব বর্ণিত বিষয়গুলো আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বে।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে কাফিরদের নিজেদের উপাস্যদের প্রতি মহব্বত এবং আখিরাতে তাদের একে অন্যের প্রতি বিরূপতার বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

(وَمِنَ النَّاسِ) এবং মানুষের মধ্যে অর্থাৎ কাফিরদের মধ্যে (مَنْ يَّتَّخِذُ) যারা উপাসনা করে (مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا) আল্লাহ্ ব্যতীত মূর্তিগুলোর (يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ) তারা তাদেরকে ভালবাসে যেমন খাঁটি মু'মিনরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন (وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ) প্রকৃতপক্ষে যারা মু'মিন তারা দৃঢ়তর অর্থাৎ অধিকতর স্থায়ী। (حُبًّا لِّلّٰهِ) আল্লাহ্‌কে মহব্বতের ক্ষেত্রে কাফিরদের থেকে যা তারা তাদের মূর্তির প্রতি রাখে। আরো বলা হয়, এই আয়াতগুলো মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা টাকা-পয়সাকে পুঞ্জীভূত করেছে ও গুহায় প্রোথিত করে রেখেছে। আরো বলা হয়, যারা তাদের নেতাদেরকে আল্লাহ্ ব্যতীত ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে (وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا) যদি মুশরিকরা জানত (اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ) যখন তারা কিয়ামতের দিন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে (اَنَّ الْقُوَّةَ) সমস্ত শক্তি ক্ষমতা ও প্রতিরোধ শক্তি একমাত্র (لِلّٰهِ جَمِيْعًا) আল্লাহ্ তা'আলারই (وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আখিরাতে ভীষণ শাস্তিদাতা, তাহলে তারা নিশ্চয়ই দুনিয়াতে ঈমান আনত (اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا) যে দিন বিরূপ হবে অনুসৃতরা অর্থাৎ, নেতারা (مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا) অনুসরণকারীদের থেকে (وَرَاَوُا) এবং উভয় অনুসরণকারী ও অনুসৃতরা দেখবে (الْعَذَابَ) শাস্তি আখিরাতে (وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ) এবং তাদের অঙ্গীকার ও ভালবাসা যা কিছু দুনিয়ায় ছিল তা সবই ছিন্ন হয়ে যাবে।

(١٦٧) وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ۟

(١٦٨) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ٘ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۟

১৬৭. এবং অনুসারীগণ বলবে, হায়! কতই না ভাল হত, যদি দুনিয়ায় আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত, তাহলে আমরাও তাদের থেকে বিমুখ হয়ে যেতাম, যেমন তারা আমাদের থেকে বিমুখ হয়েছে। এভাবেই আল্লাহ্ তাদেরকে অনুতাপ দগ্ধ করার জন্য তাদেরকে তাদের কার্যাবলী দেখাবেন। আর তারা কখনই জাহান্নাম হতে বের হওয়ার নয়।

১৬৮. হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে বৈধ ও পবিত্র বস্তু তোমরা আহার কর এবং শয়তানের অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا) এবং অনুসরণকারী বলবে, (لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً) আহা! আমরা যদি দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করতাম, (فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ) তাহলে আমরাও তাদের প্রতি বিরূপ হতাম অর্থাৎ দুনিয়ায় নেতাদের প্রতি (كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا) যেমন তারা আমাদের থেকে বিরূপ হয়েছে আখিরাতে (كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ) এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আমলগুলোকে আক্ষেপ ও অনুশোচনা স্বরূপ (عَلَيْهِمْ) তাদেরকে পরকালে দেখাবেন (وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ) এবং তারা অর্থাৎ অনুসরণকারী, অনুসৃতরা বের হতে পারবে না (مِنَ النَّارِ) দোযখের আগুন থেকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা যমীনে চাষাবাদ ও চতুষ্পদ জন্তুর হালাল হওয়া সম্বন্ধে বর্ণনা করেন ও বলেন ঃ

(يَاَيُّهَا النَّاسُ) হে লোক সকল! অর্থাৎ মক্কাবাসীরা। (كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ) তোমরা পৃথিবীতে যা কিছু ফসলাদি ও জীব-জন্তু আছে তা থেকে তোমরা আহার কর। (حَلٰلًا طَيِّبًا) পবিত্র ও বৈধ যা আল্লাহ্ হারাম করেন নি। (وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ) এবং তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না অর্থাৎ ফসলাদি ও চতুষ্পদ জন্তুকে শয়তানের প্রতারণা ও ধোঁকায় পড়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করো না (اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ) নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(١٦٩) اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ○

(١٧٠) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ○

(١٧١) وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ○

১৬৯. সে তো তোমাদেরকে কেবল এ নির্দেশই দিবে যে, মন্দ ও অশ্লীল কাজ কর এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন সব মিথ্যা উক্তি কর যা তোমরা জান না।

১৭০. তাদেরকে যখন কেউ বলে, তোমরা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, কখনই নয়; বরং আমরা তো আমাদের বাপ-দাদাদের যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। আচ্ছা, তা কি তাদের বাপ-দাদাগণ কিছুই না বুঝলেও এবং সরল পথ না চিনলেও?

১৭১. সে কাফিরদের দৃষ্টান্ত এমন, যেন কোনও ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে, যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না। বধির, মূক ও অন্ধ। কাজেই, তারা কিছুই বোঝে না।

(اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ) শয়তান তো তোমাদেরকে আদেশ করে (بِالسُّوْٓءِ) মন্দ কাজ করতে (وَالْفَحْشَآءِ) এবং অশ্লীল কাজ করতে অর্থাৎ গুনাহ করতে (وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ) এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানা মিথ্যা কথা বলতে। (مَا لَا تَعْلَمُوْنَ) যা তোমরা জান না।

(وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ) এবং যখন আরবের মুশরিকদেরকে বলা হত যে, (اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ) আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তোমরা তারই অনুসরণ কর। অর্থাৎ, যা আল্লাহ্ তা'আলা ফসলাদি ও জীব জন্তুর মধ্যে যা হালাল বলে স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর। (قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا) তখন তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে যে মতের উপর পেয়েছি অর্থাৎ তারা এগুলোকে হারাম মনে করত আমরা তারই অনুসরণ করব। আল্লাহ্ বলেন, (اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ) যদিও তাদের বাপ-দাদারা অর্থাৎ তাদের বাপ-দাদারা কি এরূপ ছিলনা নিশ্চয়ই ছিল যে, তারা দীন সম্বন্ধে কিছু বুঝত না (وَلَا يَهْتَدُوْنَ) এবং কোন নবীর সুন্নতের পথে পরিচালিত ছিল না। তাহলে কিভাবে তোমরা তাদের অনুসরণ করবে? আরো বলা হয়, যদিও তাদের বাপ-দাদারা দুনিয়া সম্বন্ধে কিছুই বুঝত না এবং কোন নবীর সুন্নতের পথে পরিচালিত ছিল না তবুও তোমরা কিভাবে তাদের অনুসরণ কর? আরো বলা হয়, যদিও তাদের বাপ-দাদারা দীন সম্পর্কে কিছুই বুঝত না এবং কোন নবীর সুন্নতের পথে পরিচালিত ছিল না তবুও তারা এদের অনুসরণ করে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-ও কাফিরদের উপমা বর্ণনা করে বলেন ঃ

(وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) এবং যারা কুফরী করে তাদের উপমা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে এরূপ (كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ) যেমন এক ব্যক্তি কোন প্রাণীকে ডাকে যে ডাক হাঁক ছাড়া কিছুই শুনে না। অর্থাৎ কাফিরদের উপমা সেই উট ও ছাগলের মত (اِلَّا دُعَاءً وَّ نِدَاءً) যাদেরকে রাখাল আওয়াজ দিয়ে ডাকে অথচ তারা কিছুই শুনে না এবং তার কোন কথা তখন তারা কিছুই বুঝে না। যখন বলে, খাও, পান কর, (صُمٌّ بُكْمٌ) কাফিররা বধির মূক সত্য হতে (عُمْىٌ) অন্ধ সত্য পথ হতে। অর্থাৎ তারা সত্য ও হিদায়াত থেকে বধির, মূক ও অন্ধ সেজেছে। (فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ) তারা বুঝে না অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ ও নবী ﷺ-এর দাওয়াতকে তারা মোটেই বুঝে না যেমন উট ও ছাগল তার রাখালের কথা বুঝে না। তারপর ফসলাদি ও পশুদের হালাল হওয়া সম্পর্কে আরও উল্লেখ করে বলেন ঃ

(١٧٢) يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

(١٧٣) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৭২. হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে উত্তম উপজীবিকা দিয়েছি তা হতে আহার কর এবং আল্লাহ্‌র শোকর আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই বান্দা হয়ে থাক।

১৭৩. তিনি তো তোমাদের জন্য কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, এবং যার উপর আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা হারাম করেছেন। তারপর যে অনন্যোপায় হয়ে যায়, অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোনও পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ) হে মু'মিনগণ! আমি যে রিযক দান করেছি তার মধ্যে যা পবিত্র তাই তোমরা আহার কর, ফসলাদি ও জীব-জন্তু হতে (وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ) এবং এজন্য তোমরা আল্লাহ্‌র শোকর আদায় কর, (اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ) যদি তোমরা অর্থাৎ যেহেতু তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক। আরো বলা হয়, যদি তোমরা এই বস্তুগুলোকে হারাম করাকে তার ইবাদত মনে কর তাহলে তা হারাম করো না, কেননা আল্লাহ্‌র ইবাদতই হল নিষিদ্ধ বস্তুগুলোর মধ্যে তিনি যা হালাল করেছেন তাকে হালাল মনে করা। তারপর বলেন ঃ

(اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন মৃত জন্তু অর্থাৎ যেগুলোকে যবেহ করার নির্দেশ ছিল (وَالدَّمَ) এবং প্রবাহিত রক্ত (وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ) এবং শূকরের মাংস, এবং যেসব জন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম যেমন কোন মূর্তির নাম নেওয়া হয়। (فَمَنِ اضْطُرَّ) যদি কোন ব্যক্তি একান্ত নিরুপায় হয়ে তা থেকে কিছু খেতে বাধ্য হয়। (غَيْرَ بَاغٍ) না-ফরমান না হয়ে অর্থাৎ ইসলাম থেকে বের না হয়ে বা হালাল মনে না করে (وَّلَا عَادٍ) এবং সীমালংঘন না করে অর্থাৎ ডাকাতি না করে বা প্রয়োজনে তা খাওয়ার ইচ্ছা না করে (فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ) তাহলে তার কোন পাপ হবে না, অন্যান্য প্রয়োজনে মৃত জন্তুর মাংস পেটপুরে খেলে কোন পাপ হবে না তবে তা থেকে কিছুই জমা করে রাখতে পারবে না (اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল

অর্থাৎ প্রাণরক্ষার অধিক খাওয়ার জন্যে رَّحِيْمٌ পরম দয়ালু অর্থাৎ যেহেতু তিনি এ অবস্থায় মৃত জন্তুর মাংস হালাল করে দিয়েছেন।

(١٧٤) إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(١٧٥) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ○

১৭৪. আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন যারা তা গোপন রাখে এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা নিজেদের জঠরে আগুন ছাড়া আর কিছুই পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১৭৫. এরাই সেই লোক, যরা হিদায়াতের বিনিময়ে বিভ্রান্তি এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে। জাহান্নামের ব্যাপারে তারা খুবই ধৈর্যশীল।

(اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ) নিশ্চয়ই যারা গোপন করে যা কিছু তিনি অবতীর্ণ করেছেন, কিতাবে অর্থাৎ আল্লাহ্ তাওরাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর বিবরণ ও তার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন (وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا) এবং তা বিক্রয় করে সামান্য মূল্যে অর্থাৎ সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে তা গোপন করে। এই আয়াতটি কা'ব ইব্ন আশরাফের ও হুয়াই ইব্ন আখতাব ও জুদাই ইব্ন আখতার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

(اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ) তারা এমন লোক যারা তাদের পেটে শুধু জাহান্নামের আগুনই প্রবেশ করায় অর্থাৎ হারাম ছাড়া আর কিছুই তারা খায় না। আরো বলা হয়, তারা যা-ই আহার করে কিয়ামতের দিন তাদের পেটে তা আগুনেই পরিণত হবে। (وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ) এবং আল্লাহ্ তাদের সাথে কোন উত্তম কথা বলবেন না। (يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ) কিয়ামতের দিন, এবং তিনি এ দিন পবিত্রও করবেন না অর্থাৎ পাপ হতে মুক্তি দিবেন না। আরো বলা হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কোন প্রকার প্রশংসা করবেন না (وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) এবং তাদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে অর্থাৎ যার ব্যথা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছাবে।

(اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى) তারা হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে অর্থাৎ ঈমানের পরিবর্তে কুফর (وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ) এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি অর্থাৎ ইসলামের পরিবর্তে ইয়াহুদিয়াত গ্রহণ করেছে। আরো বলা হয়, যেসব আমল করলে জান্নাত অবধারিত হতো তার পরিবর্তে তারা সেসব আমল বেছে নিল যাতে জাহান্নাম অবধারিত হয়।

(فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) তারা আগুনে প্রবেশ করতে কতই না ধৈর্যশীল। অর্থাৎ তারা কতই না সাহসী, আরো বলা হয় কোন জিনিষ তাদেরকে জাহান্নামের প্রতি সাহসী বানালো। আরো বলা হয়, কিভাবে তারা জাহান্নামীদের আমলের ন্যায় আমল করল।

(١٧٦) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍ ۢ بَعِيْدٍ ۝

(١٧٧) لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

১৭৬. এটা তো এই কারণে যে, আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আর যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে, নিশ্চয় তারা দুস্তর মতভেদ রয়েছে।

১৭৭. পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনই পুণ্য নেই, কিন্তু বড় পুণ্য তো এই, যে কেউ ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফিরিশ্তাদের উপর কিতাবসমূহের উপর, এবং নবীগণের উপর এবং অর্থদান করে আল্লাহ্ ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তি আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর যারা নিজেদের অঙ্গীকার পূরণকারী, যখন তারা অঙ্গীকার করে এবং অর্থ সংকটে দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণকারী, এরাই তারা যারা সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।

(ذَالِكَ) এ শাস্তি (بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ) এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিতাব নাযিল করেছেন অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে কুরআন ও তাওরাত (بِالْحَقِّ) সত্যসহ অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা দিয়ে। কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছে (اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتَابِ) এবং যারা তাদের কিতাবে মতভেদ সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ তাওরাতে বর্ণিত হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বিবরণ ও গুণাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং গোপন করেছে (لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ) নিশ্চয়ই তারা দুস্তর মতভেদের মধ্যে রয়েছে হিদায়াত থেকে।

(لَيْسَ الْبِرَّ) এটা পূর্ণ কল্যাণ নয়, আরো বলা হয় যে, এটা কল্যাণ নয় অর্থাৎ ঈমান নয় (اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ) যে, তোমরা তোমাদের মুখ ফিরাবে সালাতের মধ্যে (قِبَلَ الْمَشْرِقِ) পূর্ব দিকে অর্থাৎ কা'বা শরীফের দিকে (وَالْمَغْرِبِ) বা পশ্চিম দিকে অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে (وَلٰكِنَّ الْبِرَّ) বরং কল্যাণ অর্থাৎ ঈমান হলো স্বীকৃতি (مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ) ঐ ব্যক্তির, যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ্র উপর। আরো বলা হয়, কল্যাণময় অর্থাৎ নেক্কার নয় বরং নেক কাজে ঐ মু'মিন যে ঈমান আনে আল্লাহ্র উপর (وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) এবং শেষ দিনের উপর অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর (وَالْمَلٰئِكَةِ) এবং সমস্ত ফিরিস্তাগণের উপর (وَالْكِتَابِ) এবং সমস্ত কিতাবের উপর (وَالنَّبِيِّيْنَ) এবং নবীর উপর প্রকৃতপক্ষে তাই কল্যাণ বা সেই নেককার। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের পরে অবশ্য করণীয় কাজগুলোর বর্ণনা দেন। বলেন, (وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ) এবং যে ব্যক্তি মালের মহব্বত থাকা সত্ত্বেও তা দান করে অর্থাৎ কল্যাণ হলো ঈমানের পরে মালের প্রতি মহব্বত রেখে মালের স্বল্পতা ও তার প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও দান করা। (ذَوِى الْقُرْبٰى) আত্মীয়-স্বজনকে (وَالْيَتٰمٰى) এবং মু'মিনদের ইয়াতীমদেরকে (وَالْمَسَاكِيْنَ) এবং দরিদ্রদের যারা অভাব সত্ত্বেও সওয়াল করে না এবং (وَابْنَ السَّبِيْلِ) পথিককে যে আগন্তুক মেহমান

وَالسَّائِلِيْنَ এবং সওয়ালকারীকে যে তোমার মাল চায় (وَفِى الرِّقَابِ) এবং দাস মুক্তির জন্যে ও যোদ্ধাদেরকে।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্য বিষয়গুলোর বর্ণনার পর শরীয়তের বিধান উল্লেখ করেন। বলেন, (وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ) এবং অবাশ্যিক বিষয়গুলোর পর কল্যাণ হলো যে, পাঁচ ওয়াক্তের সালাত পূর্ণভাবে আদায় করবে (وَاٰتَى الزَّكٰوةَ) ও যাকাত প্রদান করবে এবং এর অনুরূপ অন্যান্য দান খয়রাত করবে (وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِ هِمْ) এবং যারা নিজেদের ও আল্লাহ্‌র মধ্যকার এবং নিজেদের ও মানুষের মধ্যকার অঙ্গীকারগুলো পূর্ণ করে اِذَا عٰهَدُوْا যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় (وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ) আর যারা ভয়ে, বিপদে এবং সঙ্কটে ধৈর্যধারণ করে (وَالضَّرَّاءِ) এবং পীড়িত অবস্থায়, ব্যথিত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় (وَحِيْنَ الْبَأْسِ) এবং যুদ্ধাবস্থায় (اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا) তারাই তো সত্যবাদী ও অঙ্গীকার পূর্ণকারী (اُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ) এবং তারাই তো মুত্তাকী ওয়াদা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।

(١٧٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৭৮. হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হয় তবে বিধি অনুযায়ী তার অনুসরণ করা উচিত, সুন্দরভাবে তা আদায় করা উচিত। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের ভার লাঘব ও অনুগ্রহ! এই ফয়সালার পরও যে সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ) হে মু'মিনগণ। তোমাদের জন্য বিধান দেওয়া হয়েছে কিসাসের, হত্যার পরিবর্তে হত্যার (فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ) নিহতদের ব্যাপারে আযাদ ব্যক্তির বদলে আযাদ ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে (وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস পরাধীনের ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে (وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى) নারীর বদলে নারী ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে। এ আয়াত আরবের দু'টি গোত্র সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে এবং রহিত হয়েছে। আন্নাফ্সু বিন্নাফসি (৫ ঃ ৪৫) আয়াত দিয়ে (فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ) তারপর তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে অর্থাৎ কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত (রক্তপণ) নিলে (فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ) তবে তার দিয়াত যথাযথ বিধি ও অনুসরণ করা উচিত অর্থাৎ তলবকারী পূর্ণ দিয়াত হলে তিন বছরের মধ্যে আর দুই-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক হলে এর দু'বছরের মধ্যে, এবং এক-তৃতীয়াংশ হলে ঐ বছরের মধ্যে দিয়াত আদায়ের দাবী করবে (وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ) এবং তা আদায় করা অর্থাৎ হত্যাকারীকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিহত ব্যক্তির ওলিদের কাছে। তাদের প্রাপ্য আদায় করাকে (بِاِحْسَانٍ) উত্তমরূপে অর্থাৎ তাগাদা কষ্ট ছাড়া (ذَالِكَ) ঐ ক্ষমা প্রদর্শন ছাড়া (تَخْفِيْفٌ) ভার লাঘব مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে দয়া এবং হত্যাকারীর জন্য হত্যা হতে অব্যাহতি দেওয়া (فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ

(فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ) এরপরও যে সীমালংঘন করবে, যেমন দিয়াত গ্রহণের পর আবার তাকে হত্যা করবে (فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) তাহলে তার জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে অর্থাৎ তাকে হত্যা করা হবে এবং কোন প্রকার ক্ষমা করা হবে না আর তার থেকে কোন দিয়াতওগ্রহণ করা হবে না।

(١٧٩) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ○

(١٨٠) كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ○ؕ

(١٨١) فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ○

১৭৯. হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু সন্নিকট হলে, সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে ন্যায়ানুগভাবে তার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়ত করা তোমাদের প্রতি ফরয করা হল। এটা মুত্তাকীগণের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় আদেশ।

১৮১. যদি কেউ অসিয়তের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে, তা শ্রবণ করার পর, তবে তা পরিবর্তন করবে তার অপরাধ হবে তাদেরই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

(وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ) এবং তোমাদের জন্যে এই কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন অর্থাৎ অস্তিত্বের নিশ্চয়তা ও শিক্ষণীয় বিষয় (يٰاُولِى الْاَلْبَابِ) হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যাতে তোমরা সাবধান হতে পার অর্থাৎ কিসাসের ভয়ে একে অন্যের হত্যা থেকে।

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ) তোমাদের জন্যে ফরয করা হয়েছে (اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) তোমাদের কারোর মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে (اِنْ تَرَكَ خَيْرًا) সে যদি মাল-দৌলত রেখে যায়। (الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ) তবে সে যেন তার পিতা-মাতার জন্যে এবং নিকট আত্মীয়ের জন্যে অসিয়ত করে (بِالْمَعْرُوْفِ) উত্তমভাবে, এই অসিয়ত পিতা-মাতার জন্যে উত্তম এবং অধিক বাঞ্ছনীয় (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ) এটা একটি কর্তব্য মুত্তাকীদের জন্যে। অর্থাৎ মু'মিনদের জন্যে এই আয়াতের বিধান মিরাসের আয়াত (৪ : ১১, ১২, ১৭৬) দিয়ে রহিত হয়ে গিয়েছে।

(فَمَنْ بَدَّلَهٗ) এরপর যে ব্যক্তি অসিয়ত পরিবর্তন করবে (بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ) শুনার পর তবে তার গুনাহ (عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ) যারা অসিয়ত পরিবর্তন করেছে তাদের উপরেই বর্তাবে এবং মৃত ব্যক্তি তা থেকে মুক্ত থাকবে (اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু শুনেন অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির অসিয়ত ও তার কথাবার্তা (عَلِيْمٌ) সব কিছু জানেন অর্থাৎ সে জুলুম করে বা ইনসাফ করে।

আরো বলা হয়, আল্লাহ্ জানেন 'ওসী' যার কাছে অসিয়ত করা হয়েছে এর কার্যকলাপ। কাজেই গুনাহ্‌র ভয়ে তারা অসিয়ত যথারীতি বাস্তবায়ন করে (যদিও করত) যদিও তাতে জুলুম হয়ে থাকে। অবশেষে অবতীর্ণ হয় ঃ

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

(١٨٢) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(١٨٣) يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

(١٨٤) أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

১৮২. তবে কেউ যদি অসিয়তকারীর পক্ষ হতে পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায়ের আশংকা করে তারপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন অপরাধ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।

১৮৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার

১৮৪. গণা-গুণতি কয়েকটি দিন। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আর যাদের রোযা রাখার শক্তি আছে, তাদের কর্তব্য বিনিময় প্রদান করা—একজন দরিদ্রের খাবার। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে সেটা তার পক্ষে উত্তম। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তবে সেটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা বোধশক্তির অধিকারী হয়ে থাক।

(فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ) তারপর যদি কেউ আশংকা করে অর্থাৎ জানে অসিয়তকারীর (جَنَفًا) পক্ষপাতিত্ব বা ভুল কথা থাকে (أَوْ اِثْمًا) বা ইচ্ছাকৃত অন্যায়ের কথা (فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ) তারপর যদি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় অর্থাৎ ওয়ারিসদের ও অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ও ইনসাফের ভিত্তিতে করে দেয় (فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ) তাহলে ঐ ব্যক্তির কোন অপরাধ নেই (اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির প্রতি যদি কিছু জুলুম বা ভুল করে থাকে (رَّحِيْمٌ) এবং পরম দয়ালু অর্থাৎ অসিয়তকারীর কাজের প্রতি। আরো বলা হয়, তিনি ক্ষমাশীল ওসীর প্রতি যেহেতু তাকে এক তৃতীয়াংশও ইনসাফের ভিত্তিতে সংশোধন করার অনুমতি দিয়েছেন।

(يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ) হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য বিধান দেওয়া হয়েছে (عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) সিয়ামের যেমন বিধান দেয়া হয়েছিল। (كَمَا كُتِبَ) (عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ) তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য সংখ্যার দিক দিয়ে। আরো বলা হয়, তোমাদের জন্যে সিয়াম ফরয করা হয়েছে, ইশার সালাতের পর বা ইশার সালাতের পূর্বে নিদ্রা যাওয়ার পর থেকে পানাহার ও স্ত্রী মিলন বর্জন করে (كَمَا كُتِبَ) যেমন ফরজকরা হয়েছিল (عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ) তোমাদের পূর্ববর্তীদের আহলে কিতাবদের জন্য (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ) যাতে তোমরা সাবধানতা অবলম্বন করতে পার অর্থাৎ পানাহার ও স্ত্রী মিলন ইশার পর থেকে বর্জন করে অথবা ইশার সালাতের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া পরিহার করে। এ বিধান পরবর্তী আয়াত (اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ) এবং (كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ) (২ঃ১৮৭) দ্বারা রহিত হয়েছে।

(اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ) নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্যে অর্থাৎ ত্রিশদিন এখানে বর্ণনায় অগ্র পশ্চাৎ রয়েছে (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ) তারপর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হবে

অথবা সফরে থাকবে সে অন্য সময় ঐ সংখ্যা পূরণ করবে। অর্থাৎ রমযানের যে সব সিয়াম ভঙ্গ করেছে তা অন্য সময় পূরণ করবে (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ) এবং যারা সাওম পালন করতে কোন প্রকার সক্ষম তারা একজন করে (فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ) মিসকীনের খাদ্য দান করবে এবং প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে (যে রোযা তারা করেছে) একজন করে মিসকীন ও অভাবগ্রস্তকে অর্ধ 'সা' গম খাদ্যস্বরূপ দান করবে। এই আয়াতটি রহিত হয়েছে আল্লাহ্‌র বাণী (২ ঃ ১৮৫) (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমযান মাস পেল সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। আরো বলা হয়, এর অর্থ এই যে, যারা ফিদয়া দিতে সক্ষম অথচ সিয়াম পালন করতে অক্ষম, যেমন বৃদ্ধ-পুরুষ ও বৃদ্ধা নারী যারা সিয়াম পালন করতে অক্ষম তারা যেন একদিনের পরিবর্তে রমযানের যখন রোযা রাখেনি একজন দরিদ্রের খানা দেয়। অর্থাৎ অর্ধ 'সা' করে গম দিবে প্রত্যেক দারিদ্রকে ও অভাবগ্রস্তকে। (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا) তারপর যে ব্যক্তি এই পরিমাপের অর্ধেক দান করে এটা তার জন্যে খুবই কল্যাণকর (فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ) এবং এটা তার উত্তম সওয়াবের কাজ (وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ) আর যদি তোমরা ফিদয়ার পরিবর্তে সিয়াম পালন করে তবে তা উত্তম (اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) যদি অর্থাৎ যখন তোমরা এটা বুঝেছ।

(১৮৫) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১৮৫. রমাযান মাস, তাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত, সৎপথ-প্রাপ্তির স্পষ্ট নিদর্শন ও হক বাতিলের পার্থক্যকারী। কাজেই, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই এর রোযা রাখে এবং কেউ পীড়িত হলে কিংবা সফরে থাকলে, তাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজসাধ্যতা চান, তোমাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে চান না। এই জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে এবং যাতে তোমরা এ কারণে আল্লাহ্‌র মহিমা বর্ণনা কর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন, আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ) রমযান মাস যে মাসের মধ্যে (اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ) কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) সমস্ত কুরআন সহকারে একবারে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাকে লিপিবদ্ধকারী ফিরিশতাগণকে লিখিয়ে নিয়েছেন। তারপর তা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি নাযিল করেছেন, দিন দিন এক আয়াত দুই আয়াত তিন আয়াত এবং একটি সূরা করে (هُدًى لِّلنَّاسِ) যে কুরআন মানুষের জন্যে সৎ পথের নিদর্শন। অর্থাৎ এর মধ্যে মানুষের জন্য গুমরাহীর স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। (وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى) এবং এতে স্পষ্ট হিদায়তের বর্ণনা রয়েছে (وَالْفُرْقَانِ) এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী অর্থাৎ হালাল, হারাম, হুকুম-আহকাম ও হুদুদ এবং সন্দেহ হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার বর্ণনা রয়েছে। (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে অর্থাৎ যদি সে আরামে থাকে (وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا) আর যে ব্যক্তি পীড়িত হবে রমযান মাসে (اَوْ عَلٰى سَفَرٍ) অথবা সফরে থাকবে (فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ) সে অন্য সময় সাওম পালন করে তা পূর্ণ করে নিবে, যতদিন সে

সাওম ত্যাগ করেছে। (يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চাহেন অর্থাৎ সফরে সিয়াম পালন না করার অবকাশ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য চেয়েছেন। আরো বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সফরে সাওম না রাখা পছন্দ করেছেন (وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না অর্থাৎ সফরে সাওম পালনের মধ্যে তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। আরো বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সফরে সাওম পালনকে পছন্দ করেন না। (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) এবং যেন তোমরা ঐ সংখ্যা পূর্ণ কর অর্থাৎ সফরে যা ত্যাগ করেছ মুকীম হওয়ার পর ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যক সাওম পালন করে তা পূর্ণ করবে। (وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ) এবং যেন তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা বর্ণনা করতে পার (عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ) যেভাবে তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন তাঁর দীনের প্রতি এবং তাঁর সুযোগ্য দানের প্রতি (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ) যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পার অর্থাৎ এই সুযোগ দানের জন্য।

(١٨٦) وَإِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○

(١٨٧) اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسٰجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

১৮৬. আমার বান্দাগণ যখন আপনার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট দু'আ করে, তখন আমি তার দু'আ কবূল করি। কাজেই, তারা যেন আমার আদেশ মানে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যাতে তারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়।

১৮৭. রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সঙ্গে অনাবৃত হওয়া বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজেদের আত্মার প্রতি অবিচার করছিলে। তারপর তিনি তোমাদের ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের ত্রুটি মোচন করেছেন। কাজেই তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা লিপিব্ধ করেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখা হতে সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। তারপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। তোমরা যতক্ষণ মসজিদে ই'তিকাফরত থাক, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীগমন করো না। এইগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা। তাই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ্ মানুষের জন্য নিজ নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে।

(وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ) এবং যখন জিজ্ঞাসা করবে আমার বান্দারা অর্থাৎ আহলে কিতাব (عَنِّىْ) আমার সম্বন্ধে যে, আমি কি দূরে না নিকটে? (فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ) আমি তো নিকটেই অর্থাৎ তখন আপনি হে, মুহাম্মদ ﷺ তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অতি নিকটেই আছি জওয়াব দেওয়ার বেলায় (اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ) আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। (فَلْيَسْتَجِيْبُوْالِىْ) তাহলে তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় অর্থাৎ তারা যেন আমার রাসূলের অনুসরণ করে (وَلْيُؤْمِنُوْابِىْ) এবং আমার প্রতি দৃঢ় ঈমান আনয়ন করে অর্থাৎ আহ্বানের পূর্বেই যেন আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী হয় (لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ) যাতে তারা সৎপথে চলিতে পারে অর্থাৎ যাতে তারা হিদায়াত পায় ও তাদের দু'আ কবূল করা হয়।

(اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ) সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্যে স্ত্রী সম্ভোগ হালাল করা হয়েছে (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ) তারা তোমাদের জন্যে পরিচ্ছদ অর্থাৎ শান্তি (وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদস্বরূপ। অর্থাৎ শান্তি (عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ) আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজদের প্রতি অবিচার করছিলে, অর্থাৎ ইশার সালাতের পর স্ত্রী সম্ভোগ করে (فَتَابَ عَلَيْكُمْ) তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন (وَعَفَا عَنْكُمْ) এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন অর্থাৎ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের কোন প্রতিশোধ নেননি। (فَالْئٰنَ) তাই এখন যখন তোমাদের জন্য হালাল করা হলো (بَاشِرُوْهُنَّ) তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও (وَابْتَغُوْا) এবং তোমরা কামনা কর (مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ) যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে বিধিবদ্ধ করেছেন অর্থাৎ যা ধারণ করে রেখেছেন তোমাদের জন্য নেক সন্তান। এটা হযরত উমর (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়ঃ (كُلُوْا وَاشْرَبُوْا) আর তোমরা পানাহার কর অর্থাৎ রাত প্রবেশ করার সময় থেকে (حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)। যতক্ষণ কাল রেখা থেকে সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয় অর্থাৎ রাতের অন্ধকার থেকে উষার শুভ্রতা স্পষ্ট প্রকাশ না পায়। (ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ) তারপর তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর রাতের আগমন পর্যন্ত। এই আয়াত যিরযা ইব্ন মালিক ইব্ন আদী (রা) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। (وَلَاتُبَاشِرُوْهُنَّ) এবং তোমরা স্ত্রী-সম্ভোগ করবে না। (وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ) যখন ই'তিকাফ কর (فِى الْمَسٰجِدِ) মসজিদে দিবা-রাত্রি (تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ) এটা হল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সীমা রেখা। ঐ সময় তাদের সাথে সঙ্গত হওয়া আল্লাহ্র কাছে অপরাধ। (فَلَا تَقْرَبُوْهَا) তোমরা তাদের নিকটবর্তী হয়ো না দিবা রাত্রিতে, যে পর্যন্ত তোমরা ই'তিকাফ শেষ না কর।

(كَذَالِكَ) এভাবেই (يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيَاتِهٖ) আল্লাহ্র তাঁর আদেশ ও নিষেধ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। (لِلنَّاسِ) মানব জাতির জন্যে, যেমন এটা বর্ণনা করেছেন। (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ) যাতে তারা সকলেই সাবধান হতে পারে আল্লাহ্র নাফরমানী হতে। এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে একদল সাহাবা সম্পর্কে। হযরত আলী, আম্মার ইব্ন ইয়াসির প্রমুখ সাহাবীগণ মসজিদে ই'তিকাফরত ছিলেন এবং সুযোগ মত তাঁরা বাড়ি আসতেন এবং স্ত্রী সম্ভোগ করে গোসল করে আবার মসজিদে প্রত্যাবর্তন করতেন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন, তারপর আবদান ইব্ন আশওয়া ও ইমরুল কায়েস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়ঃ

(١٨٨) وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(١٨٩) يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(١٩٠) وَقَٰتِلُوا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۝

১৮৮. তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকের নিকট পেশ করো না।

১৮৯. আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সময়-নির্ধারক। পেছন দিক হতে গৃহে প্রবেশে কোন পুণ্য নেই, কিন্তু কেউ আল্লাহ্‌কে ভয় করলে সেটাই পুণ্য। কাজেই তোমরা দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

১৯০. যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু কারও উপর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।

(وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে অর্থাৎ জুলুম, চুরি, মিথ্যা শপথ ইত্যাদি উপায়ে গ্রাস করো না (وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ) আর বিচারকদের নিকট পেশ করো না (لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ) মানুষের সম্পদের কিছু অংশ অন্যায়ভাবে অর্থাৎ মিথ্যা শপথের মাধ্যমে গ্রাস করার জন্য (وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) অথচ তোমরা তা জান, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে ইমরুল কায়েস মালের (অর্থের) কথা স্বীকার করেছিল।

(يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ) লোকে আপনাকে প্রশ্ন করে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে অর্থাৎ কেন তা বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয় (قُلْ) আপনি বলুন হে মুহাম্মদ ﷺ ! (هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ) তা মানুষের জন্য সময় নির্দেশক অর্থাৎ তাদের ঋণ পরিশোধ করার এবং তাদের স্ত্রীদের ইদ্দত গণনা ও রমযানের সিয়ামের ও ইফতারের সময়সূচীর জন্য নিদর্শনস্বরূপ (وَالْحَجِّ) এবং হজ্জের জন্য। যখন মুআয বিন জাবাল (রা) রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাছে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল (وَلَيْسَ الْبِرُّ) এবং কল্যাণ নেই অর্থাৎ ইবাদত ও তাকওয়া নেই (بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا) যে তোমরা ঘরের পিছন দিক থেকে প্রবেশ করবে ইহরাম অবস্থায় (وَلٰكِنَّ الْبِرَّ) বরং ইহরামে পুণ্য কাজ হল (مَنِ اتَّقٰى) যে সাবধানতা অবলম্বন করল অর্থাৎ স্বীকার করা ইত্যাদি থেকে (وَاْتُوا الْبُيُوْتَ) এবং ঘরে প্রবেশ কর (مِنْ اَبْوَابِهَا) তার প্রবেশ দ্বার দিয়ে যেমন তোমার ইহরামের পূর্বে ঘরে প্রবেশ করতে এবং বের হতে (وَاتَّقُوا اللّٰهَ) এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ইহরাম অবস্থায় (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) যাতে তোমরা নাজাত পাও, অসন্তুষ্টি এবং শাস্তি হতে।

এটা একদল সাহাবার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়- কিনানা ও খুযাআ গোত্রের ছিলেন তারা ইহরাম অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করতেন। পিছনের দরজা দিয়ে বা ছাদের দিক দিয়ে, যেমন, জাহিলিয়াতের যুগে তারা করতেন।

(وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর তার আনুগত্যে পবিত্র হারামের ভিতরে ও বাইরে (اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ) যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অর্থাৎ যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে (وَلَاتَعْتَدُوْا) এবং তোমরা সীমালংঘন কর না অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু করো না (اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না অর্থাৎ যারা পবিত্র হারামের ভিতরে ও বাইরে যুদ্ধ শুরু করে।

(১৯১) وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ○

(১৯২) فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(১৯৩) وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

১৯১. যেখানে তাদেরকে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান হতে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে তোমরাও সে স্থান হতে তাদেরকে বহিষ্কার করবে। দীনে বাধার সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। আর মসজিদুল হারামের নিকটে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। আর তারা নিজেরাই যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে। এটাই কাফিরদের পরিণাম।

১৯২. তারপর তারা যদি বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৯৩. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যাবত না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌রই আইন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি তারা বিরত হয়, তবে জালিমদের ছাড়া আর কারও উপর কোন বাড়াবাড়ি করা হবে না।

(وَاقْتُلُوْهُمْ) এবং তোমরা তাদেরকে হত্যা কর, যদি তারা যুদ্ধ শুরু করে। (حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ) যেখানে তোমরা তাদেরকে পাবে হারামের ভিতরে ও বাইরে (اَخْرِجُوْهُمْ) এবং তোমরা তাদেরকে মক্কা হতে বের করে দাও (حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ) যেমন তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে (وَالْفِتْنَةُ) এবং ফিৎনা অর্থাৎ শিরক করা আল্লাহ্‌র সাথে ও মূর্তির পূজা করা (اَشَدُّ) গুরুতর (مِنَ الْقَتْلِ) হত্যা হতে হেরেম শরীফে (وَلَاتُقْتِلُوْهُمْ) এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করো না (عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) মসজিদে হারামের নিকট অর্থাৎ হারামের ভিতরে (حَتّٰى يُقْتِلُوْكُمْ فِيْهِ) যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে (فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ) যদি তারা প্রথমেই তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় (فَاقْتُلُوْهُمْ) তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা কর (كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ) ইহাই কাফিরদের পরিণাম অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করা।

(فَانِ انْتَهَوْا) যদি তারা বিরত থাকে অর্থাৎ শিরক ও কুফরী হতে এবং তাওবা করে (فَانَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির জন্য যার তাওবার উপর মৃত্যু হয়।

(وَقَاتِلُوْهُمْ) এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যদি তারা প্রথমে যুদ্ধ শুরু করে হারাম শরীফের ভিতরে ও বাইরে (حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ) যে পর্যন্ত ফিতনা দূরীভূত না হয় অর্থাৎ হারামের ভিতরে কোন শিরক না থাকে (وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ) এবং দীন প্রতিষ্ঠিত না হয় অর্থাৎ ইসলামেও ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্যেই হারাম শরীফে প্রতিষ্ঠিত হয় (فَانِ انْتَهَوْا) যদি তারা বিরত থাকে হারাম শরীফে যুদ্ধ করা থেকে (فَلَا عُدْوَانَ) তাহলে কোন আক্রমণ চলবে না অর্থাৎ তোমাদের কোন অধিকার নেই তাদের হত্যা করার (اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ) তবে শুধু জালিম ব্যতীত যারা প্রথমে হত্যা শুরু করে।

(١٩٤) اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

(١٩٥) وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৯৪. সম্মানিত মাস সম্মানিত মাসের বিনিময়ে এবং সম্মান রক্ষায়ও সমতা আছে। কাজেই যে কেউ তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তোমরাও তার উপর আক্রমণ করবে, যেরূপ আক্রমণ সে তোমাদের উপর করেছে। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সঙ্গে রয়েছেন।

১৯৫. এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর। তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকাজ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণগণকে ভালবাসেন।

(اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ) পবিত্র মাসে অর্থাৎ আব্বাস (রা) যে মাসে উমরাতুল কাযা আদায় করছেন। (بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ) পবিত্র মাসের বিনিময়ে অর্থাৎ যে মাসে আপনাকে উমরাহ আদায় করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল (وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ) সম্মানিত বিষয়গুলো বিনিময় যোগ্য অর্থাৎ উভয় পক্ষকে সমতা রক্ষা করতে হবে। (فَمَنِ اعْتَدٰى) তারপর যে সীমালংঘন শুরু করবে (عَلَيْكُمْ) তোমাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ হারাম শরীফে হত্যা করে فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ তোমরা তাদের প্রতি আক্রমণ করবে (بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ) যেভাবে তারা তোমাদের প্রতি আক্রমণ করেছে হত্যা করে (وَاتَّقُوا اللّٰهَ) এবং তোমরা শুরু করার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর (وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ) এবং তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকীদের সাথে আছেন সাহায্য দিয়ে।

(وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) এবং তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্র রাস্তায় অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশে উমরাহ্ আদায়ের মাধ্যমে (وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ) এবং তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না অর্থাৎ আল্লাহ্র নামে অর্থ ব্যয় করা থেকে হাত গুটিয়ে নিও না। তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আরো বলেছেন, তোমরা নিজের হাতে তোমাদের নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষপ করো না। আরো বলা হয়, কল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকবে না, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। (وَأَحْسِنُوْا) এবং সৎ কাজ কর অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় দান কর। আরো বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে উত্তম ধারণা রাখ, আরো বলা হয় তোমরা উত্তমভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় কর।

(اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদেরকে ভালবাসেন, অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে ২ ঃ ১৯৩ - ১৯৫ পর্যন্ত আয়াতসমূহ হুদাইবিয়া সন্ধির পর যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর সঙ্গে ইহরাম অবস্থায় উমরাতুল কাযা আদায় করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

(١٩٦) وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۚ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۚ

১৯৬. তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরাহ্ পূর্ণ কর। তারপর তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে যে কুরবানী সম্ভব তা তোমাদের কর্তব্য। কুরবানীর পশু যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা মাথা মুণ্ডন করো। না, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা তার মাথায় ক্লেশ থাকে, তবে রোযা বা সাদাকা কিংবা কুরবানী দ্বারা তার বদলা দিবে। তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন হজ্জের সাথে উমরাহ্ মিলিয়ে যে কেউ লাভবান হতে চায় তার কর্তব্য যে কুরবানী সম্ভব তা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি কুরবানী পাবে না, সে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন রোযা রাখবে। এই বিধান তার জন্য, যার পরিবারবর্গ মসজিদুল হারামের নিকটে থাকে না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র আযাব সুকঠিন।

(وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ) এবং তোমরা হজ্জ ও উমরাহ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পূর্ণ কর। ইসলামের সাথে যাতে আল্লাহ্ কবুল করেন। হজ্জের পূর্ণতা হল এর সব কাজ শেষ করা এবং উমরাহর পূর্ণতা হল বায়তুল্লাহ পর্যন্ত এর কাজ সম্পন্ন করা। (فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ) তারপর যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও অর্থাৎ হজ্জ ও উমরাহ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হও শত্রু বা অসুস্থতার দরুণ (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) তাহলে তোমাদের জন্যে যা সহজ হয় কুরবানী করার অর্থাৎ ছাগল, গরু বা উট কুরবানী দিয়ে ইহরাম ত্যাগ করার জন্যে (وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ) এবং মাথা মুন্ডন কর না বাধাপ্রাপ্ত অবস্থায় (حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ) যে পর্যন্ত না তোমাদের কুরবানীর পশু পৌঁছে যায় (مَحِلَّهٗ) যবেহ করার স্থানে (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا) তারপর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয় অর্থাৎ এমনভাবে যে তার কুরবানী স্বস্থানে পৌঁছা পর্যন্ত নিজ অবস্থানে অপেক্ষা করতে অপারগ হয়ে সে বাড়ি ফিরে যায় (اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ) অথবা তার মাথায় ক্লেশ থাকে অর্থাৎ মাথায় উকুন থাকার কারণে মাথা মুণ্ডন করে নেয়। এই আয়াতটি কা'ব বিন উজরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর মাথায় উকুন হওয়ার কারণে তিনি ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন করেছিলেন (فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ) তবে ফিদিয়া দিবে তিনদিন

সিয়াম পালন করে (اَوْصَدَقَةٍ) অথবা সাদাকা দিয়ে অর্থাৎ মক্কার অধিবাসী ছয়জন মিসকীনকে সাদাকা দিয়ে (اَوْنُسُكٍ) অথবা কুরবানী দিয়ে অর্থাৎ একটি ছাগল তার যবেহ করার স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে (فَاِذَا اَمِنْتُمْ) তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে অর্থাৎ শত্রু থেকে বা পীড়া হতে আরোগ্য লাভ করে তখন তোমরা নিজ হজ্জ বা উমরাহ যা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ফরয করেছেন তা কাযা করবে আগামী বছর।

(فَمَنْ تَمَتَّعَ) তারপর যে ব্যক্তি লাভবান হয় অর্থাৎ সুগন্ধি দ্রব্য বা লেবাস পরিধান করেছে (بِالْعُمْرَةِ) উমরাহ আদায় করার পর ইহরাম খুলে (اِلَى الْحَجِّ) হজ্জের ইহরাম বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) তাহলে সে সহজলভ্য কুরবানী করবে অর্থাৎ তার উপর তামাত্তু আদায়ের দায় যে কোন কুরবানী দিতে হবে যা তার জন্যে ওয়াজিব হবে। তামাত্তু ও কেরানের দম একই প্রকার গাভী, ছাগল বা উট দিয়ে করা যায় (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) কিন্তু যদি কেউ তা না পায় অর্থাৎ এই তিনটি পশুর কোন একটি দিয়ে দম আদায় করতে না পাবে (فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ) তাহলে তাকে তিনদিন রোযা রাখতে হবে উপর্যুপরি হজ্জের মৌসুমে দশ দিনের মধ্যে এমনভাবে যে তার শেষ দিনে হবে আরাফাতের দিন। (وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ) এবং সাত দিন রোযা রাখবে যখন ফিরে আসবে বাড়ির দিকে অর্থাৎ রাস্তায় আথবা বাড়িতে পরিবারের কাছে পৌছে (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) এই পূর্ণ দশদিন রোযা হল কুরবানী করার পরিবর্তে তার জন্যে (ذٰلِكَ) এটা অর্থাৎ তামাত্তুর দম। (لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ) ঐ ব্যক্তির জন্য যার পরিবারবর্গ অর্থাৎ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। অথবা হেরেম শরীফে যার বাড়ি নেই। কেননা হারামের অধিবাসীদের জন্যে তামাত্তুর দম নেই। (الْحَرَامِ)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর অর্থাৎ যা তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা যেন ছেড়ে না দাও (وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ) এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভীষণ শাস্তিদাতা অর্থাৎ ঐ জন্য যে তাঁর আদেশ পালন করবে না কুরবানী বা সিয়াম ছেড়ে দিয়ে।

(১৯৭) اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ○

১৯৭. হজ্জের জন্য রয়েছে সুবিদিত কয়েকটি মাস। তারপর যে কেউ এর মাঝে হজ্জ স্থির করে নেয়, তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রীর সাথে আবরণহীন হওয়া গুনাহ ও কলহ-বিবাদ করা জায়িয নয়। তোমরা যা কিছু উত্তম কাজ কর তা আল্লাহ্ জানেন। আর তোমরা পাথেয় সঙ্গে নিও, বস্তুত পাথেয়র শ্রেষ্ঠ উপকারিতা হলো হাতপাতা হতে বেঁচে থাকা। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! তোমরা আমাকেই ভয় কর।

(اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ) হজ্জ সুবিদিত মাসে। অর্থাৎ তার জন্যে সুনির্দিষ্ট মাস রয়েছে যাতে হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধতে হয় তাহল শাওয়াল, যিলকদ এবং যিলহজ্জ মাসের দশ দিন (فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ) তারপর যে কেউ এই মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে অর্থাৎ হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধে (فَلَا رَفَثَ) তার জন্য বৈধ নয় স্ত্রী সম্ভোগ ইহরাম অবস্থায় (وَلَا فُسُوْقَ) এবং অন্যায় আচরণ অর্থাৎ গালাগালি ও মন্দ নামে ডাকা (وَلَا جِدَالَ) এবং কলহ-বিবাদ সাথীদের সাথে (فِى الْحَجِّ) হজ্জের সময় ইহরাম অবস্থায় বৈধ নয়। আরো বলা হয়, হজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই। (وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ) এবং তোমরা

উত্তম কাজের যা কিছু কর অর্থাৎ স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ এবং কাজ কলহ-বিবাদ যা তোমরা ইহরাম অবস্থায় পরিহার কর (يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ) আল্লাহ্ তা জানেন অর্থাৎ কবূল করেন।

(وَتَزَوَّدُوْا) এবং তোমরা পাথেয় ব্যবস্থা কর অর্থাৎ হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা পার্থিব পাথেয়ের ব্যবস্থা কর। এখানে শব্দ বিন্যাসে আগপিছ আছে। হে বুদ্ধিমান মানুষেরা (তাফসীর হলো এই যে,) তোমরা পার্থিব পাথেয় এই পরিমাণ সংগ্রহ কর অপরের কাছে কিছু চেয়ে লজ্জিত করো না হে বুদ্ধিমানরা যাতে কারো কাছে সওয়াল করে লজ্জিত হতে না হয়। অন্যথায় তোমরা আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে থাক। (فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى) এবং নিশ্চয়ই আত্মসংযমই পাথেয়। কেননা তাওয়াক্কুলই পার্থিব পাথেয়ের চেয়ে উত্তম পাথেয় (وَاتَّقُوْنِ) এবং তোমরা আমাকে ভয় কর ইহরাম অবস্থায় (يٰاُولِى الْاَلْبَابِ) হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কতিপয় ইয়ামনবাসীদের সম্পর্কে যারা হজ্জ করত পাথেয় ছাড়াই এবং তারা রাস্তায় গৃহবাসীদের উপর দেওয়া বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট ভোগ করত। আল্লাহ্ তাদেরকে এরূপ সফর করতে নিষেধ করেছেন।

(১৯৮) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝
(১৯৯) ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৯৮. তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। তারপর তোমরা যখন আরাফাত হতে তাওয়াফের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন কর, তখন মাশআরুল-হারামের নিকট আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো এবং তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে তাঁকে স্মরণ কর। নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অনবহিত।

১৯৯. তারপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও (তাওয়াফের জন্য) সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) তোমাদের এতে কোন পাপ নেই যে, (اَنْ تَبْتَغُوْا) তোমরা অন্বেষণ করবে (فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ) তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অর্থাৎ হারাম শরীফে ব্যবসা করতে কোন পাপ নেই। এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কতিপয় ব্যক্তির সম্পর্কে, যারা হারাম শরীফে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ মনে করতেন না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এর অনুমতি দেন (فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ) তারপর যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করবে মাশ্‌য়ারে হারামে তখন তোমরা (فَاذْكُرُوا اللّٰهَ) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে অন্তরে এবং মুখে (عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ) মাশয়ারে হারামের কাছে এবং তাঁকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন (وَاِنْ كُنْتُمْ) এবং নিশ্চয়ই তোমরা ছিলে (مِّنْ قَبْلِهٖ) এর আগে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরআন ও ইসলাম আসার আগে (لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ) পথভ্রষ্টদের মধ্যে অর্থাৎ কাফিরদের মধ্যে।

(ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ) তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর যেখান হতে অন্যান্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ ইয়ামানবাসীরা (وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ) এবং তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা

প্রার্থনা কর তোমাদের পাপের জন্য (اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল অর্থাৎ যে তাওবা করে (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু অর্থাৎ যে তাওবার উপরই মৃত্যুবরণ করে। এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কতিপয় লোক সম্পর্কে। যাদেরকে অভিজাত শ্রেণী বলা হতো, তারা হেরেম শরীফ থেকে হজ্জের জন্য আরাফাতের দিকে বের হতে চাইত না। আল্লাহ্ তাদেরকে এটা নিষেধ করেন এবং আদেশ দেন তারা যেন আরাফাতের দিকে গমন করে এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে।

(২০০) فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝

(২০১) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

(২০২) اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

২০০. তারপর তোমরা যখন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহ্কে এমনভাব স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করতে; বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ কর। মানুষের মধ্যে কতকে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও।' তাদের জন্য তো আখিরাতে কোন অংশ নেই।

২০১. আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।

২০২. এসব লোকের জন্যই রয়েছে তাদের উপার্জনের হিস্সা। আর আল্লাহ্ তো দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ) তারপর যখন তোমরা হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে। (فَاذْكُرُوا اللّٰهَ) তখন তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ করবে এবং বলবে, ইয়া আল্লাহ্! (كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ) যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ পুরুষদেরক স্মরণ করে থাক। যেমন বলে থাক, হে আব্বা! আরো বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহাদির কথা স্মরণ কর যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন। যেমন তোমরা জাহিলী যুগে তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের অনুগ্রহের কথা স্মরণ (اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا) বা তাদের চেয়েও আরো গভীরভাবে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে অর্থাৎ তোমাদের বাপ-দাদার চেয়েও অধিক স্মরণ করবে (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ) মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, আরাফাতের ময়দানে (رَبَّنَا اٰتِنَا) হে রব! আপনি আমাদেরকে দিন (فِى الدُّنْيَا) ইহকালের উট, গরু, ছাগল, দাস, দাসী এবং ধন সম্পদ (وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ) পরকালে তার কোন অংশ নেই অর্থাৎ তার হজ্জের বিনিময়ে জান্নাতে কোন অংশ নেই।

(وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا) এবং তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে দিন (فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً) ইহকালে কল্যাণ অর্থাৎ জ্ঞান, ইবাদত ও গুনাহ হতে, হিফাজত, শাহাদত ও গনীমত (وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً) এবং পরকালেও কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ (وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ) এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন অর্থাৎ কবরে ও জাহান্নামের আযাব থেকে

আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন (أُولٰئِكَ) তারা অর্থাৎ যাদের এ গুণাবলী আছে (لَهُمْ نَصِيْبٌ) তাদের জন্য জান্নাতে বিরাট অংশ রয়েছে (مِّمَّا كَسَبُوْا) যা তারা অর্জন করেছে হজ্জ সমাধা করে (وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ)। এবং আল্লাহ্ তা'আলা হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। যখন তিনি কারও হিসাব নিবেন তখন তা দ্রুত নিবেন। আরো বলা হয়, হিসাব সংরক্ষণে তিনি অত্যন্ত তৎপর। আরো বলা হয়, রিয়াকারীদের তিনি কঠিন শাস্তিদাতা।

(٢٠٣) وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○
(٢٠٤) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰي مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَھُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○

২০৩. তোমরা গণনার (নির্দিষ্ট) কয়েকটি দিন আল্লাহ্কে স্মরণ করো। যদি কেউ দুই দিনের ভেতর তাড়াতাড়ি চলে আসে, তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ থেকে যায়, তবে তারও পাপ নেই, যে আল্লাহ্কে ভয় করে। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ, তোমরা সকলে তাঁরই নিকট সমবেত হবে।

২০৪. মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে, পার্থিব জীবনের কাজ কর্মে যার কথা তোমাকে মুগ্ধ করে, আর যে তার অন্তরের কথা সম্পর্কে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ঘোর কলহপ্রবণ।

(وَاذْكُرُوا اللّٰهَ) এবং তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা বর্ণনা কর (فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ) নির্দিষ্ট দিনসমূহে অর্থাৎ আইয়ামে তাশরীকে আর তা হল পাঁচ দিন, আরাফাতের দিন, কুরবানীর দিন এবং এরপর তিনদিন (فَمَنْ تَعَجَّلَ) তারপর যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে বাড়িতে ফেরার জন্য (فِيْ يَوْمَيْنِ) দুই দিনের মধ্যে কুরবানীর দিনের পরে (فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ) তার কোন পাপ নেই এ তাড়াতাড়ি করার (এ দ্রুততার) জন্য (وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ) আর যদি কেউ তৃতীয় দিনের জন্য বিলম্ব করে তাহলে (এ বিলম্বের জন্য) তার কোন পাপ নেই। আরো বলা হয়, এতে তার কোন দোষ নেই। এ বিলম্বের জন্য, বরং সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বের হবে (لِمَنِ اتَّقٰى) ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ যে শিকার করা থেকে তৃতীয় দিন পর্যন্ত বিরত থাকে (وَاتَّقُوا اللّٰهَ) এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তৃতীয় দিন পর্যন্ত শিকার না করে (وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ) এবং তোমরা জেনে রাখ যে, তার নিকট তোমাদেরকে একত্র করা মৃত্যুর পরে হবে।

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ) এবং মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যার কথাবার্তা ও বাহ্যিক অবস্থা চমৎকৃত করে আপনাকে এবং (فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) পার্থিব জীবনে (وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ) এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে অর্থাৎ আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলে যে, আমি আপনাকে ভালবাসী এবং আপনার অনুসরণ করি (وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ) প্রকৃতপক্ষে সে ঘোর বিরোধী অর্থাৎ অমূলক ঝগড়াটে এবং চরম বিরোধী।

(٢٠٥) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○

(٢٠٦) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

(٢٠٧) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ○

(٢٠٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

২০৫. যখন সে তোমার নিকট হতে প্রস্থান করে তখন সে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং ক্ষেত খামার ও জীব জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। আল্লাহ্ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।

২০৬. যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহ্কে ভয় কর, তখন আত্মাভিমান তাকে পাপকর্মে লিপ্ত করে। কাজেই জাহান্নামই তার উপযুক্ত, নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট ঠিকানা।

২০৭. এবং মানুষের মধ্যে এক ব্যক্তি এমন যে, সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আত্ম-বিক্রয় করে দেয়। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

২০৮. হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(وَإِذَا تَوَلَّى) এবং যখন সে ফিরে যায় ভীষণ রাগান্বিত হয়ে (سَعَى) তখন সে চেষ্টা করে (فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا) পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করার গুনাহর মাধ্যমে (وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ) এবং শস্য ক্ষেত্র ধ্বংস করার এবং স্তূপীকৃত ফসলাদি জ্বালিয়ে দেওয়ার (وَالنَّسْلَ) এবং জীব-জন্তুর বংশগুলো হত্যা করার (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)। এবং আল্লাহ্ অশান্তি এবং অস্বস্তি সৃষ্টিকারী পছন্দ করেন না মোটেই।

(وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ) এবং যখন তাকে বলা হয় তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর তোমার কাজকর্ম (أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ) তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে অহংকারভাবে (فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ) সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যোগ্য প্রত্যাবর্তন স্থল (وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ) এবং তা অতি নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল ও ঠিকানা। এ আয়াতগুলো আখনাস ইবন শরীফ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। সে দেখতে অতি সুশ্রী এবং মিষ্টিভাষী ছিল। তার কথা হযরত মুহাম্মদ ﷺ পছন্দ করতেন। সে বলত, আমি আপনাকে ভালবাসি এবং গোপনে আপনার হাতে আমি বায়াত করব এবং এ কথার উপর আল্লাহ্র নামে শপথ করত কিন্তু সে মুনাফিক ছিল। সকলেই জানত, সে একটি গোত্রের স্তূপীকৃত শস্যাদি জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং একটি গোত্রের গাধাগুলো মেরে ফেলেছিল।

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى) এবং মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে ব্যক্তি ক্রয় করে (نَفْسَهُ) তার প্রাণকে তার ধন-সম্পত্তির বিনিময়ে (ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য। হাই ইব্ন সিনান ও তার সাথীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি নিজের মালের বিনিময়ে মক্কাবাসীর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন (وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) এবং আল্লাহ্ তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়া পরবশ। যাদের মক্কায় হত্যা করা হয়েছিল। এই আয়াত আম্মার (রা)-এর মাতাপিতা ইয়াসির ও সুমাইয়া (রা)-এবং অন্যদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যাদেরকে মক্কার কাফিররা হত্যা করেছিল।

(يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً) হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর দীনের প্রত্যেকটি বিধান পালন করে (وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ) এবং শয়তানর পদাংক অনুসরণ করো না অর্থাৎ শনিবারে শিকার করা এবং উটের গোশত হারাম মনে করা ও অন্যান্য বিষয়ে শয়তানের প্ররোচণায় পতিত হয়ো না ইত্যাদি অপকর্ম করিও না। (اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ) নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(٢٠٩) فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

(٢١٠) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

(٢١١) سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۭ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

২০৯. আর যদি সুস্পষ্ট আদেশ তোমাদের নিকট আসার পরও তোমরা পদস্খলিত হও, তা হলে জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২১০. তারা কি এরই পাণে তাকিয়ে আছে যে, আল্লাহ্ ও ফিরিশ্‌তাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের নিকট উপস্থিত হবেন এবং সব কিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে? সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর, আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আসার পরও কেউ তার পরিবর্তন সাধন করলে, আল্লাহ্‌র শাস্তি তো অতি কঠোর।

(فَاِنْ زَلَلْتُمْ) যদি তোমরা পদস্খলিত হও অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর দীন হতে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়। (مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ) আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর। অর্থাৎ তোমদের কিতাবে বর্ণিত হওয়ার পর (فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ) তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ মহা পরাক্রান্ত অর্থাৎ যে তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে না তাকে শাস্তি দিতে, প্রতিকার গ্রহণ করতে পরাক্রমশালী (حَكِيْمٌ) এবং প্রজ্ঞাময় পূর্বের শরীয়তকে রহিত করার ব্যাপারে। এ আয়াত আবদুল্লাহ বিন সালাম এবং তার সাথীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা শনিবার উটের মাংস ও অন্যান্য বিষয়ে অপছন্দনীয় মনে করতেন। শুধু প্রতীক্ষার অর্থাৎ (هَلْ يَنْظُرُوْنَ) তারা কি প্রতীক্ষা করছে অর্থাৎ মক্কাবাসীরা। (اِلَّا اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ) যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে উপস্থিত হবেন অবর্ণনীয়ভাবে কিয়ামতের দিন (فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ) (وَالْمَلٰئِكَةُ) ও মেঘের ছায়ায় ফিরিশতাগণ। এখানে শব্দ বিন্যাসে আগপিছ রয়েছে। وَقُضِىَ الْاَمْرُ এবং সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে, অর্থাৎ আল্লাহ্ বেহেশতবাসীকে বেহেশতে এবং জাহান্নামবাসীকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে ফারিগ হবেন (وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ) এবং আল্লাহ্‌রই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সমস্ত বিষয় অর্থাৎ আখিরাতে সবকিছুর পরিণতি।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

(سَلْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ) বনূ ইসরাঈল অর্থাৎ ইয়াকূব (আ)-এর সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করুন (كَمْ اٰتَيْنَاهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ) আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি অর্থাৎ কতবার তাদেরকে আদেশ ও নিষেধ নিয়ে কথা বলেছি। এবং তাদেরকে হযরত মূসা (রা)-এর সময় দীন দিয়ে কতই না সম্মান দান করেছি। কিন্তু তারা এ দানকে কুফরীতে পরিবর্তিত করেছে (وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ) এবং যারা আল্লাহ্‌র নিয়ামত অর্থাৎ দীনকে এবং তাঁর কিতাবকে কুফরীতে পরিবর্তন করে (مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُ) হযরত মুহাম্মদ ﷺ সত্য ধর্ম আনার পর (فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ) তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এ সব কাফিরদের শাস্তি দানে কঠোর।

(٢١٢) زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

(٢١٣) كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۣ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

২১২. কাফিরদের পার্থিব জীবনের উপর আশ্বস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা মু'মিনদেরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। আর যারা মুত্তাকী কিয়ামতের দিন তারা কাফিরদের উর্ধ্বে থাকবে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযক দান করেন।

২১৩. সমস্ত মানুষ একই ধর্মে ছিল। তারপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে সত্য কিতাব নাযিল করেন। মানুষের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করার জন্য, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ সৃষ্টি করেছিল। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারাই স্পষ্ট নির্দেশ তাদের নিকট আসার পরে পারস্পরিক বিদ্বেষবশত সে কিতাব সম্বন্ধে মতবিরোধ সৃষ্টি করে। তারপর আল্লাহ্ মু'মিনগণকে নিজ নির্দেশে পথ প্রদর্শন করেন সেই সত্য বিষয়ের, যা নিয়ে তারা বিবদমান ছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান।

(زُيِّنَ) এটা সুশোভিত করা হয়েছে (لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য অর্থাৎ আবূ জাহল ও তার সাথীদের জন্য (الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا) পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রাচুর্য (وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) এবং তারা মু'মিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে মু'মিনদের যথা সালমান, বিলাল, সুহায়ব (রা) এবং তাদের সাথীদের সাথে তাঁদের জীবিকার অপ্রতুলতার জন্য (وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا) অথচ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে এবং কুফরী ও শিরক থেকে দূরে থাকে। যথা সালমান (রা) ও তার সাথীরা। (فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) তাদের থেকে অনেক উর্ধ্বে থাকবে দুনিয়ার যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা এবং পরকালে জান্নাতে সম্মান ও মর্যাদা দ্বারা (وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ) এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা জীবিকা দান করেন মাল সম্পদে প্রাচুর্য দিয়ে

(بِغَيْرِ حِسَابٍ) অপরিমিত ও বিনা পরিশ্রমে। আরো বলা হয়, যাকে ইচ্ছা তিনি জান্নাতে সীমাহীন চিরস্থায়ী নিয়ামত দান করেন, যা কোনদিন শেষ হবে না এবং যার জন্য পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন হবে না।

(كَانَ النَّاسُ) মানুষ হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগে (أُمَّةً وَّاحِدَةً) একই উম্মতভুক্ত অর্থাৎ কুফরীতে লিপ্ত ছিল। আরো বলা হয়, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় সকলেই মুসলমান ছিল (فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ) তারপর আল্লাহ্ নবীগণকে হযরত নূহ (আ) এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশে প্রেরণ করেন। (مُبَشِّرِيْنَ) যাঁরা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাদেরকে যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে (وَمُنْذِرِيْنَ) এবং ভয় প্রদর্শন করেছেন ভীষণ অগ্নির তাদেরকে যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনেনি (وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ) এবং তাঁদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে (بِالْحَقِّ) সত্যসহ অর্থাৎ যাতে সত্য ও মিথ্যার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। (لِيَحْكُمَ) যাতে সকল নবীগণই তাঁদের গ্রন্থ অনুসারে মীমাংসা করতে পারেন।

(بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ) মানুষের জন্য দীনের ঐ বিষয়ে যাতে তারপরস্পরের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। আরো বলা হয়, যেন কিতাবই মীমাংসা করে দেয়। আর যদি (لِتَحْكُمَ) 'তা' দ্বারা পড়া হয় তবে অর্থ হবে আপনি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ তাদের মধ্যে এ সমস্ত মতভেদের সমাধান করে দিবেন (وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ) এবং এ দীনের মধ্যে ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ব্যাপারে কেউ কোন মতভেদ সৃষ্টি করে না (اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ)। তারা ছাড়া যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে (مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ) তাদের কাছে তাদের গ্রন্থে স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর, (بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ) শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত তারা এরূপ বিরোধিতা করত (فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) আর যারা ঈমান এনেছে সকল নবীগণের উপর আল্লাহ্ তাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করেন (لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ) দীনের ঐসব বিষয়ে যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে মতভেদ পোষণ করত।

(مِنَ الْحَقِّ) সত্যের দিকে। আরো বলা হয়, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের মাধ্যমে দীনের ব্যাপারে সত্য ও অসত্যের ইখলাস থেকে মু'মিনদেরকে হিফাজত করেছেন (بِاِذْنِهٖ) আল্লাহ্র অনুগ্রহে, যা তিনি তার দয়া ও ইচ্ছাবশত করে থাকেন। (وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ) এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পরিচালিত করেন, যে তার উপযুক্ত। আরো বলা হয়, যাকে ইচ্ছা তাকে হিফাজতের উপর দৃঢ় রাখেন (اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) সরল পথে যার উপরে তিনি সন্তুষ্ট।

(٢١٤) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○

(٢١٥) يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ؕ قُلْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

২১৪. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনও তোমাদের উপর দিয়ে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা অতিবাহিত হয়নি। অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা প্রকম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল এবং তাঁর সাথে

ঈমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে? শোন! আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটেই।

২১৫. তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যয় করবে? বলে দাও, যে ধন-সম্পদই তোমরা ব্যয় করবে, তা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর না কেন নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবহিত।

(أَمْ حَسِبْتُمْ) তোমরা কি মনে করেছ, হে মু'মিনরা! অর্থাৎ হযরত উসমান (রা) এবং তাঁর সাথীরা (أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ) যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? যেমনভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে তোমাদের পূর্বের মু'মিনদেরকে (مَسَّتْهُمْ) তাদের কাছে পৌঁছেছিল (الْبَأْسَاءُ) ভয়-ভীতি বিপদাপদ ও ভীষণ দুর্ভিক্ষ (وَالضَّرَّاءُ) এবং পীড়া, ব্যাথা ও ক্ষুধা (وَزُلْزِلُوا) এবং তারা প্রকম্পিত হয়েছিল বিপদে (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ) এমনকি তাদের রাসূল বলতেন, (وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) এবং যে সমস্ত সঙ্গীরা তার প্রতি ঈমান এনেছিল তারাও বলতেন (مَتَى نَصْرُ اللَّهِ) কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে শত্রুদের বিরুদ্ধে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই নবীকে বলেন, (أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ) শোন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদের নাজাতের জন্য (قَرِيبٌ) অতি নিকটেই।

(يَسْأَلُونَكَ) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, হে মুহাম্মদ ﷺ এবং এই জিজ্ঞাসা ছিল মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেই (مَاذَا يُنْفِقُونَ) তারা কি ব্যয় করবে অর্থাৎ দান খয়রাত করবে। (قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ) আপনি বলে দিন, তোমরা যে ধন-সম্পদ ব্যয় করবে (فَلِلْوَالِدَيْنِ) তা পিতামাতার জন্য (وَالْأَقْرَبِينَ) এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য। পরে মীরাসের আয়াত দ্বারা পিতামাতার উপর সদ্কা রহিত করা হয়েছে (وَالْيَتَامَى) এবং ইয়াতীমদের জন্য অর্থাৎ অন্য মানুষেরা ইয়াতীমদের জন্য সাদ্কা করবে (وَالْمَسَاكِينِ) এবং মানুষের মধ্যে অভাবগ্রস্তদের জন্য (وَابْنِ السَّبِيلِ) এবং মুনাফিকদের জন্য যারা মেহমান হিসাবে আগমন করেছে (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ) এবং উত্তম কার্যে যা তোমরা কর অর্থাৎ তাদের উপর যেমনি সাদ্কা কর (فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবহিত এবং তোমাদের নিয়ত অনুসারে তিনি তোমাদেরকে পুরষ্কৃত করবেন।

(٢١٦) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

২১৬. তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হল, যদিও তোমাদের কাছে এটা অপ্রিয় মনে হয়। কিন্তু সম্ভবত তোমরা যা পছন্দ কর না, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা পছন্দ কর তা তোমাদরে পক্ষে অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ) তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধের সাধারণ ডাকের সময় যুদ্ধে যোগদান করবে (وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) যদিও তোমাদের নিকট এটা অপ্রিয় এবং কষ্টকর হয় (عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا) সম্ভবত তোমরা যা পছন্দ কর না অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করা (وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যেমন শাহাদতপ্রাপ্তি বা গনীমত হাসিল করা (وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا) এবং সম্ভবত তোমরা যা পছন্দ কর, জিহাদ থেকে ঘরে বসে থাকা (وَهُوَ)

(شَرٌّ لَّكُمْ) কিন্তু তা তোমাদের জন্য অকল্যাণ কর, যেমন শাহাদত না পাওয়া ও গনীমতের মাল হতে বঞ্চিত হওয়া (وَاللّٰهُ يَعْلَمُ) এবং আল্লাহ্ অবহিত আছেন যে, জিহাদ তোমাদের জন্য উত্তম (وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ) অথচ তোমরা এটা জান না যে, জিহাদ হতে যে ঘরে বসে থাকা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সা'আদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, মিকদাদ বিন আসওয়াদী (রা) এবং তাঁদের সাথীদের সম্বন্ধে। তারপর অবতীর্ণ হয় আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা) ও তাঁর সাথীদের সম্বন্ধে এবং তাঁরা যে হত্যা করেছিলেন আমর বিন হাজরামীকে এবং তারা যে প্রশ্ন করেছিলেন তাদের পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে অর্থাৎ রজব মাসে এবং মুশরিকরা যে তাদের এ কাজের জন্য নিন্দা করেছিল এসব ব্যাপারে। ঘটনা ঘটেছিল জুমাদাল আখিরার সন্ধ্যায় রজবের চাঁদ দেখার পূর্বে।

(٢١٧) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২১৭. পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। (হে রাসূল!) আপনি বলুন, এ সময় যুদ্ধ করা বড়ই অন্যায়। তবে আল্লাহ্‌র পথে বাধাদান করা, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং তার লোকজনকে তা হতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা গুরুতর পাপ। ফিত্‌না সৃষ্টির দ্বারা (মানুষকে দীনে বাধা প্রদান করা) হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতর। কাফিররা তো সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাঁর দীন হতে ফিরে যায় এবং কাফিররূপে মারা যায় ইহকাল ও পরকালে তার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারাই জাহান্নামবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

(يَسْئَلُوْنَكَ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনাকে তারা জিজ্ঞাসা করেছ। (عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ) পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে অর্থাৎ রজব মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে (قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ) আপনি বলে দিন, রজবের মাসে যুদ্ধ করা (كَبِيْرٌ) ভীষণ শাস্তিযোগ্য অন্যায়। (وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে ও তাঁর বন্দেগীতে বাধা দান করা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দীন ও তাঁর আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে রাখা (وَكُفْرٌ بِهٖ) এবং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা এবং ও (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) মসজিদুল হারাম থেকে মানুষকে বাধা দান করা (وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ) এবং তার বাসিন্দাকে তা থেকে বহিষ্কার অধিকতর শাস্তিযোগ্য (عِنْدَ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র কাছে, আমর ইব্‌ন হাজরামীকে হত্যা করা থেকে।

(وَالْفِتْنَةُ) এবং ফিতনা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক্ করা (اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) অধিক অন্যায় আমর বিন হাজরামীকে হত্যা করা হতে (وَلَا يَزَالُوْنَ) এবং সর্বদা মক্কাবাসীরা (يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ) তোমাদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের ফিরিয়ে না দেয় (عَنْ دِيْنِكُمْ) তোমাদের দীন ইসলাম হতে (اِنِ اسْتَطَاعُوْا) যদি তারা সক্ষম হয় (وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ) এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দীন ইসলাম হতে ফিরে যায় (فَيَمُتْ) এবং মারা যায় (وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ) কাফিররূপে, তা হলে তাদের সমস্ত আমল বৃথা ও সকল নেকী নিষ্ফল হয়ে যাবে, (فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ) দুনিয়া ও আখিরাতে অর্থাৎ আখিরাতে এর কোন প্রতিদান পাবে না (اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ) এবং তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। (هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) সেখানে তারা স্থায়ী হয়ে থাকবে অর্থাৎ সেখানে তারা অবস্থান করবে, তাদের মৃত্যুও হবে না এবং সেখান থেকে বের হতেও পারবে না। তারপর আবদুল্লাহ বিন জাহশ (রা) এবং তাঁর সাথীদের সম্বন্ধে আরো অবতীর্ণ হয় ঃ

(٢١٨) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٢١٩) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○

২১৮. যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করেছে, তারাই আল্লাহ্ রহমতের আশাবাদী। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।

২১৯. তারা আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান জিজ্ঞাসা করে। (হে রাসূল!) আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে পাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে। তবে তাদের পাপ উপকার হতে অনেক বড়। আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যা উদ্বৃত্ত। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দেশাবলী ব্যক্ত করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর।

(اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) যারা ঈমান এনেছে (وَهَاجَرُوْا) এবং মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেছে (وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, আর কাফির আমর ইব্‌ন হাজরামীর সাথে যুদ্ধ করেছে (اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ) তারাই আল্লাহ্র অনুগ্রহের ও রহমাতের প্রত্যাশা করে এবং তারাই জান্নাতবাসী হবে (وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) এবং আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ এবং পরম দয়ালু, সেহেতু তিনি তাদের কোন প্রকার শাস্তি দেননি।

(يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) লোকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। এটা হযরত উমর (রা)-এর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। যখন তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ্ মদের বিষয় তোমার স্পষ্ট বিধান আমাদেরকে জানিয়ে দিন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেন, লোকে মদ পান ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে (قُلْ) আপনি বলে দিন, হে মুহাম্মদ ﷺ! (فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ) উভয়ের মধ্যে মহাপাপ, অর্থাৎ হারাম হওয়ার (وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) এবং মানুষের জন্য উপকারও ছিল। অর্থাৎ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে এগুলোর ব্যবসা করার মধ্যে (وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا) এবং এগুলোর পাপ অর্থাৎ হারাম হওয়ার পর, হারাম হওয়ার পূর্বের উপকার অপেক্ষা অধিক। তারপর উভয়কে সমভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ) এবং তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ব্যয় করবে? এ আয়াত আমর ইব্ন জামূহ (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাদের মাল থেকে কি সাদকা করব, সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করছিল যে, তারা মালের কি পরিমাণ খরচ করবে? তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীকে বলেন যে, তারা মালের যে পরিমাণ খরচ করবে। (قُلِ الْعَفْوَ) আপনি বলে দিন যা উদ্বৃত্ত থাকে অর্থাৎ তোমাদের ও তোমাদের পরিবারের আহারের পর পরে। এটা যাকাতের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়। (كَذَالِكَ) এইরূপে (يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিধানগুলোকে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ ও দুনিয়ার অসারতা (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ) যাতে তোমরা চিন্তা কর।

(٢٢٠) فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

(٢٢١) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

২২০. দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়াবলী সম্বন্ধে আর তারা আপানাকে ইয়াতীমদের বিধান জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তাদের কাজের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের খরচাদি মিলিয়ে নাও, তবে তারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্র জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২২১. মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করো না। মুশরিক স্ত্রী অপেক্ষা মু'মিন ক্রীতদাসীই উত্তম, যদিও মুশরিক স্ত্রী তোমাদের ভাল লাগে। আর ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমরা বিবাহ দিও না। মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা মু'মিন ক্রীতদাসই উত্তম, যদিও সে মুশরিককে তোমাদের ভাল লাগে। তারা তো তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকে। আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে ডাকেন এবং মানুষের জন্য আপন নির্দেশাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(فِى الدُّنْيَا) দুনিয়া সম্পর্কে যে, এটা ক্ষণস্থায়ী, (وَالْاٰخِرَةِ) এবং পরকাল সম্পর্কে যে, তা চিরস্থায়ী। (وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى) এবং লোকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীম সম্পর্কে। এ আয়াত অবতীর্ণ হয় আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা সম্বন্ধে। তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ইয়াতীমদের (পিতৃহীন) খানা-পিনা ও বসবাসের ব্যাপারে একত্রে মেলামেশা জায়েয কিনা। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন (قُلْ) হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি বলে দিন যে, (اِصْلَاحٌ لَّهُمْ) তাদের ও তাদের মালের সুব্যবস্থা করা (خَيْرٌ) উত্তম তাদেরকে পৃথক রাখা থেকে (وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ) যদি পানাহারে ও বসবাসে তাদের সাথে একত্রে থাক

(فَاخْوَانُكُمْ) তা তারা তো তোমাদের দীনের ভাই, তোমরা তাদের প্রতি সব বিষয়ে ন্যায় বিচার করবে (وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ) এবং আল্লাহ্ ইয়াতীমদের মালের অনিষ্টকারীকে জানেন। (مِنَ الْمُصْلِحِ) এগুলোর হিতকারী হতে (وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন ইয়াতীমদের মাল একত্রে রাখা হারাম করে দিয়ে। (اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত ইয়াতীমদের মাল অনিষ্টকারীকে শাস্তি দানের ব্যাপারে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময় ইয়াতীমদের মালের সুব্যবস্থার বিধান দানে।

(وَلَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ) এবং তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করবে না এ আয়াত অবতীর্ণ হয় মার্‌সাদ ইবন আবূ মারসাদ গনবী সম্বন্ধে, যিনি এক মুশরিক নারীকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তার নাম ছিল "আলাক" তখন আল্লাহ্ এ আয়াত দ্বারা তা নিষেধ করেন এবং বলেন, তোমরা মুশরিক নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে অন্যকে (حَتّٰى يُؤْمِنَّ) যতক্ষণ তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনে (وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ) এবং নিশ্চয়ই একজন মু'মিন ক্রীতদাসকে বিয়ে করা (خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ) উত্তম একজন আযাদ মুশরিক নারী হতে। (وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ) যদিও তার সৌন্দর্য তোমাদেরকে মুগ্ধ করে এবং এরূপে (وَلَاتُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ) তোমরা মুশরিকদের সাথে বিবাহ দিবে না (حَتّٰى يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ) যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনে (وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ) এবং একজন মু'মিন দাসের সাথে বিবাহ দেওয়া। (خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ) উত্তম, একজন মুশরিক আযাদ পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়ার চেয়ে (وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ) যদিও তার অবয়ব ও শক্তি তোমাদেরকে মুগ্ধ করে (اُولٰئِكَ) এ (মুশরিক) অংশীবাদীরা (يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ) মানুষদেরকে জাহান্নামের দিকে এবং জাহান্নামের আমলের দিকে ডাকে (وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ) এবং আল্লাহ্ ডাকেন জান্নাতের দিকে তাঁর তাওহীদের মাধ্যমে (وَالْمَغْفِرَةِ) এবং ক্ষমার দিকে তাওবার মাধ্যমে (بِاِذْنِهٖ) তাঁর আদেশে (وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ) এবং তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে আদেশ নিষেধ দিয়ে (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ) যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ যাতে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং নিষিদ্ধ বিবাহ দেওয়া থেকে (শাদী হতে) বিরত থাকতে পারে।

(٢٢٢) وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

২২২. তারা আপনাকে রজঃস্রাবের বিধান জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তা নাপাকী। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। সুতরাং তারা যখন উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন।

(وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ) এবং লোকে হায়েজ (ঋতু) সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। এ আয়াত আবু-দ্দাহদাহ যখন রাসূল ﷺ-কে হায়েজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ হায়েজ (রজঃস্রাব) অবস্থায় সহবাস কি? (قُلْ) আপনি বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! (هُوَ اَذًى) তা অপবিত্র ও

হারাম (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ) তারপর তোমরা রজঃস্রাব অবস্থায় স্ত্রী গমন হতে দূরে থাকবে (وَلَاتَقْرَبُوْهُنَّ) এবং সঙ্গমের জন্য তাদের কাছে যাবে না (حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ) যে পর্যন্ত তারা স্রাব হতে পবিত্র না হয় যখন পবিত্র হয় এবং গোসল করে (فَأْتُوْهُنَّ) তখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হতে পারবে (مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ) যে স্থানে অর্থাৎ মহিলার যৌনাঙ্গে তোমাদেরকে পূর্ব হতে আল্লাহ্ মিলনের অনুমতি দিয়েছেন। (اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ গুনাহ থেকে তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ) এবং পাপ কাজ ও অসৎ কাজ হতে যারা পবিত্র থাকে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।

(٢٢٣) نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٢٢٤) وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেখান থেকে ইচ্ছা গমন করতে পার। এবং তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য চেষ্টা কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আর জেনে রেখ তাঁর সাক্ষাতে তোমাদের যেতেই হবে। মু'মিনগণকে সুসংবাদ শোনাও।

২২৪. তোমরা সৎকার্য, তাক্ওয়া অবলম্বন ও মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকরণ হতে বিরত থাকবে- এই মর্মে শপথ করার জন্য আল্লাহ্র নামকে অজুহাত করো না। আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন ও জানেন।

(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ) তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র স্বরূপ, অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের সন্তানদের জন্য আবাদী শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। (فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ) অতএব তোমরা তোমাদের শস্য যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার (اَنّٰى شِئْتُمْ) সামনে দিয়ে হোক বা পিছন দিয়ে হোক যতক্ষণ পর্যন্ত তা যৌনাঙ্গে না যাবে (وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ) এবং পূর্ব থেকেই নেক সন্তানের কামনা করবে।

(وَاتَّقُوا اللّٰهَ) এবং আল্লাহ্কে ভয় কর স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বার ব্যবহার করবে না ও ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না (وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ) এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যুর পর তাঁর সাক্ষাত পাবে, সেখানে তিনি তোমাদের কর্ম হিসাবে ফল দান করবেন (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ) হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি ঐ লোকদের যারা তাদের স্ত্রীদের পশ্চাদ্বারে গমন করেনি ও স্রাবের সময় সঙ্গম করেনি, সে সব মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংসবাদ দিন।

(وَلَاتَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً) এবং তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের শপথের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার কর না। এই আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহ (রা) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি আল্লাহ্র নামে শপথ করেছিলেন, তাঁর বোন ও তাঁর জামাতার সাথে কথা বলবে না এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন না এবং উভয়ের মধ্যে কোন সমঝোতাও করে দিবেন না। আল্লাহ্ তাঁকে এরকম করতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, তোমরা আল্লাহ্কে শপথের অজুহাত করো না যে, (اَنْ تَبَرُّوْا) তোমরা সৎকাজ করবে না এবং (وَتَتَّقُوْا) তোমরা আত্মীয়তা ছিন্ন করতেও দ্বিধা করবে না।

(وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاس) এবং মানুষের মধ্যে সুমীমাংসাও করবে না। তাই আল্লাহ্ বলেন, যা ভাল কাজ সেদিকেই তোমরা ফিরে আস এবং যে শপথ করেছিলে সেজন্য (কাফ্ফারা) আদায় কর। আরো বলা হয় যে, কারো সাথে সৎ ব্যবহার করবে না ও সৎ কাজ করবে না, এভাবে আল্লাহ্র নামে শপথ করা থেকে বিরত থাক এবং তাদের মধ্যে সুমীমাংসা করে দাও (وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ) এবং আল্লাহ্ শ্রবণকারী তোমরা সৎকাজ করবে না বলে যে শপথ কর عَلِيْمٌ এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, তোমাদের নিয়ত এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় সম্বন্ধে জ্ঞাত।

(٢٢٥) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝
(٢٢٦) لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
(٢٢٧) وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

২২৫. আল্লাহ্ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পজনিত শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।

২২৬. যারা স্ত্রীর নিকট গমন না করার শপথ করে তাদের জন্য চার মাসের প্রতীক্ষা বাঞ্ছনীয়। তারপর তারা পরস্পরে মিলে গেলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২২৭. আর যদি তালাক দেওয়াকেই স্থির করে নেয়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।

(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ) আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্যে দায়ী করবেন না যেমন তোমরা বল লা-ওয়াল্লাহি বালা ওয়াল্লাহি –না, আল্লাহ্র কসম, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম, ক্রয় বিক্রয় ও অন্যান্য সময় যে অর্থহীন শপথ করে থাক। (وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ) হ্যাঁ, তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্প যা তোমরা লুক্কায়িত রেখেছ সে জন্যে দায়ী করবেন (وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ) এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তোমাদের অর্থহীন শপথ এর জন্যে (حَلِيْمٌ) তিনি ধৈর্যশীল, শীঘ্র শাস্তিদান করেন নি। আরো বলা হয়, গুনাহের কাজের জন্যে শপথ করাই হল অর্থহীন শপথ, তবে যদি তা থেকে বিরত থাকে ও কাফ্ফারা আদায় করে তবে তাকে দায়ী করবেন না। আর যদি সে ঐ কাজ করে ফেলে তাহলে তাকে দায়ী করবেন।

(لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ) যারা নিজ স্ত্রীদের সাথে সঙ্গত না হওয়ার শপথ করে যা চার মাস বা তার চেয়ে অধিক সময় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না, (تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ) তাদের জন্যে চার মাস অপেক্ষা করতে হবে। (فَاِنْ فَآءُوْ) তারপর যদি তারা ফিরে আসে অর্থাৎ চার মাসের পূর্বে সঙ্গম করে (فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ) তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তাদের এই শপথের জন্যে যদি তারা তওবা করে এবং (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু যে, তিনি কাফ্ফারা বিধান স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন।

(وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ) আর যদি তালাকের সংকল্প করে থাকে এবং শপথই ঠিক রাখে, (فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ) তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা তার শপথ শুনেন (عَلِيْمٌ) এবং সর্বজ্ঞ, চার মাসের পর এক তালাকে তার স্ত্রী বায়েন হবে বা সে তার কসমের কাফ্ফারা দিবে তিনি তা জানেন। এই আয়াত এমন ব্যক্তি

সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না চার মাসের বা তার অধিককাল পর্যন্ত, যদি সে কসম পালন করে এবং স্ত্রীসঙ্গম থেকে বিরত থাকে আর চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তখন তার স্ত্রী এক তালাকে বায়েন হবে। আর যদি ঐ মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তবে তার জন্যে কসমের কাফ্‌ফারা দিতেই হবে।

(٢٢٨) وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُوْٓا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২২৮. **তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন রজঃস্রাবকাল নিজেদেরকে প্রতীক্ষারত রাখবে। তারা যদি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকে, তবে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের জন্য বৈধ নয়। এই সময়ে তাদেরকে পুনঃ গ্রহণে তাদের স্বামীগণই বেশি হকদার, যদি তারা শান্তিতে থাকার ইচ্ছা রাখে। স্ত্রীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে; যেমন তাদের উপর আছে স্বামীগণের অধিকার। তবে স্ত্রীদের উপর স্বামীগণের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। আর আল্লাহ্ মহা-পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।**

(وَالْمُطَلَّقٰتُ) এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী এক বা দুই তালাকপ্রাপ্তা হোক (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) প্রতীক্ষায় থাকবে নিজেদের ইদ্দতের জন্যে (ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ) তিন রজঃস্রাব কাল পর্যন্ত (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ) এবং তাদের জন্যে গোপন রাখা বৈধ নয় (مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ أَرْحَامِهِنَّ) যা আল্লাহ্ তাদের গর্ভাশয়ে সৃষ্টি করেছেন সন্তান (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ) যদি তারা বিশ্বাসী হয় (بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) আল্লাহ্‌র প্রতি এবং পরকালের প্রতি وَبُعُوْلَتُهُنَّ এবং তাদের স্বামীরা (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) তাদেরকে পুনঃগ্রহণে বেশী হকদার গর্ভাবস্থায় বা ইদ্দতের মধ্যে (إِنْ أَرَادُوْا إِصْلَاحًا) যদি তারা নিষ্পত্তি করতে চায় ও পুনঃ গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে। কারণ ইসলামের প্রারম্ভে যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দিত, তখন সে তার সেই স্ত্রীকে ইদ্দতের পরও অন্যত্র বিবাহ হওয়ার আগেই গ্রহণ করতে পারত। তারপর ইদ্দতের পর পুনঃ গ্রহণের বিধান রহিত করা হয় (اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ) আয়াত দিয়ে তারা গর্ভবতী স্ত্রীকেও গ্রহণ করতে পারত। যদিও তারা স্ত্রীকে হাজার বার তালাক দিত। তারপর আল্লাহ্ এই পুনঃ গ্রহণের বিধান রহিত করেন (فطلقوهن بعدتهن) আয়াত দিয়ে।

(وَلَهُنَّ)এবং নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মর্যাদা আছে স্বামীদের উপর। (مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ) যেমন নারীদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে উত্তম ব্যবহারে ও সামাজিক আচরণে (بِالْمَعْرُوْفِ) (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) এবং নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা আছে বুদ্ধি, মিরাসে, দিয়াত ও সাক্ষ্য দান এবং তাদের ভরণ-পোষণে ও সেবা ইত্যাদি দায়িত্বের জন্যে। (وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ) এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী যারা স্বামী স্ত্রীর হক ও সম্মানের হানি করবে তাদের শাস্তিদানে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময় তাদের জন্য বিধান দেওয়ার ব্যাপারে।

(٢٢٩) اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

(٢٣٠) فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

২২৯. (রেজঈ) তালাক দু'বার পর্যন্ত। তারপর বিধিমত গ্রহণ অথবা সদয়ভাবে পরিত্যাগ। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছ, তা হতে কোন কিছু ফেরৎ গ্রহণ তোমাদের জন্য বৈধ নয়, তবে তাদের উভয়ের যদি আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র আদেশ কায়েম রাখতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহ্‌র আদেশ রক্ষা করতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পাইতে চাইলে, তাতে তাদের কোন গুনাহ নেই। এসব আল্লাহ্‌র স্থিরীকৃত সীমারেখা তোমরা তা অতিক্রম করো না। যে কেউ সীমারেখা লংঘন করে তারাই জালিম।

২৩০. তারপর সে যদি তাকে তৃতীয়বার তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে। তারপর দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, আর তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহ্‌র আদেশ রক্ষা করতে পারবে, তবে তারা পুনর্মিলিত হলে তাতে তাদের কোন গুনাহ নেই। এসব আল্লাহ্‌ স্থিরীকৃত সীমারেখা যা তিনি জ্ঞানীদের জন্য বর্ণনা করেন।

(اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) তালাক অর্থাৎ রজয়ী তালাক, দুই বা (فَاِمْسَاكٌ) তারপর রেখে দেওয়া তৃতীয় তালাকের পূর্বে ও তৃতীয় রজঃস্রাবের গোসলের পূর্বে (بِمَعْرُوْفٍ) বিধিমত উত্তম ব্যবহার ও সামাজিক আচরণের মাধ্যমে (اَوْتَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ) অথবা সদয়ভাবে তার প্রাপ্যসহ তৃতীয় তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া এবং তোমাদের জন্যে বৈধ নয় যে, তোমরা যা কিছু তাদেরকে মোহর স্বরূপ দিয়েছ তা হতে কিছু গ্রহণ করবে অর্থাৎ, যে মোহর তোমরা স্ত্রীদেরকে দিয়েছ (اِلَّا اَنْ يَخَافَا) তবে যদি স্বামী-স্ত্রীর আশংকা হয় খুলা বা অর্থের বিনিময়ে বিবাহ বিচ্ছেদের সময় (اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ) যে, তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম রক্ষা করতে পারবে না যা স্বামী স্ত্রীর জন্যে রয়েছে।

(فَاِنْ خِفْتُمْ) যদি তোমরা আশংকা কর (اَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ) যে, উভয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম রক্ষা করতে পারবেন যা স্বামী ও স্ত্রীর জন্যে রয়েছে (فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا) তবে তাদের জন্যে কোন অপরাধ নয়, বিশেষ করে স্বামীর জন্য।

(فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ) স্ত্রী স্বেচ্ছায় যে মালের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করতে চায় তা গ্রহণ করা। এ আয়াত অবতীর্ণ হয় সাবিত ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন সাম্মাস ও তার স্ত্রী জামিলা সম্পর্কে যিনি মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুলের কন্যা ছিলেন। তিনি তার মহরের বিনিময়ে নিজেকে তার স্বামী হতে মুক্ত

করে নেন (تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰه) এটা আল্লাহ্‌র হুকুমের সীমারেখা নিষিদ্ধ বিষয়ের ব্যাপারে (فَلاَ تَعْتَدُوْهَا) তোমরা এটা লংঘন করে যা-নিষেধ করেছেন তা কর না।

(وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰه) এবং যে ব্যাক্তি আল্লাহ্‌র এই হুকুমের সীমারেখা লজ্ঘন করবে যা তিনি বিধি-নিষেধ করেছেন (فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ) তারাই হবে অত্যাচারী তাদের জীবনের ক্ষতিসাধনকারী। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পুনঃ দ্বিতীয় তালাকের পরের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

(فَاِنْ طَلَّقَهَا) তারপর যদি সে তৃতীয় তালাক দেয় (فَلاَ تَحِلُّ لَهُ) তাহলে ঐ স্ত্রী তার জন্যে আর হালাল হবে না। (مِنْ بَعْدُ) তৃতীয় তালাকের পর (حَتّٰى تَنْكِحَ) যে পর্যন্ত সে বিয়ে না করে (زَوْجًا غَيْرَهُ) অন্য স্বামীকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গম না করে (فَاِنْ طَلَّقَهَا) তারপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয়। এই আয়াত আব্দুর রহমান ইব্‌ন যুবাইর (রা) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) তাহলে কোন অপরাধ হবে না। প্রথম স্বামী ও স্ত্রীর (اَنْ يَّتَرَاجَعَا) যে তারা উভয়ের পুনঃ মিলিত হবে মহর ঠিক করে নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে (اِنْ ظَنَّا) যদি তারা মনে করে যে, (اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰه) তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র হুকুমের সীমারেখা সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করতে পারবে যা তিনি স্বামী-স্ত্রীর জন্যে নির্ধারণ করেছেন (وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰه) এবং এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র হুকুম ও তাঁর বিধি-বিধান (يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ) তিনি তা বর্ণনা করেন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা জানে যে ,এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং এর সত্যতা স্বীকার করে।

(٢٣١) وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۚ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۠

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও অতঃপর তারা ইদ্দত পর্যন্ত পৌঁছায় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে অথবা ন্যায়সঙ্গতভাবে মুক্ত করে দিবে। তাদেরকে উৎপীড়ন করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে আটকে রেখ না। যে কেউ এরূপ করবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা তামাশার বস্তু করো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর এবং তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও জ্ঞানগর্ভ কথা নাযিল করেছেন তাও, যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করেন আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

(وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) এবং যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে এক তালাক দাও (فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ) এবং তাদের ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয়, তৃতীয় রজঃস্রাবের গোসলের পূর্বে (فَاَمْسِكُوْهُنَّ) তাদেরকে পুনঃ গ্রহণ কর। (بِمَعْرُوْفٍ) উত্তম ব্যবহারে ও সামাজিক আচরণের মাধ্যমে (اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ) অথবা তাদেরকে মুক্ত কর অর্থাৎ তাদেরকে অবকাশ দাও যাতে তারা গোসল করে ইদ্দত পূর্ণ করে নেয়। (بِمَعْرُوْفٍ) বিধি মত তাদের প্রাপ্য আদায় করে (وَلاَتُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا) এবং তাদেরকে আটকিয়ে রেখো না কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্য

(لِتَعْتَدُوْا) অত্যাচার করার জন্যে এবং তাদের ইদ্দতকে দীর্ঘ করার জন্যে (وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ) এবং যে এরকম কষ্ট দিবে (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) সে নিশ্চয়ই তার নিজের প্রতি জুলুম করে (وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ) এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোকে অর্থাৎ তার আদেশ ও নিষেধকে তোমরা ঠাট্টার বস্তু কর না যে, তোমরা তা জান না (وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ) এবং তোমরা আল্লাহ্‌র এই দয়াকে যা তিনি ইসলাম-এর মাধ্যমে তোমাদের প্রতি করেছেন বিশেষভাবে তা সংরক্ষণ করবে। (وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ) এবং যা কিছু তিনি আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে অবতীর্ণ করেছেন এই কিতাবে (وَالْحِكْمَةِ) এবং হিকমত, হালাল ও হারামের বর্ণনা দিয়ে (يَعِظُكُمْ بِهٖ) তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন কষ্ট না দেয়ার জন্যে।

(وَاتَّقُوا اللّٰهَ) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এভাবে অন্যায় কষ্ট করার ব্যাপারে। (وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ) এবং তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে অর্থাৎ তোমাদের এইরূপ কষ্ট দেওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি (عَلِيْمٌ) জ্ঞাত আছেন।

(٢٣٢) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

২৩২. তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও, অতঃপর তারা নিজেদের ইদ্দতকাল সমাপ্ত করে, তখন স্ত্রীগণ তাদের সেই স্বামীদেরকেই বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না, যদি তারা পরস্পরে বিধিমত সম্মত হয়। এ উপদেশ তোমাদের মধ্যে তাকে প্রদান করা হয়েছে, যে আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে। এটা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না।

(وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) এবং তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে এক বা দুই তালাক দিয়ে থাক (فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ) এবং এরকম তাদের ইদ্দত শেষ হয় এবং তারা যদি ইচ্ছা করে যে, প্রথম স্বামীর কাছে পুনরায় ফিরে যাবে মহর ঠিক করে এবং নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে (فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ) তাহলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিওনা (اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ) যে, তাদের পূর্বের স্বামীকে পুনঃ বিয়ে করবে। যদি ض যের সহ পড়া হয় তবে এর অর্থ হবে আটকে রাখা (اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ) যদি তারা পরস্পর একমত হয় (بِالْمَعْرُوْفِ) বিধিমত মহর সাব্যস্ত করে ও নতুনভাবে বিয়ের মাধ্যমে (ذَالِكَ) এটা যা বর্ণনা করা হল, (يُوْعَظُ بِهٖ) এর দ্বারা উপদেশ দেয়া হল (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে (ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ) এটা যা বর্ণনা করা হল তা তোমাদের মধ্যে শুদ্ধতম (وَاَطْهَرُ) এবং পবিত্রতম তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তোমাদের স্ত্রীদের সন্দেহ ও শত্রুতা হতে (وَاللّٰهُ يَعْلَمُ) এবং আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে ভালবাসা রয়েছে (وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ) কিন্তু তোমরা তা জান না।

এই আয়াতটি নাযিল হয় মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার মুযনী (রা) সম্বন্ধে, যখন তার বোন জামালীকে তার প্রথম স্বামী আবদুল্লাহ ইব্‌ন আসিমের সাথে মহর ও নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাকে এ থেকে নিষেধ করেন ঃ

(২৩৩) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

২৩৩. যে কেউ দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়, তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে। জনকের উপর যথারীতি তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং ওয়ারিসদের উপরও অনুরূপ দায়িত্ব। তারপর পিতামাতা যদি দু'বছরের মধ্যেই পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কারও কোন গুনাহ্ নেই। আর তোমরা যদি নিজেদের সন্তানদেরকে কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন গুনাহ নেই, যদি তোমরা যা ধার্য করেছিলে তা বিধিমত অর্পণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজের সম্যক দ্রষ্টা।

(وَالْوَالِدَاتُ) এবং তালাকপ্রাপ্তা জননীরা। (يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তনের দুধ পান করাবে (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) যে ইচ্ছা করবে যে পূর্ণ সময় পর্যন্ত সন্তানকে দুধ পান করাবে (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) এবং জনকের প্রতি কর্তব্য (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) তাদের ভরণ-পোষণ করা এই স্তন্য পান করার জন্য (بِالْمَعْرُوفِ) উত্তমভাবে, মাত্রা অতিরিক্ত ও কার্পণ্য করা ব্যতীত। (لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ) কোন ব্যক্তিকে এই স্তন্য পানের বিনিময়ে ভরণ-পোষণের জন্য কষ্ট দেয়া হয় না (إِلَّا وُسْعَهَا) কিন্তু তার সাধ্যমত সে পরিমাণ মাল দিয়ে যা আল্লাহ্ তাকে দিয়েছেন।

(وَلَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا) এবং কোন জননীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না তার সন্তানের জন্যে, যখন সে স্তন্যপান করাতে এই পরিমাণ মালের উপর সন্তুষ্ট হয়েছে যা অন্যান্য সময়ে নিয়ে থাকে তখন তার নিকট থেকে স্বামী সন্তান নিতে পারবে না, সন্তুষ্ট করার পর স্বামী তার সন্তানকে গ্রহণ করবে (وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) এবং কোন জনককেও ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না তার সন্তানের জন্যে যখন সন্তান চিনে ফেলে এবং তার মা ছাড়া অন্য কারোর স্তন্য পান করে না তখন সন্তানকে জনকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না (وَعَلَى الْوَارِثِ)। জনকের অথবা সন্তানের উত্তরাধিকারীর উপর যদি চাপ না থাকে (مِثْلُ ذَٰلِكَ) অনুরূপ কর্তব্য ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করা এবং কষ্ট না দেওয়া।

(فَإِنْ أَرَادَا) তারপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি (فِصَالًا) দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগে স্তন্য পান থেকে বন্ধ রাখতে চায়। (عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ) পিতা-মাতা উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) তাহলে উভয়ের কোন অপরাধ নেই। যদিও তারা সন্তানকে দুই বছর পর্যন্ত স্তন্য পান না করায় (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ) এবং যদি তোমরা ইচ্ছা কর যে তোমাদের সন্তানকে জননী ছাড়া অন্যের দুধ পান করাবে এবং মাও যদি ইচ্ছা করে যে, অন্য স্বামী গ্রহণ করবে (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) তাহলে

তোমাদের কোন পাপ নেই। (اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ) যখন তোমরা প্রতিশ্রুত অর্থ তাদেরকে প্রদান কর (بِالْمَعْرُوْفِ) উত্তমরূপে কোন প্রকার না করে বিরুদ্ধাচরণ বরং সকলে সম্মত হয়ে (وَاتَّقُوا اللّٰهَ) এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর কোন ক্ষতিসাধন করতে ও বিরুদ্ধাচরণ করতে। (وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) এবং তোমরা জেনে রাখ যে, তোমরা যা কিছু কর সম্মতি ও ক্ষতিসাধনের জন্য বিরুদ্ধাচরণ এ সম্পর্কে তিনি (بَصِيْرٌ) দ্রষ্টা।

(٢٣٤) وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

(٢٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের সে স্ত্রীগণ যেন চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকে। তারপর তারা যখন ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন তারা বিধি অনুযায়ী নিজেদের জন্য যা করবে,তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে অবহিত।

২৩৫. সে সকল স্ত্রীলোকের নিকট তোমরা ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব করলে অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখলে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ পাক জানেন যে, তোমরা সে সকল স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলোচনা করবে, কিন্তু শরী'আতসম্মত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করো না এবং নির্দিষ্ট ইদ্দতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বিবাহ সম্পন্ন করার সংকল্প করো না। জেনে রেখ, তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্ জানেন। কাজেই, তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল।

(وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) এবং তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ মৃত্যু মুখে পতিত হয় (وَيَذَرُوْنَ) এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যায় তবে স্ত্রীরা (يَتَرَبَّصْنَ) অপেক্ষা করবে (بِاَنْفُسِهِنَّ) নিজেদের ইদ্দতের জন্যে (اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا) চারমাস দশ দিন পর্যন্ত (فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ) তারপর যখন তাদের ইদ্দত শেষ হয় (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) তখন তোমাদের অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের কোন অপরাধ নেই বাধা না দিতে (فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ) যা কিছু তারা করতে চায় সাজসজ্জা (بِالْمَعْرُوْفِ) উত্তমভাবে বিয়ের জন্যে (وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ) এবং ভাল ও মন্দ যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) এবং তোমাদের কোন অপরাধ নেই (فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) তাদের জন্যে ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দিতে ইদ্দতের মধ্যে যে ইদ্দতের শেষ হওয়ার পর সে তাকে বিয়ে করবে, যেমন সে এ বিধবাকে বলে, যদি আল্লাহ্ আমাদের উভয়ের মধ্যে হালালভাবে মিলন ঘটান তা আমার কাছে

(عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ) পছন্দনীয় (اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ) বা তোমরা অন্তরে তা গোপন রাখ এবং মনে মনে রাখ (سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ) আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন যে তোমরা এদের কথা অতি সত্বরই আলোচনা করবে এবং বিয়ের কথা উল্লেখ করবে (وَلٰكِنْ لاَّ تُوَاعِدُوْهُنَّ) কিন্তু গোপনে কোন অঙ্গীকার করবে না (اِلاَّ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلاً مَّعْرُوْفًا) কিন্তু বিধিমত স্পষ্ট বিশুদ্ধ কথা বলা ব্যতীত যেমন বলে। যদি আল্লাহ্ আমাদের উভয়কে হালাল ভাবে একত্রিত করেন আমার জন্য তা খুবই পছন্দনীয় এবং এর অধিক কিছু না বলে। (وَلاَ تَعْزِمُوْا) এবং সংকল্প করো না (عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ) বিবাহ কার্যাদি সম্পন্ন করার (اَجَلَهُ) ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত (وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ) এবং তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে সংকল্প পূর্ণ করা অথবা তোমরা যা বলেছ এর বিপরীত কাজ করা এসব সম্বন্ধে আল্লাহ্ অবহিত আছেন। (فَاحْذَرُوْهُ) অতএব তাকে তোমরা ভয় কর তার হুকুমের বিপরীত কিছু করতে (وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ) এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার আদেশের বিপরীত কিছু করা হতে বিরত থাকে (حَلِيْمٌ) এবং সহনশীল, তিনি সহজে ও শীঘ্র কাউকে শাস্তি দেন না।

(٢٣٦) لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(٢٣٧) وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

২৩৬. এখনও পর্যন্ত তোমরা তোমাদের যে স্ত্রীকে স্পর্শ করো নি, বা যাদের মোহর ধার্য করো নি, তাদেরকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নেই, তোমরা তাদের খরচ দিও, বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সাধ্যমত। এ খরচ হবে বিধি অনুযায়ী। আর এটা সৎকর্মপরায়ণের অবশ্য কর্তব্য।

২৩৭. তোমরা যদি তাদেরকে তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই এমতাবস্থায় যে, তাদের জন্য মোহর ধার্য করেছ, তবে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক দেওয়া কর্তব্য, তবে যদি স্ত্রীগণ কিছু অংশ ছেড়ে দেয় অথবা যার হাতে ইখ্‌তিয়ার অর্থাৎ স্বামী অধিক দান করে। আর তোমরা পুরুষরা যদি বেশি করে দাও তবে সেটাই তাক্‌ওয়ার নিকটতর। তোমরা পরস্পরে অনুগ্রহ করতে ভুলো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

(لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) তামাদের কোন অপরাধ নেই (اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ) যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দাও তার সাথে সংগত হওয়ার পূর্বে (اَوْتَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً) অথবা কোন মহর ধার্য না করে (وَّمَتِّعُوْهُنَّ) তবে তোমরা তাদেরকে তালাকের কারণে একজোড়া কাপড়ের ব্যবস্থা করে দাও (عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ) এবং বিত্তবানের উপর তার সাধ্যানুযায়ী (وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)এবং বিত্তহীনের জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী (مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ) বিধিমত জোড়া দেওয়া অতিরিক্ত যা কমপক্ষে একটা জামা

একটা ওড়না ও একটা চাদর হতে (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ) এটা সত্যপরায়ণ মু'মিনদের জন্যে কর্তব্য। কেননা এটা মহরের পরিবর্তে দেয়। তারপর মহর সাব্যস্ত হয়ে থাকলে সে সম্পর্কে বলেন ঃ

(وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ) এবং যদি তোমরা তাদের সাথে সহবাসের পূর্বেই তালাক দিয়ে থাক (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً) এবং তোমরা তাদের মহর ধার্য করে থাক (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) তাহলে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক (اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ) কিন্তু যদি স্ত্রী তার মোহরের দাবী স্বামীর উপর থেকে ছেড়ে দেয় (اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) অথবা যার হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে অর্থাৎ পুরুষ যে হক স্বামী তার স্ত্রীর উপর যে হক আছে তা পরিত্যাগ করে দেয় এবং পূর্ণ মহর আদায় করে দেয় (وَاَنْ تَعْفُوْا) আর তোমাদের নিজেদের হক ছেড়ে দেওয়া (اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى) তাকওয়ার নিকটতর মুত্তাকীদের জন্য। অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রীর যে কেউ তার অন্যের উপর প্রাপ্য হক ছেড়ে দেয় সে-ই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।

(وَلاَتَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে সহায়তার কথা ভুলে যেও না। স্বামী-স্ত্রীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেন, তোমরা পরস্পরের মধ্যে দয়া ও সদাশয়তা ছেড়ে দিও না। (اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু দয়া-দাক্ষিণ্য কর (بَصِيْرٌ) তা তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি উৎসাহ দান করে বলেন ঃ

(٢٣٨) حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ○

(٢٣٩) فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○

২৩৮. তোমরা সালাতসমূহের প্রতি যত্নবান থাক। বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহ্র সম্মুখে বিনীতভাবে দাঁড়াও।

২৩৯. যদি তোমরা কারও ভয় কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় আদায় করে নাও। তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন আল্লাহ্কে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

(حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلٰوتِ) তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হও। ওযূসহ সালাতের রুকু-সিজ্দা এবং সালাতের মধ্যে যা কিছু আবশ্যকীয় নির্ধারিত সময়ে পালন করবে (وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى) এবং বিশেষ করে আসরের সালাতে যত্নবান হবে (وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ) এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রুকু-সিজদাসহ সালাত আদায় কর। আরো বলা হয়, আল্লাহ্র প্রতি অনুগত থাক সালাত আদায়কালে এবং সালাতে কথাবার্তা বলে তাঁর হুকুম অমান্য করো না।

(فَاِنْ خِفْتُمْ) যদি তোমরা আশংকা কর শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার (فَرِجَالاً) তবে পদচারী অবস্থায় ইঙ্গিতে সালাত আদায় করবে (اَوْرُكْبَانًا) বা আরোহী অবস্থায় প্রাণীর উপরে তা যেদিকেই চলুক না কেন (فَاِذَا اَمِنْتُمْ) এরপর যখন তোমরা শত্রু হতে নিরাপদ স্থানে পৌঁছবে (فَاذْكُرُوا اللّٰهَ) তখন তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ করবে রুকু ও সিজদাসহ পূর্ণাঙ্গভাবে সালাত আদায় করে। (كَمَا عَلَّمَكُمْ) যেমন তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কুরআনে পাকে যে সফরে রত ব্যক্তি দুই রাকআত পড়বে এবং মুকীম অবস্থায় পড়বে চার রাকআত (مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ) যা তোমরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে জানতে না।

(٢٤٠) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

(٢٤١) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ○

(٢٤٢) كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

২৪০. তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা যেন তাদের জন্য এক বছরের ভরণ-পোষণের অসিয়ত করে, তাদেরকে ঘর হতে বের না করে। কিন্তু তারা নিজেরাই যদি বের হয়ে যায়, তবে তারা নিজেদের জন্য বিধিমত যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ পাক মহা-পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

২৪১. তালাকপ্রাপ্ত নারীগণকে প্রথামত ভরণ-পোষণ দেওয়া মুত্তাকীদের কর্তব্য।

২৪২. এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আপন বিধান বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

(وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) এবং যখন তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের মৃত্যু হয় (وَيَذَرُوْنَ) এবং তারা রেখে যায় (اَزْوَاجًا) স্ত্রীদেরকে মৃত্যুর পরে তাহলে (وَصِيَّةً) তাদের উচিত হবে অসিয়ত করা আর যদি (وَصِيَّةٌ)-এর উপর খবর হয় তবে অর্থ হবে তাদের স্বামীদের উচিত যে তারা যেন অসিয়ত করে (لِاَزْوَاجِهِمْ) স্ত্রীদের জন্যে তাদের মাল হতে (مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ) এক বছর পর্যন্ত ভরণ পোষণ ও বাসস্থানের জন্য (غَيْرَ اِخْرَاجٍ) তাদের স্বামীদের বাড়ি বহিষ্কার না করে (فَاِنْ خَرَجْنَ) যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায় বা বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই অন্যত্র বিবাহ করে (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) তাহলে তোমাদের উপর হে অভিভাবকরা কোন পাপ হবে না। যদি তোমরা তাদের খোরপোষ বন্ধ করে দাও তখন সে তার স্বামীর ঘর স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে বা অন্যত্র বিয়ে করে (فِىْ مَا فَعَلْنَ) এবং কোন পাপ হবে না যা কিছু তারা করে (فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ) নিজেদের ব্যাপারে বিধিমত অর্থাৎ বিয়ের জন্য সাজ-সজ্জা করা। এই আয়াত মিরাসের আয়াত দিয়ে রহিত হয়েছে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে ভরণ-পোষণের হুকুম রহিত হয়েছে (وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ) এবং আল্লাহ্ পরাক্রান্ত তাঁর আদেশ অমান্যকারীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময় পূর্ণ বৎসরের ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের হুকুম রহিত করার ব্যাপারে যেহেতু মীরাসের এক চতুর্থাংশ বা অষ্টমাংশ দেওয়ার বিধান দিয়েছেন।

(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ) তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে বিধিমত ভরণ-পোষণের মাধ্যমে দয়া ও দাক্ষিণ্য করা (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ) মুত্তাকীদের জন্য উচিত যদিও তা ওয়াজিব নয়, কেননা তা মহরের অতিরিক্ত দান স্বরূপ।

(كَذٰلِكَ) এভাবেই (يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهٖ) আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শন ও আদেশ -নিষেধের বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। যেমন এটা বর্ণনা করেছেন (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ) যাতে তোমরা বুঝতে পার। যা তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। তারপর বনী ইসরাঈলের যোদ্ধাদের ঘটনা সম্পর্কে এখানে বর্ণনা করে বলেন ঃ

(٢٤٣) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○
(٢٤٤) وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○
(٢٤٥) مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

২৪৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুভয়ে গৃহ ত্যাগ করেছিল আর তারা ছিল হাজারে হাজার? এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন, তোমাদের মৃত্যু হোক। এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

২৪৪. তোমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই কর এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২৪৫. কে আছে এমন, যে আল্লাহ্‌কে দিবে উত্তম ঋণ? তাহলে আল্লাহ্ তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ্‌ই তো সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যবর্তিত হবে।

(اَلَمْ تَرَ) আপনি কি হে মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের মাধ্যমে অবগত নন যে, (اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ) এরা যখন নিজেদের আবাসভূমি পরিত্যাগ করে বের হয়েছিল, তাদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে (وَهُمْ اُلُوْفٌ) তারা সংখ্যায় ছিল আট হাজার। তারপর তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ভীত হয়ে গেল (حَذَرَ الْمَوْتِ) নিহত হওয়ার ভয়ে (فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا) তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলেন, তোমরা মরে যাও এবং আল্লাহ্ তাদেরকে সে স্থানে মৃত্যু দিলেন (ثُمَّ اَحْيَاهُمْ) তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করলেন আটদিন পর। (اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল (عَلَى النَّاسِ) এদের প্রতি যেহেতু তিনি তাদেরকে পুনঃজীবিত করলেন (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ) কিন্তু অনেকেই তার এই দয়ার জন্য কৃতজ্ঞ নয় যে, তারা পুনঃজীবন লাভ করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করার পর বললেন ঃ

(وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর (وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ) এবং তোমরা জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী তোমাদের কথাগুলির (عَلِيْمٌ) ও জ্ঞাত তোমাদের নিয়ত সম্বন্ধে এবং শাস্তির বিষয়ে, যদি তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন না কর। তারপর আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে দান-খয়রাতের জন্যে উৎসাহ প্রদান করেন এবং বলেন, (مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا) কে সে ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণদান করবে সদকা করে খাঁটি পুরস্কারের আশায় অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে (فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً) তবে তাকে অনেক গুণে বর্ধিত করে সাওয়াব দেওয়া হবে, একের বিনিময়ে বিশ লাখ পর্যন্ত।

(وَاللّٰهُ يَقْبِضُ) এবং আল্লাহ্ সংকুচিত করেন (وَيَبْسُطُ) এবং সম্প্রসারিত করেন সম্পদ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন দুনিয়াতে (وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ) এবং তোমাদের সকলকেই তাঁর পানেই প্রত্যানীত হবে মৃত্যুর পর, এবং সেখানে তোমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। এই আয়াতটি আনসারদের এক ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় যাকে আবূদ্ দাহ্‌দাহ বা আবুদ্দাহদাহা বলা হত।

(٢٤٦) اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰی ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَاۤ اَلَّا نُقَاتِلَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌۢ بِالظّٰلِمِیْنَ ○

(٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰی یَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَیْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ یُؤْتِیْ مُلْكَهٗ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ○

২৪৬. তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি? যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর, যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়তে পারি। নবী বলল, তোমাদের দিক থেকে এর সম্ভাবনা আছে কি যে, তোমাদের প্রতি লড়াইয়ের বিধান দেওয়া হলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, কি হয়েছে আমাদের যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়ব না, অথচ আমাদেরকে আমাদের ঘরবাড়ি ও সন্তান-সন্ততি হতে বহিষ্কার করা হয়েছে? এরপর তাদেরকে যখন লড়াই করতে আদেশ করা হয়, তখন তার সকলেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল, স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত। আল্লাহ্ তা'আলা পাপিষ্ঠদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত।

২৪৭. তাদের নবী তাদেরকে বলল, আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের জন্য রাজা নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, আমাদের উপর তার কর্তৃত্ব হবে কীরূপে, যখন আমরা তার চেয়ে কর্তৃত্বের বেশি হক্‌দার এবং তাকে বৈষয়িক প্রাচুর্যও দেওয়া হয়নি। নবী বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তৃত্ব দান করেন। এবং আল্লাহ্ অনুগ্রহকারী, সর্বজ্ঞাত। নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ নিদর্শন আছে— যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক।

(اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰی) আপনি কি মূসা (আ)-এর পরবর্তী বনী ইসরাঈলের এক গোত্রের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত নন (اِذْ قَالُوْا لِنَبِیٍّ لَّهُمْ) যখন তারা তাদের নবী অর্থাৎ শামুয়েল (আ)-কে বলেছিলেন, (ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا) আপনি আমাদের জন্যে সৈন্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে একজন বাদশাহ মনোনীত করুন। (نُقَاتِلْ) যার আদেশে আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি (فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে (قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ) তিনি বললেন, তোমাদের কি এটা করার ক্ষমতা আছে? যদি সীনের নীচে যের পড়া হয় তবে অর্থ হবে তোমরা কি মনে কর? (اِنْ كُتِبَ) যদি এই যুদ্ধ ফরয করা হয় (عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ) তোমাদের প্রতি তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে (اَلَّا تُقَاتِلُوْا) আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ না কর?

(قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ) তখন তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আমাদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করব না? (فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র পথে (وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا) অথচ আমাদেরকে আমাদের

ঘর বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে (وَاَبْنَائِنَا) এবং আমাদের সন্তানদেরকে বন্দী করা হয়েছে (فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا) তারপর যখন তাদের প্রতি শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয করা হল, তখন তারা তাদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিল (اِلاَّ قَلِيْلاً) হ্যাঁ মাত্র তিনশত তেরজন মানুষ দৃঢ় রইল। (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ) এবং আল্লাহ্ তা'আলা জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত যারা তাদের শত্রুদের মুকাবিলা হতে বিরত রয়েছিল।

(وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ) তখন তাদের নবী হযরত শামুয়েল (আ) বলেন (اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে (طَالُوْتَ مَلِكًا) তালুতকে বাদশাহ মনোনীত করেছেন। (قَالُوْا اَنّٰى يَكُوْنُ) তখন তারা বলল, কিভাবে (لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا) আমাদের উপর তার কর্তৃত্ব হবে অথচ কোন রাজপরিবারের লোক নয় (وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ) এবং আমরা তা অপেক্ষা বাদশাহীর জন্যে অধিক হকদার। কারণ আমরা শাহী খান্দানের লোক (وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ) এবং তাকে অর্থেও প্রাচুর্য দেওয়া হয়নি যাতে সে সৈনিকদের ব্যয়ভার বহন করতে পারে।

(قَالَ) শামুয়েল (আ) বললেন (اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ) আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছেন তোমাদের জন্য রাজ্যের ও রাজত্বের ব্যাপারে (وَزَادَهُ بَسْطَةً) এবং তাকে সমৃদ্ধি দান করেছেন (فِى الْعِلْمِ) জ্ঞানে, বিশেষ করে যুদ্ধ বিদ্যায় (وَالْجِسْمِ) এবং দেহে দীর্ঘকায় ও শক্তিদান করে (وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ) এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে রাজত্ব দান করেন পৃথিবীতে, যদিও সে রাজপরিবারের লোক না হয় (وَاللّٰهُ وَاسِعٌ) এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় তাঁর দানে (عَلِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়। রাজত্ব প্রদানে তার গোত্রের লোকরা বলত, তার এই রাজত্ব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয় বরং তারা বলত, আপনি তাকে আমাদের জন্যে বাদশাহ নির্ধারণ করেছেন ঃ

(২৪৮) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

২৪৮. এবং তাদের নবী তাদেরকে বলল, তার কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই সিন্দুক আসবে, যাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ রক্ষিত আছে। সিন্দুকটি ফিরিশ্‌তাগণ বহন করে আনবে।

(وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ) আর তাদের নবী শামুয়েল (আ) বললেন- (اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ) নিশ্চয়ই তার রাজত্বের নিদর্শন অর্থাৎ তা যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই মনোনীত (اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ) এই যে, তোমাদের কাছে সে তাবূত ফিরিয়ে দেওয়া হবে যা তোমাদের থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল (فِيْهِ سَكِيْنَةٌ) যাতে চিত্ত শান্তি, দয়া ও শান্তি রয়েছে, আরো বলা হয়, তাতে সাহায্যের আভাস রয়েছে এবং তাতে হলদে রংয়ের দীপ্তি রয়েছে মানুষের চেহারার মত (مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং তাতে রয়েছে অধিকাংশ যা রেখে গিয়েছিলেন মূসা (আ) অর্থাৎ তাঁর কিতাব। আরো বলা হয়, কিতাবের কাষ্ঠ ফলক ও তার লাঠি যে রেখে গিয়েছিলেন হারূন (আ) অর্থাৎ তাঁর (وَاٰلُ هٰرُوْنَ) এবং যারা হারূনের পরিবারবর্গের পরিত্যক্ত চাদর ও পাগড়ী। (تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ) ফিরিশতারা তা তোমাদের কাছে নিয়ে

আসবেন (اِنَّ فِىْ ذَالِكَ) এই তাবুত তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে لَاٰيَةً لَّكُمْ নিদর্শন রয়েছে তোমাদের জন্যে যে, তার এই রাজত্ব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই মনোনীত (اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) যদি তোমরা মু'মিন হও অর্থাৎ বিশ্বাসী হও।

(٢٤٩) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

২৪৯. তারপর তালূত যখন সেনা বাহিনীসহ বের হলো, তখন সে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা একটি নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি সে নদীর পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে কেউ এর স্বাদ গ্রহণ করবে না, সে আমার দলভুক্ত, তবে যে ব্যক্তি তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সে অপরাধী হবে না। তারপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই তার পানি পান করলো। তালূত ও তার সঙ্গী মু'মিনগণ যখন নদীটি পার হলো, তখন তারা বলল, আজ জালূত ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু যারা বিশ্বাস করতো আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের অবশ্যই সাক্ষাত ঘটবে, তারা বলল, আল্লাহ্‌র হুকুমে বহুবারই ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের উপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ্ তো ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

(فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ) তারপর যখন তালূত যুদ্ধের জন্য বের হয়ে আসল (بِالْجُنُوْدِ) সৈন্য-সামন্ত নিয়ে, পথিমধ্যে তাদের মরুভূমি অতিক্রম করতে হল যেখানে তারা রোদের উত্তাপে ও পিপাসায় আক্রান্ত হয়ে পড়ল। তখন তারা তালূতের কাছে পানি চাইল। (قَالَ) তালূত বললেন, (اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ) আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি প্রবাহিত নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন। (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ) যে কেউ সে নদী থেকে পান করবে (فَلَيْسَ مِنِّىْ) সে আমার দলভুক্ত নয়, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে পারবে না এবং সে নদী অতিক্রম করতে পারবে না। (وَلَمْ يَطْعَمْهُ) আর যে কেউ তার পানি পান করে স্বাদ গ্রহণ করবে না (فَاِنَّهٗ مِنِّىْ) সে আমার দলভুক্ত, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে পারবে। তারপর যদি পৃথক করে বলেন, (اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ) তবে যে কেউ তার হাতে কোষ ভরে পানি গ্রহণ করবে সেও আমার দলভুক্ত থাকবে– এ আয়াতে যদি (غُرْفَةً) শব্দকে (غَرْفَةً) অর্থাৎ গাইন অক্ষরকে যবর দিয়া পড়া হয় তবে তার অর্থ হবে এক কোষ অর্থাৎ এক কোষ পানিই তাদের নিজেদের পান করার জন্য, তাদের জন্তুদের পান করানোর জন্য এবং সাথে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।

(فَشَرِبُوْا مِنْهُ) যখন তারা নদীর কাছে পৌঁছল তারা সেখানে অবস্থান করল এবং যথেষ্ট পেটপুরে পানি পান করল– (اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ) কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক ব্যতীত অর্থাৎ তিন শতকের তেরজন যারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যেটুকু পানি করার অনুমতি দিল সেটুকু ব্যতীত পেটপুরে পানি পান করেনি (فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ) যখন নদী অতিক্রম করল সেই তালূত (وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ) এবং যেসব মু'মিনগণ তার সঙ্গে

ছিল (قَالُوْا) তারা পরস্পরে বলতে লাগল (لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ) তালুত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই (قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلَقُوا اللّٰهِ) যারা বিশ্বাস করত ও দৃঢ় প্রত্যয় রাখত যে, তারা মৃত্যুর পরে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে তারা বলল, (كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ) মু'মিনদের কত ক্ষুদ্র দল (غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً) কাফিরদের কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে (بِاِذْنِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র হুকুমে অর্থাৎ তাঁর সাহায্যে (وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ) আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন তাদেরকে যুদ্ধে সাহায্য দিয়ে থাকেন।

(٢٥٠) وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(٢٥١) فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

২৫০. তারা যখন জালুত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হল, তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তরে ধৈর্য ঢেলে দাও, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

২৫১. কাজেই, মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র হুকুমে জালূতের সৈন্যদেরকে পরাভূত করল, দাউদ জালূতকে হত্যা করল, আর আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং যা ইচ্ছা করলেন শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে রাজ্য বিপর্যস্ত হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ্ জগদ্বাসীর প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

(وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ) যখন তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হল (قَالُوْا) তখন সেই মু'মিনগণ বলল, (رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا) হে আমাদের রব! আমাদেরকে ধৈর্য দিয়ে সম্মানিত কর (وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا) এবং যুদ্ধে আমাদের পা অবিচলিত রাখ। (وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ) আর জালূত ও তার সৈন্য-সামন্ত কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য দান কর।

(فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ) তখন তারা আল্লাহ্‌র হুকুমে অর্থাৎ সাহায্যে কাফিরদের পরাভূত করল (وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ) এবং নবী দাউদ (আ) কাফির জালূতকে হত্যা করলেন (وَاٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ) এবং আল্লাহ্ দাউদ (আ)-কে বনী ইসরাঈলের রাজত্ব দান করলেন (وَالْحِكْمَةَ) এবং হিকমত অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও নবূওয়ত দান করলেন (وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ) এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাঁকে শিক্ষা দিলেন যেমন বর্ম তৈরী করা (وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) আর আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন যেভাবে দাউদ (আ)-কে দিয়ে বনী ইসরাঈলের উপর থেকে জালূতের অনিষ্ট প্রতিহত করেন তাহলে (لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ) পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত জনগণ সহ অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ নবীগণের মাধ্যমে মু'মিনদের উপর থেকে তাদের শত্রুদের অনিষ্ট প্রতিহত না করতেন এবং মুজাহিদদের মাধ্যমে যারা জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারে না তাদের উপর থেকে তাদের শত্রুদের অনিষ্ট প্রতিহত না করতেন তাহলে পৃথিবী তার অধিবাসীসহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত (وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْفَضْلٍ) কিন্তু আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল (عَلَى الْعَالَمِيْنَ) জগতসমূহের উপর অনিষ্ট প্রতিহত করে।

(٢٥٢) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

(٢٥٣) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۫ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝ ع

২৫২. এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত। আমি তোমাকে যথাযথভাবে শোনাই এবং নিশ্চয়ই তুমি আমার রাসূলগণের অর্ন্তভূক্ত।

২৫৩. এই রাসূলগণ। আমি তাদের মধ্যে কাউকে কারও উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো এমন, যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আর আমি মারইয়াম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট মু'জিযা দিয়েছি এবং তাকে রুহুল কুদ্‌স (অর্থাৎ জিব্‌রাঈল) দ্বারা শক্তিশালী করেছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এসব নবীর পরবর্তী যারা সে সব লোক তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দেশ পৌছার পরও পরস্পরে দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত হতো না। কিন্তু, তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটল, ফলে তাদের মধ্যে কতকে ঈমান আনল এবং কতক কাফির হলো। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতো না, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন।

(تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ) এগুলো আল্লাহ্‌র কুরআনের আয়াত, যাতে অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে (نَتْلُوْهَا عَلَيْهَا) যা আমি জিবরাঈলের মাধ্যমে আপনার উপর নাযিল করেছি (بِالْحَقِّ) যথাযথভাবে সত্য ও মিথ্যা বিবৃত করে (اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ) নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্যতম, সমগ্র জিন ও মানব জাতির প্রতি।

(تِلْكَ الرُّسُلُ) এই রাসূলগণ যাঁদের নাম আপনাকে অবহিত করা হয়েছে (فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ) তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, মর্যাদা দান করে। (مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ) তাদের মধ্যে কেউ এমন রয়েছেন যাঁর সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন এবং তিনি হচ্ছেন হযরত মূসা (আ)। (وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ) আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তিনি একান্ত বন্ধু বানিয়েছেন এবং হযরত ইদরিস (আ)-কে উচ্চ স্থানে আসীন করেছেন (وَاٰتَيْنَا) এবং আমি প্রদান করেছি (عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ) ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ)-কে আদেশ-নিষেধ এবং বিস্ময়কর প্রমাণাদি দিয়ে (وَاَيَّدْنَاهُ) এবং আমি তাকে শক্তি ও সাহায্য দান করেছি (بِرُوْحِ الْقُدُسِ) পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিব্‌রাঈলের মাধ্যমে।

(وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা মহাবিরোধ করে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না (الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ) যারা হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর পরবর্তী সময় এসেছে (مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ) এদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর অর্থাৎ তাদের কিতাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলী ও তার স্পষ্ট বিবরণ আসার পর (وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا) কিন্তু এরা তাদের ধর্মীয় বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছিল।

(فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ) ফলে তাদের মধ্যে কতক লোক ঈমান আনল সকল কিতাব ও রাসূলগণের উপর (وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ) আর তাদের মধ্যে কতক লোক কুফরী করল, সকল কিতাব ও রাসূলগণের সাথে (وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا) যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে তারা ধর্মীয় বিষয়ে মতবিরোধ করে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না। (وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তার বান্দাদের ব্যাপারে তিনি তাই করেন। তারপর তিনি সাদকা, দান, খয়রাত সম্বন্ধে উৎসাহ দিয়ে বলেন ঃ

(٢٥٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

(٢٥٥) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

২৫৪. হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় কর, সেইদিন আসার পূর্বে, যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না এবং যারা কাফির তারাই জালিম।

২৫৫. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সকলের ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। কে এমন আছে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? যা কিছু সৃষ্টির সম্মুখে ও তাদের পশ্চাতে আছে, তা তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই পরিবেষ্টন করতে পারে না, তবে তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসীতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্থান সংকুলান আছে। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য কষ্টকর নয়। তিনি সুমহান ও শ্রেষ্ঠ।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ) হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে আমি যা কিছু ধন-সম্পদ দিয়েছি তা হতে তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্র পথে (مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ) সেই কিয়ামতের দিন আসার পূর্বে যেদিন (لَا بَيْعٌ فِيْهِ) কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয় থাকবে না (وَلَا خُلَّةٌ)এবং কোন বন্ধুত্ব থাকবে না (وَلَا شَفَاعَةٌ) কোন এবং সুপারিশ চলবে না কাফিরদের ব্যাপারে (وَالْكٰفِرُوْنَ) এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা (هُمُ الظّٰلِمُوْنَ) তারাই হচ্ছে অত্যাচারী ও আল্লাহ্র সাথে অংশীবাদী। তারপর তিনি নিজের প্রশংসা বর্ণনা করে বলেন ঃ

(اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই তিনি চিরঞ্জীব, যাঁর কোন মৃত্যু নেই। (اَلْقَيُّوْمُ) অর্থ বিশ্বধাতা, অনাদি, (لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ) তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করে না (وَلَا نَوْمٌ) এবং এমন গভীর নিদ্রাও স্পর্শ করে না। যা তাঁকে পরিচালনা ও নির্দেশনা থেকে বিরত রাখতে পারে। (لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ) তাঁরই যা কিছু আকাশে আছে ফিরিশতামণ্ডলী (وَمَا فِي الْاَرْضِ) এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্টিসমূহ (مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ) এমন কে আছে যে তাঁর কাছে কোন প্রকার সুপারিশ করতে পারবে আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসী হতে কিয়ামতের দিনে (اِلَّا بِاِذْنِهٖ) তাঁর অনুমতি ব্যতীত। (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

(أَيْدِيْهِمْ) তিনি জানেন যা কিছু আছে তাদের সম্মুখে অর্থাৎ ফিরিশতাগণের সম্মুখে আছে আখিরাত সম্পর্কে যে, কাদের জন্য সুপারিশ (শাফা'আত) করা যাবে এবং যা আছে তাদের দুনিয়ার বিষয়সমূহ সম্বন্ধে (وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ) এবং ফিরিশতাগণও কিছু অবগত নয় দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়াদি সম্বন্ধে সে সব বিষয় ব্যতীত যা তিনি তাদেরকে অবহিত করেন (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ) তাঁর কুরসী সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী হতে প্রশস্ত (وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا) এবং তাঁর জন্য ক্লান্তিকর নয় এই আরশ ও কুরসীর রক্ষণাবেক্ষণ ফিরিশতার সাহায্য ছাড়াই। (وَهُوَ الْعَلِيُّ) তিনি সর্বাপেক্ষা মহান, (الْعَظِيْمُ) অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ।

(٢٥٦) لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

(٢٥٧) اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـــُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۚ

২৫৬. দীনের ব্যাপারে কোন জোর-যবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই বিভ্রান্তি হতে হিদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন যে কেউ বিভ্রান্তকারীকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে,সে এমন এক মজবুত শৃংখল আঁকড়ে ধরল যা কখনও ভাঙবার নয়। আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন, জানেন।

২৫৭. আল্লাহ্ মু'মিনগণের বন্ধু, তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কাফির, তাদের বন্ধু শয়তান, যে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে বের করে নেয়। এরাই জাহান্নামবাসী। যেখানে তারা স্থায়ী হবে।

(لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ) দীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই। অর্থাৎ আরব জাতির ইসলাম গ্রহণের পর আহলে কিতাব ও অগ্নিপূজকদের কারোর উপর তাওহীদ গ্রহণে জবরদস্তি করা যাবে না। (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) নিশ্চয়ই এখন ঈমান কুফরী হতে, সত্য-অসত্য হতে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। মুনযির ইব্ন সাবী তামীমী সম্বন্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ) যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে অর্থাৎ শয়তানের নির্দেশ ও প্রতিমা পূজা অস্বীকার করবে (وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ) এবং ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি ও যা কিছু তাঁর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى) সে এমন এক মজবুত হাতল ধরল, অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, (لَا انْفِصَامَ لَهَا) যা কখনো ভাঙবে না, অর্থাৎ ছিন্ন, বিনষ্ট ও ধ্বংস হবে না। আরো বলা হয়, এই কলেমায় বিশ্বাসীদের জান্নাতের নিয়ামত হতে বিচ্ছিন্ন করা হবে না এবং সে জান্নাতের বসবাস হতেও দূরীভূত হবে না এবং চিরকাল জাহান্নামবাসী হয়ে ধ্বংস হবে না (وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ) আল্লাহ্ শুনেন এ কথাগুলি (عَلِيْمٌ) এবং জানেন এর সওয়াব ও পুরস্কার সম্বন্ধে।

(اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ) এবং আল্লাহ্ অভিভাবক অর্থাৎ হিফাজতকারী ও সাহায্যকারী তাদের, যারা ঈমান এনেছে অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম ও তার সঙ্গীদের জন্য (يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ) তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে যান। যেমন আল্লাহ্ তাদেরকে বের করে নিয়েছেন এবং তাওফিক দিয়েছেন, তারা কুফরী থেকে ঈমানের দিকে বের হয়ে এসেছে (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا) কিন্তু যারা কুফরী করেছে যেমন কা'ব ইবন আশরাফ ও তার সঙ্গীরা (اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ) তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত, শয়তান (يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ) এরা তাদেরকে আলোক হতে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়, এরা তাদেরকে ঈমান ছেড়ে কুফরীর দিকে আহ্বান করে। (اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ) এরাই হচ্ছে জাহান্নামবাসী (هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, মরবে না এবং কোন দিনই সেখান থেকে বের হতে পারবে না।

(২৫৮) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ

২৫৮. আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেন নি, যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলল, আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহীম বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিকে হতে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করাও, তখন সে কাফির হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ্ জালিমদেরকে সরল পথ দেখান না।

(اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ) আপনি কি দেখেন নি অর্থাৎ আপনার কাছে কি সংবাদ পৌছেনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে? (حَاجَّ) যে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল (اِبْرَاهِيْمَ فِى رَبِّهٖ) ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালকের দীন সম্বন্ধে (اَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ) যেহেতু আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন, এর নাম ছিল নমরুদ ইবন কিনআন (اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ) যখন ইব্রাহীম (আ) বললেন, আমার প্রতিপালক হলেন তিনিই, যিনি (পুনরুত্থানে) জীবিত করবেন এবং দুনিয়াতে মৃত্যু দিবেন (قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ) সে বলল, আমিই জীবিত করি এবং মৃত্যু দেই (قَالَ اِبْرَاهِيْمُ) ইব্রাহীম (আ) বললেন, তুমি এটা প্রমাণ করে দেখাও। তখন সে জেল হতে দু'ব্যক্তিকে আনল তার মধ্যে একজনকে হত্যা করল এবং অপরজনকে ছেড়ে দিল এবং বলল, এ হলো প্রমাণ। ইব্রাহীম (আ) তখন বললেন, (فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্বদিক হতে উদিত করেন (فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ) কাজেই তুমি তা পশ্চিম দিক হতে উদয় করাও। (فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ) তারপর যে কুফ্রী করেছিল আর বিতর্ক করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, আর প্রমাণ পেশ করতে না পেরে নিরব হয়ে গেল। (وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى) এবং আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালনা করেন না, প্রমাণ পেশ করতে (الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ) জালিম সম্প্রদায় কাফিরদেরকে অর্থাৎ নমরুদকে।

(২৫৯) اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

২৫৯. অথবা আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেন নি, যে এমন এক নগর অতিক্রম করছিল, যা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ একে জীবিত করবেন? তারপর আল্লাহ্ তাকে একশ' বছর মৃত রাখলেন। পরে তাকে জীবিত করলেন। তিনি বললেন, তুমি কতকাল এখানে অবস্থান করলে? সে বলল, আমি একদিন অথবা একদিনের কিছু কম অবস্থান করেছি। তিনি বললেন, না, বরং তুমি একশ' বছর অবস্থান করেছ। তুমি তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে লক্ষ্য কর, তা নষ্ট হয়নি এবং তোমার গাধার পতি লক্ষ্য কর, কারণ আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য নিদর্শন বানাতে চাই। আর অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, আমি কীভাবে সেগুলোকে জাগিয়ে তুলে সংযোজিত করি এবং তাতে গোশ্‌ত জড়াই। যখন তার নিকট এ অবস্থা সুস্পষ্ট হল, তখন বলে উঠল, আমি জানি নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

(اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ قَرْيَةٍ) অথবা আপনি কি সংবাদ রাখেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল যার নাম ছিল দায়রে হেরকাল, এবং তিনি হলেন উযায়ের ইবন শারহিয়া, তিনি সেই নগর দিয়ে যাচ্ছিলেন (وَّهِيَ خَاوِيَةٌ) যা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছিল (عَلٰى عُرُوْشِهَا) ছাদগুলোর উপর (قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا) তিনি বললেন, কিরূপে আল্লাহ্ এই নগরবাসীকে তাদের মৃত্যুর পর জীবিত করবেন? فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ তারপর আল্লাহ্ তাকে ঐ স্থানেই মৃত্যু দিলেন (مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ) একশত বছর মৃত অবস্থায়। তারপর তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন দিবসের শেষ ভাগে এবং (قَالَ) আল্লাহ্ বললেন- (كَمْ لَبِثْتَ) তুমি কতদিন অবস্থান করছিলে হে উযায়ের! (قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا) তিনি বললেন, আমি একদিন অবস্থান করেছিলাম। এরপর তিনি সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, দিনের কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। তাই তিনি বললেন, (اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) অথবা একদিনেরও কম অবস্থান করেছি।

(قَالَ بَلْ لَبِثْتَ) আল্লাহ বললেন, না, বরং তুমি এই মৃত্যু অবস্থায় অবস্থান করেছিলে (مِائَةَ عَامٍ) একশত বছর (فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ) তারপর তুমি তোমার খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য কর যেমন তীন আঙ্গুর ও আঙ্গুরের রসের প্রতি লক্ষ্য কর, সেগুলো বিকৃত হয়নি (وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ) এবং তুমি তোমার গাধাটির দিকে লক্ষ্য কর অর্থাৎ মৃত্যুর পর তার হাড়গুলো এখনো সাদা চকচক করছে। (وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ) কেননা আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করব মৃতদের পুনঃজীবন লাভ করার ব্যাপারে যে, কিভাবে তারা মৃত্যুর পর পুনঃজীবন লাভ করবে। কারণ হযরত উযায়র (আ) মৃত্যুবরণ করেছিলেন যুবক অবস্থায় এবং পুনঃজীবন লাভ করলেন যুবক অবস্থায়। তাই একে আল্লাহ্ মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয় বিষয় বানিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু এ সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর আর তাঁর পুত্রের ছিল একশত কুড়ি বছর।

(وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ) এবং তুমি গাধার হাড়গুলোর দিকে লক্ষ্য কর (كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا) কিভাবে আমি সেই হাড়গুলোকে সংযোজিত করি। আর যদি (نُنْشِزُهَا) কে (وا) দিয়ে পড়া হত তবে অর্থ হবে কিভাবে আমি তা সৃষ্টি করেছি (ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا) তারপর তা আমি গোশত দিয়ে ঢেকে দেই অর্থাৎ তার উপর আমি শিরা ,পেশী, গোশত, চামড়া ও চুল ইত্যাদি সৃষ্টি করি, এরপর আমি তাতে রূহ দান করি। (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ) তারপর যখন ওটা তার কাছে সুস্পষ্ট হল যে, কিভাবে তিনি মৃত ব্যক্তির হাড়গুলো জোড়া লাগালেন (قَالَ اَعْلَمُ) তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি জানি যে, (اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ) আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান জন্ম ও মৃত্যুদানে।

(٢٦٠) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ع

২৬০. এবং স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক! কীভাবে তুমি মৃতকে জীবত করবে তা আমাকে দেখাও। তিনি বললেন, তুমি কি তবে বিশ্বাস কর না? সে বলল, কেন নয়, তবে এটা কেবল এই জন্য, যাতে আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। তিনি বললেন, তুমি চারটি পাখী ধরে নিয়ে এসো এবং তাদেরকে তোমার বশীভূত করে নাও। তারপর তাদের দেহের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রেখে দাও। তারপর তাদেরকে ডাক দাও, তারা তোমার নিকট দ্রুত চলে আসবে। জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ) আর ইব্রাহীম (আ)-ও বলেছিলেন ঃ (رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى) হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে দেখান, কিভাবে মৃতদের হাড়গুলো একত্রিত করেন? (قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ) তিনি বললেন, তুমি কি এতে দৃঢ়বিশ্বাস রাখ না? (قَالَ بَلٰى) ইব্রাহীম (আ) বললেন, আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি, (وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ) কিন্তু এ কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য এবং যাতে আমি (প্রত্যক্ষ করে) জানতে পারি যে, আমি আপনার পরম বন্ধু ও আমার দু'আ কবূল হয়। (قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ) আল্লাহ্ বললেন, আপনি বিভিন্ন প্রকারের চারটি পাখি নেন, যথা একটি মোরগ, একটি কাক, একটি হাঁস ও একটি ময়ূর, (فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ) তারপর সেগুলোকে কেটে কিমা করে নিন (ثُمَّ اجْعَلْ) তারপর আপনি সেগুলোকে রাখুন (عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ) চারটি পাহাড়ের উপর (مِّنْهُنَّ جُزْءًا) ওগুলোর কিছু কিছু অংশ (ثُمَّ ادْعُهُنَّ) তারপর আপনি ওদেরকে নামসহ ডাক দিন। (يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا) ওরা আপনার কাছে দ্রুতগতিতে হেঁটে চলে আসবে। (وَاعْلَمْ) আপনি জেনে রাখুন হে ইব্রাহীম! (اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী শাস্তিদানে সে ব্যক্তিকে যে পুনঃজীবনকে অস্বীকার করে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়, মৃতের হাড়গুলো একত্রতকরণে এবং পুনঃজীবন দানে। যেভাবে এই প্রাণীগুলোকে জীবিত করেছেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের আল্লাহ্র পথে খরচকরণ সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ

(٢٦١) مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

(٢٦٢) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

(٢٦٣) قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ○

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা যেন একটি শস্যবীজ, যা থেকে সাতটি শীষ উদ্গত হয়, প্রত্যেক শীষে একশ' শস্যকণা। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ মহান দাতা, সর্বজ্ঞ।

২৬২. যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর খোঁটা দেয় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তার সওয়াব। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

২৬৩. নম্র ভাষা ব্যবহার করা ও ক্ষমা করে দেওয়া সেই দান অপেক্ষা শ্রেয়, যে দানের পর কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

(مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) যারা আল্লাহ্‌র পথে তাদের অর্থ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ যেমন (كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ) একটি শস্যবীজ যা থেকে (سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ) সাতটি শীষ উৎপন্ন হয় আর প্রত্যেকটি শীষে (مِائَةُ حَبَّةٍ) একশ করে শস্য কণা থাকে। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাকে এক হতে সাতশ' পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন (وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ) এবং আল্লাহ্ তা'আলা এর চেয়েও অধিক দান করেন (لِمَنْ يَّشَاءُ) যার জন্যে তিনি ইচ্ছা করেন এবং যে এর উপযুক্ত হয় আরো বলা হয়। এটা তার জন্য যার দান তিনি গ্রহণ করেন (وَاللّٰهُ وَاسِعٌ) এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় বৃদ্ধি করার ব্যাপারে (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞ, মু'মিনদের দান ও নিয়ত সম্বন্ধে।

(اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ) যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, এই আয়াত হযরত উসমান ইবন আফ্ফান ও আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। (ثُمَّ لَايُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا) তারপর তারা যা কিছু ধন-ঐশ্বর্য ব্যয় করে তা ব্যয় করার পর তারা (مَنًّا) তা বলে বেড়ায় না (وَّلَا اَذًى) এবং দান গ্রহীতার প্রতি কোন ক্লেশ দেয় না (لَهُمْ اَجْرُهُمْ) তাদের পুরস্কার ও প্রতিদান (عِنْدَ رَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের কাছে জান্নাতে অবধারিত। (وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ) এবং তাদের কোন ভয় নাই ভবিষ্যতের কোন আযাবের (وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ) এবং তারা দুঃখিত হবে না তাদের পরবর্তীদের কার্যকলাপের জন্য। (قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ) ভাল ও উত্তম কথা যেমন কোন ভাইয়ের অগোচরে তার জন্য দু'আ করা ও প্রশংসা করা (وَمَغْفِرَةٌ) এবং ক্ষমা করা ও উৎপীড়ন হতে বিরত থাকা (خَيْرٌ) তোমার ও তার উভয়ের জন্য উত্তম (مِنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى) ঐ দান হতে যার পর কোন ক্লেশ আছে, যেমন দান করে তুমি

তার কাছে তা উল্লেখ করে দিলে এবং এর দ্বারা তাকে দুঃখ দিলে। (وَاللّٰهُ غَنِىٌّ) এবং আল্লাহ্ অভাবমুক্ত বলে বেড়ানোর অভ্যাসী ব্যক্তির দান হতে (حَلِيْمٌ) সহনশীল, তিনি এরূপ দান করার শাস্তি দানে ত্বরা করেন না।

(٢٦٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۭ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰي شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

(٢٦٥) وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

২৬৪. হে মু'মিনগণ! তোমরা খোঁটা দিয়ে ও উৎপীড়ন করে নিজেদের দানকে সেই ব্যক্তির মত নিষ্ফল করো না, যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা তো একটি মসৃণ পাথর, যার উপর কিছু মাটি পড়ে আছে, তারপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, যা তাকে বিলকুল পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তাদের হস্তগত হয় না। আল্লাহ্ কাফিরদেরকে সরল পথ দেখান না।

২৬৫. যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজদের আত্মাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অর্থ ব্যয় করে তাদের উপমা এরূপ, যেন কোন উচ্চ ভূমিতে একটি উদ্যান অবস্থিত, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হল, ফলে সে বাগান দ্বিগুণ ফলমূল উৎপন্ন করল। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাবলীর সম্যক দ্রষ্টা।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ) হে মু'মিনগণ, তোমরা তোমাদের দানের প্রতিফলকে নিষ্ফল কর না (بِالْمَنِّ) আল্লাহর প্রতি তার দানের কথা প্রচার করে অর্থাৎ গর্ব করে (وَالْاَذٰى) এবং দান গ্রহণকারীর প্রতি ক্লেশ দিয়ে (كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ) ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তার দান লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে (وَلَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) এবং সে আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না যেমন মৃত্যুর পর পুনঃজীবন লাভকে বিশ্বাস করে না (فَمَثَلُهٗ) তার উপমা অর্থাৎ প্রদানকারীর এবং মুশরিকের দানের উপমা যেমন (كَمَثَلِ صَفْوَانٍ) একটি মসৃণ পাথর (عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ) যার উপরে কিছু মাটি থাকে তারপর তার উপরে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় (فَتَرَكَهٗ صَلْدًا) ফলে তা পরিষ্কার করে ফেলে এবং কোন ধূলিকণাও অবশিষ্ট থাকে না (لَايَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ) পরকালে তারা কোন পুরস্কারের অধিকারী হবে না (مِمَّا كَسَبُوْا) যা কিছু তারা দুনিয়াতে অর্জন করেছে অর্থাৎ দানের কথা প্রচার করে ও ক্লেশ দিয়ে তার দানের কোন ফল পাবে না যেমন মসৃণ পাথরের উপর ধূলিকণা প্রবল বৃষ্টিপাতের পর অবশিষ্ট থাকে না। (وَاللّٰهُ لَايَهْدِى) এবং আল্লাহ্ হিদায়াত করেন না অর্থাৎ প্রতিফল দেন না (الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ) কাফির সম্প্রদায়কে এবং যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ও শিরক অবস্থায় দান করেছে অনুরূপ যারা দান করে প্রচার করে বেড়ায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দানের কোন প্রতিফল দিবেন না।

(وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ) এবং যারা ব্যয় করে তাদের ধনৈশ্বর্য (ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র সন্তুটি লাভার্থে (وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ) ও তাদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে অর্থাৎ প্রতিদানের প্রতি তাদের অন্তরে বিশ্বাস বাস্তবতা ও ইয়াকীন রাখে তাদের উপমা হল যেমন (كَمَثَلِ جَنَّةٍ) একটি বাগান (بِرَبْوَةٍ) যা একটা উঁচু সমতলে অবস্থিত। (اَصَابَهَا وَابِلٌ) যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় যার ফলে (فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ) তার ফলমূল দ্বিগুণ উৎপন্ন করে। (فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ) যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না হয় তবে লঘু বৃষ্টির শিশিরের ন্যায় তাই যথেষ্ট এবং এটা হচ্ছে মু'মিনদের দানের উপমা যখন তা খাঁটি ও পবিত্র নিয়তে এবং ভয়ের সাথে হয়, তা কম ও বেশী যাই হোক না কেন তার সওয়াব বৃদ্ধি করা হবে, যেমন বাগানের ফলমূল বৃদ্ধি হয় (وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ) এবং আল্লাহ্ তোমরা যা কর অর্থাৎ দান কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

(٢٦٦) اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ع

২৬৬. তোমাদের কেউ কি ভালবাসে যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাক, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত এবং সে বাগানে অন্যান্য সব রকমের ফলমূলও আছে, আর সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত, তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, তখন সে বাগানে অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হল, ফলে বাগানটি জ্বলে গেল? এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ বোঝান, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

(اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ) তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন আশা করে যে, (اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ) তার একটা উদ্যান হয়, (مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ) যাতে প্রচুর খেজুর ও আঙ্গুর উৎপন্ন হয়। (تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ) যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হয় অর্থাৎ বাগানের বৃক্ষাদি ও ঘরবাড়ী কুটিরের কাছ দিয়ে তা প্রবাহিত হয় (لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ) এবং বাগানে তার জন্য সর্বপ্রকারের ফলমূল হয় (وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ) এবং সে বার্ধক্যে উপনীত হয় (وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ) এবং তার অনেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুর্বল সন্তান থাকে যারা কাজ কর্মে অক্ষম (فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ) তারপর হঠাৎ ঐ বাগানের উপর দিয়ে ভীষণ অগ্নিবায়ু বা ঠাণ্ডাবায়ু বয়ে যায় এবং তাকে ভষ্মিভূত করে ফেলে। (فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ـ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ) যাতে অগ্নিবায়ু ঐ বাগানকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দেয়, এরূপেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন এবং আদেশ ও নিষেধসমূহের বর্ণনা দেন (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ) যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। কুরআনের এরূপ উপমাসমূহের কি উদ্দেশ্য এবং এটা হচ্ছে কাফিরদের উপমা আখিরাতে তাদের কোন ক্ষমতা থাকবে না এবং তারা দুনিয়াতে আর ফিরে আসতে পারবে না, যেমন এই উপমিত বৃদ্ধ অসহায় অবস্থায় রয়ে যায় সে আর তার শক্তিও ফিরে পায় না এবং যৌবনও ফিরে পায় না।

(٢٦٧) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ○

(٢٦٨) ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ○

(٢٦٩) يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ○

২৬৭. হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি, তোমরা তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তার মধ্যে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, অথচ তোমরা তা কখনও গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে রাখ। জেনে রেখ, আল্লাহ্ চির অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ করে। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক উপলব্ধি প্রদান করেন আর যে ব্যক্তি সঠিক উপলব্ধি লাভ করল, সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করল। বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ করে।

(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ) হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত পবিত্র যা তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদি সঞ্চয় করে থাক তা হতে দান কর (وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ) এবং যা কিছু আমি তোমাদের জন্য শস্যাদি ও ফলমূল উৎপন্ন করে থাকি তা হতে দান কর (وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ) এবং তোমাদের নিকৃষ্ট মাল থেকে দান করার সংকল্প কর না যা (وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ) তোমরা নিজেরাই গ্রহণ কর না যদি ঐ রূপ তোমাদের সাথীদের কাছে তোমাদের পাওনা থাকে (إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ) যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক এবং তোমরা কিছু পাওনা পরিত্যাগ করে থাক, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকৃষ্ট মাল গ্রহণ করেন না। (وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ) এবং তোমরা জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা অভাবমুক্ত তোমাদের দান থেকে (حَمِيدٌ) প্রশংসিত তাঁর কার্যকলাপে আরো বলা হয় তিনি অল্প দান গ্রহণ করেন এবং পুরস্কার দেন অধিক। এ আয়াত মদিনার এক ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যে নিকৃষ্ট খেজুরের ব্যবসা করত।

(ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ) শয়তান তোমাদেরকে দান-খয়রাত করার সময় দারিদ্রের ভয় দেখায় (وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ) এবং তোমাদেরকে অসৎ কার্যের আদেশ দেয় অর্থাৎ যাকাত দিতে নিষেধ করে। (وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ) এবং আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দেন যাকাত আদায় করার কারণে (وَفَضْلًا) এবং অনুগ্রহের অর্থাৎ মাল বৃদ্ধি ও আখিরাতে সওয়াব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন (وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ) এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় মাল বৃদ্ধি ও গুনাহ ক্ষমাকরণে (عَلِيمٌ) সর্বজ্ঞ, তোমাদের নিয়ত ও দান খয়রাত সম্বন্ধে। তারপর তিনি তাঁর অপরিসীম দয়ার কথা বর্ণনা করে বলেন ঃ

(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ) তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত তথা নবুওয়ত প্রদান করেন। যেমন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রদান করেছেন, আরো বলা হয়, হিকমত অর্থাৎ কুরআনের তাফসীর। অপর তাফসীরে সঠিক কথা ও সিদ্ধান্তকে হিকমত বলা হয়। (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ) এবং যাকে হিকমত অর্থাৎ সঠিক কথা, কর্ম ও সিদ্ধান্তের শক্তি প্রদান করা হয় (فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় (وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ) এবং কুরআনের উপমা ও হিকমতসমূহ থেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না বোধশক্তি সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া।

(২৭০) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ○

(২৭১) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

(২৭২) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ○

২৭০. তোমরা যা কিছু দান-খয়রাত কর অথবা যা কিছু মান্নত কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা জানেন। জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

২৭১. যদি প্রকাশ করে দান কর তবে তা কতই না ভাল, আর যদি তা গোপন কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের কিছু পাপমোচন করবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত।

২৭২. তাদেরকে হিদায়ত দান করা তোমার দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দান করেন আর তোমরা যে ধন-সম্পদ ব্যয় করবে তা তো নিজেদেরই জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করবে এবং যা কিছু দান সামগ্রী তোমরা ব্যয় করবে তা তোমরা পুরোপুরি লাভ করবে এবং তোমাদের প্রাপ্য বাকি থাকবে না।

(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ) এবং যা কিছু দান-খয়রাত কর আল্লাহ্র পথে, (أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ) অথবা তোমরা যা কিছু মানত কর, আল্লাহ্র আনুগত্যে এবং তা পূর্ণ করে থাক (فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা জানেন, ও গ্রহণ করেন এবং বিনিময় প্রদান করেন যদি প্রকৃতই আল্লাহ্র জন্য হয় (وَمَا لِلظَّالِمِينَ) এবং জালিম ও মুশরিকদের (مِنْ أَنْصَارٍ) কোন সাহায্যকারী নেই যে, তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তারপর প্রকাশ্যে ও গোপনে সাদকা দেয়ার ব্যাপারে কোনটি উত্তম এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ) যদি তোমরা সাদকা যা অবশ্য দেয় প্রকাশ্যে দান কর (فَنِعِمَّا هِيَ) তাহলে তা ভাল (وَإِنْ تُخْفُوهَا) আর যদি গোপনে দান কর অর্থাৎ অতিরিক্ত নফল দান-খয়রাত (وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ) এবং তোমরা দান কর গরীবদের। যেমন আসহাবে সুফ্ফা (فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) তাহলে তোমাদের জন্য তা প্রকাশ্যে দানের চেয়ে উত্তম। তবে তোমাদের উভয় দানই গ্রহণ করা হবে। (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ)

এবং তোমাদের অপরাধগুলো তিনি মোচন করবেন। দানের পরিমাণ অনুযায়ী (وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) এবং আল্লাহ্কে যা কিছু তোমরা দান কর সে বিষয়ে (خَبِيْرٌ) অবহিত আছেন।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবী ও মুশরিকদের অভাবীদেরকে সাদকা দেওয়া বৈধ ঘোষণা করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের আত্মীয় যারা বিধর্মী রয়েছে তাদেরকে আমাদের পক্ষে দান খয়রাত করা কি বৈধ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-এর উপর এ আয়াত নাযিল করেন। এই প্রশ্নটি হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (র) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কারো কারো মতে, তার নাম ছিল আসমা বিনতে আবূ নজর।

(لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ) তাদেরকে অর্থাৎ কিতাবীদের অভাবীদেরকে দীনের পথে পরিচালিত করা আপনার দায়িত্ব নয় (وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ) বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দীনের পথে পরিচালিত করেন (وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ) এবং তোমরা দরিদ্রদেরকে যে সম্পদ দান কর (فَلِاَنْفُسِكُمْ) তার বিনিময় তোমাদের জন্যই হবে। (وَمَا تُنْفِقُوْنَ) এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় কর দরিদ্রদের জন্য তা শুধুমাত্র (اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করে থাক (وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ) এবং তোমরা যে সম্পদ দান কর আসহাবে সুফ্ফাদের অভাবীদেরকে (يُوَفَّ اِلَيْكُمْ) তার বিনিময় তোমাদেরকে পরকালে পুরোপুরিভাবে দান করা হবে। (وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ) এবং তোমাদের ওপর কোন জুলুম করা হবে না অর্থাৎ পুণ্যের দিক দিয়ে বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না। আর তোমাদের পাপও বৃদ্ধি করা হবে না।

(٢٧٣) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۞

২৭৩. দান-খয়রাত সেই অভাবগ্রস্তদের জন্য, যারা আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ, ফলে দেশময় চলাফেরা করতে পারে না। ভিক্ষা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে বিত্তবান মনে করে। আপনি তাদেরকে তাদের চেহারা দেখে চিনবেন। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে ভিক্ষা করে না। তোমরা উত্তম যা কিছুই ব্যয় কর তা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র জানা।

(لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا) (দান-খয়রাত হল) ঐ সমস্ত দরিদ্রদের জন্য যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্যে রাখে (فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) আল্লাহর পথে অর্থাৎ মসজিদে নববীতে যে সব আসহাবে সুফ্ফা আবদ্ধ রয়েছেন (لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ) তারা পৃথিবীতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে পারে না। (يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ) তাদেরকে অজ্ঞলোকেরা যারা তাদেরকে জানে না মনে করে (اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) তারা অভাবমুক্ত, কারণ তারা কারও কাছে কিছু যাঞ্ঝা (কামনা) করে না এবং বেশভূষায়ও পরিচয় পাওয়া যায় না। (تَعْرِفُهُمْ) হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি তাদেরকে চিনতে পারবেন (بِسِيْمٰهُمْ) তাদের লক্ষণ দেখে (لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا) তারা মানুষের কাছে নাছোড় বিনয়ী হয়ে যাজ্ঞা করে না এবং সাধারণভাবে সওয়াল করে না (وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ) এবং তোমরা যা কিছু দরিদ্র আসহাবে সুফ্ফার জন্য সম্পদ ব্যয় করে থাক (فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের নিয়ত ও সম্পদ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

(٢٧٤) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

(٢٧٥) اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৭৪. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সওয়াব রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

২৭৫. যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতে সেই ব্যক্তিরই মত দাঁড়াবে শয়তান যাকে আবিষ্ট করে বিকারগ্রস্ত করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থা হবে এই কারণে যে, তারা বলে, বেচাকেনাও তো সুদ গ্রহণেরই সমতুল্য। অথচ আল্লাহ্ বেচাকেনাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতঃপর যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ পৌঁছেছে আর সে বিরত হয়েছে তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে, তারাই জাহান্নামী। তারা সেখানে সর্বদা থাকবে।

(اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ) যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য সাদকা স্বরূপ দান করে (بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ) রাতে ও দিনে (سِرًّا وَّعَلَانِيَةً) গোপনে ও প্রকাশ্যে (فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ) তাদের জন্য তাদের বিনিময় অবধারিত (عِنْدَ رَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের কাছে জান্নাতে। (وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) তাদের কোন ভয় নাই। কোন কালেই (وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ) এবং তারা অপরের ন্যায় কখনই দুঃখিত হবে না। এ আয়াতটি হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। তারপর আল্লাহ্ সুদখোরের শাস্তির কথা বর্ণনা করে বলেন ঃ

(اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا) যারা সুদকে হালাল জেনে খায় তারা (لَا يَقُوْمُوْنَ) কিয়ামতের দিন আপন আপন কবর হতে দাঁড়াবে না (اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ) কিন্তু সে দাঁড়াবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাকে দুনিয়াতে (يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ) শয়তান স্পর্শ করে পাগল করেছে। (ذٰلِكَ) এ পাগলামী যা সুদ খোরের চিহ্ন পরকালে (بِاَنَّهُمْ قَالُوْا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا) কারণ তারা বলত, ক্রয়-বিক্রয় হল সুদের মত, বিক্রয় করার পর নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে মূল্য বৃদ্ধি করা ঠিক ঐরূপ যেমন প্রথম বাকী বিক্রিকালে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। (وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) অথচ আল্লাহ্ প্রথম প্রথম বিক্রিকালে অতিরিক্ত নেয়া হালাল করেছেন। (وَحَرَّمَ الرِّبٰوا) এবং হারাম করেছেন বিক্রির পর অতিরিক্ত নেয়াকে (فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ) তারপর যার কাছে তার প্রতিপালকের তরফ থেকে সদুপদেশ ও সুদের নিষেধাজ্ঞা এসেছে (فَانْتَهٰى) এবং সে সুদ গ্রহণ থেকে বিরত রইল। (فَلَهٗ مَا سَلَفَ) তাহলে তার অতীত কর্মের উপর কোন অপরাধ নেই সুদ গ্রহণ করার নিষেধাজ্ঞা আসার পর্যন্ত (وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ) এবং তার অবশিষ্ট জীবনের বিষয়াদির ফয়সালা আল্লাহ্র কাছে তিনি ইচ্ছা করলে তাকে রক্ষা করবেন অথবা ইচ্ছা করলে লাঞ্ছিত করবেনা। (وَمَنْ عَادَ) এবং যে ব্যক্তি হারাম ঘোষণার

পর সুদ খাবে এবং বলবে সুদও ক্রয়-বিক্রয়ের মত (فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ) তারাই হবে জাহান্নামবাসী। (هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) তারা স্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে, তবে মু'মিনদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী ভিন্ন ব্যবস্থা।

(٢٧٦) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○

(٢٧٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

(٢٧٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২৭৬. আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন পাপিষ্ঠ অকৃতজ্ঞের প্রতি সন্তুষ্ট নন।

২৭৭. যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের জন্য রয়েছে তাদের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

২৭৮. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও। যদি আল্লাহ্‌র আদেশে তোমাদের বিশ্বাস থাকে।

(يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا) আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন। দুনিয়া ও পরকালে তার বরকত ধ্বংস ও দূরীভূত করেন না। (وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ) এবং সাদকাসমূহ গ্রহণ করেন ও বর্ধিত করেন, তা নফল হোক বা ফরয হোক, যখন তা আল্লাহ্‌র জন্য দেওয়া হয়ে থাকে (وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ) এবং আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ কাফির যে সুদ হারাম হওয়াকে অস্বীকার করে এবং পাপী যে সুদ খেয়ে পাপ করে তাকে ভালবাসেন না।

(اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনয়ন করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং তাঁর প্রদত্ত কিতাবসমূহের ও সুদ হারাম হওয়ার প্রতি (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) এবং সৎ কাজ করে যা তাদের ও তাদের প্রতিপালকের মধ্যে নিহিত আছে এবং সুদ বর্জন করেছে। (وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ) এবং পাঁচওয়াক্ত নামাযসমূহ ফরয, ওয়াজিব সহ পূর্ণ আদায় করে (وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ) যারা তাদের মালের যাকাত প্রদান করে (لَهُمْ اَجْرُهُمْ) তাদের জন্য পুরস্কার অবধারিত (عِنْدَ رَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের কাছে জান্নাতে (وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) এবং তাদের কোন ভয় নেই যখন মউতকে যবেহ্ করা হবে। (وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ) এবং তারা দুঃখিত হবে না, যখন জাহান্নামকে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ অর্থাৎ হে সকীব, মাসঊদ, খুবাইর, আবদে ইয়ালীল ও রাবিয়া (اتَّقُوا اللّٰهَ) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, সুদের বিষয়ে (وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا) এবং সুদের যা বকেয়া আছে বনূ মাখযূমের কাছে তা তোমরা পরিত্যাগ কর। (اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) যদি তোমরা মু'মিন হও এবং সুদের হারাম হওয়া সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ।

(٢٧٩) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ○

(٢٨٠) وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(٢٨١) وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ۖ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ع

২৭৯. তবুও যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন থাকবে। তাতে না তোমরা কারও উপর জুলুম করবে এবং না তোমাদের উপর কেউ জুলুম করবে।

২৮০. আর সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও তো তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ।

২৮১. তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমরা আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাবে। তারপর প্রত্যেককে তার উপার্জন পুরোপুরি দেওয়া হবে, তাদের উপর জুলুম করা হবে না।

(فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا) যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না কর (فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ) তবে জেনে রাখ যে, এ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ অর্থাৎ পরকালে তোমরা জাহান্নামের অগ্নির আযাব যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিবেন এবং দুনিয়াতে তাঁর রাসূল ﷺ তরবারী দ্বারা তোমাদেরকে যে শাস্তি দিবেন তার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও। (وَإِنْ تُبْتُمْ) আর যদি তোমরা তওবা কর সুদ গ্রহণ থেকে (فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ) তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই যা বনী মাখযূমের কাছে তোমাদের প্রাপ্য আছে। (لَا تَظْلِمُوْنَ) এতে তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করবে না অতিরিক্ত টাকা চেয়ে (وَلَا تُظْلَمُوْنَ) এবং তোমাদের প্রতিও কোন অত্যাচার করা হবে না। যখন তারা তোমাদেরকে মূলধন পূর্ণ আদায় করবে। অন্য তাফসীরে বলা হয়, তোমরা কম নিবে না এবং তোমাদের ঋণসমূহও কম দেওয়া হবে না।

(وَإِنْ كَانَ) আর যদি ঋণগ্রহণকারী বনী মাখযূমীয়গণ যারা ঋণ গ্রহণ করেছে (ذُوْ عُسْرَةٍ) অভাবগ্রস্ত হয় (فَنَظِرَةٌ) তা হলে অবকাশ দিয়ে সময় দিবে (إِلٰى مَيْسَرَةٍ) একটি সুযোগ পর্যন্ত যাতে তারা সচ্ছলতা অর্জন করতে পারে। (وَأَنْ تَصَدَّقُوْا) আর যদি তোমরা তোমাদের মূলধন যা তাদের কাছে প্রাপ্য সাদকা করে ছেড়ে দাও এটা (خَيْرٌ لَّكُمْ) তোমাদের জন্য উত্তম ঋণ উসূল করা বা সময় বর্ধিত করার চেয়ে। (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) যদি তোমরা এটা জানতে।

(وَاتَّقُوْا يَوْمًا) এবং তোমরা ঐ দিনের শাস্তিকে ভয় কর (تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ) যে দিন তোমরা আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (ثُمَّ تُوَفّٰى) এবং পূর্ণভাবে প্রদত্ত হবে (كُلُّ نَفْسٍ) প্রত্যেক ব্যক্তিই সে সৎ হোক বা অসৎ হোক। (مَّا كَسَبَتْ) যা সে অর্জন করেছে ভাল ও মন্দ কার্যসমূহ (وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ) এবং তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না, কোন পুণ্য কম করা হবে না এবং কোন পাপও বর্ধিত করা হবে না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের আদান-প্রদানের বিষয়াদি শিক্ষা দান প্রসঙ্গে বলেন ঃ

(٢٨٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

২৮২. হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন আপোষে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, তখন তা লিখে রাখ। তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন তা ন্যায্যভাবে লিখে দেয়। লেখক যেন অস্বীকার না করে লিখে দিতে। যেমন তাকে আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন। কাজেই, তার লিখে দেওয়া উচিত। আর যার উপর ঋণ, সে বলে দিতে থাকবে। এবং সে যেন আল্লাহ্কে ভয় করে, যিনি তার প্রতিপালক। আর সে যেন তার কিছু না কমায়। কিন্তু ঋণ-গ্রহিতা যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় কিংবা সে নিজে বলে দিতে না পারে, তবে তার অভিভাবক যেন ন্যায্যভাবে তা বলে দেয়। তোমরা সাক্ষীদের মধ্যে যাদের পছন্দ কর তাদের মধ্যে হতে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখ। যদি দু'জন পুরুষ পাওয়া না যায় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক, যাতে তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয়জন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। সাক্ষীদের যখন ডাকা হবে, তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। কারবার ছোট হোক, কি বড়, তার নির্ধারিত কাল পর্যন্ত তোমরা তা লিখতে অলসতা করো না। আল্লাহ্র নিকট এতে পূর্ণ ইনসাফ নিহিত রয়েছে এবং এটা সাক্ষ্যকে সঠিক রাখার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক আর তোমাদের সন্দেহে নিপতিত না হওয়ারও অতি নিকট-বর্তী। কিন্তু তোমরা যদি আপোষে হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা যখন বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখ। লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতি না করে। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে এটা তোমাদের জন্য পাপের কাজ। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে চলো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) হে মু'মিনগণ! যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছ। (إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) যখন তোমরা কোন নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর (فَاكْتُبُوهُ) তখন তোমরা লিখে রাখবে ঋণের ব্যাপারটি। (وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) এবং তোমাদের মধ্যে কোন

লেখক যেন ঋণদাতা ও ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে ন্যায্যভাবে লিখে দেয় (وَلَايَأْبَ كَاتِبٌ) এবং কোন লোক যেন লিখতে অস্বীকার না করে।

(وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ) ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে লিখে দিতে। যেরূপ আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন লিখে দিতে। কাজেই সে যেন লিখে দেয় কোন প্রকার কম-বেশী না করে। এবং লেখকের কাছে যেন ঋণ গ্রহীতা ঋণের বিষয়বস্তু স্পষ্ট বলে দেয় (وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ) এবং ঋণগ্রহীতা যেন তার প্রতিপালককে ভয় করে (وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا) এবং সে যেন তার ঋণের কোন কিছু না কমায় লিখার মধ্যে (فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ) তবে যদি ঋণ গ্রহীতা (سَفِيْهًا) মূর্খ ও নির্বোধ হয় (اَوْ ضَعِيْفًا) অথবা দুর্বল হয় লিখার বিষয় বলে দিতে (اَوْلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ) অথবা সে নিজে অক্ষম লেখককে বলে দিতে (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ) তখন যেন মালের অভিভাবক অর্থাৎ ঋণদাতা তা বলে দেয় (بِالْعَدْلِ) ন্যায্যভাবে কোন কিছু না বাড়িয়ে।

(وَاسْتَشْهِدُوْا) এবং তোমাদের ঐ হক সম্বন্ধে তোমরা সাক্ষ্য রাখ (شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ) দুইজন আযাদ মুসলিম পুরুষকে যাদের প্রতি তোমরা আস্থা রাখ (فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) আর যদি দুইজন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোককে সাক্ষী রাখ তোমাদের আস্থাভাজন সাক্ষীদের মধ্যে থেকে, যারা সাক্ষ্যদানে বিশ্বস্ত (اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا) যদি তাদের দুইজনের একজন ভুলে যায় (فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى) তাহলে একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে।

(وَلَايَأْبَ الشُّهَدَاءُ) এবং সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে সাক্ষ্য দিতে (اِذَا مَا دُعُوْا) যখন তাদেরকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হবে হাকিমের সম্মুখে (وَلَاتَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ) এবং তোমরা বিরক্ত হয়োনা ঋনের বিষয় লিখতে (صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا) ঋণ কমই হোক আর অধিকই হোক (اِلٰى اَجَلِهٖ) তার মেয়াদ পর্যন্ত। (ذٰلِكُمْ) তোমাদের এই ঋণ লিখে রাখার বিষয় যা আমি বর্ণনা করলাম (اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ) এটা ন্যায্যতর ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র কাছে (وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ) এবং প্রমাণের জন্যে দৃঢ়তর যখন সাক্ষী সাক্ষ্যের বিষয় ভুলে যায় (وَاَدْنٰى) এবং নিকটতর (اَلَّا تَرْتَابُوْا) যাতে সন্দেহ উদ্রেক না হয় ঋণ ও মেয়াদ সম্বন্ধে (اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً) কিন্তু যদি তা নগদ ব্যবস্থা হত। (تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ) যা তোমরা পরস্পর নগদ আদান-প্রদান করে থাক (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا) তা না লিখলেও দোষ নেই।

(وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ) যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর মেয়াদ ধার্য করে তখন তোমরা সাক্ষী রাখ (وَلَايُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَاشَهِيْدٌ) এবং লেখককে লেখার জন্য এবং সাক্ষীকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। তোমরা তাদের বাধ্য করবে না (وَاِنْ تَفْعَلُوْا) এবং যদি তোমরা এরূপ ক্ষতি কর (فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ) তাহলে এটা হবে তোমাদের জন্য অপরাধ। (وَاتَّقُوا اللّٰهَ) এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ক্ষতি সাধনে (وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ) এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন যা তোমাদের লেনদেনে উপকার হয়। (وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ) আল্লাহ্ তোমাদের লেনদেনের উপকারী ও অন্যান্য সববিষয় সম্পর্কে অবহিত আছেন।

(২৮৩) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

(২৮৪) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হাতে বন্ধক রাখা উচিত, যদি একে অন্যেকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে সে যেন পরিপূর্ণভাবে তা আমানত আদায় করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করে, নিশ্চয়ই তার অন্তর পাপী। আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত।

২৮৪. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই। তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ আল্লাহ্ তোমাদের থেকে তার হিসাব নিবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا) আর যদি তোমরা সফরে থাক, এবং লেখক না পাও বা লেখার উপকরণ না পাও (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) তাহলে বন্ধক রাখা বৈধ। অর্থাৎ দাতা যেন গ্রহীতার নিকট থেকে বন্ধক গ্রহণ করে ঋণের জন্য (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) আর যদি তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করে বন্ধক ছাড়া ঋণ দিতে (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা সে যেন আমানত ফেরত দেয় অর্থাৎ তার ভাইয়ের ঋণ আদায় করে দেয় (وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) এবং সে যেন তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে যেন আল্লাহ্কে ভয় করে (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ) এবং তোমরা বিচারকের নিকট সাক্ষ্য গোপন কর না (وَمَنْ يَكْتُمْهَا) এবং যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য গোপন করবে (فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) নিশ্চয়ই তার অন্তর অপরাধী (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) এবং তোমরা যা কর সাক্ষ্য গোপন করা বা আদায় করা যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

(لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্ত সৃষ্টি ও আশ্চর্য বিষয়াদি তা সমস্তই আল্লাহ্রই, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা, আদেশ দেন। (وَإِنْ تُبْدُوا) যদি তোমরা প্রকাশ কর (مَا فِي أَنْفُسِكُمْ) যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে অর্থাৎ ওয়াসওয়াসার পর প্রকাশ করার পূর্বে অন্তরে যা উদ্রেক হয় (أَوْ تُخْفُوهُ) বা তোমরা যা গোপন কর (يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) আল্লাহ্ সে বিষয় ও তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন। এ রূপেই স্মরণের পর ভুলিয়া যাওয়া এবং সঠিক কার্যের পর ভুল করা এবং চেষ্টার পর মন্দ কার্য করা ইত্যাদির প্রতিদান দিবেন। (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ) তারপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন যে সমস্ত পাপ কার্য হতে তাওবা করবে (وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ) এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন যে তাওবা করবে না (وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমা ও শাস্তি দিতে সর্বশক্তিমান। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল তখন মু'মিনদের জন্য তা কঠিন মনে হল। তারপর যখন তিনি মি'রাজে গমন করলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে তিনি সিজদা করলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রশংসা করে বললেন ঃ

(٢٨٥) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

(٢٨٦) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ٙ وَاغْفِرْ لَنَا ٙ وَارْحَمْنَا ٙ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৮৫. রাসূল স্বীকার করে নিয়েছে যা কিছু তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাঁর উপর নাযিল হয়েছে এবং মু'মিনগণও। সকলেই স্বীকার করেছে আল্লাহ্‌কে, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রাসূলগণকে। তাঁরা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কাউকে পৃথক করি না এবং তাঁরা বলে ওঠে, আমরা শুনলাম ও গ্রহণ করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে।

২৮৬. আল্লাহ্ কাউকে কষ্টদান করেন না, তবে ঠিক ততটুকুই যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব। সে যা উপার্জন করে তা সে-ই পাবে আর সে যা করে তা তারই উপর বর্তায়। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি বিস্মৃত হই বা ভুল করি আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর গুরুভার অর্পণ করো না, যেমন অর্পণ করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিও না যার শক্তি আমাদের নেই এবং আমাদের পাপমোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের পালনকর্তা। কাজেই, কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

(اٰمَنَ الرَّسُوْلُ) আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ ﷺ ঈমান এনেছেন অর্থাৎ বলেছেন। (بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ) যা কিছু তাঁর কাছে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন মজীদ এবং তাতে যা কিছু আছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলেছেন (وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ) এবং মু'মিনগণ ও তাদের সকলে (اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ) আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি এবং তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছেন। (তারা বলেন) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। অর্থাৎ তারা বলেন, আমরা কোন রাসূলকে অস্বীকার করি না। (وَقَالُوْا) এবং তারা আরো বলল, (سَمِعْنَا) আমরা আমাদের প্রতিপালকের কথা শুনেছি (وَاَطَعْنَا) এবং তাঁর নির্দেশ পালন করেছি অর্থাৎ আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের প্রতিপালকের আনুগত্য স্বীকার করেছি। তখন আল্লাহ্‌র নবী বললেন, (غُفْرَانَكَ) আমরা আমাদের মনের কুচিন্তা থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চাই। (رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! (وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ) এবং আপনার কাছেই প্রত্যাবর্তন মৃত্যুর পর। তারপর আল্লাহ্ বললেন ঃ

(لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا) আল্লাহ্ কাউকে আনুগত্যের কষ্টদায়ক দায়িত্ব দেন না। (اِلَّا وُسْعَهَا) কিন্তু যা তার সাধ্যের ভিতরে হয় (لَهَا مَا كَسَبَتْ) সে যা কিছু ভাল কাজ করে এবং মনের কুচিন্তা ভুল-ত্রুটি ও বল প্রয়োগ বর্জন করে তার পুরস্কার তার জন্যেই। (وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) এবং যা কিছু মন্দ কাজ করে তার শাস্তি এবং মনের কুচিন্তা, ভুল-ভ্রান্তি ও বল প্রয়োগের শাস্তি তারই উপর। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর কাছে দু'আ করার পদ্ধতি শিক্ষা দেন যাতে তিনি তাদের কুচিন্তা, ভুল-ত্রুটি এবং বলপ্রয়োগের শাস্তি মাফ করে দেন। তাই তিনি বলেন, তোমরা বল, (رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! (لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا) আপনি আমাদের অপরাধ নিবেন না, যদি আমরা আপনার আনুগত্য করতে ভুলে যাই (اَوْ اَخْطَاْنَا) অথবা আপনার আদেশ পালনে ভুল করি, (رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! (وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا) আপনি আমাদের উপর এমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করবেন না অর্থাৎ পবিত্র বস্তুগুলো বর্জন করার উদ্দেশ্যে হারাম করে দিবেন না। (كَمَا حَمَلْتَهٗ) যেভাবে আপনি গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন অর্থাৎ হারাম করেছিলেন (عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا) আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন বনী ইসরাঈলদের আপনার সাথে কত অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তাদের জন্য উটের গোশত, গরু ও ছাগলের চর্বি ইত্যাদি পবিত্র জিনিস হারাম করে দিয়েছিলেন।

(رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক, (وَلَا تُحَمِّلْنَا) আপনি আমাদের উপর এমন ভার অর্পণ করবেন না (مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ) যা আমাদের বহন করার শক্তি নেই অর্থাৎ যাতে আমাদের কোন শান্তি নেই এবং উপকারও নেই। এর মর্ম হলো আমাদের উপর কোন কিছু জবরদস্তিমূলক চাপিয়ে দিবেন না (وَاعْفُ عَنَّا) আপনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্ত রাখুন, (وَاغْفِرْ لَنَا) এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, (وَارْحَمْنَا) এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন, (اَنْتَ مَوْلٰنَا) আপনি আমাদের অভিভাবক, আপনি আমাদের জন্য মঙ্গলকামী। (فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ) সুতরাং আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করুন। আরো বলা হয়, আমাদের চেহারা বিকৃত করে দিবেন না যেভাবে ঈসা (আ)-এর কওমের চেহারা বিকৃত করে দিয়েছিলেন এবং আমাদেরকে ভূমিধসে ধ্বংস করবেন না, যেভাবে কারূনকে ভূমিধসে ধ্বংস করেছিলেন এবং আমাদের উপর পাথর নিক্ষেপ থেকে রক্ষা করুন যেভাবে লূত সম্প্রদায়কে পাথর নিক্ষেপ করে ধ্বংস করেছিলেন। এরপর যখন তারা এরূপভাবে দু'আ করলেন তখন থেকে আল্লাহ্ মনের কুচিন্তা, ভুল-ত্রুটি এবং জবরদস্তির গুনাহ রহিত করলেন। আর রক্ষা করলেন ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি ও পাথর নিক্ষেপ থেকে তাদেরকে এবং তাদের অনুসারীগণকে।

সূরা আলে-ইমরান

অর্থাৎ যে সূরায় ইমরানের বংশধরের বিবরণ রয়েছে। সম্পূর্ণ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। এতে দুইশত আয়াত আছে এবং এতে তিন হাজার চারশত ষাট শব্দ এবং চৌদ্দ হাজার পাঁচশ পঁচিশটি অক্ষর আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) الٓمّٓ ۚ

(٢) اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۗ

(٣) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۙ

(٤) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

১. আলিফ-লাম-মীম।
২. আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীবী, সকলের ধারক।
৩. তিনি তোমার উপর সত্য কিতাব নাযিল করেছেন যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রত্যয়ন করে এবং তিনি তাওরাত ও ইন্জীল নাযিল করেছেন।
৪. এই কিতাবের পূর্বে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য এবং তিনি মীমাংসা নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র এ কালাম এর (الٓمّٓ) তাফসীরে বলেন, আমি আল্লাহ্ জ্ঞাত আছি বনী নাজরানের প্রতিনিধিদের ঘটনা সম্বন্ধে বা অন্য তাফসীরে বলা হয়, এটা একটি শপথ, তিনি শপথ করে বলেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ একা, তাঁর কোন সন্তানাদি নেই এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই।

(اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ) তিনিই আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি চিরঞ্জীব্, তিনি কখনও মৃত্যুবরণ করেন না। তিনি চিরস্থায়ী আছেন (الْقَيُّوْمُ) স্বাধিষ্ট, অনাদি (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ) তিনি

আপনার প্রতি জিব্‌রাঈলের মাধ্যমে এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। (بِالْحَقِّ) সত্যসহ অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার স্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে (مُصَدِّقًا) সমর্থক একত্ববাদের (لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) যা এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বর্ণিত রয়েছে (وَأَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ) এবং তাওরাত অবতীর্ণ করেন এক সঙ্গে ইমারনের পুত্র মূসা (আ)-এর প্রতি (وَالاِنْجِيْلَ) আর ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেন এক সঙ্গে মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ)-এর প্রতি (مِنْ قَبْلُ) পূর্বে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের পূর্বে (هُدًى لِّلنَّاسِ) যা মানুষ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়াত ছিল পথভ্রষ্টতা থেকে (وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ) এবং তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন মুহাম্মদ ﷺ এর উপর হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্যকারী। (اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ) যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে অস্বীকার করে। আর এরা হলো বনী নাজরানের প্রতিনিধি দল। (لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ) তাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে কঠোর শাস্তি রয়েছে। (وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ) এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী শাস্তিদানে ও দণ্ডদাতা তাদের জন্য।

(٥) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۞

(٦) هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(٧) هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

৫. আল্লাহ্‌র নিকট যমীন ও আসমানের কোন বস্তু গোপন থাকে না।

৬. তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন যেভাবে ইচ্ছা। তিনি ব্যতীত আর কারও বন্দেগী নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৭. তিনিই তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তন্মধ্যে কতক আয়াত মুহ্‌কাম অর্থাৎ তার অর্থ পরিষ্কার, সেটাই কিতাবের মূল অংশ, অন্যগুলি মুতাশাবিহ অর্থাৎ তার অর্থ জ্ঞাত বা নির্দিষ্ট নয়। কাজেই, যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা বিভ্রান্তি বিস্তার ও ব্যাখ্যা সন্ধানের উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তার ব্যাখ্যা জানে না। আর পরিপক্ক জ্ঞান-বিশিষ্টগণ বলে, আমরা এর উপর বিশ্বাস করেছি। সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ, বুঝালে তো তারাই বোঝে যাদের বুদ্ধি আছে।

(اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে কোন সংবাদই গোপন থাকে না। পৃথিবীতে বনী নাজরানের প্রতিনিধিবর্গের ঘটনাসহ (وَلَا فِي السَّمَآءِ) এবং আসমানেও ফিরিশতাগণের সংবাদ সহ কোন কিছু গোপন থাকে না।

(هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ) তিনিই যিনি মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেন كَيْفَ (يَشَآءُ) যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন খাট, লম্বা, সুন্দর, কুৎসিত, পুরুষ, স্ত্রী, বদকার নেককার, (لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) তিনি ছাড়া কেউ ইলাহ নেই। তিনি ব্যতীত কোন আকৃতি দাতা ও সৃষ্টিকর্তা নেই। (الْعَزِيْزُ) তিনি

মহাপরাক্রমশালী যারা তাঁর উপর ঈমান আনে না তাদের শাস্তি দানে। (الْحَكِيْمُ) তিনি অতি প্রজ্ঞাময় মাতৃগর্ভে আকৃতি দান করতে।

(هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ) তিনিই যিনি আপনার প্রতি কিতাব তথা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন জিব্‌রাঈলের মাধ্যমে (مِنْهُ) সেই কুরআনে রয়েছে (اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ) কতক সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন আয়াত যাতে হালাল ও হারাম স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যা রহিত করা হয়নি, তার উপর আমল করতে হবে। (هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ)। এগুলো হলো কিতাবের মূল অংশ এবং সকল আমলযোগ্য কিতাবের মূল। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী "এসো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তোমাদের তা পড়ে শুনাই .... (৬ ঃ ১৫১) (وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ) এবং অন্য কতকগুলো অস্পষ্ট যা ইয়াহূদীদের জন্য সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল যেমন হুরুফে মুকাত্তাআত অর্থাৎ সূরার প্রারম্ভে ব্যবহৃত বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ যেমন আলিফ, লাম, মীম, আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ, কাফ, আলিফ, লাম, মীম, রা, আলিফ, লাম, রা এসব অক্ষরগুলোর ভিত্তিতে সংখ্যা গণনা করতে গিয়ে তাদের সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আরো বলা হয়, এগুলো রহিত আয়াত, যার উপর আমল নেই।

(فَاَمَّا الَّذِيْنَ) ইয়াহূদীদের মধ্যে কা'ব ইব্‌ন আশরাফ, হুয়াই ইব্‌ন আখতাব ও জুদাই ইব্‌ন আখতাব প্রভৃতি (فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ) যাদের অন্তরে সত্য লঙ্ঘন প্রকৃতির সন্দেহ, বিরুদ্ধাচরণ ও হিদায়াত থেকে বিমুখ থাকার ইচ্ছা আছে। (فَيَتَّبِعُوْنَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ) তারা কুরআনের যে সব আয়াত অস্পষ্ট আছে তারই অনুসরণ করে (ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ) ফিতনা, কুফরীর ও শিরকের উদ্দেশ্যে এবং যে ভ্রান্ত পথে তারা রয়েছে তার উপর দৃঢ় থাকার উদ্দেশ্যে (وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ) এবং ওটার ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ এই উম্মতের (অশুভ) পরিণাম চায় যাতে রাজত্ব তাদের কাছে ফিরে আসে (وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ) এবং এই উম্মতের শেষ পরিণাম কেউ জানে না। (اِلَّا اللّٰهُ) আল্লাহ্‌ ব্যতীত। এখানে এই প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে। তারপর অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করে বলেন (وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ) এবং যারা গভীর জ্ঞান রাখে তাওরাতের যেমন আব্দুল্লাহ ইবন সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ। (يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ) তারা বলেন, আমরা কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে (كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا) এর সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ (وَمَا يَذَّكَّرُ) এবং কুরআনের উপমা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে (اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ) কেবলমাত্র মানুষের মধ্যে যারা বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি যেমন আব্দুল্লাহ ইবন সালাম ও তাঁর সাথীরা।

(٨) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যখন আমাদেরকে হিদায়াত করেছ, তখন আর আমাদের অন্তরসমূহকে ঘুরিয়ে দিও না। এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা কর, তুমিই সব কিছুর দাতা।

(رَبَّنَا) তাঁরা এও বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! (لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا) আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার দীন থেকে বিমুখ করবেন না, (بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا) আপনার দীনের সত্য পথ প্রদর্শনের পর (وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً) এবং আপনার তরফ হতে আপনি আমাদের রহমত দান করুন অর্থাৎ আপনার দীনের উপর আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন (اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ) নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা মু'মিনদের জন্য যারা আমাদের পূর্বে ছিল। আরো বলা হয়, মহাদাতা হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি নবূওত বা ইসলাম প্রদানে।

(৯) رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

(১০) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْــًٔا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۝

(১১) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

(১২) قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানুষকে একদিন একত্র করবে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।

১০. নিশ্চয়ই যারা কাফির, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র সম্মুখে কোন কাজে আসবে না। এবং তারাই জাহান্নামের ইন্ধন।

১১. যেমন নীতি ছিল ফির'আওন-সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদের। তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের পাপের কারণে গ্রেফতার করেন। আর আল্লাহ্র শাস্তি সুকঠিন।

১২. কাফিরদের বলে দাও, তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে, কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা তা।

(رَبَّنَا) তারা আরো বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! (اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ) নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যুর পর মানবজাতিকে একত্রে সমাবেশ করবেন (لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ) এমন একদিনে যাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। (اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না। অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনঃজীবন, হিসাব গ্রহণ, সিরাত, মীযান, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদির ব্যাপারে। (اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে অর্থাৎ কা'ব ইব্ন আশরাফ ও তার সাথীরা অথবা আবূ জাহল ও তার সাথীরা (لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ) তাদের ধন-সম্পদ তাদের কোন উপকার করবে না (وَلَآ اَوْلَادُهُمْ) এবং না তাদের সন্তানাদির আধিক্য (مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا) আল্লাহ্র শাস্তি হতে কোন কিছু (وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ) এবং তারাই হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

(كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ) যেমন ফিরাউনের বংশধরদের কার্যকলাপ ছিল অর্থাৎ মূসা (আ)-এর কওম যেমন মিথ্যা প্রতিপন্ন করত ও গালি দিত আপনার কওম ও আপনার সাথে তেমনি আচরণ করে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও গালি দেয়। আল্লাহ্ বলেন, বদরের দিন তাদের সাথে এরূপই করব যেমন মূসা (আ)-এর কওমের সাথে ডুবিয়ে দেওয়ার দিন করেছিলাম (وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) এবং যারা হযরত মূসা (আ)-এর কওমের পূর্বে ছিল (كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا) তারা অস্বীকার করেছিল আমার আয়াতকে অর্থাৎ আমার কিতাবকে ও আমার প্রেরিত রাসূলকে, যাকে আমি তাদের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। (فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ) ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন। (بِذُنُوْبِهِمْ) তাদের পাপের জন্য অর্থাৎ নবীদেরকে অস্বীকার করার জন্য (وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ) এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর যখন তিনি শাস্তি দেন।

(قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا) যারা কুফরী করে তাদেরকে বলে দিন, হে মুহাম্মদ ﷺ ! অর্থাৎ মক্কার কাফিরদেরকে (سَتُغْلَبُوْنَ) অতি সত্ত্বর তোমরা পরাভূত হবে, হত্যা করা হবে বদরের দিন। وَتُحْشَرُوْنَ

এবং তোমাদেরকে একত্র করা হবে কিয়ামতের দিন (اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ) জাহান্নামে এবং এটা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থান!

(١٣) قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ○

(١٤) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

১৩. সম্প্রতি তোমাদের সম্মুখে দৃষ্টান্ত গত হয়েছে দু'টি দলের মাঝে, যাদের মাঝে লড়াই হয়। একটি দল লড়াই করে আল্লাহ্‌র পথে আর দ্বিতীয় বাহিনী কাফিরদের। তারা তাদেরকে চাক্ষুষ দৃষ্টিতে নিজদের দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ্ নিজ সাহায্যে যাকে ইচ্ছা শক্তিশালী করেন। এরই মাঝে শিক্ষা রয়েছে চক্ষুষ্মানদের জন্য।

১৪. আকর্ষণীয় বস্তুর আসক্তি মানুষকে মোহমুগ্ধ করেছে যেমন নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনা-রূপার ভাণ্ডার, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামার। এসব ইহ-জীবনের ভোগ সামগ্রী। আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে উত্তম ঠিকানা।

(قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ) হে মক্কাবাসীরা তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবূওয়তের জন্য একটি আলামত (فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا) দুটি দলের মধ্যে যার একটি হল হযরত মুহাম্মদ ﷺ আর অপরটি হল আবূ সুফিয়ানের, যারা উভয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল বদরের দিন। (فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছে আল্লাহ্‌র অনুসরণে। যেমন হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীগণ এবং তারা সংখ্যায় ছিলেন তিনশত তেরজন (وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ) এবং অপর দলটি ছিল কাফির যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল। যেমন আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীরা আর এরা সংখ্যায় ছিল নয়শত পঞ্চাশজন। (يَرَوْنَهُمْ) এরা নিজদেরকে তাদের দ্বিগুণ দেখতে ছিল অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথীদের তুলনা দ্বিগুণ দেখতেছিল (رَاْىَ الْعَيْنِ) চোখের দেখায় প্রকাশ্যে দেখতে ছিল। আরো বলা হয় যে, এ আয়াতের শুরু থেকে এ পর্যন্ত আরো একটি ব্যাখ্যা হতে পারে অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বনূ কুরাইযা ও বনূ নজীর কাফিরদেরকে বলে দিন যে, তোমরা অতি সত্বর পরাভূত হবে ও তোমাদেরকে হত্যা করা হবে, এবং দেশান্তরিত করা হবে এবং মৃত্যুর পর পরকালে তোমাদের নিবাস হবে জাহান্নামে, যা অতি নিকৃষ্ট আবাসস্থল! এই বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ বদরের যুদ্ধের দুই বছর পূর্বেই সংবাদ দিয়েছিলেন। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, হে ইয়াহুদীগণ! তোমাদের জন্য এই দুইদলের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবূওয়াতের ব্যাপারে নিদর্শন রয়েছে। যার মধ্যে একটি দল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আর অপরটি আবূ সুফিয়ানের যারা উভয়ে সম্মুখীন হল বদরের মাঠে। একটি দল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহ্‌র পথে তাঁর আনুগত্যে জিহাদে লিপ্ত হয়েছিলেন আর অন্য দলটি অর্থাৎ আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীরা যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল। হে ইয়াহুদীরা! তোমরা তাদেরকে মুহাম্মদ ﷺ-এর দলের দ্বিগুণ দেখতেছিলে প্রকাশ্যে চোখের দেখায় (وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ) এবং আল্লাহ্ সাহায্য করেন ও শক্তিশালী করেন

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস, প্রথম খন্ড

(بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ) তাঁর নিজ সাহায্যে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে বদরের দিনে। (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ) নিশ্চয়ই এ সাহায্যে যা আল্লাহ্ বদরের দিন হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে করেছিলেন (لَعِبْرَةً لِّأُولِى الْاَبْصَارِ) দীনের ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সূক্ষ্ম লোকের জন্য উপদেশ রয়েছে। আরো বলা হয়, এতে উপদেশ রয়েছে তাদের জন্য, যাদেরকে চোখ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য দুনিয়াতে যেসব বস্তু মনোরম করে দিয়েছেন তার বর্ণনা দেন।

(زُيِّنَ لِلنَّاسِ) মানুষের অন্তরে মনোরম করা হয়েছে (حُبُّ الشَّهَوَاتِ) আসক্তি (مِنَ النِّسَاءِ) নারী ও দাসীর প্রতি (وَالْبَنِيْنَ) সন্তান ও দাসের প্রতি (وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ) এবং রাশীকৃত (مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) সোনারূপা। আরো বলা হয়, যে সমস্ত মালের উপর সোনা ও রূপা দ্বারা কারুকার্য খচিত করা হয়। কিন্‌তার হল একবচন। তার অর্থ হল গরুর চামড়ার মধ্যে যত সোনা বা রূপা সংকুলান হয়। আরো বলা হয়, এক হাজার দুইশত মিসকালে এক কিন্‌তার হয়। কানাতির এটার তিনগুণ আর এর নয়গুণকে মুকানতারা বলা হয়। (وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ) এবং চিত্তাকর্ষক সুন্দর চিহ্নিত ঘোড়া এবং (وَالْاَنْعَامِ) চতুষ্পদ জন্তু, ছাগল, গরু ও উষ্ট্র (وَالْحَرْثِ) ক্ষেত-খামার। (ذٰلِكَ) এ সমস্ত সামগ্রী যার বর্ণনা দেয়া হল। (مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) তা পার্থিব দুনিয়ার ভোগ্য উপকারী বস্তু যা শেষ হয়ে যায়। আরো বলা হয়, উপরোল্লিখিত সামগ্রী সমস্তই ক্ষণস্থায়ী যেমন একটা ঘরের আসবাবপত্র পেয়ালা ও পান-পাত্র ইত্যাদি যেভাবে ক্ষণস্থায়ী। (وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ) এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা পরকালের বস্তুসমূহ জান্নাতে সুরক্ষিত আছে; যারা দুনিয়ার সব সামগ্রী পরিত্যাগ করে যাবে তাদের জন্য। তারপর তিনি পরকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা এবং সেখানকার সামগ্রীর স্থায়িত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেন।

(١٥) قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ۚ

১৫. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বস্তুর সন্ধান দেব? মুত্তাকীগণের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উদ্যান যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা তাতে চিরদিন থাকবে, আর পূতঃ পবিত্র নারী এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। বান্দাগণ আল্লাহ্‌র দৃষ্টির মাঝে।

(قُلْ) হে মুহাম্মদ! আপনি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বলে দিন, (اَؤُنَبِّئُكُمْ) আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব (بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ) যা তোমাদের দুনিয়ার ভোগবিলাসের চাইতে উত্তম? যে সব ভোগবিলাসের বর্ণনা আমি দিয়েছি (لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا) সাবধানতা অবলম্বনকারীদের জন্য এবং যে শিরক্, কুফরি এবং অপকর্ম হতে দূরে থাকে তার জন্য, যেমন হযরত আবূ বকর (রা) এবং তাঁর সাথীরা, (عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ) তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে বাগানসমূহ (تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ) যার বৃক্ষরাজি ও প্রাসাদের তলদেশে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। এই নহরগুলো হবে শরাব, মধু, দুধ ও বিশুদ্ধ পানির (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) সেখানে তারা চিরদিন বাস করবে। এবং তাদের মৃত্যু হবে না এবং সেখান হতে তারা কখনও বের

হবে না। (وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ) এবং তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী হবেন যারা হায়েয ইত্যাদি আবিলতা হতে পবিত্র হবেন। (وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ) এবং রয়েছে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, যা জান্নাতের সর্বোত্তম সামগ্রী হতেও শ্রেষ্ঠ। (وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) এবং আল্লাহ্ তাঁর মু'মিন বান্দাদের অবস্থা, জান্নাতে তাদের আবাসস্থান এবং দুনিয়াতে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। তারপর তাদের গুণাবলীর বর্ণনা দেন।

(١٦) اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

(١٧) اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۝

(١٨) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১৬. যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। কাজেই, আমাদের পাপরাশি মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দিন।

১৭. তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী, এবং শেষ রাতে গুনাহ হতে ক্ষমাপ্রার্থী।

১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, ফিরিশতাগণ ও জ্ঞানীগণও। তিনিই ন্যায়বিচারক। তিনি ছাড়া আর কোনও ইলাহ্ নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا) যারা পৃথিবীতে বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! (اِنَّنَا اٰمَنَّا) নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি এবং তোমার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। (فَاغْفِرْ لَنَا) সুতরাং তুমি আমাদের পাপসমূহ মাফ কর, যা জাহেলিয়াতের যুগে ও পরবর্তী যুগে আমরা করেছি (وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা কর।

(اَلصّٰبِرِيْنَ) যারা আল্লাহ্‌র ফরয কাজগুলি পূর্ণ করত ধৈর্য অবলম্বন করে এবং অপকর্ম হতে বিরত থাকে। আরো বলা হয়, যারা বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে ধৈর্য অবলম্বন করে। (وَالصّٰدِقِيْنَ) এবং যারা তাদের ঈমানের ব্যাপারে সত্যবাদী (وَالْقٰنِتِيْنَ) এবং যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত (وَالْمُنْفِقِيْنَ) এবং যারা সৎকাজে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে (وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ) এবং যারা ক্ষমাপ্রার্থী সালাতের মাধ্যমে। (بِالْاَسْحَارِ) শেষ রাতে নফল সালাত আদায় করে। তারপর আল্লাহ্ তাদের একত্ববাদের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন ঃ

(شَهِدَ اللّٰهُ) আল্লাহ্ স্বয়ং সাক্ষ্য দেন যদিও তা অন্য কেউ সাক্ষ্য না দেয়, (اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই (وَالْمَلٰٓئِكَةُ) এবং সমস্ত ফিরিশতাগণ তার সাক্ষ্য দেয় (وَاُولُوا الْعِلْمِ) এবং সকল জ্ঞানীগণ অর্থাৎ নবীগণ ও মু'মিনগণ এর সাক্ষ্য দেন। (قَآئِمًا بِالْقِسْطِ) তিনি ন্যায়-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত (لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ) তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী, যে তাঁর উপর ঈমান আনে না তাকে শাস্তি দিতে (اَلْحَكِيْمُ) প্রজ্ঞাময়, তিনি আদেশ দেন যেন তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করা হয়।

(١٩) إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

(٢٠) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ○

১৯. এই মুসলমানী আনুগত্যই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন। কিতাবধারীগণ জ্ঞান লাভ করার পরই পারস্পরিক বিদ্বেষবশত বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। যে কেউ আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ অস্বীকার করবে, তো আল্লাহ্ শীঘ্রই হিসাব গ্রহণ করবেন।

২০. তবুও যদি তারা তোমার সঙ্গে তর্ক করে তবে বলে দাও, আমি আমার মুখমণ্ডল আল্লাহ্‌র নির্দেশের অধীন করে দিয়েছি এবং তারাও যারা আমার সঙ্গে আছে। আর কিতাবী ও নিরক্ষরদের বল, তোমারাও কি বশ্যতা স্বীকার করছ? যদি তারা বশ্যতা স্বীকার করে তবে তারা সরল পথ পেয়ে গেল, আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার দায়িত্ব তো শুধু পৌঁছানোই এবং বান্দাগণ আল্লাহ্‌র দৃষ্টির মাঝে।

(اِنَّ الدِّيْنَ) নিশ্চয়ই মনোনীত দীন (عِنْدَ اللّٰهِ الاِسْلَامُ) আল্লাহ্‌র কাছে হল ইসলাম, আরও বলা হয়, আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম ধর্ম। এখানে বাক্য গঠনে অগ্র-পশ্চাত রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তার কাছে মনোনীত দীন হলো ইসলাম এবং এরই সাক্ষ্য দেন ফিরিশ্‌তাগণ, নবীগণ ও মু'মিনগণ। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় শাম দেশের দু'ব্যক্তি সম্বন্ধে, যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইল যে, আল্লাহ্‌র কিতাবে সবচেয়ে বড় শাহাদত (সাক্ষ্য) কি আছে? তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন, তা শুনে তারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। (وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ) এবং যারা কিতাবপ্রাপ্ত অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা তারা দীন ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সম্বন্ধে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। (اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ) তাদের কাছে পূর্ণ জ্ঞান আসার পর যা তাদের কিতাবে বর্ণিত আছে। (بَغْيًا بَيْنَهُمْ) তাদের মধ্যে বিদ্বেষের কারণে (وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে অস্বীকার করবে (فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর ও ভীষণ শাস্তিদাতা। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে দীন ইসলামের ব্যাপারে তাদের বিবাদের কথা উল্লেখ করেন এবং বললেন,

(فَاِنْ حَاجُّوْكَ) তারা অর্থাৎ যদি ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা আপনার সাথে ধর্ম সম্বন্ধে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় (قُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ) তবে আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমি আত্মসমর্পণ করেছি ও আমার দীন ও আমল আল্লাহ্‌র জন্য খাঁটি করেছি (وَمَنِ اتَّبَعَنِ) এবং আমার অনুসারীরাও এরূপ করেছে। (وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ) এবং আপনি কিতাবপ্রাপ্ত ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে (وَالْاُمِّيِّنَ) এবং নিরক্ষর আরববাসীদেরকে বলে দিন, (ءَاَسْلَمْتُمْ) তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ? যেমন আমরা করেছি। তারপর

আল্লাহ্‌ বলেন, (فَاِنْ اَسْلَمُوْا) যদি তারা আত্মসমর্পণ করে যেমন তোমরা করেছ (فقد اهتدوا) তাহলে তারা সৎপথ প্রাপ্ত হবে না ভ্রষ্টতা থেকে (وَاِنْ تَوَلَّوْا) আর যদি তারা তা থকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ) তাহলে আপনার উপর তো আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এই দীনের তাবলীগ করাই কর্তব্য (وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ) এবং আল্লাহ্‌ সম্যক দ্রষ্টা কে ঈমান আনে আর কে না আনে।

(٢١) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

(٢٢) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

(٢٣) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

২১. যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায় বিধানের নির্দেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও।

২২. এরাই তারা, যাদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হয়েছে। আর কেউ তাদের সাহায্যকারীও নয়।

২৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহবান করা হয়, যাতে কিতাব তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়। তারপর তাদের একদল অবহেলা করে মুখ ফিরিয়ে লয়।

(اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে অবিশ্বাস করে, এবং তাদের বাপ-দাদার মধ্যে যারা নবীগণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছ, তাদের প্রতি ভালবাসা রাখে (وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ) এবং যারা ঐ সব লোককে যার ভাল কাজের ও তাওহিদের উপদেশ দেয় (مِنَ النَّاسِ) মানুষের মধ্য থেকে অর্থাৎ যারা নবীদের প্রতি ঈমান আনে তাদেরকে হত্যা করে (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ) তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন যার বেদনা তাদের অন্তর পর্যন্ত আঘাত করে।

(اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ) এসব লোকই তারা যাদের কার্যকলাপ নিষ্ফল হয়ে তাদের পুণ্য কাজ ধ্বংস হয়েছে। (فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ) দুনিয়া ও আখিরাতে অর্থাৎ আখিরাতে তাদের ভাল কার্যের কোন সওয়াব দেওয়া হবে না। (وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ) এবং তাদের জন্য সাহায্যকারীও থাকবে না যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করবে, তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বনী কুরাইযা ও বনী নজীর -এর "রজম" সম্পর্কে বিমুখতা প্রসঙ্গে বলেনঃ

(اَلَمْ تَرَ) আপনি কি দেখেন না হে মুহাম্মদ ﷺ! (اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ) তাদেরকে যাদেরকে তাওরাতের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল যাতে ব্যভিচারীকে রজম অর্থাৎ পাথর দ্বারা হত্যা করার আদেশ রয়েছে (يُدْعَوْنَ اِلَى كِتٰبِ اللّٰهِ) যখন তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব অর্থাৎ কুরআনের প্রতি ডাকা হয়, (لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় যেমন তাদের কিতাবের মধ্যে বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত স্ত্রীলোককে রজম করার আদেশ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, তখন খায়বরের এক ইয়াহুদী পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল (ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ) পরে তাদের মধ্যে একদল যেমন বনী কুরাইযা ও খায়বরবাসীরা এ আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ) এমতাবস্থায় যেন তারা এই রজমকে মিথ্যা মনে করছিল।

(٢٤) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ وَّغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

(٢٥) فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

২৪. এটা এই কারণে যে, তারা বলে, দিন কতক ব্যতীত আগুন কখনোই আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তারা তাদের দীনের ব্যাপারে নিজেদের উদ্ভাবিত বিষয়ে প্রতারিত হয়েছে।

২৫. সুতরাং কি অবস্থা হবে তাদের যখন আমি এমন এক দিনে তাদের একত্র করব, যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং প্রত্যেকে তার উপার্জন পুরোপুরি লাভ করবে। তাদের অধিকার খর্ব করা হবে না।

(ذٰلِكَ) এরূপ আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও মিথ্যা মনে করা এবং (بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ) শাস্তি তা এজন্য যে, তারা বলত, আমাদেরকে পরকালে অগ্নি কখনই স্পর্শ করবে না। (اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ) হ্যাঁ মাত্র কিছুদিন অর্থাৎ চল্লিশ দিন। এবং ইয়াহূদীদের একদল বলত, মাত্র কয়েক দিন আমাদেরকে অগ্নি স্পর্শ করবে আর তাহলো মাত্র সাত দিন যেদিনগুলোতে তাদের বাপ-দাদারা বাছুর পূজা করেছিল। এবং শাস্তির এ দিনগুলিই আখিরাতের দিন। যার প্রত্যেকটি দিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান। (وَغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ) এবং তাদেরকে প্রবঞ্চনায় ফেলেছিল তাদের দীন সম্বন্ধে দৃঢ় হয়ে থাকা (مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ) যা তারা মিথ্যা উদ্ভাবন করেছিল। আরো বলা হয় যে, তাদেরকে প্রবঞ্চনায় ফেলেছে শাস্তি বিলম্বিত হওয়া

(فَكَيْفَ) তাদের কি অবস্থা হবে? হে মুহাম্মদ ﷺ! (اِذَا جَمَعْنٰهُمْ) যখন আমি তাদেরকে একত্রিত করব মৃত্যুর পর (لِيَوْمٍ) এমন ভীষণ দিনে (لَّا رَيْبَ فِيْهِ) যাতে কোন সন্দেহ নেই। (وَوُفِّيَتْ) এবং পূর্ণভাবে দেওয়া হবে (كُلُّ نَفْسٍ) প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ বা অসৎ (مَّا كَسَبَتْ) যা সে অর্জন করেছে সৎকর্ম বা অসৎ কর্ম, তার প্রতিফল স্বরূপ পাইবে (وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ) এবং তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না এবং তাদের পুণ্যের ফল মোটেই কম দেয়া হবে না এবং পাপ বর্ধিতও করা হবে না।

(٢٦) قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ○

(٢٧) تُوْلِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِی الَّیْلِ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ○

২৬. বল, হে আল্লাহ্! সার্বভৌমত্বের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে লও। তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর। সকল কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৭. তুমি রাতকে দিনের মাঝে প্রবিষ্ট কর এবং দিনকে প্রবিষ্ট কর রাতের মাঝে। তুমি জীবিতকে মৃত হতে বের কর এবং মৃতকে বের কর জীবিত হতে। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্ক দান কর।

(قُلِ اللّٰهُمَّ) হে আল্লাহ! আমাদেরকে মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করুন (مَالِكَ الْمُلْكِ) হে সার্বভৌম রাজ্যের অধিকারী আল্লাহ্ (تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ) যাকে ইচ্ছা করেন আপনি ক্ষমতা দান করেন। যেমন হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে প্রদান করেছেন (وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ) এবং আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতাচ্যুত করেন। যেমন রোম ও পারস্যবাসীর কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন। (وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ) এবং যাকে ইচ্ছা করেন সম্মান দান করেন অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে (وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ) এবং যাকে ইচ্ছা করেন আপনি অপমানিত ও হীন করেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইব্ন সলূল, ও তার সাথীরা এবং পারস্য ও রোমবাসীরা (بِيَدِكَ الْخَيْرُ) আপনার হাতেই সমস্ত কল্যাণ, সম্মান, অপমান, রাজা, গণনমত, সাহায্য, ঐশ্বর্য সবই আপনার সার্বভৌমত্বের অধিকারে। (اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ) নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে যেমন সম্মান, অপমান, রাজ্যদান, যুদ্ধ বিজয়ের পর লব্ধ সম্পত্তি, সাহায্য ও রাজ্য প্রদান সর্ববিষয়ে (قَدِيْرٌ) সর্বশক্তিমান, এ আয়াত আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূল মুনাফিক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, ফতেহ্ মক্কার পর সে বলেছিল, তাদের জন্য রোম ও পারস্যের রাজ্য কিভাবে সম্ভব হবে? আরো বলা হয়, আয়াতটি কুরাইশদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। যেহেতু তারা বলত, পারস্যের রাজা কিস্রা রেশমের বিছানায় ঘুমায়, যদি আপনি নবীই হতেন তবে আপনার রাজ্য কোথায় ?

তারপর আল্লাহ্ ক্ষমতার কথা বর্ণনা করেন বলেন, (تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ) আপনি রাতকে দিনের ভিতর প্রবেশ করান, দিনকে রাতের চেয়ে বড় করেন। তখন দিন রাতের চেয়ে বড় হয় (وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ)। এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান, তখন দিনের চেয়ে রাত বড় হয়। (وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ)। এবং আপনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন যথা বীর্য হতে ভ্রূণ (وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ) এবং মৃতকে জীবন্ত থেকে বের করেন, যেমন মানুষ থেকে বীর্য। আরো বলা হয়, মৃত ডিম থেকে জীবন্ত মুরগী (জীবন্ত মুরগী থেকে মৃত ডিম বের করেন।) আরো বলা হয় মৃত দানা থেকে সজীব শীষ এবং সজীব শীষ থেকে মৃত দানা বের করেন (وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) এবং যাকে ইচ্ছা করেন অপরিমিত রিযিক দান করেন। যাতে কোন শক্তি, কৌশল এবং দয়ার প্রয়োজন হয় না। আরো বলা হয়, যাকে ইচ্ছা করেন বিনা পরিশ্রমে ও বিনা কষ্টে প্রচুর ধন ঐশ্বর্য দান করেন।

(٢٨) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

(٢٩) قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(٣٠) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًۢا بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ○

২৮. মুসলিমগণ মুসলিমগণকে ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। যে কেউ এ কাজ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না, তবে তাদের থেকে আত্মরক্ষার্থে এরূপ করলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ তোমাদের তার নিজের ব্যাপারে সাবধান করেন। আল্লাহ্‌রই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন।

২৯. বল, তোমরা যদি মনের কথা গোপন রাখ কিংবা তা প্রকাশ কর তবে আল্লাহ্ তা জানেন। আর যা কিছু আসমানে এবং যা কিছু যমীনে আছে তা আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩০. প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু ভাল কাজ করেছে তা সে দিন সামনে উপস্থিত পাবে, আর যা কিছু মন্দ কাজ করেছে সে ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা করবে, যদি আমার ও তার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকত আর আল্লাহ্ তার নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করেন। আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি পরম দয়ালু।

(لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ) মু'মিনদের উচিত নয় যে তারা আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ও তার সাথীদেরকে বন্ধু বানাবে (الْكٰفِرِيْنَ) এবং কাফিরদের সাথে যেমন ইয়াহূদীদের সাথে (اَوْلِيَاءَ) বন্ধুত্বের মাধ্যমে সম্মান ও ইজ্জত দান করবে (مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ) খাঁটি মু'মিনগণ ছাড়া (وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ) এবং যে ব্যক্তি এরূপ বন্ধুত্ব রাখবে ও সম্মান দান করবে (فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَيْءٍ) এরূপ করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সম্মান রহমত ও দায়িত্ব কিছুই নয়। (اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً) তবে ব্যতিক্রম যদি তোমরা তাদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর অর্থাৎ শুধু মুখে বন্ধুত্ব দেখাও অন্তর দ্বারা নয়। (وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ) এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে তার নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করছেন। যাতে তোমরা অবৈধভাবে রক্তপাত না কর ও ব্যভিচার না কর, হারাম মাল না খাও, মদ পান না কর, মিথ্যা সাক্ষ্য না দাও এবং আল্লাহ্‌র সাথে শরীক না কর। (وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ) এবং মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র কাছেই প্রত্যাবর্তন।

(قُلْ اِنْ تُخْفُوْا) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! যদি তোমরা কিছু গোপন কর (مَافِىْ صُدُوْرِكُمْ) যা তোমাদের অন্তরে আছে, বিদ্বেষ ও শত্রুতা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে (اَوْتُبْدُوْهُ) অথবা তা প্রকাশ কর গালি দিয়ে, বিদ্রোহ করে, লড়াই করে, (يَعْلَمْهُ اللّٰهُ) তিনি তা অবগত আছেন, তোমাদের জন্য তা সযত্নে হেফাজত করেন এবং তার প্রতিফল তোমাদেরকে দিবেন। (وَيَعْلَمُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ)

এবং তিনি অবগত আছেন যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে। যেমন ভাল, মন্দ, গোপন ও প্রকাশ্য সবই অবগত আছেন। (وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান অর্থাৎ আসমানবাসীদের এবং যমীনবাসীদের ও তাদের সওয়াব ও শাস্তিদানে পরবর্তী আয়াতগুলো মুনাফিক ও ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়।

(يَوْمَ) তা সেই কিয়ামতের দিন (تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাল কার্যাদি তার আমলনামায় লিখিত পাবে (وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ) এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও তার আমলনামায় লিখিত পাবে। (تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ) সে কামনা করবে, হায়! তার ও তার মন্দ কাজের মধ্যে (اَمَدًا بَعِيْدًا) দীর্ঘ সময়ের ও পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের ব্যবধান থাকত। (وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ) এবং আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করছেন গুনাহ্ করার ক্ষেত্রে (وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ) এবং আল্লাহ্ মু'মিন বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

(٣١) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٣٢) قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩১. বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাসো, তবে আমার পথে চল, যাতে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

৩২. বল, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ পালন কর। অতঃপর তারা যদি উপেক্ষা করে, তো কাফিরদের প্রতি আল্লাহ্‌র কোন ভালবাসা নেই।

(قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ও তাঁর দীনকে ভালবাস فَاتَّبِعُوْنِيْ তাহলে তোমরা আমার দীনের অনুসরণ কর। (يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ) তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসাকে বৃদ্ধি করে দিবেন। (وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ) এবং তোমরা ইয়াহূদী অবস্থায় যে পাপ করেছ তা মাফ করে দিবেন (وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ) এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তাওবাকারীর প্রতি (رَّحِيْمٌ) এবং করুণাময় ঐ ব্যক্তির প্রতি যে তাওবা করার পর মারা যায়। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে, তারা বলত, "আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র এবং তাঁর বন্ধু, তাঁর দীনে আমরা আছি।" যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই বলতে লাগল, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর নিজেকে ভালবাসতে আমাদেরকে বলেন, যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা (আ)-কে ভালবাসে এবং ইয়াহূদীরা বলত, মুহাম্মদ ﷺ-এর ইচ্ছা আমরা তাঁকে দয়াল প্রভু বানাই, যেমন খ্রিস্টানরা ঈসাকে (আ) দয়াল প্রভু মনোনীত করেছে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে বলেন,

(قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! তোমরা আল্লাহ্‌র অনুসরণ কর ফরয আদায়ের ব্যাপারে (وَالرَّسُوْلَ) এবং রাসূলের অনুসরণ কর সুন্নাত পালনের ব্যাপারে। (فَاِنْ تَوَلَّوْا) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা থেকে। (فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না। অর্থাৎ ইয়াহূদী ও মুনাফিকদেরকে। যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন ইয়াহূদীরা বলতে লাগল, আমরা হযরত আদম (আ) এর দ্বীনের অনুসারী ও মুসলমান। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

(৩৩) إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

(৩৪) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(৩৫) إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(৩৬) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

৩৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আদম, নূহ, ইব্রাহীমের পরিবার ও ইমরানের পরিবারকে মনোনীত করেছেন।

৩৪. তারা ছিল একে অন্যের বংশধর এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, জ্ঞানময়।

৩৫. যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে, তাকে সব কিছু হতে মুক্ত রেখে তোমারই জন্য উৎসর্গ করলাম। কাজেই, আমার পক্ষ হতে কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনিই প্রকৃত শ্রোতা ও জ্ঞাত।

৩৬. তারপর সে যখন তাকে প্রসব করল তখন বলল, হে আমার প্রতিপালক! এ তো আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। আর সে যা প্রসব করেছে তা আল্লাহ্ সম্যক অবগত। 'ছেলে তো মেয়েটির মত নয়। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আমি তাকে ও তার বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম।'

(اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে মনোনীত করেছেন এবং দীন ইসলাম দিয়ে গ্রহণ করেছেন। (وَنُوْحًا) এবং নূহকেও ইসলাম দিয়ে (وَاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ) এবং ইবরাহীমের বংশধরকেও ইসলাম দিয়ে (وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ) এবং ইমরানের বংশধরকেও অর্থাৎ মূসা ও হারূনকে ইসলাম দিয়ে তৎকালীন বিশ্বের সকলের উপর। আরো বলা হয়, ইমরান হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর পিতা ছিলেন না।

(ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ) তারা একে অন্যের বংশধর ও একে অন্যের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। (وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ) এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা। ইয়াহূদীদের এ কথা আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও পৌত্র ও তাঁর বন্ধু এবং দীনের উপর প্রতিটি (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞ পরিণামে তাদের শাস্তি সম্বন্ধে এবং কে তাঁর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত সে সম্বন্ধে।

তারপর তুমি স্মরণ কর হে মুহাম্মদ ﷺ! (اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ) যখন ইমরানের স্ত্রী, মরিয়মের মা হিন্না বলেছিলেন, (رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ) হে আমার প্রভু! আমি তোমার জন্য মানত করেছি, (مَافِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا) আমার গর্ভের সন্তানকে খাদেম করব বায়তুল মুকাদ্দাসের। (فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ) সুতরাং আপনি তা কবূল করুন আমার তরফ থেকে নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা (الْعَلِيْمُ) ও সর্বজ্ঞ। তা গ্রহণযোগ্য কিনা যা আমার গর্ভে আছে।

(فَلَمَّا وَضَعَتْهَا) তৎপর সে যখন প্রসব করল, দেখল সে একজন কন্যা প্রসব করেছে। (قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى) তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি একজন কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।

(وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ) আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন, সে যা প্রসব করেছেন। (وَلَيْسَ الذَّكَرُ) এবং পুত্র সন্তান খেদমত ও গোপনীয়তায় (كَالْاُنْثٰى) কন্যার মত নয়। (وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ) এবং আমি তাঁর নাম মারয়াম রেখেছি এবং তার জন্য তোমার শরণ ও আশ্রয় নিতেছি। (وَذُرِّيَّتَهَا) এবং তাঁর সন্তানের জন্যও যদি তার কোন সন্তান হয় (مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ) অভিশপ্ত শয়তান হতে।

(৩৭) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

(৩৮) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ○

৩৭. কাজেই, তার প্রতিপালক তাকে গ্রহণ করলেন সযত্ন গ্রহণে এবং তার বৃদ্ধি সাধন করলেন উত্তম বৃদ্ধিতে। আর তাকে যাকারিয়ার কাছে অর্পণ করলেন। যাকারিয়া যখন কক্ষে তার নিকট সাক্ষাত করতে আসত তখন তার নিকট খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলল, হে মারইয়াম! এসব তোমার নিকট কোত্থেকে আসল। সে বলল, ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হতে আসে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ধারণাতীত রিয্‌ক দান করেন।

৩৮. সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করল; বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার নিকট হতে আমাকে সুসন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দু'আ শ্রবণকারী।

(فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ) সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সাগ্রহে কবূল করলেন এবং তাঁর প্রতি দয়া করে তিনি তাকে পুত্রের স্থানে গ্রহণ করলেন। (وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا) এবং তাঁকে তিনি উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন অর্থাৎ ইবাদতের বছর, মাস, দিন এবং ঘন্টাসমূহে উত্তম আহার্য দান করে লালন-পালন করেন। (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) এবং তার প্রতিপালনের জন্য অভিভাবক করলেন হযরত যাকারিয়া (আ)-কে (كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ) যখনই যাকারিয়া (আ) তাঁর ইবাদতের ঘরে প্রবেশ করতেন (وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا) তাঁর কাছে অসময়ের ফলমূল পেতেন গ্রীষ্মের সময় শীতের দিনের ফল যেমন আখ এবং শীতের মৌসুমের গ্রীষ্মকালের ফল যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। (قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا) যাকারিয়া (আ) বলতেন, হে মারয়াম! এসব তুমি কোথায় পেলে। এটা তো মৌসুমের ফল নয় (قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ) মরিয়াম বলতেন, এটা জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্‌র তরফ হতে আমার কাছে নিয়া আসেন (اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন সময়ের ও অসময়ের ফল দিয়ে থাকেন। (بِغَيْرِ حِسَابٍ) অপরিমিত রিযিক দান করেন।

(هُنَالِكَ) ঐ সময়েই (دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ قَالَ) যাকারিয়া তাঁর প্রতিপালককে ডাকলেন ও আশা করলেন, বললেন, (رَبِّ هَبْ لِىْ)হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে দান করুন (مِنْ لَّدُنْكَ) আপনার নিকট থেকে (ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً)একটি নেক সন্তান। (اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ) নিশ্চয়ই আপনি দু'আ শ্রবণকারী।

(٣٩) فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(٤٠) قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○

(٤١) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○

৩৯. যখন সে কক্ষে সালাতে দণ্ডায়মান ছিল, তখন ফিরিশ্‌তারা তাকে ডাক দিল যে, আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। যে আল্লাহ্‌র একটি হুকুমের সাক্ষ্য দেবে এবং নেতা, নারী-সঙ্গ বিবর্জিত ও সৎকর্মপরায়ণ নবীগণের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪০. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! কোত্থেকে আমার সন্তান হবে, যেখানে আমার বার্ধক্য এসে গেছে আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা? তিনি বললেন, এভাবেই আল্লাহ্ যা চান করেন।

৪১. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কিছু নিদর্শন স্থির করুন। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন ইংগিত ব্যতীত মানুষের সাথে কথা বলবে না। আর তুমি বেশি পরিমাণে নিজ প্রতিপালকের স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যায় তাসবীহ্ পাঠ কর।

(فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ) তারপর ফিরিশ্‌তাগণ অর্থাৎ জিবরাঈল তাকে সম্বোধন করে বললেন। (وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ) যখন তিনি দাঁড়িয়ে মসজিদে নামায পড়ছিলেন (اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى) আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্ইয়া নামক পুত্র সন্তানের শুভ সংবাদ দিচ্ছেন। (مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ) যিনি সমর্থক হবেন আল্লাহ্‌র কালেমা হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ামের যার জন্ম হয় আল্লাহ্‌র কালেমা দ্বারা পিতা ব্যতীত। (وَسَيِّدًا) ও নেতা হবেন অর্থাৎ মানুষের মুর্খতার উপর ধৈর্যশীল (وَّحَصُوْرًا) এবং জীতেন্দ্রীয় স্ত্রী জাতির প্রতি কোন আসক্তি থাকবে না। (وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ) এবং তিনি পুণ্যবান রাসূলদের অন্যতম নবী হবেন।

(قَالَ رَبِّ) যাকারিয়া (আ) জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে বললেন, হে আমার প্রভু! (اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ) আমার পুত্র হবে কিভাবে? (وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ) আমি তো বার্ধক্য উপনীত হয়েছি (وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ) এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। তার কোন সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। (قَالَ كَذٰلِكَ) জিব্‌রাঈল বললেন, আপনাকে আমি যে রূপ বলেছি (يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ) আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। তখন যাকারিয়া (আ) বললেন ঃ

(قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً) হে আমার প্রভু! আমার জন্য এমন একটা নিদর্শন দিন যাতে আমার স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার আলামত প্রকাশ পায় (قَالَ اٰيَتُكَ) আল্লাহ্ বললেন, তোমার স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার নিদর্শন এই হবে যে, তুমি (اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ) মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না (ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ) তিন দিন পর্যন্ত, অথচ তুমি মূক হবে না। (اِلَّا رَمْزًا) তবে ঠোঁট, ভ্রূ, চোখ ও হাত দু'টি নাড়িয়ে ইঙ্গিতে বলতে পারবে। আরো বলা হয়, মাটিতে লিখে বলতে পারবে (وَاذْكُرْ رَّبَّكَ) এবং তুমি তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর জিহ্বা ও অন্তর দিয়ে (كَثِيْرًا) সর্বাবস্থায় (وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ) এবং তুমি সন্ধ্যায় ও প্রত্যুষে নামায আদায় করতে থাক যেমন তুমি পূর্বে নামায আদায় করতে।

(٤٢) وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَٰلَمِينَ ۝

(٤٣) يَٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّٰكِعِينَ ۝

(٤٤) ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝

৪২. আর যখন ফিরিশতারা বলল, হে মারয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করেছেন, তোমাকে পবিত্র বানিয়েছেন এবং সারা বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন।

৪৩. হে মারয়াম! নিজের প্রতিপালকের আনুগত্য কর এবং সিজ্‌দা কর ও রুকূকারীগণের সাথে রুকূ কর।

৪৪. এসব অদৃশ্য সংবাদ, যা আমি তোমার নিকট প্রেরণ করি। মারইয়ামকে লালন-পালন করার দায়িত্ব কে নেবে এ উদ্দেশ্যে যখন তারা কলম নিক্ষেপ করছিল, তখন তুমি তাদের নিকট ছিলে না। আর তারা যখন ঝগড়া করছিল, তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না।

(وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ) এবং যখন ফিরিশতাগণ অর্থাৎ জিবরাঈল বললেন, (يَامَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ) হে মারয়াম, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করেছেন ইসলাম ও ইবাদতের জন্য (وَطَهَّرَكِ) এবং তিনি তোমাকে পবিত্র করেছেন কুফর, শিরক, অপবিত্রতা থেকে, আরো বলা হয়, তোমাকে হত্যা থেকে রক্ষা করেছেন (وَاصْطَفٰكِ) এবং তোমাকে মনোনীত করেছেন (عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ) বিশ্বনারীকুলের মধ্যে তোমার যুগের হযরত ঈসার জননী হিসাবে।

(يَامَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ) হে মরিয়াম, তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও, এ নিয়ামতের শোকর আদায়ের জন্য। আরো বলা হয়। তুমি নামাযে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে তোমার প্রতিপালকের শোকর আদায় কর। (وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ) এবং তুমি নামাযে রুকু ও সিজ্‌দা কর (مَعَ الرّٰكِعِيْنَ) যারা রুকু করে তাদের সাথে অর্থাৎ নামায আদায়কারীদের সাথে,

(ذٰلِكَ) উল্লিখিত যে ঘটনা মারয়াম ও যাকারিয়া সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। (مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ) তা অদৃশ্যের বিষয়ের সংবাদ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! এ সংবাদগুলো ঐ সব ঘটনার যা আপনার অনুপস্থিতিতে ঘটেছে। (نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ) যা আমি জিবরাঈলের দ্বারা তোমার কাছে পাঠিয়েছি (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ) এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না অর্থাৎ ইয়াহুদী আলিমদের কাছে (اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ) যখন তারা তাদের কলমসমূহ নিক্ষেপ করতেছিল চলন্ত পানিতে। (اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) কোন্ ব্যক্তি মরিয়ামের প্রতিপালনের দায়িত্ব পাবে তা নির্ধারণ করণার্থে, এরূপ ব্যবস্থা করতেছিল (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ) এবং আপনি হে মুহাম্মদ ! তাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, (اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ) যখন তারা মারয়ামের প্রতিপালনের বিষয়ে যুক্তি প্রমাণসহ বাদানুবাদ করতেছিল।

(٤٥) إِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝

(٤٦) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّٰلِحِينَ ۝

(٤٧) قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝

৪৫. যখন ফিরিশ্‌তারা বলল, হে মারয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে তার এক হুকুমের সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম মাসীহ্ ঈসা ইব্‌ন মারয়াম। সে দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত সম্মানী এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

৪৬. আর সে মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে পুণ্যবানগণের একজন।

৪৭. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! ছেলে হবে কোত্থেকে, কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নি? তিনি বললেন, এভাবেই আল্লাহ্ যান চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, হয়ে যাও, ফলে তা হয়ে যায়।

(اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ) যখন ফিরিশতারা বলতেছিল অর্থাৎ হযরত জিব্‌রাঈল বললেন, (يٰمَرْيَمُ) হে মরিয়াম! (اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ) তোমাকে আল্লাহ্ শুভ সংবাদ দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্‌র কালেমার দ্বারা(مِّنْهُ) তোমার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। (اسْمُهُ الْمَسِيْحُ) যার নাম হবে মাসীহ্ অর্থাৎ ভ্রমণকারী যেহেতু তিনি এক শহর থেকে অন্য শহরে সর্বদা ভ্রমণ করতে থাকবেন। আরো বলা হয়, তাকে মাসীহ্ অর্থাৎ বাদশাহ বলা হবে। (عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا) ঈসা ইব্‌ন মরিয়াম পৃথিবীতে সকলের কাছে সম্মানিত মর্যাদা সম্পন্ন হবে (وَالْاٰخِرَةِ) এবং পরকালেও আল্লাহ্‌র কাছে তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল ও সম্মানিত হবেন (وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ) এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তদের অন্যতম হবেন জান্নাতে আদনে।

(وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ) এবং দোলনায় অর্থাৎ মাতৃকোলে থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলবেন, চল্লিশ দিন বয়সের সময় আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর মাসীহ্। (وَكَهْلًا) এবং পরিণত বয়সেও অর্থাৎ ত্রিশ বছরের পর নবুওয়াত প্রাপ্তিরকালেও (وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ) এবং তিনি পুণ্যবানদের অর্থাৎ রাসূলগণের অন্যতম।

(قَالَتْ رَبِّ) মারয়াম বললেন, জিবরাঈলকে, হে আমার সরদার। (اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ) আমার কিভাবে সন্তান হবে। (وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ) আমাকে কোন মানুষ স্পর্শ করে নাই বৈধ বা অবৈধভাবে। قَالَ তখন জিব্‌রাঈল বললেন, (كَذٰلِكِ) এভাবেই আমি তোমাকে যেভাবে বলেছি। (اللّٰهُ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ) আল্লাহ্ যেভাবে যা ইচ্ছা করেন তা সৃষ্টি করেন। (اِذَا قَضٰى اَمْرًا) যখন তিনি কিছু স্থির করেন অর্থাৎ তোমাকে যখন তিনি পিতা ছাড়া একটি পুত্র সন্তান দিতে ইচ্ছা করেন। (فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ) তিনি শুধু বলেন 'হও', তখনই হয়ে যায় পিতা ছাড়া পুত্র সন্তান।

(٤٨) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ ۝

(٤٩) وَرَسُوْلًا إِلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ۙ أَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ أَنِّيْٓ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتٰى بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

৪৮. এবং তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিক্‌মত, তাওরাত ও ইনজীল।

৪৯. আর তাকে বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল করে পাঠাবেন। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের কাদা দ্বারা পাখির আকৃতি বানিয়ে দেই। তারপর তাকে ফুঁক দেই। ফলে তা আল্লাহ্‌র হুকুমে উড়ন্ত প্রাণী হয়ে যায়। আর আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি এবং মৃতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে জীবিত করি। এবং তোমরা নিজ গৃহে যা খেয়ে আস ও যা মওজুদ কর তা আমি তোমাদের বলে দেই। এর মাঝে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

(وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ) এবং তিনি তাকে শিক্ষা দিবেন নবীগণের গ্রন্থাবলী। আরো বলা হয়, লেখা শিক্ষা দিবেন (وَالْحِكْمَةَ) এবং হিকমত তথা হালাল, হারাম। আরো বলা হয় পূর্বের নবীগণের হিকমত (وَالتَّوْرٰىةَ) এবং তাওরাত শিক্ষা দিবেন মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায়। (وَالْإِنْجِيْلَ) এবং ইঞ্জিল মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর (وَرَسُوْلًا) এবং রাসূল করবেন ত্রিশ বছর পর (إِلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ) বনী ইসরাঈলদের জন্য। তারপর যখন তিনি নবূওয়াত প্রাপ্তির পর সেখানে পৌছলেন, তাদেরকে বললেন, (أَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ) আমি তোমাদের প্রভুর কাছ হতে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি যা আমার নবূওয়তের সাক্ষ্য দেয়। (مِّنْ رَّبِّكُمْ) তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে, তারা বলল, ঐ নিদর্শন কি? তখন তিনি বললেন, (أَنِّيْ أَخْلُقُ لَكُمْ) আমি তোমাদের জন্য গঠন করব (مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ) কাদা মাটি থেকে পাখীর আকৃতির মত। (فَأَنْفُخُ فِيْهِ) তারপর আমি তাতে ফুঁৎকার দিব যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি শ্বাস ফেলে। (فَيَكُوْنُ طَيْرًا) তারপর সে পাখী পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে উড়তে থাকবে (بِإِذْنِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র আদেশে, তাই তিনি তাদের জন্য একটি চামচিকা তৈরী করলেন, তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো শুধু যাদু। এটা ছাড়া তোমার কাছে আর কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। (وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ) আমি জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারি। (وَالْأَبْرَصَ) এবং কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকেও নিরাময় করতে পারি (وَأُحْيِ الْمَوْتٰى بِإِذْنِ اللّٰهِ) এবং মৃতকে জীবিত করতে পারি আল্লাহ্‌র হুকুমে ইসমে আজম দ্বারা। তাহল "ইয়া হাইউ ইয়া কাইয়ুম"। তারপর ঈসা (আ) তা করে দেখালেন। তখন তারা বলল, এটা যাদু, এছাড়া কিছু আছে কি? তিনি বললেন, আছে। (وَأُنَبِّئُكُمْ) এবং আরও আমি তোমাদেরকে বলে দিব (بِمَا تَأْكُلُوْنَ) যা কিছু সকাল ও সন্ধ্যায় তোমরা খাবে। (وَمَا تَدَّخِرُوْنَ) এবং যা কিছু তোমরা মওজুদ রাখ সকালের খাদ্য থেকে বিকালের জন্য এবং বিকালের খাদ্য থেকে সকালের জন্য (فِيْ بُيُوْتِكُمْ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ) তোমাদের ঘরে। নিশ্চয়ই যে কথা আমি

তোমাদেরকে বললাম, (لَاٰيَةً لَّكُمْ) তাতে অবশ্যই নিদর্শন আছে আমার নবূওয়াতের জন্য, (اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাক।

(৫০) وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ○

(৫১) اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ○

(৫২) فَلَمَّاۤ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ○

৫০. আর আমি আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে সত্য বলি। আর এই জন্য যে, আমি তোমাদের জন্য বৈধ করে দেব সে সব বস্তু যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। কাজেই, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও।

৫১. নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। কাজেই তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।

৫২. তারপর ঈসা যখন বনী ইসরাঈলের কুফরী (অবাধ্যতা) উপলব্ধি করলেন, তিনি বললেন, কে আছে, যে আল্লাহর পথে আমার সাহায্য করবে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।

(وَمُصَدِّقًا) এবং আমি দীনের তাওহীদের ব্যাপারে একমত পোষণ করি (لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ) যা কিছু আমার পূর্বের তাওরাত ও অন্যান্য যাবতীয় গ্রন্থে আছে (وَلِاُحِلَّ لَكُمْ) এবং তোমাদের জন্য আমি হালাল করব ও বর্ণনা করব (بَعْضَ الَّذِيْ) পূর্বে যার কিছুটা (حُرِّمَ عَلَيْكُمْ) তোমাদের প্রতি হারাম ছিল। যেমন উটের গোশত, গরু ও ছাগলের চর্বি ও শনিবারের নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। (وَجِئْتُكُمْ) এবং আমি তোমাদের কাছে একটা নিদর্শন এনেছি। (مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। তারপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যা আমি তোমাদেরকে আদেশ দেই সে বিষয়ে এবং তোমরা তাঁর কাছে তাওবা কর। (وَاَطِيْعُوْنِ) এবং তোমরা আমার অনুসরণ কর আমার আদেশের ও আমার দীনের।

(اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক (وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ) এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি দাও। (هٰذَا) এই একত্ববাদই হল, (صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ) সরল পথ ও স্থায়ী দীন, তিনি এ ধর্মেই সন্তুষ্ট, এবং তা হল ইসলাম ধর্ম।

(فَلَمَّاۤ اَحَسَّ عِيْسٰى) তারপর যখন ঈসা অনুভব করলেন, (مِنْهُمُ الْكُفْرَ) তাদের কুফরী অর্থাৎ তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে দেখলেন। আরো বলা হয়, যখন তিনি তাদের থেকে বারবার কুফরীর কথা

শুনলেন। (قَالَ مَنْ اَنْصَارِیْ اِلَی اللّٰهِ) ঈসা (আ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কারা আল্লাহ্র পথে আমার সাহায্যকারী আল্লাহ্র শত্রুর মুকাবিলায়? (قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ) তাঁর বিশিষ্ট অনুসারীরা যারা পেশায় ধোপা ও সংখ্যায় বারজন ছিল, তারা বলল, (نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ) আমরা আল্লাহ্র পথে তোমার সাহায্যকারী তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে (اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ) আমরা সকলেই আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি এবং তুমি সাক্ষী থাক (بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ) যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী আল্লাহ্র ইবাদত ও একত্ববাদের জন্য।

(৫৩) رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

(৫৪) وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝

(৫৫) اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৫৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা নাযিল করেছেন, আমরা তাতে বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসারী হয়েছি। কাজেই, আপনি আমাদেরকে সত্যের সমর্থকদের সাথী হিসেবে লিখে নিন।

৫৪. এবং সে কাফিররা চক্রান্ত করল আল্লাহ্ও কৌশল করলেন, বস্তুত আল্লাহ্ সর্বোত্তম কৌশলী।

৫৫. যখন আল্লাহ্ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে (পূর্ণ বয়সে) নিয়ে নেব ও আমার নিকট তুলে নেব, তোমাকে কাফিরদের থেকে পবিত্র করব এবং তোমার অনুসারীগণকে তোমার বিরোধীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখব। তারপর আমারই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। তোমরা যে বিষয়ে বির্তক করছো, তখন সে সম্বন্ধে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবো।

(رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! (اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ) আমরা ঈমান এনেছি তাতে যা তুমি অবতীর্ণ করেছ যেমন ইঞ্জিল কিতাব (وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ) এবং তাঁর রাসূল ঈসা (আ)-এর দীনের অনুসরণ করি। (فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ) সুতরাং তুমি আমাদেরকে প্রথম অগ্রগামী সাক্ষ্যবহনকারী দলের তালিকাভুক্ত কর এবং তা কবূল কর বা আরো বলা হয় আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে গণ্য কর।

(وَمَكَرُوْا) ইয়াহূদীরা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল (وَمَكَرَ اللّٰهُ) এবং আল্লাহ্ পাক তাদের চক্রান্তের বিপরীত কৌশল করেছিলেন এবং তাদের নেতা তাত্'য়ানুসকে হত্যা করার ইচ্ছা করলেন, (وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ) এবং আল্লাহ্ কৌশলকারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান অথবা বলা হয় সর্বাপেক্ষা উত্তম কার্য সম্পাদনকারী।

(اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ) স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে (পরবর্তীতে) ওফাত দিব এবং (বর্তমানে) তোমাকে উঠিয়ে নিব। এখানে শাব্দিক অগ্রপশ্চাৎ আছে অর্থাৎ এখন তোমাকে তুলে নিচ্ছি (اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ) আমার কাছে এবং তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি তাদের হাত

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস, প্রথম খন্ড

থেকে (مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) যারা কুফরী করেছে তোমার সঙ্গে (وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ)এবং যারা তোমার দীনের অনুসরণ করবে তাদেরকে (فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিব প্রমাণাদি ও সাহায্যের দ্বারা (اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ) কিয়ামতের দীন পর্যন্ত। তারপর আমি তোমাকে ওফাত দিব, আসমান থেকে নাযিল করার পর। অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয়, আমি তোমার অন্তরকে দুনিয়ার মহব্বত থেকে ফিরিয়ে রাখব। তারপর আমার কাছেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন হবে। (ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ) তারপর আমার কাছেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন হবে। (فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) তারপর আমি ফয়সালা করব তোমাদের মধ্যকার বিবাদের (فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ) যা তোমরা দীন সম্বন্ধে বিবাদ করতেছ।

(٥٦) فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

(٥٧) وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٥٨) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝

৫৬. কাজেই যারা কাফির হয়েছে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কঠিন শাস্তি দিন এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তিনি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি দিবেন। আল্লাহ্ জালিমদের ভালবাসেন না।

৫৮. এ আয়াতসমূহ ও কৌশলপূর্ণ উপদেশ আমি তোমাকে পাঠ করে শোনাচ্ছি।

(فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) কিন্তু যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে কুফরী করেছে (فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا) আমি তাদেরকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করব, পৃথিবীতে তরবারী দ্বারা এবং জিযিয়া কর দ্বারা। (وَالْاٰخِرَةِ) এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন দ্বারা (وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ) এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই, যে দুনিয়া ও আখিরাতে যে আল্লাহ্র শাস্তি প্রতিহত করতে পারে। আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর,

(وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) তাঁর কিতাবের উপর এবং তাঁর রাসূলের উপর অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও হযরত ঈসা (আ) এর উপর (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) এবং সৎকর্মগুলো যা তাদের ও তাদের প্রভুর মধ্যে সম্পৃক্ততা একনিষ্ঠভাবে করেছে। (فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ) তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন বেহেশ্তে পরকালে (وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ) এবং আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না তাদের জুলুম ও শিরকের জন্য।

(ذٰلِكَ) এটা যা আমি হযরত ঈসা (আ)-এর সম্বন্ধে বর্ণনা করলাম, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার কাছে (نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ) জিব্রাঈলের দ্বারা এটা আমি বিবৃত করছি। (مِنَ الْاٰيٰتِ) কুরআনের আয়াত থেকে অর্থাৎ আদেশ ও নিষেধ সম্বন্ধে (وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ) এবং সারগর্ভবাণী যা হালাল ও হারাম সম্বন্ধে সুদৃঢ়। আরো বলা হয়, যা তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুরূপ; আরো বলা হয়, যা লাওহে মাহ্ফুজের সঙ্গতিপূর্ণ।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করার ঘটনা বর্ণনা করেন, যখন বনূ নাজরানের প্রতিনিধিরা বলেছিল, হে মুহাম্মদ ﷺ তুমি কুরআন থেকে একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসো যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্র পুত্র নয়। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ

(٥٩) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝

(٦٠) الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

(٦١) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝

৫৯. আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। তারপর তাকে বললেন, হয়ে যাও, ফলে সে হয়ে গেল।

৬০. তোমার প্রতিপালক যা বলেন, তা-ই সত্য। কাজেই, তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৬১. তোমার নিকট প্রকৃত সংবাদ আসার পর যে কেউ তোমার সাথে এ ঘটনা সম্পর্কে তর্ক করে, তুমি তাকে বলে দাও, এসো আমরা আহবান করি আমাদের সন্তানগণকে ও তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদেরকে। তারপর আমরা বিনীত নিবেদন করি এবং যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত।

(اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى) নিশ্চয়ই হযরত ঈসার সৃষ্টির দৃষ্টান্ত (عِنْدَ اللّٰهِ) আল্লাহ্র কাছে পিতা ছাড়া (كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ) হযরত আদম ﷺ-এর সৃষ্টির অনুরূপ, তিনি আদমকে সৃষ্টি করেন মাটি থেকে পিতা-মাতা ছাড়া (ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ) তারপর তিনি বললেন, ঈসার সৃষ্টির জন্য "হও" ফলে তখনই হয়ে গেলেন পিতা ছাড়াই।

(اَلْحَقُّ) এটা অতি সত্য সংবাদ (مِنْ رَّبِّكَ) তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে যে, ঈসা আল্লাহ্ও নন আর তাঁর সন্তানও নন এবং তার অংশীদারও নন (فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ) সুতরাং পিতা ছাড়া হযরত ঈসার জন্ম হওয়া যা আমি আপনাকে বর্ণনা করলাম, এ ব্যাপারে আপনি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আল্লাহ্, বনূ নাজরান দলের রাসূলুল্লাহ্র ﷺ-এর সাথে বাদানুবাদ করার বিষয় বর্ণনা করেন। যখন কুরআনে ঈসা (আ)-কে আদম (আ)-এর সদৃশ বলে বর্ণনা করা হয় তখন তারা বলে, (হে মুহাম্মদ) আপনি যা বলেছেন যে ঈসা আল্লাহ্ বা তার পুত্র বা তার শরীক ছিলেন না এটা সত্য নয়।

এ ব্যাপারেই আল্লাহ্ বলেন (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ) তারপর যে আপনার সাথে বিবাদ করবে বা তর্ক করবে ঈসার জন্ম সম্বন্ধে (مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) আপনার কাছে পূর্ণ বিবরণ আসার পর যে, নিশ্চয়ই ঈসা আল্লাহ্ বা তাঁর পুত্র বা তাঁর শরীক ছিলেন না। (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا) আপনি তাদেরকে বলুন, আস, আহ্বান করে নিয়ে আসি আমরা আমাদের পুত্রদেরকে এবং তোমরা তোমাদের পুত্রদেরকে নিয়ে আস। (وَنِسَاءَنَا) আমরা আমাদের স্ত্রীদেরকে বের করে নিয়ে আসি (وَاَنْفُسَنَا) এবং আমরা আমাদের

নিজেদেরকে বের করি (وَاَنْفُسَكُمْ) এবং তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে বের কর (ثُمَّ نَبْتَهِلْ) তারপর আমরা সবাই বিনীত আবেদন করি ও কাকুতি মিনতি করে দু'আ করি। (فَنَجْعَلْ) এবং বলি, যে আমাদের মধ্যে (لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ) ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর যে মিথ্যারোপ করে লা'নত তার উপর।

(٦٢) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○
(٦٣) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ○
(٦٤) قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ ۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

৬২. নিশ্চয়ই এটাই সত্য বিবরণ। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ইবাদত নেই। এবং আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

৬৩. তারপর তারা যদি প্রত্যাখ্যান করে তো আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না।

৬৪. বল, হে কিতাবীগণ! এসো সেই একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কাউকে তাঁর শরীক স্থির না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে। যদি তারা এটা স্বীকার না করে তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা আজ্ঞানুবর্তী।

(اِنَّ هٰذَا) নিশ্চয়ই হে মুহাম্মদ! আমি ঈসা সম্বন্ধে ও বনী নাজরানের প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে যা বলেছি, (لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقَّ) এটা সত্য বৃত্তান্ত যে, ঈসা আল্লাহ্ বা তাঁর পুত্র বা তাঁর শরীক নন (وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ) এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তার কোন শরীকও নেই। (وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম প্রতাপশালী যারা বিশ্বাস করে না তাদের শাস্তিদানে (الْحَكِيْمُ) প্রজ্ঞাময়, তিনি নির্দেশ দেন যেন তিনি ছাড়া কারও ইবাদত করা না হয়। আরো বলা হয়, হাকীম অর্থাৎ তিনি তাদের পরস্পর লা'নতের বিষয় দৃঢ়ভাবে নির্দিষ্ট করেছেন। এজন্য তারা এ থেকে বিরত থাকে এবং তারা নবী ﷺ এর সঙ্গে মুলাআনার জন্য বের হয়ে আসেনি। কেননা তারা জানত যে, তারা মিথ্যাবাদী এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ সত্যনবী ও রাসূল। তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

তারপর আল্লাহ্ বলেন, (فَاِنْ تَوَلَّوْا) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তোমাদের আহ্বান থেকে হযরত রাসূল করীম ﷺ এর সাথে মুলাআনা করতে তাহলে (فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে অর্থাৎ বনী নাজরানের খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত আছেন।

তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করে বলেন, (قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ) আপনি বলুন হে কিতাবীরা! তোমরা কালেমা তাওহীদের দিকে ফিরে আস যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ) যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই বাক্য যে, আমরা যেন এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করি এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে একক স্বীকার না করি।

(وَلَانُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا) এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে যেন আমরা শরীক বা অংশীদার না করি সৃষ্টি জীব থেকে (وَلَايَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا) এবং কেউ যেন আমাদের মধ্যে অন্য কাউকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে এবং কেউ যেন আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় কোন নেতার আনুগত্য না করে (مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ) আল্লাহ্ ছাড়া। তারা এটাও অস্বীকার করল। তখন আল্লাহ্ বলেন, (فَاِنْ تَوَلَّوْا) যদি তারা মুখ ফিরে নেয় এবং আল্লাহ্‌র তাওহীদের অস্বীকার করে, (فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا) তাহলে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক (بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ) আমরা মুসলিম, আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাওহীদের স্বীকৃতি দানকারী। তারপর তারা নবী করীম ﷺ-এর সাথে তর্ক করেছিল যে, তারা ইব্‌রাহীম (আ)-এর দীনের অনুসারী মুসলিম এবং তাওরাতে এর উল্লেখ আছে বলে দাবী করে। আল্লাহ্ তাদের এ তর্কের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন ঃ

(٦٥) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

(٦٦) هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

(٦٧) مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৬৫. হে কিতাবীগণ! তোমরা ইব্‌রাহীম সম্বন্ধে কেন তর্ক কর অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরেই নাযিল হয়েছিল? তোমাদের কি বোধশক্তি নেই?

৬৬. শোন, যে বিষয়ে তোমাদের কিঞ্চিত জ্ঞান ছিল সে বিষয়ে তো তোমরা তর্ক করেছ, এখন যে বিষয়ে তোমাদের আদৌ জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

৬৭. ইব্‌রাহীম ইয়াহূদীও ছিল না এবং খ্রিস্টানও না। কিন্তু সে ছিল হানীফ (সকল মিথ্যা ধর্মে বিমুখ) ও আজ্ঞাবাহী। আর সে মুশরিকও ছিল না।

(يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ) হে কিতাবীরা! কেন তোমরা তর্ক ও বিবাদ কর (فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ) হযরত ইব্‌রাহীমের দীন সম্বন্ধে (وَمَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ) অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীমের আবির্ভাবের পরে। (اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ) তোমরা কি বুঝ না? যে কিতাবদ্বয়ের কোনটিতে বর্ণনা নেই যে, ইব্‌রাহীম ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান ছিলেন।

(هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ) হে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা! তোমরা (حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ) যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে তোমরা তো সে বিষয়ে তর্ক করেছ যেমন তোমাদের কিতাবে আছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ নবী ও রাসূল এবং হযরত ইবরাহীম ইয়াহূদী বা নাসারা ছিলেন না, তোমরা তা অস্বীকার করেছ। (فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ) তবে তোমরা কেন বিবাদ কর ? (فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ) যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই তোমাদের কিতাবে। আর তোমরা বল যে, ইব্‌রাহীম ইয়াহূদী বা নাসারা ছিলেন। (وَاللّٰهُ يَعْلَمُ) আল্লাহ্ জানেন যে, ইবরাহীম ইয়াহূদী বা নাসারা ছিলেন না। (وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ) তোমরা জান না যে, ইব্‌রাহীম (আ) ইয়াহূদী বা নাসারা ছিলেন না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেন ঃ

(مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا) হযরত ইব্‌রাহীম কখনও ইয়াহূদী বা ইয়াহূদীদের ধর্মে ছিলেন না। (وَّلاَنَصْرَانِيًّا) এবং তিনি নাসারা বা তাদের ধর্মে ছিলেন না। (وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا) বরং তিনি ছিলেন (مُسْ)একনিষ্ঠ মুসলিম, কাফিরদের বিরুদ্ধে বিতর্ককারী ও খলীল ইবাদতকারী। (وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ) এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না দীনের ব্যাপারে। তারপর আল্লাহ্ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর দীনের উপর কে প্রতিষ্ঠিত আছেন সে সম্পর্কে বলেন ঃ

(٦٨) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٦٩) وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ۗ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

(٧٠) يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

৬৮. মানুষের মধ্যে ইব্‌রাহীমের সাথে সবচে বেশি ঘনিষ্টতা ছিল তাদের যারা ছিল তার অনুসারী আর এই তার প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদের। আর আল্লাহ্ মুসলিমগণের অভিভাবক।

৬৯. একদল কিতাবীর আকাঙ্ক্ষা কিভাবে আপনাকে বিভ্রান্ত করবে। বস্তুত তারা নিজেদের ছাড়া কাউকে বিভ্রান্ত করে না কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।

৭০. হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র কালাম অস্বীকার কর, যখন তোমরাই এর সাক্ষ্যবাহী?

(اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ) নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি (بِاِبْرَاهِيْمَ) ইব্‌রাহীমের দীনের সঙ্গে (لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ) যারা তার সময়ে তার অনুসরণ করেছিল। (وَهٰذَا النَّبِيُّ) এই নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর দীনের উপর (وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) এবং যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও হযরত ইব্‌রাহীমের দীনে অধিষ্ঠিত। (وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ) এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক, তাদের রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী। তারপর আল্লাহ্ বর্ণনা করেন, কা'ব বিন আশরাফ ও তার সাথীদের কথা যখন তারা উহুদের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্‌র সাহাবী মু'আয, হুযাইফা ও আম্মার (রা)-কে তাদের দীন ইসলাম পরিত্যাগ করে ইয়াহূদী ধর্মে ফিরে যাওয়ার আহ্বান করেছিল। আল্লাহ্ বলেন ঃ

(وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ) কিতাবীদের একদল চেয়েছিল যে (لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ) তোমাদেরকে তোমাদের দীন ইসলাম থেকে বিপথগামী করবে। (وَمَا يُضِلُّوْنَ) এবং তারা বিপথগামী করে না আল্লাহ্‌র দীন থেকে (اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ) নিজেদেরকে ছাড়া কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। আরো বলা হয়, একথা তারা জানে না যে, আল্লাহ্ তাঁর নবীকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন।

(يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ) হে কিতাবীরা! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান কর অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান কর (وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ) অথচ তোমরা তোমাদের কিতাবের মাধ্যমে জেনে থাক যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ নবী ও রাসূল।

(٧١) يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(٧٢) وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا۟ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

(٧٣) وَلَا تُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ۝

৭১. হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন সত্যের সাথে মিথ্যা মিলাও এবং জেনে-শুনে সত্য কথা গোপন কর?

৭২. কিতাবীদের একদল বলল, মুসলিমগণের উপর যা নাযিল হয়েছে দিনের প্রারম্ভে তা স্বীকার করে নাও এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান কর, হয়ত তারা ঘুরে যাবে।

৭৩. এবং যে তোমাদের দীন অনুসরণ করে তাকে ছাড়া কাউকে মানবে না। বলে দাও, আল্লাহ্‌র হিদায়তই প্রকৃত হিদায়ত। এসব এ কারণে যে, তোমরা যা লাভ করেছ তা অন্যরা লাভ করবে কেন? কিংবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তারা তোমাদের উপর বিজয়ী হবে কেন? বলে দাও, শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্‌রই হাতে, যাকে ইচ্ছা তিনি প্রদান করেন। আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

(يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ) হে কিতাবীরা! তোমরা কেন তোমাদের কিতাবে বর্ণিত সত্য কথাকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং দাজ্জালের বর্ণনাকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর গুণাবলীর সাথে মিশ্রিত কর (وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ) এবং সত্যকে গোপন কর এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলী ও প্রশংসাকে গোপন কর (وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) অথচ তোমরা জান যে, এটা তোমাদের কিতাবের মধ্যে আছে। তারপর কিবলা পরিবর্তন সম্বন্ধে কা'ব ও তার সঙ্গীদের কথা বর্ণনা করে বলেন ঃ

(وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ) কিতাবীদের একদল বলে অর্থাৎ কা'ব বিন আশরাফ ও তার সঙ্গী দলপতি ও নেতা বা তাদের অনুগামীদেরকে বলত, (اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি তা বিশ্বাস কর, (وَجْهَ النَّهَارِ) দিনের প্রারম্ভে ফজরের সময় (وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ) এবং শেষে দিকে প্রত্যাখ্যান কর অর্থাৎ যুহরের সময় তারা বলত, তোমরা মুহাম্মদের ঐ কিবলাকে বিশ্বাস করো যেদিকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তার সঙ্গীরা ফজরের নামায পড়েছে এবং শেষদিকে যখন অন্য কিবলার দিকে যুহরের নামায আদায় করেছে তাকে অস্বীকার করো, (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ) যাতে হয়তো তাদের সাধারণ লোক তোমাদের দীন ও কিবলার দিকে ফিরে আসবে।

(وَلَاتُؤْمِنُوْا) এবং কারো নবূওয়াতে বিশ্বাস করবে না। (اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ) তোমাদের ইয়াহূদী দীনের ও বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলার অনুসরণকারী ব্যতীত। (قُلْ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে অর্থাৎ ইয়াহূদীদেরকে বলুন, (اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দীন হল ইসলাম এবং আল্লাহ্‌র কিবলা হল কা'বা শরীফ (اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ) যে কাউকে দীন ও কিবলা প্রদান করা (مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ) যেমন তোমাদেরকে

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

প্রদান করা হয়েছে হে মুহাম্মদ ﷺ -এর সঙ্গীরা! (اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ) পরিণামে তোমাদের সাথে তারা অর্থাৎ ইয়াহূদীরা এই দীন ও কিবলা সম্বন্ধে বিবাদে লিপ্ত হবে।(عِنْدَ رَبِّكُمْ)তোমাদের প্রতিপালকের কাছে কিয়ামতের দিন (قُلْ) আপনি বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ ! (اِنَّ الْفَضْلَ) নিশ্চয়ই অনুগ্রহ যেমন নবূওয়ত, ইসলাম ও কিবলা সমস্তই (بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ) আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তা দান করেন। যেমন হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে তথা সাহাবীগণকে দান করেছেন। (وَاللّٰهُ وَاسِعٌ) এবং আল্লাহ্ মহান দাতা প্রাচুর্যময় তাঁর দানে (عَلِيْمٌ) এবং সর্বজ্ঞ কাকে দান করবেন সে ব্যাপারে।

(٧٤) يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

(٧٥) وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৭৪. তিনি আপন অনুগ্রহ বিশেষভাবে যার প্রতি ইচ্ছা বর্ষণ করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

৭৫. কিতাবীদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে যে, তুমি যদি তাদের কাছে বিপুল সম্পদ আমানত রাখ, তবু তা তোমাদের আদায় করে দেবে; আবার তাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যে, তুমি তাদের নিকট একটি স্বর্ণমুদ্রাও আমানত রাখলে তা তোমাকে ফেরত দেবে না যাবত না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাক। এটা এ কারণে যে, তারা বলে রেখেছে, নিরক্ষরদের হক আত্মসাৎ করায় আমাদের কোন গুনাহ নেই। এবং তার জেনে-শুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

(يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ) তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর দীনের জন্যে গ্রহণ করেন এবং বিশেষ অনুগ্রহ করেন যেমন হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তার সঙ্গীরা (وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ) এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল নবূওয়ত ও ইসলামের জন্যে তা তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে প্রদান করেছেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবীদের আমানত ও খিয়ানত এর বর্ণনা করেন ঃ

(وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ) এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে অর্থাৎ ইয়াহূদীদের মধ্যে (مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ) এমন লোক আছে যদি তার কাছে, একটা গরুর চামড়ার ভর্তি সোনার বিনিময়ে লেনদেন কর। (يُؤَدِّهٖ اِلَيْكَ) তা বিনা ক্লেশে ও অম্লান বদনে তোমার হাতে অর্পণ করবে এবং সে তা নিজের জন্য হালাল মনে করবে না যেমন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম ও তার সঙ্গীরা (وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ) এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে পরের কাছে এক দিনার বিনিময়ে লেনদেন করলেও তা ফেরত দিবেনা বরং সে আত্মসাৎ করে নিবে (اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا) হ্যাঁ যদি তুমি তার পিছনে লেগে থাক এবং ফেরত দেয়ার তাগাদা দিতে থাক যেমন কা'ব ইব্‌ন আশরাফ ও তার সঙ্গীরা। (ذٰلِكَ) এভাবে আত্মসাৎ ও খেয়ানত করার কারণ এই (بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ) তারা বলত, আমাদের জন্যে নিরক্ষর আরবদের টাকা-পয়সা নিতে কোন আপত্তি নেই। (وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ) এবং তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে যদিও তারা জানে যে, তারা মিথ্যাবাদী।

(٧٦) بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

(٧٧) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(٧٨) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

৭৬. নিশ্চয়ই, যে কেউ নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং সে আল্লাহ্ ভীরুও নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন, যারা তাঁকে ভয় করে চলে।

৭৭. যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৭৮. তাদের মধ্যে এমন একদল লোক আছে যারা মুখ বিকৃত করে কিতাব পড়ে, যাতে তোমরা মনে কর তা কিতাবে আছে, অথচ তা কিতাবে নেই এবং তারা বলে, উহা আল্লাহ্‌র বাণী, কিন্তু তা আল্লাহ্‌র বাণী নয়। তারা জেনে-শুনে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।

(بَلَىٰ) এটা কখনই না। হ্যাঁ! যে ব্যক্তি (مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ) তার অঙ্গিকার পূর্ণ করে যা তার ও আল্লাহ্‌র মধ্যকার বিষয় বা তার ও মানুষের মধ্যকার বিষয় (وَاتَّقَىٰ) এবং ভয় করে অঙ্গিকার করতে খিয়ানত করে বা আমানতদারী না করে (فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন, যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। খিয়ানত করে না এবং আমানতদারীর খেলাপ করে না, যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম ও তার সঙ্গীরা। তারপর আল্লাহ্ বর্ণনা করেন, ইয়াহূদীদের পরিণতি সম্বন্ধে।

(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে (وَأَيْمَانِهِمْ) এবং তাদের শপথগুলোকে যা তারা ও তাদের নবীদের মধ্যে ছিল বিক্রয় তথা ভঙ্গ করে (ثَمَنًا قَلِيلًا) স্বল্প মূল্যে অথবা সামান্য আহার্য বস্তুর খাদ্যের বিনিময়ে (أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ) তারা হল যাদের জন্যে পরকালে জান্নাতে কোন অংশ নেই (وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ) আল্লাহ্ তাদের সাথে কোন মোলায়েম কথা বলবেন না। (وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) বিচারের দিনে তিনি তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না (وَلَا يُزَكِّيهِمْ) এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না অর্থাৎ ইয়াহূদী মতবাদ থেকে তাদেরকে বিমুক্ত করবেন না এবং তাদের অবস্থার উন্নত করবেন না। (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) এবং তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি যা অন্তর ভেদ করবে। আরো বলা হয়, এটা আবদান ইব্‌ন আশওআ ও ইমরুল কায়েসের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ প্রসঙ্গে এবং ইয়াহূদীদের প্রসঙ্গেও অবতীর্ণ হয়ঃ

(وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا) এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে একটা দল আছে, যেমন কা'ব ও তার সঙ্গীরা (يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم) যারা তাদের জিহ্বা দিয়ে বিকৃত করে (بِالْكِتَابِ) কিতাবকে অর্থাৎ দাজ্জালের ঘটনাকে এমন

ভাবে পড়ে (لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتَابِ) যাতে মূর্খরা মনে করে যে, তা কিতাবের অংশ বিশেষ (وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ.وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ)। অথচ ওটা কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তারা বলে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাওরাতে অবতীর্ণ হয়েছে (وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওটা তাওরাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ) এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা বলে। অথচ তারা এটা অবগত আছে যে, এটা তাদের কিতাবে নেই। আরো বলা হয়, এটা ঐ দুইজন ইয়াহূদী সাধু পণ্ডিত সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে তাওরাতে বর্ণিত গুণাবলীকে বিকৃত করেছে। তারপর অবতীর্ণ হয় তাদের এ কথার প্রতিবাদে যে, আমরা হযরত ইব্‌রাহীমের দীনে আছি এবং তিনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন এই দীনে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে, তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

(٧٩) مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۝

(٨٠) وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ۗ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

৭৯. কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব ও হিকমত দিবেন এবং তাকে নবী করবেন আর সে মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও। বরং সে বলবে, তোমরা আল্লাহ্‌ওয়ালা হয়ে যাও যেমন তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।

৮০. এবং সে তোমাদেরকে এটা বলবে না যে, তোমরা ফিরিশ্‌তা ও নবীগণকে প্রতিপালক সাব্যস্ত কর। তোমরা মুসলিম হয়ে যাওয়ার পরও কি সে তোমাদেরকে কুফ্‌রী শিক্ষা দিবে?

(مَا كَانَ لِبَشَرٍ) কোন মানুষের অর্থাৎ নবীদের মধ্য থেকে কারো জন্য শোভনীয় নয় যে, (اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ) আল্লাহ্ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবূওয়ত দান করার পর (ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) সে লোকদেরকে বলবে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও (وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ) বরং সে বলবে অর্থাৎ সে আদেশ দিবে যে, তোমরা রাব্বানী তথা আলিম, ফকীহ ও সংকর্মশীল হও। (بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ) যেহেতু তোমরা লোকদেরকে কিতাব থেকে শিক্ষা দিয়ে থাক (وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ) এবং যেহেতু তোমরা কিতাব পাঠ কর।

(وَلَا يَاْمُرَكُمْ) এবং তোমাদেরকে আদেশ করবে না, হে কুরাইশ, ইয়াহূদী ও নাসারাগণ। (اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ)। যে তোমরা ফিরিশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা (وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ) এবং নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ কর সে কি কুফরের জন্যে তোমাদেরকে আদেশ দিবে অর্থাৎ ইব্‌রাহীম (আ) কিভাবে তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিতে পারেন (بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ) যখন তিনি নিজেই তোমাদেরকে ইসলামের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছ। এবং বলেন, তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না কারণ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দীন ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ্

যাকেই রাসূল করেছেন, তিনিই ইসলামের জন্যে আদেশ দিয়েছেন, ইয়াহূদী বা নাসারা বা কোন মূর্তি পূজার আদেশ দেননি, যা এই কাফিররা বলে থাকে। আরো বলা হয়, এটা অবতীর্ণ হয় ইয়াহূদীদের উক্তির প্রতিবাদে যখন তারা বলত, হে মুহাম্মদ ﷺ তুমি আমাদেরকে আদেশ দাও যে, আমরা তোমাকে ভালবাসব এবং তোমার উপাসনা করব। যেমন খ্রিস্টানরা মাসীহের পূজা করে। খৃষ্টান এবং মুশরিকরাও এরকম বলত, তারপর আল্লাহ্ বর্ণনা করেন ঐ অঙ্গীকারের কথা যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, নবীদের কাছ থেকে প্রথম স্বীকারোক্তির দিন হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্বন্ধে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর বিষয় এবং বলেন ঃ

(৮১) وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ○

(৮২) فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

৮১. স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীদের থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান যা কিছু দিয়েছি এরপরে তোমাদের নিকট যে কিতাব আছে তার সমর্থনকারী কোন রাসূল তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে ও তার সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এই শর্তের উপর আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে এখন তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী রইলাম।

৮২. তারপর যারা ফিরে যাবে, তারা নাফরমান।

(وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ) স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তাদের একজন অন্যজনের কাছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলীর এবং তার প্রশংসা এর কথা প্রকাশ করবেন (لَمَا آتَيْتُكُمْ) যেহেতু তোমাদেরকে আমি দিয়েছি (مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ) কিতাব এবং জ্ঞান যাতে হালাল ও হারাম ইত্যাদির পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে (ثُمَّ) তারপর তোমরা তোমাদের উম্মতের কাছ থেকে এই ওয়াদা, অঙ্গীকার নিবে যে যখনই (جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ) তোমাদের কাছে সেই মহান রাসূল আসবেন যিনি হবেন তাওহীদের সমর্থক (لِمَا مَعَكُمْ) যা তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবে রয়েছে (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ) সকলে অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং মর্যাদার স্বীকৃতি দিবে (وَلَتَنْصُرُنَّهُ) এবং তাকে সাহায্য করবে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে এবং তার গুণাবলীর কথা সর্বদা প্রকাশ করবে। (قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ)আল্লাহ্ বলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে ?(وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي) এবং এই কথার উপর তোমরা কি আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে? (قَالُوا) সমস্ত নবীগণ বললেন, (أَقْرَرْنَا) আমরা এটা স্বীকার করলাম। (قَالَ فَاشْهَدُوا) আল্লাহ্ বললেন। তোমরা এই কথার উপর সাক্ষী থাক (وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) এবং আমিও তোমাদের সাথে এই বিষয়ে স্বাক্ষী থাকলাম। আল্লাহ্ স্বয়ং এই বিষয়ে স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা একে অন্যের উপর সাক্ষী রাখলেন এবং তিনিও স্বয়ং সাক্ষী থাকলেন, সুতরাং প্রত্যেক নবীই তাঁর

উম্মতকে এই বিষয় বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেক নবীই তাঁর উম্মতের পরস্পরকে সাক্ষী রাখলেন এবং প্রত্যেক নবীই স্বয়ং সাক্ষী রইলেন।

(فَمَنْ تَوَلّٰى) তারপর যে ব্যক্তি মুখ ফিরাবে উম্মতের মধ্য থেকে (بَعْدَ ذٰلِكَ) এই অঙ্গীকার গ্রহণ করার পর (فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ) তবে তারাই হল সত্য ত্যাগী ও প্রত্যাখ্যানকারী। তারপর আল্লাহ্ বর্ণনা করেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের ঝগড়ার কথা এবং হযরত ﷺ-এর কাছে তাদের প্রশ্ন করার কথা যে, তবে কে হযরত ইব্রাহীমের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে? তখন হযরত নবী করীম ﷺ বললেন তারা উভয় দলই ইব্রাহীমের দীন থেকে বিমুখ। তখন তারা বলল, আমরা এই কথায় মোটেই সন্তুষ্ট নই, তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ

(٨٣) اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝

(٨٤) قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

৮৩. তা হলে কি তারা আল্লাহর দীন ব্যতীত অন্য কোন দীন তালাশ করে? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁরই আজ্ঞাধীন এবং তাঁরই দিকে সকলে ফিরে যাবে।

৮৪. বল, আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং আমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণের উপর যা নাযিল হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে লাভ করেছেন, তার প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা তাঁদের মধ্যে কাউকে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর অনুগত।

(اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ) তারা কি আল্লাহ্র দীন ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম আপনার কাছে অন্বেষণ করে (وَلَهٗٓ اَسْلَمَ) অথচ তার জন্যে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছে। (مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ) যারা আকাশে আছে ফিরিশতামণ্ডলী (وَالْاَرْضِ) এবং পৃথিবীতে আছে মু'মিনরা (طَوْعًا) স্বেচ্ছায় যেমন আকাশবাসীরা (وَّكَرْهًا) এবং অনিচ্ছায় যেমন পৃথিবীর অধিবাসীরা। আরো বলা হয়, যারা একনিষ্ঠ তারা স্বেচ্ছায় ও যারা মুনাফিক তারা অনিচ্ছায়। আরো বলা হয়, যারা ইসলামে জন্ম গ্রহণ করেছে তারা স্বেচ্ছায়, আর যারা যুদ্ধের পর মুসলিম হয়েছে তারা অনিচ্ছায়, (وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ) এবং তার দিকেই মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তারপর আল্লাহ্ ঈমানের বিধান বর্ণনা করেন যাতে তাদের জন্যে ঈমানের দিকে নির্দেশ পায়। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

(قُلْ) আপনি বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ (اٰمَنَّا بِاللّٰهِ) আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি যিনি এক যার কোন শরীক নেই। (وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا) এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে কুরআন মজীদ (وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ) এবং যা হযরত ইবরাহীমের প্রতি ও তাঁর গ্রন্থের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে (وَاِسْمٰعِيْلَ) এবং ইসমাঈলের প্রতি ও তাঁর গ্রন্থের প্রতি (وَاِسْحٰقَ) এবং ইসহাকের প্রতি এবং তাঁর

কিতাবের প্রতি (وَيَعْقُوْبَ) এবং ইয়াকূব ও তাঁর গ্রন্থের প্রতি (وَالْاَسْبَاطِ) এবং তাঁর বংশধরদের ও তাদের গ্রন্থসমূহের প্রতি (وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى) এবং মূসা ও তাকে যে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তার প্রতি (وَعِيْسٰى) এবং ঈসা ও তাঁর কিতাবের প্রতি (وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ) এবং সকল নবীগণের প্রতি ও তাদের গ্রন্থসমূহের প্রতি যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে (لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ) আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। অর্থাৎ অস্বীকার করি না। আরো বলা হয়, আল্লাহ্ প্রদত্ত তাদের নবুওয়ত ও ইসলাম সম্বন্ধে কোন তারতম্য করিনা। (وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ) এবং আমরা সকলেই তার নিকট আত্মসমর্পণকারী এবং তার ইবাদত ও তাওহীদের স্বীকৃতিদানকারী এবং দীনের একনিষ্ঠভাবে অনুসরণকারী।

(٨٥) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

(٨٦) كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٨٧) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

৮৫. যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন কামনা করবে তার থেকে তা কখনই কবূল করা হবে না। এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

৮৬. আল্লাহ্ এমন লোকদের কি করে সুপথে চালাবেন, যারা কাফির হয়ে যায় ঈমান আনার পর ও রাসূল সত্য এই সাক্ষ্য দানের পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর। আল্লাহ্ জালিম ব্যক্তিদের সুপথে পরিচালিত করেন না।

৮৭. এসব লোকের শাস্তি হলে, তাদের প্রতি আল্লাহ্, ফিরিশ্তা ও সমগ্র মানুষের লা'নত।

(وَمَنْ يَّبْتَغِ) এবং যে কেউ চায় (غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ) ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন, তা কখনই গ্রহণ করা হবে না। (وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ) এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেন না জান্নাত ও তার সুখ তার জন্যে নিষিদ্ধ এবং জাহান্নামের আগুন ও তার শাস্তি তার জন্যে অবধারিত।

(كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ) আল্লাহ্ কিভাবে সৎপথে পরিচালিত করবেন তাঁর দীনের দিকে (قَوْمًا كَفَرُوْا) এমন দলকে, যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করেছে (بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ) তাদের আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার পর (وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ) এবং সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সত্য (وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ) এবং তাদের কাছে স্পষ্ট বয়ান ও কিতাব আসার পর (وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ) এবং আল্লাহ্ জালিমদেরকে অর্থাৎ মুশরিকদেরকে যারা হিদায়াতের যোগ্য নয় তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

(اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ) তারাই হলো ঐ সবলোক যাদের কর্মফল হবে আল্লাহ্ লা'নত ও আযাব (وَالْمَلٰئِكَةِ) এবং ফিরিশ্তাদের লা'নত (وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ) এবং সকল মু'মিন লোকের লা'নত।

(৮৮) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۙ

(৮৯) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۫ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(৯০) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ۝

(৯১) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

৮৮. তাতে তারা স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তারা বিরামও পাবে না।

৮৯. তবে এরপর যারা তাওবা করে ও সৎকর্ম করে, তারা ব্যতিক্রম। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯০. যারা মানার পর অবিশ্বাসী হয়েছে, তারপর অবিশ্বাসে অগ্রগামী হতে থেকেছে, তাদের তওবা কখনই কবূল হবে না। এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

৯১. যারা কাফির হয়েছে এবং কাফির অবস্থায়ই মারা গেছে এরূপ কারও থেকে পৃথিবী পূর্ণ সোনাও কখনই কবূল করা হবে না যদিও তা বিনিময় স্বরূপ প্রদান করে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(خَالِدِيْنَ فِيْهَا) তারা সর্বদাই এই লা'নতের মধ্যে থাকবে (لَايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ) তাদের শাস্তি মোটেই লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে শাস্তির ব্যাপারে কোন অবকাশ দেওয়া হবে না।

(اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا) তবে যারা শিরক ও কুফরী হতে প্রত্যাবর্তন করেছে ও তাওবা করেছে (مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ) এরপর অর্থাৎ ধর্মত্যাগের পর (وَاَصْلَحُوْا) এবং সংশোধন করে অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়। (فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তাদের মধ্য থেকে তাওবাকারীদের প্রতি (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু ঐ ব্যক্তির প্রতি যার তাওবার উপর মৃত্যু হয়।

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে। (بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার পর (ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا) তারপর তাদের কুফরী বৃদ্ধি পেল অর্থাৎ কুফরীর উপর দৃঢ় রইল (لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ) তাদের তাওবা কখনই কবূল করা হবে না। যতদিন তারা কুফরীর উপর দৃঢ় থাকবে (وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ)। এবং তারাই হল পথভ্রষ্ট হিদায়াত ও ইসলাম হতে।

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কুফরী করে (وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ) এবং কুফরী অবস্থায় মারা যায় (فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ) তাহলে তাদের কারো নিকট থেকে পৃথিবী পূর্ণ অর্থাৎ পৃথিবী সমান ওজনের (ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ) স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ দিলেও তা কবূল করা হবে না অর্থাৎ যদি তারা আত্মরক্ষার্থে বিনিময় স্বরূপ তা দান করে তবুও তা কবূল করা হবে না। (اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ)

(أَلِيْمٌ) তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি (وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ)এবং তাদের কোনই সাহায্যকারী নেই যারা আল্লাহ্র আযাব হতে তাদেরকে রক্ষা করবে। (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاسْلَامِ دِيْنًا) এখান থেকে শেষ পর্যন্ত দশজন মুনাফিক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। তু'মা ও তার সঙ্গীরা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা হতে মক্কায় ফিরে আসে এবং তাদের অনেকেই এ অবস্থার উপরে মরে যায় এবং কয়েকজনকে এ অবস্থায় হত্যা করা হয়। আর অবশিষ্ট লোকজন পরে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে আল্লাহ্র পথে দান করার উৎসাহ প্রদান করে বলেন ঃ

(৯২) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

(৯৩) كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۗ قُلْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৯২. তোমরা নিজেদের প্রিয় বস্তু হতে কিছু ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনও পুণ্যে উৎকর্ষ লাভ করতে পারবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তা আল্লাহ্র জানা।

৯৩. বনী ইসরাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যবস্তু হালাল ছিল, তবে তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল যা নিজের জন্য হারাম করেছিল; তা ব্যতীত। বল, তাওরাত নিয়ে এসো ও তা পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ) তোমরা কখনই পুণ্য লাভ করবে না অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট যা কিছু পুরস্কার, সম্মান এবং জান্নাত রয়েছে তা তোমরা কখনো লাভ করবে না, (حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ) যে পর্যন্ত তোমাদের প্রিয় মাল থেকে ব্যয় করবে না। আরো বলা হয়, তোমরা তাওয়াক্কুল ও তাকওয়ার মর্যাদায় উন্নীত হবে না যে পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রিয় মাল থেকে ব্যয় করবে না (وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ) এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় কর মাল থেকে (فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সে বিষয়ে এবং তোমাদের নিয়ত সম্পর্কে অবহিত আছেন যে, তোমরা এই ব্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাও না মানুষের প্রশংসা চাও।

(كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ) যাবতীয় খাদ্য যা আজও হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তার উম্মতের উপর হালাল আছে, তা হালাল ছিল ইয়াকূব (আ)-এর বংশধর বনী ইসরাঈলের জন্যে (اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ) তবে যা ইয়াকূব (আ) মানত হিসাবে নিজের জন্য হারাম করেছিলেন তা ব্যতীত, (مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰةُ) মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। ইয়াকূব (আ) উটের মাংস ও তার দুধ নিজের জন্য হারাম করেছিলেন। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন নবী ﷺ ইয়াহূদীদের জিজ্ঞাসা করে বলেন, ইয়াকুব (আ) নিজের জন্য কি খাদ্য হারাম করেছিলেন? তারা বলল, তিনি নিজের জন্য কোন খাদ্যই হারাম করেন নি। তবে আমাদের জন্য এখনো যে, সব খাদ্য হারাম যেমন উটের গোশত ও তার দুধ এবং গরু ও ছাগলের চর্বি ইত্যাদি, তা আদম (আ) থেকে মূসা (আ) পর্যন্ত সকল নবীর জন্যই হারাম ছিল অথচ আপনারা তা হালাল গণ্য করেছেন। আর তারা দাবী করত যে, এগুলো তাওরাতে হারাম ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে বলেন, (قُلْ) আপনি তাদেরকে বলে দিন, (فَأْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ)

(فَاتْلُوْهَا) তোমরা তাওরাত নিয়ে এসো এবং পড়ে শুনাও যে, তোমাদের দাবী অনুযায়ী কোথায় তাওরাতে তা হারাম বলা হয়েছে (اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ) যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তোমাদের দাবীতে। তারপর ইয়াহূদীরা আর তাওরাত নিয়ে আসেনি। আর তারা জানত যে, তারা মিথ্যাবাদী, তারা যা বলে তাওরাতে তা নেই।

(٩٤) فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝
(٩٥) قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۗ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝
(٩٦) اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝
(٩٧) فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৯৪. এরপরও যে কেউ আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করে তারাই নিতান্ত জালিম।
৯৫. বল, আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। কাজেই, তোমরা ইব্রাহীমের দীনের অনুসারী হয়ে যাও, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিক ছিল না।
৯৬. নিশ্চয়ই মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ স্থাপিত হয় তা এটাই, যা মক্কায় অবস্থিত। এটা বরকতময় ও বিশ্ব মানবের জন্য হিদায়াত।
৯৭. এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্রাহীম এবং যে কেউ সেথায় আসে সে নিরাপত্তা পায়। এবং সে গৃহের হজ্জ করা মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অধিকার, যে ব্যক্তি সে দিকে পথ চলার সামর্থ্য রাখে। আর কেউ না মানলে আল্লাহ্ তো বিশ্বজগতের কারোর মুখাপেক্ষী নন।

তারপর আল্লাহ্ বলেন (فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ) এরপরও যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটায় তাওরাতের স্পষ্ট বর্ণনার পর যে নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী (فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ) সুতরাং, তারাই প্রকৃতপক্ষে সীমালংঘনকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী (قُلْ) আপনি বলুন হে মুহাম্মদ ﷺ (صَدَقَ اللّٰهُ) আল্লাহ্ সত্য বলেছেন যে, ইবরাহীম (আ) ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান ছিলেন না। আরো বলা হয়, আপনি বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! যে, কোন্ খাদ্য হালাল আর কোন্ খাদ্য হারাম এ সম্পর্কে আল্লাহ্ই সত্য বলেছেন (فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ) সুতরাং তোমরা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাত ও দীনের অনুসরণ কর। (حَنِيْفًا) যে একনিষ্ঠভাবে আত্মসমর্পণ হিসাবে (وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ) এবং তিনি কোন অংশীবাদীদের দীনের উপর ছিলেন না।

(اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ) নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম মসজিদ (وُضِعَ لِلنَّاسِ) যা বিশ্ববাসী মু'মিনদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল (لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ) যা বাক্কায় অবস্থিত, তাহল কা'বার স্থান 'বাক্কা' এজন্যে বলা হয় যে, লোকেরা তাওয়াফকালে ভীড়ের মধ্যে একে অপরের গায়ে পড়ে (مُبٰرَكًا) যা বরকতময় অর্থাৎ কা'বার স্থান যেখানে রয়েছে ক্ষমা ও রহমত। (وَهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ) এবং বিশ্বজগতের জন্য হিদায়াত অর্থাৎ সকল নবী-রাসূল, সিদ্দিক ও মু'মিনগণের কিবলা।

(فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ) এতে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আছে (مَقَامُ اِبْرٰهِيْمَ) তাতে রয়েছে মকামে ইবরাহীম ও হাতীমে ইসমাঈল এবং হাজরে আসওয়াদ (وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا) এবং যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে আক্রমণ থেকে (وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ) এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য মু'মিনদের অবশ্য কর্তব্য (حِجُّ الْبَيْتِ) আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে হজ্জের জন্য গমন করা। (مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا) যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে অর্থ্যাৎ মক্কা শরীফে যাতায়াতের পথ খরচ ও যানবাহনের ব্যয় এবং ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের ব্যয় নির্বাহের পরিমাণ অর্থ রেখে যাওয়ার সামর্থ্য আছে (وَمَنْ كَفَرَ)এবং যে আল্লাহ্, মুহাম্মদ ﷺ -এর কুরআন এবং হজ্জের ফরয হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে (فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ) তাহলে (জেনে রাখ), নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্ববাসীর ঈমান ও তাদের হজ্জের মুখাপেক্ষী নন।

(৯৮) قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ○

(৯৯) قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

(১০০) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ○

৯৮. বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র বাণী অস্বীকার কর? তোমরা যা কর তা তো আল্লাহ্‌র সম্মুখে।

৯৯. বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা ঈমান আনয়নকারীগণকে কেন আল্লাহ্‌র পথে বাধা দাও? এভাবে যে, তার ছিদ্রান্বেষণ কর, অথচ তোমরা নিজেরাই জান। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ সম্বন্ধে অনবহিত নন।

১০০. হে মু'মিনগণ! তোমরা কতিপয় কিতাবীর আনুগত্য করলে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফির বানিয়ে ফেলবে।

(قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ) বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র বাণী অস্বীকার কর? (وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ) তোমরা যা কর তা তো আল্লাহ্‌র সম্মুখে।

(قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ) হে কিতাবীরা! তোমরা কেন বাধা দিতেছ (عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র দীন থেকে ও তার অনুসরণ থেকে (مَنْ اٰمَنَ) ঐ ব্যক্তিকে যে আল্লাহ্‌র প্রতি ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে (تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا) তোমরা তাতে বক্রতা অন্বেষণ কর অর্থ্যৎ ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির চেষ্টা চালাও (وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ) অথচ তোমরা সাক্ষী এবং তোমরা জান যে, এটা কিতাবের মধ্যে আছে (وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ) এবং আল্লাহ্ কখনই অনবহিত নন, (عَمَّا تَعْمَلُوْنَ) যা তোমরা কর গোপন রেখে কুফরী করে ও পাপ কার্যাদিতে লিপ্ত হয়ে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঐ সব লোকদের সম্বন্ধে যারা আম্মার ও তার সঙ্গীগণকে তাদের ইয়াহূদী ধর্মের দিকে আহবান করেছিল। (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا) হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি কোন দল বিশেষের আনুগত্য কর (مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাওরাত

দেওয়া হয়েছে (يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ) তাহলে তারা তোমাদেরকে আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনার পর পরিণত করবে (كَافِرِيْنَ) কাফিররূপে যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি কুফরী কর।

(١٠١) وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۟ ع

(١٠٢) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

(١٠٣) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

১০১. আর কিভাবে তোমরা কাফির হবে, যেখানে তোমাদের নিকট আল্লাহ্ আয়াতসমূহ পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল রয়েছে? যে কেউ আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে সে সরল পথের হিদায়ত লাভ করল।

১০২. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল, যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত। আর মুসলিম না হয়ে মরো না।

১০৩. এবং তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভেদ সৃষ্টি করো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমার ছিলে পরস্পর শত্রু। তারপর তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করলেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। এবং তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, তারপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা হতে রক্ষা করলেন। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁর নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সুপথ পাও।

(وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ) এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কিভাবে কুফরী করবে? এ কথাটি আশ্চর্যবোধক ভাবে বলা হয়েছে (وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ) অথচ তোমাদের প্রতি পাঠ করা হয় (اٰيٰتُ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অর্থাৎ, কুরআন ও তার আদেশ ও নিষেধগুলো (وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ) এবং তোমাদের মধ্যেই রয়েছে তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ (وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দীন ও তাঁর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করবে (فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) সে নিশ্চয়ই, সরল, দৃঢ় ও অতি উজ্জ্বল দীন ইসলামের দিকে পরিচালিত হবে। আরো বলা হয়, সে দীনের উপর সুদৃঢ় থাকবে। এই আয়াত মুআয (রা) ও তার সঙ্গীগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তারপর আউস ও খাযরাজ গোত্র ইসলাম গ্রহণের পর তাদের মধ্যে পরস্পর যে বিবাদ হয় সে সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কেননা তাদের মধ্যে সালাবা ইব্‌ন গানাম ও সা'দ ইব্‌ন আবূ যিয়াদা অথবা আসআদ ইব্‌ন যুরারা জাহিলী যুগে হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট করা সম্বন্ধে গর্ব করে ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আল্লাহ্‌র অনুসরণ কর (حَقَّ تُقٰتِهٖ) যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত অর্থাৎ আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতা

না করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অকৃতজ্ঞ না হওয়া, তাকে স্মরণ করা এবং ভুলে না যাওয়া। আরো বলা হয়, তুমি যথোচিতভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর। (وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ) এবং তোমরা কখনো আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না অর্থাৎ তাঁর ইবাদত ও তাওহীদের একনিষ্ঠভাবে স্বীকৃতি না দিয়ে।

(وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ) এবং তোমরা আল্লাহ্‌র দীন ও কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধর (جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا) সকলে একত্রিত হয়ে এবং দীনের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ) এবং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ইসলামকে স্মরণ কর যা তিনি তোমাদের প্রতি দান করেছেন (اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً) যখন তোমরা জাহিলী যুগে পরস্পরে শত্রু ছিলে (فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ) তারপর তোমাদের অন্তরে তিনি প্রীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন ইসলামের মাধ্যমে। (فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا) তারপর দীন ইসলামের মাধ্যমে তোমরা পরস্পরে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলে (وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ) এবং তোমরা সকলেই অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে অর্থাৎ কুফরীতে ছিলে, (فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا) আল্লাহ্ তোমাদেরকে ঈমানের বদৌলতে সেখান থেকে রক্ষা করেছেন। (كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ) এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আদেশ, নিষেধ এবং তাঁর অনুগ্রহের কথা স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ) যাতে তোমরা ভ্রষ্টতা থেকে সৎপথ পেতে পার। তারপর তিনি উত্তম কাজের ও আপোষ মীমাংসার আদেশ প্রদান করে বলেন ঃ .

(١٠٤) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

(١٠٥) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১০৪. তোমাদের মধ্যে যেন একদল এমন থাকে, যারা পুণ্যের দিকে ডাকতে থাকবে, সৎকাজের আদেশ দিতে থাকবে এবং অসৎকাজের বাধা প্রদান করবে আর তারাই সফলকাম।

১০৫. তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন পৌঁছার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ) তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক যারা সর্বদা (يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ) সৎ কাজের দিকে, মীমাংসা ও কল্যাণের দিকে আহবান করবে। (وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ) এবং ভাল কাজ যেমন তাওহীদ ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে অনুসরণ করার আদেশ দিবে (وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) এবং লোকদেরকে অসৎ কাজ, কুফরী ও শিরক এবং সুন্নতের বিপরীত কাজ হতে বিরত রাখবে (وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ)। এবং এরাই হবে বিরাগ ও শাস্তি হতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত

(وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا) এবং তোমরা ওদের মত দলে দলে বিভক্ত হয়ো না যারা দানের ব্যাপারে নানা দলে বিভক্ত হয়েছে এবং মতভেদ সৃষ্টি করেছে যেমন ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা ধর্ম বিষয়ে নানা দলে বিভক্ত হয়েছিল (مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ) তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর, যা তাদের কিতাবে ইসলাম সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, (وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ) তারা অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্যে (عَذَابٌ عَظِيْمٌ) মহাশাস্তি রয়েছে।

(١٠٦) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○

(١٠٧) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

(١٠٨) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ○

(١٠٩) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ○

(١١٠) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ○

১০৬. যে দিন কতক মুখ শুভ্র হবে এবং কতক মুখ কাল হবে। যাদের মুখ কাল হবে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয় গিয়েছিলে? এখন সেই কুফরী করার প্রতিদানে শাস্তি ভোগ কর।

১০৭. আর যাদের মুখ শুভ্র হবে তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের মধ্যে থাকবে এবং তাতে তারা সর্বদা থাকবে।

১০৮. এগুলো আল্লাহ্র হুকুম, আমি তোমাকে যথাযথভাবে শোনাচ্ছি। আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রতি জুলুম করতে চান না।

১০৯. যা কিছু আসমানে এবং যা কিছু যমীনে আছে সব আল্লাহ্র; আল্লাহ্রই দিকে সকল বিষয়ে প্রত্যাবর্তন।

১১০. তোমরাই সমস্ত উম্মাতের সেরা, যাদেরকে জগতে পাঠানো হয়েছে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজে নিষেধ কর। এবং তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত, তবে তাদের জন্য ভাল ছিল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তো ঈমানে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাদের অধিকাংশ নাফরমান।

(يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ) সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে কোন সম্প্রদায়ের (وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) এবং কতক সম্প্রদায়ের লোকদের মুখ কালো হবে। (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ) তারপর, যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে জাহান্নামের ফিরিশ্তারা বলবে, (أَكَفَرْتُمْ) তোমরা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করেছিলে? (بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) আল্লাহ্র প্রতি তোমাদের ঈমান আনার পর (فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ করতে থাক আল্লাহর সাথে তোমাদের এই কুফরী করার জন্যে।

(وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ) এবং যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা জান্নাতে আল্লাহ্র অনুগ্রহে থাকবে (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে তাদের মৃত্যুও হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।

(تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ) এগুলো আল্লাহ্র আয়াত কুরআন মজীদ (نَتْلُوهَا عَلَيْكَ) যা আমি জিবরাঈল মারফত তোমার নিকট অবতীর্ণ করতেছি (بِالْحَقِّ) সত্য সহ অর্থাৎ সত্য ও অসত্যের বর্ণনা দিয়ে (وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ) এবং আল্লাহ্ বিশ্বজগতের কারো উপর সে জীন হোক, মানুষ হোক জুলুম করতে চাহেন

না। (وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) এবং আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে সৃষ্টি জীব এবং আশ্চর্য বস্তুসমূহ সব আল্লাহ্‌রই (وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ) এবং আল্লাহ্‌রই নিকট সবকিছু প্রত্যাবর্তন করবে পরকালে।

(كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ) তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত (اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) যাদেরকে মানব জাতির জন্যে আবির্ভূত করা হয়েছে। তারপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করে বলেন, (تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ) তোমরা আদেশ দিয়ে থাক তাওহীদের ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসরণের জন্যে (وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) এবং মানুষদেরকে নিষেধ করে থাক কুফরী শিরক ও রাসূলে করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে (وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ) এবং তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ্‌র প্রতি, সমস্ত গ্রন্থরাজী ও রাসূলগণের প্রতি (وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ)। যদি ঈমান আনতো কিতাবীরা অর্থাৎ, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা (لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ) তাহলে তাদের জন্যে তা ভাল হত তাদের বর্তমান ধর্ম মতের চাইতে (مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ) তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম ও তার সঙ্গীগণ (وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ) এবং তাদের অধিকাংশই হল সত্য ত্যাগী, কাফির ও ওয়াদা ভঙ্গকারী।

(١١١) لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

(١١٢) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

১১১. তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কেবল মুখে কষ্ট দেওয়া ছাড়া। আর যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। তারপর তাদের সাহায্য করা হবে না।

১১২. আল্লাহ্‌র হস্ত প্রসারণ ও মানুষের হস্ত প্রসারণ ব্যতিরেকে যেখানেই তাদের দেখা গিয়েছে সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা অনিবার্য করে দেওয়া হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধ কুড়িয়েছে এবং তাদের উপর দারিদ্র অবশ্যম্ভাবী করে দেওয়া হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতো। এটা এ কারণে যে, তারা নাফরমানী করেছিল ও সীমালংঘন করেছিল।

(لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ) ইয়াহূদীরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (اِلَّآ اَذًى) তারা শুধু মুখে গালমন্দ ও দোষারোপ করা ছাড়া (وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ) আর যদি তারা তোমাদের সাথে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে (يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ) তারা তোমাদের দিকে পিঠ দিয়ে পালিয়ে যাবে (ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ) তারপর তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না অর্থাৎ তোমাদের তরবারী থেকে এবং তোমাদের দাসত্ব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

(ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ) তাদের প্রতি জিযিয়ার অপমানজনক ব্যবস্থা স্থির করা হয়েছে (اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا) যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে, তারা মু'মিনদের সহাবস্থানে থাকতে পারবে না (اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ)

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা ছাড়া (وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ) এবং মানুষের প্রতিশ্রুতি ছাড়া অর্থাৎ, শাসকদের পক্ষ হতে জিযিয়ার প্রতিশ্রুতি ছাড়া (وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ) এবং তারা আল্লাহ্‌র গযব তথা লা'নতের পাত্র হয়েছে (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ) এবং তাদের প্রতি হীনতা তথা দারিদ্র্যতা স্থির করা হয়েছে। (ذٰلِكَ) এই অপমান এজন্যে যে, (بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ) তারা কুফরী করত আল্লাহ্‌র আয়াত, হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ) এবং তারা হত্যা করত নবীগণকে অন্যায়ভাবে ও বিনা অপরাধে। (ذٰلِكَ) গযব ও হীনতা এই জন্য যে, (بِمَا عَصَوْا) তারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেছিল শনিবার দিনে (وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ) এবং তারা সীমালংঘন করত নবীগণকে হত্যা করে এবং নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল জেনে।

(١١٣) لَيْسُوْا سَوَاۗءً مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَاۗىِٕمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاۗءَ الَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُوْنَ ○
(١١٤) يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১১৩. তারা সকলে সমান নয়। কিতাবীদের মধ্যে এক দল সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। তারা রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করে এবং সিজ্‌দা করে।

১১৪. তারা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে, সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকাজে নিষেধ করে এবং পুণ্য কর্মে ধাবিত হয়। তারাই সজ্জন।

(لَيْسُوْا سَوَاءً) তারা সকলে এক রকম নয়, অর্থাৎ কিতাবীদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যারা ঈমান আনেনি (مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ) কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত এমন একদল আছে, যারা বিশ্বস্ত ও তাওহীদের হিদায়াতপ্রাপ্ত। যেমন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম ও তার সঙ্গীরা (يَتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ) তারা তিলাওয়াত করত আল্লাহ্‌র কুরআন (اٰنَاءَ اللَّيْلِ) রাতভর নামাযরত (وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ) এবং সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ্‌র জন্যে।

(يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ) তারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি ও সকল কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি (وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) এবং পরকালের প্রতি মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহের বিষয় (وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ) এবং নির্দেশ দেয় সৎকাজের অর্থাৎ তাওহীদ ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসরণের। (وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) এবং নিষেধ করে অসৎ কাজ থেকে অর্থাৎ শিরক, কুফরী ও শয়তানের অনুসরণ থেকে। (وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ) এবং তারা প্রতিযোগিতা করে সৎকাজে। (وَاُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ) এবং তারাই হল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। আরো বলা হয়, তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সৎ উম্মতদের অন্তর্ভুক্ত হবে জান্নাতে হযরত আবূ বকর (রা) ও তার সঙ্গীদের মত।

(١١٥) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ○

(١١٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

(١١٧) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

১১৫. তারা যা কিছু ভাল কাজ করবে তা কখনও অসার গণ্য করা হবে না। আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সম্বন্ধে অবহিত।

১১৬. যে সব লোক কাফির তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র সম্মুখে কখনও কোন কাজে আসবে না। তারাই জাহান্নামের আগুনে বাস করবে। সে আগুনে তারা স্থায়ী হবে।

১১৭. এ পার্থিব জীবনে তারা যা ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত যেন এক শিলাময় বায়ু, যা যে জাতি নিজেদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে তাদের শস্যক্ষেত্রে আঘাত হানে ও তা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুম করেন নি; বরং তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

(وَمَا يَفْعَلُوْنَ) এবং তারা যা কিছু করে যেমন আব্দুল্লাহ বিন্ সালাম (রা) ও তার সঙ্গীরা (مِنْ خَيْرٍ) সৎকাজ ইত্যাদি যা উল্লেখ করা হয়েছে। আরো বলা হয়, যা কিছু হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং সাহাবাগণের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করে থাকে। (فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ) তার প্রতিফল হতে বঞ্চিত করা হবে না বরং তাদেরকে তার বিনিময় দেয়া হবে। (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ) এবং আল্লাহ্ যারা কুফরী শিরক এবং অশ্লীল কাজ হতে সাবধানতা অবলম্বন করে তাদের সম্বন্ধে অবহিত আছেন। যেমন, আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা) ও তার সঙ্গীদের অবস্থা।

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) নিশ্চয়ই যারা প্রত্যাখ্যান করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন মজীদকে যেমন কা'ব ও তার সঙ্গীরা (لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ) তাদের ধনৈশ্বর্য তাদের কোন উপকারে আসবে না (وَلَا اَوْلَادُهُمْ) এবং তাদের সন্তান কাছে সন্ততির সংখ্যাধিক্য (مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا) আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে কোনই উপকারে আসবে না (وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ) এবং তারাই হল জাহান্নামবাসী (هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

(مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) যা কিছু তারা এই পার্থিব জীবনে ব্যয় করে যেমন ইয়াহূদীদের দান খয়রাত ইয়াহূদী অবস্থায়, তার দৃষ্টান্ত (كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ) যেমন উষ্ণ বায়ু বা শীতল বায়ুর ন্যায় (اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ) যা এমন জাতির শস্য ক্ষেতের আঘাত করেছে, (ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ) যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে ও আল্লাহ্‌র হক হতে বিরত রয়েছে, (فَاَهْلَكَتْهُ) এতে তা শস্য ক্ষেতকে বিনষ্ট করে দেয় ও জ্বালিয়ে দেয়। এভাবেই শিরক তাদের দান খয়রাতকে ধ্বংস করে দেয় যেভাবে এই বায়ু শস্যক্ষেত গুলোকে ধ্বংস করে দেয় (وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ) এবং আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেন নি তাদের শস্যাদি ও দান খয়রাত ধ্বংস করে (وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ) বরং তারা নিজেদের প্রতি জুলুম

করেছে কুফরী করে এবং শস্যের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র হক আদায় না করে। তারপর আল্লাহ্ মু'মিন আনসার ও অন্যান্য মু'মিনদেরকে ইয়াহূদীদের সাথে কথাবার্তা বল ও তাদের কাছে গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিয়ে এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

(١١٨) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۚ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

(١١٩) هٰاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ ۖ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

১১৮. হে মু'মিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে ত্রুটি করে না। তোমরা যত কষ্ট পাও তারা খুশী হয়। তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ টপকে পড়ে। তাদের অন্তরে যা গোপন আছে তা আরও গুরুতর। আমি তোমাদেরকে নিদর্শন বাতলে দিলাম, যদি তোমাদের বোধশক্তি থাকে।

১১৯. শোন, তোমরা তাদের বন্ধু, কিন্তু তারা তোমাদের বন্ধু নয় এবং তোমরা সমস্ত কিতাব মান। তারা যখন তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা মুসলিম আর যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙ্গুল কামড়ে খায়। বল, তোমরা নিজেদের আক্রোশেই মর, অন্তরের কথা আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

(يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا) হে মু'মিনগণ তোমরা ইয়াহূদীদেরকে (بِطَانَةً) অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করবে না (مِّنْ دُوْنِكُمْ) তোমাদের আপনজন নিষ্ঠাবান মু'মিন ছাড়া (لَايَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا) তারা তোমাদের অনিষ্ট করার চেষ্টায় কোন ত্রুটি করবে না। (وَدُّوْا مَاعَنِتُّمْ) তারা কামনা করে যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে অর্থাৎ তোমরা পাপ কাজে লিপ্ত হও, এবং যেমন তারা শিরক করেছে তোমরাও শিরক কর। (قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ) বিদ্বেষ প্রকাশ পায় তাদের মুখে গালি ও ভর্ৎসনা দেওয়ায় (وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ)এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে অর্থাৎ তারা অন্তরে যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা গোপন রাখে (اَكْبَرُ) তা এটা হতেও গুরুর (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيَاتِ) আমি তোমাদের জন্যে বিশদভাবে বিবৃত করেছি আয়াতসমূহ অর্থাৎ (اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ) যদি তোমরা অনুধাবন করে থাক যা তোমাদের জন্যে পাঠ করা হয়, আরো বলা হয়, তোমাদের জন্য আদেশ ও নিষেধের আয়াতগুলো বিবৃত করেছি যাতে তোমরা তোমাদের নির্দেশিত বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পার।

(هٰاَنْتُمْ اُولَاءِ) তোমরাই হে মু'মিনগণ! (تُحِبُّوْنَهُمْ) ইয়াহূদীদেরকে ভালবাস বৈবাহিক সম্পর্ক ও দুধ পানের জন্যে? (وَلَايُحِبُّوْنَكُمْ) কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না দীনের জন্যে (وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ) এবং তোমরা সমস্ত কিতাব ও সকল রাসূলগণকে স্বীকার কর আর তারা তা স্বীকার করে না। (وَاِذَا لَقُوْكُمْ) এবং যখন তারা তোমাদের সাক্ষাতে আসে অর্থাৎ ইয়াহূদী মুনাফিক বা (قَالُوْا اٰمَنَّا) তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি এবং এ বিষয়ের প্রতি যে, তার গুণাবলী ও

বৈশিষ্টসমূহ আমাদের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। (وَاِذَا خَلَوْا) এবং যখন তারা একান্ত মিলিত হয় (عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ) তখন তারা তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙ্গুলের অগ্রভাগ দাঁতে কাটতে থাকে (قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ) আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর (اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা আছে তা সম্যক অবহিত আছেন।

(١٢٠) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

(١٢١) وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

(١٢٢) إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

১২০. তোমাদের কিছু মঙ্গল সাধিত হলে তাদের খারাপ লাগে, আর তোমাদের কোন অমঙ্গল হলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কিছু ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে তা আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন।

১২১. আর যখন সকাল বেলা তুমি নিজ ঘর হতে বের হয়ে মুসলিমদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে স্থাপন করছিলে এবং আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন, জানেন।

১২২. যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল কাপুরুষতা প্রদর্শনের মনস্থ করেছিল আর আল্লাহ্ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন এবং আল্লাহ্‌রই প্রতি মুসলিমদের নির্ভর করা উচিত।

(اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ) যদি তোমরা মঙ্গল প্রাপ্ত হও বিজয় ও গনীমত লাভ করে (تَسُؤْهُمْ) তখন তারা তাতে দুঃখিত হয় অর্থাৎ ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা। (اِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ) আর যদি তোমাদের অমঙ্গল হয় দুর্ভিক্ষ, অভাব, হত্যা ও পরাজয়ের কারণে (يَفْرَحُوْا بِهَا) তাতে তারা খুবই আনন্দিত হয়। (وَاِنْ تَصْبِرُوْا) আর যদি তোমরা তাদের দেওয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ কর। (وَتَتَّقُوْا) এবং সংযত হও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা হতে তাহলে (لاَيَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا) এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও কার্যকলাপ তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না (اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তা'আলা তারা যা কিছু করে বিরোধিতা ও শত্রুতা তাকে আল্লাহ্‌র জ্ঞান পরিবেষ্টন করে আছে।

(وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ) এবং স্মরণ করুন, যেদিন আপনি পরিবার-পরিজন থেকে প্রত্যুষে বের হয়ে আসেন অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধের দিন মদীনা থেকে বের হন (تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ) আসন স্থাপন করেছিলেন মু'মিনদেরকে উহুদে (مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ) শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘাটিতে (وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ) এবং আল্লাহ্ তোমাদের কথা শুনেন ও জানেন সর্বজ্ঞ যা তোমাদের ভাগ্যে ঘটবে তোমাদের ঘাঁটি ত্যাগ করার কারণে।

(اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ) যখন তোমাদের দু'টি মু'মিন দলের বনী সালমা ও বনী হারিসা উপক্রম হয়েছিল (اَنْ تَفْشَلاَ) সাহস হারিয়ে ফেলার উহুদের দিন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে (وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا)-এবং আল্লাহ্ তাদের উভয়ের রক্ষাকারী তাদেরকে বিরত রাখেন ভীরুতা থেকে (وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ) এবং আল্লাহ্‌র প্রতি যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে সাহায্য ও বিজয়ের ব্যাপারে।

(١٢٣) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

(١٢٤) اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ○

(١٢٥) بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ○

(١٢٦) وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۗ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

১২৩. এবং বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।

১২৪. যখন তুমি মুসলিমদের বলছিলে, তোমাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাহায্যার্থে আসমান হতে অবতরণকারী তিন হাজার ফিরিশ্তা পাঠাবেন?

১২৫. অবশ্যই, তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর ও সাবধান হয়ে চল এবং তারা তোমাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়, তবে তোমাদের প্রতিপালক চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফিরিশ্তার সাহায্য পাঠাবেন।

১২৬. আর এটা তো আল্লাহ্ তোমাদের মনোরঞ্জনের জন্য এবং এই হেতু করেছেন, যাতে এর দ্বারা তোমাদর চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। সাহায্য তো কেবল আল্লাহ্রই পক্ষ হতে, যিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

সাহায্য ও বিজয়ের জন্যে (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ) এবং আল্লাহ্ নিশ্চয়ই, তোমাদেরকে সাহায্য করে ছিলেন বদরের দিন ও (وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ) যেদিন তোমরা দুর্বল ছিলে ও সংখ্যায় ছিলে মাত্র তিনশত তেরজন (فَاتَّقُوا اللّٰهَ) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যুদ্ধের ব্যাপারে এবং তোমরা সেই ক্ষমতাবান মহান ব্যক্তিত্বের অবাধ্য হয়ো না যিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ) যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তার সাহায্য ও নিয়ামতের ব্যাপারে স্মরণ করুন

(اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ) যখন আপনি মু'মিনগণকে বলছিলেন উহুদের দিন (اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ) তোমাদের জন্যে কি যথেষ্ট নয় শত্রুর মুকাবিলায় (اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ) যে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন (بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ) তিনি হাজার ফিরিশ্তা দিয়ে যারা প্রেরিত হবেন আকাশ হতে তোমাদের সাহায্যার্থে।

(بَلٰى) হ্যাঁ যথেষ্ট হবে (اِنْ تَصْبِرُوْا) যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তোমাদের নবীর সাথে যুদ্ধে (وَتَتَّقُوْا) এবং সাবধানতা অবলম্বন কর তার অবাধ্যতা ও তার বিরুদ্ধাচরণ থেকে (وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا) তবে মক্কাবাসীরা তোমাদের উপর দ্রুতগতিতে আক্রমণ করলে (يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন (بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ) পাঁচ হাজার ফেরিশ্তা দিয়ে যারা বিশেষভাবে চিহ্নিত থাকবেন আরো বলা হয় তারা সবুজ পশমী পাগড়ী পরিহিত থাকবেন।

(وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ) আল্লাহ্র এই সাহায্য উল্লেখ করা হলো শুধু এজন্যে যে, (اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ) এটা তোমাদের জন্যে সাহায্যের শুভ সংবাদ (وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ) এবং তোমাদের অন্তরের প্রশান্তি লাভ কর

(وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰه) এবং সাহায্য শুধু চাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (الْعَزِيْزِ) যিনি পরাক্রান্ত শাস্তি দানে, যে তার প্রতি ঈমান আনে না (الْحَكِيْمِ) প্রজ্ঞাময় সাহায্য ও রাজ্য দানে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। আরো বলা হয়। তিনি প্রজ্ঞাময় উহুদের দিন তোমাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল সে বিষয়ে।

(١٢٧) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ۝

(١٢٨) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

(١٢٩) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(١٣٠) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

১২৭. কতক কাফিরকে ধ্বংস করার কিংবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য; যাতে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

১২৮. তোমার ইখ্‌তিয়ারে কিছুই নেই, হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তাওবা কবূল করবেন, অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন, যেহেতু তারা অন্যায়ের উপর আছে।

১২৯. যা কিছু আকাশমণ্ডলীতে ও যা কিছু যমীনে আছে তা আল্লাহ্‌রই সম্পত্তি। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৩০. হে মু'মিনগণ! তোমরা দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ সুদ খেও না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।

(لِيَقْطَعَ طَرَفًا) এ সাহায্য এজন্যে যে, তাদের একাংশকে নিশ্চিহ্ন করা হবে। (مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) মক্কার কাফিরদের মধ্য থেকে (اَوْيَكْبِتَهُمْ) অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে (فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ) ফলে তারা দৌলত ও গনীমত থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে।

(لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ) তাদের ব্যাপারে আপনার করণীয় কিছু নেই তওবা করা না করার ব্যাপারে উহুদের দিন, তীরন্দাজদের ঘাঁটি ত্যাগ ও অন্যান্যদের স্থান ত্যাগের জন্য শাস্তির ব্যাপারে (اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ) আল্লাহ্ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন তাদের তাওবা কবূল করবেন। সুতরাং আপনি তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন (اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ) বা আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন স্বস্থান ত্যাগ করার কারণে। কেননা তারা স্থান ত্যাগের কারণে জুলুমকারী, আরো বলা হয় এটা উবাইয়া ও ফাকওয়ান গোত্রদ্বয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কিছু সংখ্যক সাহাবীগণকে হত্যা করেছিল। যার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেছিলেন।

(وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ) এবং আল্লাহ্‌রই যা কিছু আসমান যমীনে আছে সৃষ্ট জীবের মধ্যে (يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ) তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যে ক্ষমার যোগ্য (وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ) এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যে শাস্তির যোগ্য (وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ) এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তাওবাকারীর প্রতি (رَّحِيْمٌ) করুণাময়, যে তাওবা করে মারা যায়।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

(يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ! সকীফ গোত্রের (لَا تَاْكُلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً) তোমরা সুদ খেওনা নগদ মুদ্রায় চক্র বৃদ্ধি হারে মেয়াদি হিসাবে (وَاتَّقُوا اللّٰهَ) এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর সুদ খাওয়ার ব্যাপারে (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার বিরাগ ও শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে।

(١٢١) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۚ

(١٢٢) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۚ

(١٢٣) وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ

(١٢٤) الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ

(١٢٥) وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

১৩১. এবং তোমরা সেই আগুন হতে আত্মরক্ষা কর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৩২. এবং তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ মান, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষিত হয়।

১৩৩. এবং তোমরা ধাবিত হও আপন প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত হয়েছে মুত্তাকীগণের জন্য।

১৩৪. যারা ব্যয় করে যায় সুখে-দুঃখে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

১৩৫. এবং সেই সব লোক, যারা কখনও কোন প্রকাশ্য পাপ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি অন্যায় আচরণ করলে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত পাপ মোচনকারী আর কে আছে? এবং তারা জেনে-শুনে কৃতকর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটায় না।

(وَاتَّقُوا النَّارَ) এবং জাহান্নামের আগুনকে ভয় কর সুদ খাওয়ার কারণে (الَّتِيْ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ) যা কাফিরদের জন্য তৈরী তথা সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা আল্লাহ্র সুদ হারাম হওয়াকে বিশ্বাস করে না।

(وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ) এবং তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর, সুদ হারাম হওয়া ও তা পরিত্যাগ করার বিষয়ে (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ) যাতে তোমরা আল্লাহ্র কৃপা লাভ করতে পার এবং মুক্তি পেতে পার তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না

(وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ) এবং তোমরা ধাবমান হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে দ্রুত তাওবা করে সুদ থেকে এবং অন্যান্য গুণাহ থেকে (وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ) এবং জান্নাতের দিকে সৎ কর্মের মাধ্যমে ও সুদ বর্জন করে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের সমান, যদি একটা অপরটার সাথে মিলিত করা হয় (اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ) যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে যারা কুফরী, শিরক, অসৎ কার্য ও সুদ খাওয়া হতে বিরত থাকে।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, (اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ) যারা ব্যয় করে সচ্ছল অসচ্ছল অবস্থায় তাদের ধন সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে (وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ) এবং যারা ক্রোধকে সংবরণ করে তার তীব্রতা তাদের অন্তরে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে (وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ) এবং যারা ক্ষমাশীল মানুষ তথা গোলামদের প্রতি (وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ) এবং আল্লাহ্ সৎ কর্মশীলদেরকে ভালবাসেন যারা আযাদ ও গোলামদের প্রতি সদাচার করে থাকে, তারপর অবতীর্ণ হয় আনসারদের এক ব্যক্তি সম্বন্ধে যে, সকফী কোন এক ব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি স্পর্শ এবং চুম্বন করে দেয়।

(وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً) এবং যারা কোন অশ্লীলতা তথা পাপকাজ করে ফেলে (اَوْظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ) অথবা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে অর্থাৎ পরনারীর দিকে দৃষ্টি দেয় বা স্পর্শ ও চুম্বন করেছে (ذَكَرُوا اللّٰهَ) সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্‌কে ভয় করে (فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ) তারপর তাদের পাপ থেকে তাওবা করে ও ক্ষমা প্রার্থী হয় (وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ) এবং আল্লাহ্ ছাড়া তাওবাকারীদের কেউই ক্ষমা করতে পারবে না (وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا) এবং তারা যা অন্যায় করে পুনরাবৃত্তি করে না (وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ) যেহেতু তারা জানে যে, এটা অন্যায় ও আল্লাহ্‌র নাফরমানী কাজ।

(١٣٦) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۞

(١٣٧) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۞

১৩৬. তাদেরই প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং বেহেশ্‌ত এবং বেহেশ্‌ত যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তারা সে বেহেশ্‌তে স্থায়ী হয়ে থাকবে। আর কর্মশীলগণের পারিশ্রমিক কতই না উত্তম!

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু ঘটনা ঘটেছে। কাজেই তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ, মিথ্যারোপকারীদের কি পরিণতি হয়েছে।

(اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ) তারাই সেই সব লোক যাদের পুরস্কার হবে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা তাদের গুনাহ্‌র জন্য (وَجَنّٰتٌ) এবং জান্নাতসমূহ (تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ) যার বৃক্ষরাজি ও অট্টালিকা এর পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, অর্থাৎ শরাব, পানি, মধু ও দুধের নহরসমূহ (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) চিরস্থায়ী হবে তারা জান্নাতে, তারা সেখানে মরবে না এবং সেখান থেকে বের হবে না (وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ) কতই না উত্তম পুরস্কার সৎ কর্মশীলদের তথা তাওবাকারীদের জন্য জান্নাত ও উল্লেখিত নিয়ামতসমূহ।

(قَدْ خَلَتْ) নিশ্চয়ই অতীত হয়েছে (مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ) তোমাদের পূর্বের উম্মতদের মধ্যে অনেক বিধান সাওয়াব ও মাগফিরাত তাওবাকারীদের জন্যে, এবং শাস্তি ও ধ্বংস, যে তাওবা না করে তার জন্যে (فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا) সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ ও চিন্তা কর। (كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ) যেমন ছিল শেষ পরিণাম ঐসব লোকদের যারা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং যারা তাদের মিথ্যারোপ থেকে তাওবা করেনি।

(١٣٨) هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

(١٣٩) وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(١٤٠) اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○

(١٤١) وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৩৮. এটা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা ও মুত্তাকীগণের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।

১৩৯. তোমরা হতোদ্যম হয়ো না ও দুঃখিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে–যদি তোমরা মু'মিন হও।

১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। মানুষের মধ্যে আমি এই দিনগুলি পালাক্রমে আবর্তিত করি এবং এজন্য যাতে যাদের ঈমান আছে আল্লাহ্ তাদের জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যে কতককে শহীদ করতে পারেন। আল্লাহ্ জালিমদের ভালবাসেন না।

১৪১. এবং এই জন্য, যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে পবিত্র করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

(هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ) এই কুরআন হল স্পষ্ট বর্ণনা মানুষের জন্য যেন হালাল ও হারামের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয় (وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ) এবং এটা হল হিদায়াত গুমরাহী থেকে এবং উপদশ ও নিষেধাজ্ঞা ঐসব মুত্তাকীর জন্য যারা কুফর, শিরক ও অশ্লীলতা থেকে সাবধান থাকে।

তারপর আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে উহুদের দিন তাদের উপর আপতিত বিষয় সম্পর্কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, (وَلَا تَهِنُوْا) এবং তোমরা তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় দুর্বল হয়ো না (وَلَا تَحْزَنُوْا) এবং তোমরা চিন্তিত হয়ো না উহুদের দিন যে গনীমত তোমাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তার জন্য। তিনি পরকালে তোমাদের বিনিময় জ্ঞান দান করবেন। আর দুঃখ করো না সে দিনের শাহাদাত ও যখমের জন্য (وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ) এবং তোমরাই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে আল্লাহ্ প্রদত্ত সাহায্য দৌলত পেয়ে (اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) যদি তোমরা বিশ্বাসী হও যে, সাহায্য ও দৌলত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে।

(اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ) যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে উহুদের দিন (فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ) তাহলে তাদের অর্থাৎ মক্কাবাসীদের আঘাত লেগেছিল বদরের দিন (قَرْحٌ مِّثْلُهٗ) যেমন তোমাদের আঘাত লেগেছিল উহুদের সংগ্রামে (وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) এবং আমি দুনিয়ার এই দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই একবার খাঁটি মু'মিনদেরকে কাফিরদের উপর প্রাধান্য দেই আর একবার কাফিদেরকে মু'মিনদের উপর প্রাধান্য দেই (وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ) এবং যাতে আল্লাহ্ দেখেন (الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) মু'মিনগণ জিহাদের সময় কি করেন (وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ) এবং যাতে তোমাদের মধ্য থেকে তার ইচ্ছামত কতককে শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেন (وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ) এবং আল্লাহ্ জালিম, মুশ্রিকদেরকে এবং তাদের দীন ও ধন-সম্পদকে ভালবাসেন না।

(وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ) এবং যাতে আল্লাহ্ পরিশোধন করেন গুনাহ ক্ষমা করে (الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) মু'মিনদেরকে যুদ্ধে তাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল সে কারণে (وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ) কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেন যুদ্ধের মাধ্যমে।

(١٤٢) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ○
(١٤٣) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○
(١٤٤) وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○

১৪২. তোমারা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে ফেলবে, যেখানে এখনও পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে যারা জিহাদকারী তাদের জেনে নেন নি এবং জেনে নেন নি ধৈর্যশীলগণকে।

১৪৩. তোমরা তো মৃত্যু কামনা করতে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে, কাজেই এখন তোমরা তা চাক্ষুষ দেখে নিলে।

১৪৪. মুহাম্মদ (সা) তো একজন রাসূল। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। কাজেই যদি তিনি মারা যান, অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পেছন দিকে ঘুরে যাবে? এবং কেউ পেছন দিকে ঘুরে গেলে সে কখনও আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবং আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের সওয়াব দান করবেন।

(اَمْ حَسِبْتُمْ) তোমরা কি মনে কর হে মু'মিনগণ! (اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ) যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে যুদ্ধ ছাড়াই (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ) অথচ এখন পর্যন্ত আল্লাহ্ দেখেন নি অর্থাৎ প্রকাশ পাওয়া (الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ) তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে উহুদের দিন (وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ) এবং তিনি এখনো দেখেননি কে ধৈর্য সহকারে নবীর সঙ্গে শত্রুর মুকাবিলায় জিহাদ করে।

(وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ) এবং (مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ) তোমরা যুদ্ধে মৃত্যুর কামনা করছিলে মুকাবিলা হওয়ার পূর্বে (فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ)তারপর তোমরা উহুদের যুদ্ধ ও লড়াইয়ের অবস্থা দেখলে (وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ) যা তোমরা স্বচক্ষে দেখছিলে কাফিরদের তরবারী আর তোমরা পরাজিত হয়েছিলে নবী ﷺ-এর সঙ্গে। তোমরা দৃঢ়ভাবে অবস্থান করলে না। তারপর যখন তারা নবী ﷺ-কে বলছিল যে, আমরা সংবাদ পেয়েছিলাম, আপনি শহীদ হয়েছেন এজন্যেই আমরা পরাজিত হয়েছি তাদের এ উক্তি সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়, আল্লাহ্ বলেন ঃ

(وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র তাঁর পূর্বে অনেক নবী রাসূল গত হয়ে গিয়েছেন (اَفَائِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ) যদি মুহাম্মদ ﷺ মারা যান বা নিহত হন আল্লাহ্র রাস্তায় (انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ) তাহলে তোমরা কি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে এবং পূর্বের দ্বীনে

প্রত্যাবর্তন করবে? (وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ) এবং যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পূর্বেকার দীনে ফিরে যায় (فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا) এতে সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করবে না অর্থাৎ, তার প্রত্যাবর্তনে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি হবে না (وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ) বরং শীঘ্রই আল্লাহ্ মু'মিনগণকে তাদের অটল বিশ্বাস এবং জিহাদের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন।

(١٤٥) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○

(١٤٦) وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○

১৪৫. আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া কেউ মারা যেতে পারে না। একটি সুনির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ আছে। যে কেউ পার্থিব বিনিময় চাইবে তাকে আমি তারই কিছু দেব আর কেউ আখিরাতের বিনিময় চাইলে আমি তাকে তা থেকেই দেব। আমি কৃতজ্ঞদেরকে সওয়াব দান করবই।

১৪৬. এমন অনেক নবী রয়েছে, যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহ্-প্রেমিক ব্যক্তিগণ যুদ্ধ করছে। আল্লাহ্‌র পথে তাদের যে দুর্ভোগ হয়েছিল তাতে তারা হতোদ্যম হয়নি এবং শ্রান্ত হয়ে পড়েনি আর অবনতও হয়নি। আল্লাহ্ স্থিরপদ ব্যক্তিদের ভালবাসেন।

(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ) কোন প্রাণীরই মৃত্যু ঘটে না (اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র অনুমতি ও হুকুম ব্যতীত (كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا) যেহেতু তার মেয়াদ অবধারিত অর্থাৎ তার মৃত্যু ও রিযিক সুনির্দিষ্ট অন্যটির অগ্রগামী হবে না। (وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا) এবং যে ব্যক্তি তার আমল ও জিহাদের মাধ্যমে পার্থিব লাভের আশা করে (نُؤْتِهٖ مِنْهَا) আমি তাকে দুনিয়াতে সে যা চায় তা-ই দিব কিন্তু পরকালে তার কোন অংশই থাকবে না (وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ) এবং যে ব্যক্তি তার আমল ও জিহাদের মাধ্যমে পরকালের পুরস্কারের আশা করে (نُؤْتِهٖ مِنْهَا) আমি তাকে পরকালে সে যা চায় তা দিব (وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ) এবং শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞ মু'মিনদেরকে তাদের ঈমান ও জিহাদের পুরস্কার প্রদান করব।

(وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ) কত নবী জিহাদ করেছেন (مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ) তার সাথে ছিল বহুসংখ্যক আল্লাহ্ ভক্ত লোক কাফিরদের বড় বড় দলের বিরুদ্ধে (فَمَا وَهَنُوْا) এতে মু'মিনগণ হীনবল হননি (لِمَا) (اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের হত্যা ও যখম হওয়ার কারণে, আরো বলা হয়, অনেক নবী এমন ছিলেন যিনি নিহত হয়েছেন অথচ তাঁর সাথে অনেক আল্লাহ্-ভক্ত লোক ছিলেন তাদের নবী আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হওয়ার কারণে তারা যে বিপদে পতিত হন এতে তারা দুর্বল হননি। আল্লাহ্‌র আনুগত্যে। (وَمَا ضَعُفُوْا) এবং দুর্বল হননি শত্রুর মুকাবিলা করতে (اسْتَكَانُوْا) (وَمَا) এবং নতও হননি। আরো বলা হয় নতি স্বীকার করেননি শত্রুর মুকাবিলায় (وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ) এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণকে ভালবাসেন যারা তাদের নবীর সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করে।

(١٤٧) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

(١٤٨) فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○

(١٤٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ○

(١٥٠) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ○

১৪৭. তারা এ ছাড়া আর কিছুই বলেনি যে, হে আমাদের প্রতিপালক! মার্জনা কর আমাদের পাপরাশি এবং আমাদের কাজকর্মের সীমালংঘন আর আমাদের পা অবিচল রাখ ও কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

১৪৮. তারপর আল্লাহ্ আমাদেরকে দান করলেন পার্থিব পুরস্কার এবং আখিরাতের উত্তম পুরস্কার। আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

১৪৯. হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে। পরিণামে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

১৫০. বরং আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকর্তা এবং তাঁর সাহায্যই সর্বশ্রেষ্ঠ।

(وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ الاَّ اَنْ قَالُوْا) এবং কথা ছাড়া তাদের তথা মু'মিনগণের আর কোন কথা ছিল না তাদের নবীর হত্যার পর। তারা বলত, (رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! (اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا) আপনি আমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দিন (وَاِسْرَافَنَا فِىْ اَمْرِنَا) এবং আমাদের সীমালঙ্ঘন করার বড় বড় পাপগুলোও (وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا) এবং যুদ্ধে আমাদের পা সুদৃঢ় রাখুন (وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ) এবং আমাদের সাহায্য করুন কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

(فَاٰتَاهُمَ اللّٰهُ) তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে দান করেন (ثَوَابَ الدُّنْيَا) পার্থিব পুরস্কার বিজয় ও গনীমত (وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ) এবং উত্তম পুরস্কার পরকালে জান্নাতের মধ্যে (وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ) এবং সৎকর্মশীল মু'মিন মুজাহিদকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ! এখানে হুজাইফা ও আম্মার (রা)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে (اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) যদি তোমরা আনুগত্য কর কাফিরদের অর্থাৎ কা'ব ও তার সংগীদের আনুগত্য কর (يَرُدُّوْكُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ) তাহলে তারা তোমাদেরকে পূর্বেকার কুফরীর দিনের দিকে ফিরিয়ে নিবে (فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ) তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস হয়ে এবং আল্লাহ্র শাস্তিতে নিপতিত হয়ে।

(بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ) বরং আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক যিনি তোমাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন আর তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন (وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ) এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান সাহায্যকারী। তারপর আল্লাহ্ উহুদের দিন কাফিরদের পরাজয় সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন ঃ

(١٥١) سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

(١٥٢) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰىٓ اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۗ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৫১. আমি সত্ত্বর কাফিরদের অন্তরে ভীতি-সঞ্চার করব, যেহেতু তারা মহান আল্লাহ্র শরীক স্থির করেছে, যার কোন সনদ তিনি পাঠান নি। তাদের নিবাস জাহান্নাম এবং তা জালিমদের কত নিকৃষ্ট নিবাস!

১৫২. আল্লাহ্ তো তোমাদের সাথে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁর হুকুমে তাদেরকে নিধন করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা ভীরুতা দেখালে এবং কাজের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং তোমাদেরকে তোমাদের পছন্দের জিনিস দেখানোর পর তোমরা অবাধ্যতা প্রকাশ করলে। তোমাদের মধ্যে কতক পার্থিব জীবন কামনা করছিল এবং তোমাদের মধ্যে কতক চাচ্ছিল আখিরাত। তারপর তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। আর তিনি তো তোমাদের ক্ষমা করেই দিয়েছেন। মু'মিনগণের প্রতি মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ রয়েছে।

(سَنُلْقِىْ) অতি সত্ত্বর সঞ্চার করব। (فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ) মক্কার কাফিরদের অন্তরে (الرُّعْبَ كَفَرُوْا) ভয়-ভীতি ফলে তারা পরাজিত হয় (بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا) যেহেতু তারা আল্লাহ্র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে যার স্বপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ অর্থাৎ কোন কিতাব নেই বা রাসূল পাঠান নাই। (وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ) এবং তাদের আবাস জাহান্নাম (وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ) এবং তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল জালিম কাফিরদের জন্য উহুদের যুদ্ধে মু'মিনদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করে বলেন ঃ

(وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাথে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে ছিলেন উহুদের দিন (اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ) যখন তোমরা তাদের হত্যা করছিলে, যুদ্ধের প্রথম ভাগে আল্লাহ্র নির্দেশে ও সাহায্যে (حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ) যখন তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করতে সাহস হারিয়েছিলে (وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ) এবং তোমরা যুদ্ধের বিষয়ে মতভেদ করছিলে। (وَعَصَيْتُمْ) এবং তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ অমান্য করে ঘাঁটি পরিত্যাগ করেছিল (مِّنْۢ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ تُحِبُّوْنَ) তোমাদেরকে তোমাদের ভালবাসার বস্তু অর্থাৎ, সাহায্য ও গনীমত দেখানোর পর (مِنْكُمْ) তোমাদের তীরন্দাজদের মধ্য থেকে (مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا) কতক দুনিয়া কামনা করেছিল তাদের জিহাদ ও অবস্থানের মাধ্যমে। তারা ঐ সব লোক যারা ঘাঁটি পরিত্যাগ করেছিল গনীমতের মাল গ্রহণের জন্যে (وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ) এবং তোমাদের তীরন্দাজদের মধ্যে কতক আখিরাত কামনা করছিলেন তাদের জিহাদ ও অবস্থানের

মাধ্যমে এরা হলেন আবদুল্লাহ ইব্ন জুবাইর এবং তার সঙ্গীগণ যারা ঘাঁটিতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা শাহাদাত বরণ করেন (ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ) তারপর তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন (لِيَبْتَلِيَكُمْ) পরাজিত করে এবং তাদের এবং তাদের দ্বারা পরীক্ষার জন্য তোমাদের উপর পাল্টা আক্রমণ করতে (তোমাদের পরীক্ষার জন্যে তিরন্দাজদের অবাধ্যতার কারণে) (وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ) এবং তোমাদেরকে এই অবাধ্যতা ক্ষমা করলেন অর্থাৎ তোমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করেন নি (وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ) এবং আল্লাহ্ অতি অনুগ্রহশীল (عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনগণের প্রতি যেহেতু তাদেরকে অর্থাৎ তীরন্দাজদের ধ্বংস করেন নি তিনি। তারপর তারা শত্রুর ভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ফিরে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

(١٥٣) اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

(١٥٤) ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۗ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ۗ يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ۗ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ۗ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

১৫৩. যখন তোমরা উপরের দিকে চড়ে যাচ্ছিলে এবং পেছনে ফিরে কারও দিকে তাকাচ্ছিলে না, আর রাসূল তোমাদেরকে পিছন দিক থেকে ডাকছিলেন। ফলে তোমরা দুঃখের বদলে দুঃখে পতিত হলে, যাতে যা তোমাদের হাতছাড়া হয় বা যে বিপদ তোমাদের উপর আসে তজ্জন্য দুঃখিত না হও। তোমাদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত।

১৫৪. তারপর দুর্ভোগের পর তিনি তোমাদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রা। তা তোমাদের কতককে আচ্ছন্ন করেছিল। আর কতক ছিল নিজেদের প্রাণের ফিকিরে। তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মূর্খদের মত অবাস্তব ধারণা করছিল। তারা বলছিল, আমাদের হাতে কি কোনও কাজ আছে? বল, সকল ইখতিয়ার আল্লাহ্রই হাতে। তারা তাদের অন্তরে গোপন করে, যা তোমার নিকট প্রকাশ করে না। তারা বলে, আমাদের হাতে যদি কোন ইখতিয়ার থাকতো তা হলে আমরা এখানে মারা পড়তাম না। বল, তোমরা যদি তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য লিখে দেওয়া হয়েছিল তারা অবশ্যই তাদের পতনস্থলে বের হয়ে আসতো। আর আল্লাহ্র পরীক্ষা করবার ছিল যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে এবং পরিশোধন করার ছিল যা তোমাদের অন্তরে আছে। আল্লাহ্ অন্তরের রহস্য সম্পর্কে অবগত।

(اِذْ تُصْعِدُوْنَ) যখন তোমরা যমীনে দূরে ছুটে যাচ্ছিলে। আরো বলা হয় তোমরা পরাজয়ের পর পাহাড়ের উপরের দিকে উঠছিলে (وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰى اَحَدٍ) এবং তোমরা কারো প্রতি পিছনের দিকে লক্ষ্য

করছিলেনা। এমনকি তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিলে না এবং তার জন্যে অপেক্ষা করছিলে না (وَالرَّسُوْلُ) এবং আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ ﷺ (يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرٰكُمْ) তোমাদেরকে আহ্বান করছিলেন তোমাদের পিছন দিক থেকে এ বলে ঃ হে মু'মিনের দল! আমি আল্লাহ্র রাসূল তোমরা থাম, কিন্তু তোমরা থামনি (فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ) ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ এই পরাজয়ে নিহতদের জন্যে দুঃখ করতে ছিলেন। (لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ) যাতে তোমরা যা কিছু হারিয়েছ গনীমত ইত্যাদি তার জন্যে দুঃখিত না হও (وَلَا مَا اَصَابَكُمْ) এবং যাতে তোমরা দুঃখিত না হও যা তোমাদের উপর আপতিত হয়েছে হত্যা ও যখম তার জন্য (وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) এবং আল্লাহ্ অবগত আছেন তোমরা যা কর জিহাদ ও পরাজয়ের সময়। তারপর আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি যে দয়া করেছেন উল্লেখ করে বলেন ঃ

(ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً) তারপর তিনি দুঃখের পর তোমাদেরকে প্রশান্তি দান করলেন শত্রুদের হাত থেকে (نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ) তন্দ্রারূপে যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। ফলে তোমাদের মধ্যে যারা সত্যবাদী ও দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন তারা নিদ্রাবিভূত হয়েছিলেন (وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ) এবং একদল ছিল যারা নিজেরাই নিজ দিগকে উদ্বিগ্ন করেছিল। যেমন মুনাফিক মুআত্তাব ইব্ন কুশাইর ও তার সঙ্গীরা যাদেরকে তন্দ্রা স্পর্শ করিনি। (يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ) এবং যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করছিল যে, আল্লাহ্ তার রাসূল ও তার সাহাবাদেরকে সাহায্য করবেন না (ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ)। জাহিলী যুগে তাদের ধারণার মত (يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ) তারা বলছিল যে, আমাদের কি কোন অধিকার আছে?

সাহায্য ও দৌলতের ব্যাপারে (قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ لِلّٰهِ) আপনি বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ নিশ্চয়ই সাহায্য ও দৌলত সবই আল্লাহ্র হাতে। (يُخْفُوْنَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ) তারা নিজেদের অন্তরে লুকিয়ে রাখে (مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ) যা তারা আপনার নিকট প্রকাশ করে না হত্যার ভয়ে। (يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ) তারা বলে, যদি আমাদের কোন অধিকার থাকত দৌলত ও সাহায্যের ব্যাপারে (مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا) তাহলে আমরা এ স্থানে নিহত হতাম না (قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি মুনাফিকদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করতে (لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ) তাহলে যাদের জন্যে নিহত হওয়া অবধারিত ছিল তারা অবশ্যই বের হয়ে পড়ত (اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ) তাদের নিহত হওয়ার স্থানে উহুদের ময়দানে (وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ) এবং এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ পরীক্ষা করেন (مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ) তোমাদের অর্থাৎ মুনাফিকদের অন্তরে যা আছে (وَلِيُمَحِّصَ مَافِىْ قُلُوْبِكُمْ) এবং প্রকাশ করেন তোমাদের অন্তরে যে কপটতা রয়েছে (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ) এবং আল্লাহ্ অবহিত আছেন তোমাদের অর্থাৎ মুনাফিকদের অন্তরে ভাল-মন্দ যা আছে। আরো বলা হয়, আল্লাহ্ অবহিত আছেন তীরন্দাজদের বিষয়ে। তারপর আল্লাহ্ উহুদের যুদ্ধে পরাজিতদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন ঃ

(১৫৫) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

(১৫৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

১৫৫. যে দিন দুই বাহিনী লড়াই করেছিল, সে দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা হটে গিয়েছিল, তাদেরকে তো তাদের পাপের পরিণামে শয়তানই পদস্খলিত করেছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

১৫৬. হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফির হয়েছে এবং তাদের ভায়েরা যখন দেশে দেশে সফরে বের হয় বা জিহাদে থাকে তখন তাদেরকে বলে, তারা আমাদের নিকট থাকলে মারা যেত না ও নিহত হতো না, যাতে আল্লাহ্ এ ধারণা দ্বারা তাদের অন্তরে মনস্তাপ সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ই তো জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ দেখেন।

(إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ) নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল হযরত উসমান এবং তার সঙ্গীরা (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ) যেদিন দুই দল একত্রে মিলিত হয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দল ও আবূ সুফিয়ানের দল, সেদিন (إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ) শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল যেমন বলেছিল যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়েছেন তখন তারা দুর্বল হয়ে দূরে সরে পড়েছিলেন এবং তারা ছিলেন ছয় ব্যক্তি (بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا) তাদের কোন কৃত কর্মের জন্যে যা তারা করেছিল যেমন ঘাটি পরিত্যাগ করা (وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের অপরাধ মার্জনা করেছেন এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করেননি (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ যারা তাওবা করেছে তাদের প্রতি ক্ষমাশীল (حَلِيمٌ) এবং পরম সহনশীল। তাই তিনি তাদের শাস্তি দেননি তারপর তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সঙ্গীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) হে মু'মিনগণ যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছ (لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا) তোমরা যুদ্ধে তাদের মত হয়ো না যারা কুফরী করে গোপনে যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ও তার সঙ্গীরা যারা পথিমধ্যেই মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিল (وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ) এবং তারা তাদের মুনাফিক বন্ধুদেরকে বলেছিল, (إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ) যখন তারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সংগীদের সাথে সফরে বের হয়। (أَوْ كَانُوا غُزًّى) কিংবা যখন তারা তাদের নবীর সাথে যুদ্ধে বের হয় তখন বলে, (لَوْ كَانُوا عِندَنَا) আহ! যদি তারা যুদ্ধে না যেয়ে আমাদের সাথে মদীনায় থাকত তবে (مَا مَاتُوا) তারা মরত না সফরে (وَمَا قُتِلُوا) এবং তারা নিহতও হতো না যুদ্ধের ময়দানে। (لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ

(وَاللّٰهُ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ) ফলে তাদের এই ধারণাকেই আল্লাহ্ তাদের মনস্তাপের কারণ বানিয়ে দেন (وَاللّٰهُ يُحْيِ وَ يُمِيْتُ) এবং আল্লাহ্ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান নিজ আবাসেও (وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ) এবং তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক দ্রষ্টা ।

(١٥٧) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ○

(١٥٨) وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ○

(١٥٩) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ○

১৫৭. তোমরা যদি আল্লাহ্র পথে নিহত হও বা মৃত্যুবরণ কর, তবে তারা যা সঞ্চয় করে, তদপেক্ষা আল্লাহ্র ক্ষমা ও অনুগ্রহ শ্রেষ্ঠতর।

১৫৮. এবং যদি তোমরা মারা যাও বা নিহত হও, তা হলে আল্লাহ্রই সামনে তোমরা সকলে একত্র হবে।

১৫৯. আল্লাহ্রই অনুগ্রহে (হে রাসূল) আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার নিকট হতে সরে পড়তো। কাজেই, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের থেকে পরামর্শ নিন। তারপর আপনি যখন সে কাজের সংকল্প করুন তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। আল্লাহ্র ভরসাকারীদের ভালবাসেন।

(وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) যদি তোমরা নিহত হও আল্লাহ্র পথে হে মুনাফিকরা! (اَوْمُتُّمْ) বা তোমরা মর তোমাদের ঘরের মধ্যে এমতাবস্থায় তোমরা খাঁটি ও নিষ্ঠাবান থাক (لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ক্ষমা তোমাদের গুনাহের জন্য এবং শাস্তি থেকে মুক্তিদানের দয়া (خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ) তোমাদের জন্য উত্তম পার্থিব সম্পদ থেকে যা তোমরা সঞ্চয় কর।

(وَلَئِنْ مُّتُّمْ) যদি তোমরা মারা যাও দেশে বা বিদেশে (اَوْ قُتِلْتُمْ) বা তোমরা নিহত হও যুদ্ধে (لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আল্লাহ্রই নিকট একত্র করা হবে মৃত্যুর পরে।

(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ) তারপর আল্লাহ্র দয়াতেই (لِنْتَ لَهُمْ) আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন এবং দয়ার হাত প্রসারিত করেছেন (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا) যদি আপনি রূঢ় (غَلِيْظَ الْقَلْبِ) কঠোর চিত্ত হতেন (لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ) তাহলে নিশ্চয়ই তারা আপনার নিকট হতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত (فَاعْفُ عَنْهُمْ) সুতরাং আপনি আপনার সঙ্গীদের মধ্যে থেকে কারোর কোন ত্রুটি পেলে তাদের ক্ষমা করুন (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) এবং তাদের সেই একটির জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন (وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ) এবং যুদ্ধের ব্যাপারে আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন (فَاِذَا عَزَمْتَ) তারপর যখন আপনি দৃঢ় সংকল্প করবেন কোন কিছু করতে (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ) তখন আপনি সাহায্য ও সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হন (اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ যারা তাঁর উপর নির্ভরশীল তাদেরকে ভালবাসেন।

(١٦٠) إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

(١٦١) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

(١٦٢) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১৬০. আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউ তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। আর যদি তোমাদের সাহায্য না করেন, তাহলে এমন কে আছে যে, তারপর তোমাদের সাহায্য করতে পারে? মুসলিমগণের উচিত আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করা।

১৬১. কোন কিছু গোপন করা নবীর কাজ নয়। যে কেউ গোপন করবে, সে কিয়ামতের দিন আপন গোপনকৃত বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে। তারপর প্রত্যেকে যা অর্জন করেছে তা পুরোপুরি লাভ করবে আর তার প্রতি জুলুম করা হবে না।

১৬২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুগত সে কি ওই ব্যক্তির সমান, যে আল্লাহর ক্রোধ উপার্জন করেছে এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম? কতই না নিকৃষ্ট স্থানে সে পৌছেছে!

(اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ) আল্লাহ্ সাহায্য করলে যেমন বদরের দিন সাহায্য করেছিলেন। (فَلَا غَالِبَ لَكُمْ) তাহলে তোমাদের কোন শত্রু তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না (وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ) আর যদি তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করেন যেমন উহুদের দিন (فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ) তবে আর কে এমন আছে যে তোমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করবে (مِّنْ بَعْدِهٖ) তিনি সাহায্য না করার পর (وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ)। এবং মু'মিনদের উচিৎ আল্লাহ্‌র প্রতিই নির্ভর করা সাহায্য ও দৌলতের জন্য। তারপর রাসূলে করীম ﷺ আমাদের গনীমতের মাল থেকে কোন অংশ দিবেন না এবং যার জন্যে তারা ঘাটি ত্যাগ করেছিলেন, এর উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

(وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ) এবং নবীর পক্ষে বৈধ নয় (اَنْ يَّغُلَّ) যে তিনি গনীমতের ব্যাপারে তার উম্মত থেকে অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করবেন, আর যদি ইয়াগাল্লা পড়া হয় তবে তার অর্থ হবে, নবী থেকে উম্মতের কেউ কোন কিছু গোপন করবে তা বৈধ নয় (وَمَنْ يَّغْلُلْ) এবং যে ব্যক্তি গনীমতের মাল থেকে অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করে। (يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ) সে যা গোপন করেছিল কিয়ামতের দিন আসবে সে রক্ত কাঁধের উপর উঠিয়ে নিয়ে আসবে (ثُمَّ تُوَفّٰى) তারপর পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। (كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ) প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সে যা কিছু করেছে গোপন ইত্যাদি কার্যাদি (وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ) এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না অর্থাৎ তাদের পূণ্যগুলো কম করা হবে না ও পাপগুলো বৃদ্ধি করা হবে না।

(اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করে গনীমতের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করে ও খিয়ানত বর্জন করে (كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ) সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র

হয়েছে অর্থাৎ যার উপর আযাব অবধারিত গনীমতের মাল গোপন করার কারণে (وَمَأْوٰهُ جَهَنَّمُ) এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম (وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ) এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন যেখানে তারা পৌঁছবে।

(١٦٣) هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝
(١٦٤) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝
(١٦٥) أَوَلَمَّآ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ أَنّٰى هٰذَا ۗ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১৬৩. আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তারা যা কিছু করেন তা আল্লাহ্‌ই দেখেন।

১৬৪. আল্লাহ্ মু'মিনগণের প্রতি অনুগ্রহ করলেন যে, তিনি তাদের মাঝে রাসূল পাঠালেন তাদেরই মধ্য হতে, তিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত পাঠ করেন, তাদেরকে (শিরক ইত্যাদি হতে) পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের বিষয় শিক্ষা দান করেন। আর তারা তো পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মাঝে ছিল।

১৬৫. তাহলে কি যখন তোমাদের উপর এক বিপদ আসে, যার দ্বিগুণ তোমরা তাদের ঘটিয়েছিলে, তখন তোমরা বল যে, এটা কোত্থেকে আসল? তুমি বলে দাও, এ বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তোমাদের নিজেদের পক্ষ হতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব জিনিসের উপর শক্তিমান।

(هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ) তারা আল্লাহ্‌র নিকট বিভিন্ন স্তরের লোক যারা খিয়ানত বর্জন করেছে তারা বেহেশ্‌ত আর যারা গোপনে করেছে তারা দোযখে (وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ) এবং তারা যা কিছু করে খিয়ানত ইত্যাদি আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। তারপর আল্লাহ্ তাদের উপর যে দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন তা উল্লেখ করে বলেন ঃ

(لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি (إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ) তাদের প্রতি প্রেরণ করলেন (رَسُوْلًا) একজন রাসূল যিনি প্রসিদ্ধ বংশদ্ভূত (مِّنْ أَنْفُسِهِمْ) তাদের নিজেদের মধ্য হতে অর্থাৎ তাদের মতই বংশীয় ও আরববাসী (يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ) যিনি তাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করেন যার মধ্যে আদেশ ও নিষেধের বিধান রয়েছে (وَيُزَكِّيْهِمْ) এবং তিনি তাদেরকে পবিত্র করেন তাওহীদের মাধ্যমে, শিরক থেকে এবং যাকাত গ্রহণের মাধ্যমে গুনাহ থেকে (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ) এবং তিনি তাদেরকে কুরআনের শিক্ষা দেন এবং হিকমত অর্থাৎ হালাল ও হারামের শিক্ষা দেন (وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ) এবং তারা নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন আসার পূর্বে (لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) স্পষ্ট বিভ্রান্তি অর্থাৎ প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত ছিল। তারপর উহুদের দিন তাদের মুসিবতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

(اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ) কি ব্যাপার যখন তোমাদের উপর মুসীবত আসল উহুদের দিন (قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا) অথচ তোমরা তার দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে বদরের দিন মক্কা বাসীদের উপর অর্থাৎ বদরের দিন তাদের বিপদ উহুদের দিনে তোমাদের বিপদের দ্বিগুণ ছিল। (قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا) তোমরা বলছিলে, এ বিপদ কোথা থেকে আসল অথচ আমরা সকলেই তার প্রতি আত্মসমর্পণকারী। (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ) হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি বলুন, এটা তোমাদের নিজেদের নিকট থেকে অর্থাৎ তোমাদের ঘাঁটি পরিত্যাগ করার গুনাহের কারণে করা। (اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(١٦٦) وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(١٦٧) وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ۗ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ۝

১৬৬. যে দিন দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়েছিল, সে দিন তোমাদের যা কিছু ঘটেছিল তা আল্লাহ্রই হুকুমে। আর এ জন্য যাতে আল্লাহ্ মু'মিনগণকে জানতে পারেন।

১৬৭. এবং তিনি তাদের জানতে পারেন যারা ছিল মুনাফিক। তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, এসো আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর কিংবা শত্রুকে প্রতিরোধ কর। তারা বলল, আমরা যদি যুদ্ধ জানতাম তা হলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরেরই বেশি নিকটবর্তী ছিল। তারা নিজ মুখে বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। তারা যা কিছু গোপন করে আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত।

(وَمَا اَصَابَكُمْ) এবং যা কিছু তোমাদের বিপদ ঘটেছিল নিহত ও আহত হওয়া (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ)। যে দিন দুই দল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও আবূ সুফিয়ানদের দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল (فَبِاِذْنِ اللّٰهِ) তাও আল্লাহ্র ইচ্ছাও বিধান অনুযায়ী হয়েছিল (وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ) এবং যাতে আল্লাহ্ প্রকাশ করে জানেন মু'মিনদেরকে জিহাদে।

(وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا) প্রকাশ করে জানেন মুনাফিকদের অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ও তার সঙ্গীদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন করা (وَقِيْلَ لَهُمْ) এবং তাদের বলা হয়েছিল অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন জুবাইর বলছিলেন, (تَعَالَوْا) এসো তোমরা উহুদের দিকে (قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا) ও তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর অথবা প্রতিহত কর শত্রুকে তোমাদের স্ত্রী সন্তান থেকে কিংবা মু'মিনদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়ে তাদের প্রতিরোধ কর, (قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا) তারা বলেছিল, যদি আমরা জানতাম যে, সেখানে যুদ্ধ হবে (لَّا اتَّبَعْنَاكُمْ) তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম উহুদ পর্যন্ত (هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ) তারা সেদিন ঈমান ও মু'মিনগণ অপেক্ষা কুফরীর নিকটতর ছিল। আরো বলা হয়, সেদিন কুফরী ও কাফিরদের নিকট তাদের ফিরে যাওয়া ঈমান ও মু'মিনদের কাছে ফিরে যাওয়া অপেক্ষা নিকটতর ছিল (يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ) এবং তারা মুখে এমন কথা বলে, (مَا لَيْسَ فِيْ

(قُلُوْبِهِمْ) যার সত্যতা তাদের অন্তরে নেই (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ) এবং আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবহিত যা তারা গোপন রাখে কুফরী ও নিফাক ইত্যাদি।

(١٦٨) اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ۗ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(١٦٩) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۚ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○

(١٧٠) فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

১৬৮. তারা তো সেই সব লোক যারা নিজেরা বসে থাকে এবং তাদের ভাইদেরকে বলে, তারা যদি আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হতো না। তুমি বল, তাহলে তোমরা নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে হটিয়ে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৬৯. যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত, তারা আপন প্রতিপালকের নিকট পানাহার রত।

১৭০. আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত আর তাদের পেছন থেকে এখনও যারা তাদের নিকট পৌঁছেনি, তাদের পক্ষ হতে আনন্দ প্রকাশ করে, এ জন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

(اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ) এরাই সে সব লোক যারা তাদের ভাই মদীনার মুনাফিকদেরকে বলেছিল (وَقَعَدُوْا) এবং যারা জিহাদ হতে বিরত হয়ে ঘরে বসেছিল। (لَوْ اَطَاعُوْنَا) যদি মুহাম্মদ ﷺ ও তার সাহাবীগণ আমাদের কথা মানতেন ও মদিনায় বসে থাকতেন (مَا قُتِلُوْا) তাহলে যুদ্ধে তারা নিহত হতেন না। (قُلْ) আপনি বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! মুনাফিকদেরকে (فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ) তবে তোমরা নিজেদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তোমাদের বক্তব্যে।

(وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) এবং কখনোই মনে করো না যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে বদর বা উহুদের যুদ্ধে (اَمْوَاتًا) যে তারা অন্যান্য মৃত ব্যক্তির মত (بَلْ اَحْيَاءٌ) বরং তারা জীবিতের মত (عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ) তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত।

(فَرِحِيْنَ) তারা তাতে আনন্দিত হবে (بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ) যা কিছু আল্লাহ্ তাদেরকে অনুগ্রহ করে দান করেছেন (وَيَسْتَبْشِرُوْنَ) এবং তারা একে অপরের নিকট আনন্দ প্রকাশ করবে (بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ) তাদের জন্য যারা এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি অর্থাৎ তাদের যেসব ভাইয়েরা এখনো পিছনে দুনিয়াতে রয়েছেন। তারা আনন্দ প্রকাশ করবে এ জন্যে যে, তারা তাদের সাথে মিলিত হবে। যেহেতু এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা সুসংবাদ দিয়েছেন (اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) তাদের কোন ভয় নেই যখন অন্যেরা ভয় করবে (وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ) এবং তারা কখনই দুঃখিত হবে না যখন অন্য লোকেরা দুঃখিত হবে।

(١٧١) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ
(١٧٢) اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۚ
(١٧٣) اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝

১৭১. তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ্র নি'আমত ও অনুগ্রহে এবং এ কারণে যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

১৭২. যারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ মেনেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল ও মুত্তাকী তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।

১৭৩. যাদেরকে লোকে বলে, মক্কাবাসীদের তোমাদের মুকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, কাজেই তোমরা তাদের ভয় কর, তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং কত উত্তম কর্মবিধায়ক তিনি!

(يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ) তারা আনন্দ প্রকাশ করবে আল্লাহ্র নিয়ামত অর্থাৎ প্রতিদানের জন্য (وَفَضْلٍ) এবং অনুগ্রহ ও সম্মান দানের জন্যে (وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিনষ্ট করেন না (اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদের শ্রমফল অর্থাৎ জিহাদের মধ্যে তারা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল তার শ্রমফল। তারপর তিনি তাদের বদরে সোগ্রায় রাসূল ﷺ-এর সাথে পূর্ণ সহায়তা দানের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

(اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ) যারা সাড়া দিয়ে ছিল আল্লাহ্র ডাকে আনুগত্য করে। (وَالرَّسُوْلِ) এবং রাসূলের ডাকে ওয়াদা পূরণার্থে বদরে সোগ্রায় গমন করে। (مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ) উহুদের দিন তাদের যখমী হওয়ার পর (لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ) তাদের মধ্য থেকে সৎ কাজ করে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ওয়াদা পূরণার্থে বদরে সোগ্রায় গমন করে (وَاتَّقَوْا) এবং অবলম্বন করে আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে (اَجْرٌ عَظِيْمٌ) তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে জান্নাতে। আর তাদের সম্বন্ধে এ আয়াতও অবতীর্ণ হয় ঃ

(اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ) তাদেরকে লোকে বলেছিল যেমন নুআইম ইব্ন মাসউদ আস্‌জায়ী (اِنَّ النَّاسَ) নিশ্চয়ই লোকজন অর্থাৎ আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা (قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ) তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একত্রিত হয়েছে লতাইমা মক্কার একটি বাজারে (فَاخْشَوْهُمْ) তাই তোমরা ভয় কর তাদের সাথে যুদ্ধ, করতে রওয়ানা হতে (فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا) এতে তাদের ঈমান আরো দৃঢ়তর হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস বেড়ে গিয়েছিল (وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ) এবং তারা বলেছিল, আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট তার উপরই আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি (وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ) এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক সাহায্যের বিষয়ে।

(١٧٤) فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ○

(١٧٥) اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(١٧٦) وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১৭৪. তারপর মুসলিমগণ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপাসহ ফিরে আসল। কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করল না। তারা আল্লাহ্ সন্তুষ্টির অনুসরণ করলো। আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অতি বড়।

১৭৫. এটা তো শয়তান, যে তার বন্ধুবর্গকে ভয় দেখায়। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।

১৭৬. যারা কুফরীর দিকে ধাবিত হয় তারা যেন তোমাকে চিন্তায় না ফেলে। তারা আল্লাহ্‌র কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ চান তাদেরকে আখিরাতের কোন হিস্যা না দিতে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(فَانْقَلَبُوْا) তারপর তারা প্রত্যাবর্তন করল (بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র নিআমত অর্থাৎ প্রতিফল (وَفَضْلٍ) এবং তার অনুগ্রহে তারা ঐ বাজার থেকে মাল বেচাকেনার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। আরো বলা হয়, তারা লাভ করে (لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ) তাদের কোন অনিষ্টই স্পর্শ করেনি আসা-যাওয়ার মধ্যে যুদ্ধের কষ্ট পরাজয়ের গ্লানি (وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ) এবং তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। বদরে রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা পূরণের উদ্দেশ্যে বদরে সোগ্‌রার দিক গমন করে (وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ)-এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল যে তাদের থেকে শত্রুদেরকে দমন করেছেন।

(اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ) নিশ্চয়ই, সে শয়তান যে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছিল অর্থাৎ নুআইম ইব্‌ন মাস্‌উদকে আল্লাহ্ তা'আলা শয়তান বলেছেন। কেননা সে শয়তানের ও তার কুমন্ত্রণা অনুসরণ করেছিল (يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهٗ) এবং সে তোমাদেরকে কাফির বন্ধুদের তার ভয় দেখাচ্ছিল (فَلَا تَخَافُوْهُمْ) তাই তোমরা মোটেই ভয় করো না যুদ্ধে যেতে (وَخَافُوْنِ) এবং আমাকে ভয় করে ঘরে বসে থাকার বিষয় (اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) যদি তোমরা বিশ্বাস করে থাক যে, তিনি সকলকেই পুর্নজীবিত করবেন। তারপর মুনাফিক তা ইয়াহূদীদের সাথে দ্রুত যে বন্ধুত্ব করে তা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন :

(وَلَا يَحْزُنْكَ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় (الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ) যারা ত্বরিত গতিতে কুফরী করে অর্থাৎ, মুনাফিকদের বন্ধুত্ব ইয়াহূদীদের সাথে যত ত্বরিত গতিতে হোক না কেন (اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا) নিশ্চয়ই, তারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না (يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ) আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন যে, ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের জন্যে যেন (حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ) কোন অংশ পরকালে বেহেশ্‌তে না থাকে (وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ) এবং তাদের জন্যে সর্বাধিক কঠিন শাস্তি রয়েছে।

(১৭৭) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

(১৭৮) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ○

(১৭৯) مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ ○ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○

১৭৭. যারা ঈমানের বদলে কুফর ক্রয় করেছে তারা আল্লাহ্‌র কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৮. কাফিররা যেন মনে না করে যে, আমি তাদের যে অবকাশ দিয়ে থাকি সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে এ জন্যই অবকাশ দেই যাতে তারা গুনাহের আরও বেশি অগ্রগামী হয়। তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

১৭৯. আল্লাহ্ মুসলিমগণকে সে অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার নয়, যে অবস্থায় তোমরা আছ, যাবৎ না অপবিত্রকে পবিত্র হতে পৃথক করে দেন এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে গযব সম্পর্কে অবহিত করার নন, তবে আল্লাহ্ আপন রাসূলগণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নেন। কাজেই, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আর তোমারা যদি বিশ্বাস ও তাকওয়ার উপর থাক তা হলে তোমাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।

(اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ) নিশ্চয়ই, যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী গ্রহণ করে এরাই মুনাফিক (لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا) তারা কোনই ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ্‌র, কুফরী গ্রহণ করে (وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক ও মর্মন্তুদ শাস্তি। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে কুফরীর অবকাশ দেওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ

(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) কাফিররা অর্থাৎ ইয়াহূদীরা কিছুতেই যেন মনে না করে (اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ) আমি যে অবকাশ দেই এবং মাল ও সন্তানাদি দান করি (خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ) তা তাদের মঙ্গলের জন্য (اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ) আমি অবকাশ দেই এবং মাল ও সন্তানাদি দিয়ে থাকি। (لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا) যাতে তাদের গুনাহ দুনিয়াতে বৃদ্ধি পায় এবং পরকালেও শাস্তি পায় (وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ) এবং তাদের জন্যে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে, যা তারা দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা ভোগ করবে। আরো বলা হয়, তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে। অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয় যে,(وَلَا يَحْزُنْكَ)থেকে পরবর্তী আয়াতাংশ মক্কার যেসব মুশরিকরা উহুদের যুদ্ধে শরীক হয়েছিল তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে মুশরিকরা বলেছিল, তুমি বল, আমাদের মধ্যে কেউ ঈমান আনবে আর কেউ কুফরী করবে। তবে তুমি বল, আর কে ঈমান আনবে না? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

(مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ) আল্লাহ্ মু'মিনগণ ও কাফিরদেরকে দীনের ব্যাপারে এ অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না, যে অবস্থায় আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকদীর অনুযায়ী যদি তাকদীরে থাকে, মু'মিন কাফির না হয় আর কাফির মু'মিন না হয় (حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ) যে পর্যন্ত না

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

অসৎকে সৎ থেকে, কাফিরকে মু'মিন থেকে এবং মুনাফিককে নিষ্ঠাবান মু'মিন থেকে পৃথক না করেন (وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ) হে মক্কাবাসীরা আল্লাহ্ তোমাদেরকে জানাবেন অদৃশ্য সম্বন্ধে অর্থাৎ কে ঈমান আনবে আর কে ঈমান আনবে না বা জানবে না (وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِى) তবে আল্লাহ্ মনোনীত করেন (مِنْ رُسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ) তাঁর রাসূলদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা, অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্যের কিছু অংশ জানিয়ে দেন (فَآمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর সকল রাসূল ও কিতাবসমূহের উপর ঈমান আন (وَاِنْ تُؤْمِنُوْا) আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর সকল কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন (وَتَتَّقُوْا) এবং তোমরা শিরক ও কুফরী থেকে সাবধান থাক (فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ) তাহলে তোমাদের জন্যে জান্নাতে মহা পুরস্কার রয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের প্রদত্ত নিয়ামতের ক্ষেত্রে তাদের কৃপণতার কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

(١٨٠) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۠

(١٨١) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

১৮০. আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তাতে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন মনে না করে যে, এ কার্পণ্য তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য নেহায়েত মন্দ। যে সম্পদের মাঝে তারা কার্পণ্য করে কিয়ামতের দিন তা দ্বারা তাদের গলদেশে বেড়ি পরানো হবে। আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর অধিকারী। আর তোমরা যা কর তা আল্লাহ্ জানেন।

১৮১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে, আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা বিত্তবান। কাজেই, আমি লিপিবদ্ধ করে রাখব তাদের কথা এবং তারা যে অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করেছে তাও। আর বলব, তোমরা প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর।

(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ) তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যে ধন সম্পদ দান করেছেন তাতে কৃপণতা করা (هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ) তা তাদের জন্যে মঙ্গলজনক (بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ) বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক হবে। (سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) অতি সত্বর নিয়ামতের দিন কাপর্ণ্য কত মাল অর্থাৎ সোনা রূপা ইত্যাদি তাদের গলার আগুনের বেড়ী করে দেওয়া হবে (وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) এবং আল্লাহ্রই জন্যে স্বত্ত্বাধীকার আসমান ও যমীনের অর্থাৎ আসমানের বৃষ্টি এবং যমীনের উদ্ভিদ ও সম্পদসমূহ। আরো বলা হয়, আসমান ও যমীনের সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে আর কর্তৃত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহ্র যিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী। (وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ) এবং তোমরা যা কিছু কর কৃপণতা বা দানশীলতা আল্লাহ্ বিশেষভাবে তা অবহিত। তারপর আল্লাহ্ ফিনহাস ইব্ন আযুরা ও তার সঙ্গীদের কথা উল্লেখ করেন যখন

তারা বলেছিল, হে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্ তো অভাবগ্রস্ত তিনি আমাদের কাছে ঋণ চায় তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

(لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ শুনেছেন তাদের কথা যারা বলে যেমন ফিনহাস ইব্ন আযুরা ও তার সঙ্গীরা (اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত আমাদের নিকট ঋণ চান (وَنَحْنُ اَغْنِيَاءُ) এবং আমরা অভাবমুক্ত, আপনাদের তার নিকট থেকে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন নেই (سَنَكْتُبُ مَاقَالُوْا) আমি তাদের কথা লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করব আখিরাতের জন্য (وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ) এবং তাদের নবীদেরকে বিনা অপরাধে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয়ও লিপিবদ্ধ করে রাখব (وَنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ) এবং আমি বলব, তোমরা জাহান্নামের আগুনের ভীষণ দহন যন্ত্রণা ভোগ কর।

(۱۸۲) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

(۱۸۳) اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৮২. তোমরা নিজ হাতে যা আগে পাঠিয়েছ এটা তাঁরই প্রতিদান। আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

১৮৩. যারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের বলে রেখেছেন, যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যাবৎ না সে আমাদের নিকট এমন কোন কুরবানী উপস্থিত করে, যাকে অগ্নি গ্রাস করবে। বলে দাও, আমার পূর্বে তোমাদের নিকট অনেক রাসূল বহু নির্দশন নিয়ে এবং তোমরা যা বল তাও নিয়ে এসেছিল। তথাপি তোমরা তাদের কেন হত্যা করলে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক?

(ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ) এই শাস্তি তোমাদের কৃতকর্মের ফল যা তোমরা ইয়াহূদী হয়ে করেছিলে (وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জালিম নন যে, তিনি বিনা অপরাধে তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

(اَلَّذِيْنَ قَالُوْا) তারা যেসব ইয়াহূদী লোক যারা বলে, (اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন কিতাবের মধ্যে (اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ) যে আমরা কোন রাসূলের প্রতি ঈমান আনব না অর্থাৎ কারোর রিসালাতের প্রতি স্বীকৃতি দিব না (حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ) যে পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে যা আগুন গ্রাস করবে যেমন পূর্ববর্তী নবীদের সময় এ বিধান ছিল, (قُلْ) আপনি বলুন যে, মুহাম্মদ ﷺ (قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنَاتِ) নিশ্চয়ই, আমার পূর্বে অনেক রাসূল তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ যথা, আদেশ, নিষেধ ও মু'জিযা (وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ) এবং তোমরা যা বলছ কুরবানীর বিষয় তাসহ এসেছিলেন যেমনঃ যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ) (فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ) তাহলে কেন তাদেরকে অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়া ও যাকারিয়া (আ)-কে তোমরা হত্যা করেছিলে অথচ

তাদের সময়ও এরকম কুরবানীর বিধান ছিল। (اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ) যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তোমাদের বক্তব্যে। তখন তারা উত্তর দিত যে, আমাদের বাপ-দাদারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেনি, আল্লাহ্ বলেন ঃ

(١٨٤) فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ٥

(١٨٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ٥

(١٨٦) لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۚ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ٥

১৮৪. তারপর তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তবে তোমরা পর্বেও বহু রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছিল, যারা নিয়ে এসেছিল বহু নিদর্শন, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাব।

১৮৫. প্রত্যেক আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং কিয়ামতের দিন তোমরা পুরোপুরি প্রতিদান লাভ করবে। তারপর যে কাউকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে, সে সফলকাম। দুনিয়ার জীবন তো ছলনার বস্তু ব্যতীত আর কিছু নয়।

১৮৬. নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে এবং অবশ্যই তোমরা পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের ও মুশরিকদের থেকে দেদার কটুক্তি শুনবে। আর তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয়ই এটা সৎ, সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।

(فَاِنْ كَذَّبُوْكَ) যদি তারা তোমার উপর মিথ্যা আরোপ করে হে মুহাম্মদ ﷺ! যা তুমি তাদেরকে বলেছ, তাহলে তুমি সেজন্যে দুঃখিত হয়ো না। (فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْ بِالْبَيِّنَاتِ) কেননা তোমার পূর্বের রাসূলগণকে তাদের কাওম কর্তৃক অস্বীকার করা হয়েছিল, যারা স্পষ্ট নিদর্শন অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ ও মু'জিযা (وَالزُّبُرِ) এবং পূর্বের অবতীর্ণ গ্রন্থের সংবাদ (وَالْكِتَابِ الْمُنِيْرِ) এবং দীপ্তিমান কিতাব যাতে হালাল ও হারামের স্পষ্ট বর্ণনা ছিল, নিয়ে এসেছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তাদের মৃত্যুর ও মৃত্যুর পরের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

(كُلُّ نَفْسٍ) প্রত্যেক জীব যাতে রূহ আছে (ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে (وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ) এবং নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের ফল পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হবে (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) কিয়ামতের দিন (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ)সেই ব্যক্তিকে জাহান্নাম হতে দূরে রাখা হবে তার তাওহীদ ও সৎ কাজের কারণে। (اُدْخِلَ الْجَنَّةَ) এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে (فَقَدْ فَازَ) সেই হবে সফলকাম জান্নাত ও তার নিয়ামত পেয়ে এবং জাহান্নাম ও তার শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে ও তার নিয়ামতসমূহ (وَمَا الْحَيٰوةُ

(الدُّنْيَا الاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْر) এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া কিছুই নয় অর্থাৎ স্থায়ীত্বের দিক থেকে তা মাটির কাঁচের বাসনপত্র ইত্যাদির মত। তারপর কাফিররা নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে যে কষ্ট দিয়েছিল তার উল্লেখ করে বলেন ঃ

(لَتُبْلَوُنَّ) নিশ্চয়ই, তোমাদের পরীক্ষা করা হবে (فِى اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ) তোমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংসের মাধ্যমে এবং তোমাদের জীবনে যেসব রোগ-ব্যাধি দুঃখ-বেদনা হত্যা, মারপিঠ ও সর্বপ্রকার বিপদাপদের মাধ্যমে (وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) এবং তোমরা নিশ্চয়ই, তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে যেমন ইয়াহূদী ও নাসারা তাদের নিকট থেকে ভর্ৎসনা গালী, মিথ্যা অপবাদ ও আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ শুনবে (وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا) এবং আরবের মুশরিকদের কাছ থেকেও (اَذًى كَثِيْرًا) অনেক কষ্টদায়ক কথা পাবে যেমন গালী প্রহার, ভর্ৎসনা হত্যাকাণ্ড মিথ্যা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ (وَاِنْ تَصْبِرُوْا) আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তাদের প্রদত্ত কষ্টের উপর (وَتَتَّقُوْا) এবং তোমরা সংযত থাক আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে তাদের কষ্টের ব্যাপারে (فَاِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الاُمُوْرِ) তাহলে এই ধৈর্য সহিষ্ণুতাই কর্মের দৃঢ় সংকল্পের কাজ অর্থাৎ মু'মিনদের শ্রেষ্ঠ কর্ম। তারপর আল্লাহ্ যে, প্রতিশ্রুতি আহলে কিতাবদের থেকে তাদের কিতাবে বর্ণনা করেন, তার সেই অঙ্গীকারের কথা নিয়ে ছিলেন যে মুহাম্মদ ﷺ এর পরিচিতি ও গুণাবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে তার উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

(١٨٧) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ○

১৮৭. আর আল্লাহ্ যখন কিতাবীদের থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা মানুষের নিকট তা বর্ণনা করবে এবং লুকিয়ে রাখবে না। তারপর তারা সে অঙ্গীকার নিজেদের পশ্চাৎ দিকে নিক্ষেপ করল এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্যে ক্রয় করলো। তারা যা ক্রয় করে তা কতই না নিকৃষ্ট!

(وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ) স্মরণ করুন যখন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত কিতাবীদের, থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন অর্থাৎ যাদেরকে তাওরাত ও ইঞ্জিল দেওয়া হয়েছিল (لَتُبَيِّنُنَّه) নিশ্চয়ই তোমরা বর্ণনা করবে তার পরিচিতি ও গুণাবলী (لِلنَّاسِ وَلاَتَكْتُمُوْنَهٗ) দুনিয়ার মানুষের কাছে এবং গোপন করবে না অর্থাৎ কিতাবে বর্ণিত মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলী পরিচিতি (فَنَبَذُوْهُ) তখন তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে ও তাদের প্রতিশ্রুতিকে ফেলে দিল (وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ) তাদের পিঠের পিছনে অর্থাৎ অগ্রাহ্য করল কোন আমল করল না (وَاشْتَرَوْا بِهٖ) এবং তারা তার বিনিময়ে অর্থাৎ কিতাবে নবী ﷺ -এর পরিচিতি ও গুণাবলী গোপন রেখে গ্রহণ করল (ثَمَنًا قَلِيْلاً) তুচ্ছ মূল্য যেমন খাদ্যদ্রব্য (فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ) সুতরাং কতই নিকৃষ্ট যা তারা নিজেদের জন্যে গ্রহণ করল ইয়াহূদী হয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচিতি ও গুণাবলী গোপন করে। তারপর আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের চরিত্রের কথা উল্লেখ করেন। তারা প্রশংসা ও গুণগানের দাবী করতো অথবা তাদের মধ্যে সে সব কোন কিছুই ছিল না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

(১৮৮) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(১৮৯) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(১৯০) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

১৮৮. তুমি মনে করো না যে, যারা নিজেদের কৃত কর্মের উপর আহলাদিত হয় এবং যা করে না তার প্রশংসা কামনা করে, তুমি মনে করো না তারা শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৮৯. আকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৯০. নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন এবং দিন ও রাতের আবর্তনের মাঝে বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য।

(لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا) আপনি কখনো মনে করবেন না হে মুহাম্মদ ﷺ যারা আনন্দ প্রকাশ করেছে তাদের কৃতকর্মের উপর তাদের অর্থাৎ তারা কিতাবে বর্ণিত ﷺ-এর পরিবর্তিত ও গুণাবলী পরিবর্তন তথা গোপন করে রাখার উপর (وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا) এবং যারা প্রশংসিত হতে ভালবাসে এমন কাজের উপর যা নিজেরা করেনি যেমন তারা বলত, তারা দীনে ইবরাহীমের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা অভাবগ্রস্তদের প্রতি দয়াপরবশ এজন্যে তাদের মধ্যে কল্যাণ বিদ্যমান। এসব কথা তাদের সম্পর্কে বলার জন্য তারা ভালবাসত। অথচ তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। (فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ) আপনি কখনো মনে করবেন না হে মুহাম্মদ ﷺ (بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ) যে তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে (وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) আর তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

(وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) এবং একমাত্র আল্লাহ্‌রই সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা আসমান ও যমীনের অর্থাৎ আমি থেকে বর্ষণ ও যমীন থেকে উদ্ভিদ জন্মানো সব কিছুর ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই (وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) এবং আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান সব কিছুর উপর আসমান ও যমীনের অধিবাসী ও সম্পদসমূহ ইত্যাদি সব কিছুর উপর। তারপর আল্লাহ্ নিজ ক্ষমতার কথা বর্ণনা করেন, মক্কার কাফিররা যে বলত, "হে মুহাম্মদ ﷺ -তুমি তোমার কথার প্রমাণের জন্যে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আস, এ প্রসঙ্গে তাদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ নিজ ক্ষমতার নিদর্শন বর্ণনা করে বলেন ঃ

(اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ) নিশ্চয়ই, আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে এবং তার মধ্যে যা সৃষ্টি করা হয়েছে ফিরিশ্তা, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও মেঘমালা তাতে (وَالْاَرْضِ) এবং পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং তার মধ্যে যা সৃষ্টি করা হয়েছে, পাহাড়, সমুদ্র, বৃক্ষরাজী, এবং জীবজন্তু সৃষ্টিতে (وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ) এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে তার একত্ববাদের (لِّاُولِى الْاَلْبَابِ) বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গের জন্যে। তারপর আল্লাহ্ তাদের পরিচয় দিয়ে বলেন ঃ

(١٩١) الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

(١٩٢) رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

(١٩٣) رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ○

১৯১. যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে। (বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব বৃথা সৃষ্টি করনি। তুমি সকল দোষ হতে পবিত্র। কাজেই, আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।

১৯২. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছো, তাকে লাঞ্ছিত করে দিয়েছে আর পাপিষ্ঠদের তো কোন সাহায্যকারী নেই।

১৯৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা শুনেছি এক আহবানকারী ঈমান আনার জন্য আহ্বান করছে যে, নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। কাজেই, আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ মার্জনা কর এবং আমাদের দোষগুলি আমাদের থেকে দূর করে দাও আর সৎকর্মশীলগণের সাথে আমাদের মৃত্যু দিও।

(اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ) যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে সালাতের মাধ্যমে (قِيَامًا) দাঁড়িয়ে যদি সক্ষম হয় (وَقُعُوْدًا) এবং বসে যদি দাঁড়াতে অক্ষম হয় (وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ) এবং শুয়ে যদি দাঁড়ানো এবং বসার ক্ষমতা না রাখে (وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) এবং তারা চিন্তা করে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে অর্থাৎ তার আশ্চর্য বস্তুসমূহ সম্বন্ধে (رَبَّنَا) তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক (مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً) আপনি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি (سُبْحَانَكَ) হে খোদা! আপনি পবিত্র (فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) আপনি আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

(رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! (اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ) নিশ্চয়ই, আপনি যাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন তাকে আপনি নিশ্চয়ই হেয় করবেন (وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ) এবং জালিম মুশরিকদের কোন সাহায্যকারী নেই যে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

(رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! (اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا) নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ (يُنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ) যিনি ঈমান ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করে বলেছেন, (اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। তখন আমরা ঈমান এনেছি আপনার প্রতি এবং কিতাব ও আপনার রাসূলের প্রতি। হে আমাদের প্রতিপালক! (رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا) আপনি আমাদের কবীরা গুনাহগুলো ক্ষমা করুন (وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا) এবং আমাদের মন্দ কাজগুলো যা কবীরা নয় মাফ করুন (وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ) এবং আমাদের মৃত্যু দিন ঈমানের উপর এবং আমাদের আত্মাগুলোকে নবী ও সৎকর্ম পরায়ণদের রূহের সাথে একত্রে রাখুন।

(١٩٤) رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

(١٩٥) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

১৯৪. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছো তা আমাদের দান কর এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদার খেলাফ করো না।

১৯৫. তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আ কবূল করলেন যে, আমি তোমাদের মধ্য হতে নর বা নারী কারও শ্রম বিনষ্ট করি না। তোমরা পরস্পরে এক। তারপর যারা হিজরত করেছে, নিজ ঘর-বাড়ি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে উৎপীড়িত হয়েছে এবং লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে, নিশ্চয়ই আমি তাদের থেকে তাদের দোষগুলি অপসারিত করব এবং তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এটাই আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রতিদান। আর আল্লাহ্র নিকট আছে উত্তম প্রতিদান।

(رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! (وَاٰتِنَا) আপনি আমাদেরকে দান করুন (مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ) যা আপনি আপনার রাসূলগণের সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আপনার রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর মাধ্যমে (وَلَاتُخْزِنَا) এবং আপনি আমাদেরকে হেয় করবেন না শাস্তি দিয়ে (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) কিয়ামতের দিন, যেদিন আপনি কাফিরদেরকে শাস্তি দিবেন (اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادِ) নিশ্চয়ই, আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং মু'মিনদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার ব্যতিক্রম করেন না।

(فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ) তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আয় সাড়া দিয়ে বলেন (اَنِّيْ لَا اُضِيْعُ) নিশ্চয়ই, আমি বাতিল করব না (عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ) তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ মানুষের কর্মফলকে বিফল করি না (مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ) সে নর হোক বা নারী হোক, তোমাদের একে অপরের অংশ যখন তারা একে অপরের দীনের অনুসারী হয় এবং একে অপরের বন্ধু হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুহাজিরীনদের মর্যাদার কথা বর্ণনা করে বলেন (فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا) সুতরাং যারা হিজরত বা দেশ ত্যাগ করেছে হযরত নবী করীম ﷺ-এর সাথে বা নবীর পরেও মক্কা হতে মদীনায় (وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ) এবং নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে অর্থাৎ মক্কার কাফিররা যাদেরকে তাদের গৃহ হতে বিতাড়িত করেছে (وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ) এবং যারা আমার আনুগত্যের পথে নির্যাতিত হয়েছে (وَقَاتَلُوْا) এবং যারা আল্লাহ্র রাস্তায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে (وَقُتِلُوْا) এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ হয়েছে (لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ) নিশ্চয়ই, আমি তাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করব জিহাদের মধ্যে (وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ) এবং অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব (تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ) যার বৃক্ষরাজী ও অট্টালিকার পাদদেশে শরাব, পানি, দুধ ও মধুর নদীগুলো প্রবাহিত (ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ) এটা তাদের

পুরস্কার আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ) এবং আল্লাহ্রই নিকট তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম আবাসস্থল যা তাদের পুরস্কারের চাইতেও উত্তম। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী হওয়ার বর্ণনা এবং তা থেকে নিরুৎসাহিত করে এবং পরকালের স্থায়িত্বের কথা ও তা অন্বেষণের জন্যে উৎসাহিত করে বলেন ঃ

(١٩٦) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ۝

(١٩٧) مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ۝

(١٩٨) لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝

(١٩٩) وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

১৯৬. নগরে কাফিরদের চলাফেরা যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয়।

১৯৭. এটা তুচ্ছ ভোগমাত্র। তারপর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তা নিতান্তই মন্দ ঠিকানা!

১৯৮. কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে আতিথ্য। আর আল্লাহ্র নিকট যা আছে, তা সৌভাগ্যবানগণের জন্য শ্রেয়।

১৯৯. কিতাবীদের মধ্যে কতক লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র উপর এবং যা নাযিল হয়েছে তোমাদের প্রতি ও যা নাযিল হয়েছে তাদের প্রতি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ্র সম্মুখে বিনয় প্রদর্শন করে, আল্লাহ্র আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য খরীদ করে না। এদেরই জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।

(لَا يَغُرَّنَّكَ) তোমাকে যেন হে মুহাম্মদ ﷺ এখানে হযরত রাসূলে করীম ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য হল তাঁর উম্মতগণ তোমাকে যেন বিভ্রান্ত না করে। (تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ) কাফির ও মুশরিকদের অবাধ-বিচরণ ও বাণিজ্য উপলক্ষে শহরে শহরে আসা-যাওয়া করা।

(مَتَاعٌ قَلِيْلٌ) এ হল দুনিয়াতে সামান্য ভোগ মাত্র। (ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ) তারপর তাদের আবাসস্থল হল জাহান্নামে (وَبِئْسَ الْمِهَادُ) এবং এটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল ও বিছানা।

(لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ) কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কুফরী থেকে তাওবা করে একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় (لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا) তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতগুলো যার বৃক্ষরাজি ও অট্টালিকার পাদদেশে প্রবাহিত (الْاَنْهٰرُ) নদীগুলো শরাব বিশুদ্ধ পানি, মধু ও দুধের (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে, কখনও মারা যাবে না এবং বহিস্কৃত হবে না (نُزُلًا مِّنْ)

(عِنْدِ اللّٰهِ) এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আতিথ্যস্বরূপ হবে (وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ) আর যে প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকট আছে (خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ) এটা সৎকর্মপরায়ণ তাওহীদবাদীদের জন্যে শ্রেয় যা কিছু কাফিরদের দুনিয়াতে দেওয়া হয়েছিল তা অপেক্ষা। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবীদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিলেন যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) ও তার সঙ্গীরা, তাদের প্রশংসা করে বলেন ঃ

(وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ) এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত কুরআনের প্রতিও ঈমান এনেছে (وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ) এবং ঈমান এনেছে তাওরাতের প্রতি যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে (خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ) তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অতি বিনয়াবনত এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতে অতি নম্র (لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ) এবং তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোকে এবং তাওরাতে বর্ণিত হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিচয় ও গুণাবলী গোপন করে। (ثَمَنًا قَلِيْلًا) অতি সামান্য মূল্যে বা সামান্য খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না। (اُولٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ) এরাই তারা যাদের জন্যে পুরস্কারাদি অবধারিত আছে (عِنْدَ رَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের কাছে জান্নাতে (اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর। যখন তিনি হিসাব গ্রহণ করবেন তখন তার হিসাব অতি দ্রুত হবে। তারপর আল্লাহ তাদেরকে জিহাদে ধৈর্যধারণ ও কষ্ট সহ্য করতে উৎসাহিত করে বলেন ঃ

(٢٠٠) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

২০০. হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, শত্রুর মুকাবিলায় সুদৃঢ় থাক ও লেগে থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا) হে মু'মিনগণ! যারা ঈমান এনেছ মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (اصْبِرُوْا) তোমরা ধৈর্যধারণ কর তোমাদের নবীর সাথে জিহাদে (وَصَابِرُوْا) এবং জিহাদে অতি ধৈর্য ধারণ কর এবং শত্রুদের সাথে প্রতিযোগিতা কর জয়ী হতে (وَرَابِطُوْا) এর তোমরা সব সময় নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখ নবীর সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে, যতক্ষণ তারা মুকাবিলায় অবস্থান করে। আরো বলা হয়, ফরয নামায আদায়ে এবং গুনাহ্ হতে দূরে থাকতে ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর ও জয়ী হতে সচেষ্ট হও এবং কু-প্রবৃত্তির ও বিদআতের অনুসারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখ। (وَاتَّقُوا اللّٰهَ) এবং সব সময় আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তিনি যা আদেশ করেন তার অনুসরণ কর আর তাঁর আদেশকে কখনই লংঘন করো না। (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিরাগ ও শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাও।

সূরা নিসা

সূরা নিসা মাদানী, এতে একশত ছিয়াত্তর আয়াত এবং
তিন হাজার চল্লিশটি শব্দ এবং ষোল হাজার ত্রিশটি অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

উল্লেখিত সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ বলেন ঃ

(١) يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

১. হে মানুষ! তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং তারই থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনী আর তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অন্যের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হও এবং সতর্ক থাক আত্মীয়বর্গ সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টিবান।

(يَاَيُّهَا النَّاسُ) হে মানব! এখানে পৃথিবীর সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে এবং কোন কোন সময় এর দ্বারা নির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠীকেও বুঝানো হয়ে থাকে। (اتَّقُوْا رَبَّكُمْ) তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর অর্থাৎ তাঁর অনুগত থাক (الَّذِىْ خَلَقَكُمْ) যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। বংশপরম্পরার মাধ্যমে (مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ) একই ব্যক্তি আদম থেকে এবং হাওয়ার অস্তিত্ব আদমের মধ্য নিহিত ছিল (وَّخَلَقَ مِنْهَا) এবং আদম থেকে (زَوْجَهَا) তার সঙ্গীণী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন (وَبَثَّ مِنْهُمَا) এবং এই দু-এর অর্থাৎ আদম ও হাওয়া থেকে জন্মধারার মাধ্যমে (رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً) বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন (وَاتَّقُوا اللّٰهَ) এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তাঁর অনুসরণ করে (الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ) যার নামে তোমরা পরস্পরের নিকট থেকে হক আদায় ও উদ্দেশ্য পূরণের যাঞ্ছা কর (وَالْاَرْحَامَ) এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকেও ভয় কর, যদি মীমের উপর নসব পড়া হয় তবে, অর্থাৎ আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা কর ও তা ছিন্ন করো না, তা হবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আয়াতাংশের সাথে সংযুক্ত। (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, তিনি তোমাদেরকে যা আদেশ করেছিলেন, তার অনুসরণ ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেছ কিনা সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস, প্রথম খন্ড

(২) وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۠ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ○

(৩) وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ○

২. এবং ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও। মন্দকে ভালোর দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে গ্রাস করো না। এটা গুরুতর অন্যায়।

৩. তোমরা যদি আংশকা কর ইয়াতীম মেয়েদের ক্ষেত্রে ইনসাফ রক্ষা করতে পারবে না, তা হলে অপরাপর নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় তাদেরকে দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার করে বিবাহ কর। তারপর যদি আশংকা কর তাদের মাঝে ন্যায় রক্ষা করতে পারবে না, তবে একটাই বিবাহ কর অথবা ক্রীতদাসীতেই ক্ষান্ত থাক, যা তোমাদেরই সম্পত্তি। এতে আশা করা যায় তোমরা কোন একদিকে ঝুঁকে পড়বে না।

(وَاٰتُوا الْيَتَامٰى) এবং তোমরা পিতৃহীনদেরকে সমর্পণ কর (اَمْوَالَهُمْ) তাদের ধন-সম্পদ যা তোমাদের কাছে আছে, তাদের যৌবন প্রাপ্তি বুদ্ধিমত্তা অর্জনের পর (وَلَاتَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ) এবং মন্দকে ভালোর সাথে বদল করো না, অর্থাৎ তোমাদের হালাল মাল পরিত্যাগ করে তাদের মাল খেও না, যা তোমাদের জন্যে হারাম (وَلَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ) এবং তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে খেয়ো না (اِنَّهٗ كَانَ) নিশ্চয়ই পিতৃহীনের সম্পদ অন্যায়ভাবে খাওয়া (حُوْبًا كَبِيْرًا) আল্লাহ্‌র নিকট শাস্তিযোগ্য মহাপাপ। এই আয়াতটি গতফান বংশের এক ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে যার কাছে তার পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের অনেক ধন-সম্পদ ছিল। যখন আয়াত অবতীর্ণ হল, তারা বলল, আমরা পিতৃহীনদেরকে পৃথক করে দিব যাতে পাপ না হয়, তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন ঃ

(وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى) যদি তোমরা ভয় কর ইয়াতীমদের মাল ন্যায়ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না। তাহলে একইভাবে ভয় কর যে, স্ত্রীদের মধ্যে খোরপোষ ও হক বন্টনেও সুষ্ঠভাবে ইনসাফ করতে পারবে না। তারা ইচ্ছামত নয় দশজন করে বিয়ে করত, যেমন কায়স বিন্ হাজবের কাছে আটজন স্ত্রী ছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্যে চারের অধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করে দিলেন। (فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ) তবে তোমরা বিবাহ কর যাকে তোমদের ভাল লাগে যা তিনি তোমাদের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন (مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبٰعَ) স্ত্রী হিসাবে একজন, দুইজন, তিনজন অথবা চারজনকে তার অধিক নয়। (فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا) যদি তোমরা ভয় কর যে, এটা চারজনের মধ্যেও তোমরা সুবিচার করতে পারবে না খোরপোষ ও হক বণ্টন সম্বন্ধে তবে (فَوَاحِدَةً) মাত্র একজন স্বাধীনাকে বিয়ে করবে (اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ) অথবা তোমার অধিকারভুক্ত দাসীকে যাদের জন্যে তোমাদের উপর কোন হক বন্টন ও ইদ্দত নেই (ذٰلِكَ) এ শুধু একজনকে বিয়ে করা (اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا) অধিকতর সম্ভাবনাময় ব্যবস্থা যে, খোরপোষ ও বণ্টনে তোমরা পক্ষপাতিত্ব করবে না।

(٤) وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ۝

(٥) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِیٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِیْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

(٦) وَابْتَلُوا الْیَتٰمٰی حَتّٰۤی اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْۤا اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ یَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِیْرًا فَلْیَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَیْهِمْ ؕ وَكَفٰی بِاللّٰهِ حَسِیْبًا ۝

৪. আর স্ত্রীদেরকে হৃষ্টচিত্তে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও। তারপর তারা যদি খুশীমনে তা হতে কিছু তোমাদেরকে ছেড়ে দেয় তবে তা তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।

৫. তোমরা নির্বোধদের হাত অর্পণ করো না নিজেদের সেই সম্পদ, যাকে আল্লাহ্ তোমাদের উপজীবিকা বানিয়েছেন। তা হতে তাদেরকে পানাহার করাতে থাক এবং তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত কথা বল।

৬. তোমরা ইয়াতীমদের শুধরাতে থাক, যাবৎ না বিবাহের বয়সে উপনীত হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে যদি বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য কর, তবে তাদের সম্পদ তাদের কাছে ন্যস্ত কর। তারা বড় হয়ে যাবে এ আশংকায় তাদের সম্পদ প্রয়োজনের বেশি ও প্রয়োজন দেখা দেওয়ার আগে ভোগ করো না। যার প্রয়োজন নেই সে যেন ইয়াতীমের সম্পদ পরিহার করে চলে। এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন বিধি অনুযায়ী ভোগ করে। যখন তোমরা তাদের সম্পদ তাদের নিকট অর্পণ কর, তখন তার উপর সাক্ষী রাখ। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

(وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ) এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর আদায় করবে (نِحْلَةً) স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যা মেয়েদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে দান এবং তোমাদের উপর ফরয (فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ) যদি তারা মোহরের কিছু অংশ দান করে দেয় (نَفْسًا) সন্তুষ্টচিত্তে (فَكُلُوْهُ هَنِیْئًا مَّرِیْئًا) তবে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ও আনন্দচিত্তে খাবে, এতে কোন অপরাধ নেই। পূর্বে তারা মোহর ছাড়াই বিয়ে করত।

(وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ) এবং তোমরা নারী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নির্বোধ ও সঠিক ব্যয় নির্বাহে অজ্ঞ তাদের হাতে প্রদান করো না। (اَمْوَالَكُمُ الَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِیٰمًا) তোমাদের ধন-সম্পদ যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য উপজীবিকা রেখেছেন (وَارْزُقُوْهُمْ فِیْهَا) এবং তোমরা তা থেকে তাদের আহার করাবে (وَاكْسُوْهُمْ) এবং পরিধেয়েরও ব্যবস্থা করে দিবে এবং তোমরাই তাদের অভিভাবক হবে। কারণ তোমরাই খোরপোষ ও সঠিক স্থানে দান খয়রাত সম্বন্ধে তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী (وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا) এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে। যদি তোমাদের কিছু না থাকে তাহলে বলবে যে, আমি সত্বর তোমাদেরকে পোষাক-পরিচ্ছদের বা টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

(وَابْتَلُوا الْیَتٰمٰی) এবং তোমরা ইয়াতীমদের জ্ঞান পরীক্ষা করে নাও (حَتّٰی اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) যে পর্যন্ত তারা বিয়ের যোগ্য হবে (فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا) যখন তোমরা তাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

পাবে অর্থাৎ দীনের বিষয় ও মাল রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত বলে মনে করবে (فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ) তখন তোমরা তোমাদের কাছে যে ধন-সম্পত্তি রয়েছে তা ফেরত দাও (وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا) এবং তোমরা তা খেয়ে ফেল না অন্যায়ভাবে গুনাহ্‌র কাজে হারামরূপে এবং তাড়াতাড়ি করে খেয়ো না এ জন্যে ইয়াতীমরা পরপর বড় হয়ে যাবে। কেননা তারা বড় হলে তোমাদেরকে নিষেধ করবে (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا) তারপর যে অভাবমুক্ত ইয়াতীমদের মাল থেকে সে যেন (فَلْيَسْتَعْفِفْ) নিবৃত্ত থাকে অভাবমুক্ত ইয়াতীমের মাল থেকে এবং তা থেকে কিছুই যেন না কমায় (وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا) এবং যে অভাবগ্রস্ত (فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ) সে যেন তা থেকে সঙ্গতভাবে খায় নির্দিষ্ট পরিমাণে যাতে সে ইয়াতীমের মালের প্রতি মুখাপেক্ষী না হয়, আরো বলা হয় সে যে পরিমাণ ইয়াতীমের মালের জন্যে পরিশ্রম করার সে পরিমাণ যেন খায়। আরো বলা হয়, সে যেন তা হতে কর্জ ভাবে কিছু গ্রহণ করে। যাতে সে ফেরৎ দিতে পারে। (فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ) তারপর যখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে সমর্পণ কর তাদের উপযুক্ত বয়সে আসার পর (فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ) তখন তোমরা তাদের উপর সাক্ষী রাখ (وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا) এবং আল্লাহ্‌ই হিসাব গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট ও প্রত্যক্ষকারী। এই আয়াতে সাবিত ইব্‌ন রিকায়া আনসারী (রা) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষ ও স্ত্রীদের মিরাসের অংশের কথা উল্লেখ করেন। কেননা তারা স্ত্রীলোক ও নাবালকদেরকে কোন সম্পত্তি প্রদান করত না।

(৭) لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○

(৮) وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

৭. **পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষেরও অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে তা অল্প হোক বা বিস্তর। এক নির্ধারিত অংশ।**

৮. **বণ্টনকালে যখন আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম অসহায়রা উপস্থিত হবে, তখন তাদেরকেও তা হতে কিছু খাইয়ে দিও এবং তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত কথা বলো।**

(لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ) পুরুষদের অংশ রয়েছে (مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ) যা কিছু পরিত্যাগ করে পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয় স্বজন রক্ত সম্পর্কে (وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ) এবং নারীদেরও অংশ আছে যা কিছুও পিতামাতার নিকট আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করে সম্পত্তি (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ) তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি অল্প বা অধিক হোক (نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا) এক নির্ধারিত অংশ অল্প হোক বা অধিক হোক। এখানে অংশের কোন বর্ণনা নেই, পরে আল্লাহ্ তার বর্ণনা দেন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় উম্মে কাহ্‌হা ও তার কন্যাদের সম্বন্ধে। তাদের এক চাচা ছিল যে, তাদেরকে কিছুই দিত না।

(وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) এবং যদি মিরাস বণ্টনের সময় উপস্থিত হয় (اُولُوا الْقُرْبٰى) এমন আত্মীয় যে ওয়ারিস নয় (وَالْيَتٰمٰى) ও মু'মিন ইয়াতিমরা (وَالْمَسٰكِيْنُ) এবং অভাবগ্রস্ত মু'মিনরা (فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ)

তখন তোমরা মিরাস বন্টনের পূর্বেই তাদেরকে কিছু কিছু দিবে (وَقُوْلُوْا لَهُمْ) এবং তাদেরকে বল যদি ওয়ারিস প্রাপ্তবয়স্ক না হয় (قَوْلاً مَّعْرُوْفًا) উত্তম প্রতিশ্রুতি। যেমন আমি তাকে ওসিয়ত করব যাতে সে তোমাকে কিছু দান করে।

(৯) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

(১০) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

৯. তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পেছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হত যে, আমাদের পরে তাদের অবস্থা এরূপই হবে। কাজেই তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সরল কথা বলে।

১০. যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে আগুনই ভর্তি করছে। শীঘ্রই তারা আগুনে প্রবেশ করবে।

(وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ) এবং তারা অর্থাৎ পীড়িত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন ভয় করে এমন নির্দেশ দিতে, যে পীড়িত ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর অসহায় সন্তানদের এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ ক্ষতি করে অন্যের জন্য করার ওসিয়ত করে (لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ) যদি তারা তাদের পরে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে রেখে যায় (ذُرِّيَّةً ضِعَافًا) এমন অসহায় সন্তান (خَافُوْا عَلَيْهِمْ) যাদের ধ্বংস হওয়ার ভয় করে। অনুরূপভাবে মৃতের সন্তানদের সম্বন্ধেও তাদের ভয় করা উচিত। আরো বলা হয়, তুমি মৃতকে আদেশ কর যা তোমার নিজের জন্যে ভাল মনে কর এবং তুমি তাদের সন্তানদের জন্যে এটাই ভয় কর, যা তুমি তোমার সন্তানদের জন্যে ভয় কর। পীড়িত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত ব্যক্তিরা বলত, তুমি যদি তোমার মাল অমুক অমুককে দান কর এভাবে সমস্ত মাল নিঃশেষ হয়ে যেত। এমনকি তার সন্তানদের জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারত না, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করেন এরপর বলেন, (فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ) তারপর তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে, অংশের অধিক দান করার নির্দেশ দিত (وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا) এবং তারা যেন ব্যক্তিকে বলে সঙ্গত কথা অর্থাৎ ইনসাফ ভিত্তিক ওসিয়তের কথা।

(اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا) নিশ্চয়ই, যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে (اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا) তারা তাদের পেটে আগুন খায় অর্থাৎ হারাম খায়। আরো বলা হয়, কিয়ামতের দিন তাদের পেটে আগুন পুরে দেওয়া হবে (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا) এবং অতিসত্বর তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে আখিরাতে। এটা হানজালা বিন শিমুর দল সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, তারপর আল্লাহ্ নারী ও পুরুষের জন্যে সম্পত্তিতে কার কি অংশ আছে তা বর্ণনা করে বলেন ঃ

(১১) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

১১. আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর সমান। আর যদি তারা কেবল নারীই হয়–দুয়ের অধিক, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের জন্য রয়েছে দুই-তৃতীয়াংশ। যদি একজন হয় তবে তার জন্য অর্ধাংশ। মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার প্রত্যেকে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ–যদি তার সন্তান-সন্ততি থাকে। আর তার যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে এবং তার পিতামাতা তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে তার মা পাবে এক তৃতীয়াংশ। মৃত ব্যক্তির যদি কয়েক ভাই থাকে তবে তার মার জন্য এক ষষ্ঠাংশ। এ সবই সে যে ওসিয়ত করে মারা গিয়েছে তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের বেশি উপকার করবে তা তোমরা জান না। এসব আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ) আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়ে বর্ণনা করেন (فِىْ اَوْلَادِكُمْ) তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে তোমাদের মৃত্যুর পর (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ) এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান (فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً) কিন্তু ঔরসজাত কন্যাগণ (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) যদি দুই এর অধিক অথবা এর অধিক হয় (فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) তাহলে তাদের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ (وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্যে সম্পদের অর্ধাংশ (وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ) এবং পিতা মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ (اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) যদি মৃতের কোন সন্তান পুত্র বা কন্যা থাকে (পুত্র বা কন্যা) (وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ) এবং তার ওয়ারিস তার পিতামাতা তবে তার মা সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি তার পিতার জন্যে (فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ) আর যদি মৃতের ভাই কোন থাকে সহোদর হোক বা বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় (فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ) তবে তার মার জন্যে হবে এক ষষ্ঠাংশ যা ওসিয়ত করে তা দেওয়ার পর এবং পরিশোধ করার পরে। অর্থাৎ মৃতের ঋণ পরিশোধ করার পর এবং তার ওসিয়ত বের করার পর যা এক তৃতীয়াংশের অধিক না হয় (اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ) তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে দুনিয়াতে তোমরা অবগত নও। (اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا) যে আখিরাতে একে তোমাদের উপকারে নিকটতর মর্যাদায়। আরো বলা হয়, দুনিয়ায় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে (فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ) এটা আল্লাহ্র পক্ষ বিধানস্বরূপ মীরাস বণ্টনের ব্যাপারে (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী মীরাস বণ্টনে (حَكِيْمًا) এবং প্রজ্ঞাময় পুরুষ ও নারীর অংশ নির্ধারণে।

(১২) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

১২. তোমাদের স্ত্রীগণ যে সম্পত্তি রেখে মারা যায় তার অর্ধেক তোমাদের, যদি তাদের সন্তান-সন্ততি না থাকে এবং যদি তাদের কোন সন্তান থাকে তবে তোমরা তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ লাভ করবে, তারা যে ওসিয়ত করে যায় তা আদায়ের বা ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা যে সম্পদ রেখে মারা যাও, স্ত্রীগণ তার এক চতুর্থাংশ লাভ করবে, যদি তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের জন্য রয়েছে এক অষ্টাংশ, তোমরা যে ওসিয়ত করে যাও তা আদায়ের অথবা ঋণ পরিশোধের পর। উত্তরাধিকার যেই ব্যক্তির, সে যদি পিতা ও ছেলে কিছুই রেখে না যায়,সে নারী হয় এবং সে মৃত ব্যক্তির এক ভাই বা এক বোন থাকে তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। আর তারা তা থেকে বেশি হলে সকলে এক তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে যে ওসিয়ত করা হয় তা আদায়ের এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি অন্যদের ক্ষতি করা না হয়। এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।

(وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) এবং তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্যে (إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَد) যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে পুত্র বা কন্যা তোমাদের তরফ থেকে হোক বা অন্যের পক্ষ থেকে হোক। (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ) যদি তাদের কোন সন্তান থাকে পুত্র বা কন্যা তোমাদেরই হোক বা অন্যের তরফ থেকে হোক (فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) তাহলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমাদের জন্যে। (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) তাদের ঋণ পরিশোধ করার পর বা ওসিয়ত আদায় করার পর যা এক তৃতীয়াংশের অধিক না হয় (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) এবং তাদের জন্যে এক পরিত্যক্ত সম্পত্তির চতুর্থাংশ (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ) যদি তোমাদের কোন সন্তান ছেলে বা মেয়ে না থাকে তাদের তরফ থেকে হোক বা অন্য কারোর তরফ হতে (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) তাহলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির (مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) তোমরা যা ওসিয়ত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর যা এক তৃতীয়াংশের অধিক না হয়।

(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً) আর যদি পিতামাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী হয় যার কোন সন্তান ও পিতা মাতা নেই এবং তার সঙ্গে পিতৃত্বের পুত্রত্বের কোন সম্বন্ধ নেই এবং সে কালালাকে ওয়ারিস রেখে যায়। কালালা হল বৈপিত্রেয় ভাই-বোন (আখয়াকী) (أَوِ امْرَأَةٌ) অথবা যদি কোন স্ত্রী লোকও এরকম হয়। আরো বলা হয়, কালালা হলো সন্তান ও পিতা ব্যতীত ওয়ারিস আরো বলা হয়, কালালা হলো ঐ

সম্পদ যার ওয়ারিস পিতা বা সন্তান হয় না। (وَّلَه اَخٌ اَوْ اُخْتٌ) এবং তার শুধু বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন থাকে (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) তাহলে প্রত্যেকের জন্যে এক ষষ্ঠাংশ (فَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ) আর যদি তারা অধিক সংখ্যায় হয়, তাহলে তারা সবাই এক তৃতীয়াংশের সম অংশীদার। এবং এতে পুরুষ ও নারী উভয়ে সমান (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ) এবং এটা মৃতের অসিয়ত যা এক তৃতীয়াংশের অর্ধেক ঋণ পরিশোধের পর পাবে (غَيْرَ مُضَارٍّ) যদি ক্ষতিকর না হয় ওয়ারিসদের জন্য আর তা হল এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত করা (وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ) এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ অর্থাৎ সম্পত্তির ভাগ বন্টনের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ) আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী মীরাস বন্টনের ব্যাপারে (حَلِيْمٌ) এবং সহনশীল তোমাদের অজ্ঞতার উপর এবং সম্পত্তি বন্টনের খেয়ানত করার উপর। সে জন্যে তিনি তোমাদের শীঘ্র কোন শাস্তি দেন না।

(١٣) تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

(١٤) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

(١٥) وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○

১৩. এটা আল্লাহ্‌র সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তারা তাতে হামেশা থাকবে।

১৪. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমারেখা লংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। তাতে সে স্থায়ীভাবে থাকবে। তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।

১৫. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ ব্যভিচার করলে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের থেকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখ, যাবৎ না মৃত্যু তাদেরকে তুলে লয় বা আল্লাহ্ তাদের জন্য কোন পন্থা নির্ধারণ করেন।

(تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ) এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা অর্থাৎ তার নির্দেশ ও বিধান (وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ) এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে মীরাস বন্টনের ক্ষেত্রে (يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ) আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ) যার পাদদেশে অর্থাৎ তার বৃক্ষরাজি ও অট্টালিকার পাদদেশে প্রবাহিত নদীসমূহ মদ, বিশুদ্ধ পানি, মধু, দুধের (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) সেখানে তারা স্থায়ী হবে অর্থাৎ সেখানে তারা মরবে না এবং সেখান থেকে বেরও হবে না (وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ) এবং তাহল মহা সাফল্য ও জান্নাতের অফুরন্ত সামগ্রী লাভ করে।

(وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ) এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে মীরাস বন্টনে (وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ) এবং তার নির্ধারিত সীমালংঘন করবে অর্থাৎ নির্দেশ ও বিধান অমান্য করে জুলুম করবে (يُدْخِلْهُ)

(نَارًا خَالِدًا فِيهَا) তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন সেখানে সে স্থায়ী হবে যতকাল আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) এবং তার জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

অন্য তাফসীরে ভীষণ শাস্তি (وَالّٰتِىْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ) এবং সে সব নারীরা যিনা করে (مِنْ نِّسَائِكُمْ) তোমাদের আযাদ বিবাহিতা নারীদের মধ্য থেকে (فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ) তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী তলব কর (أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ) চারজন সাক্ষী তোমাদের (আযাদ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে) (فَانْ شَهِدُوْا) যদি সাক্ষ্য দেয় যথোচিত (فَامْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ) তাহলে তাদেরকে ঘরে অর্থাৎ জেলে রাখবে (حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ) যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু না হয় জেল হাজতে (اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا) অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্যে অন্য কোন ব্যবস্থা করবেন, যেমন পাথর নিক্ষেপের হত্যা করা পরবর্তীতে বিবাহিত নারীদের জেল হাজতে আবদ্ধ রাখার বিধান পাথর নিক্ষেপে হত্যার আদেশ দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

(١٦) وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○
(١٧) اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১৬. তোমাদের মধ্য হতে যে দু'জন এরূপ কাজ করবে, তাদেরকে শাস্তি দিও। তারপর তারা উভয়ে যদি তাওবা করে ও নিজেকে শোধন করে নেয়, তবে তোমরা তাদের চিন্তা ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবা কবূলকারী ও পরম করুণাময়।

১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই সেই সব লোকের তাওবা কবূল করবেন, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে তারপর সত্তর তাওবা করে; এদেরকেই আল্লাহ্ ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(وَالَّذَانِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ) এবং তোমাদের যে দুইজন আযাদ যুবক ও যুবতী যিনা করবে (فَاٰذُوْهُمَا) তাদের উভয়কে শাসন করবে গালি ও ভর্ৎসনা দিয়ে (فَانْ تَابَا) যদি তারা এরপর তাওবা করে (وَاَصْلَحَا) এবং তারা আল্লাহ্ ও তাদের মধ্যকার অবস্থা সংশোধন করে নেয় (فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا) তবে তোমরা তাদরেকে রেহাই দিবে গালি ও ভর্ৎসনা থেকে (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তাওবা ম ্রকারী ও পরম দয়ালু। পরবর্তীতে যুবক ও যুবতীদের গালি ও ভর্ৎসনা করার বিধান একশত বেত্রাঘাত করার বিধান দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

(اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ) নিশ্চই তাওবা অর্থাৎ ক্ষমা করা আল্লাহ্র পথ থেকে (لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ) সেসব লোকের যারা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ অবস্থায় ইচ্ছাকৃত মন্দ কাজ করে (ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ) এরপর তারা সত্তর তাওবা করে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার পূর্বে (فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ) এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন গুনাহ মিটিয়ে দিয়ে এবং (وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তোমাদের তাওবা সম্পর্কে (حَكِيْمًا) প্রজ্ঞাময় মওতের ফিরিশতা দেখার পূর্বে তাওবা কবূল করার ব্যাপারে আর ফিরিশ্তা দেখার সময় ও তারপর তাওবা কবূল করেন না।

(১৮) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ○

(১৯) يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ إِلَّآ أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○

১৮. এরূপ লোকদের তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়, যারা অসৎকর্ম করে যেতে থাকে, অবশেষে যখন মৃত্যু সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন বলে ওঠে, আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের তাওবাও নয়, যারা কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তাদেরই জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আমি শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

১৯. হে মু'মিনগণ! নারীদেরকে যবরদস্তি উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় এবং তাদেরকে যা কিছু দিয়েছ তা হতে কিছু কব্জা করার নিমিত্ত তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখ না-যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করে। আর তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর, তবে হতে পারে তোমরা কোন জিনিস অপছন্দ করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তার মাঝে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ) এবং তাওবা নেই অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমা নেই (لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ) তাদের জন্য আজীবন মন্দ কাজ করে এবং তাদের কারো কাছে মৃত্যু উপস্থিত হলে অর্থাৎ সাকরাতের সময় (قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْئٰنَ) সে বলে, আমি এখন তাওবা করছি (وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ) এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায় অর্থাৎ ফিরিশতা দেখার সময় কাফিরদের তাওবা আল্লাহ্ কবুল করেন না। (أُولٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا) এসব কাফিররাই যাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। এ আয়াত তুমা ও তার সঙ্গী করা ইসলাম ত্যাগ করেছিল তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

(يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا) হে মু'মিনগণ তোমাদের জন্যে বৈধ নয় যে, তোমরা তোমাদের পিতার স্ত্রীদের বলপূর্বক উত্তরাধিকারী হবে (وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ) এবং তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখ না অন্যত্র বিয়ে করতে। এ আয়াতটি কারশা বিনতে মা'আন আনসাবিয়া ও মিহসান ইব্‌ন আবু কাবশা আনসারী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা এর আগে এভাবে উত্তরাধিকার হতে (لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ) যাতে তোমরা আত্মসাৎ কর যা কিছু তোমাদের পিতারা তাদেরকে দিয়েছিল (إِلَّآ أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) কিন্তু যদি তারা প্রকাশ্য ব্যাভিচার করে তবে তাদেরকে বন্দিখানায় আবদ্ধ রাখ। পরবর্তীতে এ আয়াত রজমের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। পূর্বে তাদের পিতার স্ত্রীদের ওয়ারিস হত তার বড় ছেলে যেমন তার সম্পদের ওয়ারিস হত তার সন্তানরা। আর যদি কোন স্ত্রীলোক সুন্দরী ও ধনী হত তাহলে তাকে মোহর ছাড়াই বিয়ে করত, আর যদি সেই মহিলা ধনী না হত অথবা সুন্দরী যুবতী না হত তাহলে তাকে

বিয়ে না করে ছেড়ে দিত যে পর্যন্ত সে-টাকা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করত। আল্লাহ্ তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করেন এবং মহিলাদের সাথে কি রকম ব্যবহার করতে হবে তা বর্ণনা করে বলেন, (وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ) এবং তোমরা তাদের সাথে জীবন যাপন কর সৎ ব্যবহার ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে (فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ) যদি তোমরা তাদের সাথে জীবন যাপন করতে অপছন্দ কর (فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـئًا) তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা অপছন্দ করছ কোন কিছু অর্থাৎ তাদের সাথে জীবন যাপন করতে (وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا) অথচ আল্লাহ্ তাতে অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন তাদের থেকে তোমাদেরকে নেক সন্তান দান করার মাধ্যমে।

(২০) وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

(২১) وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

২০. তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থানে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে চাও এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা হতে কিছুও ফিরিয়ে নিও না। তোমরা কি অন্যায় ও প্রকাশ্য পাপ দ্বারা তা ফেরত নিতে চাও?

২১. আর কি করেই বা তোমরা তা ফেরত নেবে, যেখানে তোমাদের একে অন্যের সাথে সংগত হয়েছ এবং সে স্ত্রীগণ তোমাদের থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে?

(وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ) আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে ইচ্ছা কর অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে অন্য একজন বিয়ে করতে চাও অথবা তার উপর অন্য আরেকজন বিয়ে করতে চাও (وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا) এবং তদের একজনকে অগাধ অর্থ মোহর স্বরূপ তোমরা দিয়ে থাক (فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـئًا) তাহলে তোমরা তা হতে কিছুই গ্রহণ করো না জোরপূর্বক (اَتَاْخُذُوْنَهٗ) তোমরা কি গ্রহণ করবে (بُهْتَانًا) এ মোহর মিথ্যা অপবাদ (وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا) এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ অর্থাৎ স্পষ্ট জুলুম দ্বারা।

(وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ) এবং কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করতে অর্থাৎ মোহরকে হালাল মনে কর (وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ) যখন তোমরা পরস্পর মিলিত হয়েছ অর্থাৎ একই বিছানায় সঙ্গত হয়েছ মোহর ও বিয়ে দ্বারা (وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ) এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে নিয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের নিকট থেকে স্ত্রীর জন্যে বিয়ের সময় নিয়েছেন (مِيْثَاقًا غَلِيْظًا) দৃঢ় প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ উত্তমরূপে তাদেরকে রাখা বা উত্তমরূপে বিদায় করা। তারপর আল্লাহ্ তাদের পিতার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা যা তারা জাহিলী যুগে তাদের বিয়ে করত হারাম করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে নিষেধ করে বলেন ঃ

(٢٢) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝

(٢٣) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؗ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؗ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

২২. তোমরা বিবাহ করো না নারীদের মধ্য হতে যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমাদের পিতৃবৃন্দ, তবে যা গত হয়েছে তা স্বতন্ত্র। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও ঘৃণ্য কাজ এবং নিকৃষ্ট পন্থা।

২৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনী, দুধ-মা, দুধ-বোন, শাশুড়ী এবং যে স্ত্রীর সাথে তোমরা সংগত হয়েছ তাদের কন্যা যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে। যদি তোমরা তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্র করা–তবে পূর্বে যা হয়েছে তা ভিন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

(وَلَاتَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) এবং তোমরা বিয়ে করো নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষরা বিয়ে করেছে তবে পূর্বে জাহিলী যা হয়েছে (اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً) নিশ্চয়ই পিতৃপুরুষের স্ত্রীকে বিয়ে করা অশ্লীল কাজ। (وَّمَقْتًا ـ وَسَاءَ سَبِيْلًا) এবং অতিশয় ঘৃণ্য এবং নিকৃষ্ট আচরণ। এ আয়াত মিহসান ইব্‌ন আবূ কাইস আনসারী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম ও নিষিদ্ধ তা বর্ণনা করে তা (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের গর্ভধারিণীমাতা (وَبَنَاتُكُمْ) এবং তোমাদের ঔরসজাত কন্যা (وَاَخَوَاتُكُمْ) এবং নসবী বোন যে দিক থেকেই হোক (وَعَمَّاتُكُمْ) এবং তোমাদের ফুফু যারা তোমাদের পিতার বোন (وَخَالَاتُكُمْ) এবং তোমাদের খালা ফুফুরা তোমাদের মায়ের বোন (وَبَنَاتُ الْاَخِ) এবং নসবী ভাইএর কন্যারা যেদিক থেকেই হোক (وَبَنَاتُ الْاُخْتِ) এবং তোমাদের বোনের কন্যারা যেদিক থেকেই হোক (وَاُمَّهَاتُكُمْ) এবং হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদের (الّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ) যারা যারা তোমাদেরকে দুধ পান করায়েছেন দুই বৎসরের মধ্যে (وَاَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ) এবং দুধ বোনরা (وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) তোমাদের শাশুড়ী, তাদের কন্যাদের সাথে তোমরা সঙ্গত হও বা না হও উভয় অবস্থায়ই তোমাদের জন্য তারা হারাম (وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ) এবং তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যাগুলো যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে (مِنْ نِّسَائِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) তোমাদের ঐ স্ত্রীদের গর্ভজাত যার সাথে তোমরা সঙ্গত হয়েছ (فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) তবে আর যদি তাদের মাতার সাথে সঙ্গত না হয় থাক (فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ) তাহলে তাদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই। তাদের মাতাদের তালাকের পর (وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمْ) এবং তোমাদের পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম (الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ) যারা তোমাদের ঔরষজাত (وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ) এবং দুই বোনকে একসাথে বিয়ে

করা হারাম, আযাদ হোক বা দাসী হোক (إِلاَّ مَاقَدْ سَلَفَ) কিন্তু যা পূর্বে জাহিলী যুগে হয়েছে, হয়েছে (إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল যা কিছু তোমাদের মধ্যে জাহিলী যুগে হয়ে গিয়েছে, (رَّحِيْمًا) এবং তিনি পরম দয়ালু, যা কিছু তোমাদের থেকে ইসলাম গ্রহণের পর হয়েছে এবং সে জন্যে তোমরা তাওবা করেছ সে সবের জন্য।

(٢٤) وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

২৪. এবং সধবা নারীও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তবে তোমাদের হাত যার মালিক হয়ে গেছে তার কথা ভিন্ন। এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ। এছাড়া আর সব নারী তোমাদের জন্য বৈধ যদি অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাও-কেবল মৌজ করার জন্য নয়। তারপর সে নারীদের মধ্যে যাকে তোমরা সম্ভোগ করেছ, তাকে তার স্থিরীকৃত মোহরানা দিয়ে দাও। আর স্থিরীকরণের পর তোমরা উভয়ে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে যদি কিছু ঠিক করে নাও, তাতে কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ) এবং সধবা যাদের স্বামী আছে, নারী তোমাদের উপর হারাম (إِلاَّ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) কিন্তু যাদের তোমরা মালিক হয়েছ বন্দিনীদের মধ্য থেকে। তারা তোমাদের জন্য হালাল। যদিও দারুল হারবে তাদের স্বামী রয়েছে। এক হায়েযের দ্বারা তাদের গর্ভাশয় পবিত্র করে নেয়ার পর তারা হালাল হয়ে যাবে (كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ) এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র বিধান অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাবে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে সে সব নারী যাদের কথা তোমাদেরকে আমি উল্লেখ করেছি (وَأُحِلَّ لَكُمْ) আর তোমাদের জন্য বৈধ করা হল উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া যাদের হারাম হওয়ার কথা তোমাদের উল্লেখ করেছি (أَنْ تَبْتَغُوْا) তোমরা চাইবে বিয়ে করতে চাইবে (بِأَمْوَالِكُمْ) তোমাদের অর্থ ব্যয়ে চারজন পর্যন্ত। আরো বলা হয়, তোমরা ক্রয় করবে তোমাদের অর্থ ব্যয়ে যেসব বাদী। আরো বলা হয়, তোমরা চাইবে তোমাদের অর্থ ব্যয়ে তাদের লজ্জাস্থান। অর্থাৎ মুতআ-এর মাধ্যমে পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। (مُحْصِنِيْنَ) বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আল্লাহ্ বলছেন, তোমরা তাদের সঙ্গে থাক বিবাহিত অবস্থায় (غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ) অবৈধ যৌন সম্পর্ক নয় বিয়ে না করে যিনাকারী অবস্থায় নয়। (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ) অতঃপর যা তোমরা সম্ভোগ কর উপকার লাভ কর (مِنْهُنَّ) তাদের মধ্য থেকে বিয়ের পরে (فَاٰتُوْهُنَّ) তাদেরকে দিয়ে দাও প্রদান করো তাদেরকে (أُجُوْرَهُنَّ) তাদের বিনিময় তাদের মোহর পূর্ণভাবে (فَرِيْضَةً) নির্ধারিত হক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর এই যে, তোমরা মোহর দাও পূর্ণভাবে। (وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ) আর কোন দোষ নেই তোমাদের ওপর এবং কোন দোষ নেই তোমাদের ওপর (فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ) এই ব্যাপারে তোমরা পরস্পর রাযী হলে অর্থাৎ মোহরের ব্যাপারে পারস্পরিক সম্মতিতে কমবেশী করলে মোহর (مِنْۢ بَعْدِ

(الْفَرِيْضَةِ) নির্ধারণ করার পর প্রথমে যা তোমরা নির্দিষ্ট করেছিলে। (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তোমাদের জন্য মুতআ হালাল করার ব্যাপারে, (حَكِيْمًا) প্রজ্ঞাময় তোমাদের ওপর মুতআ হারাম করার ব্যাপারে। আরো বলা হয়, তিনি সর্বজ্ঞ মুতআর জন্য তোমাদের অনন্যোপায় হওয়া সম্পর্কে, তোমাদের জন্য মুতআ হারাম করার ব্যাপারে।

(২৫) وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২৫. তোমাদের মধ্যে কারও মুসলিম পত্নী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তোমাদের নিজেদের সেই মুসলিম ক্রীতদাসীদের বিবাহ কর, যারা তোমাদের হাতের সম্পত্তি। আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত। তোমরা পরস্পরে সমান কাজেই তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং তাদেরকে তাদের মোহরানা ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রদান করবে যারা হবে বিবাহ বন্ধনের অধীন, ব্যভিচারিণী নয় এবং গোপন অভিসারিকাও নয়। তারা যখন বিবাহ বন্ধনে এসে যাবে, তখন কোন অশ্লীল কাজ করলে তাদের উপর স্বাধীন স্ত্রীদের অর্ধেক শাস্তি আরোপিত হবে। এটা তোমাদের মধ্যে তার জন্য, যে দুর্ভোগ পড়ার আশঙ্কা করে। বস্তুত ধৈর্যধারণ করাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

(وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ) আর তোমাদের মধ্যে যে সামর্থ রাখে না অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যার সম্পদ নেই (طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ) বিয়ে করার আযাদ মুক্ত (الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ) মু'মিন নারীদেরকে তাহলে তোমরা যাদের মালিক হয়েছ তাদের থেকেই বিয়ে কর তোমাদের দাসীদেরকে (فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ) মু'মিন দাসীদেরকে (مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ) সেইসব দাসীদেরকে যারা মু'মিনদের অধিকারে রয়েছে। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ) আর আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ঈমানের উপর তোমাদের অন্তরের অবিচলতা ও দৃঢ়তা সম্পর্কে। (بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ) তোমরা পরস্পর পরস্পর থেকে অর্থাৎ তোমরা সকলেই আদম-এর বংশধর। আরো বলা হয় থাকে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের দীনের উপর। আরো বলা হয়, তোমরা পরস্পর সমান (فَانْكِحُوْهُنَّ) তাই তাদেরকে বিয়ে কর দাসীদেরকে বিয়ে কর (بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ) তাদের মনিবের অনুমতিতে তাদের মালিকের (وَاٰتُوْهُنَّ) এবং তাদেরকে দাও তাদেরকে অর্থাৎ দাসীদেরকে দাও (اُجُوْرَهُنَّ) তাদের বিনিময় তাদের মোহর (بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ) ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যভিচারিণীকে প্রদত্ত অর্থের বেশী, যারা সচ্চরিত্রা আল্লাহ্ বলছেন যে, তোমরা দাসীদেরকে বিয়ে কর যারা পবিত্রা (غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ) ব্যভিচারিণী নয় প্রকাশ্য যিনাকারিণী নয় (وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ) এবং উপ-পত্নী গ্রহণকারিণী নয় তাই তার এমন কোন বন্ধু থাকবে না যে, গোপনে তার সাথে যিনা করে। (فَاِذَآ اُحْصِنَّ) যখন তারা বিবাহ

বন্ধনে এসে যায় দাসীগণ যখন বিয়ে বসে (فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ) তবে যদি তারা কোন ব্যভিচার করে যিনা করে (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ) তবে তাদের ওপর দাসীদের ওপর আযাদ নারীদের ওপর যা তার অর্ধেক শাস্তি হবে বেত্রাঘাত। (مِنَ الْعَذَابِ) এটা দাসীদের বিয়ে করা হালাল হওয়া (ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ)। তার জন্য যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারকে ভয় করে তোমাদের মধ্য থেকে পদস্খলন এবং অবৈধ কাজের। (وَاَنْ تَصْبِرُوْا) আর তোমাদের ধৈর্যধারণ দাসীদের বিয়ে করা থেকে (خَيْرٌ لَّكُمْ) তোমাদের জন্য মঙ্গল তাতে তোমাদের সন্তানরা হবে আযাদ। (وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ) আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ তোমাদের থেকে যে যিনা হয় সে ব্যাপারে (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় তিনি তোমাদেরকে দাসী বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন।

(٢٦) يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

(٢٧) وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ○

(٢٨) يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ○

২৬. আল্লাহ্ চান তোমাদের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা করতে, তোমাদেরকে পূর্ববর্তীদের পথে পরিচালিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২৭. আল্লাহ্ চান তোমাদের প্রতি মনোসংযোগ করতে আর যারা নিজেদের আনন্দ-স্ফূর্তিতে নিমগ্ন তারা চায় তোমরা পথ হতে বহু দূর সরে যাও।

২৮. আল্লাহ্ তোমাদের ভার লাঘব করতে চান। মানুষকে তো দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করতে যা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আরো বলা হয়, দাসী বিয়ে করা থেকে ধৈর্যধারণ তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক বিয়ে করা থেকে। (وَيَهْدِيَكُمْ) এবং তিনি তোমাদেরকে অবহিত করতে তোমাদের জন্য স্পষ্ট বিবৃত করতে (سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ)। তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি আহলে কিতাবদের। তাদের ওপর দাসী বিয়ে করা হারাম ছিল (وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ) এবং তোমাদের ক্ষমা করতে অর্থাৎ তোমাদের মাফ করে দিতে চান সে সব কিছু যা জাহিলী যুগে তোমাদের থেকে সংঘটিত হয়েছিল। (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ) আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ দাসীদের বিয়ে করার ব্যাপারে তোমাদের অনন্যোপায় হওয়া সম্পর্কে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময় প্রয়োজন ছাড়া তোমাদের ওপর তাদেরকে বিয়ে করা হারাম করা সম্পর্কে।

(وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ) আল্লাহ্ চান তোমাদের ক্ষমা করতে যখন তিনি তোমাদের ওপর যিনা করা এবং বৈমাত্রেয় বোনদেরকে বিয়ে করা হারাম করে দিয়েছেন (وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ) আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে তারা চায় যিনা এবং বৈমাত্রেয় বোনদেরকে বিয়ে করার আর তারা হল ইয়াহূদী সম্প্রদায় (اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا) যে তোমরা ভীষণভাবে পদচ্যুত হও তোমরা বিরাট গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড় বৈমাত্রেয় বোনদের বিয়ে করার দ্বারা তাদের এ কথার ভিত্তিতে এটা আমাদের কিতাবে হালাল।

(يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ) আল্লাহ্ চান তোমাদের থেকে বোঝা হাল্কা করে দিতে তোমাদের ওপর সহজ করে দিতে প্রয়োজনের সময় দাসী বিয়ে করার ব্যাপারে। (وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا) এবং মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল, সে নারীদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতে পারে না।

(২৯) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

(৩০) وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

(৩১) اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَاۗىِٕرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ○

২৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না, তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যবসা করলে তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের মাঝে খুন-খারাবী করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

৩০. এবং যে কেউ সীমালংঘন করে ও অন্যায়ভাবে এ কাজ করবে, আমি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করব আর এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

৩১. পাপাচারের মধ্যে যেগুলো গুরুতর, তোমরা যদি তা পরিহার করে চল, তবে আমি তোমাদের লঘু পাপসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে দাখিল করবো সম্মানজনক স্থানে।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ) হে মু'মিনগণ তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না জুলুম, ছিনতাই বা অবৈধ দখলের মাধ্যমে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে এবং মিথ্যা কসম খেয়ে ইত্যাদি পন্থায় (اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً) কিন্তু ব্যবসায় হলে অর্থাৎ তোমরা পরস্পরে ক্রয়-বিক্রয় ও ভালবাসা স্বরূপ ছেড়ে দিলে তোমরা পরস্পর রাযী হয়ে সম্মতির ভিত্তিতে (وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ) এবং তোমরা হত্যা করো না নিজেদেরকে একে অপরকে না হক ভাবে। (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু যখন তিনি তোমাদের একে অপরকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন।

(وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ) আর যে করবে এই হত্যা ও সম্পদ হালাল করা (عُدْوَانًا) সীমালংঘন করে সীমা অতিক্রম করে (وَّظُلْمًا) এবং জুলুম করে ও অত্যাচার করে (فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا) তবে আমি তাকে প্রবেশ করাবো জাহান্নামে আখিরাতের। এটা তার জন্য হুমকি স্বরূপ (وَكَانَ ذٰلِكَ) আর এটা জাহান্নামে প্রবেশ করানো এবং আযাব দেয়া (عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا) আল্লাহ্র পক্ষে সহজ (হালকা)।

(اِنْ تَجْتَنِبُوْا) যদি তোমরা বিরত থাক যদি তোমরা পরিত্যাগ কর (كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ) যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে যা এই সূরায় বর্ণিত আমি (نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ) মোচন করব তোমাদের পাপগুলি কবীরা গুনাহ্ ছাড়া এক সালাতের এক জামা'আত থেকে আরেক জামা'আত পর্যন্ত এবং এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত এবং এক রমযান মাস থেকে আরেক রমযান মাস পর্যন্ত (وَنُدْخِلْكُمْ) এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো আখিরাতের দিন (مُّدْخَلًا كَرِيْمًا) সম্মানজনক স্থানে উত্তম স্থানে আর তা হল জান্নাত।

(৩২) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ○

(৩৩) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهِيْدًا ○

৩২. আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয়ে তোমাদের কতকের উপর কতককে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা কামাই করে তাতে তার অংশ রয়েছে এবং নারী যা কামাই করে তাতে তার অংশ রয়েছে। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ যাঞ্চা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সব কিছু জানা।

৩৩. পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করেছি। যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়েছে তোমরা তাদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয়ই যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্‌র সম্মুখে।

(وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ) আর তোমরা লালসা করো না এমন বিষয়ে যাদ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আল্লাহ্ বলেন, কেউ যেন তার ভাইয়ের সম্পদ, জীব-জন্তু, স্ত্রী এবং তার কোন বস্তুর লালসা না করে বরং তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তার অনুগ্রহ চাও এবং বল, হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার মত রিযিক দিন অথবা তার থেকে উত্তম রিযিক দিন। আমি আমার ক্ষমতা আপনার হাতে অর্পণ করলাম। আরো বলা হয়, এই আয়াতটি নবী পত্নী হযরত উম্মু সালামা (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়। তিনি নবী ﷺ -কে একথা বলেছিলেন যে, হায়, আল্লাহ্ তা'আলা যদি পুরুষদের জন্য যে বিধান দান করেছেন আমাদের জন্যও তাই দান করতেন ! তাহলে আমরাও পুরুষদেরই সমান বিনিময় পেতাম। আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে নিষেধ করে বললেন ঃ তোমরা লালসা করো না এমন সব বিষয়ে যার দ্বারা আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন যথা জামা'আত, জুমু'আ, যুদ্ধ, জিহাদ এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এসব দ্বারা তোমাদের কতককে অর্থাৎ পুরুষদেরকে কতকের ওপর অর্থাৎ নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, এরপর তিনি পুরুষ ও মহিলাদের সওয়াব তাদের অর্জন মাফিক বলে বর্ণনা করে বলছেন ঃ (لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ) পুরুষের জন্য রয়েছে প্রাপ্য অংশ সওয়াব (مِّمَّا اكْتَسَبُوْا) যা তারা অর্জন করে কল্যাণ থেকে (وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ) এবং মহিলাদের জন্য রয়েছে প্রাপ্ত অংশ সওয়াব (যা তারা অর্জন করে কল্যাণ ঘরে বসে (مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ) আর তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে চাও তাঁর অনুগ্রহ অর্থাৎ তাঁর দেয়া তওফীক ও হিফাজত (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে কল্যাণ ও অকল্যাণ, সওয়াব ও শাস্তি, সামর্থ্য ও পর্যুদস্ত (عَلِيْمًا) সর্বজ্ঞ।

আর প্রত্যেকের জন্যেই অর্থাৎ প্রতিটি লোকের জন্যই (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا) আমি নির্ধারণ করেছি তোমাদের মধ্য থেকে (مَوَالِىَ) উত্তরাধিকার অর্থাৎ ওয়ারিস যাতে সে উত্তরাধিকারী হতে পারে (مِمَّا تَرَكَ) পরিত্যক্ত সম্পত্তির যা রেখে যায় (الْوَالِدٰنِ) মাতা-পিতা সম্পদ (وَالْاَقْرَبُوْنَ) এবং আত্মীয়-স্বজন রক্ত সম্পর্কীয়

(وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ) আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ শর্তারোপ করেছ (فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ) তাদেরকে দিয়ে দাও তাদের প্রাপ্য অংশ তাদের শর্তমাফিক এ ব্যবস্থাটি এখন রহিত হয়ে গিয়েছে। আরবদের রীতি ছিল, তারা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের আপন ছেলে হিসেবে গ্রহণ করত। আর তাদের জন্য নিজেদের সম্পদ থেকে কিছু অংশ নির্ধারণ করে দিত যেমন তার পুত্রদের কারো জন্য নির্ধারণ করত। আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যবস্থা রহিত করে দেন। কিন্তু তাদেরকে যদি তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে কিছু দেয় তাহলে সেটা রহিত নয় (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে তোমাদের কর্মসমূহের (شَهِيْدًا) দ্রষ্টা জ্ঞানী।

(٣٤) اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ○

৩৪. পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ববান, যেহেতু আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করে। কাজেই, যে সকল নারী পুণ্যবতী তারা অনুগতা এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে যেভাবে হিফাজত করতে আল্লাহ্ পাক আদেশ করেছেন সেভাবে তারা হিফাজত করে। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, শয্যায় তাদেরকে পৃথক করে দাও এবং তাদেরকে প্রহার কর। তারপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের প্রতি অভিযোগ উত্থাপনের উপায় তালাশ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ।

(اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ) পুরুষ নারীরকর্তা নারীদের আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তারা অভিভাবক (بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ) কেননা আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন কতককে অর্থাৎ পুরুষদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি, গনীমাতের মালের অংশীদার এবং উত্তরাধিকারের ব্যাপারে (عَلٰى بَعْضٍ) কতকের ওপর অর্থাৎ নারীদের ওপর (وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ) এবং এজন্য যে, তারা ব্যয় করে তাদের সম্পদ থেকে মোহর ও খোরপোষ যা তাদের দায়িত্ব ছিল। স্ত্রীদের দায়িত্বে নয় (فَالصّٰلِحٰتُ) কাজেই সাধ্বী স্ত্রীরা অর্থাৎ স্বামীর প্রতি সদাচারিণী স্ত্রীগণ (قٰنِتٰتٌ) অনুগত তাদের স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ্র আনুগত্যকারিণী (حٰفِظٰتٌ) হিফাজত করে নিজদেরকে এবং তাদের স্বামীর সম্পদকে (لِّلْغَيْبِ) লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বামীর অনুপস্থিতিতে (بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ) আল্লাহ্র হিফাজতে আল্লাহ্ তাদেরকে তওফীক দিয়ে হিফাজত করেন। (وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ) আর যাদের সম্পর্কে তোমরা আশঙ্কা কর তোমরা জান (نُشُوْزَهُنَّ) তাদের অবাধ্যতার তাদের নাফরমানী তোমাদের সাথে সহ অবস্থান করতে (فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ) তাহলে তাদেরকে সদুপদেশ দাও জ্ঞান ও কুরআন দ্বারা (فِي الْمَضَاجِعِ) এবং তাদের শয্যা বর্জন কর বিছানায় তাদের থেকে তোমাদের চেহারা ফিরিয়ে রাখ (وَاضْرِبُوْهُنَّ) এবং তাদেরকে প্রহার কর এমন প্রহার যা তেমন অত্যধিক পীড়াদায়ক এবং ক্ষতদায়ক না হয় (فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ) এতে যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয় সহ অবস্থানে

(فَلَا تَبْغُوْا) তাহলে অন্বেষণ করোনা অনুসন্ধান করো না (عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا) তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ ভালবাসার ক্ষেত্রে (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুমহান সব জিনিসের থেকে উচ্চ মর্যাদাশীল (كَبِيْرًا) শ্রেষ্ঠ সকল জিনিস থেকে শ্রেষ্ঠ। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে কষ্ট দেননি। তাই তোমরাও তোমাদের স্ত্রীদেরকে ভালবাসার ক্ষেত্রে তাদের সাধ্যের বাইরে কষ্ট দিও না।

(٣٥) وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝

(٣٦) وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۝

৩৫. তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, তবে পুরুষের পক্ষ হতে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পক্ষ হতেও একজন বিচারক নিযুক্ত কর। তারা উভয়ে যদি তাদেরকে মিলিয়ে দিতে চায়, তবে আল্লাহ্ তাদের উভয়কে তাওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

৩৬. এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, কাউকে তাঁর শরীক স্থির করো না। এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের হাতের সম্পত্তি অর্থাৎ গোলাম-বাঁদীর প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দাম্ভিক, আত্মগর্বীকে পছন্দ করেন না।

(وَاِنْ خِفْتُمْ) আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর জানতে পার (شِقَاقَ بَيْنِهِمَا) তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদ এবং সেটা কার পক্ষ থেকে তা জানতে না পার (فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ) তবে নিযুক্ত কর একজন সালিস তার পরিবার থেকে অর্থাৎ স্বামীর পরিবার থেকে যাতে স্বামীর কাছে তার কথা শোনে এবং জানতে পারে যে, সে অত্যাচারী না অত্যাচারিত (وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا) এবং মহিলার পরিবার থেকে একজন সালিস অর্থাৎ স্ত্রীর পরিবার থেকে যাতে স্ত্রীর কাছে সে সালিস তার কথা শোনে এবং জানতে পারে যে সে অত্যাচারিণী না অত্যাচারিতা (اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا) যদি তারা উভয়ে চায় সালিসদ্বয় নিষ্পত্তি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে (يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا) তাহলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন সালিসদ্বয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সালিসদ্বয়ের ঐক্যমত এবং তাদের মতানৈক্য সম্পর্কে (خَبِيْرًا) সবিশেষ অবহিত স্ত্রী ও স্বামীর কার্যকলাপ সম্পর্কে। আয়াতে করীমা থেকে এ পর্যন্ত মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামার কন্যা সম্পর্কে নাযিল হয়। তার স্বামী আস'আদ ইব্‌ন রাবী তার পাশে সহাবস্থান করতে স্ত্রী অবাধ্যতার কারণে তাকে একটি চড় মেরেছিলেন। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তার স্বামী থেকে এর প্রতিশোধ দাবী করেছিল।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ থেকে নিষেধ করেন। (وَاعْبُدُوا اللّٰهَ) তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর আল্লাহ্‌র তাওহীদে বিশ্বাস কর (وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا) এবং তার সাথে শরীক করো না কোন কিছুকে কোন

মূর্তিকে (وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا) এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে তাদের মতানুযায়ী (وَّبِذِى الْقُرْبٰى) এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে এখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (وَالْيَتٰمٰى) এবং ইয়াতীমদের সাথে এটা ইয়াতীমদের প্রতি সদয় ব্যবহার এবং তাদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (وَالْمَسٰكِيْنِ) এবং অভাবগ্রস্তদের সাথে অভাবগ্রস্তদেরকে দান করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে (وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى) এবং নিকট প্রতিবেশীর সাথে এমন প্রতিবেশী যার মধ্যে তোমারা মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তার তিনটি হক রয়েছে ঃ (১) আত্মীয়তার হক ; (২) ইসলামের হক এবং ৩. প্রতিবেশীর হক। (وَالْجَارِ الْجُنُبِ) এবং দূর প্রতিবেশীর সাথে পর প্রতিবেশী যে অন্য কওমের লোক। তার দু'টি হক রয়েছে ঃ (১) ইসলামের হক এবং (২) প্রতিবেশীর হক। (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) এবং সঙ্গি-সাথীর সাথে সফর সাথী। তার দু'টি হক রয়েছে ঃ (১) ইসলামের হক এবং (২) বন্ধুত্বের হক। আরো বলা হয় অর্থ ঘরের স্ত্রী, তার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (وَابْنِ السَّبِيْلِ) এবং পথচারীর সাথে মেহমানের সম্মান তথা মেহমানদারী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মেহমানের জন্য তিনদিন পর্যন্ত হল তার অধিকার আর এর অধিক যা হবে তা সাদাকার পর্যায়ভুক্ত। (وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ) এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীর সাথে চাকর-বাকর দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, (اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভালবাসেন না দাম্ভিক তার চাল-চলনে (مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا) আত্মগরবীকে যে আল্লাহ্র নিয়ামাত দ্বারা তার বান্দার ওপর দাম্ভিকতা ও অহঙ্কার প্রদর্শন করে।

(٣٧) الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

(٣٨) وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ۝

৩৭. যারা কৃপণতা করে, মানুষকেও কৃপণতা শেখায় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ হতে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা তারা গোপন করে। আমি কাফিরদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

৩৮. যারা কেবল লোক দেখানোর জন্য নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, এবং আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে ঈমান আনে না। আর শয়তান কারও সাথী হলে, সে কতোই না মন্দ সাথী!

(اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ) যারা কৃপণতা এরা তারাই যারা কার্পণ্য করে মুহাম্মদ ﷺ -এর বিবরণ গুণাগুণ গোপন করার মাধ্যমে-তারা হল কা'ব ও তাঁর সহচরবৃন্দ (وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) এবং মানুষকে নির্দেশ দেয় কৃপণতা করার গোপন করার (وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ) এবং তারা গোপন করে যা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন যা আল্লাহ্ তাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন কিতাবে (مِنْ فَضْلِهٖ) তার অনুগ্রহে অর্থাৎ মুহাম্মাদের বিবরণ ও তার গুণাগুণ (গোপন করে)। (وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ) আর আমি প্রস্তুত

করে রেখেছি কাফিরদের জন্য (ইয়াহুদীদের জন্য) (عَذَابًا مُّهِيْنًا) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি যা দিয়ে তাদেরকে অপদস্থ করা হবে।

আর যারা অর্থাৎ ইয়াহুদী সর্দার (وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ) তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে যাতে লোকেরা বলে এরা সুন্নাতে ইব্রাহীমের ওপর রয়েছে এবং তাদের সম্পদের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করছে এবং অকাতরে দান করছে (وَلَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ) এবং তারা ঈমান রাখে না আল্লাহ্র উপর এবং মুহাম্মাদ ও কুরআনের উপরও (وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) এবং আখিরাতের উপর অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে এবং জান্নাতের নিয়ামতরাশির উপর (وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ) আর শয়তান কারো সংগী হলে দোসর হয়ে দুনিয়াতে (قَرِيْنًا) সে সঙ্গী কত মন্দ! সে কতই খারাপ সঙ্গী জাহান্নামে। (فَسَاءَ قَرِيْنًا) আর তাদের কি ক্ষতি হত অর্থাৎ ইয়াহুদীদের, তাদের কোন ক্ষতি হত না।

(৩৯) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا

(৪০) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا

(৪১) فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ شَهِيْدًا

৩৯. কি ক্ষতি ছিল তাদের যদি আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে ঈমান আনত এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করত। আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

৪০. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। পুণ্য হলে তো তা দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ হতে দেন মহা প্রতিদান।

৪১. যখন প্রত্যেক উম্মাত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব, তখন কি অবস্থা হবে?

(وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ) আল্লাহ্র উপর ঈমান আনলে এবং মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের ওপর (وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) এবং আখিরাতের ওপর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে এবং জান্নাতের নিয়ামতরাশির ওপর (وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ) এবং ব্যয় করলো যে রিযিক তাদেরকে আল্লাহ্ দিয়েছেন তা থেকে আল্লাহ্ তাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে আল্লাহ্ তাদেরকে ইয়াহুদীদের এবং (وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا) যারা তাদের মধ্যে থেকে ঈমান এনেছে আর ঈমান আনেনি ভালভাবে জানেন। (اِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) আল্লাহ্ অনুপরিমাণও জুলুম করেন না কাফিরদের অনু পরিমাণ আমলও ছাড়বেন না যাতে সে আখিরাতে উপকৃত হতে পারে বা তার প্রতিপক্ষ তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে। (وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً) আর যদি অনুপরিমাণ পুণ্যও হয় কোন নিষ্ঠাবান মু'মিনের তবে তার প্রতিপক্ষে সন্তুষ্টির পর (يُضٰعِفْهَا) আল্লাহ্ তা দ্বিগুণ করে দেবেন এক থেকে দশ পর্যন্ত (وَيُؤْتِ) এবং দিবেন (প্রদান করবেন) (مِنْ لَّدُنْهُ) তার কাছ থেকে নিজের পক্ষ থেকে (اَجْرًا عَظِيْمًا) মহাপুরস্কার, বিপুল সওয়াব জান্নাতে।

(فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا) তখন কি অবস্থা হবে কাফিররা কি করবে (مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ) যখন উপস্থিত করব প্রত্যেক উম্মাত থেকে (সম্প্রদায় থেকে) (بِشَهِيْدٍ) একজন সাক্ষী, একজন নবী যিনি সাক্ষী দিবেন তাদের

কাছে বিধান পৌঁছে দেওয়ার (وَجِئْنَا بِكَ) এবং আমি উপস্থিত করব আপনাকে হে মুহাম্মদ! عَلٰى هٰؤُلَاءِ (شَهِيْدًا) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে। আরো বলা হয়, আপনার উম্মাতকে পূর্ববর্তী নবীদের সত্যয়নকারী ন্যায়ের ঘোষণাকারী সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করা হবে। কেননা মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মাতগণ অন্যান্য নবীদের পক্ষে তাদের কওমের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন যখন সে কওমের লোকেরা নবীর দাওয়াত অস্বীকার করবে।

(٤٢) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ۟
(٤٣) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۟

৪২. যারা কুফরী করেছিল এবং রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল, তারা সেদিন কামনা করবে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত এবং তারা আল্লাহ্ হতে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না।

৪৩. হে মু'মিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকট যেও না, যতক্ষণ না তোমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হও যা বল এবং যখন গোসল জরুরী হয় তখনও নয়- যাবত না তোমরা গোসল করে লও। তবে পথ অতিক্রমকারী হলে সে কথা ভিন্ন। যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের মধ্যে কেউ শৌচস্থান হতে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদের নিকট সংগত হও এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির ইচ্ছা কর। তারপর নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাতে তা বুলাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল।

(يَوْمَئِذٍ) সেদিন কিয়ামতের দিন (يَوَدُّ) কামনা করবে আকাঙ্ক্ষা করবে (الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) যারা কুফরী করে আল্লাহ্র সাথে (وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ) এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে দাওয়াত কবূল করতে (لَوْ تُسَوّٰى بِهِمْ) যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত! অর্থাৎ তারাও যদি চতুষ্পদ জন্তুর সাথে মাটি হয়ে যেত! (وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا) এবং তারা গোপন করতে পারবে না আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন কথাই। তারা বলতে পারবে না আমাদের রবের কসম! আমরা তো মুশরিক ছিলাম না।

মদ হারাম হওয়ার পূর্বে মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীদের ওপর এই আয়াত নাযিল হয় (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ যারা ঈমান এনেছ মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের উপর (لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ) তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না মসজিদে নববীতে নবী ﷺ-এর সাথে (وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى) মদ পানোন্মত্ত অবস্থায় থাক (নেশাগ্রস্ত অবস্থায়) (حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ) যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল অর্থাৎ তোমাদের ইমাম সালাতে যা পাঠ করছে (وَلَا جُنُبًا) এবং অপবিত্রাবস্থায়ও না। গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় মসজিদে যেও না (اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ) তবে যদি তোমরা পথবাহী হও অর্থাৎ তবে পথিকের ব্যাপার স্বতন্ত্র যা তোমাদের জন্য জরুরী (حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا) যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর জানাবত তথা অপবিত্রতা থেকে (وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى) আর যদি তোমরা পীড়িত হও আহত হও (اَوْ عَلٰى سَفَرٍ) অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচাস্থান থেকে এসে শৌচাগার থেকে অথবা তোমরা নারী-সংস্পর্শ অর্থাৎ (اَوْ)

(فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا) তোমরা নারী সম্ভোগ করে (فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً) এবং পানি না পাও (لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ) তবে তায়াম্মুম করবে পবিত্র মাটি দিয়ে, পাক-পরিষ্কার মাটি নিবে (فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ) এবং তা (طَيِّبًا) তোমাদের মুখমণ্ডলে মাস্হ কর প্রথমবার হাত নেড়ে (وَاَيْدِيْكُمْ) এবং তোমাদের উভয় হাতে দ্বিতীয়বার হাত নেড়ে (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপমোচনকারী দয়াবান যে, তোমাদের প্রতি প্রশস্ততা দেখিয়েছেন (غَفُوْرًا) ক্ষমাশীল, সেসব ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে যা তোমাদের থেকে সংঘটিত হয়।

(٤٤) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ۞

(٤٥) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۫ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ۞

(٤٦) مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ۚ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۞

৪৪. তুমি কি তাদের দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, তারা বিভ্রান্তি ক্রয় করে এবং কামনা করে, যাতে তোমরা পথ হারিয়ে যাও।

৪৫. আল্লাহ্ তোমাদের দুশমনদের ঢের জানেন। অভিভাবকরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৪৬. ইয়াহূদীদের মধ্যে কতক লোক কথাকে তার যথাস্থান হতে নাড়াচাড়া করে এবং বলে, আমরা শুনলাম, মানলাম। আর বলে, শোন, তোমাকে না শোনানোর মত। আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে 'রাইনা'। যদি তারা বলত, আমরা শুনলাম ও মানলাম এবং শোন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর, তবে তাদের পক্ষে উত্তম ও মঙ্গল হত। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের কুফরীর কারণে তাদের প্রতি লা'নত করেছেন। কাজেই তারা অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।

(اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ) আপনি কি দেখেন নি? আপনি কি কিতাবের মধ্যে সংবাদ পাননি (اُوْتُوْا) সেইসব লোককে যাদেরকে দেয়া হয়েছে (প্রদান করা হয়েছে) (نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ) কিতাবের কিছু অংশ অর্থাৎ তাওরাতের কিছু জ্ঞান (يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ) তারা ভ্রান্তপথ ক্রয় করে ইয়াহূদীবাদ গ্রহণ করে (وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ) এবং চায় যে, তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও দীন ইসলাম পরিত্যাগ করে। এ আয়াতটি নাযিল হয় ইয়াহূদীদের দুই পণ্ডিত আল-ইয়াসা ও রাফি ইব্ন হারমালা সম্পর্কে। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ও তার সাথী-সঙ্গীকে তাদের দীনের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিল।

(وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ) আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবে জানেন অর্থাৎ মুনাফিক ও ইয়াহূদীদেরকে (وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا) আর অভিভাবকত্বে আল্লাহ্ই যথেষ্ট হিফাজতকারী হিসেবে (وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا) এবং সাহায্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট প্রতিহতকারী হিসাবে। ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে কতক অর্থাৎ মালিক ইব্ন সাইফ ও তার সাথী-সঙ্গী বা (مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ) কথাগুলির অর্থ বিকৃত করে তাওরাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাগুণ ও বিবরণ বর্ণিত হওয়ার পরও তারা তা বিকৃত করে

ফেলে এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে আসে (وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا) এবং বলে, আমরা শুনলাম তোমার কথা, হে মুহাম্মদ! (وَعَصَيْنَا) ও অমান্য করলাম তোমার নির্দেশ গোপনে (وَاسْمَعْ) এবং শোন আমাদের থেকে হে মুহাম্মদ! (غَيْرَ مُسْمَعٍ) না শোনার মত অর্থাৎ তোমার অনুসরণ করা হবে না এবং তোমার কথা মান্য করা হবে না গোপনে (وَرَاعِنَا) এবং "রা'ইনা" অর্থাৎ আমাদের থেকে শোন হে মুহাম্মদ! তাদের ভাষায় এর অর্থ তুমি শোন (لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ) নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে অর্থাৎ তারা গালি গালাজ ও তাচ্ছিল্য দিয়ে মুখ বিকৃত করে (وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ) এবং দীনের প্রতি কটাক্ষ করে ইসলামে দোষ লেপন করে (وَلَوْ اَنَّهُمْ) যদি তারা অর্থাৎ ইয়াহূদীরা (قَالُوْا سَمِعْنَا) বলত : আমরা শুনলাম তোমার কথা হে মুহাম্মদ! (وَاَطَعْنَا) এবং মান্য করলাম তোমার নির্দেশ (وَاسْمَعْ) এবং তুমি শোন আমাদের থেকে (وَانْظُرْنَا) এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর, আমাদের দিকে নেক দৃষ্টি রাখ (لَكَانَ خَيْرًا) তবে তা তাদের জন্য ভাল হত গালিগালাজ ও তাচ্ছিল্য থেকে (وَاَقْوَمَ) ও সঙ্গত হত সঠিক হত (وَلٰكِنْ) কিন্তু তারা (لَعَنَهُمُ اللّٰهُ) আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন জিযিয়ার (ব্যক্তি কর) দ্বারা (بِكُفْرِهِمْ) তাদের কুফরীর জন্য তাদের কুফরীর শাস্তিস্বরূপ (فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا) তাই তাদের অল্পসংখ্যকই ঈমান আনে। তারা হলেন তাদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম ও তাঁর সাথী-সঙ্গীগণ।

(٤٧) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

৪৭. হে কিতাবধারীগণ! তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থকরূপে যে কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আন–তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহ বিকৃত করত তা পিছন দিকে উল্টিয়ে দেওয়ার পূর্বে অথবা শনিবার দিবস-সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে যেরূপ লা'নত করেছি তদ্রূপ তাদেরকে লা'নত করার পূর্বে। আর আল্লাহ্র আদেশ তো কার্যকর হয়েই থাকে।

(يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ) ও হে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাওরাতের জ্ঞান দেয়া হয়েছে মুহাম্মদ ﷺ-এর বিবরণ ও গুণাগুণ সম্পর্কে। (اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا) তোমরা ঈমান আন আমি যা নাযিল করেছি তাতে অর্থাৎ কুরআনের উপর (مُصَدِّقًا) যা সমর্থনকারী অনুকূল (لِّمَا مَعَكُمْ) তোমাদের কাছে যা আছে তার অর্থাৎ তাওহীদ ও মুহাম্মদ ﷺ-এর বিবরণ গুণাবলীর। (مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا) এর পূর্বেই যে, আমি মুখমণ্ডলসমূহ বিকৃতও করি অর্থাৎ তোমাদের অন্তরে পরিবর্তন এনে দেই (فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَا) অতঃপর সেগুলোকে ফিরিয়ে দেই পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেই সেগুলোকে হিদায়াতের আলো থেকে এবং তাদের চেহারা ফিরিয়ে দেই পেছনের দিকে (اَوْ نَلْعَنَهُمْ) অথবা আমি তাদেরকে লা'নত করি অথবা তাদের আকৃতি বিকৃত করি (كَمَا لَعَنَّا) যেরূপ লা'নত করেছিলাম আকৃতি বিকৃত করেছিলাম (اَصْحٰبَ السَّبْتِ) আসহাবে সাবত-কে বানররূপে (وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا) আর আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর হয়ে থাকে (বাস্তবায়িত হয়ে থাকে) এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

(٤٨) إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى إِثْمًا عَظِيْمًا ○

(٤٩) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

(٥٠) أُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفٰى بِهٖٓ إِثْمًا مُّبِيْنًا ع

(٥١) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ أَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ○

৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর শরীক স্থির করে। এছাড়া যাবতীয় গুনাহ যা ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র শরীক স্থির করল, সে মহা পাপ করল।

৪৯. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ বলে। বরং আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করেন। এবং তাদের প্রতি সূতা বরাবরও জুলুম করা হবে না।

৫০. দেখ, তারা কিভাবে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে। প্রকাশ্য ও পাপ হিসেবে এটাই যথেষ্ট।

৫১. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ লাভ করেছে, তারা দেব-দেবী ও শয়তানকে মান্য করে এবং কাফিরদের বলে, মুসলিমদের চেয়ে এরাই বেশি সঠিক পথে আছে।

(اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না যদি তার ওপর সে মৃত্যুবরণ করে (وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ) এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন যে তওবা করে (وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى) এবং যে কেউ আল্লাহ্র শরীক করে সে উদ্ভাবন করে আল্লাহ্র ওপর মিথ্যা আরোপ করে (اِثْمًا عَظِيْمًا) মহাপাপের (মিথ্যার)। এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর চাচা হযরত হামযা (রা)-এর হত্যাকারী ওয়াহ্শী সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

(اَلَمْ تَرَ اِلَى) আপনি কি দেখেন নি আপনি কি কিতাবের মাধ্যমে সংবাদ পাননি তাদেরকে তাদের সম্পর্কে (الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ) যারা পবিত্র মনে করে নির্দোষ মনে করে (اَنْفُسَهُمْ) নিজেদেরকে পাপরাশি থেকে অর্থাৎ ইয়াহূদীরা বুহায়র ইব্ন আমর ও মুরাহহাব ইব্ন যায়দ (بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ) বরং আল্লাহ্ পবিত্র করেন পাপরাশি থেকে মুক্ত করেন (مَنْ يَّشَاءُ) যাকে ইচ্ছা যে এর উপযুক্ত তাকে (وَلَايُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا) এবং তাদের ওপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না, তাদের পাপরাশি থেকে সামান্য পরিমাণও কমানো হবে না। আয়াতে উল্লিখিত فَتِيْلُ শব্দটির মূল অর্থ হল খেজুরের আঁটির ফাঁকের মধ্যে যে পর্দা থাকে তাই। আরো বলা হয়, আঙ্গুলগুলোর ফাঁকে সূতার ন্যায় যে ময়লা জমে থাকে তা-ই।

(اُنْظُرْ) দেখুন হে মুহাম্মদ (كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ) কিরূপে তারা উদ্ভাবন করে তৈরী করে (عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ) আল্লাহ্র ওপর মিথ্যা, তাদের এ কথার মাধ্যমে যে, আমরা দিনের বেলা যে পাপ করব আল্লাহ্ রাতে তা মাফ করে দেবেন। আর আমরা রাতে যে পাপ করব আল্লাহ্ দিনে তা ক্ষমা করে দিবেন, (وَكَفٰى بِهٖ) এই যথেষ্ট আল্লাহ্র প্রতি তাদের এ ধারণা যা তারা বলে, (اِثْمًا مُّبِيْنًا) প্রকাশ্য পাপ হিসাবে, প্রকাশ্য মিথ্যা হিসাবে।

(اَلَمْ تَرَ) আপনি কি দেখেন নি, আপনি কি জানেন হে মুহাম্মদ! (اِلَى) তাদেরকে তাদের সম্পর্কে (الَّذِيْنَ اُوْتُوْا) যাদেরকে দেয়া হয়েছে প্রদান করা হয়েছে (نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ) কিতাবের এক অংশ অর্থাৎ তাওরাতের জ্ঞান আপনার গুণাগুণ ও বিবরণ সম্পর্কে এবং রজমের আয়াত ও এধরনের যা কিছু আছে তার সম্পর্কে। তারা হল মালিক ইব্ন সায়ফ ও তার সাথী-সঙ্গীরা যারা সংখ্যায় ছিল সত্তরজন। (يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ) তারা বিশ্বাস করে প্রতীমায় অর্থাৎ হুয়াই ইব্ন আখতাবকে (وَالطَّاغُوْتِ) এবং শয়তানকে অর্থাৎ কা'ব ইব্নুল আশরাফকে (وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا) আর কাফিরদের সম্বন্ধে বলে (মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে বলে) (هٰؤُلَاءِ) এরা মক্কার কাফিরগণ (اَهْدٰى) অধিক হিদায়াতের পথে সঠিক পথে রয়েছে (مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) তাদের অপেক্ষা যারা ঈমান এনেছে মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর, কুরআনের উপর এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর দীনের উপর (سَبِيْلًا) পথ হিসাবে সঠিক দীন হিসাবে। এখানে বাক্য বিন্যাসে অগ্র-পশ্চাৎ হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন জিযিয়া কর আরোপের দ্বারা।

(٥٢) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ؕ

(٥٣) اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ۙ

(٥٤) اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا

৫২. এরাই তারা যাদের প্রতি আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। আর যার প্রতি আল্লাহ্ লা'নত করেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারী পাবে না।

৫৩. তা হলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ আছে, তা হলে তো তারা মানুষকে এক কপর্দকও দেবে না।

৫৪. না কি তারা মানুষকে হিংসা করে আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দিয়েছেন তজ্জন্য। তা আমি তো ইবরাহীমের খান্দানকে কিতাব ও জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।

(اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ) আর আল্লাহ্ যাকে লা'নত করেন যাকে শাস্তি দেন দুনিয়া ও আখিরাতের (فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ) আপনি পাবেন না তার জন্য হে মুহাম্মদ! (نَصِيْرًا) কোন সাহায্যকারী আযাব থেকে রক্ষাকারী।

(اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ) তাদের কি কোন অংশ আছে ইয়াহূদীদের যদি কোন অংশ থাকত (مِنَ الْمُلْكِ فَاِذًا) রাজ্য ক্ষমতার, তাহলে এরা দিত না প্রদান করত না (لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ) মানুষকে অর্থাৎ মুহাম্মাদ ও তাঁর সাহাবীদেরকে (نَقِيْرًا) সামান্য পরিমাণও। খেজুরের আঁটির উপর যে সামান্য পর্দা হয় সেই পরিমাণও।

(اَمْ يَحْسُدُوْنَ) অথবা তারা কি ঈর্ষা করে? বরং তারা ঈর্ষা করে (النَّاسَ) মানুষকে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-কে (مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ) আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তার জন্য আল্লাহ্

তাঁকে যে কিতাব, নবূওয়াত ও অধিক স্ত্রী দান করেছেন তার জন্য (فَقَدْ اٰتَيْنَا) আমি তো দিয়েছিলাম দান করেছিলাম (اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ) ইব্‌রাহীমের বংশধরদেরকে দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে (الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ) কিতাব ও হিকমাত বিদ্যা, বুদ্ধি ও নবূওয়াত (وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا) আর আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম বিশাল রাজ্য। আমি তাদেরকে সম্মানিত করেছিলাম নবূওয়াত ও ইসলামের দ্বারা এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের রাজ্য। তাই দাউদ (আ)-এর ছিল একশত বিবাহিতা স্ত্রী এবং সুলায়মান (আ)-এর ছিল সাতশত বাঁদী, তিনশত বিবাহিতা স্ত্রী।

(৫৫) فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ۝

(৫৬) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۚ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

(৫৭) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۚ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۚ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ۝

৫৫. তারপর তাদের কতক তাতে বিশ্বাস করেছিল এবং কতক তা হতে দূরে সরে থেকে ছিল। জাহান্নামের আগুনই দগ্ধ করার জন্য যথেষ্ট।

৫৬. নিশ্চয়ই যারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, সত্বর আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। যখনই তাদের চামড়া দগ্ধীভূত হবে, আমি তাদেরকে এর বদলে অন্য চামড়া দান করব, যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৫৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয়ই তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব উদ্যানে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। তাদের জন্য তাতে রয়েছে পবিত্র স্ত্রী। এবং আমি তাদেরকে দাখিল করব ঘন ছায়ায়।

(فَمِنْهُمْ) অতঃপর তাদের ইয়াহূদীদের (مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ) কতক ঈমান এনেছিল তাতে দাউদ ও সুলায়মান (আ)-এর কিতাবের প্রতি (وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ) আর তাদের কতক তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তার সাথে কুফরী করেছিল (وَكَفٰى) আর যথেষ্ট। কা'ব ও তার সঙ্গী-সাথীদের জন্য (بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا) জাহান্নামে দগ্ধ করার জন্য জ্বলন্ত আগুন হিসাবে।

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا) যারা প্রত্যাখ্যান করে আমার আয়াতকে মুহাম্মদ ও কুরআনকে (سَوْفَ) শীঘ্রই এটা তাদের জন্য ধমকস্বরূপ (نُصْلِيْهِمْ) তাদেরকে আমি প্রবেশ করাবো ঢুকাবো (نَارًا) জাহান্নামে আখিরাতের দিন (كُلَّمَا نَضِجَتْ) যখনই জ্বলে পুড়ে যাবে দগ্ধীভূত হয়ে যাবে (جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا) তাদের চামড়া তখন আমি আবার তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে তাদের নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেব (لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ) যাতে তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে যাতে তারা আযাবে কষ্ট পায়। (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا) আল্লাহ্ পরাক্রমশালী তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে (حَكِيْمًا) প্রজ্ঞাময় চামড়া পাল্টে দেয়ার মাধ্যমে তাদের ওপর হিকমত প্রয়োগ করবেন। এরপর মু'মিনদের সম্পর্কে নাযিল হয়। তিনি বলেন ঃ

(وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) আর যারা ঈমান আনে মুহাম্মাদ ﷺ, কুরআন এবং সকল কিতাব ও নবী রাসূল-এর ওপর ((وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ)) এবং ভাল কাজে করে ইখলাসের সাথে তাদের ও তাদের রবের মধ্যকার সকল ইবাদত পালন করেছে (سَنُدْخِلُهُمْ) তাদেরকে দাখিল করব আখিরাতে (جَنّٰتٍ) জান্নাতে বাগানসমূহে (تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا) প্রবাহিত হবে যার পাদদেশে তার গাছপালা ও প্রাসাদসমূহের নীচ দিয়ে (الاَنْهٰرُ) নহরসমূহ সেগুলো হবে মদ, দুধ, মধু এবং পানির নহর (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا) সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে জান্নাতে তারা বসবাস করতে থাকবে তারা সেখানে মৃত্যুবরণও করবে না আর সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না (لَهُمْ فِيْهَا) তাদের জন্য সেখানে থাকবে জান্নাতে (اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ) স্ত্রীগণ যারা পবিত্র হায়েয ও অন্যান্য নাপাকী থেকে (وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيْلاً) এবং তাদেরকে দাখিল করব চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় আরো বলা হয় -এর অর্থ হল দীর্ঘ ছায়ায়। পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল হয় সেই [কা'বার] চাবি সম্পর্কে যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসমান ইব্ন তালহা (রা) থেকে আমানত স্বরূপ নিয়েছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সে আমানত তার হকদারের নিকট ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

(٥٨) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا ○

(٥٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানতকে তার হকদারের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন মানুষের মাঝে বিচার নিষ্পত্তি কর, তখন ইনসাফের সাথে বিচার কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৫৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূল ও তোমাদের মধ্যকার নেতৃবর্গের আনুগত্য কর। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ন্যস্ত কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখ। এটাই উত্তম এবং এর পরিণতি খুবই ভাল।

(اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ প্রত্যার্পণ করতে (চাবি ফেরৎ দিতে) (اِلٰى اَهْلِهَا) তার হকদারকে। উসমান ইব্ন তালহাকে (وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ) আর যখন তোমরা বিচারকার্য পরিচালনা করবে মানুষের মধ্যে, উসমান ইব্ন তালহা ও আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের মধ্যে (اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ) তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে চাবি ফেরৎ দিবে উসমানকে এবং 'সাকারা' অর্থাৎ হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব দেবে আব্বাসকে (اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ) আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট কত সুন্দর নির্দেশ দেন তোমাদেরকে! আর তা হল আমানাতসমূহ প্রত্যর্পণ করা এবং ন্যায়ভিত্তিক বিচার করা (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا) আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা। আব্বাস (রা)-এর কথা যে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে পানি পান করানোর

দায়িত্বের সাথে সাথে চাবিও দিন।" (بَصِيْرًا) সর্বদ্রষ্টা। উসমান ইব্ন তালহার কার্যকলাপ যখন তিনি চাবি দিতে অস্বীকার করলেন। তারপর বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র আমানত স্বরূপ আমার প্রাপ্য গ্রহণ করুন।"

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ! উসমান ইব্ন তালহা ও তার সাথী-সঙ্গীবৃন্দ (اَطِيْعُوا اللّٰهَ) তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর যা তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দেন (وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ) এবং রাসূলের আনুগত্য কর যা তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দেন (وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ) তাদের যারা এবং তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী সমর নেতাগণ। আরো বলা হয়, আলিম সম্প্রদায়। (فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ) যদি তোমরা পরস্পরে বিবাদ কর মতবিরোধ কর (فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ) কোন বিষয়ে তাহলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্র কাছে আল্লাহ্র কিতাবের কাছে (وَالرَّسُوْلِ) এবং রাসূলের কাছে রাসূলের সুন্নাতের কাছে (اِنْ كُنْتُمْ) যদি তোমরা (যখন তোমরা) (تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) বিশ্বাস কর আল্লাহ্র প্রতি এবং পরকালের প্রতি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি। (ذٰلِكَ) এটাই) আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের কাছে উপস্থাপিত করা (خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا) উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।

(٦٠) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ○

(٦١) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ○

৬০. তুমি কি তাদের দেখনি, যারা দাবী করে যে, তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে, তারা শয়তানের নিকট বিচার প্রার্থী হতে চায়, অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে সুদূর বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করতে।

৬১. যখন তাদের বলা হল, এসো আল্লাহ্ যে বিধান নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, যখন তুমি মুনাফিকদের দেখলে তোমার নিকট হতে দ্রুত সটকে পড়ছে।

(اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ) আপনি কি দেখেন নি? আপনি কি সংবাদ রাখেন না? (يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ) তাদেরকে (তাদের সম্পর্কে) (اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ) যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার উপর অর্থাৎ কুরআনের উপর (وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছিল তার উপর অর্থাৎ তাওরাতের উপর (يُرِيْدُوْنَ) তারা চায় বিবাদের সময় (اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ) বিচার প্রার্থী হতে তাগুতের কাছে কা'ব ইব্নুল আশরাফের কাছে (وَقَدْ اُمِرُوْا) যদিও তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুরআনে (اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ) তাকে প্রত্যাখ্যান করার, তার থেকে মুক্ত থাকার (وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ) এবং শয়তান চায় তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে (ضَلٰلًا بَعِيْدًا) ভীষণভাবে সত্যপথ ও হিদায়াত থেকে। এ আয়াতটি বিশর নামক এক মুনাফিক সম্পর্কে নাযিল হয় যাকে উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) হত্যা করেন। এক ইয়াহূদীর সাথে তার মোকদ্দমা ছিল।

(وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ) আর যখন তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতাআকে যার বিবাদ ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফুফাতো ভাই যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামের সাথে (تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ) এস, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে অর্থাৎ আল্লাহ্ কুরআনে যে হুকুম নাযিল করেছেন (وَاِلَى الرَّسُوْلِ) এবং রাসূলের দিকে, রাসূলের নির্দেশের দিকে (رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ) তখন আপনি দেখবেন মুনাফিকদেরকে হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতাআকে (يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا) যা, তারা আপনার কাছ থেকে মুখ ফিরায়ে নিয়েছে, আপনার নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তাই আল্লাহ্ বলছেন ঃ

(٦٢) فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ○

(٦٣) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ بَلِيْغًا ○

৬২. তখন কি অবস্থা হবে যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন মুসীবত হবে? তারপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তোমার নিকট আসবে যে, আমাদের কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য ছিল না।

৬৩. এরাই তারা, যাদের মনের কথা আল্লাহ্ জানেন। কাজেই তুমি তাদের উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে উপদেশ দাও ও তাদের ব্যাপারে তাদের সাথে কাজের কথা বল।

(فَكَيْفَ) কি অবস্থা হবে তাদের বিস্ময়ভরে বলা হচ্ছে যে, তারা কি করবে! (اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ) যখন তাদের কোন মুসীবত হবে শাস্তি এসে যাবে (بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ) তাদের কৃতকর্মের জন্য মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে (ثُمَّ جَاءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ) এরপর তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে অর্থাৎ হাতিব আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে যে, আল্লাহ্‌র কসম (اِنْ اَرَدْنَا) আমরা অন্য কিছুই চাইনি মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার দ্বারা (اِلَّا اِحْسَانًا) কল্যাণ ব্যতীত কথা-বার্তার মধ্যে (وَتَوْفِيْقًا) এবং সম্প্রীতি ব্যতীত যা সঠিক পদক্ষেপ।

(اُولٰٓئِكَ) এরাই তারা অর্থাৎ যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ) যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ্ তা জানেন অর্থাৎ তাদের অন্তরে যে মুনাফিকী আছে। আর সে হল হাতিব ইব্‌ন আবী বালতাআ। আরো বলা হয়, তাদের কি অবস্থা হবে! অর্থাৎ মসজিদে যিরার তৈরীকারীদের যখন তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে তাদের কৃতকর্মের দরুন অর্থাৎ তাদের মসজিদে যিরার নির্মাণ করার ফলে। এরপর তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে। অর্থাৎ ছা'লাবা ও হাতিব, তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে বলেছিল, আমাদের এই মসজিদ নির্মাণের দ্বারা আমাদের আর কোনই উদ্দেশ্য ছিল না। কেবল মু'মিনদের কল্যাণ সাধন এবং দীনী সম্প্রীতি স্থাপন। আপনি আমাদের কাছে একজন ফকীহ্ পাঠাবেন। এরাই মসজিদে যিরার নির্মাণ করেছে। তাদের অন্তরে যে মুনাফিকী ও বিরোধিতা রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালভাবে অবগত আছেন। (فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ) তাই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন তাদের ব্যাপারটি ছেড়ে দিন এবং এবারের মত তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। (وَعِظْهُمْ) তাদেরকে সদুপদেশ দিন

আপনার নিজ ভাষায় যাতে তারা পুনরায় এরূপ না করে (وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا) এবং তাদেরকে এমন কথা বলুন যা তাদের মর্মস্পর্শ করে। তাদেরকে শক্তভাবে ধমক দিন যে, তোমরা যদি আর এরূপ কর তবে আমি তোমাদেরকে এরূপ শাস্তি দেব।

(٦٤) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝

(٦٥) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

৬৪. আমি কোন রাসূল পাঠাইনি, এ উদ্দেশ্য ব্যতীত যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে তাঁর অনুগত হবে। যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তখন যদি তারা তোমার নিকট আসত এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু পেত।

৬৫. কাজেই শপথ আপনার প্রতিপালকের, তারা মু'মিন হতে পারবে না যাবত না তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে আপনাকে ন্যায়-বিচারক মনে করবে, তারপর তাদের মনে আপনার ফয়সালা সম্বন্ধে কোন দ্বিধাবোধ না করবে ও তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে।

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ) আমি এ উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তাঁর আনুগত্য করা হবে সেই রাসূলের (بِإِذْنِ اللَّهِ) আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক। রাসূল এজন্য পাঠাই নি যে মানুষ তার নির্দেশের বরখেলাফ কাজ করবে এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নিবে (যখন তারা অর্থাৎ মসজিদে যিরার নির্মাণকারীগণ ও হাতিব (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এবং মসজিদে যিরার তৈরী করে (جَاءُوكَ) তখন তারা আপনার কাছে আসলে তওবা করার জন্য (فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ) অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করলে (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ) এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে রাসূল তাদের জন্য দু'আ করলে (لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا) তবে তারা পাবে আল্লাহ্‌কে তাওবা কবূলকারী রূপে ক্ষমাশীলরূপে, (رَحِيمًا) ও পরম দয়ালুরূপে তওবা কবূলের পর তাদের প্রতি মেহেরবানরূপে।

(فَلَا وَرَبِّكَ) কিন্তু, না তোমার রবের কসম! এখানে আল্লাহ্ নিজের এবং মুহাম্মাদ ﷺ -এর বয়সের কসম খেয়েছেন (لَا يُؤْمِنُونَ) তারা ঈমান আনবে না গোপনেও আর যারা গোপনে ঈমান আনে তারা ঈমানদার হিসাবে যোগ্য নয় (حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا) যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিচারভার অর্পণ না করে আপনার উপর, যতক্ষণ না আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে (شَجَرَ بَيْنَهُمْ) নিজেদের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে যে মনোমালিন্য হয় সে ব্যাপারে। আরো বলা হয়, হুকুম সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতবিরোধ হয় সে ব্যাপারে (ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ) অতঃপর তাদের মনে না থাকে অন্তরে (حَرَجًا) কোন দ্বিধা-সন্দেহ (مِمَّا قَضَيْتَ) যা আপনি ফয়সালা করেন তাদের সম্পর্কে (وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) এবং তারা সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়, আপনার প্রতি অবনত হয়ে মেনে না নেয়।

(٦٦) وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۙ

(٦٧) وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّاۤ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ

(٦٨) وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا

(٦٩) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ؕ

৬৬. যদি তাদেরকে আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেদের প্রাণনাশ কর অথবা আপন ঘর-বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়, তবে তারা এটা করত না-তাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া। তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়, তা যদি পালন করত, তবে অবশ্যই তাদের ভাল হত এবং দীনে অধিক স্থিরতাদায়ক হত।

৬৭. এবং তখন আমি অবশ্যই তাদেরকে নিজের পক্ষ হতে মহা প্রতিদান দিতাম।

৬৮. এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করতাম।

৬৯. যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন তাদের অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণগণের সাক্ষী। অতি উত্তম তাদের সাহচর্য।

(وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ) আর যদি আমি আদেশ দিতাম তাদেরকে তাদের জন্য অনিবার্য করে দিতাম যেরূপ অনিবার্য করেছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য (اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ) যে, তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর অথবা আপন ঘর ত্যাগ কর তোমাদের ঘরবাড়ী খালি হাতে (مَا فَعَلُوْا) তবে তা করত না সন্তুষ্টচিত্তে (اِلاَّ قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ) তাদের স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া নিষ্ঠাবানদের মধ্য থেকে। তাদের নেতা হলেন ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস আনসারী (রা) (وَلَوْ اَنَّهُمْ) যদি তারা মুনাফিকরা (فَعَلُوْا) (مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ) করত যা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে) নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তওবা করতে ও ইখলাস পোষণ করতে (لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ) তাহলে তা তাদের জন্য ভাল হত আখিরাতে, গোপনভাবে তারা যা করে তার চাইতে (وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا) এবং চিত্তস্থিরতায় তারা দৃঢ়তর হত দুনিয়াতে বাস্তবিকভাবে।

(وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ) এবং তখন যদি তারা তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা পালন করত তাহলে আমি তাদেরকে দিতাম তাদেরকে প্রদান করতাম (مِنْ لَّدُنَّا) আমার নিকট থেকে) আমার পক্ষ থেকে (اَجْرًا) (عَظِيْمًا) মহাপুরস্কার জান্নাতে পরিপূর্ণ সওয়াব।

(وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا)-এবং তাদেরকে নিশ্চয় সরল-সোজাপথে পরিচালিত করতাম দুনিয়ায় তাদেরকে সেই প্রতিষ্ঠিত, দীনের ওপর অটল রাখতাম যার প্রতি আমি সন্তুষ্ট, আর সে দীন হল ইসলাম।

(وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ) আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত ছাওবান সম্পর্কে নাযিল হয়-তার একথার প্রেক্ষিতে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার

আশংকা হয় যে, আখিরাতে আপনার সাক্ষাৎ পাব না। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর রং বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখলেন। তিনি তাকে খুবই ভালবাসতেন তাই এটা সহ্য করতে পারছিলেন না। তখন আল্লাহ্ তার মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে ফরযসমূহে এবং রাসূলের আনুগত্য করবে সুন্নাতসমূহে (فَأُولَٰئِكَ) তারাই জান্নাতে থাকবে (مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) সঙ্গী হবে সেসব লোকের যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ্ ইহসান করেছেন (مِنَ النَّبِيِّينَ) তাঁরা হলেন আম্বিয়া মুহাম্মাদ ﷺ প্রমুখ (وَالصِّدِّيقِينَ) সিদ্দীকীন মুহাম্মাদ ﷺ-এর শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরাম (وَالشُّهَدَاءِ) শুহাদা যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়েছেন (وَالصَّالِحِينَ) এবং সালেহীন) মুহাম্মাদ ﷺ-এর সৎকর্মপরায়ণ উম্মাত। (وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا) আর তারা কত উত্তম সঙ্গী! জান্নাতের সঙ্গী।

(٧٠) ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ○

(٧١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ○

(٧٢) وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ○

(٧٣) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ○

৭০. এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অনুগ্রহ, জ্ঞানীরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৭১. হে মু'মিনগণ! তোমরা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ কর এবং অভিযানে বের হও বিভিন্ন দলে কিংবা সকলে একত্রে।

৭২. তোমাদের মধ্যে কতিপয় এমন রয়েছে, যারা অবশ্যই বিলম্ব করবে। তারপর তোমাদের কোন বিপদ হলে বলবে, আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে ছিলাম না।

৭৩. আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হলে, যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই এমনভাবে বলবেই, 'হায়! যদি তাদের সহিত থাকতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।'

(ذَٰلِكَ) এটা আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালেহীনের সঙ্গী হওয়া (الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দয়া (وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا) আর জ্ঞানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট অর্থাৎ ছাওবানের ভালবাসা, জান্নাতে তার মর্যাদা এবং সওয়াব সম্পর্কে জ্ঞানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। এরপর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হওয়ার কথা ঘোষণা করে তিনি বলেন ঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) হে মু'মিনগণ! অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীগণ (خُذُوا حِذْرَكُمْ) তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর শত্রুদের থেকে। সুতরাং তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে বের হবে না। (فَانفِرُوا) অতঃপর অগ্রসর হও অর্থাৎ বের হও (ثُبَاتٍ) হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে (أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا) অথবা এক সঙ্গে অগ্রসর হও। অর্থাৎ তোমরা সকলে নবী করীম ﷺ-এর সাথে একত্রে বের হও।

(وَإِنَّ مِنكُمْ) তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে হে মু'মিন সম্প্রদায়! (لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ) যে গড়িমসি করবেই অর্থাৎ আল্লাহর পথে বের না হয়ে গড়িমসি করে সরে থাকবে এবং যুদ্ধে তোমাদের কি বিপদ পৌঁছে

তার অপেক্ষা করবে। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই। (فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ) তোমাদের কোন মুসীবত হলে অর্থাৎ তোমরা যুদ্ধে নিহত; পরাজিত ও কোন কঠিন বিপদে নিপতিত হলে (قَالَ) সে বলবে অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই বলবে (قَدْ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ)আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ যুদ্ধে শরীক না হওয়ায় (إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا) তাদের সাথে শরীক না থাকায় অর্থাৎ সে যুদ্ধে (وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ) আর তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ হলে অর্থাৎ তোমরা যদি যুদ্ধ জয়ী হলে এবং গনীমত প্রাপ্ত হলে (مِنَ اللّٰهِ) আল্লাহর পক্ষ হতে (لَيَقُولَنَّ) সে বলবেই অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই; (كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ) যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই অর্থাৎ তোমাদের ও তাদের মধ্যে দীনি কোন সম্পর্ক এবং কোন সাহচর্যের কোন পরিচয় ছিল না। এ আয়াতে আগপিছ রয়েছে (يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ) হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম অর্থাৎ যুদ্ধে শরীক থাকতাম। (فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا) তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম অর্থাৎ গনীমত ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করতে সক্ষম হতাম।

(٧٤) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

(٧٥) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

৭৪. তারা যেন আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, যারা আখিরাতের বদলে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে। যে কেউ আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, তারপর নিহত হয় বা জয় লাভ করে, আমি তাকে মহা প্রতিদান দিব।

৭৫. কি হল তোমাদের যে, যুদ্ধ করছ না আল্লাহ্র পথে এবং সেইসব অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য, যারা বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ হতে আমাদের বের কর, এর অধিবাসী জালিম এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক নিযুক্ত কর এবং তোমার পক্ষ হতে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন-মুনাফিক নির্বিশেষে সকলকে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ) তারা সংগ্রাম করুক আল্লাহ্র পথে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যের পথে (الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ) যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে অর্থাৎ আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়। আরো বলা হয়, এ আয়াত মুসলিম তথা একনিষ্ঠ ঈমানদেরদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এ হিসাবে এর ব্যাখ্যা হবে, তারা অনুগত হয়ে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করুক যারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রিয় করে এবং পার্থিব জীবনের উপর আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ব্যক্তিদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, (وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ) কেউ আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করলে আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয়ে (فَيُقْتَلْ) সে নিহত হোক শহীদ হোক (أَوْ يَغْلِبْ) অথবা বিজয়ী

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

হোক অর্থাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করুক (فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ) আমি তাকে দান করব উভয় অবস্থায় (أَجْرًا عَظِيْمًا) মহাপুরস্কার অর্থাৎ জান্নাতের পরিপূর্ণ প্রতিদান। কতিপয় লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করাকে অপছন্দ করে ও অবজ্ঞা করে। তাদের এ অবজ্ঞার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(وَمَالَكُمْ) তোমাদের কি হল হে মু'মিন সম্প্রদায়! (لَاتُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহ্র পথে অর্থাৎ তাঁর অনুগত হয়ে মক্কাবাসী লোকদের বিরুদ্ধে (وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ) এবং যুদ্ধ করবে না অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য? (الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ) যারা বলে অর্থাৎ মক্কায় আটকে পড়া অবস্থায় (رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! (اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ) এই জনপদ থেকে বের করে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যান অর্থাৎ মক্কা থেকে (الظَّالِمِ اَهْلُهَا) যার অধিবাসীগণ জালিম অর্থাৎ মুশরিক (وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ) আপনার তরফ হতে আমাদের জন্য বানান (وَلِيًّا) একজন অভিভাবক অর্থাৎ রক্ষণবেক্ষণাকারী যেমন আত্তাব ইব্ন উসাইদ (রা) (وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا) এবং আপনার তরফ থেকে কাউকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী বানান। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দু'আ কবূল করেছেন এবং নবী করীম ﷺ-কে তাদের জন্য সাহায্যকারী ও আত্তাব ইব্ন উসায়দ (রা)-কে তাদের অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্র পথে তাদের যুদ্ধ করার কথা উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(٧٦) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۟

৭৬. যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে আর যারা কাফির তারা শয়তানের পথে লড়াই করে। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। শয়তানের চাতুরী অবশ্যই দুর্বল।

(اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) যারা মু'মিন অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا) আর যারা কাফির যেমন আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গি-সাথীরা (يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ) তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে অর্থাৎ শয়তানের আনুগত্যের পথে (فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ) সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের অর্থাৎ শয়তানের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর (اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ) শয়তানের কৌশল অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্ত (كَانَ ضَعِيْفًا) অবশ্যই দুর্বল লাঞ্ছিত হওয়ার কারণে। সুতরাং সে মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত করতে সক্ষম হবে না। যেমনিভাবে বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। কতিপয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে 'বদরে সুগরা'য় অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে বলেন ঃ

(٧٧) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۗ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

৭৭. তুমি তাদের দেখনি, যাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তোমরা নিজ হাত সংযত রাখ এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও? তারপর তাদের প্রতি যখন যুদ্ধের আদেশ হল, সহসা তাদের একটি দল মানুষকে ভয় করতে লাগল ঠিক আল্লাহ্‌কে ভয় করার মত, বা তারও বেশি ভয়। আর তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি যুদ্ধ কেন ফরয করেছ? কিছুকালের জন্য আমাদেরকে অবকাশ দিলে না কেন? বল, দুনিয়ার ভোগ সামান্য এবং মুত্তাকীর জন্য আখিরাতই উত্তম, সূতা বরাবর তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

(اَلَمْ تَرَ) আপনি কি দেখেন নি? অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি কি অবহিত নন? (اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ) যাদেরকে বলা হয়েছিল অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানকালে আমি যাদেরকে বলেছিলাম। তারা হল, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ যুহরী, সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস যুহরী, কুদামা ইব্‌ন মায'উন জুমাহী; মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ কিন্দী ও তালহা ইব্‌ন আবদুল্লাহ তামীমী (রা) (كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ) তোমরা তোমাদের হাত সংবরণ কর অর্থাৎ হত্যা ও প্রহার থেকে। কেননা এখনো পর্যন্ত আমি জিহাদের ব্যাপারে আদিষ্ট হইনি। (وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ) সালাত কায়েম কর অর্থাৎ উযূ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায রুকূ-সিজদাসহ যথাসময়ে আদায় কর। (وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ) এবং যাকাত দাও অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর। (فَلَمَّا كُتِبَ) অতঃপর বিধান দেওয়া হলে অর্থাৎ ফরয করা হলে (عَلَيْهِمْ) তাদের উপর মদীনায় হিজরতের পর। (الْقِتَالُ) যুদ্ধের অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার (اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ) তখন তাদের একদল যেমন তালহা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌। (يَخْشَوْنَ النَّاسَ) মানুষকে ভয় করতেছিল অর্থাৎ মক্কাবাসী লোকদেরকে। (كَخَشْيَةِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌কে ভয় করার মত যেভাবে মানুষ আল্লাহ্‌কে ভয় করে থাকে (اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً) অথবা তদপেক্ষা অধিক অর্থাৎ তারচেয়ে বেশী ভয় করে। (وَقَالُوْا رَبَّنَا) এবং তারা বলতে লাগল, আমাদের প্রতিপালক! (لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ) আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলেন? অর্থাৎ কেন আপনি আমাদের উপর আপনার পথে জিহাদ করা অপরিহার্য করলেন? (لَوْ لَا اَخَّرْتَنَا اِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ) আমাদেরকে কিছুদিনের অবকাশ দিন না? অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে জিহাদ করা হতে অব্যাহতি দিন না কেন? (قُلْ) বলুন অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি তাদেরকে বলুন (مَتَاعُ الدُّنْيَا) পার্থিব ভোগ অর্থাৎ দুনিয়ার উপকারী বস্তু (قَلِيْلٌ) সামান্য আখিরাতের তুলনায় (وَالْاٰخِرَةُ) এবং পরকালই অর্থাৎ পরকালের সওয়াবই (خَيْرٌ) উত্তম অধিক ভাল (لِمَنِ اتَّقٰى) যে মুত্তাকী তার জন্য অর্থাৎ যে কুফ্‌র, শিরক এবং অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে তার জন্য। (وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا) এবং তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। অর্থাৎ তোমাদের নেকী থেকে সামান্য পরিমাণও হ্রাস করা হবে না। আয়াতে উল্লিখিত (فَتِيْلًا) অর্থ, খেজুর বিচির পাতলা বাকল। আরো বলা হয়, দড়ি পাকানোর সময় হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে যে সামান্য পরিমাণ ময়লা লাগে তাকে (فَتِيْلٌ) বলে।

(٧٨) اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ○

(٧٩) مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۗ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, যদিও তোমরা সুরক্ষিত দুর্গে থাক। যদি তাদের কোন কল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে। আর কোন অকল্যাণ হলে বলে, এটা তোমার পক্ষ হতে। আর কোন অকল্যাণ হলে বলে, এটা তোমার পক্ষ হতে। বল, সবকিছুই আল্লাহ্র পক্ষ হতে। এসব লোকের হল কি যে, এরা একেবারেই যেন কোন কথা বোঝে না।

৭৯. তোমার যা কিছু কল্যাণ হয় তা আল্লাহ্রই পক্ষ হতে, যা কিছু অকল্যাণ তোমার হয়, তা তোমার নিজেরই পক্ষ হতে। আমি তোমাকে মানুষের নিকট রাসূলরূপে পাঠিয়েছি। প্রত্যক্ষদর্শীরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

(اَيْنَ مَاتَكُوْنُوْا) তোমরা যেখানেই থাক না কেন অর্থাৎ হে একনিষ্ঠ মু'মিনগণ ও হে মুনাফিকরা তোমরা জলে-স্থলে অথবা সফরে বা আবাসে থাক (يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ) মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই অর্থাৎ তোমরা মারা যাবেই (وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ) এমনকি সুউচ্চ; সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও অর্থাৎ সংরক্ষিত দুর্গে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিক এবং ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের অবাস্তব উক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, তারা বলে, আমরা দেখতে পাচ্ছি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ আমাদের দেশে আগমন করার পর থেকে আমাদের ফল ফলাদি এবং শস্যাদির উৎপাদন বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাদের এ উক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (وَاِنْ تُصِبْهُمْ) যদি তাদের পৌঁছে অর্থাৎ ইয়াহূদী এবং মুনাফিকদের (حَسَنَةٌ) কোন কল্যাণ অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ্য, পণ্য সামগ্রীর মূল্য হ্রাস, এবং সময়মত বছরে বৃষ্টিপাত হওয়া (يَقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ) তবে তারা বলে, এ আল্লাহ্র কাছ হতে কেননা তিনি আমাদের ভাল আমল সম্পর্কে অবহিত আছেন (وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ) আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয় অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, বিপদ-আপদ ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় (يَقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ) তবে তারা বলে, এ সব কিছু তোমার নিকট থেকে। অর্থাৎ এসব মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীদের অশুভ লক্ষণের কারণেই হয়েছে। (قُلْ) বলুন অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি মুনাফিক এবং ইয়াহূদীদেরকে বলুন, (كُلٌّ) সবকিছু কল্যাণ ও অকল্যাণ (مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ) আল্লাহ্র নিকট থেকে (فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ) এই সব সম্প্রদায়ের কি হল অর্থাৎ মুনাফিক এবং ইয়াহূদীদের (لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا) যে, তারা একেবারেই কোন কথা বুঝে না অর্থাৎ একথা যে, কল্যাণ-অকল্যাণ সবকিছু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এরপর কি কারণে তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ পৌঁছে এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(مَا أَصَابَكَ) আপনার যা হয় হে মুহাম্মদ (مِنْ حَسَنَةٍ) কল্যাণ যেমন স্বাচ্ছন্দ্য দ্রব্য মূল্য হ্রাস, এবং যথাসময় বছরে বৃষ্টিপাত হওয়া ইত্যাদি। (فَمِنَ اللّٰهِ) তো আল্লাহ্র নিকট থেকে অর্থাৎ এগুলোর আল্লাহ্র পক্ষ হতে আপনার জন্য বিশেষ নিয়ামত। এখানে বাহ্যত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য হল তাঁর সকল কওমকে সম্বোধন করা। (وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ) এবং অকল্যাণ যা তোমার হয় যেমন দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। (فَمِنْ نَّفْسِكَ) তা তোমার নিজের কারণে সুতরাং তুমি এগুলো থেকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে নিজের পবিত্রতার প্রতি মনোযোগী হও। আরো বলা হয়, তোমার যা কল্যাণ হয় যেমন যুদ্ধে জয়যুক্ত হওয়া এবং গনীমতের মাল হাসিল হওয়া এসব কিছু আল্লাহ্র নিকট থেকে মর্যাদা স্বরূপ দান আর তোমার যা অকল্যাণ হয় অর্থাৎ কারো নিহত হওয়া এবং যুদ্ধে পরাজিত হওয়া যেমন উহুদ যুদ্ধে হয়েছে তা তোমার নিজের কারণেই অর্থাৎ তোমার সঙ্গীরা যেহেতু কেন্দ্র ত্যাগ করেছে তাই তাদের অপরাধের কারণেই এমনটি ঘটেছে। আরো বলা হয়, তোমার যা কল্যাণ হয় অর্থাৎ তুমি যে নেক আমল কর তা আল্লাহ্র দেওয়া তাওফীক ও তার সাহায্যে হয়ে থাকে এবং তোমার যা অকল্যাণ হয় অর্থাৎ তুমি যে মন্দ কাজ কর তা তোমার নিজের অপরাধ ও ভুলের কারণেই হয়ে থাকে। (وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি মানুষের জন্য জ্বিন ও মানুষ উভয় সম্প্রদায়ের জন্য (رَسُوْلًا) রাসূল হিসাবে আপনার অর্থাৎ আমার বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য (وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا) সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। অর্থাৎ "কল্যাণ আল্লাহ্র নিকট থেকে এবং অকল্যাণ মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের অশুভ লক্ষণের কারণে হয়" তাদের এ বক্তব্যের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আরো বলা হয়, তারা যে বলে, আমাদের নিকট একজন সাক্ষী নিয়ে এসো; যে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তুমি আল্লাহ্র রাসূল তাদের এ বক্তব্যের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। যখন এ আয়াত নাযিল হল রাসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হবে। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই বলল, মুহাম্মদ আমাদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্যের কথা না বলে তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(٨٠) مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ أَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝

(٨١) وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۡ فَإِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ۗ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

৮০. যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তা আমি তোমাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাই নি।

৮১. তারা বলে, কবূল করি। তারপর যখন তোমার নিকট হতে বের হয়ে যায়, তখন রাত্রে তাদের একদল তার বিপরীত পরামর্শ করে, যা তোমাকে বলেছিল। তারা যা পরামর্শ করে, তা আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করেন। কাজেই, তুমি তাদের উপেক্ষা কর ও আল্লাহ্র প্রতি ভরসা কর। কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

(مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ) যে রাসূলের আনুগত্য করে তাঁর নির্দেশিত বিষয়ে (فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ) সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো আল্লাহ্র নির্দেশের বাইরে কোন হুকুম করেন না। (وَمَنْ)

(وَمَنْ تَوَلّٰى) এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয় রাসূলের আনুগত্য থেকে (فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا) আপনাকে তাদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরণ করি নি অর্থাৎ জিম্মাদাররূপে।

(وَيَقُوْلُوْنَ) তারা বলে, অর্থাৎ মুনাফিক 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ও তার সঙ্গীরা। (طَاعَةٌ) আনুগত্য করি অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আমরা আপনার হুকুমের আনুগত্য করি। আপনি যা ইচ্ছা হুকুম করুন। আমরা তা বাস্তবায়িত করব। (فَاِذَا بَرَزُوْا) তারপর যখন তারা চলে যায় বের হয়ে যায় (مِنْ عِنْدِكَ) আপনার নিকট থেকে (بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ) তখন রাতে তাদের মুনাফিকদের একদল রাতে তা একদল পরামর্শ করে অর্থাৎ পরিবর্তন করে দেয় (غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ) আপনি যা বলেন এর বিপরীত অর্থাৎ আপনার হুকুমের বিপরীত (وَاللّٰهُ يَكْتُبُ) আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রাখেন হিফাজত করে রাখেন (مَابُيَيِّتُوْنَ) যা তারা রাতে পরামর্শ করে অর্থাৎ আপনার নির্দেশের মধ্যে তারা যা পরিবর্তন করে। (فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ) সুতরাং আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন অর্থাৎ তাদেরকে কোন শাস্তি দিবেন না। (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ) এবং আপনি আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখুন তাদের সাথে সন্ধির বিষয়ে (وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً) কর্ম বিধায়ক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট অর্থাৎ আপনাকে সাহায্য করা এবং তাদের উপর আপনাকে কর্তৃত্ব দান করার ব্যাপারে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

(٨٢) اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝

(٨٣) وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰۤى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৮২. তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না? তা যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও হত, তবে অবশ্যই তারা এতে বহু অসংগতি পেত।

৮৩. যখন তাদের নিকট নিরাপত্তা বা ভয়ের কোন সংবাদ পৌছায় তখন তা প্রচার করে দেয়। যদি তা রাসূল বা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারে তাদের নিকট পৌছিয়ে দিত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তা অনুসন্ধান করতে পারত। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও মেহেরবানী না হত, তবে কিছু সংখ্যক ছাড়া তোমরা অবশ্যই শয়তানের অনুসরণ করতে।

(اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ) তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না ? যে, এর আয়াতগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এর এক আয়াত অন্য আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। আর এতে রয়েছে ঐ সমস্ত বিষয়াদি যার নির্দেশ নবী করীম ﷺ তাদেরকে দিয়েছেন। (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ) (এ যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও হত) অর্থাৎ কুরআন যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মানুষের রচিত হত (لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا) তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি পেত অর্থাৎ অনেক বৈপরিত্য ও বৈসাদৃশ্য দেখতে। এরপর মুনাফিকদের খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ) যখন কোন শান্তির সংবাদ তাদের নিকট আসে অর্থাৎ মুসলিম সৈন্যদের বিজয় অথবা গনীমতের মাল প্রাপ্ত হওয়ার কোন সংবাদ আসে এ অবস্থায়ও তারা হিংসার বশীভূত হয়ে

নিজেদের আচরণের উপর অবিচল থাকে। (أَوِ الْخَوْفِ) অথবা শংকার অর্থাৎ যখন মুসলিম সৈন্যদের ভয়-ভীতি; হত্যা বা পরাজয় সম্পর্কিত কোন সংবাদ তাদের নিকট আসে (أَذَاعُوْا بِهِ) তখন তারা তা প্রচার করে থাকে। অর্থাৎ প্রকাশ ও প্রচার করে বেড়ায়। (وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ) (যদি তারা তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গোচরে আনত) অর্থাৎ তারা সৈন্যদের সংবাদ প্রচার না করে রাসূলের কাছে আসত আর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিতেন এড়িয়ে যেত (وَاِلَى اُوْلِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ) অথবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ মু'মিনদের জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তাদের গোচরে আনতে যেমন আবূ বকর ও তাঁর সঙ্গীরা (لَعَلِمَهُ) তবে অবশ্যই একে জানত অর্থাৎ সত্য সংবাদ হিসাবে জানত (الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ) ঐ সমস্ত লোকেরা যারা তথ্য অনুসন্ধান করে) অর্থাৎ সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করে (مِنْهُمْ) তাদের থেকে যেমন আবূ বকর (রা) ও তাঁর সঙ্গীরা। (وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ) তোমাদের প্রতি যদি না থাকত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অর্থাৎ তাঁর পক্ষ হতে অনুগ্রহ না থাকত (وَرَحْمَتُهُ) এবং তাঁর দয়া অর্থাৎ তাঁর তাওফিক না হলে এবং তিনি তোমাদেরকে হিফাজত না করলে (لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ) তবে অবশ্যই তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে) অর্থাৎ তোমরা সকলেই (اِلَّا قَلِيْلًا) অল্প সংখ্যক ব্যতীত অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে যারা কেবল ভাল কথাই প্রচার করে থাকে তারা ব্যতীত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ-কে "বদরে সুগরার" উদ্দেশ্যে তাঁর পথে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

(٨٤) فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ۝

(٨٥) مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ۝

৮৪. কাজেই, আপনি আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুন। আপনি কেবল আপনার নিজেকে ব্যতীত কারুর জন্য দায়ী নন। আর মুসলিমগণকে উৎসাহিত করুন। শীঘ্রই আল্লাহ্ কাফিরদের লড়াই বন্ধ করে দিবেন। আল্লাহ্ যুদ্ধে সুদৃঢ় এবং শাস্তিদানে সুকঠিন।

৮৫. যে ব্যক্তি ভাল কাজে সুপারিশ করে, সেও তার এক অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজে সুপারিশ করে, তার উপরও তার দায়-ভাগ বর্তাবে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

(فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) সুতরাং আপনি যুদ্ধ করুন আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যের পথে (لَاتُكَلَّفُ) তোমাকে দায়ী করা হবে না অর্থাৎ তোমাকে সে বিষয়ে দেওয়া হবে না (اِلَّا نَفْسَكَ) কিন্তু শুধু তোমার নিজের জন্যই উৎসাহিত কর (وَحَرِّضِ) এবং উদ্বুদ্ধ কর (الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদেরকে তোমার সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্য (عَسَى اللّٰهُ) হয়তো আল্লাহ্ এখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে "হয়তো" এ কথাটি অনিবার্য অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (اَنْ يَّكُفَّ) সংযত করবেন বিরত রাখবেন (بَاْسَ) শক্তি অর্থাৎ যুদ্ধ (الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফিরদের (وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا) আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর (وَاَشَدُّ تَنْكِيْلًا) ও শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোরতর।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস, প্রথম খন্ড

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার যেমন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রতিদান এবং কাফির যেমন আবূ জাহ্ল এর শাস্তির কথা উল্লেখপূর্বক বলেন ঃ (مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً) কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে অর্থাৎ কাউকে তাওহীদের সুপারিশ করলে অথবা দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসার সুপারিশ করলে (يَكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا) এতে তার অংশ থাকবে অর্থাৎ পুণ্যের অংশ থাকবে (وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً) এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে অর্থাৎ শিরক করার অথবা পরনিন্দা করার সুপারিশ করলে (يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا) এতেও তার অংশ থাকবে। অর্থাৎ পাপের অংশ থাকবে (وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا) আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে নজর রাখেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাপ ও পুণ্যের সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান ও প্রতিদানকারী। আরো বলা হয়, তিনি সমস্ত জীব-জানোয়ারের জীবিকা প্রদানে ক্ষমতাবান।

(٨٦) وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۝
(٨٧) اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝
(٨٨) فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَهْدُوْا مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا ۝

৮৬. যখন তোমাদের দু'আ (সালাম) করা হয়, তখন তোমরাও তদপেক্ষা উত্তম দু'আ (সালাম) কর বা তাই উত্তরে বলে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছুর হিসাব গ্রহণকারী।

৮৭. আল্লাহ্ ব্যতীত বন্দেগীর উপযুক্ত কেউ নেই। নিশ্চয়ই তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্র করবেন এত কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ অপেক্ষা বেশী সত্যবাদী আর কে আছে?

৮৮. কি হল তোমাদের যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে গেলে? আল্লাহ্ তো তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন! আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কস্মিনকালেও তার জন্য কোন পথ পাবে না।

(وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ) তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয় অর্থাৎ তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হত (فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا) তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অর্থাৎ তোমরা স্বধর্মীয় লোকদের সালামের উত্তর প্রদান কালে কিছু শব্দ বাড়িয়ে বলবে। (أَوْ رُدُّوْهَا) অথবা তার অনুরূপ বলবে অর্থাৎ অমুসলিম কিতাবী লোক বা যেরূপ অভিবাদন করতে তোমরাও অনুরূপ উত্তর দিবে (إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ) সর্ববিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা অর্থাৎ সালাম দেওয়া এবং সালামের জওয়াব দেওয়ার বিষয়ে (حَسِيْبًا) হিসাব গ্রহণকারী অর্থাৎ তিনি এর প্রতিফল দান করবেন এবং এ বিষয়ে সাক্ষী থাকবেন। উক্ত আয়াত যারা সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য করে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তাওহীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

(اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই; তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেনই (إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ) কিয়ামতের দিন অর্থাৎ কবর থেকে উঠিয়ে কিয়ামত দিবসে (لَا رَيْبَ)

(فِيْهِ) এতে কোন সন্দেহ নেই সংশয় নেই। (وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا) কথায় আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে? এরপর দশজন মুনাফিক ইসলাম ধর্মত্যাগ করে মদীনা থেকে মক্কা ফিরে যায়। তাদের সম্বন্ধে নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(فَمَالَكُمْ) তোমাদের হল কি যে হে মুসলিম সম্প্রদায়! (فِى الْمُنَافِقِيْنَ) মুনাফিকদের সম্বন্ধে অর্থাৎ যারা ইসলাম ধর্মত্যাগ করে মদীনা হতে মক্কায় প্রত্যাগমন করেছে তাদের ব্যাপারে (فِئَتَيْنِ) তোমরা দু'দল হয়ে গেলে। একদল বলল, তাদের জান-মাল সব কিছুই আমাদের জন্য হালাল। আর অপরজন বলল, না, হালাল নয়। তাদের সব কিছুই আমাদের জন্য হারাম। (وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ) অথচ আল্লাহ্ তাদের কে তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ শিরকের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। (بِمَا كَسَبُوْا) তাদের কৃতকর্মের দরুন অর্থাৎ তাদের নিফাক এবং তাদের বদ নিয়তের কারণে। (اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا) তোমরা কি সৎপথে পরিচালিত করতে চাও অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্‌র দীনের প্রতি পথ প্রদর্শন করতে চাও। (مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ) ঐ ব্যক্তিকে যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ তাঁর দীন থেকে বিচ্যুত করেন। (وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ) এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার দীন থেকে বিচ্যুত করেন (فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا) তুমি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবে না। অর্থাৎ তার জন্য দীন বা প্রমাণ হিসাবে কোন পথ পাবে না।

(٨٩) وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۙ

৮৯. তারা চায় তোমরা যদি কাফির হয়ে যেতে, যেমন তারা কাফির হয়েছে, তা হলে তোমরা সকলে সমান হয়ে যেতে। কাজেই তাদের কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না—যাবত না মহান আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে। যদি তারা সম্মত না হয়, তবে তাদের পাকড়াও কর এবং যেখানে তাদের পাও হত্যা কর। আর তাদের কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করো না।

(وَدُّوْا) তারা কামনা করে আকাঙ্ক্ষা করে (لَوْ تَكْفُرُوْنَ) যদি তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করতে (كَمَا كَفَرُوْا) যেরূপ তারা প্রত্যাখ্যান করেছে (فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاءً) যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও অর্থাৎ যাতে তোমরাও তাদের ন্যায় শিরকে লিপ্ত হয়ে যাও। (فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ) সুতরাং তোমরা তাদের মধ্য হতে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। অর্থাৎ দান সাহায্য ও সহায়তার ক্ষেত্রে। (حَتّٰى يُهَاجِرُوْا) হিজরত না করা পর্যন্ত অর্থাৎ তারা পুনরায় ঈমান এনে আল্লাহ্‌র পথে হিজরত না করা পর্যন্ত। (فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ তাঁর অনুগত হয়ে (فَاِنْ تَوَلَّوْا) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ঈমান ও হিজরত থেকে (فَخُذُوْهُمْ) তবে তাদেরকে গ্রেফতার করবে বন্দী করবে (وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ) এবং হত্যা করবে যেখানে পাবে সেখানে) হরম এলাকার ভিতরে হোক বা বাইরে। (وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا) এবং তাদের মধ্য হতে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। অর্থাৎ দীন-ধর্ম এবং সাহায্য ও সহায়তার ক্ষেত্রে। (وَّلَا نَصِيْرًا) এবং সহায়রূপে অর্থাৎ সাহায্যকারীরূপে

গ্রহণ করবে না ও রক্ষাকারী বানাবে না। এরপর উপরোক্ত হুকুম থেকে ভিন্ন হুকুম বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(৯০) إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝

(৯১) سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ۚ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

৯০. তবে তাদেরকে নয়, যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখে যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ। অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসে যে, তাদের মন তোমাদের সাথে লড়াই করতে বা তাদের সম্প্রদায়ের সাথেও যুদ্ধ করতে সংকুচিত। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন, তখন অবশ্যই তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট সন্ধি প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পথ দেননি।

৯১. এবার তোমরা অপর এক দলকে পাবে, যারা নিরাপদ থাকতে চাইবে, তোমাদের পক্ষ হতেও এবং তাদের সম্প্রদায়ের পক্ষ হতেও। যখনই তাদেরকে ফিত্না-ফাসাদের দিকে আকৃষ্ট করা হয়, তখনই তাতে ফিরে যায়। যদি তারা তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের নিকট সন্ধি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হাত সংযত না রাখে, তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে গ্রেপ্তার করবে এবং হত্যা করবে। আমি তো তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি।

(اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ) কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মিলিত হয় অর্থাৎ এই দশজনের কেউ যদি ফিরে যায় (اِلٰى قَوْمٍ) এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে অর্থাৎ হিলাল ইব্ন উওয়াইমির আসলামীর সম্প্রদায়ের সাথে (بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ) যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ অর্থাৎ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ (اَوْ جَاءُوْكُمْ) অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসে যেমন হিলালের সম্প্রদায় (حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ) যখন তাদের মন সংকোচিত হয় অর্থাৎ সন্ধির কারণে ব্যয় নির্বাহ করার প্রচণ্ডতা হেতু তাদের মন সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। (اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ) তোমাদের সাথে লড়াই করতে যেহেতু তোমাদের সাথে তাদের সন্ধি রয়েছে। (اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ) অথবা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে। (وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ) আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তাদের ক্ষমতা দিতেন অর্থাৎ হিলাল ইব্ন উওয়াইমিরের কওমকে (عَلَيْكُمْ) তোমাদের উপর অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন (فَلَقَاتَلُوْكُمْ) ও তারা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত অর্থাৎ তাদের সম্প্রদায়ের (فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ) সুতরাং তারা যদি তোমাদের নিকট হতে সরে দাঁড়ায়

অর্থাৎ তোমাদেরকে বর্জন করে। (فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ) তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন (وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ) এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে অর্থাৎ বিনয়ের সাথে তোমাদের নিকট সন্ধি প্রস্তাব করে ও তা পূর্ণ করার অঙ্গীকার করে (فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلاً) তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পথ রাখেন না। অর্থাৎ হত্যা করার পথ রাখেন না।

(سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ) তোমরা অপর কতক লোক পাবে হিলালের কওম ব্যতীত যেমন আসাদ এবং গাতফান সম্প্রদায় (يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ) যারা তোমাদের থেকে শান্তি কামনা করবে অর্থাৎ যারা মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমা পাঠ করে নিজেদের জান-মাল এবং পরিবার ও পরিজনের ব্যাপারে তোমাদের থেকে নিরাপত্তা কামনা করবে। (وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ) এবং তাদের সম্প্রদায়ের থেকেও শান্তি কামনা করবে কুফরী কথা প্রকাশ করে (كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ) যখনই তাদেরকে ফিতনার অর্থাৎ শিরকের দিকে আহ্বান করা হয় (اُرْكِسُوْا فِيْهَا) তখনই এই ব্যাপারে তারা তাদের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হয় অর্থাৎ ফিরে যায় (فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ) যদি তারা তোমাদের নিকট হতে চলে না যায় অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা বর্জন না করে; (وَيُلْقُوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ) তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে অর্থাৎ বিনয়ের সাথে সন্ধি প্রস্তাব না দেয় (وَيَكُفُّوْا اَيْدِيَهُمْ) এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে তারা বিরত না থাকে (فَخُذُوْهُمْ) তবে তাদেরকে গ্রেফতার করবে বন্দী করবে, (وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ) এবং হত্যা করবে যেখানে পাবে অর্থাৎ চাই হরম শরীফের ভিতরে হোক বা বাইরে। (وَاُولٰٓئِكُمْ) এবং তাদের অর্থাৎ আসাদ ও গাতফান সম্প্রদায়ের (جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا) বিরুদ্ধাচরণের জন্য আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট অধিকার দিয়েছি। অর্থাৎ হত্যা করার সুস্পষ্ট অধিকার দিয়েছি।

(৯২) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۫ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

৯২. কোন মুসলিমকে হত্যা করা কোন মুসলিমের কাজ নয়, তবে ভুলবশত হলে স্বতন্ত্র। আর কেউ ভুলবশত কোন মুসলিমকে হত্যা করলে একটি মুসলিম গোলাম আযাদ করবে এবং তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ আদায় করবে, তবে তারা ক্ষমা করে দিলে ভিন্ন কথা। নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয়, আর সে নিজে মুসলিম হয় তবে একটি মুসলিম গোলাম আযাদ করবে। যদি সে এমন কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যাদের ও তোমাদের মাঝে চুক্তি রয়েছে, তবে তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ আদায় করবে এবং একটি মুসলিম গোলাম আযাদ করবে। আর যার সে সমার্থ্য না থাকে সে একাধিক্রমে দু'মাস রোযা রাখবে–আল্লাহ্‌র নিকট হতে পাপ মার্জনার জন্য এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ) কোন মু'মিনের কাজ নয় কোন মু'মিন যেমন আইয়াল ইব্‌ন আবূ রবী'আর জন্য বৈধ নয়। (اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا) কোন মু'মিনকে হত্যা করা যেমন হারিস ইব্‌ন যায়দকে হত্যা করা (اِلَّا خَطَـًٔا)

তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র; তবে ভুলবশতও হত্যা করবে না। (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا) এবং কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে (فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) এক মু'মিন দাস মুক্ত করা অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী এবং মু'মিন দাসকে মুক্ত করা তার উপর ওয়াজিব। (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ) এবং রক্ত পণ অর্পণ করা বিধেয় অর্থাৎ পূর্ণ রক্তপণ দেওয়া বিধেয় (اِلٰى اَهْلِهٖ) তার পরিবারবর্গকে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে এ রক্তপণ প্রদান করা হবে। (اِلاَّ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا) যদি না তারা সদকা করে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ যদি রক্তপণ ক্ষমা করে এবং হত্যাকারীর প্রতি তা সদকা করে দেয়। (فَاِنْ كَانَ) যদি সে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি (مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ) তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় অর্থাৎ তোমাদের সাথে যুদ্ধরত সম্প্রদায়ের লোক হয় (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) এবং সে নিহত ব্যক্তি মু'মিন হয়) (فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) তবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয় অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী এক মু'মিন দাস মুক্ত করা হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব। এ অবস্থায় নিহত ব্যক্তির পরিবারকে রক্তপণ প্রদান করা হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব নয়। বস্তুত হারিস ঐ কওমের লোক ছিল যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধরত ছিল। (وَاِنْ كَانَ) আর যদি সে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি (مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ) এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ) তবে রক্তপণ অর্পণ করা) পরিপূর্ণভাবে (اِلٰى اَهْلِهٖ) তার পরিবারবর্গকে অর্থাৎ এ রক্তপণ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে প্রদান করা হবে। (وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) এবং মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তাওহীদে বিশ্বাসী এক মু'মিন দাস মুক্ত করা তার উপর ওয়াজিব। (فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ) এবং যে সঙ্গতিহীন অর্থাৎ দাস মুক্ত করতে সক্ষম নয় (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) সে একাধিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। অর্থাৎ এমনভাবে দুই মাস সিয়াম পালন করবে যে, মাঝখানে কোনরূপ বিরতি দিবে না। (تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ) তাওবার জন্য এটা আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা। অর্থাৎ ভুলক্রমে হত্যাকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটাই তাওবার ব্যবস্থা। (وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ অর্থাৎ ভুলক্রমে হত্যাকারী ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি সম্যক অবহিত (حَكِيْمًا) প্রজ্ঞাময়। তিনি তাঁর কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত। মকীস ইব্‌ন হাবাবা যে তার ভাই হিশাম ইব্‌ন সাবাবার মুক্তিপণ গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দূত ফিহরীকে হত্যা করে এবং পরে ইসলাম ধর্মত্যাগ করে কাফির অবস্থায় মক্কায় ফিরে যায়। তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(٩٣) وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ○

৯৩. কেউ কোন মুসলিমকে জ্ঞাতসারে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। তাতেই সে হামেশা থাকবে। আর আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।

(وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا) কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে অর্থাৎ যে হত্যার ইচ্ছায় হত্যা করেছিল। (فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ) তার শাস্তি জাহান্নাম, এ হত্যার কারণে (خَالِدًا فِيْهَا) সেখানে সে স্থায়ী হবে শিরক এর কারণে (وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ) এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন। যেহেতু সে রক্তপণ গ্রহণের পর অন্যকে হত্যা করেছে (وَلَعَنَهٗ) তাকে লা'নত করবেন অর্থাৎ যে তার ভাইকে হত্যা করেনি

তাকে হত্যা করার কারণে। (وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا) এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন। আল্লাহ্র প্রতি দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করার কারণে। মিরদাস ইব্ন নাহীক আল-ফাযারী (রা) মু'মিন ছিলেন। এতদসত্ত্বেও হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) তাকে হত্যা করলে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

(٩٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

(٩٥) لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

৯৪. হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে সফর কর তখন পরীক্ষা করে নিবে এবং যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেয়, তাকে বলো না যে, তুমি মুসলিম নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ কামনা কর। আল্লাহ্র নিকট তো প্রচুর গনীমত রয়েছে। ইতিপূর্বে তোমরাও তো এরূপই ছিলে। তারপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। কাজেই, তোমরা পরীক্ষা করে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত।

৯৫. বিনা ওযরে বসে থাকা মুসলিম এবং আল্লাহ্র পথে জানমাল নিয়ে জিহাদকারী মুসলিম সমান নয়। যারা জানমাল নিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদেরকে, যারা বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ্ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা বসে থাকে, তাদের উপর যারা লড়াই করে তাদেরকে আল্লাহ্ মহা পুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

(يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ) হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন যাত্রা করবে বের হবে (فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) আল্লাহ্র পথে জিহাদে (فَتَبَيَّنُوْا) তখন পরীক্ষা করে নিবে অর্থাৎ যারাই করে নিবে; কে মু'মিন এবং কে কাফির তা পরিষ্কার হয়ে যায়। (وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ) এবং কেউ তোমাদেরকে সালাম। করলেই তাকে বল না অর্থাৎ কেউ তোমাদের সামনে সালামের সাথে সাথে "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ) কলেমা পাঠ করে শুনালো তাকে তোমরা বল না (لَسْتَ مُؤْمِنًا) তুমি মু'মিন নও। এ বলে তাকে হত্যা করবে না। (تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) ইহজীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির ধন সম্পদ গনীমতের মাল হিসাবে হাসিল করার উদ্দেশ্যে (فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ) কারণ আল্লাহ্র নিকট অনায়াস লব্ধ সম্পদ প্রচুর রয়েছে।) অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা বর্জন করবে তার জন্য বহু সওয়াব রয়েছে। (كَذٰلِكَ كُنْتُمْ) তোমরা তো এরূপই ছিলে অর্থাৎ তোমরাও তো তোমাদের কওমের মধ্যে এরূপই ছিলে (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) কলেমা পাঠ করে মুহাম্মদ ﷺ ও তার সাহাবীগণ থেকে নিরাপদ ছিলে। (مِنْ قَبْلُ) অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে (فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ) তারপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ কাফিরদের সঙ্গ ত্যাগ করে হিজরতের হুকুম দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন (فَتَبَيَّنُوْا)

সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নিবে অর্থাৎ "ক্ষান্ত হয়ে তোমরা বিষয়টি যাচাই করে নিবে, যাতে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা না করে বস। (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا) যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত অর্থাৎ হত্যা ইত্যাদি যা কিছু কর। যারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তাদের সওয়াবের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) সমান নয় মু'মিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে জিহাদ না করে (غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ) আর তারা অক্ষম নয় অর্থাৎ রোগ-ব্যাধির কারণে অথবা শারীরিক বা দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে তারা অক্ষম নয়। যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মাকতুম এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহল আসাদী (রা) বের হতে অক্ষম ছিলেন (وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ) এবং যারা আল্লাহ্র পথে ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা উভয় সমান নয় (وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ) যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। অর্থাৎ যারা বিনা ওযরে এরূপ করে তাদের উপর। (دَرَجَةً) মর্যাদা অর্থাৎ ফযীলত দিয়েছেন। (وَكُلًّا) সকলেই অর্থাৎ যারা জিহাদে আছে এবং যারা ঘরে বসে আছে তাদের প্রত্যেককেই (وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى) আল্লাহ্ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অর্থাৎ ঈমানের কারণে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। (وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ) যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ যারা বিনা ওযরে ঘরে বসে থাকে। (اَجْرًا عَظِيْمًا) মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তিনি তাদেরকে জান্নাতে মহাপ্রতিদান প্রদান করবেন।

(٩٦) دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

(٩٧) اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۗ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۗ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۗ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

৯৬. তা আল্লাহ্র পক্ষ হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯৭. যারা নিজেদের অনিষ্ট সাধনে রত, তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফিরিশ্‌তাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দেশে অসহায় ছিলাম। ফিরিশ্‌তাগণ বলে, আল্লাহ্র যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেথায় তোমরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে? কাজেই এদের ঠিকানা জাহান্নাম। তারা কত নিকৃষ্ট স্থানে পৌছল!

(دَرَجٰتٍ مِّنْهُ) এটা তার নিকট হতে মর্যাদা অর্থাৎ মর্যাদার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিরাট বড় ফযীলত (وَمَغْفِرَةً) ক্ষমা অর্থাৎ গুনাহ থেকে ক্ষমা (وَرَحْمَةً) ও দয়া অর্থাৎ আযাব থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে দয়া (وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল অর্থাৎ যারা ঘরে বসে থাকার অপরাধ থেকে তাওবা করে এবং জিহাদে বের হয় তাদের প্রতি (رَّحِيْمًا) এবং পরম দয়ালু। অর্থাৎ তাওবার অবস্থায় যারা মারা যায় তাদের প্রতি তিনি পরম দয়ালু। এরপর পঞ্চাশজন লোক যারা ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়, তাদের অধিকাংশ লোক বদর যুদ্ধে নিহত হয়। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ) ফিরিশতাগণ তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন (ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ) যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে অর্থাৎ শিরকে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে জুলুম করে। (قَالُوا) বলে, অর্থাৎ তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফিরিশতাগণ তাদেরকে ভর্ৎসনা করে বলেন, (فِيمَ كُنْتُمْ) তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? অর্থাৎ মক্কায় তোমরা কী কাজ করতে। (قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ) তারা বলে, আমরা অসহায় ছিলাম অর্থাৎ আমরা দুর্বল ও লাঞ্ছিত ছিলাম। (فِي الْأَرْضِ) দুনিয়ায় অর্থাৎ মক্কা নগরীতে কাফিরদের নিয়ন্ত্রণে আমরা অসহায় অবস্থায় ছিলাম। (قَالُوا) তারা বলে, ফিরিশতাগণ বলেন (أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ) আল্লাহ্ দুনিয়া কি ছিল না অর্থাৎ মদীনা (وَاسِعَةً) প্রশস্ত নিরাপদ (فَتُهَاجِرُوا فِيهَا) যেথায় তোমরা হিজরত করতে অর্থাৎ সে দিকে হিজরত করতে (فَأُولَئِكَ) তাদের উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের (مَأْوَاهُمْ) আবাসস্থল প্রত্যাবর্তনস্থল (جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল। যেখানে তারা ফিরে যাবে। এরপর মা'যুরদের সম্পর্কে উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(৯৮) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝

(৯৯) فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

(১০০) وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

৯৮. তবে যে সকল নারী-পুরুষ ও শিশু অসহায়, কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও চেনে না।

৯৯. এদের জন্য আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল।

১০০. কেউ আল্লাহ্র পথে দেশ ত্যাগ করলে সে দুনিয়ায় তার পরিবর্তে বহু জায়গা ও প্রাচুর্য লাভ করবে। এবং কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ থেকে হিজরত করে বের হলে, তারপর তার মৃত্যু হলে তার সওয়াব আল্লাহ্র নিকট স্থিরীকৃত হয়ে যায়। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ) তবে যেসব অসহায় পুরুষ অর্থাৎ দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকেরা (وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ) নারী ও শিশু অর্থাৎ মহিলা ও শিশুরা (لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً) কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না হিজরত করার (وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا) এবং কোন পথও পায় না অর্থাৎ কোন রাস্তা ও চিনে না।

(فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ) হয়ত আল্লাহ্, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ত ব্যবহৃত হলে তা "নিশ্চিত" অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ) তাদের পাপমোচন করবেন অর্থাৎ ক্ষমা করবেন যা তাদের থেকে

সংঘটিত হয়েছে। (وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا) কারণ আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী যা তাদের থেকে সংঘটিত হয়েছে। (غَفُوْرًا) ক্ষমাশীল, যে তাওবা করে তার জন্য।

(وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) কেউ আল্লাহ্র পথে হিজরত করলে অর্থাৎ তার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে হিজরত করলে (يَجِدْ فِى الْاَرْضِ) সে পাবে দুনিয়াতে অর্থাৎ মদীনায় (مُرٰغَمًا) আশ্রয়স্থল) যেখানে সে ঘুরাফেরা করতে পারবে। (كَثِيْرًا) বহু (وَّسَعَةً) প্রাচুর্য। জীবনোপকরণের এ আয়াতটি আকসাম ইব্ন সায়ফী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। জুন্দা ইব্ন যাম্রা (রা) এক বৃদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। পরে মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে হিজরত করে তান'ঈন নামক স্থানে পৌঁছে তাঁর ইনতিকাল হয়। অবশেষে তার আর মদীনা যাওয়া হল না। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুহাজিরদের অনুরূপ সওয়াব প্রদান করেছেন। তিনি প্রশংসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর সম্বন্ধেই নাযিল হয়েছে। (وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ) নিজ ঘর থেকে কেউ বের হলে অর্থাৎ মক্কায় অবস্থিত নিজ ঘর থেকে (مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ) আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে অর্থাৎ তারই আনুগত্যের লক্ষ্যে (وَرَسُوْلِهٖ) এবং তার রাসূলের উদ্দেশ্যে মদীনার পথে (ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ) এরপর তার মৃত্যু ঘটলে অর্থাৎ তানঈমে। (فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ) তার পুরস্কারের ভার (عَلَى اللّٰهِ) আল্লাহ্র উপর অর্থাৎ তার হিজরতের সওয়াব সুসাব্যস্ত হয়ে আছে। (وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল অর্থাৎ মুশরিক অবস্থায় তার থেকে যা কিছু ঘটেছে এর প্রতি (رَّحِيْمًا) পরম দয়ালু। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পর সে যা আমল করেছে তার প্রতি।

(১০১) وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ○

(১০২) وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۖ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

১০১. তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর কর, তখন সালাত কিছু সংক্ষিপ্ত করলে তাতে কোন পাপ নেই-যদি আশংকা কর যে, কাফিররা তোমাদের উত্যক্ত করবে। নিশ্চয়ই কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১০২. এবং তুমি যখন তাদের মাঝে উপস্থিত থাক, তারপর তাদের সঙ্গে সালাত কায়েম কর, তখন তাদের একদল যেন তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখে। তারা যখন সিজ্দা করে ফেল্বে, তখন যেন তোমার নিকট হতে সরে যায় এবং অন্য দল যারা সালাত আদায় করেনি, তারা এসে যেন তোমার সাথে সালাত আদায় করে এবং নিজেদের আত্মরক্ষার সামগ্রী ও অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখে। কাফিরদের কামনা কোনক্রমে

তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও মাল সামগ্রী সম্বন্ধে অসতর্ক হয়ে পড়, যাতে তারা তোমাদের উপর আকস্মিক হামলা চালাতে পারে। তোমাদের যদি বৃষ্টিতে কষ্ট হয় বা তোমরা পীড়িত থাক, তবে অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রাখলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। তবে আত্মরক্ষার সামগ্রী সাথে রাখবে। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(وَاِذَا ضَرَبْتُمْ) এবং যখন তোমরা সফর করবে ভ্রমণ করবে (فِى الْاَرْضِ) দেশ-বিদেশে অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে। (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) তবে তোমাদের কোন দোষ নেই পাপ নেই (اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ) সালাত সংক্ষিপ্ত করলে অর্থাৎ চার রাক'আতের স্থলে দুই রাক'আত আদায় করলে (اِنْ خِفْتُمْ) যদি তোমাদের আশংকা হয় অর্থাৎ যদি তোমরা জানতে পার যে, (اَنْ يَّفْتِنَكُمُ) তোমাদের বিরুদ্ধে ফিত্না সৃষ্টি করবে অর্থাৎ তোমাদেরকে হত্যা করবে। (الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) কাফিরগণ সালাতের অবস্থায় (اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا) নিশ্চয়ই কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তাদের শত্রুতা সুস্পষ্ট। বস্তুত এ আয়াতে ভয়কালীন সময়ের সালাত তথা সালাতুল খাওফের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এ সালাত কি রূপে আদায় করা হবে এর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ) এবং আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন অর্থাৎ তাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন (فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ) ও তাদের সাথে সালাত কায়েম করবেন অর্থাৎ আপনি ইমাম হয়ে তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করবেন, তখন আপানি তাকবীর বলবেন এবং আপনার সাথে তারাও তাকবীর বলবে। (فَلْتَقُمْ) তখন যেন দাঁড়ায় অর্থাৎ যেন সাথে থাকে (طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ) আপনার সাথে তাদের এক দল সালাতে (وَلْيَاْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا) এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদা করা হলে অর্থাৎ এক রাক'আত আদায় করলে (فَلْيَكُوْنُوْا) তারা যেন অবস্থান করে পিছনে ফিরে আসে (مِنْ وَّرَائِكُمْ) তোমাদের পিছনে শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান অপর দলের সারিতে (وَلْتَاْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى) আর অপর একদল আসবে যারা শত্রুর মুকাবিলায় ছিল (لَمْ يُصَلُّوْا) যারা সালাতে শরীক হয়নি অর্থাৎ প্রথম রাক'আতে আপনার সাথে সালাত আদায় করেনি। (فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ) তারা আপনার সাথে যেন সালাতে শরীক হয় দ্বিতীয় রাকআতে (وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ) এবং যেন সতর্ক থাকে তাদের শত্রুদের থেকে। (وَاَسْلِحَتَهُمْ) এবং সশস্ত্র থাকে) অর্থাৎ অস্ত্র সাথে নিয়েই তারা সালাতে দাঁড়াবে। (وَدَّ) কামনা করে আকাঙ্ক্ষা করে (الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) কাফিরগণ অর্থাৎ বনী আনমাবের কাফিরগণ (لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ) যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও অর্থাৎ তোমরা এগুলোর কথা ভুলে যাও। (وَاَمْتِعَتِكُمْ) এবং আসবাবপত্র সম্বন্ধেও অর্থাৎ অসতর্ক হও এবং এগুলো যদি তোমাদের সাথে না থাকে (فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ) যাতে তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে) হামলা করতে পারে (مَّيْلَةً وَّاحِدَةً) একেবারে অর্থাৎ সালাত আদায়ের অবস্থায় এরপর অস্ত্রহীন অবস্থায় সালাত আদায় করাও জায়েয। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন; (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) তবে তোমাদের কোন দোষ নেই। অর্থাৎ কোন ক্ষতি হবে না (اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ) যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও (اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى) অথবা পীড়িত থাক (আহত থাক) (اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ) তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে (وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ) কিন্তু তোমরা সতর্কতা

অবলম্বন করবে। শত্রুদের থেকে (اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ) কাফিরদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন বনী আন্মাবের (عَذَابًا مُّهِيْنًا) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। এর দ্বারা তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। আরো বলা হয়, (مُّهِيْنًا) অর্থ কঠোর।

(١٠٣) فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

(١٠٤) وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۗ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১০৩. তারপর তোমরা যখন সালাত আদায় সমাপ্ত কর, তখন দাঁড়িয়ে বসে ও শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ কর। তারপর ভীতির অবসান হলে বিধিমত সালাত আদায় কর। নিশ্চয়ই মুসলিমগণের প্রতি সুনির্দিষ্ট সময়ে সালাত ফরয।

১০৪. শত্রুদলের পশ্চাদ্ধাবনে (তাড়িয়ে নিয়ে যেতে) হতোবল হয়ো না। তোমরা যদি যন্ত্রণা পাও, তবে তারাও তো যন্ত্রণা পায়, যেমন তোমরা পাও। অথচ আল্লাহ্র নিকট তোমরা যা আশা কর, তারা তা সে আশা করে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ) যখন তোমরা নামায সমাপ্ত করবে অর্থাৎ সালাতুল খাওফ আদায় করে নিবে (فَاذْكُرُوا اللّٰهَ) তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করবে অর্থাৎ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নামায আদায় করবে (قِيَامًا) দাঁড়িয়ে, এ হুকুম সুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে। (وَّقُعُوْدًا) বসে এ হুকুম অসুস্থ ব্যক্তির জন্য। (وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ) এবং শুয়ে এ হুকুম অসুস্থ ও আহত ব্যক্তির জন্য। (فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ) যখন তোমরা নিরাপদ হবে অর্থাৎ নিজ নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করবে এবং আশংকা তোমাদের থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে, فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ। তখন যথাযথ নামায কায়েম করবে অর্থাৎ নামায চার রাক'আত আদায় করবে। اِنَّ الصَّلٰوةَ (كَانَتْ) নিশ্চয়ই নামায (عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا) নির্ধারিত সময়ে আদায় করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ সফরে ও আবাসে নির্ধারিত সময়ে সুনির্দিষ্ট নিয়মে ফরয। মুসাফিরের জন্য দু'রাক'আত এবং মুকীমের জন্য চার রাক'আত ফরয। অতঃপর পরবর্তী আয়াতে উহুদ যুদ্ধের পরে আবূ সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের ধাওয়া করার জন্য মুসলমানদেরকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(وَلَا تَهِنُوْا) এবং তোমরা হতোদ্যম হই ও না অর্থাৎ অক্ষম ও দুর্বল হয়ো না (فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ) শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে অর্থাৎ আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের এর সন্ধানে (اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ) যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও অর্থাৎ যদি আঘাতের কারণে তোমরা কষ্ট পাও (فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ) তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় অর্থাৎ আঘাতের কারণে তারাও কষ্ট পায় (وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ) এবং আল্লাহ্র নিকট তোমরা যা আশা কর অর্থাৎ সওয়াব প্রাপ্তির আশা কর এবং তার শাস্তির ভয় কর। (مَالَا يَرْجُوْنَ) তারা তা আশা করে না, (وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের আঘাতের ব্যাপারে সবকিছু জানেন (حَكِيْمًا) প্রজ্ঞাময় অর্থাৎ তোমাদেরকে শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে বের হওয়ার হুকুম করেছেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বর্মচোর তু'মা ইব্‌ন উবায়রিক এবং ইয়াহুদী যায়দ ইব্‌ন সামীন, যাকে বর্ম চুরির অপবাদ দেওয়া হয়েছিল তাদের উভয়ের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

(١٠٥) إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ○
(١٠٦) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ○
(١٠٧) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ○
(١٠٨) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ○

১০৫. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছি যাতে আল্লাহ্ তোমাকে যে উপলব্ধি দান করেছেন, তার দ্বারা মানুষের মাঝে সুবিচার করতে পার। তুমি বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পক্ষে তর্ক করো না।

১০৬. এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০৭. যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বাদ বিসম্বাদ করো না। আল্লাহ্ কোন প্রবঞ্চক পাপিষ্টকে পছন্দ করেন না।

১০৮. তারা মানুষের কাছে লজ্জাবোধ করে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জাবোধ করে না। অথচ আল্লাহ যে কথা পছন্দ করেন না সে সম্বন্ধে যখন রাত্রিকালে পরামর্শ করে তখন তিনি তাদের সাথেই। তারা যা কিছু করে সবই আল্লাহ্‌র আয়ত্তে।

(اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ) আমি আপনার প্রতি কিতাবে অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ জিব্‌রাঈলের মাধ্যমে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। (بِالْحَقِّ) সত্যসহ অর্থাৎ হক ও বাতিল সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ) যাতে আপনি মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করেন অর্থাৎ তু'মা ও যায়দ ইব্‌ন সামীনের বিচার করেন (بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ) আল্লাহ্ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে আলোকে অর্থাৎ আল্লাহ্ আল-কুরআনের আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন সে আলোকে আপনি বিচার মীমাংসা করেন (وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ) এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারী সমর্থন্য থাকবেন না অর্থাৎ তু'মা চুরি করে যে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে আপনি তার সমর্থন করবেন না (خَصِيْمًا) তর্ক, তর্ককারী ও সাহায্যকারী।

(وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ) এবং আপনি আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করুন অর্থাৎ যায়দ ইব্‌ন সামীন ইয়াহুদীকে প্রহার করার ব্যাপারে আপনি যে ইচ্ছা করেছিলেন এ জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট তাওবা করুন। (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু। অর্থাৎ যে তাওবার উপর মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাশীল। আরো বলা হয়, এর মর্ম হল, আপনি যে ইচ্ছা করেছিলেন তা আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তিনি আপনার প্রতি পরম দয়ালু।

(وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ) যারা নিজেদেরকে প্রভাবিত করে তাদের পক্ষে বাদ বিসম্বাদ করো না অর্থাৎ যারা চুরি করে নিজেদের প্রতারিত করে (اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا) আল্লাহ্

পছন্দ করেন না। বিশ্বাস ভঙ্গকারী অর্থাৎ চুরি করে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে (أَثِيمًا) পাপীকে অর্থাৎ মিথ্যা শপথ করে নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি অপবাদ আরোপকারী পাপীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

(يَسْتَخْفُونَ) তারা গোপন করতে চায় লজ্জাবোধ করে (مِنَ النَّاسِ) মানুষ থেকে চুরির কারণে (وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ) কিন্তু আল্লাহ্ থেকে গোপন করে না অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র প্রতি লজ্জাবোধ করে না। (وَهُوَ مَعَهُمْ) অথচ তিনি তাদের সাথেই আছেন অর্থাৎ তাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন। (إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ) যখন রাত্রে তারা এমন বিষয়ে পরামর্শ করে যা তিনি পছন্দ করেন না অর্থাৎ পরস্পর একত্রিত হয়ে এমন কথা বলে যা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। এমনকি তারা নিজেরাও তা পছন্দ করেন না। এ বাক্যে অগ্র পশ্চাৎ রয়েছে। (وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ) এবং তারা যা করে তা সর্বোতোভাবে আল্লাহ্র অর্থাৎ তারা যা বলে (مُحِيطًا) জ্ঞানায়ত্ত।

(১০৯) هَٰأَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝

(১১০) وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

(১১১) وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১০৯. শোন, তোমরাই তো পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থিত করছ, তা কিয়ামতের দিনে কি কেউ তাদের পক্ষে আল্লাহ্র নিকট যুক্তিতর্ক উপস্থিত করবে? কিংবা কে হবে তাদের কর্মবিধায়ক ?

১১০. যদি কেউ কোন পাপকর্ম করে বা নিজের অনিষ্ট সাধন করে, তারপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে।

১১১. কেউ কোন পাপ কাজ করলে সে তা নিজেরই বিরুদ্ধে করে এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(هَٰأَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ) ওহে! তু'মার সম্প্রদায়! অর্থাৎ বনী যফর লোকেরা! তোমরা (جَٰدَلْتُمْ) বিতর্ক করছো (عَنْهُمْ) তাদের পক্ষে তু'মার পক্ষ অবলম্বন করে (فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا) ইহজীবনে (فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ) (عَنْهُمْ কিন্তু আল্লাহ্র সম্মুখে তর্ক করবে কথা কাটাকাটি করবে, তাদের পক্ষে তু'মার পক্ষ অবলম্বন করে (يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ) কিয়ামতের দিন (أَمْ مَّنْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا) অথবা কে তাদের উকীল হবে ? অর্থাৎ কে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করার যিম্মাদার হবে ?

(وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا) কেউ কোন মন্দ কাজ করলে যেমন চুরি করে (أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ) অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে মিথ্যা শপথ করে বা নির্দোষ ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করে (ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ) পরে আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করলে অর্থাৎ তাঁর নিকট তাওবা করলে (يَجِدِ اللَّهَ غَفُوْرًا) পাবে। আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল পাপ মার্জনাকারী (رَّحِيْمًا) পরম দয়ালু। অর্থাৎ তিনি তার তাওবা কবুল করবেন।

(وَمَنْ يَّكْسِبْ إِثْمًا) কেউ কোন পাপ কাজ করলে অর্থাৎ চুরি করে মিথ্যা শপথ করলে (فَإِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ) সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে। কেননা এর মন্দ পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। (وَكَانَ

(اللّٰهُ عَلِيْمًا)। এবং আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ বর্ম চোরের ব্যাপারে (حَكِيْمًا) প্রজ্ঞাময়, যে তিনিই তার উপর হাত কর্তনের বিধান দিয়েছেন।

(١١٢) وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۟

(١١٣) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۟

১১২. কেউ কোন দোষ বা পাপ করে, তারপর কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা মাথায় নেয়।

১১৩. তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না হলে তাদের একদল লোক তো তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে মনঃস্থির করেই ফেলেছিল। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অতি বড়।

(وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً) কেউ কোন দোষ করলে (اَوْ اِثْمًا) বা পাপ করলে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা শপথ করলে (ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ) পরে তা অর্থাৎ চুরির অপরাধ কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে (بَرِيْئًا) চাপিয়ে দিলে (فَقَدِ احْتَمَلَ) যে বহন কর অর্থাৎ নিজের উপর অপরিহার্য করে নিল (بُهْتَانًا) মিথ্যা অপবাদ জঘন্য শাস্তি (وَاِثْمًا مُّبِيْنًا) ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা অর্থাৎ স্পষ্ট পাপের শাস্তি।

(وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ) এবং আপনার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ না থাকলে নবূওয়ত প্রদানের মাধ্যমে (وَرَحْمَتُهٗ) এবং তার দয়া অর্থাৎ জিব্রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করে আপনার প্রতি দয়া না করা হলে (لَهَمَّتْ) চাইতই অন্তরে লুকিয়ে রেখে (طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ) তাদের একদল অর্থাৎ তু'মার সম্প্রদায়ের কেউ কেউ (اَنْ يُّضِلُّوْكَ) তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে অর্থাৎ সঠিক মীমাংসা থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে চাইতই। (وَمَا يُضِلُّوْنَ) তারা পথভ্রষ্ট করে না অর্থাৎ সঠিক সিদ্ধান্ত হতে বিচ্যুত করে না (اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ) নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে (وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ) এবং তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারে না কোন কিছু কেননা যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় মূলত তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ) আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ জিব্রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। (وَالْحِكْمَةَ) এবং হিকমত তাতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। হালাল-হারামের এবং সমস্ত বিধি-বিধানের। (وَعَلَّمَكَ) এবং তিনি আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ কুরআন দ্বারা হুকুম-আহকাম ও দণ্ডবিধান আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। (مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) যা আপনি জানতেন না কুরআন নাযিলের পূর্বে। (وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا) আপনার প্রতি আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রয়েছে। কেননা তিনি আপনাকে নবূওয়ত দান করেছেন।

(١١٤) لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

(١١٥) وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝ع

(١١٦) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝

১১৪. তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শই ভাল নয়, তবে যে ব্যক্তি সাদকা, সৎকাজ কিংবা মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার আদেশ দেয় আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের আশায় কেউ এ কাজ করলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করব।

১১৫. যে ব্যক্তি রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ পরিষ্কার হওয়ার পরও এবং মু'মিনগণের পথ হতে ভিন্ন পথের অনুসরণ করে, আমি তাকে সে দিকেই ফিরিয়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। সে বড় নিকৃষ্ট স্থানেই পৌছল।

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না যে তাঁর শরীক করে। এ ছাড়া আর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহ্র শরীক স্থির করে সে সুদূর পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়।

(لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ) তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। অর্থাৎ তু'মা সম্প্রদায়ের গোপন পরামর্শে (اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ) তবে কল্যাণ আছে যে, দান-খয়রাতের নির্দেশ দেয় অর্থাৎ মিসকীন লোকদেরকে সদকা দেওয়ার জন্য যে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তার পরামর্শে (اَوْ مَعْرُوْفٍ) অথবা সৎকার্যের আদেশ দেয় অর্থাৎ মানুষকে ঋণ দানের কথা বলে (اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) অথবা মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় অর্থাৎ তু'মা এবং যায়দ ইব্ন সামীন ইয়াহুদীদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ) কেউ এ কাজগুলো করলে অর্থাৎ ঋণ, সাদকা প্রদান করলে বা শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করলে (ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে (فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا) অচিরেই আমি তাকে মহাপুরস্কার দিব জান্নাতে।

(وَمَنْ يُّشَاقِقِ) কেউ যদি বিরুদ্ধাচরণ করে (الرَّسُوْلَ) রাসূলের অর্থাৎ তাওহীদ ও ফয়সালার ব্যাপারে যেমন তু'মা (مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى) তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর অর্থাৎ তাওহীদ ও ফয়সালার বিষয় তার নিকট প্রকাশ হওয়ার পর যেমন তু'মা (وَيَتَّبِعْ) এবং অনুসরণ করে গ্রহণ করে (غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্যপথ অর্থাৎ মু'মিনদের ধর্মাদর্শের উপর মক্কাবাসীদের ধর্মাদর্শ তথা শিরককে প্রাধান্য দেয় (نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى) তবে যে দিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব অর্থাৎ দুনিয়াতে তার অবলম্বিত বিষয়ের প্রতি তাকে বাধাহীনভাবে ছেড়ে দিব। (وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ) এবং

জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, পরকালে (وَسَاءَتْ مَصِيرًا) আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস অর্থাৎ যেখানে সে প্রত্যাবর্তন করবে।

(اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ) আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না অর্থাৎ যদি কেউ এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। যেমন তু'মা (وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ ذٰلِكَ) তা ব্যতীত সবকিছু মাফ করেন অর্থাৎ শিরক ব্যতীত সব গুনাহ মাফ করেন (لِمَنْ يَّشَاءُ) যাকে ইচ্ছা অর্থাৎ যে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য হবে (وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ) এবং কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করলে (فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا) সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। হিদায়েতের পথ থেকে।

(١١٧) اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ۙ
(١١٨) لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۙ
(١١٩) وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ۗ

১১৭. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা কেবল দেবীদেরই ডাকে। তারা তো শুধু উদ্ধত শয়তানকেই আহবান করে।

১১৮. যার প্রতি আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। আর সে বলল, আমি তোমার বান্দাদের মধ্যে নির্ধারিত অংশকে অবশ্যই নিয়ে নেব।

১১৯. এবং আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে মিথ্যা আশা দেব এবং তাদেরকে পশুর কর্ণচ্ছেদ করতে শেখাব এবং তাদেরকে শেখাব আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর আকার-আকৃতি বিকৃত করতে। আর কেউ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তো প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত হল।

(اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ) তার পরিবর্তে তারা কেবল পূজা করে অর্থাৎ মক্কাবাসী লোকেরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে পূজা করে (اِلَّا اِنٰثًا) দেবীরই অর্থাৎ এমন মূর্তির যা প্রাণহীন, যেমন লাত, উয্যা এবং মানাত। (وَاِنْ يَّدْعُوْنَ) এবং তারা পূজা করে (اِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيْدًا) বিদ্রোহী শয়তানেরই যে ভীষণ অবাধ্য।

(لَعَنَهُ اللّٰهُ) আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেন অর্থাৎ তিনি তাকে সর্বপ্রকার কল্যাণ হতে বিতাড়িত করে দিয়েছেন (وَقَالَ) এবং সে বলে অর্থাৎ শয়তান বলে, (لَاَتَّخِذَنَّ) অবশ্যই আমি আমার অনুসারী বানাব অর্থাৎ আমার অনুসারী বানিয়ে পদচ্যুত করবই। (مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا) তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে যারা শয়তানের আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করবে তারাই শয়তানের অংশ। এবং তার পক্ষ হতে আদিষ্ট। আরো বলা হয়, হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন তার আনুগত্য করে জাহান্নামী হবে।

(وَلَاُضِلَّنَّهُمْ) এবং আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই অর্থাৎ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করবই (وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ) এবং তাদের মনে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই। অর্থাৎ আমি তাদেরকে এ মর্মে আশা দিব যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বলে কিছুই নেই। (وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ) আমি তাদেরকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব এবং তারা ছেদ করবেই কর্তন করবেই (اٰذَانَ الْاَنْعَامِ) পশুর কর্ণ যেমন তারা বহীরা পশুর ক্ষেত্রে এসব করত। (وَلَاٰمُرَنَّهُمْ)

(فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ) এবং তাদেরকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব এবং তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করবেই অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র দীন বিকৃত করবে। (وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ) এবং কেউ শয়তানকে গ্রহণ করলে অর্থাৎ তার আনুগত্য করলে (وَلِيًّا) অভিভাবকরূপে অর্থাৎ বিধান দাতা হিসাবে (مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে (فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا) সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংসের কারণে স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(١٢٠) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ○

(١٢١) اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۫ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ○

(١٢٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ○

১২০. সে তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও অলীক আশা দেয়। শয়তান তাদের যা কিছু আশা দেয় তা ছলনা মাত্র।

১২১. এদেরই ঠিকানা জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে পলায়নের কোন জায়গা পাবে না।

১২২. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবহমান। তারা তাতে হামেশা থাকবে। এ হলো আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা সত্যবাদী আর কে আছে?

(يَعِدُهُمْ) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় অর্থাৎ শয়তান এ বলে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই নেই। (وَيُمَنِّيْهِمْ) এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে যে, এ দুনিয়া খতম হবে না। (وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا) এবং শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। অর্থাৎ সবই বাতিল এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি।

(اُولٰٓئِكَ) তাদের অর্থাৎ কাফিরদের (مَاْوٰىهُمْ) আশ্রয়স্থল অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন স্থল (جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا) জাহান্নাম, তা থেকে তারা নিষ্কৃতির উপায় পাবে না অর্থাৎ পলায়নের রাস্তাই আশ্রয়স্থল পাবে না।

(وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) এবং যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনে। (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) এবং সৎকাজ করে অর্থাৎ তাদের ও তাদের প্রতিপালকের মধ্যে যে বিধান রয়েছে তার আনুগত্য করে। (سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ) তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে উদ্যানে (تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا) যার পাদদেশে প্রবাহিত থাকবে অর্থাৎ জান্নাতের কামরা ও বাসস্থানসমূহের পাদদেশে প্রবাহিত থাকবে (الْاَنْهٰرُ) নদী অর্থাৎ মদ, পানি, দুধ এবং মধুর নদীসমূহ। (خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا) সেখানে তারা সর্বদার জন্য চিরস্থায়ী হবে অর্থাৎ তারা সেখানে অবস্থান করবে আর তারা সেখানে মারা যাবে না এবং সেখান থেকে তারা বেরও হবে না। (وَعْدَ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে (حَقًّا) সত্য (وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا) কে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী? প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ক্ষেত্রে।

(١٢٣) لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتٰبِ ۗ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

(١٢٤) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○

(١٢٥) وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

১২৩. তোমাদের আশা ভরসায়ও কোন কাজ হবে না এবং কিতাবীদের আশা ভরসায়ও নয়। যে ব্যক্তি যেমন কাজ করবে সে তার শাস্তি পাবে। সে আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

১২৪. আর যে কেউ ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে, তা পুরুষ হোক বা নারী, তারা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের হক নষ্ট করা হবে না তিল বরাবর।

১২৫. তার চেয়ে উত্তম দীন কার হতে পারে, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্র আদেশে আত্মসমর্পণ করেছে এবং সে একনিষ্ঠ ইবরাহীমের দীন অনুসরণ করেছে? এবং আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

(لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ) তোমাদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হবে না অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! "ঈমান আনার পর অন্যায় কর্মের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না বলে তোমরা যে মনে কর সে অনুসারে কাজ হবে না (وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ) এবং কিতাবীদের খেয়াল-খুশী অনুসারেও অর্থাৎ তারা যেভাবে আশা করত এবং বলত যে আমরা দিনে যা গুনাহ্ করি তা রাতে মাফ হয়ে যায় এবং রাতে যা গুনাহ্ করি তা দিনে মাফ হয়ে যায়, এরূপ খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হবে না। (مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا) কেউ মন্দ কাজ করলে (يُّجْزَ بِهٖ) তাকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে। অর্থাৎ মু'মিনগণকে দুনিয়াতে অথবা মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে এবং কাফিরদেরকে পরকালে জাহান্নামে দাখিল হওয়ার পূর্বে ও জাহান্নামে দাখিল হওয়ার পরে নিজ নিজ কর্মের প্রতিফল পাবে। (وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার জন্য সে পাবে না অর্থাৎ আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য পাবে না (وَلِيًّا) কোন অভিভাবক অর্থাৎ এমন কোন নিকট আত্মীয় পাবে না যে তার উপকারে আসবে (وَلَا نَصِيْرًا) ও সহায় অর্থাৎ কোন সাহায্যকারীও পাবে না যে তাকে আযাব থেকে রক্ষা করবে।

(وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ) কেউ সৎ কাজ করলে অর্থাৎ আল্লাহ্র ও বান্দার মধ্যে যে বিধান রয়েছে তার যথাযথ পালন করলে (مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى) পুরুষ বা নারীর মধ্য থেকে অর্থাৎ তারা পুরুষ হোক বা মহিলা (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) ও মু'মিন হলে অর্থাৎ এর সাথে সাথে সাচ্চা ঈমানদার হলে (فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ) (وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا) তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের প্রতি অনুপরিমাণও জুলুম করা হবে না। অর্থাৎ তাদের নেকী হতে খেজুরের বিচির উপর যে বাকল থাকে সে বাকল পরিমাণ নেকীও কমানো হবে না।

(وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا) দীনের ব্যাপারে কে উত্তম অর্থাৎ কার দীন অধিক মজবুত এবং কার কথা অধিক উত্তম ? (مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) তার অপেক্ষা যে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে অর্থাৎ যে দীনি বিষয়ে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই আমলসমূহ আদায় করে (وَهُوَ مُحْسِنٌ) আর সে হয় সৎকর্মপরায়ণ অর্থাৎ সে একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং কথা ও কাজে সৎকর্মপরায়ণ হয়। (وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا) এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে অর্থাৎ আত্মসমর্পিত হয়ে। (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا) এবং আল্লাহ্ ইব্‌রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ও নির্ভেজাল বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

(١٢٦) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿

(١٢٧) وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ۖ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَأَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ۝

১২৬. যা কিছু আকাশমণ্ডলে এবং যা কিছু যমীনে আছে সবই আল্লাহ্‌র এবং সব কিছুই আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন।

১২৭. তারা নারীদের বিবাহ সম্বন্ধে তোমার কাছে অবকাশ চায়। বলে দাও, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কুরআনে যা শোনান হয় তা। কাজেই হুকুম রয়েছে সেই ইয়াতীম নারীদের সম্বন্ধে যাদের নির্ধারিত প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে চাও। আর হুকুম রয়েছে অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে। এবং ইয়াতীমদের প্রতি যেন সুবিচারে কায়েম থাকে। যে-কোন ভাল কাজ তোমরা কর না কেন, আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।

(وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) আসমান ও যমীনে যা আছে সবকিছু আল্লাহ্‌রই অর্থাৎ সৃষ্টি হোক অথবা কোন বিস্ময়কর বস্তু সবকিছু আল্লাহরই দাস-দাসী (وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ) এবং সব কিছুকে আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের অধিবাসীদেরকে (مُحِيْطًا) পরিবেষ্টন করে রয়েছেন অর্থাৎ সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত আছেন।

(وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ) এবং লোকে আপনার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায় অর্থাৎ তাদের উত্তরাধিকারীত্বের বিষয়ে জানতে চায়। প্রশ্নকারী হলেন, 'উয়ায়না (রা)। (قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ) বলুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ব্যবস্থা জানিয়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ তোমাদেরকে বর্ণনা করে দিচ্ছেন, (فِيْهِنَّ) তাদের সম্বন্ধে তাদের মীরাস সম্বন্ধে (وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ) এবং তোমাদের নিকট যা আবৃত্তি করা হয় তাও তিনিই তোমাদেরকে জানাচ্ছেন। (فِي الْكِتَابِ) কিতাবের মধ্যে অর্থাৎ এ সূরার প্রথম দিকে। (فِيْ يَتَامٰى النِّسَاءِ) ইয়াতীম মহিলা সম্পর্কে অথাৎ উম্মে কাহ্‌হার কন্যাদের সম্বন্ধে (الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ) যাদেরকে তোমরা প্রদান কর না প্রদান কর না (مَا كُتِبَ لَهُنَّ) তাদের প্রাপ্য অর্থাৎ মীরাসের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা যা তাদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা তোমরা তাদের প্রদান কর না। ঐ আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরার

শুরুতেই উল্লেখ করেছেন। (وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ) অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে চাও না, সুশ্রী না হওয়ার কারণে সুতরাং তোমরা তাদের প্রাপ্য মাল তাদেরকে প্রদান কর যাতে মাল দৌলতের কারণে তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে অগ্রহান্বিত হও। (وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ) এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে অর্থাৎ শিশুদের মীরাস সম্পর্কেও তিনি তোমাদেরকে স্পষ্ট বর্ণনা করছেন যে, তোমরা তাদেরকে প্রাপ্য আদায় করে দিবে। (وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتَامٰى بِالْقِسْطِ) এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্বন্ধে অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তাদের ধন-সম্পদ হিফাজতের ক্ষেত্রে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ) এবং যে কোন সৎ কাজ তোমরা কর অর্থাৎ তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর (فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ) আল্লাহ্ তা সম্বন্ধে এবং তোমাদের নিয়্যতের বিষয়ে (عَلِيْمًا) সবিশেষ অবহিত।

(١٢٨) وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

১২৮. কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহারের বা উপেক্ষা করার আশংকা করে, তবে তারা নিজেদের মধ্যে আপস করে নিলে কোন পাপ নেই। আর আপস অতি উত্তম। হৃদয়ের সম্মুখে লালসা বিদ্যমান। তোমরা যদি সৎকর্ম ও তাকওয়া অবলম্বন কর তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।

(وَاِنِ امْرَاَةٌ) কোন স্ত্রী যদি যেমন উ'যাইরা (خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا) তার স্বামীর পক্ষ থেকে আশংকা করে অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে তার স্বামী আসআদ ইব্ন রবী থেকে জানে (نُشُوْزًا) দুর্ব্যবহার) অর্থাৎ সহবাস বর্জনের বিষয় (اَوْ اِعْرَاضًا) অথবা উপেক্ষার অর্থাৎ কথাবার্তা এবং একত্রে উঠাবসা বর্জন করার ভয় করে (فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا) তবে তাদের কোন দোষ নেই অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রীর (اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে এমন নিষ্পত্তি করতে চাইলে যার ফলে স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। (وَالصُّلْحُ) স্ত্রীর সন্তুষ্টিক্রমে (خَيْرٌ) শ্রেয় অর্থাৎ জুলুম এবং অন্যের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার তুলনায় (وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ) মানুষ লোভ হেতু স্বভাবতই কৃপণ অর্থাৎ প্রতিটি মানুষকে কার্পণ্যের গুণ সহই সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে সে তার স্বামীর অংশের ব্যাপারে কার্পণ্য প্রদর্শন করে। আরো বলা হয়, স্ত্রীর মধ্যে এমন লালসা রয়েছে যে, সেটাই তাকে রাজী হওয়া পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। (وَاِنْ تُحْسِنُوْا) এবং যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও অর্থাৎ যুবতী ও বৃদ্ধা উভয় স্ত্রীর নিকট অবস্থানের পালা নির্ধারণ এবং ব্যয় নির্বাহে সমতা অবলম্বন কর (وَتَتَّقُوْا) ও মুত্তাকী হও অর্থাৎ জুলুম ও অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাক (فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমরা যা কর জুলুম এবং অন্যের প্রতি ধাবিত হওয়া (خَبِيْرًا) খবর রাখেন।

(۱۲۹) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

(۱۳۰) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝

(۱۳۱) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝

১২৯. তোমরা যতই আশা কর না কেন স্ত্রীদের প্রতি সমতা রক্ষা কখনই করতে পারবে না। তাই বলে বিলকুল বিমুখও হয়ো না যে, এক স্ত্রীকে সম্পূর্ণ ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে। যদি তোমরা সংশোধন করতে থাক এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৩০. আর তারা যদি পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ স্বীয় প্রাচুর্য দ্বারা প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করে দেবেন। এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাবান।

১৩১. যা কিছু আকাশমণ্ডলে ও যা কিছু যমীনে আছে তা আল্লাহরই। আমি পূর্ববর্তী কিতাবধারীদেরকে ও তোমাদেরকে আদেশ করেছি যে, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। যদি না মান, তবে যা কিছু আকাশমণ্ডলে ও যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা তো আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন।

(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ) অর্থাৎ এবং তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না, অর্থাৎ মহব্বত ও ভালবাসার ক্ষেত্রে (وَلَوْ حَرَصْتُمْ) তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন চেষ্টা কর না কেন, (فَلَا تَمِيلُوا) তোমরা ঝুঁকে পড় না অর্থাৎ তোমরা স্বশরীরে কোন একজনের দিকে ঝুঁকে পড়ো না। (كُلَّ الْمَيْلِ) সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ যুবতী স্ত্রীর দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড় না (فَتَذَرُوهَا) এর অপরকে রেখনা অর্থাৎ বৃদ্ধা স্ত্রীকে রেখে দিও না (كَالْمُعَلَّقَةِ) ঝুলন্ত অবস্থায় অর্থাৎ বন্দীনীয় ন্যায়। না বিধবা না স্বধবা। (وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا) যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও অর্থাৎ যদি তোমরা সমতা বিধান কর এবং অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং নিজ স্ত্রীর প্রতি জুলুম করা থেকে নিজেদেরকে সংশোধন কর (فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا) তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল অর্থাৎ অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং নিজ স্ত্রীর জুলুম করা থেকে যে তাওবা করবে তার প্রতি অবশ্যই আল্লাহ্র ক্ষমাশীল (رَحِيمًا) পরম দয়ালু অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওবার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তার জন্য তিনি পরম দয়ালু।

(وَإِنْ يَتَفَرَّقَا) যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তালাকের ভিত্তিতে (يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا) তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করে দিবেন অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী উভয়কে (مِنْ سَعَتِهِ) তার প্রাচুর্য দ্বারা অর্থাৎ স্বামীর জন্য অন্য কোন স্ত্রীর এবং স্ত্রীর জন্য অন্য কোন স্বামীর ব্যবস্থা করে অভাবমুক্ত করে দিবেন, (وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا) এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময় অর্থাৎ বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের জন্য প্রাচুর্যময় (حَكِيمًا) প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর জন্য ন্যায় ইনসাফের বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি প্রজ্ঞাময়। বস্তুত 'আসআদ ইব্ন রবী (রা)-এর এক অপর এক যুবতী স্ত্রী ছিল। তিনি তার প্রতি

ঝুঁকে পড়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বৃদ্ধা ও যুবতী উভয় স্ত্রীর প্রতি সমতা বিধান করার জন্য হুকুম করেন।

(وَلِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ) আল্লাহ্রই সবকিছু যা আছে আসমানে অর্থাৎ আসমানের যা কিছু ধন ভাণ্ডার আছে সব আল্লাহ্রই (وَمَا فِى الْاَرْضِ) এবং যা কিছু আছে যমীনে অর্থাৎ যমীনে যা কিছু আছে ধনভাণ্ডার ইত্যাদি সে সবও আল্লাহ্রই (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ) আমি নির্দেশ দিয়েছি তাদেরকে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কিতাব দান করা হয়েছে (مِنْ قَبْلِكُمْ) তোমাদের পূর্বে অর্থাৎ তাওরাতের অনুসারীদেরকে তাওরাতের মধ্যে এবং ইঞ্জিলের অনুসারীদেরকে ইঞ্জিলের মধ্যে এবং অন্যান্য কিতাবীদেরকে তাদের নিজ নিজ কিতাবের মধ্যে। (وَاِيَّاكُمْ) এবং তোমাদেরকেও অর্থাৎ হে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমাদেরকে ও তোমাদের কিতাবের মধ্যে নির্দেশ দিয়েছি (اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ) যে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করবে অর্থাৎ তার আনুগত্য করবে (وَاِنْ تَكْفُرُوْا) আর যদি তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান কর অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্কে অস্বীকার কর (فَاِنَّ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ) তবে আল্লাহ্রই যা কিছু আছে আসমানে অর্থাৎ আসমানে ফিরিশতা ইত্যাদি যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই। সবই আল্লাহ্র জন্য (وَمَافِى الْاَرْضِ) এবং যা কিছু আছে যমীনে অর্থাৎ যমীনে মানুষ জিন্ন ইত্যাদি যা কিছু আছে সে সবও আল্লাহ্রই। তারা সকলেই আল্লাহ্র সৈন্য। (وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا) এবং আল্লাহ্ অভাবমুক্ত অর্থাৎ তিনি তোমাদের ঈমান আনা থেকে বেনিয়ায। (حَمِيْدًا) প্রশংসাভাজন অর্থাৎ একাত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য তিনি চির প্রশংসাভাজন। আরো বলা হয়, তিনি তাঁর কার্যে প্রশংসিত, অল্প আমলকেও মূল্যায়ন করেন এবং বিনিময়ে অধিক সওয়াব দান করেন।

(١٣٢) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

(١٣٣) اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ○

১৩২. যা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্র। কর্মবিধায়ক রূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

১৩৩. হে মানুষ! তিনি চাইলে তোমাদেরকে অপসারিত করে অন্য সম্প্রদায়কে আনতে পারেন। এটা করার ক্ষমতা আল্লাহ্র আছে।

(وَلِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ) আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই অর্থাৎ সকল সৃষ্টি তারই। (وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا) এবং কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট অর্থাৎ রব হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

(اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ) হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে পারেন। অর্থাৎ ধ্বংস করতে পারেন (وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ) এবং অপরকে আনয়ন করতে পারেন অর্থাৎ তিনি এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে পারেন যারা তোমাদের তুলনায় অধিক উত্তম হবে এবং আল্লাহ্র সর্বাধিক আনুগত্য করবে। (وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ) এবং আল্লাহ এটা করতে অর্থাৎ তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে অপর এক সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করতে (قَدِيْرًا) সক্ষম।

(١٣٤) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝
(١٣٥) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

১৩৪. কেউ দুনিয়ার প্রতিদান চাইলে আল্লাহ্‌র নিকট তো দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিদান রয়েছেই। এবং আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন, শোনেন।

১৩৫. হে মু'মিনগণ! তোমরা ইনসাফে অধিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্‌র পক্ষে সাক্ষ্য দাও, যদিও তাতে তোমাদের নিজেদের পিতামাতার কিংবা আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতি হয়। যদি কেউ বিত্তবান বা অভাবগ্রস্ত হয় তবে তার শুভাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ্ তোমাদের চেয়ে বেশি। কাজেই তোমরা ইনসাফের ক্ষেত্রে মনের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। আর তোমরা যদি জিহ্বা বিকৃত কর বা পাশ কাটাও তবে আল্লাহ্ তো তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে অবগত।

(مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا) কেউ ইহকালের পুরস্কার চাইলে অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপর যে আমল ফরয করেছেন, এর বিনিময়ে কেউ ইহ্‌কালের উপকার হাসিল করতে চাইলে (فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا) সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্‌র নিকট ইহকালের পুরস্কার রয়েছে অর্থাৎ সে যেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আমল করে কেননা ইহ্‌কালের পুরস্কার (وَالْاٰخِرَةِ) এবং পরকালের পুরস্কার আল্লাহ্‌র হাতেই রয়েছে। (وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا) আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা তিনি তোমাদের সব কথা খুব শোনেন। (بَصِيْرًا) সর্বদ্রষ্টা। তোমাদের আ'মাল খুব দেখেন।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ) হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ। অর্থাৎ তোমরা ন্যায় সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ) যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয় অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হয়। (اِنْ يَّكُنْ) তারা মাতা-পিতা (غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا) বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক অথবা তাদের হিফাজতের জন্য তিনি যোগ্যতর অভিভাবক। (فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا) সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনার অনুগামী হইও না অর্থাৎ ন্যায় সাক্ষ্য না দিয়ে তোমরা কামনার অনুসারী হয়ো না। (وَاِنْ تَلْوٗا) যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল (اَوْ تُعْرِضُوْا) অথবা পাশ কাটিয়ে যাও) অর্থাৎ বিচারকের নিকট সাক্ষ্য প্রদানে যদি তোমরা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না থাক (فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) তবে জেনে রাখ যে, তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ অর্থাৎ তোমাদের সাক্ষ্য গোপন করা এবং সাক্ষ্যের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না থাকার বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ্। (خَبِيْرًا) সম্যক খবর রাখেন। আলোচ্য আয়াতটি মুকীস ইব্‌ন হাবাবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি তার পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(١٣٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

(١٣٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۝

১৩৬. হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। আর সেই কিতাবের প্রতিও যা তিনি তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন এবং সেই কিতাবের প্রতিও যা পূর্বে নাযিল করেছিলেন। কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও কিয়ামত দিবসকে অবিশ্বাস করলে সে তো সুদূর বিভ্রান্তিতে নিপতিত হল।

১৩৭. যারা নিশ্চয় মুসলিম হয়েছে, তারপর কাফির হয়েছে, আবার মুসলিম হয়েছে, আবার কাফির হয়েছে তারপর কুফরীতে অগ্রসর হতে থেকেছে, আল্লাহ্ তাদের কখনই ক্ষমা করবার নন এবং তাদেরকে পথ দেখাবার নন।

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) হে মু'মিনগণ! অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যারা অঙ্গীকার-গ্রহণের দিন ঈমান এনেছে তারপর আবার কুফরী করেছে। (آمِنُوا) তোমরা ঈমান আন আজ পুনরায় (بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) আল্লাহে ও তাঁর রাসূলে আরো বলা হয়, এখানে পূর্ব পুরুষদের নামে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে বিশ্বাসীদের সন্তানেরা! বস্তুত এ আয়াত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম, কা'ব এর দুইপুত্র আসাদ ও উসাইদ, সা'লাবা ইব্‌ন কায়স, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামের ভগ্নিপুত্র সালাম, তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালামা এবং ইয়ামীন ইব্‌ন ইয়ামীন সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। তারা তাওরাতে বিশ্বাসী মু'মিন ছিলেন। তাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, মূসাও তাওরাতে বিশ্বাসী হে মু'মিন লোকেরা! আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি তোমরা ঈমান আন। (وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ) এবং তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে অর্থাৎ কুরআনের প্রতি ঈমান আন (وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ) এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরআন নাযিলের পূর্বে অন্যান্য নবীগণের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন (وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ) কেউ অস্বীকার করলে আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশ্‌তাকে (وَكُتُبِهِ) ও তাঁর কিতাবকে (وَرُسُلِهِ) ও তাঁর রাসূলগণকে (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) এবং পরকালকে অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে (فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا) সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তারা সকলেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। কিন্তু এরপরও যারা কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনেনি তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) যারা ঈমান এনেছে মূসা (আ)-এর উপর (ثُمَّ كَفَرُوا) ও কুফ্‌রী করেছে অর্থাৎ মূসা (আ)-এর পরে (ثُمَّ آمَنُوا) (এবং আবার ঈমান এনেছে) অর্থাৎ ঈমান এনেছে উযায়র (আ)-এর প্রতি। (ثُمَّ كَفَرُوا) আবার কুফরী করেছে অর্থাৎ উযায়র (আ)-এর প্রতি ঈমান আনার পর ঈসা (আ)-কে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে (ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا) অতঃপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এরপর তারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে অস্বীকার করার উপর অবিচল থাকে। (لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ) আল্লাহ্ তাদেরকে

কিছুতেই ক্ষমা করবেন না যতদিন পর্যন্ত তারা এর উপর অবিচল থাকবে। (وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا) এবং তাদেরকে কোন পথে পরিচালিত করবেন না অর্থাৎ সঠিক দীন এবং হিদায়েতের পথে পরিচালিত করবেন না। তারপর মুনাফিকদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(١٣٨) بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ

(١٣٩) الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ

(١٤٠) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۙ

১৩৮. মুনাফিকদের সুসংবাদ শোনাও যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১৩৯. যারা মু'মিনদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়, সমস্ত সম্মান তো আল্লাহ্‌রই নিকট।

১৪০. এবং কুরআনে তোমাদের প্রতি আদেশ অবতীর্ণ করেছেন যে, তোমরা যখন শোন আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তাদের সাথে বসো না, যাবত না তারা অন্য কথায় মশগুল হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদের মত গণ্য হবে। আল্লাহ্ কাফির ও মুনাফিকদেরকে জাহান্নামে একই স্থানে একত্র করবেন।

(بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ) মুনাফিকদেরকে শুভ সংবাদ দিন। অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ও তার সঙ্গী-সাথী এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তার অনুসরণ করবে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন (بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا) যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি অর্থাৎ এমন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যার ব্যথা তাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অতঃপর মুনাফিকদের পরিচয়ের বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ) যারা কাফিরদেরকে গ্রহণ করে অর্থাৎ ইয়াহুদীদেরকে গ্রহণ করে (اَوْلِيَآءَ) বন্ধুরূপে সহায়তা ও সাহায্যের ক্ষেত্রে (مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদের পরিবর্তে অন্যান্য একনিষ্ঠ মু'মিনদের পরিবর্তে (اَيَبْتَغُوْنَ) তারা কি চায় কামনা করে (عِنْدَهُمُ) তাদের নিকট ইয়াহুদীদের কাছে (الْعِزَّةَ) শক্তি, বল ও ক্ষমতা (فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا) সমস্ত শক্তি অর্থাৎ সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই।

(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ) কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করেছেন যে, অর্থাৎ যখন তোমরা মক্কায় ছিলে তখন কুরআনে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, (اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ) যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ্‌র আয়াত অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরআনের আলোচনা, (يُكْفَرُ بِهَا) প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে (وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا) এবং এগুলোর প্রতি বিদ্রোহ করা হচ্ছে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরআন-এর প্রতি বিদ্রূপ করা হচ্ছে। (فَلَا تَقْعُدُوْا) তখন তোমরা বসবে না (حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ) তাদের সাথে

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস, প্রথম খন্ড

অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে আলোচনায় বসবে না (اِنَّكُمْ اِذًا) যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরআনের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য আলোচনায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বসবে না। অন্যথায় তোমরাও হবে অর্থাৎ বাধ্য হওয়া ছাড়া তোমরা যদি তাদের সাথে বস তবে তোমরাও হবে (مِّثْلُهُمْ) তাদের মত অর্থাৎ আলোচনা ও বিদ্রূপের ক্ষেত্রে (اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ একত্রিত করবেন মুনাফিকদেরকে অর্থাৎ মদীনার অধিবাসী মুনাফিক যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে (وَالْكٰفِرِيْنَ) এবং কাফিরদেরকে অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফির যেমন আবূ জাহল এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে এবং মদীনাবাসী কাফির যেমন কা'ব এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে এক কথায় (فِى جَهَنَّمَ جَمِيْعًا) সকলকেই জাহান্নামে। এরপর তাদের পরিচয় উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

(١٤١) اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۠

১৪১. সেই সব মুনাফিক, যারা তোমাদের (অমঙ্গল) প্রতীক্ষায় থাকে। আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাদের জয় হলে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর নসীব কাফিরদের (অনুকূল) হলে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের পরিবৃত করে রেখেছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মুসলিমগণ থেকে রক্ষা করিনি? আল্লাহ্ই কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন এবং আল্লাহ্ মুসলিমগণের উপর কাফিরদের জয়লাভের কোন পথ রাখবেন না।

(اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ) যারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে অর্থাৎ বিপর্যয় এবং বিপদ-আপদের অপেক্ষায় থাকে (فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ) তোমাদের জয় হলে অর্থাৎ তোমাদের সাহায্য এবং গনীমত হাসিল হলে (مِّنَ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে (قَالُوْا) তারা বলে অর্থাৎ মুনাফিক লোকেরা একনিষ্ঠ মুসলমানদেরকে বলে, (اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ) আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না অর্থাৎ আমরা কি তোমাদের ধর্মাদর্শের অনুসারী ছিলাম না ? সুতরাং গনীমত থেকে আমাদেরকেও প্রদান কর। (وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِرِيْنَ) এবং যদি কাফিরদের অনুকূলে হয় অর্থাৎ ইয়াহূদীদের অনুকূলে হয় (نَصِيْبٌ) ভাগ্য (قَالُوْا) তারা বলে অর্থাৎ তারা ইয়াহূদীদেরকে বলে, (اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ) আমরা কি তোমাদের প্রবল করিনি? অর্থাৎ আমরা কি মুহাম্মদের গোপন তথ্য তোমাদের নিকট ফাঁস করে তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে অবহিত করিনি ? (وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) এবং আমরা কি তোমাদেরকে মু'মিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি? অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে লড়াই করা হতে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করিনি এবং তোমাদের প্রস্তুতির সংবাদ তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে তাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিনি। (فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন অর্থাৎ হে মুনাফিক এবং ইয়াহূদী সম্প্রদায় ! (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) কিয়ামতের দিন (وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ) এবং আল্লাহ্ কখনো কাফিরদের জন্য রাখবেন না অর্থাৎ ইয়াহূদীদের জন্য (عَلَى)

(الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا)। মু'মিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ অর্থাৎ রাজ্য ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের উপর স্থায়ী করবেন না।

(١٤٢) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ

(١٤٣) مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ○

১৪২. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতারণা করে। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই তাদের বেখেয়াল করবেন। যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন নির্লিপ্ত মনে দাঁড়ায় কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না, তবে খুবই সামান্য।

১৪৩. তারা উভয়ের মাঝখানে দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে। এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করবেন, তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে না।

(اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ) মুনাফিকরা অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ও তার সঙ্গী-সাথীরা (يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ) আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে চায় অর্থাৎ গোপনে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করে তারা মনে করত যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রতারিত করছে। (وَهُوَ خَادِعُهُمْ) বস্তুত তিনিই তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পুল সিরাতের উপর তারাই প্রতারিত হবে। যখন মু'মিন লোকেরা চলার পথে তাদেরকে বলবে। তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও, আলোর সন্ধান কর। অথচ তারা জানে যে, তারা ফিরে যেতে পারবে না। (وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ) এবং যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় অর্থাৎ সালাত আদায় করার জন্য আসে। (قَامُوْا كُسَالٰى) তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায় অর্থাৎ বোঝায় ভারাক্রান্ত মানুষের ন্যায় দাঁড়ায় (يُرَاءُوْنَ النَّاسَ) কেবল লোক দেখানোর জন্য অর্থাৎ তারা সালাতে উপস্থিত হয়। মানুষ দেখলে তারা সালাতে আসে এবং সালাতও আদায় করে না। (وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ)। এবং তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তারা সালাত আদায় করে না। (اِلَّا قَلِيْلًا) কিন্তু খুবই কম। অর্থাৎ তারা যা করে তাও কেবল লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে।

(مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذَالِكَ) তারা দোটানায় দোদুল্যমান অর্থাৎ কুফর ও ঈমানের মধ্যে তারা উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরছে। গোপনে কুফরী আর প্রকাশ্যে ঈমান। (لَا اِلٰى هٰؤُلَاءِ) তারা না এদের সাথে অর্থাৎ মু'মিনদের সাথে আন্তরিকভাবে নয়। যদি হত তবে মু'মিনদের যা পাওনা তাদের জন্যও তা সাব্যস্ত হত। (وَلَا اِلٰى هٰؤُلَاءِ) আর না তা এদের সাথে অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে কাফির তথা ইয়াহুদীদের সাথেও তারা নয়। যদি ইয়াহুদীদের সাথে সম্পর্কিত হত তবে তাদের উপর যে হুকুম বর্তায় তাদের উপরও সে হুকুম আপতিত হত। (وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ) এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ তার দীন থেকে বিচ্যুত করেন এবং তার প্রমাণাদি থেকে গোপনভাবে সরিয়ে রাখেন (فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا) আপনি তার জন্য কখন কোন পথ পাবেন না অর্থাৎ দীনের পথ এবং গোপন কোন প্রমাণ খুঁজে পাবে না।

(١٤٤) يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ○

(١٤٥) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ○

(١٤٦) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ○

১৪৪. হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের মাথায় আল্লাহ্‌র স্পষ্ট আভিযোগ বহন করতে চাও?

১৪৫. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। তুমি কখনও তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবে না।

১৪৬. তবে যারা তাওবা করেছে নিজেদেরকে সংশোধন করেছে, আল্লাহ্‌কে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র আজ্ঞানুবর্তী হয়েছে, তারাই মু'মিনগণের সাথে। শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে মহা প্রতিদান দেবেন।

(يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ! অর্থাৎ যারা বাহ্যিকভাবে ঈমান আনয়ন করেছে। যেমন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই এবং তার সঙ্গী-সাথীরা (لَاتَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ) তোমরা কাফিরদেরকে গ্রহণ কর না অর্থাৎ ইয়াহুদীদেরকে গ্রহণ করো না (اَوْلِيَاءَ) বন্ধুরূপে শক্তি সামর্থ্যের জন্য (مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদের পরিবর্তে (اَتُرِيْدُوْنَ) তোমরা কি চাও হে মুনাফিক সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌কে তোমাদের বিরুদ্ধে দিতে অর্থাৎ তার রাসূলকে (سُلْطَانًا مُّبِيْنًا) স্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ তোমাদের হত্যা করার বৈধতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ তোমরা কি আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে পেশ করতে চাও?

(اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ) মুনাফিকরা তো অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই এবং তার সঙ্গী-সাথীরা তো (فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে অর্থাৎ নবী করীম ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরামের সাথে দুর্ব্যবহার, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার কারণে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে (وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا) এবং তাদের জন্য আপনি কখনো কোন সাহায্য পাবেন না অর্থাৎ হিফাজতকারী, রক্ষাকারী পাবে না।

(اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا) কিন্তু যারা তাওবা করে অর্থাৎ মুনাফিকী এবং গোপনে কুফরী হতে তাওবা করে (وَاَصْلَحُوْا) এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা হতে (وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ) এবং আল্লাহ্‌র একত্ববাদের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে অর্থাৎ গোপনে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে (وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ) এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাদের দীনে একনিষ্ঠ থাকে অর্থাৎ নির্ভেজাল একত্ববাদে বিশ্বাসী হয় (فَاُولٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ) তারা মু'মিনদের সাথে থাকবে অর্থাৎ তারা মু'মিনদের মধ্যে গণ্য হবে অভ্যন্তরীণভাবে। আরো বলা হয়, প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে তারা মু'মিনদের মধ্যে গণ্য হবে। আরো বলা হয়, প্রকাশ্যে এবং অভ্যন্তরীণভাবে উভয় অবস্থাতেই তারা মু'মিনদের সাথে গণ্য হবে। আরো বলা হয়, জান্নাতের মধ্যে তারা মু'মিনদের সাথে থাকবে। (وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ) এবং অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা দিবেন (الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদেরকে পাকা ঈমানদার লোকদেরকে (اَجْرًا عَظِيْمًا) মহাপুরস্কার জান্নাতের মধ্যে।

(١٤٧) مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

(١٤٨) لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ○

(١٤٩) اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○

(١٥٠) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○

১৪৭. তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্ কি করবেন যদি তোমরা সত্যকে স্বীকার কর এবং ঈমান আন? আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ।

১৪৮. কারও দোষের কথা প্রকাশ করাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১৪৯. তোমরা কোন সৎকাজ প্রকাশ্যে করলে বা তা গোপন করলে কিংবা কোন দোষ ক্ষমা করলে আল্লাহ্ও তো ক্ষমাশীল, শক্তিমান।

১৫০. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করতে চায় ও বলে, আমরা কতককে মানি, কতককে মানি না। আর তারা এর মধ্যবর্তী কোন পথ সৃষ্টি করতে চায়।

(مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ) তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ্র কি কাজ? অর্থাৎ আল্লাহ্ কি করবেন তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে। (اِنْ شَكَرْتُمْ) যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর অর্থাৎ অভ্যন্তরীণভাবেও একত্ববাদে বিশ্বাসী হও (وَاٰمَنْتُمْ) ও বিশ্বাস কর অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ঈমানের ক্ষেত্রে যদি তোমরা সত্যবাদী হও (وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا) এবং আল্লাহ্ পুরস্কার দাতা অর্থাৎ অল্প আমলকেও তিনি মূল্যায়ন করেন এবং এর বিনিময়ে অধিক বদলা প্রদান করেন। (عَلِيْمًا) সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ কৃতজ্ঞ এবং অকৃতজ্ঞদের সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত।

(لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ) মন্দ কথার প্রচারণা তিরস্কার বা গালাগাল আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। তবে যার ওপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র। অপর ব্যাখ্যায় এমনকি মজলুমের কথাও নয়, তাকে বদদোয়া করার অনুমতি দেয়া হয়েছে (اِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا) এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা মজলুমের দোয়া শোনেন সর্বজ্ঞ। জুলুমকারীর পরিণতি কী তা জানেন। হযরত আবূ বকরকে এক ব্যক্তি গালমন্দ করলে আয়াতটি নাযিল হয়।

(اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ) তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করলে, গালমন্দের জবাবে ভালো কথা বললে অথবা গোপনে করলে (اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ) তুচ্ছ মনে না করলে অথবা দোষ (অর্থাৎ জুলুম) (فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا) ক্ষমা করলে আল্লাহ্ ও দোষ মোচনকারী মজলুমের গুনাহ ক্ষমাকারী, শক্তিমান জালিমকে শাস্তি দিতে সক্ষম।

(اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করে, কা'ব ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা (وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ) এবং আল্লাহ্ ঈমান ও তাঁর রাসূলে ঈমানের

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস, প্রথম খন্ড

ব্যাপারে তারতম্য করতে চাহে বলতে চায় যে, নবীগণের প্রতি বিশ্বাস এক জিনিস এবং ইসলাম আর এক জিনিস (وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ) এবং বলে, আমরা কতককে কতক রাসূল ও কতক কিতাবকে বিশ্বাস করি ও কতক কে কতক কিতাব ও কতক রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করি (وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً) এবং ইহাদের মধ্যবর্তী ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী কোন পথ ধর্ম অবলম্বন করতে চায়।

(১৫১) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

(১৫২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

(১৫৩) يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

১৫১. এরাই প্রকৃত কাফির, আমি কাফিরদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

১৫২. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের মধ্যে কাউকে পৃথক করে না, তাদেরকে শীঘ্রই তাদের প্রতিদান দিবেন। এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫৩. আহলে কিতাব তোমার কাছে আবেদন করে, তুমি যেন তাদের প্রতি আসমান হতে কিতাব নাযিল করিয়ে আন। তারা তো মূসার কাছে আরও বড় জিনিস চেয়েছিল। তারা বলেছিল, আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্ দেখাও। কাজেই, তাদের পাপের কারণে তাদের উপর বজ্রপাত হল। তারপর তাদের নিকট বহু নিদর্শন আসার পরও তারা বাছুর বানিয়ে নিল। আমি তাও ক্ষমা করলাম। এবং আমি মূসাকে প্রকাশ্য ক্ষমতা দান করলাম।

(اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا) প্রকৃত পক্ষে তারাই কাফির তাদের কাফির হওয়া সুনিশ্চিত এবং কাফিরদের জন্য ইহুদী প্রভৃতির জন্য লাঞ্ছনাদায়ক (وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا) অথবা কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

(وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে এখানে আব্দুল্লাহ্ ইবন সালাম ও তাঁর সংগীদেরকে বুঝানো হয়েছে, (وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ) এবং তাঁদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করে না, ইসলাম ও নবুয়তের প্রশ্নে নবীদের মধ্যে পার্থক্য করে না, (اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ) তাদের তিনি পুরস্কার দিবেন। (وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا) তাদের মধ্যে যারা তওবা করে তাদের জন্য ক্ষমাশীল এবং (যারা তওবার ওপর অবিচল থাকা অবস্থায় মারা যায় তাদের জন্য) পরম দয়ালু।

(يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاءِ) কিতাবীগণ (কা'ব ও তার সাঙ্গ পাঙ্গরা) তোমাকে তাদের জন্য আসমান থেকে কিতাব অবতীর্ণ করতে বলে (তাওরাতের মত গোটা কিতাব এক সাথে। অপর ব্যাখ্যায় এমন কিতাব অবতীর্ণ করার দাবী জানায় যাতে তাদের ভালমন্দ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের পূর্ণ বিবরণ থাকবে (فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ) কিন্তু তারা মূসার নিকট তা অপেক্ষাও আপনার কাছে যা দাবী করেছে তার চেয়েও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল। (فَقَالُوْا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً) 'প্রকাশ্যে আমাদেরকে আল্লাহ্‌কে দেখাও। আমরা যেন স্বচক্ষে তাঁকে দেখতে পারি। (فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ) সীমালংঘনের কারণে তারা বজ্রাহত অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। সীমালঙ্ঘন দ্বারা হযরত মূসা (আ)-কে প্রত্যাখ্যান ও আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ধৃষ্ঠতা প্রদর্শনকে বুঝানো হয়েছে। (ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ) তারপর সৃষ্টি প্রমাণ আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ তাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তারা গো বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল। তাও ক্ষমা করেছিলাম। (وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا) তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করি নি এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। সমুজ্জ্বল হাত ও লাঠির ন্যায় সুস্পষ্ট মু'জিযা দিয়েছিলাম।

(١٥٤) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

(١٥٥) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

১৫৪. আমি তাদের অঙ্গীকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে তূর পাহাড়কে তাদের উর্ধ্বে স্থাপন করেছিলাম। এবং আমি বলেছিলাম, সিজদার অবস্থায় দ্বারে প্রবেশ কর। এবং তাদেরকে বলেছিলাম, শনিবারে সীমালংঘন করো না। আমি তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

১৫৫. তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয় তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা এবং তাদের এই উক্তির কারণে যে, আমাদের অন্তরে আবরণ আছে। বস্তুত আল্লাহ্‌ তাদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। কাজেই তারা ঈমান আনে না, তবে সামান্য সংখ্যক।

(وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ) তাদের অঙ্গীকারের জন্য, তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য তূর পর্বতকে তাদের উর্ধ্বে স্থাপন করেছিলাম পর্বতকে মাটি থেকে উৎপাটন করে তাদের মাথার ওপর তুলে ধরে রেখেছিলাম (وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ) এবং তাদেরকে বলেছিলাম নত শিরে আরীহার দ্বারে প্রবেশ কর এবং তাদেরকে বলেছিলাম, শনিবারে মাছ ধরার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করবে না (وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا) এবং তাদের নিকট থেকে মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।

(فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ) এবং আমি তাদের সাথে যে আবরণ করেছিলাম তা তাদের অঙ্গীকার ভংগের জন্য আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য মুহাম্মদ ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করা হয়েছিল, (وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ) নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য, বিনা অপরাধে নবীগণকে হত্যা করার জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম (وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ) এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' তাদের এই উক্তির জন্য অর্থাৎ তাদের এ কথার জন্য যে, আমাদের হৃদয় সব জ্ঞান পূর্ণ ঢাকনা লাগানো পাত্র কিন্তু তা তোমার কথা উপলব্ধি করে না ও জ্ঞান ধারণ করে না (بَلْ طَبَعَ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ) বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তা মোহর মেরে দিয়েছেন, তারা যা বলে তা ঠিক নয়, বরং আসল ব্যাপার হলো কুরআন ও মুহাম্মদকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে সীল মেরে দিয়েছেন। (فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا) সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যক লোকই মুহাম্মদ ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস করে। আব্দুল্লাহ্ ইবন সালাম ও তাঁর সাথীরা ছাড়া কেউ ঈমান আনেনা।

(١٥٦) وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۙ
(١٥٧) وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۗ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ

১৫৬. এবং তাদের কুফর ও মারইয়ামের প্রতি গুরুতর অপবাদ আরোপের কারণে।

১৫৭. এবং তাদের এই কথার কারণে যে, আমরা হত্যা করেছি মারইয়াম তনয় ঈসাকে, যে আল্লাহ্‌র রাসূল ছিল। অথচ তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলেও চড়ায় নি। আসলে তাদের সম্মুখে সেইরূপ আকৃতি দেখা দিয়েছিল। তার সম্পর্কে যারা নানা রকম কথা বলে, তারা এ স্থলে সংশয়ে নিপতিত। এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, কেবল আন্দাজ অনুমানের উপর চলছে। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।

(وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا) এবং তারা লানত গ্রস্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্য ঈসা (আ) ও ইনজীলকে প্রত্যাখান করার জন্য ও মারয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার জন্য তাদেরকে শূকরে পরিণত করে দিয়েছিলাম।

(وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ) আর আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মারয়াম তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি তাদের এ উক্তির জন্য। আল্লাহ্ তাদের সাথী তাতিয়ানুসকে ধ্বংস করেছিলেন, (وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) অথচ তারা তাঁকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধ ও করেনি। কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। তাতিয়ানুসকে ঈসা (আ)-এর মত চেহারা দেয়া হয়েছিল। ফলে লোকেরা ঈসা (আ)-এর পরিবর্তে তাকে হত্যা করেছিল। (وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ) যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তাঁর হত্যা সম্বন্ধে (مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا) তারা নিশ্চয় এ তাঁর হত্যা সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল এ তাঁর হত্যা সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি।

(١٥٨) بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

(١٥٩) وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ○

(١٦٠) فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ○

(١٦١) وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৫৮. বরং আল্লাহ্ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

১৫৯. আহলে কিতাবের মধ্যে যত দল আছে তারা ঈসার প্রতি অবশ্যই তার মৃত্যুর আগে ঈমান আনবে এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

১৬০. ইয়াহূদীদের পাপের কারণে আমি তাদের জন্য এমন বহু উৎকৃষ্ট বস্তু হারাম করেছি, যা তাদের জন্য হালাল ছিল। এবং এই কারণে যে, তারা অনেককে আল্লাহ্র পথে বাধা দিত।

১৬১. এবং তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তাদের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে। তাদের মধ্যে যারা কাফির আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

(بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ) বরং, আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর নিকট আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন, (وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا) এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী তাঁর শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিতে সক্ষম। প্রজ্ঞাময় নিজের বন্ধুদের সাহায্য করার মত প্রজ্ঞার অধিকারী। তিনি তাঁর নবীকে রক্ষা করলেন এবং শত্রুদের সাথীকে হত্যা করলেন।

(وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ) কিতাবীদের মধ্যে (ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে) প্রত্যেকে মৃত্যুর পূর্বে ঈসার আকাশ থেকে নেমে আসার পর মৃত্যুবরণ করার পূর্বে প্রত্যেকে তাঁর ওপর ঈমান আনবে এবং তারপর সে সময়কার সকল ইয়াহূদীর পরে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। তাকে (ঈসাকে) বিশ্বাস করবেই যে তিনি জাদুকরও ছিলেন না। আল্লাহ্ও ছিলেন না। আল্লাহ্র ছেলেও ছিলেন না এবং তাঁর কোন শরীকও ছিলেন না। (وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا) এবং কিয়ামতের দিন সে (ঈসা) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (যে, ঈসা তাদের কাছে আল্লাহ্র বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিল)।

(فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا) ভাল, ভাল যাহা ইয়াহূদীদের জন্য বৈধ ছিল, তা তাদের অবৈধ করেছি, তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য এবং আল্লাহ্র পথে (আল্লাহ্র দীনের চর্চা করার পথে) অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য।

(وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ) এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্যও। সুদকে হালাল মনে করার জন্য যদিও তা তাদের জন্য (তাওরাতে) নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে জুলুম ও ঘুষের মাধ্যমে (وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ) লোকের ধন সম্পদ গ্রাস করার জন্য আমি তাদের ওপর হালাল জিনিসগুলো হারাম করেছিলাম, যথা চর্বি, উটের গোশত ও দুধ- যা তাদের জন্য আগে হালাল ছিল, (وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا) তাদের মধ্যে ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি এমন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যার যন্ত্রণায় হৃদয় পর্যন্ত বিদ্ধ হয় প্রস্তুত রেখেছি।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

(١٦٢) لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۟

(١٦٣) اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۟

১৬২. তবে তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক ও মু'মিন তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমার পূর্বে তা বিশ্বাস করে এবং যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে। এদেরকেই আমি মহা পুরস্কার দিব।

১৬৩. আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ্ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি। আর ওহী প্রেরণ করেছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের প্রতি এবং দাউদকে যাবূর দিয়েছিলাম।

(لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে (তাওরাতের জ্ঞানে) সুগভীর, তারা (আহলে কিতাবের মধ্যে যারা তাওরাতে দক্ষ, যথা আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম ও তার সাথীরা কুরআনকে স্বীকার করে, যদিও সাধারণ ইহুদী স্বীকার করে না। (وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ) এবং সর্বসাধারণ মু'মিনগণ তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হয়েছে (কুরআন) এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে অন্য সকল নবীর প্রতি (وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ) তাতে ঈমান আনে যারা (পাঁচ ওয়াক্ত) নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় (তারাও কুরআন ও অন্যান্য কিতাবে ঈমান আনে) (وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) এবং যারা আল্লাহ্ ও পরকালে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে ঈমান রাখে, তারাও কুরআন ও অন্য সকল কিতাবের স্বীকৃতি দেয়। যদিও সাধারণ ইহুদীরা স্বীকার করে না। তারপর তাদের প্রতিদানের বিবরণ দেয়া হয়েছে (اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا) তাদেরকেই মহা পুরস্কার দিব (জান্নাতের অসীম পুরস্কার)।

(اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ) তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি কুরআন সহকারে জিবরাঈলকে প্রেরণ করেছি (كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ) যেমন নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। আরো প্রেরণ করেছিলাম জিবরাঈলকে (وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا) ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইয়াকূবের বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়েছিলাম।

(١٦٤) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۚ

(١٦٥) رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

(١٦٦) لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۚ

(١٦٧) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝

১৬৪. এবং আমি এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে তোমাকে শুনিয়েছি, এবং আরও বহু রাসূল, যাদের বৃত্তান্ত তোমাকে শুনাই নি। আর আল্লাহ্ মূসার সাথে সাক্ষাত কথপোকথন করেছেন।

১৬৫. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাসূল পাঠিয়েছি, যাতে রাসূলগণের পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ বাকী না থাকে। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

১৬৬. কিন্তু আল্লাহ্ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার তিনি সাক্ষী যে, তিনি তা নাযিল করেছেন, স্বজ্ঞানে এবং ফিরিশ্‌তারাও সাক্ষী। সত্য প্রকাশকারী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

১৬৭. যারা কুফরী অবলম্বন করে ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় তারা সুদূর বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়।

(وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا) অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা ওই সূরার পূর্বে তোমাকে বলেছি তাঁদের নাম বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা (নাম) তোমাকে বলিনি (لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا) এবং মূসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাত বাক্যালাপ করেছেন।

(رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ) প্রেরণ করেছি জান্নাতের সুসংবাদ দাতা ও দোযখ থেকে সাবধানকারী রাসূল (হিসাবে) যাতে রাসূল আসার পর কিয়ামতের দিন (لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ)। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে (তারা যেন বলতে না পারে, আমাদের কাছে রাসূল পাঠাও নি কেন?) (وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا) এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী যারা তার রসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম (حَكِيْمًا) প্রজ্ঞাময়, তাই রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনতে নির্দেশ দিয়েছেন।

(لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ) তোমার প্রতি আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন জিবরাঈলের মাধ্যমে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি জেনে শুনে করেছেন, তাঁর বিধান অবতীর্ণ করেছেন (وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا) আল্লাহ্‌র এর সাক্ষী এবং ফিরিশতাগণ ও সাক্ষী এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। চাই আর কেউ সাক্ষী থাক বা না থাক।

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) যারা মুহাম্মদ ও কুরআনের প্রতি কুফরী করে ও আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র দীনের পথে চলায় ও দীনের অনুসরণে মানুষকে বাধা দেয়। (قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا) তারা সৎপথ থেকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

(١٦٨) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۝
(١٦٩) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝
(١٧٠) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১৬৮. যারা কুফরী অবলম্বন করে ও সত্যকে চাপা দেয় তাদেরকে আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করবার নন এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করবার নন।

১৬৯. তবে জাহান্নমের পথ, যাতে তারা চিরদিন থাকবে। এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

১৭০. হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য-সঠিক বিষয় রাসূল এসেছে। কাজেই, স্বীকার করে নাও, তোমাদের মঙ্গল হবে। আর যদি অস্বীকার কর তবে যা কিছু আকাশমণ্ডলে ও যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা তো আল্লাহ্রই।

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا) যারা কুরআন ও মুহাম্মদের প্রতি কুফরী করেছে ও সীমালংঘন করেছে (যারা আল্লাহ্র পথে শিরক করেছে তারাই এই শ্রেণীর লোক) আল্লাহ্ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না তারা যা করতো তা ক্ষমা করবেন না (لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا) এবং তাদেরকে ক্ষমার কোন পথও দেখাবেন না, হেদায়াতের পথ দেখাবেন না।

(اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا) জাহান্নামের পথ ব্যতীত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, মরবেও না, সেখান থেকে বেরও হবে না। (وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا) এবং এটা আযাব দেয়া ও তাতে চিরস্থায়ী করা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

(يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا) হে মানব! (হে মক্কাবাসী!) রাসূল (মুহাম্মদ) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য (একত্ববাদ ও কুরআন) এনেছেন। সুতরাং তোমরা (মুহাম্মদ ও কুরআনের) প্রতি ঈমান আন। (خَيْرًا لَّكُمْ - وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ) এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে (তোমরা যে অবস্থায় জীবন যাপন করছ তার চাইতে উত্তম হবে) এবং তোমরা কুরআন ও মুহাম্মদকে (مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) অস্বীকার করলেও আসমান ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্রই সবই আল্লাহ্র দাস-দাসী (وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا) এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ কে মু'মিন ও কে কাফির সকলের সম্পর্কে জানেন, প্রজ্ঞাময়। অসীম প্রজ্ঞা বলে এই বিধান জারী করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না।

এ সময়ে নাজরানবাসী নাস্তুরী খ্রিস্টানরা বলত, ঈসা আল্লাহ্র ছেলে, আলমার ইয়াকুবিয়া খ্রিস্টানরা বলত, ঈসাই স্বয়ং আল্লাহ্, মাবকুসীয় খ্রিস্টানরা বলত, আল্লাহ্ তিন জন মা'বুদের একজন, আর মালকানী খ্রিস্টানরা বলতো, আল্লাহ্ ও ঈসা পরস্পরের শরীক। এই সব ক'টি মত প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ

(١٧١) يَٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

(١٧٢) لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ۝

১৭১. হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য-সঠিক কথা ছাড়া বলো না। নিশ্চয়ই মারয়াম তনয় ঈসা মাসীহ্ মহান আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর বাণী। যা তিনি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তার পক্ষ হতে রূহ্। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণকে মেনে নাও। এবং বলো না, আল্লাহ্ তিন। এ কথা ত্যাগ কর, তাতে তোমাদের কল্যাণ হবে। আল্লাহ্ তো একমাত্র মা'বূদ। সন্তান হওয়া তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। কর্ম বিধায়করূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট।

১৭২. মসীহ্ আল্লাহ্ বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ করে না এবং ঘনিষ্ট ফিরিশ্‌তাগণও নয়। আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে যারা লজ্জাবোধ করবে ও অহংকার করবে, তাদের সকলকে তিনি নিজের কাছে একত্র করবেন।

(يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَاتَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ) হে কিতাবীগণ দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না উগ্রতার প্রশ্রয় দিও না, কেননা তা ন্যায়সঙ্গত নয়। ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলবে না। (اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ) মারয়াম তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূল এবং বাণী যা তিনি। মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন (এবং আল্লাহ্‌র একটি বাণী বা কথা দ্বারাই তিনি সৃষ্ট হয়েছেন) এবং তাঁর আদেশ (এই আদেশ দ্বারাই বিনা পিতায় তিনি ছেলে হয়ে জন্ম নিলেন) (فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَاتَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ . اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন (ঈসা (আ) ও অন্য সকল রাসূলের প্রতি ঈমান আন) এবং বলবে না তিন পুত্র ও পিতা, স্ত্রী ও এ কথা বল না) নিবৃত্ত হও (তোমাদের উক্ত কথা থেকে ও তওবা কর) এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে (তোমাদের ঐ কথার চাইতে উত্তম হবে) আল্লাহ্ তো একমাত্র ইলাহ তাঁর কোন সন্তান ও শরীক নেই) তাঁর সন্তান হওয়া থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে (তিনি এ থেকে পবিত্র) (لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا) আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই (দাস-দাসী) কর্ম বিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (সৃষ্টির প্রতিপালক হিসাবে ও ঈসা (আ) সম্পর্কে যা তিনি বলেছেন তার সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট।

(لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ) মসীহ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না (আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।) এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল তখন, যখন খ্রিস্টানরা বলেছিল; হে মুহাম্মদ! আমাদের নেতা ঈসা মসীহের পক্ষে তোমার এ বক্তব্য যে, (اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ) তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা

ছিলেন, অপমানজনক। আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করে বলে দিলেন যে, ঈসার জন্য আল্লাহ্র বান্দা হওয়া অপমানজনক নয়। (وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ) এবং ঘনিষ্ট ফিরিশতাগণও নহে। আল্লাহ্র আরশ বহনকারী ঘনিষ্ট ফিরিশতাগণও আল্লাহর বান্দা হওয়াকে মেনে নিতে লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ করেন না। (عَنْ عِبَادَتِهٖ) এবং কেহ তাঁর বান্দা হওয়াকে বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে অহংকার বশত আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা থেকে নিবৃত্ত থাকলে (وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا) তিনি তাদের সকলকে (কাফির ও মু'মিন সকলকে কিয়ামতের দিন) তাঁর নিকট একত্রিত করবেন।

(١٧٣) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

(١٧٤) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ○

(١٧٥) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

১৭৩. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তিনি তাদেরকে তাদের পুরস্কার পুরোপুরি দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দিবেন। পক্ষান্তরে, যারা লজ্জাবোধ করেছে ও অহংকার করেছে, তাদেরকে শাস্তি দিবেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত কোন অভিভাবক পাবে না এবং সাহায্যকারীও নয়।

১৭৪. হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণ এসে গেছে এবং আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সমুজ্জ্বল জ্যোতি।

১৭৫. সুতরাং যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে, তাদেরকে তিনি স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মাঝে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে পৌঁছাবেন তাঁর দিকে সরল পথে।

(فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) যারা মুহাম্মদ ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ ও বান্দাদের মধ্যকার সম্পর্ক ভিত্তিক সৎকর্মাবলী করে (فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ) তিনি তাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার দিবেন (জানাতে পাঠাবেন)। (مِنْ فَضْلِهٖ) এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দিবেন। নিজের মহানুভবতায় আরো বেশী দিবেন। (وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا) কিন্তু যারা হেয় জ্ঞান করে ও অহংকার করে অহংকার বশে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না। (فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا) তাদেরকে তিনি মর্মন্তুদ বেদনাদায়ক শাস্তি দান করিবেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আল্লাহ্র আযাব থেকে (وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا) তারা কোন অভিভাবক কোন উপকারী ঘনিষ্ঠজন ও সহায় আযাব থেকে রক্ষাকারী পাবে না।

(يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ) হে মানব, হে মক্কাবাসী! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এসেছেন এবং আমি তোমাদের প্রতি তোমাদের নবীর প্রতি (وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا) স্পষ্ট জ্যোতি হালাল ও হারামের বিধান অবতীর্ণ করেছি।

(فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ) যারা আল্লাহ্‌র এবং কুরআন ও মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আনে ও তাঁকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে দৃঢ়ভাবে (فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا) অবলম্বন করে, তাদেরকে তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের (জান্নাতে) দাখিল করবেন এবং তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন। এখানে অগ্র পশ্চাত রয়েছে অর্থাৎ ইহকালে সরল ও সঠিক পথে তথা ঈমানের পথে বহাল রাখবেন ও আখিরাতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) রসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার একটা নিঃসন্তান বোন আছে। সে মারা গেলে আমি তার কাছ থেকে কিরূপ সম্পত্তি উত্তরাধিকার হিসাবে পাবো? এ প্রসঙ্গে নাযিল হয় ঃ

(١٧٦) يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ وَاِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۚ

১৭৬. তারা তোমার নিকট বিধান জানতে চায়। বল, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কালালার বিধান জানাচ্ছেন। যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন ছেলে না থাকে, এক বোন থাকে, তা হলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক সে পাবে এবং সেই ভাই তার ওয়ারিস হবে, যদি বোনের কোন ছেলে না থাকে। আবার বোন যদি দুইজন হয়, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ তারা পাবে। এরূপ স্বজন যদি কয়েকজন থাকে কতক পুরুষ ও কতক নারী, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান। আল্লাহ্ তোমদের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা করছেন, পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাও এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অবহিত।

(يَسْتَفْتُوْنَكَ) লোকেরা আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। (হে মুহাম্মদ; সন্তানহীন ও পিতামাতাহীন অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার উত্তরাধিকার কিভাবে বণ্টিত হবে লোকেরা তা জিজ্ঞেস করে।) (قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ) বলুন পিতা মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে (তার উত্তরাধিকার সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ব্যবস্থা জানিয়ে দিচ্ছেন।) (اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗ) কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় পিতা-মাতাহীনও হয় (اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ) এবং তার একটি ভগ্নি (সৎ কিংবা আপন বোন) থাকে, তবে তার জন্য (মৃত ব্যক্তির) পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং (মৃত ব্যক্তি) সন্তানহীন হয়, (ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর দুই ভগ্নি থাকিলে তাদের জন্য তার (মৃত ব্যক্তির) (وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ) পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই বোন উভয় থাকে, (আপন বা সৎ) (وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ) তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমার পথভ্রষ্ট হবে (উত্তরাধিকার বণ্টনে ভুল করবে) (اَنْ تَضِلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ) এই আশংকায় এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে উত্তরাধিকার বণ্টনসহ সকল বিষয়ে বিশেষ অবহিত।

সূরা মায়িদা

১২০ আয়াত, মাদানী। (এটি সেই সূরা যাতে মায়িদা অর্থাৎ খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চার উল্লেখ রয়েছে। সমগ্র সূরাটি মাদানী।)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝

(٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

১. হে মু'মিনগণ! অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদেরকে পরবর্তীতে যা শোনানো হবে তা ছাড়া সব চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আদেশ করেন যা চান।

২. হে মু'মিনগণ! তোমরা বৈধ মনে করো না আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে, না সম্মানিত মাসসমূহকে, না কা'বার জন্য উৎসর্গিত পশুকে, না কা'বায় প্রেরিত গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশুকে, এবং না সম্মানিত গৃহাভিমুখে যাত্রাকারীদেরকে, যারা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ আশা করে। যখন তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। যারা তোমাদেরকে সম্মানিত গৃহে প্রবেশে বাধা দিত, তাদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের সীমালংঘনের কারণ না হয়। তোমরা সৎ কাজ ও তাক্‌ওয়ায় পরস্পরকে সাহায্য কর, পাপ কাজ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠোর।

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ) হে মু'মিনগণ, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে যে সকল অঙ্গীকার তোমাদের ও আল্লাহ্‌র মধ্যে অথবা তোমাদের ও মানুষের মধ্যে রয়েছে তা পূর্ণ কর। অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ, সেই সকল ফরয কাজগুলো সম্পাদন কর, যা তোমাদের ওপর অঙ্গীকার গ্রহণের দিন এই কিতাবে আরোপিত হয়েছে তা পালন কর। (اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ) যা তোমাদের নিকট এই সূরায় বর্ণিত হচ্ছে হারাম করা হচ্ছে

(الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) তা ব্যতীত চতুষ্পদ 'আনআম' তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে স্থলের জন্তু যথা বন্য গরু বন্য গাধা ও হরিণ ইত্যাদি (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) তবে ইহরাম অবস্থায় অথবা হরম শরীফে শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না। (إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা আদেশ করেন ইহরাম বা অ-ইহরাম অবস্থায় যা ইচ্ছা হালাল ও হারাম করেন।

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরান চিহ্নবিশিষ্ট পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করবে না। আল্লাহ্‌র নিদর্শন দ্বারা হজ্জের অনুষ্ঠানাবলীকে বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, হে মু'মিনগণ হজ্জের সকল অনুষ্ঠানাবলী বর্জন করাকে হালাল গণ্য করবে না পবিত্র মাসে আক্রমণ ও লুণ্ঠনকেও হালাল গণ্য করবে না কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুকে আত্মসাৎ করাকেও বৈধ মনে করো না, পাবিত্র মাসের আগমনে পশুর গলায় যে সব চিহ্ন পরান হয়, তা নিয়ে নেয়াকেও বৈধ মনে করো না এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা তথা তাদের ওপর আক্রমণ করো না। এরা হলো ইয়ামামার মুশরিক গোত্র বকর বিন ওয়ায়েলের হজ্জ গমনেচ্ছু এবং অপর মুশরিক গোত্র শুরাইহ্ বিন যুবাইয়ার ব্যবসায়ীগণ। যারা হজ্জ দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা উপার্জন করতে চাইত এখানে অগ্র পশ্চাত রয়েছে।

(وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ) যখন তোমরা ইহরাম মানুষ হবে আইয়ামে তাশরীকের পর হারম শরীফ থেকে বের হবে তখন শিকার করতে পার (স্থলভাগের জন্তু শিকার করতে পার যদি চাও) (أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) মসজিদুল হারমে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে হুদায়বিয়ার বছরে (أَنْ تَعْتَدُوا - وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) কোন সম্প্রদায়ের (মক্কাবাসীর প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে বকর বিন ওয়ায়েলের হজ্জ গমনেচ্ছুদের ওপর জুলুমে প্ররোচিত না করে। সৎ কর্মে পুণ্যের কাজে ও তাকওয়ায় পাপ বর্জনে (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রীয় হজ্জ গমনেচ্ছুদের ওপর জুলুমে একে অন্যকে সাহায্য করবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় করবে তাঁর আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালনে আল্লাহ্ যে তাঁর আদেশ লংঘন করে তাকে শাস্তি দানে কঠোর। তারপর নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর বর্ণনা দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ

(٣) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, যে পশুর উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নাম উচ্চারিত হয়েছে, শ্বাসরোধে বা আঘাতে বা পতনে কিংবা শিঙের

আঘাতে মৃত জন্তু এবং যাকে হিংস্র পশু ভক্ষণ করেছে। তবে যা তোমরা যবেহ্ করতে পেরেছ তা ব্যতীত। এবং যে পশু কোন বেদীর উপর যবেহ্ করা হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ-বণ্টন করা হারাম। এসব পাপ কার্য। আজ কাফিরগণ তোমাদের দীনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীনরূপে মনোনীত করলাম। তবে কেউ ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে গেলে অথচ সে গুনাহের প্রতি ঝোঁকা নয় হবে। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত, যে সব জন্তু জবাই করে খেতে বলা হয়েছে, তা জবাই ছাড়া মারা গেলে তা খাওয়া হারাম। (وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ) রক্ত প্রবাহিত রক্ত শূকর মাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে যবাহকৃত পশু ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে যবাহ কৃত পশু (وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ) শ্বাসরোধে রশি দ্বারা শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, কাঠ দ্বারা প্রহারে মৃত জন্তু, পাহাড় থেকে বা কুয়ায় পতনে মৃত জন্তু, অপর জন্তুর (وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ) শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশু দ্বারা শিকার কৃত আংশিক ভক্ষিত জন্তু। (اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) তবে যা তোমরা যবাহ করতে পেরেছ জীবিত পেয়ে যবাহ করেছ তা ব্যতীত। (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ) আর যা মূর্তিপূজার বেদীর ওপর বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, তোমাদের ওপর জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা হারাম এ সব তীরের একদিকে "আমার প্রভু আমাকে আদেশ করেছেন" এবং অপর দিকে "আমার প্রভু আমাকে নিষেধ করেছেন" লেখা থাকত। এভাবে আরবরা তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করতো। আল্লাহ্ এটা নিষিদ্ধ করে দেন। (ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ـ) এই সব যে সকল নিষিদ্ধ জিনিসের উল্লেখ করলাম পাপকর্ম; এগুলো করা পাপ এবং করাকে হালাল মনে করা কুফরী (اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ) আজ বিদায় হজ্জের দিন কাফিরগণ মক্কার কাফিরগণ তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে (তোমরা শিরক ত্যাগ করার পর পুনরায় শিরকে লিপ্ত হবে এ ব্যাপারে) হতাশ হয়েছে। (فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ) সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসরণে ও তাদের বিরুদ্ধাচরণে তাদের ভয় কর না, শুধু আমাকে ভয় কর (মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনুগত্য ত্যাগে ও কাফিরদের সাথে নমনীয় হওয়ায় আজ (বিদায় হজ্জের দিন) (اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ) তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম তোমাদের দীনের আইন বিধি, হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করলাম) (وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ) ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম ফলে আজকের পর আর তোমাদের সাথে মুশরিকরা আরাফাতে, মিনায়, তওয়াফে ও সাফা মারওয়ার মাঝখানের 'সাঈতে' একত্রিত হবে না (وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا) এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম। (فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ) তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে পাপের ইচ্ছা না করে। অপর ব্যাখ্যায় অপ্রয়োজনে স্বেচ্ছায় আহার না করে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তৃপ্তি সহকারে আহারের ক্ষেত্রে (رَّحِيْمٌ) দয়ালু। কেননা তিনি অনন্যোপায় অবস্থায় জীবন বাঁচানোর উপায় হিসাবে মৃত জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, যদিও তৃপ্তি সহকারে বা পেট পুরে খাওয়া অপছন্দ করেছেন।

(٤) يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۗ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

(٥) اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۭ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۠ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۡ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۧ

৪. তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তাদের জন্য কি বস্তু হালাল? বল, তোমাদের জন্য হালাল পবিত্র বস্তু। এবং শিকারী জন্তু যাদেরকে তোমরা শিকারের প্রতি ধাবিত হওয়ার জন্য শিক্ষা দান করেছ। তাদেরকে তোমরা শিক্ষা দাও আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তদনুযায়ী। কাজেই, তারা তোমাদের জন্য যা ধরে আনে তা হতে খাও এবং তাতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

৫. আজ তোমাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল হয়ে গেল। কিতাবীদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। আর তোমাদের জন্য হালাল মুসলিম সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্য হতে সচ্চরিত্রা নারী। যখন তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান করবে তাদেরকে বন্ধনে আনয়নের জন্য; মৌজ করার জন্য নয় এবং গোপন প্রণয়ের জন্যও নয়। আর যে কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যানকারী হল তার শ্রম বৃথা গেল এবং আখিরাতে তো সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

(يَسْئَلُوْنَكَ) লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, যায়দ ইবন মুহালহাল তায়ী ও আদী বিন হাতেম প্রশ্ন করেছিল। তারা শিকারী ছিল। (مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ - قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ) তাদের জন্য কী কী শিকার করা হালাল করা হয়েছে? বলুন, সমস্ত ভাল জিনিস হালাল যবাই করা জন্তু (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং শিকারী পশু-পক্ষী যাকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে শিকারকে খেয়ে না ফেলে (فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ) যা তোমাদের জনা ধরে আনে তা ভক্ষণ করবে এবং এতে শিকার যবাহ্ করার সময় বা শিকার ধরে আনার জন্য কুকুর বা অন্য শিকারী জন্তুকে পাঠানোর সময় আল্লাহ্‌র নাম নিবে (وَاتَّقُوا اللّٰهَ) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে যেন মৃত জন্তু না খেয়ে বস (اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ) আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর, কঠোর অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ, তিনি যখন হিসাব নেন, তখন দ্রুত নেন।

(اَلْيَوْمَ) আজ (বিদায় হজ্জের দিন) (اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَطَعَامُ) তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস হালাল করা হল সমস্ত হালাল যবাহ্‌কৃত জন্তু (الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ) যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের

খাদ্যদ্রব্য যবাহ্কৃত জন্তুসহ (حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ) তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য যবাহ্কৃত জন্তু (حِلٌّ لَّهُمْ) তাদের জন্য বৈধ ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের যবাহ্কৃত জন্তু খেতে পারবে। (وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ) এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল মুসলিম ও কিতাবীদের মধ্যকার সচ্চরিত্রা নারীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য হালাল (اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ) যদি তোমরা তাহাদের মোহর প্রদান কর বিবাহের জন্য বিয়ের মোহর নির্দিষ্ট কর, যা ব্যভিচারের মজুরীর চেয়ে অনেক বেশী ও মর্যাদা সম্পন্ন (وَلَا مُتَّخِذِىْٓ اَخْدَانٍ) প্রকাশ্য ব্যভিচারে ও উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয় তার জন্য এমন কোন পুরুষ বন্ধু না থাকে, যে তার সাথে গোপনে ব্যভিচার করে। (وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ)। মক্কার মাহিলারা মুসলিম নারীদের মুশরিক নিজেদের গর্ব প্রকাশ করতো। তাই তাদের সম্পর্কে নাযিল হয় "কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" কেউ তাওহীদের প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করলে ইহকালে তার সকল সৎকর্ম বৃথা যাবে। ফলে সে জান্নাতে যেতে ব্যর্থ হবে ও জাহান্নামে যাবে।

(٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۝

৬. হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য ওঠ, তখন নিজ মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নাও এবং নিজ মাথা মাসহ কর আর পা টাখনু পর্যন্ত। তোমরা যদি রক্তঃপাতজনিত অপবিত্র হও, তবে উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে নাও। আর তোমরা অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসলে কিংবা তোমরা স্ত্রীর নিকট সংগত হলে তারপর পানি না পেলে পবিত্র মাটির ইচ্ছা কর এবং তাদ্বারা নিজ মুখমণ্ডল ও হাত মাসহ কর। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সংকীর্ণতা আরোপ করতে চান না। কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদর প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ) হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে (অথচ তোমাদের উযূ নেই, এমতাবস্থায় কী করতে হবে আল্লাহ্ শিখিয়ে দিচ্ছেন।) (فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ) তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত

ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথায় মাসূহ করবে (যেভাবে চাও) (وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى) এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে, যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে পানি দ্বারা গোসল করবে। তোমরা যদি পীড়িত হও (বসন্ত আক্রান্ত বা জখমপ্রাপ্ত হও। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ সম্পর্কে এটি নাযিল হয় (اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ) অথবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আগমন করে, পায়খানা অথবা পেশাব করে (اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ) অথবা তোমরা স্ত্রীর সহিত সংগত হও সহবাস কর (فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً) এবং পানি না পাও পানি যোগাড় করতে সক্ষম না হও (فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا) তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে (فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ) এবং (প্রথম বারে) তা তোমাদের মুখে ও দ্বিতীয় বারে (وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ـ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ) হাতে মাসূহ করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে অপবিত্রাবস্থা থেকে তায়াম্মুম দ্বারা (وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) পবিত্র করতে চান (وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ) ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান তায়াম্মুম ও পানি ব্যবহার থেকে অব্যাহতি অনুমোদন দ্বারা যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ ও পানি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

(٧) وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(٨) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۡ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৭. এবং তোমরা স্মরণ কর নিজেদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি যা তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলেন যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও মানলাম। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। আল্লাহ্ অন্তরসমূহের কথা সম্যক জানেন।

৮. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র ন্যায়ের সাক্ষ্য প্রদানে দাঁড়িয়ে যাও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবশত কখনই ন্যায় বিসর্জন দিও না। ইনসাফ কর, এটাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল। তোমরা যা কর তা আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

(وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ) হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (ঈমান আনা) (وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ) এবং যে অংগীকারে তিনি তোমাদেরকে আমি কি তোমাদের প্রভু নই বলে যেদিন অংগীকার নিয়েছিলেন আবদ্ধ করেছিলেন তা। (اِذْ قُلْتُمْ) যখন তোমরা বলেছিলে, হে প্রভু! আপনার কথা (سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا) শ্রবণ করলাম ও (আপনার আদেশ) মান্য করলাম এবং আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে (وَاتَّقُوا اللّٰهَ) আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ) অন্তরে যা আছে আদেশ নিষেধ মান্য বা লংঘন করা সম্পর্কে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

(يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শুরাইহ বিন শুরাহবিলের প্রতি (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى) বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো বকর বিন ওয়ালের হজ্জ যাত্রীদের প্রতি (اَلَّا تَعْدِلُوْا) সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে তাদের প্রতি (اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى) এটা সুবিচার তাকওয়ার নিকটতর এবং সুবিচারই কর আর অত্যাচারই কর (وَاتَّقُوا اللّٰهَ) আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। তোমরা যা কর সুবিচার বা অত্যাচার (اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন।

(৯) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

(১০) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

(১১) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ع

৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

১০. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তারা জাহান্নামবাসী।

১১. হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন লোকেরা তোমাদের উপর হাত চালাতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের থেকে তাদের হাত নিবৃত্ত করে দেন। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো। আর মু'মিনগণ যেন আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করে।

(وَعَدَ اللّٰهُ) যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনে (الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) ঈমান আনে ও আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যকার বিষয়ে সৎকার্য করে, তাদের জন্য দুনিয়ায় কৃত গুনাহসমূহের (لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ) ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাতে বিপুল পুরস্কার রয়েছে।

(وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا) যারা কুফরী করে আল্লাহ্‌র প্রতি (وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ) এবং আমার আয়াতকে মুহাম্মদ ও কুরআনকে মিথ্যা জ্ঞান করে, তারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির আধিবাসী।

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا) হে মুমীনগণ! মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীগণ! (اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তোমাদের ওপর থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার মাধ্যমে (اِذْ هَمَّ قَوْمٌ) স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় বনু কুরায়যা (اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ) তোমাদের বিরুদ্ধে হাত উত্তোলন করতে তোমাদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিল, (فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) তখন আল্লাহ্ তাদের হাত সংযত করেছিলেন, তাদেরকে হত্যার মাধ্যমে (وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর আল্লাহ্‌রই প্রতি মু'মিনগণ নির্ভর করুক। মু'মিনদের আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করা উচিত।

(١٢) وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۗ وَقَالَ اللّٰهُ إِنِّيْ مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

১২. আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। আর আমি তাদের মাঝে বারজন নেতা মনোনীত করি। এবং আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাদেরক সাহায্য কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দাও, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপরাশি দূরীভূত করব এবং তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তারপর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আবারো কাফির হয়ে যায়, তবে সে তো সরল পথ হারাল।

(وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا) আল্লাহ্ তাওরাতে বনী ইসরাঈলের অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন যেন তারা মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করে ও তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক না করে (مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا) এবং তাদর মধ্য হতে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করেছিলাম (অর্থাৎ দ্বাদশ রাসূল। কারো কারো মতে, দ্বাদশ রাজা। দ্বাদশ গোত্রের প্রত্যেকটির জন্য এক একজন রাজা।) (وَقَالَ اللّٰهُ) আর আল্লাহ্ বলেছিলেন, এই সকল রাজাকে (اِنِّىْ مَعَكُمْ) আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমাদের সাহায্যকারী (لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ) যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যে সকল নামায তোমাদের ওপর ফরয করা হয়েছে তা যদি পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় কর (وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ) যাকাত দাও তোমাদের মালের (وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ) আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তাঁরা সত্যই রাসূল বলে স্বীকার কর (وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ) তাঁদের সম্মান কর, তাঁদেরকে সাহায্য কর ও তরবারী সহযোগে লড়াই করে তাঁদেরকে শত্রুদের ওপর বিজয়ী কর (وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا) এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর (আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভাবে দান কর)-(لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ) তবে তোমাদের পাপ (ছোটখাট পাপ কবীরা গুনাহ ছাড়া) অবশ্যই মোচন করব এবং নিশ্চয় তোমাদেরকে দাখিল করাব জান্নাতের বাগানসমূহে (تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ) যার পাদদেশে যার গাছগাছালি ও বাসগৃহসমূহের নিচ দিয়ে নদী পানি, দুধ, মধু ও সুরার নদী প্রবাহিত। (فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ) এরপর ও এই অঙ্গীকার গ্রহণ ও স্বীকার করে নেয়ার পর ও কেউ কুফরী করলে সে সরল পথ হারাবে। হিদায়াতের পথে চলা বর্জন করবে। এরপর দশ রাজার মধ্য থেকে পাঁচজন ছাড়া সবাই কুফরী করেছিল। পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে কী শাস্তি দেয়া হয়েছিল তা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

(১৩) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(১৪) وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۪ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

১৩. কাজেই, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদের উপর লা'নত করি এবং তাদের অন্তর পাষাণ করে দেই। তারা কথাকে যথাস্থান হতে ঘুরিয়ে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ করা হয়েছিল তাদ্বারা উপকৃত হতে ভুলে যায়। তুমি হামেশাই তাদের এক একটা প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত হতে থাকবে। তবে তাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক এর ব্যতিক্রম। কাজেই তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদেরকে উপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।

১৪. আর যারা নিজেদেরকে 'নাসারা' বলে, আমি তাদের থেকেও তাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম। তারপর তাদেরকে যে নসীহত করা হয়েছিল তাদ্বারা উপকৃত হতে তারা ভুলে যায়। ফলে আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিজেদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ লাগিয়ে দেই। এবং অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে অবহিত করবেন, যা কিছু তারা করত।

(فَبِمَا) তাদের বনী ইসরাঈলী রাজাদের (نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ) অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদেরকে লা'নত করেছি জিযিয়া আরোপের মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছি (وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً) ও তাদের হৃদয় কঠিন করেছি জ্যোতিবিহীন শুষ্ক ও নীরস করেছি (يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ) তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে মুহাম্মাদ ﷺ -এর গুণ বৈশিষ্ট্যগুলো এবং ব্যভিচারের শাস্তি হিসাবে পাথর মেরে হত্যা করার বিধানকে, তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে, পরিবর্তন করে) (عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ) এবং তারা যা আদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গিয়েছে (তাওরাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণের আদেশ ও তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা সম্বলিত অংশকে ত্যাগ করেছে। এরপর রাসূল ﷺ -এর সাথে ইয়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন তুমি (হে মুহাম্মাদ!) সর্বদা ওদের (বন্ধু কুরায়যার) (وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ) অল্প সংখ্যক আব্দুল্লাহ্ ইবন সালাম প্রমুখ ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা খিয়ানত ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করতে দেখতে পাবে। (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ) সুতরাং ওদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, শাস্তি দিও না (اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ) আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদেরকে (মানুষের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন কারীদেরকে) ভালবাসেন।

(وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى) যারা বলে বলে, 'আমরা খ্রিষ্টান' নাজরানের খ্রিষ্টানরা (اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا) তাদের নিকট হতেও ইনজীলে মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণ, তাঁর লক্ষণ ও

বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবরণ এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত না করা ও তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক না করার জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, (مِمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ) কিন্তু তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে। যা তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল তার একাংশ পরিত্যাগ করেছে। (فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ) সুতরাং আমি তাদের মধ্যে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে, মতান্তরে নাজরানের নাসতুরী খ্রিষ্টান, মারইয়াকুবি, মারকুসী ও মালাকানী খ্রিষ্টানদের মধ্যে (اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ) কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা হত্যা কাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে ও বিদ্বেষ (যা অন্তরে বদ্ধমূল জাগরূক রেখেছি (وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ তারা যা করত ইসলামের বিরোধিতা, রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, শত্রুতা ও বিদ্বেষ আল্লাহ্ তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন।

(١٥) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ

(١٦) يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

১৫. হে আহলে কিতাব! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসে গেছে, যে কিতাবের মধ্য হতে তোমরা যা গোপন করতে তার বহু বিষয় প্রকাশ করে এবং অনেক বিষয় উপেক্ষা করে। নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হতে এসে গেছে নূর (আলো) ও বর্ণনাদাতা কিতাব।

১৬. যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তাদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন, যারা তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাদের স্বীয় নির্দেশে অন্ধকার হতে আলোতে বের করে আনেন আর তাদের পরিচালিত করেন সরল পথে।

(يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ) হে কিতাবীগণ! আমার রাসূল (মুহাম্মদ) (قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ) তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক মুহাম্মদ ﷺ-এর বর্ণনা তার লক্ষণসমূহ ও গুণাবলী এবং পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করে ব্যভিচারের শাস্তি দানের বিধান) প্রকাশ করেন এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকেন অর্থাৎ কিছু প্রকাশ করেন না। (قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ) আল্লাহ্র নিকট হতে এক জ্যোতি মুহাম্মদ ﷺ ও সুষ্ঠু কিতাব (হালাল হারামের সুষ্ঠু বিবরণ সম্বলিত কিতাব) তোমাদের নিকট এসেছে।

(يَهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় তাঁর একত্বে বিশ্বাস করে এ দ্বারা মুহাম্মদ ও কুরআন দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে ইসলামের পথে ও আল্লাহ্র পথে পরিচালিত করেন, এবং নিজ অনুমতিক্রমে নিজ আদেশে, মতান্তরে তাঁর প্রেরণা ও মহত্ত্ব দ্বারা অন্ধকার হতে আলোর দিকে কুফরী

থেকে ঈমানের দিকে নিয়ে যান এবং তাদের সরল পথে পরিচালিত করেন ইসলাম গ্রহণের পর তাদেরকে ইসলামের উপর অবিচল রাখেন।

(١٧) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۭ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۭ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(١٨) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰۗؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۗؤُهٗ ۭ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۡ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

১৭. নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়ে গেছে যারা বলে, আল্লাহ্ তো ওই মারয়াম তনয় মাসীহ্ই। বলে দাও, আল্লাহ্ যদি মারয়াম তনয় মাসীহ্কে, তার মাকে এবং পৃথিবীবাসী সকলকে ধ্বংস করে দিতে চান, তবে তার সামনে কার কি করার সাধ্য আছে? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছুর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৮. ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণ বলে, আমরা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বল, তা হলে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে শাস্তি দেন কেন? বরং তোমারাও তার সৃষ্টির মধ্যে এক মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছুর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ) যারা বলে, 'মারয়াম তনয়' মসীহই আল্লাহ্ এটি মারইয়াকুবী গোষ্ঠীর অভিমত তারা তো কুফরী করেছেই। (قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا) সেই খ্রিষ্টান গোষ্ঠীকে হে মুহাম্মাদ! বলুন, আল্লাহ্ মারয়াম-তনয় মসীহ, তাঁর মাতা, এবং দুনিয়ার সকলকে যারা তাঁর পূজা করে, তাদের সকলকে যদি ধ্বংস করতে আযাব দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁকে বাধা দিবার আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করার শক্তি কার আছে? (لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا) আসমান ও যমীনের এবং এদুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, আসমান ও যমীনের যাবতীয় সম্পদ ও এ দু'টির মাঝখানে যা কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি আছে তাঁর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। (يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ) তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। পিতার মাধ্যমে বা পিতা ছাড়া (وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ) এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান যে কোন ধরনের জীব বা বস্তু সৃষ্টি করায় তাঁর প্রিয় জনদেরকে উত্তম প্রতিদান দেয়ার ও তাঁর শত্রুদেরকে শাস্তি দানে সক্ষম।

(وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ) মদীনার ইয়াহূদী ও নাজরানের খ্রিস্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও তাঁর প্রিয়।' আল্লাহ্র নবীদের পুত্র ও তাঁর ধর্মের ব্যাপারে প্রিয়, অপর ব্যাখ্যায়

এর অর্থ আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও প্রিয়জনদের মত তাঁর ধর্মেই আছি। কেউ ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর পুত্রদের মত এবং তাঁর ধর্মেই আছি (قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ, ইয়াহূদীদেরকে বলুন (فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ) তবে কেন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের জন্য চল্লিশ দিন ধরে বাছুর পূজার জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন? (যদি তোমরা তাঁর পুত্রই হয়ে থাক, তবে কেন তোমাদেরকে শাস্তি দেন? এমন কোন বাবাকে কি দেখেছ যে পুত্রকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়? না, তোমরা মানুষ সৃষ্ট বান্দা (مِمَّنْ خَلَقَ - يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ) তাদেরই মতো যাদেরকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন। (যে ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে তওবা করে তাকে ক্ষমা করেন এবং যে ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মের ওপর মারা যায় তাকে শাস্তি দেন) (وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ) আসমান যমীনের (সকল সম্পদ) এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে, (আজব আজব সৃষ্টি) তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই আর (মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সকলের) প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে।

(১৯) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(২০) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৯. হে আহলে কিতাব! তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসে গেছে রাসূলগণের আগমন বন্ধ হবার মুহূর্তে যে তোমাদের নিকট খুলে বর্ণনা করে, পাছে তোমরা কখনও বলতে পার যে, আমাদের নিকট তো কোন সুসংবাদবাহী বা সতর্ককারী আসেনি। কাজেই তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছে এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২০. আর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। তিনি তোমাদের মাঝে নবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়েছেন আর তোমাদেরকে দান করেছেন যা বিশ্বে আর কাউকে দান করেন নি।

(يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ) হে কিতাবীগণ! তাওরাত ও ইঞ্জিলধারীগণ (قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا) রাসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রাসূল মুহাম্মদ তোমাদের নিকট এসেছেন। (يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ) তিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছেন, (اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ) যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন বলতে না পার, কোন সুসংবাদবাহী বেহেশতের ও সাবধানকারী দোযখ থেকে আমাদের নিকট আসেন নাই। (فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ) এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদবাহী বেহেশতের ও সাবধানকারী দোযখ থেকে মুহাম্মদ এসেছেন। (وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

(قَدِيْرٌ) আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে রাসূল প্রেরণে, রাসূলের মান্যকারীকে পুরস্কৃত করায় ও অমান্যকারীকে শাস্তি দেয়ায় সর্ব শক্তিমান।

(وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ) স্মরণ কর, মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদের মধ্য হতে নবী করেছিলেন এবং তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করে ছিলেন অথচ তার আগে তোমরা ফেরাউনের দাস-দাসী ছিলে এবং তৎকালীন বিশ্বজগতে কাউকেও যা তিনি দেননি তা তোমাদেরকে দিয়েছিলেন মরুভূমিতে মান্না ও সালওয়া।

(২১) يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝
(২২) قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ۝

২১. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা প্রবেশ কর পবিত্র ভূমিতে, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং তোমরা পশ্চাতদিকে ফিরে যেও না। তা হলে তোমরা ক্ষতিতে নিপতিত হবে।
২২. তারা বলল, হে মূসা! সেখানে একটি পরাক্রান্ত সম্প্রদায় রয়েছে। তারা সেখান থেকে বের না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করব না। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবে আমরা অবশ্যই প্রবেশ করব।

(يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ) হে আমার সম্পদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি দামেশক, ফিলিস্তিন ও পবিত্র জর্ডানের কিছু অংশ নির্দিষ্ট করেছেন প্রদান করেছেন এবং তোমাদের পিতা ইবরাহীমের উত্তরাধীকাররূপে চিহ্নিত করেছেন (وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ) তাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করবে না। করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তোমাদের মান্না ও সালওয়া ছিনিয়ে নিয়ে শাস্তি দেবেন।

(قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ) তারা বলল, হে মূসা, সেখানে এক দুর্দান্ত খুনী জাতি রয়েছে। (وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا) তারা সেই স্থান হতে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে সেই দুর্দান্ত খুনী জাতির ভূমিতে প্রবেশ করবই না। (فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ) তারা সেই স্থান হতে বের হয়ে গেলেই আমরা প্রবেশ করিব।

(٢٣) قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(٢٤) قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ○

(٢٥) قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

২৩. ভীরু লোকদের মধ্যে দুই ব্যক্তি, যাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছিল, বলল, 'তোমরা তাদের মুকাবিলা করে দরজায় ঢুকে পড়। তোমরা যখন ঢুকে পড়বে, তখন নিশ্চয় তোমরাই জয়ী হবে। এবং আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক।'

২৪. তারা বলল, 'হে মূসা! তারা যাবত সেখানে থাকবে আমরা কস্মিনকালেও সেখানে প্রবেশ করব না। কাজেই তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং তোমরা উভয়ে যুদ্ধ কর। আমরা তো এখানেই উপবিষ্ট।'

২৫. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ইখ্তিয়ারে আমার নিজ প্রাণ ও আমার ভাই ছাড়া আর কিছু নেই। কাজেই আমাদের মধ্যে ও অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য সাধন করে দাও।

(قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ) যারা ভয় করছিল বারো ব্যক্তি দুর্দান্ত জাতির ভয় করছিল (اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ـ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ـ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) তাদের মধ্য হতে দুইজন, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা দু'জন ইউশা ইব্ন নূন ও কালেব ইব্ন ইউহান্না, তারা বলল, তোমরা তাদের মুকাবিলা করে দ্বারে প্রবেশ করলে তোমরা জয়ী হবে। আর তোমরা মু'মিন হলে আল্লাহ্র সাহায্যের ওপরই নির্ভর কর। অপর ব্যাখ্যা এরূপ- দুর্দান্ত জাতির মধ্য থেকে যারা মূসাকে ভয় করতো, তাদের মধ্য থেকে দু'জন, যাদেরকে আল্লাহ্ তাওহীদে বিশ্বাসী করে অনুগৃহীত করেছিলেন তারা বললো, তোমরা দ্বারে প্রবেশ করলে জয়ী হবে।

(قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا) তারা বলল, 'হে মূসা! তারা যতদিন সেখানে থাকবে ততদিন আমরা সেখানে (দুর্দান্ত জাতির ভূমিতে) প্রবেশ করবই না। (فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا) (اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ) সুতরাং তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও (তুমি ও তোমার নেতা হারূন যাও) এবং যুদ্ধ কর। (কেননা তোমার প্রভু তোমাদের দু'জনকে সাহায্য করবেন যেমন ফিরাউন্ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের উপর জয়ী হতে সাহায্য করেছিলেন) আমরা এখানেই বসে থাকব (অপেক্ষায় থাকব)।

(قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ) সে (মূসা) বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভাই ব্যতীত অপর কারও উপর আমার আধিপত্য নেই, সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও।

(٢٦) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِينَ ○

(٢٧) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ○

(٢٨) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِينَ ○

২৬. তিনি বললেন, তবে নিশ্চয়ই সে দেশ তাদের জন্য চল্লিশ বছর নিষিদ্ধ রইল। তারা দেশে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কাজেই, তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।

২৭. এবং তাদেরকে আদমের দুই ছেলের বাস্তব অবস্থা শোনাও। যখন তারা উভয়ে পেশ করল কিছু নজরানা এবং একজনেরটি গৃহীত হল আর দ্বিতীয়জনেরটি গৃহীত হল না। সে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করব। সে বলল, আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের থেকেই কবূল করেন।

২৮. তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার উপর হাত চালাও, তবে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার উপর হাত চালাব না। আমি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।

(قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً) আল্লাহ্ বললেন, তবে এটা চল্লিশ বৎসর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইল।(সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে তুমি সত্যত্যাগী ও অবাধ্য বলার পর (يَتِيْهُوْنَ فِى الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ) তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াবে। এটি সাত ফারসাখ আয়তনের একটি মরুভূমি। সেখান থেকে তারা বের হতেও পারেনি, দিক দিশাও খুঁজে পায়নি। সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا) আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে কুরআন থেকে পড়ে শোনান, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবূল হলো। (فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ) হাবিলের কুরবানী কবূল হল এবং অন্যজনের কাবিলের কবুল হলনা। তাদের একজন (قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ) কাবিল হাবিলকে বলল, 'আমি তোমাকে হত্যা করবই।' (قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ) কেননা আল্লাহ্ তোমার কুরবানী কবূল করেছেন এবং আমার কুরবানী কবুল করেননি। অপরজন হাবিল বলল, 'আল্লাহ্ শুধু মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করেন।' আল্লাহ্ শুধু এমন লোকদের থেকেই কবুল করেন, যারা কথায় ও কাজে সৎ ও সত্যবাদী এবং যাদের মন পবিত্র। তোমার মন পবিত্র নয়।

(لَئِنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ) আমাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলব না। আমি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি। (اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ) তাই তোমাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে পারিনা।

(٢٩) إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ۞

(٣٠) فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ۞

(٣١) فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ۞

২৯. আমি চাই তুমি আমার পাপ ও তোমার নিজের পাপ বহন করে নাও। তারপর জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই জালিমদের শাস্তি।

৩০. তারপর তার আত্মা তাকে তার ভ্রাতৃহননে উদ্বুদ্ধ করল। ফলে সে তাকে হত্যা করল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হয়ে গেল।

৩১. তারপর আল্লাহ্ একটি কাক পাঠালেন, যেটি সে তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে গোপন করবে তা দেখানোর জন্য মাটি খনন করছিল। সে বলল, হায় আফসোস! আমি এই কাকটির সমতুল্যও হতে পারলাম না, যাতে আমি আমার ভাইয়ের লাশ লুকাতে পারি। কাজেই সে অনুতাপ করতে লাগল।

(انى اريد ان تبوءا باثمى واثمك) তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং অগ্নিবাসী হও (فتكون من اصحب النار وذلك جزوا الظلمين) আমার কৃত যাবতীয় পাপের জন্যও দায়ী হও এবং আমাকে হত্যা করার মাধ্যমে অর্জিত নিজের পাপের জন্যও পাকড়াও হও তার ফলে দোযখবাসী হও এটাই আমি চাই এবং এটা দোযখ যালিমদিগের কর্মফল।

(فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخسرين) তারপর তার চিত্তভ্রাতৃহত্যায় তাকে উত্তেজিত প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। তারপর আল্লাহ্ এক কাক পাঠালেন যে তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার জন্য মাঠ খনন করতে লাগল। (فبعث الله غرابا يبحث فى الارض ليريه كيف يوارى سوءة اخيه)একটি মৃত কাককে মাটিতে পুতে ফেলে দেখিয়ে দিল কিভাবে সে তার নিহত ভাই এর লাশ দাফন করবে সে বলিল, হায়! আমি কি এই কাকের মতও হতে পারলাম না যাতে আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি? (قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب) চতুরতায় আমি এতই দুর্বল হয়ে গিয়েছি যে, এই কাকটার সমান চালাকও হতে পারলাম না যে, আমার ভাই এর লাশ মাটির ভেতর লুকিয়ে ফেলার কৌশল কাকটার কাজ না দেখেই নিজ বুদ্ধিতে উদ্ভাবন করতে পারতাম! তারপর সে অনুতপ্ত হল। (فاوارى سوءة اخى فاصبح من الندمين) মৃত ভাই এর লাশ দাফন করতে না পারার কারণে অনুতপ্ত হল। ভাইকে হত্যা করার জন্য অনুতপ্ত হয়নি।

(٣٢) مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝

(٣٣) اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ ۙ

৩২. এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ বা দেশে ফিৎনা-ফাসাদ বিস্তার করার কারণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, তবে সে যেন হত্যা করল সমস্ত মানুষকে আর যে ব্যক্তি কোন একটি প্রাণ রক্ষা করল সে যেন প্রাণ রক্ষা করল সমস্ত মানুষের। আমার রাসূলগণ তো তাদের নিকট প্রকাশ্য আদেশ আনয়ন করেছে। তারপর তাদের মধ্যে বহু লোক তথাপি দেশে সীমালংঘন করে।

৩৩. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। এটা তাদের লাঞ্ছনা পার্থিব জীবনে, আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ) এ কারণেই কাবিল কর্তৃক হাবিলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম (اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ) অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে তাওরাতে নির্ধারণ করে দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ব্যতীত কেউ কাউকেও (فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল। আল্লাহ্ বলছেন যে, অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করলেও তার জাহান্নামে যাওয়া অবধারিত হয়ে যাবে, যেমন সারা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করলেও জাহান্নাম অবধারিত হয়। (وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا) আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে হত্যা প্রতিহত করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। আল্লাহ্ বলছেন যে, একজন মানুষের হত্যা প্রতিহত করলে বা হত্যাকারীকে ক্ষমা করলে তার জন্য বেহেশত অবধারিত হবে, যেমন সারা পৃথিবীর মানুষের প্রাণ রক্ষা করলেও বেহেশত অবধারিত হয়। (وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ) তাদের নিকট তো বনী ইসরাঈলের নিকট আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ (ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ) আদেশ, নিষেধ ও নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল কিন্তু এর পরও রাসূলগণের পরও তাদের বনী ইসরাঈলের অনেকে দুনিয়ায় সীমালংঘনকারী মুশরিকই রয়ে গেল।

বনু কিনানা গোত্রের কতক লোক যখন হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় রাসূল ﷺ -এর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্যোগী হলো, তখন হেলাল ইবন উয়াইমির গোত্রের লোকেরা তাদেরকে হত্যা করে ও

তাদের মালপত্র ছিনিয়ে নেয়। মুশরিক গোত্র হেলাল ইবন উয়াইমিরের কৃত এই হত্যাকাণ্ডের শাস্তি ঘোষণা করে আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ (اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায়, (اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْيُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ) যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি কুফরী করেই শুধু ক্ষান্ত হয় না, উপরন্তু হত্যা ও ডাকাতির মাধ্যমে অন্যায়ভাবে মানুষের মালপত্র ছিনিয়ে নেয়ার মত জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হয় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে যারা শুধু হত্যা করে, মালপত্র ছিনতাই করেনা তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে (যারা হত্যা ও ডাকাতি দুটোই করে তাদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে) অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে (اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ) যারা হত্যা করে না, কেবল মালপত্র ছিনিয়ে নেয় ও ডাকাতি করে তাদের ডান হাত ও বাম পা বিপরীত দিক থেকে কাটা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে কারাগারে অধিক করে রাখা হবে যতদিন না বুঝা যায় তারা ভালো হয়ে গেছে ও তওবা করেছে। এ শাস্তি তাদের জন্য যারা শুধু মানুষকে রাস্তা ঘাটে ভয় দেখায় ও সন্ত্রাস করে, অর্থ বা সম্পদ কেড়ে নেয়না এবং কাউকে হত্যাও করেনা দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা শাস্তি ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে (ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ) যারা তওবা করে না, তাদের জন্য পরকালে দুনিয়ার শাস্তির চেয়েও কঠোর ও কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

(٣٤) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○
(٣٥) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৩৪. তবে তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার আগেই যারা তাওবা করে নেয়, তাদের কথা স্বতন্ত্র। জেনে রেখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৫. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল এবং সন্ধান কর তাঁর পর্যন্ত (পৌছার) উসিলা। আর তাঁর পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পার।

(اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا) যারা তওবা করে তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হচ্ছে তবে, তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার আগে (مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ) গ্রেফতার হওয়ার আগে যারা (فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) কুফরী ও শিরক থেকে তওবা করবে তাদের জন্য এসব শাস্তি নয়। সুতরাং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু তওবাকারীর জন্য।

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনে ঈমান এনেছ আল্লাহ্‌কে ভয় কর (اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا) তাঁকে ভয় করে তাঁর নির্দেশ পালন কর তাঁর নৈকট্য

লাভের উপায় অন্বেষণ কর উচ্চ মর্যাদা লাভে সচেষ্ট হও। (অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ সৎ কাজ করার মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা কর) ও তাঁর পথে (তাঁর আনুগত্যের পথে) সাধনা কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) আল্লাহ্‌র অসন্তোষ থেকে রক্ষা পাও ও নিরাপদ থাক।

(٣٦) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
(٣٧) يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○
(٣٨) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৩৬. যে সব লোক কাফির তাদের যদি দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার সমুদয় এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, যাতে কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে মুক্তির বদলে তা প্রদান করতে পারে, তবুও তাদের থেকে তা গৃহীত হবে না। এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৩৭. তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বের হওয়ার নয় এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

৩৮. চোর ও চোরনী, কেটে দাও তাদের হাত, তারা যা কামাই করেছে তার শাস্তিস্বরূপ। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড। এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ) যারা কুফরী করেছে মুহাম্মাদ ও কুরআনের প্রতি কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণ স্বরূপ দুনিয়ায় যা কিছু আছে, যদি তাদের সমষ্টিই থাকে দুনিয়া যাবতীয় সহায় সম্পত্তি এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে। (لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ) তার দ্বিগুণ সম্পদও যদি থাকে এবং তা পণ স্বরূপ দিতে চায় শাস্তি থেকে অব্যাহত পাওয়ার জন্য তবুও তাদের নিকট হতে তা (পণ) গৃহিত হবে না এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ (وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ) তারা অগ্নি হতে বের হতে চাবে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় স্থানান্তরের মাধ্যমে (وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا) কিন্তু তারা তা হতে (আগুন থেকে, বের হবার নয় (وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ) এবং তাদের জন্য স্থায়ী চিরস্থায়ী শাস্তি রয়েছে। কখনো রহিত হবে না।

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا) পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের ডান হাত ছেদন কর। (جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ) এটা তাদের কৃত কর্মের ফল চুরির শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আদর্শ দন্ড তার কিছু অংশ (وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ) আল্লাহ্ পরাক্রমশালী চোরের শাস্তি দিতে সক্ষম, প্রজ্ঞাময় হাত কাটার শাস্তির নির্দেশ দানে।

(٣٩) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(٤٠) اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(٤١) يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛۚ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ۖۚ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

৩৯. অনন্তর জুলুমের পর যে তাওবা করে ও সংশোধন হয়ে যায়, তার তাওবা আল্লাহ্ কবূল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৪০. তুমি কি জান না আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই? তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৪১. হে রাসূল! যারা মুখে বলে 'আমরা মুসলিম' কিন্তু তাদের অন্তর মুসলিম নয় ও যারা ইয়াহূদী তাদের মধ্যে যারা কুফরের মাঝে দ্রুত পতিত হয় তাদের জন্য দুঃখ করো না। তারা মিথ্যা বলার জন্য গোয়েন্দাবৃত্তি করে। তারা অন্য দলের গুপ্তচর, যারা তোমার নিকট আসেনি। তারা কথাকে যথাস্থান হতে পরিবর্তন করে। তারা বলে, তোমরা এ আদেশ পেলে গ্রহণ করো, আর যদি এটা না পাও তবে প্রত্যাখ্যান করো। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছেন, তুমি তার জন্য আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কিছুই করতে পার না। এরাই সেই লোক যাদের অন্তর আল্লাহ্ পবিত্র করতে চাননি। দুনিয়ায় তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।

(فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ) কিন্তু সীমালংঘন করার পর চুরি করা ও হাত কাটা যাওয়ার পর কেউ তওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে তওবার মাধ্যমে (فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ) আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হবেন মাফ করে দেবেন (اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু তওবাকরীর প্রতি।

(اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আপনি কি জানেন না হে মুহাম্মদ! কুরআনে আপনাকে কি জানানো হয়নি যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব সর্বময় ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন (يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ) যাকে শাস্তিরযোগ্য বিবেচনা করেন তাকে এবং যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন (وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ) যাকে ক্ষমার যোগ্য বিবেচনা করেন তাকে ক্ষমা করেন (وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ) এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমা করার ও শাস্তি দানে ইত্যাদিতে শক্তিমান।

(يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَيَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ) হে রাসূল! হে মুহাম্মদ আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় যারা কুফরীর দিকে কাফেরদের সাথে সখ্য স্থাপনের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়- (قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ) যারা মুখে বলে ঈমান আনয়ণ করেছি। (وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ) অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে না আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই প্রমুখ মুনাফিকরা (وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ এবং ইয়াহূদীদের বনু কুরায়যাব কা'ব প্রমুখ) মধ্যে যারা অসত্য শ্রবণে তৎপর, (لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ) অপনার নিকট আসেনা এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে যারা কান পেতে থাকে খায়বরবাসী ইয়াহূদীদের পক্ষে; খায়বরবাসী তাদের ঘটনার বিষয়ে রসূল ﷺ -এর নিকট আসেনি, কিন্তু বনু কুরায়যা তাদের সম্পর্কে রাসূলকে জিজ্ঞেস করেছিল (يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ) শব্দগুলো যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরেও অর্থাৎ তাওরাতে তা বর্ণিত হওয়ার পরেও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে। মুদাম্মদ ﷺ -এর নিদর্শনাবলী ও গুণাবলীকে এবং বিবাহিত নারী পুরুষের ব্যভিচারের শাস্তি হিসাবে পাথর নিক্ষেপে হত্যার বিধানকে পরিবর্তন করে (يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا) তারা বলে, নেতারা সাধারণ মানুষকে বলে, অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই ও তার সাথীরা বলে 'এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করে'। মুহাম্মদ যদি তোমাদেরকে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেয় তাহলে তা মেনে নিও ও কার্যকরী করো এবং তা না দিলে বর্জন করো মুহাম্মদ যদি বেত্রাঘাতের পরিবর্তে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দেয় এবং তোমাদের কথা মত শাস্তি বিধান না করে তবে তা মেনে নিওনা। (وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا) আল্লাহ্ বলেন এবং আল্লাহ্ যার পথচ্যুতি চান তার জন্য আল্লাহ্র নিকট আপনার কিছুই করার নেই। আল্লাহ্ যাদের কুফরীতে বা শিরকে লিপ্ত হওয়া চান, অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ যাদের অপমান ও লাঞ্ছনা চান, মতান্তরে আল্লাহ্ যাদেরকে পরীক্ষায় ফেলতে চান তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য আপনি কিছুই করতে পারবেন না।) (اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ) তাদেরই হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চাননা; ঐ সব ইয়াহূদী ও মুনাফিকের হৃদয়কে আল্লাহ্ প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, এবং কুফরীর ওপর জিদ ও হঠকারিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে চান না (لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ) তাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা হত্যার শাস্তি ও পরকালে মহাশাস্তি যা তাদের দুনিয়ার লাঞ্ছনার চাইতে কঠোরতর।

(٤٢) سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

৪২. তারা মিথ্যা বলার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করে, তারা প্রচণ্ড হারাম-খোর। কাজেই তারা তোমার নিকট আসলে তুমি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দাও অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি ফয়সালা কর, তবে তাদের মাঝে ফয়সালা কর ইনসাফ সহকারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।

(سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ) তারা মিথ্যা শ্রবণে মিথ্যা বলায় অত্যন্ত আগ্রহী, এবং অবৈধ ভক্ষনে আল্লাহ্‌র বিধান পরিবর্তনের বিনিময়ে ঘুষ ও হারাম অর্থ গ্রহণে অত্যন্ত আসক্ত। (فَاِنْ جَاءُوْكَ) তারা যদি আপনার নিকট আসে হে মুহাম্মদ! বনূ কুরায়যা ও বনূ নযীর অপর ব্যাখ্যায় খায়বর বাসী ইয়াহূদীরা যদি আপনার কাছে আসে (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ) তবে তাদের বিচার নিস্পত্তি করবেন পাথর মেরে হত্যার বিধান দ্বারা বনূ কুরায়যা ও বনূ নযীর, অপর ব্যাখ্যায় খায়বরবাসীর বিচার করতেন (وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا) অথবা তাদের উপেক্ষা করবেন এই দুটির যে কোন একটি করা আপনার ইচ্ছাধীন। (وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) আপনি যদি তাদেরকে উপেক্ষা করেন বিচার নিস্পত্তি না করেন, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আর যদি বিচার নিস্পত্তি করেন তবে বনূ কুরায়য়া ও বনূ নযীর, অপর ব্যাখ্যায় খায়বরবাসীর মধ্যে পাথর মেরে হত্যার বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যায়বিচার করবেন। (اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ) আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে পাথর মেরে হত্যার বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যায়বিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

(٤٣) وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۠

(٤٤) اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

৪৩. আর তারা কিভাবে তোমাকে বিচারক বানায়, অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌র আইন বিদ্যমান। তারপর তারা তা থেকে পশ্চাদমুখী হয়। তারা কখনই বিশ্বাসী নয়।

৪৪. আমি তাওরাত নাযিল করেছি। তাতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। তদ্দ্বারা আজ্ঞানুবর্তী নবীগণ ইয়াহূদীদের নির্দেশ দান করত, আর নির্দেশ দান করত আল্লাহ্‌ওয়ালা ও জ্ঞানীগণ, এ কারণে যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তারা তার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। কাজেই মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর, আর আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য খরীদ করো না। আর যে কেউ আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী বিধান দেবে না সে সব লোকই কাফির।

(وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ) আল্লাহ্ বিস্ময় প্রকাশের ভঙ্গীতে বলছেন ঃ পাথর মেরে হত্যার বিধান প্রয়োগের ব্যাপারে) তারা আপনার কিরূপে বিচারভার ন্যস্ত করবে যখন তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত যাতে আল্লাহ্ আদেশ পাথর মেরে হত্যার বিধান আছে? (ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ) এর পরও তাওরাত ও কুরআনে এই বিধান বর্ণিত থাকার পরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওরা তাওরাতের প্রতি মু'মিন নয়।

(اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ) মূসার প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল বিপথগামিতা থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ নির্দেশ ও আলো; পাথর মেরে হত্যার বিধান (يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ। নবীগণ যারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিল তারা ইয়াহূদীদেরকে সে অনুসারে তাওরাত অনুসারে বিধান দিত, মূসা ও ঈসার মধ্যবর্তী সময়ে এক হাজার নবী ছিলেন, তারা অনুগত ইয়াহূদীদের ও তাদের বাপ দাদাদের মধ্যে তাওরাত অনুসারে বিচার মিমাংসা করতেন, আরও বিধান দিত রাব্বানীগণ আলিম সমাজ ও ইবাদতখানা সমূহের পরিচালকগণ, যারা নবী ছিলেন না এবং বিদ্বানগণ, অর্থাৎ বাদবাকী সমস্ত আলিমগণ (وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ) কারণ তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক (আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে কার্য সম্পাদনকারী ও তাঁর দিকে দাওয়াত দানকারী) করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর (পাথর মেরে হত্যার বিধানের) ওপর সাক্ষী। (فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا) সুতরাং মানুষকে ভয় করোনা মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলী ও নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করা ও পাথর মেরে হত্যার বিধানকে উচ্চারিত করার ব্যাপারে মানুষকে ভয় করোনা বরং তা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে আমাকেই ভয় কর। এবং আমার আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না তাওরাতের যে আয়াতগুলোকে মুহাম্মদ ﷺ -এর বিবরণ, নিদর্শন ও পাথর মেরে হত্যার বিধান রয়েছে তা সামান্য অর্থের বিনিময়ে গোপন করো না (وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ) আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না তাওরাতে আল্লাহ্ মুহাম্মাদ ﷺ -এর যে গুণাবলী ও নিদর্শনাবলী এবং পাথর মেরে হত্যার বিধান বর্ণনা করেছেন, তা যারা প্রকাশ করে না, তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও কিতাব প্রত্যাখ্যানকারী।

(٤٥) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৪৫. আমি সে কিতাবে তাদের প্রতি এ বিধান দেই যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে সে গুনাহ্ হতে পবিত্র হয়ে যাবে। আর যে কেউ আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিধান দেয় না সেইসব লোকই তো জালিম।

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ) তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম তাওরাতে বণী ইসরাইলের ওপর ফরয করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। ইচ্ছাকৃতভাবে কারো অংগ নষ্ট করলে আঘাতকারীর অনুরূপ অংগ নষ্ট করাই হবে যথাযথ কর্তব্যপালন, ক্ষতিপূরণ ও সুবিচার। (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ) তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে আঘাতকারীকে তার আঘাতের অপরাধ ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ

মোচন হবে। ক্ষমাকারী আহত ব্যক্তির। অপর ব্যাখ্যায় আঘাতকারীর (وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ) (فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ) আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না। কুরআনে আল্লাহ্ যে বিধি বিধান বর্ণনা করেছেন, তা যারা প্রকাশ ও প্রচার করে না এবং সে অনুসারে কাজ করে না তারাই জালিম শাস্তির ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষতি সাধনকারী।

(٤٦) وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

(٤٧) وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

(٤٨) وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৪৬. আর আমি তাদের পরবর্তীকালে তাদের পদচিহ্ন ধরে ঈসা ইব্‌ন মারয়ামকে পাঠাই তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থকরূপে। আর আমি তাকে দান করি হিদায়াত ও আলো সম্বলিত ইনজীল, যা ছিল তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থক এবং পথ-প্রদর্শক ও মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশ।

৪৭. ইনজীল অবলম্বনকারীরা যেন আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী বিধান দান করে। আর যে কেউ আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিধান দেয় না সেইসব লোকই অবাধ্য।

৪৮. আমি তোমার নিকট পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যয়নকারী ও তার বিষয়বস্তুর সাক্ষীরূপে সত্য কিতাব নাযিল করেছি। কাজেই আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী তুমি তাদের মাঝে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সরল পথ এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেককে আমি এক বিধান ও পথ দিয়েছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে একই দীনের অনুসারী করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে দেওয়া নিজ বিধান দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। কাজেই, তোমরা কল্যাণ লাভে প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্রই নিকট তোমাদের সকলকে পৌঁছতে হবে। অনন্তর যে বিষয়ে তোমাদের মতভেদ ছিল তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।

(وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ) মারয়াম তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতে সমক্ষক রূপে ওদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলাম তাওহীদ ও কিছু শরীয়তী বিধানসহ এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থনরূপে তাওহীদ ও পাথর মেরে হত্যার বিধানের

ব্যাপারে (وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ) এবং মুত্তাকীদের জন্য অন্যায় কাজ বর্জন করে, তাদের বিপথগামীতা থেকে বাঁচার পথ নির্দেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ রূপে, তাকে ইঞ্জীল দিয়েছিলাম। তাতে ছিল পথের নির্দেশ গোমরাহী থেকে বাঁচার উপায় ও আলো। পাথর মেরে হত্যার বিধান।

(وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ) ইঞ্জিল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে বিধান দেয় ইন্জীলে আল্লাহ্ মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলী ও নিদর্শনাবলী এবং পাথর মেরে হত্যার বিধান সম্পর্কে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তা যেন মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট প্রকাশ করে (وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ) আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না প্রকাশ ও বর্ণনা করে না, তারা সত্যত্যাগী কাফির ও ফাসিক।

(وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ) আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি তার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক রূপে। জিবরীলের মাধ্যমে কুরআন নাযিল করেছি সত্য ও মিথ্যাকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার জন্য ও তার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহে বর্ণিত তাওহীদ ও শরীয়াতের কিছু বিধানের সমর্থক রূপে ও ঐ সকল কিতাবের সাক্ষীরূপে। (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ) অন্য ব্যাখ্যায় এ দ্বারা ঐ সকল কিতাবে বর্ণিত ব্যভিচারের শাস্তি পাথর মেরে হত্যার বিধানকে বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে, এর অর্থ পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যয়নকারী। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবেন। আল্লাহ্ আপনাকে কুরআনে যে বিধি ব্যবস্থা দিয়েছেন সে অনুসারে বনু কুরায়যা, বনু নযীর ও খায়বরবাসীর মধ্যে বিচার ফায়সালা করে দিবেন (وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا) এবং যে সত্য আপনার নিকট এসে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। আপনার কাছে যে বিধান এসেছে, তার পরিবর্তে তাদের ইচ্ছামত পাথর মেরে হত্যার শাস্তি বর্জন করে বেত্রাঘাতের শাস্তি চালু করবেন না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। প্রত্যেক নবীর জন্য শরীয়াত এবং ফরয ও সুন্নাত বিধান দিয়েছি। (وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ) ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি করতে একই শরীয়াতের বিধান দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। তিনি তোমাদেরকে যে কিতাব সুন্নাত ও ফরয বিধান দিয়েছেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। তিনি বলছেন যে, আমি এ সব বিধান তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি। এরপর তোমাদের মনে কোন সন্দেহ সংশয় যেন প্রবেশ না করে। (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ) সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। হে উম্মাতে মুহাম্মদী! সুন্নাত, ফরয ও যাবতীয় সৎকমে অন্য সকল উম্মাতের সাথে প্রতিযোগীতা কর। অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ, হে উম্মতে মুহাম্মদী! সৎকর্ম সমূহে দ্রুত উদ্যোগী ও অগ্রণী হও। আল্লাহ্র দিকেই তোমাদের সকলের সকল উম্মাত বা জাতির প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে সে সম্পর্কে দীন ও শরীয়াতের যে সকল বিষয়ে বিরোধিতা করছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

(৪৯) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ○

(৫০) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○

(৫১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

৪৯. আর আদেশ করলেন যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী তাদের মাঝে বিধান দাও। তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাক, যাতে তোমাকে এমন কোন বিধান থেকে বিচ্যুত করে না বসে, যা আল্লাহ্ তোমার উপর নাযিল করেছেন। তারপর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো তাদেরকে তাদের কতক পাপের শাস্তি দিতেই চান আর মানুষের মধ্যে অনেকেই অবাধ্য।

৫০. তবে তারা কি কুফর অবস্থার বিধান কামনা করে? বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে?

৫১. হে মু'মিনগণ! ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু বানিও না। তারা নিজেরা একে অন্যের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

(وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ) কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন আপনি সে অনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি করেন, আল্লাহ্ কুরআনে যে বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন, সে অনুসারে বনু কুরায়যা, বনু নযীর ও খায়বরবাসীর বিচার ফায়সালা করুন) (وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ) তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ না করেন, তাদের ইচ্ছামত পাথর মেরে হত্যা করার শাস্তি বর্জন করে বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রচলিত না করেন (وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ) এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক হন যাতে আল্লাহ্ যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ওরা তার কিছু থেকে আপনাকে বিচ্যুত না করে। কুরআনের বর্ণিত ব্যভিচারের দণ্ড পাথর মেরে হত্যা করাকে বর্জন করতে যেন প্ররোচিত না করে। (فَاِنْ تَوَلَّوْا) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় পাথর মেরে হত্যা ও হত্যার বদলে হত্যার যে সব শাস্তি আপনি তাদের ওপর আরোপ করেছেন তা অমান্য করে (فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ)তবে জেনে রাখুন যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য সকল পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে কিতাবীদের মধ্যে (وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ) অনেকেই তো সত্যত্যাগী কাফির ও অবাধ্য।

(اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ) তবে কি তারা জাহেলী যুগের বিধি বিধান কামনা করে? তারা জাহেলী যুগে যে ধরনের শাসন ও বিচার চালাতো, হে মুহাম্মদ! তারা কি আপনার কাছে কুরআনে সেই শাসন ও

বিচার চায়? (وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ) নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কুরআনে বিশ্বাসীদের জন্য বিধান দানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মুমিগণ! যারা কুরআনে ও মুহাম্মাদে ﷺ বিশ্বাস স্থাপন করেছ, (لَاتَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ) ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না, সাহায্য লাভ ও বিজয় অর্জনের নিমিত্তে (بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। গোপনে ও প্রকাশ্যে পরস্পর পরস্পরের ধর্মের সমর্থন করে ও পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব বজায় রাখে। হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ বিজয় ও সাহায্য লাভের আশায় (وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ) তাদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। সে আল্লাহ্র হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষন ব্যবস্থার আওতায় থাকবে না। (اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ) আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে তাঁর দীনের দিকে পরিচালিত করেন না।

(٥٢) فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۝

(٥٣) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

৫২. কাজেই, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তুমি দেখবে, তারা দ্রুত তাদের সাথে গিয়ে মিলে। তারা বলে, আমাদের ভয় হয় কালচক্র আমাদের আক্রান্ত করে না বসে। কাজেই, শীঘ্রই আল্লাহ্ হয়ত জয়, কিংবা নিজের পক্ষ হতে কোন আদেশ প্রকাশ করবেন, ফলে তারা নিজেদের মনের গোপন কথার জন্য অনুতাপ করতে থাকবে।

৫৩. আর মুসলিমগণ বলে, এরাই কি সেই লোক, যারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ় শপথ করত যে, আমরা তোমাদেরই সঙ্গে। তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেল। অনন্তর তারা রয়ে গেল ক্ষতিগ্রস্ত।

(فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ) এবং যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রয়েছে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই ও তার সহচর মুনাফিকগণ (يُسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ) আপনি তাদেরকে সত্বর তাদের সাথে মিলিত হতে দেখবেন এই বলে পরস্পরে বলাবলি করে 'আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটবে।' সে জন্য তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছি। (فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ) হয়তো আল্লাহ্ বিজয় অথবা তাঁর নিকট হতে এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সেজন্য অনুতপ্ত হবে। আল্লাহ্র ভাষায় হয়তো অর্থ অবশ্যই। আল্লাহ্ অচিরেই মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীদেরকে সাহায্য করবেন ও মক্কা বিজয়ের সুযোগ দেবেন অথবা বনু কুরায়যা ও বনু নযীরকে হত্যা ও নির্বাসনের শাস্তি দেবেন। ফলে মুনাফিকরা ইয়াহূদীদের সাথে তাদের গোপন বন্ধুত্বের জন্য অনুতপ্ত হবে।

(وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ) এবং মু'মিনগণ বলবে, 'এরাই কি তারা যারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে? খাঁটি মু'মিনরা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রমুখ মোনাফিকদের সম্পর্কে বলবে যে, এরাই কি তারা, যারা দৃঢ় ভাবে শপথ করে গোপনে বলেছিল যে, আমরা খাঁটি মুমিনদের সাথেই আছি? (اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ) তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়েছে। দুনিয়ার জীবনেই তাদের সৎকর্মের প্রতিদান কামনা করার কারণে ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শাস্তি লাভের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

(৫৪) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ○

(৫৫) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ○

৫৪. হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ দীন হতে ফিরে গেলে, তা আল্লাহ্ পাক শীঘ্রই এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটাবেন যাদের তিনি ভালবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসে, যারা মুসলিমগণের প্রতি কোমল প্রাণ এবং কাফিরদের প্রতি অতি কঠোর। যারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে এবং কারও কোন নিন্দার ভয় করে না। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

৫৫. তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ, যারা সালাতে প্রতিষ্ঠিত, যাকাত দেয় এবং তারা বিনয়াবনত।

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ) হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ দীন হতে ফিরে গেলে, আসাদ ও গাতফান গোত্র এবং কিন্দা ও মুরার গোত্রের কিছু লোক, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর ইসলাম পরিত্যাগ করেছিল। (فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ) আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন ইয়ামানবাসী যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালোবাসবে আল্লাহ্কে ভালোবসবে (اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ) তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল দয়ালু ও সহানুভূতিশীল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, (يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে আল্লাহ্র আনুগত্যের আকর্ষণে জিহাদ করবে (وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ) এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করেব না; (ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ) এটা আল্লাহ্র ভালোবাসা ইত্যাদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা, যে এর উপযুক্ত, তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় যত ইচ্ছা দান করেন, প্রজ্ঞাময় কাকে দেবেন সে ব্যাপারে। এরপর আব্দুল্লাহ্ ইবন সালামও তাঁর সাথিগণ আসাদ, উসায়দ ছালাবা ইবন কায়স সম্পর্কে নাযিল হয় যখন ইয়াহূদীরা তাদের ওপর নির্যাতন চালায়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

(اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তার রাসূল ও মুমিনগণ যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তোমাদের রক্ষক, সাহায্যকারী ও ঘনিষ্ঠতম সাথী তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর সে সকল মুমিন যথা আবু বকর ও অন্যান্য সাহাবীগণ যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে জামায়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে ও যাকাত দেয়।

(٥٦) وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ۠

(٥٧) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(٥٨) وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ

৫৬. কেউ আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, তা আল্লাহ্র দলই তো সকলের উপর বিজয়ী থাকে।

৫৭. হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তু সাব্যস্ত করে, তাদেরকে এবং কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।

৫৮. তোমরা যখন সালাতের জন্য ডাক তখন তারা তাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তু সাব্যস্ত করে। এটার-হেতু যে, তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।

(وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ) কেউ আল্লাহ্, তাহার রাসূল এবং মু'মিনগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহ্র দলইতো বিজয়ী হবে। (কেউ আল্লাহ্, রাসূল ও আবূ বকর (রা) প্রমুখ মু'মিনদেরকে সাহায্য ও বিজয় লাভের ব্যাপারে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে এই আল্লাহ্র দলই তথা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীরাই বিজয়ী হবে।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ) হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাদের কাফিরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। সাহায্য ও বিজয় লাভের আশায় ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না (وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) এবং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তোমরা যখন মু'মিন হয়েছ তখন আল্লাহ্কে ভয় কর।

(وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا) তোমরা যখন সালাতের জন্য আহবান কর আযান ও ইকামাত দ্বারা তখন তারা তাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে। আজে বাজে জিনিস

রূপে বিবেচনা করে। (ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ) এটা এ জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই। তারা আল্লাহ্ বিধান বোঝে না, এবং তাওহীদ কী তা জানে না। জনৈক ইহুদী হযরত বিলালের আযান নিয়ে বিদ্রূপ করতো। আল্লাহ্ তাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেন। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়।

(৫৯) قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ○

(৬০) قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ○

৫৯. বলে দাও, হে আহলে কিতাব! আমাদের প্রতি তোমাদের আক্রোশ কি এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি মহান আল্লাহ্র প্রতি এবং যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে ও যা আমাদের পূর্বে নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং এই কারণে যে, তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান?

৬০. বল, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব, আল্লাহ্র নিকট এদের মধ্যে কার পরিণাম নিকৃষ্টতম? সে তো ওই ব্যক্তি যার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত করেছেন এবং যার প্রতি তিনি গযব অবতীর্ণ করেছেন, যাদের মধ্যে কতককে বানিয়ে দিয়েছেন বানর, কতককে শূকর আর যারা শয়তানের বন্দেগী করে, তারাই মর্যাদায় নিকৃষ্টতম এবং সরল পথ হতে তারা বহু দূরে।

(قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ) বলুন হে মুহাম্মদ! একমাত্র এ কারণেই না তোমরা আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর যে, আমরা আল্লাহ্ ও আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি? আমরা এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস করি, তার কোন শরীক মানি না, এবং কুরআন ও তার পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাব ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, কেবল এ জন্যই তো তোমরা আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর? (وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ) এবং তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। তোমরা সকলেই কাফির, ইয়াহূদীরা বলেছিল, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সহচরদের মত আর কোন ধর্মানুসারী এত দুর্ভাগা আছে বলে আমাদের জানা নেই। এর জবাবে আল্লাহ্ বলেন–

(قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ) হে মুহাম্মদ! ইয়াহূদীদেরকে বলুন, আমি কি এটা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিব যা আল্লাহ্র নিকট আছে? মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সহচরবৃন্দের সম্বন্ধে তোমরা যা বলেছ, তার চাইতে আল্লাহ্র কাছে শোচনীয় পরিণামের অধিকারী কে, তা কি জানিয়ে দেবো? যাকে (مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ) আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, জিযিয়া আরোপ করে শাস্তি দিয়েছেন (وَغَضِبَ عَلَيْهِ) যার ওপর

তিনি ক্রোধান্বিত, (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ) যাদের কতককে তিনি দাঊদ (আ)-এর সময়ে বানর ও কতককে ঈসা (আ)-এর সময়ে শূকর করিয়েছেন আকাশ থেকে অবতীর্ণ খাবারের খাঞ্চা থেকে আহার করার পর ঈমান না আনার কারণে (وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ) এবং যারা তাগুতের ইবাদত করে, তাদেরকে শয়তান, প্রতিমা ও গণকদের দাসদাসীতে পরিণত হয়েছে, মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট দুনিয়ায় আচরণের দিক দিয়ে এবং আখিরাতে মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট এবং সরল হতে সর্বাধিক বিচ্যুত হিদায়াতের পথ থেকে সর্বাধিক বিভ্রান্ত ও বিপথগামী।

(٦١) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ○

(٦٢) وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

(٦٣) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ○

৬১. আর তারা যখন তোমাদের নিকট আসে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কাফির অবস্থায়ই এসেছিল আর কাফির অবস্থায়ই বের হয়ে গিয়েছে। তারা যা লুকিয়ে রেখেছিল তা আল্লাহ্ ভাল জানেন।

৬২. তুমি তাদের অনেককেই দেখবে পাপ, জুলুম ও হারাম ভক্ষণের প্রতি ধাবিত হয়। তারা যা করে তা নিতান্তই মন্দ!

৬৩. তাদের দরবেশ ও আলিমগণ তাদেরকে কেন পাপের কথা বলতে ও হারাম খেতে নিষেধ করে না? তারা যা করে তা নিতান্তই মন্দ কাজ!

(وَإِذَا جَاءُوْكُمْ قَالُوْا آمَنَّا) তারা নিম্নস্তরের ইহুদীরা, অপর ব্যাখ্যায় মুনাফিকরা, যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি তোমার প্রতি ও তোমার গুণাবলীর প্রতি, যা আমাদের কিতাবে আছে (وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهِ) কিন্তু ওরা গোপনে কুফরী নিয়েই আসে এবং তা নিয়েই গোপনে বের হয়ে যায়। (وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ) তারা যা গোপন করে কুফরী আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।

(وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ) হে মুহাম্মদ! তাদের ইয়াহূদীদের অনেককেই আপনি দেখবেন পাপে, নাফরমানীতে সীমালংঘনে মানুষের ওপর জুলুম ও অত্যাচারে ও অবৈধ ভক্ষণে ঘুষ খাওয়ায় ও তার বিনিময়ে আল্লাহ্র হুকুম বিকৃত করণে (وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) তৎপর, দ্রুত গতিশীল; তারা যা করে তা আল্লাহ্র হুকুম লংঘন ও মানুষের ওপর জুলুম।

(لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ) রাব্বানীগণ ইবাদতখানার পরিচালকবৃন্দ ও পণ্ডিতগণ আলিমগণ কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে শিরক করতে ও অবৈধ ভক্ষণে ঘুষ থেকেও হারাম উপার্জন করতে নিষেধ করে না? (لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَصْنَعُوْنَ) তারা যা করে হারাম কাজ করতে নিষেধ করা বর্জন তা তো নিকৃষ্ট!

(٦٤) وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ○

(٦٥) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○

৬৪. ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ। বস্তুত তাদেরই হাত রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং এ উক্তির কারণে তাদের প্রতি লা'নত; বরং তাঁর উভয় হাত মুক্ত, যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন, তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার নিকট যা অবতীর্ণ হয় তদ্দারা তাদের অনেকেরই অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি পায়। আমি কিয়ামত পর্যন্তের জন্য তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিলাম। যখনই তারা যুদ্ধের জন্য আগুন জ্বালায়, আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করেন। আর তারা দেশে ফিৎনা-ফাসাদ বিস্তার করে বেড়ায়। আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না।

৬৫. কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত ও ভয় করত, তবে আমি তাদের থেকে তাদের দোষ মোচন করতাম এবং তাদেরকে প্রবেশ করাতাম প্রাচুর্যের উদ্যানে।

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ) ইয়াহূদীগণ বলে, কিনহাস বিন আযুরা নামক এক ইয়াহূদী বলে (يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ) 'আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ' মানুষকে দান করা থেকে বিরত (غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ) ওরাই রুদ্ধ হস্ত ভাল কাজ করা ও সৎ পথে দান করা থেকে বিরত (وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا) এবং ওরা যা বলে সেজন্য ওরা অভিশপ্ত জিযিয়া আরোপের মাধ্যমে শাস্তি প্রাপ্ত (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتٰنِ يُنْفِقُ) বরং আল্লাহ্‌র উভয় হাতই প্রসারিত; সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সবার প্রতি উদার ও অবারিত (كَيْفَ يَشَاءُ - وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا) যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। ইচ্ছা করলে ব্যাপকভাবে দান করেন, ইচ্ছা করলে দান সংকুচিত করেন। আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা কুরআন তোমাদের অনেকের যারা কাফের তাদের ধর্মদ্রোহীতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবেই, ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসে অবিচল থাকবে (وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) তাদের মধ্যে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও পারস্পরিক ঘৃণা উস্কে দিয়েছি। (كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا) যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। যতবার তারা মুহাম্মদ ﷺ -কে আক্রোশ বশতঃ হত্যা করতে ঐক্যবদ্ধ হয়, ততবার আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করেন তাদের ভেতরে বিরোধ ও বিতর্কের সূত্রপাত ঘটান এবং তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় মানুষকে মুহাম্মদ ﷺ -এর বাণী শুনতে বাধা দেয়া ও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যের দিকে যেতে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ায়।) (وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ) আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে (ইয়াহূদীদেরকে) ও তাদের ধর্মকে ভালবাসেন না।

(وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا) কিতাবীগণ (ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা যদি কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনত এবং ভয় করত ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে তওবা করে ফিরে আসতো (لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ) তাহলে তাদের দোষ অপনোদন করতাম ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মে থাকার গুনাহ্ মাফ করতাম এবং আখিরাতে তাদেরকে সুখদায়ক জান্নাতে দাখিল করতাম।

(٦٦) وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاۤءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ۝

(٦٧) يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৬৬. তারা যদি তাওরাত, ইন্জীল এবং তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রতিষ্ঠিত রাখত, তবে তারা তাদের উপর ও পায়ের নীচ হতে আহার করত। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সরল পথে আছে। আর তাদের বহু সংখ্যকই মন্দ কাজে লিপ্ত।

৬৭. হে রাসূল! আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন। আর যদি এমন না করেন তবে আপনি তাঁর বার্তা মোটেই পৌঁছালেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

(وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ) তারা যদি তাওরাত, ইঞ্জীল ও তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করত তাওরাত ও ইঞ্জীল মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলী ও নিদর্শনাবলীর যে বিবরণ রয়েছে তা এবং ঐ দুই কিতাবে অন্যান্য যা কিছু আল্লাহ্ বলেছেন অবিকল তা স্বীকার করতো ও বর্ণনা করতো। অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ, তারা যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত সকল কিতাব ও রাসূলকে স্বীকার করতো (لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ) তাহলে তারা তাদের ওপর ও পদতল হইতে আহার্য লাভ করত। আকাশ থেকে বৃষ্টি নামতো মাটি থেকে ফসল ও ফলমূল উৎপন্ন হতো, তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা মধ্যপন্থী ন্যায়পরায়ণ ও সত্যপন্থী যথা আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম, পাদ্রীবহীরা, নাজাশী, সালমান ফারসী ও তাঁদের সমর্থকবৃন্দ (وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاۤءَ مَا يَعْمَلُوْنَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করে তা নিকৃষ্ট মুহাম্মদ ও তাঁর বিবরনাদি গোপন করে, যেমন ক'াব ইবন আশরাফ, কা'ব ইবন আসাদ, মালিক বিন সাইফ, সাঈদ বিন আমর, আবু ইয়াসির ও হুয়াই ইবন আখতাব।

(يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ) হে রাসূল (মুহাম্মদ ﷺ) আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে যেমন কাফেরদের দেবদেবী পূজার নিন্দা, তাদের ধর্মের দোষত্রুটি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ ও তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দান (وَاِنْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ) তা প্রচার করুন। যদি তা না করেন, যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে তা না করেন, (رِسَالَتَهٗ) তবে

তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না যেমনটি করা উচিত ছিল। (وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) আল্লাহ্‌ আপনাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন ইয়াহূদী ইত্যাদি থেকে হেফাজত করবেন (اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ)। আল্লাহ্‌ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না যারা তাঁর ধর্মের অযোগ্য, তাদেরকে তাঁর ধর্মের দিকে পথ প্রদর্শন করেন না।

(٦٨) قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

(٦٩) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬৮. বলুন, হে আহলে কিতাব! যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইন্‌জীল এবং তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তা কায়েম করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোন পথে নও। আর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয় তাতে তাদের বহু সংখ্যকের অবাধ্যতা ও কুফরীই বৃদ্ধি পাবে। কাজেই, আপনি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না।

৬৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী, সাবী ও নাসারা তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌ ও কিয়ামত দিবসে ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

(قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ) বলুন হে মুহাম্মদ হে কিতাবীগণ! ইহুদী খ্রিষ্টানগণ! তাওরাত, ইঞ্জিল, ও যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যাবতীয় কিতাব ও রাসূল (وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ) তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত স্বীকার না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই নেই আল্লাহ্‌র ধর্মের ওপর তোমাদের কোন ভিত্তি নেই (مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ) আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন (طُغْيَانًا وَّكُفْرًا) তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহীতা ও অবিশ্বাসই বর্ধিত করবে ধর্মদ্রোহীতা ও অবিশ্বাসের ওপর তাদের অবস্থানের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর করবে (فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ) সুতরাং আপনি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবে না। যদি তারা ঈমান না এনে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

(اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى) মু'মিনগণ, ইয়াহূদীগণ, সাবীগণ ও খ্রিষ্টানগণের মধ্যে কেউ (مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ) আল্লাহ্‌ ও পরকালে ঈমান আনলে এবং সৎকর্ম করলে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা সকল রাসূল ও কিতাবে ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী ধর্ম অবলম্বন করেছে, যারা সাবী অর্থাৎ খ্রিস্টানদের একটা উদারপন্থী গোষ্ঠী সাবীদের ধর্ম অবলম্বন করেছে, এবং নাজরানের খ্রিস্টানগণ। এরা সবাই

যদি ইয়াহূদী ধর্ম, সাবী ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে ও সৎকাজ করে, তবে তাদের ভবিষ্যতের কোন আযাবের ভয় থাকবে না এবং অতীতের দুষ্কর্মের জন্য দুঃখ ও অনুশোচনা থাকবে না। অপর ব্যাখ্যায় সবাই যখন ভয় ও দুঃখ পাবে তখন তাদের কোন ভয় ও দুঃখ থাকবে না। অপর ব্যাখ্যায় কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে যখন যবাই করা হবে ও দোযখকে প্রজ্বলিত করা হবে, তখন তা দেখে তাদের ভয় ও দুঃখ কিছুই হবে না।

(٧٠) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ○

(٧١) وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

৭০. আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম রাসূল। যখনই কোন রাসূল তাদের নিকট এমন বিধান নিয়ে এসেছে যা তাদের মনঃপূত নয়, তারা অনেককে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছে এবং অনেককে করত হত্যা।

৭১. এবং তারা মনে করেছে কোন দুর্ভোগ হবে না। পরিণামে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবূল করলেন, আবারও তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। আল্লাহ্ দেখেন তারা যা কিছু করে।

(لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ) বনী ইসরাঈলের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম তাওরাতের মাধ্যমে স্বীকৃতি আদায় করেছিলাম যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনবে ও আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না ও (وَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رُسُلاً) তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। (كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَتَهْوٰى اَنْفُسُهُمْ) যখনই কোন রাসূল তাদের নিকট এমন কিছু আনে যা তাদের মনপূত নয়, তাদের ইয়াহূদী ধর্মের ও তাদের মনের খেয়াল-খুশীর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, (فَرِيْقًا كَذَّبُوْا) তখনই তারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে, যেমন হযরত ঈসা (আ)-কে ও মুহাম্মদ ﷺ-কে (وَفَرِيْقًا يَقْتُلُوْنَ) ও কতককে হত্যা করে, যেমন হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহিয়া (আ)-কে।

(وَحَسِبُوْا اَلاَّ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ) তারা মনে করেছিল তাদের কোন শাস্তি হবে না, কোন বিপদ-মুসিবত আসবে না, অপর ব্যাখ্যায় নবীগণকে হত্যা করা ও মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করার কারণে তাদের মন বিকৃত হয়ে যাবে না (فَعَمُوْا وَصَمُّوْا) ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। হিদায়াতের পথ অবলম্বন করত না সত্যের বাণী মন দিয়ে শুনতো না ও আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল। পরে তারা ঈমান আনে ও তওবা করে। ফলে (ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ) তারপর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছিলেন। (ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ) পুনরায় তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েছিল। হিদায়াতের পথ অবলম্বন করত না ও সত্যের বাণী মন দিয়ে শুনত না। (وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ) তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। নবীগণকে হত্যা করা ও মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করার মত কার্যকলাপ আল্লাহ্ দেখতে পান।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস, প্রথম খন্ড

(٧٢) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۝

(٧٣) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(٧٤) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৭২. নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়ে গেছে যারা বলে, আল্লাহ্ তো ওই মারয়াম-তনয় মসীহ্ই। অথচ মসীহ্ বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক আল্লাহ্র ইবাদত কর। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র শরীক স্থির করেছে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন আর তার ঠিকানা জাহান্নাম এবং পাপিষ্ঠদের কোন সাহায্যকারী নেই।

৭৩. নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়ে গেছে যারা বলে, আল্লাহ্ তিনজনের মধ্যে একজন অথচ এক মা'বূদ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তারা যা বলে তা থেকে যদি বিরত না হয় তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে বদ্ধমূল তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি স্পর্শ করবে।

৭৪. কেন তারা আল্লাহ্র নিকট তাওবা করে না ও তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না? আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا) যারা নাসতুরী খ্রিস্টানরা বলে, (اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ) আল্লাহ্ই মারয়াম তনয় মসীহ তারা তো কুফরী করেছেই। (وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ) অথচ মসীহ বলেছিল, হে বণী-ইসরাইল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতি পালক আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক কর না (اِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ) কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করলে এবং সেই অবস্থায় মারা গেলে (فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ) আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত, জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম। (وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ) জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। মুশরিকদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচানোর কেউ নেই।

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا) যারা মারকুসী খ্রিষ্টানরা বলে, (اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ) আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন আল্লাহ্ পিতা, ঈসা পুত্র ও রূহুল কুদস জিবরীল তারা তো কুফরী করেছেই যদিও (আকাশ ও পৃথিবীর আধিবাসীদের জন্য) (وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اِلٰهٌ وَّاحِدٌ) এক ইলাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, কোন পুত্রও নেই, শরীকও নেই (وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ) তারা যা বলে, তা থেকে নিবৃত্ত না হলে তওবা না করলে (لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের ওপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবেই।

(أَفَلَا يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللّٰهِ) তবে কি তারা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না তাদের মুশরিক সুলভ কথা পরিত্যাগ করবে না ও আল্লাহ্র একত্ব স্বীকারপূর্বক (وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ) তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? (وَاللّٰهُ) আল্লাহ্তো তওবাকারী ও ঈমান আনয়নকারীর প্রতি (غَفُوْرٌ) ক্ষমাশীল (তওবার পর মৃত্যু বরণকারীর প্রতি) (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু।

(٧٥) مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَأْكُلٰنِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

(٧٦) قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(٧٧) قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ○ ع

৭৫. মারয়াম তনয় মাসীহ্ একজন রাসূল বৈ ত নয়! তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। তার মা একজন ওলী। তারা উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করত। লক্ষ্য কর আমি কিভাবে তাদের জন্য দলীল প্রমাণ বর্ণনা করি। দেখ তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে।

৭৬. বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন সব বস্তুর বন্দেগী কর, যারা তোমাদের কল্যাণেরও ক্ষমতা রাখে না এবং অকল্যাণেরও না। আর আল্লাহ্ই তো শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞাত।

৭৭. বল, হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীনী বিষয়ে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। এবং তোমরা সেই সম্প্রদায়ের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা পূর্বেই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং পথভ্রষ্ট করেছে বহুজনকে আর বিচ্যুত হয়ে গেছে সরল পথ হতে।

(مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَأْكُلٰنِ الطَّعَامَ)। মারয়াম-তনয় মসীহ তো কেবল একজন রাসূল। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তাঁর মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তাঁরা উভয়ে খাদ্যাহার করত। মানুষ ও আল্লাহ্র দাসদাসী ছিল (اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ)। দেখুন হে মুহাম্মদ! ওদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি যে, তাঁরা উভয়ে ইলাহ ছিলেন না (ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ) আরও দেখুন, তারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়, মিথ্যার দিকে ফিরে যায়।

(قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا) বলুন, হে মুহাম্মদ! তোমার কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যার তোমাদের ক্ষতি (দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতি) প্রতিরোধের বা উপকার করার (দুনিয়া ও আখিরাতে কোন উপকার করার) ক্ষমতা নেই? (وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ) আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ঈসা ও তাঁর মা সম্পর্কে যা বল, তা শোনেন ও তার জন্য তোমাদের কী শাস্তি হওয়া উচিত তা জানেন।

(قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتَابِ لَاتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا) বলুন, হে মুহাম্মদ! হে কিতাবীগণ! হে নাজরানবাসী! তোমরা তোমাদের দীন সম্পর্কে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। (مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ) এবং যে সম্প্রদায় ইতিপুর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর তাদের ধর্মের ও মনগড়া কথাবার্তার অনুসরণ করে না।

(٧٨) لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

(٧٩) كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

(٨٠) تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির হয়েছে তারা দাউদ ও ঈসা ইব্‌ন মারয়ামের জবানীতে অভিশপ্ত হয়েছে। এটা এহেতু যে, তারা ছিল অবাধ্য এবং তারা সীমালংঘন করেছিল।

৭৯. তারা একে অন্যকে বাধা প্রদান করত না সেই সব মন্দ কাজে, যা তারা করে যাচ্ছিল। তারা যা করত তা কতই না মন্দ!

৮০. তুমি দেখছ তাদের বহু লোক কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য কতই না মন্দ পাথেয় প্রেরণ করেছে! তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র গযব পতিত হয়েছে এবং তারা আযাবে হবে স্থায়ী।

(لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ) বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মারয়াম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। দাউদের অভিশাপে বানর ও ঈসার অভিশাপে শূকরে পরিণত হয়েছিল (ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ) এটা এই কারণে যে, তারা ছিল অবাধ্য। শনিবার সংক্রান্ত বিধি ও খাদ্য থেকে খাওয়ার পরও আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করেছিল ও সীমালংঘনকারী। নবীগণকে হত্যা করতো ও গুনাহকে বৈধ মনে করতো।

(كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ) তারা যে সব গর্হিত কাজ করত তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করত না (নিবৃত হতো না) তারা যা করত, পাপ ও সীমালংঘন তা কতই না নিকৃষ্ট।

(تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ) তাদের মুনাফিকদের অনেককে তুমি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে মুনাফিকদের অনেককে ইয়াহূদীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ হল, ইয়াহূদীদের অনেককে দেখবে মক্কার কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম ইয়াহূদীদের ও মুনাফিকদের কৃতকর্ম। (اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُوْنَ) যে কারণে আল্লাহ্ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হবে। (জাহান্নামে তারা মরবেও না, সেখান থেকে বেরও হতে পারবে না।

(٨١) وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

(٨٢) لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

(٨٣) وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

৮১. তারা যদি আল্লাহ্‌র নবী এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস রাখত তবে তারা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে বহু লোক না-ফরমান।

৮২. তুমি আর সব মানুষ অপেক্ষা ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরই মুসলিমদের ঘোর দুশমনরূপে পাবে। আর ভালবাসায় তুমি মুসলিমদের সর্বাধিক নিকটতম পাবে তাদেরকে, যারা বলে আমরা নাসারা। এটা এহেতু যে, তাদের মধ্যে আছে আলিম ও দরবেশ এবং এহেতু যে, তারা অহংকার করে না।

৮৩. তারা যখন রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা শোনে, তখন তুমি দেখবে তারা যে সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছে তজ্জন্য তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত হয়। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই তুমি সাক্ষ্য দানকারীগণের মাঝে আমাদের লিখে নাও।

(وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَاءَ) তারা আল্লাহ্ নবীতে ও তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে ওদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, মুনাফিকরা সত্যিকার ঈমানদার হলে ইয়াহূদীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। অপর ব্যাখ্যায় ইয়াহূদীরা কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনলে মক্কার কাফিরদের সাথে সখ্য গড়ে তুলতো না। (وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ) কিন্তু তাদের কিতাবীদের অনেকে সত্যত্যাগী।

(لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا) অবশ্য মু'মিনদের প্রতি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী সমকালীন বলে কুরায়যা, বনু নযীর, ফাদক ও খায়বরের ইয়াহূদী গোষ্ঠী ও মুশরিকদেরকে (মক্কার সমকালীন মুশারিদেরকে) (وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى) আপনি সর্বাধিক উগ্র ও সর্বাধিক কটূক্তিকারী দেখবেন এবং যারা বলে, 'আমরা খ্রিস্টান' নাজাশী ও তার বত্রিশ জন সাথী। অপর ব্যাখ্যায় হাবশার উক্ত বত্রিশজন ও সিরিয়ার বহীরা প্রমুখ আটজন আরবাহা, আশরাফ, ইদরীস, ওয়াসীম, তাম্মায়, ইরায়দ ও আযমন (ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ) আপনি মানুষের মধ্যে তাদেরকেই মু'মিনদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবেন। কারণ তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত সংসার বিরাগী ইবাদতকারী, আলিম ও ইবাদতখানা নিবাসী আছে, আর তারা অহংকার করে না। কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে।

(وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ) রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন তারা শুনতে পায় নাজাশী ও তার সহগামীগণ যখন জাফর ইবন আবূ তালিবের কণ্ঠ থেকে কুরআনের আবৃত্তি শুনতে পায় (تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا) তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে (মুহাম্মদ ﷺ-এর যে সকল বিবরণ তারা নিজেদের কিতাবে পড়ে, তার জন্য আপনি তাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখবেন। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার প্রতি, তোমার কিতাবের প্রতি ও তোমার রাসূল মুহাম্মদের প্রতি (اٰمَنَّا) ঈমান এনেছি, (فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ) সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত, মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত কর।

(٨٤) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ○
(٨٥) فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ○
(٨٦) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

৮৪. আর কি হয়েছে আমাদের যে, আমরা আল্লাহ্‌র এবং যে সত্য আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে তার প্রতি ঈমান আনব না? অথচ আমরা আশা করি আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎকর্ম পরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত করবেন।
৮৫. অনন্তর তাদের এ কথার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে বিনিময় দিয়েছেন বেহেশ্‌ত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। তারা তাতেই চিরদিন থাকবে। আর এটাই সৎকর্ম পরায়ণগণের পুরস্কার।
৮৬. আর যারা অবিশ্বাসী হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই জাহান্নামবাসী।

যখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনার কারণে তাদের স্বজাতীয় অন্যান্য খ্রিস্টানরা যখন তাদেরকে ভর্ৎসনা করলো তখন তারা বললো, (وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ) আল্লাহে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের ঈমান না আনার কী কারণ থাকতে পারে, যখন আমরা প্রত্যাশা করি আল্লাহ্ আমাদিগকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে আখিরাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মাতের সৎলোকদের সাথে জান্নাতবাসী করেন, তখন আল্লাহ্, কিতাব ও রাসূলের প্রতি আমাদের ঈমান না আনার কোন কারণই থাকতে পারে না।

(فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ) এবং তাদের এই কথার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আল্লাহ্ তাদের জন্য পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ করানো অনিবার্য করেছেন (تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ) যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; যার গাছ-গাছালি ও বাড়ী-ঘরের নিচ দিয়ে পানি, দুধ, মধু ও সুরা ভর্তি নদীসমূহ প্রবাহিত (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) তারা সেখানে স্থায়ী হবে। জান্নাতে চিরদিন থাকবে, মরবেও না, বেরও হবে না। (وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ) এটা সৎ

কর্মপরায়ণদের পুরস্কার, যা উল্লেখ করা হলো, তা তাওহীদে বিশ্বাসীদের। অপর ব্যাখ্যায় যারা ভালো কথা বলে ও ভালো কাজ করে তাদের পুরস্কার।

(وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا) যারা কুফরী করেছে ও আমার আয়াতকে অগ্রাহ্য করেছে, যারা আল্লাহ্র প্রতি কুফরী করেছে এবং কুরআন ও মুহাম্মদকে অগ্রাহ্য করেছে (اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ) তারাই জাহান্নামবাসী।

(৮৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

(৮৮) وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

(৮৯) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৮৭. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে উপাদেয় বস্তুসমূহ হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করো না এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

৮৮. এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু দান করেছেন তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহ্কে ভয় করে চল, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ।

৮৯. তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধরেন না। কিন্তু, তোমরা যে শপথ দৃঢ়রূপে সংঘটিত কর তজ্জন্য তিনি তোমাদেরকে ধরেন। কাজেই, এর কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান যা তোমরা নিজ পরিজনদের খেতে দাও। অথবা দশজন দরিদ্রকে বস্ত্র দান কিংবা একজন গোলাম আযাদ করা। এবং যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন রোযা রাখা। এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, যখন তোমরা শপথ করে বস এবং নিজেদের শপথ রক্ষা কর। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিধান বিবৃত করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

একবার রাসূলুল্লাহ্ﷺ -এর দশজন সাহাবী আবূ বকর সিদ্দীক, উমর, আলী, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, উসমান বিন মাযউন জুমাহী, হুযায়ফার মুক্ত গোলাম সালিম ইব্‌ন উতবা, মিকদাদ বিন আসওয়াদ কিন্দী, সালমান ফারসী, আবূ যর ও আম্মার বিন ইয়াসির, উসমান বিন মাযউনের বাড়ীতে সমবেত হন এবং এই মর্মে একমত হন যে, তারা বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু অত্যাবশ্যক তার বেশী পানাহার করবেন না, ঘর-বাড়ীতে বসবাস করবেন না, স্ত্রীদের কাছে যাবেন না, গোশত খাবেন না, চর্বি খাবেন না, এবং প্রবৃত্তির যাবতীয় কামনা-বাসনা দমন করবেন। তাঁদের সম্পর্কে নাযিল হয় (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু হালাল করেছেন, (পানাহার ও স্ত্রী

সহবাস সেই সমুদয়কে তোমরা হারাম কর না। (وَلَا تَعْتَدُوْا) এবং সীমালংঘন কর না। হালালকে হারাম কর না। (اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ) আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না।

(وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا) আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন (খাদ্য ও পানীয়) (وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ) তা থেকে ভক্ষণ কর এবং ভয় কর আল্লাহ্কে যার প্রতি তোমরা মু'মিন, আল্লাহ্র ভয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হালালকে হারাম করা থেকে ও সীমালংঘন থেকে বিরত থাক।

(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ) তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কাফফারা আরোপ করবেন না (وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ) কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, অন্তরের অন্তস্থল থেকে কর, সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন"। তার পর এটা ইচ্ছাকৃত শপথের) (فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ) কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান, (যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, দিনে ও রাতে যে রুটি ও তরকারী খাওয়াও) (اَوْ كِسْوَتُهُمْ) অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান দশজন দরিদ্রকে এমন বস্ত্র দান (যা তাদের লজ্জা নিবারণে যথেষ্ট হয় চাদর, কামিজ বা পায়জামা) (اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ) কিংবা একজন দাস মুক্তি, যে কোনভাবেই হোক এবং যে ধরনের দাসই হোক (فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ) এবং যার সামর্থ্য নেই, এই তিনটির কোনটিই করতে পারে না (فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ) তার জন্য তিনদিন সিয়াম পালন (অবিরাম রোযা রাখা, তোমরা শপথ করলে, তার পর তা ভঙ্গ করলে) (ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ) এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করবে, শপথের ভাষা ও কাফ্ফারা রক্ষা করো (كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ) এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দশন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। এভাবে তাঁর আদেশ-নিষেধ বর্ণনা করেন, যেভাবে শপথের কাফ্ফারার বিধান বর্ণনা করলেন যেন তোমরা এর জন্য তার শোকর কর।

(٩٠) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

৯০. হে মু'মিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা ও পাশা সবই অপবিত্র, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা এগুলো পরিহার কর, যাতে তোমরা মুক্তি পাও।

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ) হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। (যে মদ মত্ততা বা মাতলামী আনে, সকল ধরনের জুয়া, সকল ধরনের মূর্তিপূজা, ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ব্যবহার করা হারাম। শয়তানের আদেশ ও প্ররোচণা থেকে এগুলোর জন্য।) (فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার, যাতে আল্লাহ্র আযাব ও ক্রোধ থেকে রক্ষা পেতে পার এবং আখিরাতে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

(৯১) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ○

(৯২) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○

(৯৩) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○

৯১. শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও সালাত হতে ফিরিয়ে রাখতেই চায়। কাজেই তোমরা কি নিবৃত্ত হবে?

৯২. এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশ মান ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান আর সাবধান হয়ে চল, যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রেখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।

৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা পূর্বে যা আহার করেছে তজ্জন্য তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে যায় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারপর ভয় করে চলে ও ঈমান রাখে, তারপর ভয় করে চলে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

(اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ) শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়, (মদ খেয়ে যখন তোমরা মাতাল হও এবং জুয়ার কারণে যখন তোমাদের অর্থ নষ্ট হয় এবং তোমাদেরকে মদ ও জুয়ায় লিপ্ত করার মাধ্যমে) (عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ) আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে বাধা দিতে চায় তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?

তোমরা মদের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে (وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ) আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর, এবং মদকে হালাল বানিয়ে নেয়া ও পান করা থেকে (وَاحْذَرُوْا) সতর্ক হও। যদি তোমরা মদকে নিষিদ্ধ হিসাবে বহাল রাখার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে (فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ) মুখ ফিরিয়ে লও তবে জেনে রাখ যে, তোমাদের নিজ ভাষায় আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের মুহাম্মাদ ﷺ-এর কর্তব্য।

কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসার যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করল যে, মদ হারাম হওয়ার আগেই যে সকল মুসলমান মদ খাওয়া অব্যাহত রেখে মারা গেছেন, তাদের কী পরিণতি হবে? তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন (لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ মেনে চলে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে যে মদ পান করেছে (جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا) সে জন্য তাদের কোন পাপ নেই (মদ হারাম হওয়ার পূর্বে যারা মদ পান

করেছে তাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চাই জীবিত হোক বা মৃত (اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ)। যদি তারা সাবধান হয় কুফরী, শিরক ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড পরিহার করে এবং ঈমান আনে মুহাম্মদ ও কুরআনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে, (ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا) পুনরায় সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে যারা জীবিত আছে তারা যদি মদ হারাম করার পর তা থেকে সাবধান হয় ও তাকে হারাম হিসাবে মেনে চলে (ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ) পুনরায় সাবধান হয়, মদ পান থেকে ও সৎকর্ম করে মদ পান বর্জন করে এবং আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদেরকে মদপান বর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন, অর্থাৎ জীবিতদের মধ্যে যারা মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর তা বর্জন করে তাদেরকে ভালবাসেন।

(৯৪) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗۤ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(৯৫) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

৯৪. হে মু'মিনগণ! তোমাদের হাত ও তোমাদের বর্শা যে শিকার স্পর্শ করে তদ্দ্বারা আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন কে তাঁকে না দেখে ভয় করে। কাজেই, যে কেউ এরপর সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৯৫. হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা ইহ্‌রামে থাক তখন কোনও শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ জেনে-শুনে তা বধ করলে তার বিনিময় হলো, সে যা বধ করেছে তার অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যা নির্ণয় করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক এভাবে যে, সে বদলী জন্তুকে নজরানারূপে কা'বা পর্যন্ত পৌঁছানো হবে। অথবা তার উপর কাফ্‌ফারা আরোপিত হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান কিংবা সম্যকসংখ্যক রোযা। যাতে সে আপন কৃতকর্মের সাজা ভোগ করে। যা কিছু হয়ে গেছে তা আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর কেউ পুনরাবৃত্তি করলে আল্লাহ্ তার প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

হুদাইবিয়ার বছর শিকার নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে নাযিল হয়, (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ! যারা মুহাম্মদ ও কুরআনে ঈমান এনেছ (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗۤ اَيْدِيْكُمْ) তোমাদের হাত ও বর্শা যা শিকার করে, তোমরা হাত দিয়ে যে সকল বাচ্চা ও ডিম ধরে আন ও বর্শা দ্বারা যে সকল বয়স্ক বন্য জন্তু শিকার কর হুদাইবিয়ার বছর (وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ) সে বিষয়ে আল্লাহ্ অবশ্য তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন স্থলচর জন্তুর শিকারে হুদাইবিয়ার বছর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, যাতে আল্লাহ্ অবহিত হন দেখতে পান কে তাঁকে না দেখে ভয় করে ও শিকার বর্জন করে (فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) সুতরাং এর পর বিধি নিষেধ ও শাস্তি ঘোষণার পর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সীমালংঘন করলে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে, পেট ও পিঠ জুড়ে বেদনাদায়ক প্রহার।

আবুল ইয়াসির বিন আমর এক ব্যক্তি নিজের ইহরামের কথা ভুলে গিয়ে শিকার করলে নাযিল হয় (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ) হে মু'মিনগণ! ইহরাম থাকাকালে অথবা হারাম শরীফের সীমার অভ্যন্তরে তোমরা শিকার জন্তু বধ করবে না, (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا) তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ইহরামের কথা ভুলে গিয়ে তা বধ করলে (فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ) যা বধ করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা মূল্য নির্ধারণ করবে তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়বান লোক দুইজন শালিস (هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ) কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে তাদের নির্ধারিত মূল্য দ্বারা কিনে কা'বায় কুরবানীরূপে প্রেরণ করবে (اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ) অথবা এর কাফ্ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা (কুরবানীর জন্তুর মূল্যমানের নগদ অর্থ নিরূপণ ও সেই অর্থে খাদ্য কিনে মক্কার দরিদ্রদের আহার করানো) (اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا) কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা, খাদ্য কেনার সামর্থ্য না থাকলে প্রতি অর্ধ সা' পরিমাণ খাদ্যের পরিবর্তে একদিন রোযা- এ হিসাবে যে কটা রোযা বর্তায়, সে কটা রোযা নির্ধারণ করা ও রাখা। (لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ) যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে শাস্তি ভোগ করে। যা গত হয়েছে (আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্বে) (عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ)। আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন কেহ পুনরায় করলে (কাফ্ফারার ব্যবস্থা ও বেদনাদায়ক প্রহারের মাধ্যমে পার্থিব শাস্তি দেয়ার পর (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ) আল্লাহ্ তার শাস্তি দিবেন, আল্লাহ্র শাস্তির জন্য তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। (وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ) এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী (শাস্তি দিতে সক্ষম শাস্তিদাতা। শাস্তি দিয়ে থাকেন।

(٩٦) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

৯৬. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাবার হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও মুসাফিরদের উপকারার্থে। এবং তোমরা যতক্ষণ ইহ্‌রাম অবস্থায় থাক ততক্ষণ তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হারাম করা হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার নিকট তোমরা একত্র হবে।

বনু মাদলাজ গোত্রের একটি শাখা, সামুদ্রিক শিকার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সামুদ্রিক খাদ্য সামগ্রী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে এ আয়াত নাযিল হয়; (اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার সমুদ্রের পানি থেকে যা পাওয়া যায় (وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) ও উহা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের উপকারের জন্য) (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا)। এবং তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে অথবা হারাম শরীফের সীমার মধ্যে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। (وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ) ভয় কর আল্লাহ্‌কে (ইহরাম অবস্থায় বা হারাম শরীফে থাকাকালে যে শিকার নিষিদ্ধ সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় কর) যার নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

(৯৭) جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

(৯৮) اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(৯৯) مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

(১০০) قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৯৭. আল্লাহ্ সম্মানিত গৃহ কা'বাকে মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠার উপায় বানিয়েছেন এবং পবিত্র মাসসমূহ, কা'বার নজরানা স্বরূপ কুরবানীর পশু ও গলায় মালা পরিহিত অবস্থায় কা'বার উদ্দেশ্যে বাহিত পশুকেও। এটা এইহেতু যে, তোমরা যেন জানতে পার, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই জানেন। এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

৯৮. জেনে রাখ, আল্লাহ্র শাস্তি অত্যন্ত কঠিন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯৯. রাসূলের দায়িত্ব পৌঁছানো বৈ নয়। আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং যা গোপনে কর।

১০০. বল, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় করে চল, হে বুদ্ধিমানেরা! যাতে তোমরা মুক্তি লাভ কর।

(جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ) পবিত্র কা'বাগৃহ, পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন; পবিত্র কা'বা গৃহকে ইবাদতের ও অবস্থানের জন্য নিরাপদ স্থান, পবিত্র মাসকে নিরাপদ সময়, এবং কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুকে ও গলায় মালা পরিহত পশুকে সংশ্লিষ্ট দল বা কাফেলার জন্য নিরপত্তার নিদর্শন বানিয়ে মানুষের কল্যাণের ব্যবস্থা করলেন। 'গলায় মালা পরিহিত পশু' দ্বারা হারাম শরীফের গাছের বাকল পরানো পশু বুঝানো হয়েছে। (ذٰلِكَ) এটা যা উল্লেখ করা হলো। (لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ) এই কারণে যে, তোমরা যেন জানতে পার যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে আল্লাহ্ তা জানেন (আসমান যমীন ও তার অধিবাসীদের কিসে ভালো হবে তা জানেন।

(اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ) জেনে রেখ, আল্লাহ্ তাঁর নিষিদ্ধ বস্তুকে হালালে পরিণতকারীকে (شَدِيْدُ الْعِقَابِ) শাস্তি দানে যেমন কঠোর, তেমনি তিনি তওবাকারীর জন্য (وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আল্লাহ্র বাণী ও বিধানের (مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ) প্রচার করাই কেবল রাসূলের কর্তব্য তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর ভালো হোক বা মন্দ হোক।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ! (لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ) মন্দ ও ভাল হালাল ও হারাম এক নয় (وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) যদিও মন্দের হারামের আধিক্য আপনাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষ! হারাম সম্পদ গ্রহণের ব্যাপারে (فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হও আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও অসন্তোষ থেকে রেহাই পাও।

(১০১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

(১০২) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ○

(১০৩) مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ○

১০১. হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হলে তোমাদের মন্দ লাগবে। কুরআন নাযিল করার প্রাক্কালে তোমরা যদি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর তবে তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তো ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল।

১০২. তোমাদের পূর্বে এক সম্প্রদায় এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল, অনন্তর তারা তাদ্দারা প্রত্যাখ্যানকারী হয়ে যায়।

১০৩. আল্লাহ্ কোন বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম নির্দিষ্ট করেন নি, কিন্তু কাফিররা আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশের কাণ্ডজ্ঞান নেই।

যখন সূরা আল-ইমরানের এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র ঘরে হজ্জ আদায় করা ফরয" তখন হারেম ইবন ইয়াযীদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রত্যেক বছরই কি হজ্জ আদায় করা ফরয? এ ধরনের প্রশ্ন করতে নিষেধ করে নাযিল হয় (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) হে মু'মিনগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে তোমাদের নবীকে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশিত হলে (আদেশ দেয়া হলে তোমরা দুঃখিত হবে। কেননা যে সব বিষয়ে আল্লাহ্ নিজে কোন আদেশ দেননি, তা থেকে আল্লাহ্ অব্যাহতি দিয়েছেন বুঝতে হবে (وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ) কুরআন অবতরণেরকালে তোমরা যদি সে সব বিষয়ে যা থেকে আল্লাহ্ অব্যাহিত দিয়েছেন প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে আদেশ দেয়া হবে (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا) আল্লাহ্ সেই সব ক্ষমা করেছেন জিজ্ঞাসা করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন (وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তওবাকারীর জন্য, সহনশীল তোমাদের অজ্ঞতার ব্যাপারে।

(قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ) তোমাদের পূর্বেও তো এক সম্প্রদায় এই প্রকার প্রশ্ন তাদের নবীকে করেছিল। (ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ) তারপর যখন নবী সে সব বিষয় প্রকাশ করেন তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে।

(مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ) বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা, ও হাম আল্লাহ্ স্থির করেন নি। আল্লাহ্ কোন বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম হারাম করেন নি। 'বাহীরা' কোন উটনী পরিবার সন্তান প্রসব করলে পঞ্চমবারে নর সন্তান জন্মে, না মাদী সন্তান জন্মে তা দেখা হতো। নর হলে তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ খেত। আর মাদী হলে তার কান কেটে দিত। একেই বলে বাহীরা। এর দুধ ও অন্যান্য উপকরণ শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো। মহিলারা তা খেতে পারতো না। তবে বাহীরা মারা গেলে নারী পুরুষ সবাই তার গোশত খেত। 'সাইবা' ঃ জন্তু বা অন্য কোন সম্পদকে তারা দেবতাদের পূজার বেদীতে নিয়ে যেত ও সেখানে সমর্পণ করতো। মন্দিরের সেকয়েতরা তা থেকে কিছু অংশ রেখে দিত এবং তা থেকে পুরুষ পথিকদেরকে খাওয়াতো ও পুরুষ দেবতাদের নামে খেত। নারী পাথিক ও নারী দেবতাদের নামে নয়। অর্পিত সম্পদ জন্তু হলে তার মৃত্যুর পর তা নারী পুরুষ সবাই খেত।

'ওয়াসীলা' ঃ কোন বকরী সাতবার সন্তান প্রসব করলে সপ্তমবারে মাদী না নর জন্মে তা দেখা হতো। নর হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই খেত। আর মাদী হলে যতদিন তা বেঁচে থাকতো ততদিন মহিলারা তা দ্বারা কোনভাবেই উপকৃত হত না। তবে মরার পর ঐ বকরীর বাচ্চাকে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকল মানুষ খেত। আর যদি একই সাথে একটা নর ও একটা মাদী বাচ্চা প্রসব করতো, তাহলে মাদী বাচ্চাকে তার ভাই এর সাথে যুক্ত করে এবং দুটোকেই রেখে দেয়া হতো। দুটোর কোনটাই যবাই করা হত না। যতদিন এই দুটো বেঁচে থাকত, তাদের দ্বারা শুধু পুরুষরা উপকৃত হত নারীরা নয়। মারা যাওয়ার পর নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সবাই তাদেরকে আহার করতে পারত।

'হাম' ঃ হাম্ম হচ্ছে প্রজননকারী নর উট যেটা তার সন্তানের সন্তানের ওপর চড়াও হয়। তার পিঠে কোন বোঝা বহন করা হত না, কোন মানুষ আরোহণ করত না, তাকে কোন মাঠে চরতে ও কোন জলাশয় থেকে পানি পান করতে বাধা দেয়া হত না। অন্য কোন উটনীর ওপর চড়াও হতে চাইলে তাকে মেরে সরিয়ে দেয়া হেতো, চড়াও হতে দেয়া হত না। এই পুরুষ উট যখন বুড়ো হয়ে যেত বা মারা যেত, তখন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই তাকে আহার করতে পারত।

(وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) কিন্তু কাফিরগণ আমর বিন লুহাই ও তার সমমনা ব্যক্তিরা যারা এই কুসংস্কার চালু করেছিল (يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ) আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে মনগড়া প্রথা চালু করে এবং যাকে ইচ্ছা হারাম ঘোষণা করে (وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ) এবং তাদের অধিকাংশ (সকলেই) উপলব্ধি করে-না আল্লাহ্‌র বিধানকে উপলব্ধি করে না যে, কোন্‌টি হালাল ও কোন্‌টি হারাম।

(١٠٤) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ۝

১০৪. আর তাদের যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যার উপর পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তা তাদের বাপ-দাদারা কিছু না জানলেও এবং তারা সঠিক পথ না পেলেও কি তারা এরূপ করবে?

(وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ) যখন তাদেরকে বলা হয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কার মুশরিকদেরকে বলেন-) (تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ) আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার দিকে আল্লাহ্ যা হালাল

করেছেন তা মেনে নিতে ও রাসূলের দিকে রাসূল যা হালাল বলে জানিয়েছেন তা মেনে নিতে এসো। (قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا) তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে যাতে পেয়েছি, যে সকল জিনিসকে হারাম ও নিষিদ্ধ বলে মানতে দেখেছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' (أَوَ لَوْكَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ) কী! যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানত না, প্রকৃতপক্ষে তাওহীদ ও ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানত না ও সৎপথ প্রাপ্তও ছিল না, নবীর প্রদর্শিত পথপ্রাপ্ত ছিল না, তথাপি তাহলে তারা কিভাবে তাদের পূর্ব-পুরুষদের রীতি-প্রথা অনুসরণ করে?

(١٠٥) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○

(١٠٦) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ○

১০৫. হে মু'মিনগণ! তোমাদের কর্তব্য আপন প্রাণের চিন্তা করা। তোমরা সুপথে থাকলে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের সকলকে আল্লাহ্‌রই নিকট ফিরে যেতে হবে। তারপর তিনি তোমাদের অবহিত করবেন যা কিছু তোমরা করতে।

১০৬. হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অসিয়্যতকালে তোমাদের মাঝে সাক্ষী হবে তোমাদের মধ্য হতে নির্ভরযোগ্য দুই ব্যক্তি অথবা তোমাদের ছাড়া অন্যদের থেকে দুই ব্যক্তি, যদি তোমরা দেশে সফররত থাক এবং সে অবস্থায় তোমাদের উপর মৃত্যু বিপদ উপনীত হয়। তোমারা তাদের দু'জনকে সালাতের পর দাঁড় করাবে। তোমরা যদি সন্দেহ কর, তারা আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলবে, আমরা কসমের বদলে অর্থ গ্রহণ করি না—যদিও কারও সাথে আমাদের আত্মীয়তা থাকে এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করি না। অন্যথায় আমরা অবশ্যই পাপিষ্ঠ।

(يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ) হে মু'মিনগণ! আত্মসংশোধন নিজেদের প্রতি মনোযোগী হওয়া তোমাদের কর্তব্য। (لَايَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ) তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তোমরা যদি ঈমানের পথে পরিচালিত হও ও তাদের বিভ্রান্তি দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দাও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তার ভ্রষ্টতা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। (اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا) আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন মৃত্যুর পর (فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) তারপর তোমরা যা করতে ভাল বা মন্দ যা কিছুই করতে বা বলতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করবেন। 'হে মু'মিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য' এ আয়াতটি মক্কার মুশরিকদের প্রসঙ্গে তখন নাযিল হয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহলে

কিতাবের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেন এবং তাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণে বিরত থাকেন। এ ঘটনা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে।

(يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ) হে মু'মিনগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। তখন ওসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, স্বদেশে বা প্রবাসে থাকাকালে মৃত্যু আসন্ন হলে মৃত্যুর সম্মুখীন ব্যক্তি যখন ওসীয়ত করবে তখন দু'জন ন্যায়পরায়ণ স্বাধীন ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে (اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ) তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হতে বিদেশী বিজাতীয় যা বিধর্মীদের মধ্য হতে দুইজন সাক্ষী মনোনীত করবে। একবার তিন ব্যক্তি সিরিয়ায় ব্যবসা করতে যায়। তাদের একজন সিরিয়ায় গিয়ে মারা যায়। তার নাম বুদাইল ইবন আবূ মারিয়ায়। সে ছিল হযরত আমর ইবনুল আসের আযাদকৃত ক্রীতদাস মুসলমান। সে তার দুই খ্রিস্টান সাথী আদী ইবন বিদা ও তামীম বিন আওস দারীর নিকট ওসীয়ত করে মারা যায়। কিন্তু তারা উভয়ে তাঁর ওসীয়তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ্ মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদেরকে বলেন (تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ)। তোমাদের সন্দেহ হলে সালাতের পর তাদেরকে অপেক্ষমান রাখবে, ঐ দুই খ্রিস্টান যে অর্থ দিয়েছে, মৃত ব্যক্তির দেয়া অর্থ তার চেয়ে বেশী ছিল বলে তোমাদের সন্দেহ হলে তাদেরকে আসরের নামাযের পর অপেক্ষমান রাখবে (فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا) তারপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, 'আমরা এর বিনিময়ে শপথের বিনিময়ে কোন মূল্য তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থ গ্রহণ করব না (وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ) যদি সে মৃত ব্যক্তি আমাদের ঘনিষ্ট আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করব না, যখন জিজ্ঞাসা করা হবে তখন গোপন করবো না (اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ) করলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। তারপর শপথের পর জানা যায় যে, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং মৃত ব্যক্তির অভিভাবকরাও তা জানতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ বলেন-

(١٠٧) فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ۖ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০৭. যদি জানা যায় তারা উভয়ে সত্য কথা গোপন করেছে তবে তাদের জায়গায় যাদের হক গোপন করা হয়েছে তাদের মধ্য হতে মৃত ব্যক্তির সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ দুই দুই ব্যক্তি দাঁড়াবে। তারা মহান আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলবে, পূর্ববর্তীদের সাক্ষ্য অপেক্ষা আমাদের সাক্ষ্য বেশী সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি, নচেৎ আমরা নিঃসন্দেহে জালিম।

(فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا) যদি এটা প্রকাশ পায় যে, তারা দুইজন উভয় খ্রিস্টান সাথী (اسْتَحَقَّآ اِثْمًا) অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে (فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا) তবে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে, মৃত ব্যক্তির অভিভাবকগণ, যাদের কাছে ওসীয়তকৃত অর্থের পরিমাণ গোপন করা হয়েছে, (مِنَ الَّذِيْنَ)

(اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ) তাদের মধ্য হতে নিকটতম দু'জন তাদের স্থলবর্তী হবে এবং আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, যে, তারা দু'জন যে অর্থ নিয়ে এসেছে, প্রকৃত পক্ষে তা তার চেয়ে বেশী ছিল এবং এও বলবে যে, (لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا) আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের হতে অধিকতর সত্য আমরা দু'জন মুসলমানের সাক্ষ্য ঐ দুই খ্রিস্টানের সাক্ষ্যের চেয়ে অধিকতর সত্য (وَمَا اعْتَدَيْنَا) এবং আমরা সীমালংঘন করি নি, আমরা যে দাবী করেছি তা অন্যায় নয় (اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ)। করলে আমরা জালিমদের মিথ্যুক ও অন্যের ক্ষতি সাধনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

(١٠٨) ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ع

(١٠٩) يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

১০৮. এতে আশা করা যায় তারা যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তারা ভয় করবে যে, আমাদের শপথ তাদের শপথের পর উল্টে যাবে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও শুনে রাখ; আল্লাহ্ না-ফরমানদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন না।

১০৯. যে দিন আল্লাহ্ রাসূলগণকে একত্র করবেন তারপর বলবেন, তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে, আমাদের জানা নেই, তুমিই তো অদৃশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞাতা।

এ (ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ) পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে লোকের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অথবা শপথের পর আবার তাদের শপথ করানো হবে এ ভয়ের। এই পদ্ধতিতে অমুসলিমদের শপথের পর দু'জন মুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা থাকার কারণে অমুসলিমদ্বয়ের শপথ বাতিল হওয়ার আশংকা থাকে বিধায় তারা মিথ্যা শপথ করে কোন কিছু গোপন করবে না, (وَاتَّقُوا اللّٰهَ) আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাঁর আমানতের ব্যাপারে (وَاسْمَعُوْا) এবং শ্রবণ কর, যা তোমাদেরকে আদেশ করা হয় এবং আনুগত্য কর (وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ) আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যারা অবাধ্য মিথ্যাচারী, তারা অযোগ্য বিধায় আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর দীনের পথে পরিচালিত করেন না।

(يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ) স্মরণ কর, যেদিন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ রাসূলগণকে একত্র করবেন এবং ভয়ংকর ত্রাসজনক অবস্থায় (فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ) জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কী উত্তর পেয়েছিলে? তোমাদের জাতি তোমাদেরকে কী উত্তরে দিয়েছিল? (قَالُوْا) তারা বলবে, কিয়ামতের ময়দানের ভয়াবহ দৃশ্যপটে ও প্রশ্নের গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে (لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ) আমাদের তো কোন জ্ঞান নেই, তুমিইতো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।' আমাদের জাতি কি জবাব দিয়েছিল তা আমরা ভুলে গিয়েছি। প্রথমে এই উত্তর দেয়ার পর পরক্ষণে তারা সঠিক উত্তর দেবেন ও তাদের জাতিকে যে তারা আল্লাহ্‌র-বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন সে কথা ব্যক্ত করবেন।

(١١٠) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○

১১০. যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে মারয়াম তনয় ঈসা! স্মরণ কর, তোমার প্রতি ও তোমার মায়ের প্রতি আমার অনুগ্রহের কথা, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্য করি, তুমি কোলে থাকা অবস্থায় ও অধিক বয়সকালে মানুষের সাথে কথা বলতে। আর আমি যখন তোমাকে শিক্ষা দান করি কিতাব, রহস্য কথা, তাওরাত ও ইন্‌জীল। এবং যখন তুমি কর্দম দ্বারা প্রাণীর আকৃতি তৈরি করতে, তারপর আমার নির্দেশে তাতে ফুঁক দিতে, ফলে আমার হুকুমে তা হয়ে যেত উড়ন্ত পাখী। এবং তুমি আমার হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরুগীকে ভাল করে দিতে। এবং যখন আমার নির্দেশে তুমি মৃতদেরকে বের করে আনতে। এবং যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে নিবৃত্ত করি, যখন তুমি তাদের নিকট নিদর্শনাবলী নিয়ে আস এবং তাদের মধ্যে যারা কাফির তারা বলতে শুরু করে এটা প্রকাশ্য যাদু বৈ-তো নয়।

(اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ) আল্লাহ্ বলবেন, হে মারয়াম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতি নবূয়ত দানের মাধ্যমে (وَعَلٰى وَالِدَتِكَ) ও তোমার জননীর প্রতি ইসলামের অনুসরণ ও ইবাদত করার তাওফীক দানের মাধ্যমে আমার প্রদত্ত অনুগ্রহ স্মরণ কর ; মনে রেখ (اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ)। পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম, (হযরত জিবরাঈল দ্বারা আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম, যিনি তোমাকে মানুষের সাথে কথা বলতে সাহায্য করেছিলেন ও শিখিয়েছিলেন) (تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا)। এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে (দোলনায় ও কোলে থাকা অবস্থায় বলতে) আমি আল্লাহ্র বান্দা ও মাসীহ্ আর পরিণত বয়সে ত্রিশ বছর পর বলতে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত। উভয় ক্ষেত্রে জিবরাঈল তোমাকে সাহায্য করেছিলেন (وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ) তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিতাব দ্বারা অন্যান্য নবীগণের কিতাব অথবা কলম দ্বারা লেখার নিয়ম, এবং হিকমত দ্বারা সূক্ষ্ম জ্ঞান বা বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ইত্যাদি বুঝায়। অপর ব্যাখ্যায় হিকমত অর্থ হালাল ও হারামের জ্ঞান। তাওরাতের জ্ঞান তোমাকে দিয়েছিলাম তোমার মাতৃগর্ভে থাকাকালে। আর ইনজীলের শিক্ষা দিয়েছি মায়ের উদর থেকে বেরিয়ে আসার পর। (وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ) তুমি কাদা দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং তাতে ফুঁৎকার দিতে। আমার আদেশে বাদুড় পাখীর মত মাটির পুতুল তৈরী করে তাতে ফুঁক দিতে) ফলে

আমার অনুমতিক্রমে আমার আদেশে তা পাখী হয়ে যেত। আকাশে উড়তো (وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي) জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যধি গ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে আমার আদেশ, ইচ্ছায় ও ক্ষমতাবলে নিরাময় করতে রোগমুক্ত করতে এবং আমার অনুমতিক্রমে আমার ইচ্ছায় ও আমার জীবনদানে (وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي) তুমি মৃতকে জীবিত করতে। (وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ) আমি তোমা হতে তোমাকে হত্যা করা থেকে বণী ইসরাঈলকে নিবৃত্ত করেছিলাম, যখন তারা তোমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল আল্লাহ্‌র আদেশ, নিষেধ ও অলৌকিক জিনিসসমূহ (فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) তখন তাদের বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলেছিল, এটাতো ঈসা আমাদেরকে যা দেখাচ্ছে স্পষ্ট যাদু!'

(١١١) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ○
(١١٢) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

১১১. আর আমি যখন হাওয়ারীদের অন্তরে এই প্রত্যাদেশ করি যে, আমার প্রতি ও আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলে ওঠে, আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক আমরা আজ্ঞানুবর্তী।

১১২. যখন হাওয়ারীগণ বলল, হে মারয়াম তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আকাশ থেকে আমাদের প্রতি খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করতে পারেন? সে বলল, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।'

(وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ) আরও স্মরণ কর, আমি যখন হাওয়ারীদেরকে ঈসার একনিষ্ঠ অনুসারী ১২ জন ধোপাকে এই প্রেরণা দিয়েছিলাম, উদ্বুদ্ধ করেছিলাম (أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي) যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈসার প্রতি ঈমান আন, (قَالُوا آمَنَّا) তারা বলেছিল আমরা তোমার প্রতি ও তোমার রাসূল ঈসার প্রতি ঈমান আনলাম, (وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ) এবং তুমি সক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী। ইবাদত ও তাওহীদে একনিষ্ঠ।

(إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ) স্মরণ কর, হাওয়ারীগণ বলেছিল, হাওয়ারীগণের পক্ষ থেকে হযরত শামঊন (আ) বলেছিলেন (يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ) হে মারয়াম তনয়, ঈসা! তোমার জনগণ তোমার কাছে জিজ্ঞেস করছে যে, (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ) তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান হতে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতে সক্ষম? তিনি কি প্রেরণ করবেন? (قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) সে বলেছিল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর যদি তোমরা মু'মিন হও। ঈসা শামঊনকে বললেন, তাদেরকে বল, মু'মিন হয়ে থাকলে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নচেত হয়তো তোমরা খাঞ্চার শোকর আদায় করবে না, ফলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন। এর জবাবে শামঊন বললেন—

(۱۱۳) قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

(۱۱٤) قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

(۱۱٥) قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

১১৩. তারা বলল, আমরা চাই তা হতে আহার করতে এবং যাতে আমাদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায় ও আমরা জানতে পারি যে, তুমি আমাদের সাথে সত্য বলেছ আর আমরা এর উপর সাক্ষী থাকি।

১১৪. মারয়াম তনয় ঈসা বলল, হে আল্লাহ্, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে একটি ভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ কর, যাতে সে দিনটি আমাদের পূর্বের ও পরবর্তীদের জন্য ঈদ হয়ে থাকে এবং তোমার পক্ষ হতে একটি নিদর্শন। এবং আমাদেরকে রিযিক দান কর। তুমিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

১১৫. আল্লাহ্ বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি খাঞ্চা নাযিল করব। তারপর তোমাদের মধ্যে কেউ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যা বিশ্বের আর কাউকে দেব না।

(قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا) তারা বলেছিল, আমরা চাই যে, তা থেকে কিছু খাবো ও তুমি যে বিস্ময়কর ঘটনা দেখাবে তা দেখে আকাশ থেকে খাঞ্চা নামতে দেখে (وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ) আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমরা জানতে চাই যে, তুমি আমাদেরকে সত্য বলছ এবং আমরা তার সাক্ষী থাকতে চাই। যখন আমাদের জনগণের কাছে ফিরে যাব তখন তাদের কাছে সাক্ষ্য দেব।

(قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا) মারয়াম তনয় 'ঈসা বলল, 'হে আল্লাহ্, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর; এটা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য হবে আনন্দোৎসব স্বরূপ যাতে আমরা তোমার ইবাদত করতে পারি। দিনটি ছিল রবিবার (وَاٰيَةً مِّنْكَ) ও তোমার নিকট থেকে নিদর্শন মুমিনের জন্য নিদর্শন ও কাফিরের জন্য চূড়ান্ত প্রমাণ (وَارْزُقْنَا) এবং আমাদের জীবিকা দান কর যা চেয়েছি তা দাও (وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ) আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। শ্রেষ্ঠ খাদ্যদাতা।

(قَالَ اللّٰهُ) আল্লাহ্ (ঈসাকে) বললেন, (তুমি তাদেরকে বলে দাও) (اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ) আমিই তোমাদের নিকট তা (যা চেয়েছ তা) প্রেরণ করব। (فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّا اُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ) কিন্তু এর পর (খাঞ্চা অবতারণ ও তা থেকে আহার করার পর) তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকেও দিব না। তৎকালীন বিশ্বের অপর কাউকে দিব না। আমি তাকে শূকরে রূপান্তরিত করবো। এরপর খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার পর ও তা থেকে

আহার করার পর তারা বললো, এতো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। তখন হযরত ঈসা (আ) বললেন, হে আল্লাহ্, তারা তো তাদের কথা-বার্তা দ্বারা আযাবের উপযুক্ত হয়ে গেছে। এখন তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে অবশ্যই দিতে পার। কারণ তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করা ও শাস্তি থেকে অব্যাহতি দাও, তবে তুমি তাও পারে। কেননা তুমি মহাপরাক্রমশালী। যে তওবা করে না তাকে সমুচিত শাস্তি দিতে সক্ষম। আর যে তওবা করে তাকে ক্ষমা করতেও পার। তুমি মহা প্রজ্ঞাবান।

(١١٦) وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

(١١٧) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

১১৬. আর যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে মারয়াম তনয় ঈসা! তুমিই কি মানুষকে বলেছ যে, আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ্ ব্যতীত দুই মা'বূদরূপে গ্রহণ কর? সে বলবে, তুমি পবিত্র! যার অধিকার আমার নেই এমন কথা বলা আমার শোভনীয় নয়। আমি যদি বলেই থাকি, তবে তুমি তো তা অবশ্যই জেনে ফেলেছ। আমার মনে যা আছে তুমি জান, কিন্তু তোমার কাছে যা আছে আমি জানি না। নিশ্চয়ই অদৃশ্য বিষয়সমূহের তুমিই জ্ঞাতা।

১১৭. আমি তোমাদেরকে কিছুই বলিনি, তবে আপনি আমাকে যা আদেশ করেছেন তাই, অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম ততদিন আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, কিন্তু আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন। তখন কেবল আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আপনি তো সর্ববিষয়ে অবগত।

(وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ) আল্লাহ্ যখন কিয়ামতের দিন বলবেন, (يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ) 'হে মারয়াম-তনয় ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে দুনিয়ায় অবস্থানকালে বলেছিলে যে, (اتَّخِذُوْنِى وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) তোমরা আল্লাহ্র ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ কর?' (قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ) সে ঈসা আ বলবে, তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। আমার পক্ষে বৈধ নয় (اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ـ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ) যদি আমি তা বলতাম তবে তুমি তো তা জানতে। আমার অন্তরের কথা তাদেরকে দেয়া আদেশ ও নিষেধ তো তুমি অবগত আছ, (وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ) কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই। তুমি তোমার বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে ও অপমানিত করতে চাও, না অনুগ্রহ করতে চাও, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। (اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ) তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।' বান্দারা যা জানে না তা তুমি জান।

(مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلاَّ مَا اَمَرْتَنِىْ بِهٖ) তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ আমি দুনিয়ায় থাকাকালে তা ব্যতীত তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি। (اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ) তা এই তোমরা আমার ও তোমাদেরকে প্রতিপালক আল্লাহ্র ইবাদত কর; আল্লাহ্কে ভয় কর ও তাঁর আনুগত্য কর (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ) এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ইসলামের প্রচার ও দাওয়াতের মাধ্যমে (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ) কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তাদের মধ্য হতে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষক ও সাক্ষী (وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ) এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে যা কিছু আমি বলেছি এবং যা কিছু তারা বলেছে সে বিষয়ে সাক্ষী।

(١١٨) اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(١١٩) قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

(١٢٠) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১১৮. আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তা হলে আপনি তো পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

১১৯. আল্লাহ্ বললেন, এটা সেই দিন, যে দিন সত্যপরায়ণদের কাজে আসবে তাদের সত্যতা। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। তাতে তারা হামেশা থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই মহাসাফল্য।

১২০. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

ঈসা আরো বলবে, (اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এ আয়াতটির তাফসীর পূর্বেই করা হয়েছে।

(قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ) আল্লাহ্ বলবেন, এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে, আর মু'মিনরা তাদের ঈমানের জন্য, প্রচারকগণ তাদের প্রচারের জন্য এবং অঙ্গীকার পূরণকারীগণ তাদের অঙ্গীকার পূরণের জন্য উপকৃত হবে (لَهُمْ جَنّٰتٌ) তাদের জন্য আছে জান্নাত বাগানসমূহ (تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا) যার পাদদেশে যার গাছ-গাছালি ও খাটের নীচ দিয়ে পানি, দুধ, মধু ও সুরার (الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا) নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে, জান্নাতে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, কোন দিন মারাও যাবে না, কোন দিন সেখান থেকে বেরও হবে না (رَضِىَ اللّٰهُ)

(عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ) আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন তাদের ঈমান ও সৎকার্যের জন্য এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট; (ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ) সম্মান ও পুরস্কার লাভের জন্য এটা মহা সফলতা।' জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ, জান্নাতে চিরস্থায়ী বসবাস এবং বান্দার প্রতি আল্লাহ্র প্রসন্নতা ও আল্লাহ্র প্রতি বান্দার সন্তুষ্টি- এ সব মিলে সর্বাত্মক ও পূর্ণাংগ সফলতা।

(لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ) আসমান ও যমীন এবং সেগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে, যাবতীয় সম্পদ ভাণ্ডার ও তার উৎস যথা বৃষ্টি, মাটি, উদ্ভিদ, তার ফল ও ফসল এবং আরো যত বিস্ময়কর ও নয়নাভিরাম সৃষ্টি রয়েছে (وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আসমান, যমীন ও তার মধ্যকার যাবতীয় জিনিসের সৃষ্টিতে এবং আখিরাতে কর্মফল প্রদানে সর্বময় শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীর সেই মহান স্রষ্টার প্রশংসা কর।

সূরা আন'আম

(এটি সেই সূরা, যাতে আন'আম অর্থাৎ পশুদের উল্লেখ রয়েছে। এ সূরার পাঁচটি আয়াত ব্যতীত সমগ্র সূরা এক সাথেই নাযিল হয়েছে। قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ থেকে তিন আয়াত, وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ শেষ পর্যন্ত এবং وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى এই পাঁচটি আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের সংখ্যা ১৬৫,[১] শব্দ ৩০৫০ অক্ষর ১২৪২২)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۥ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝
(٢) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ۥ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন। তবুও কাফিরগণ অন্যদেরকে নিজ প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করেন।
২. তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তারপর এক সময় নির্ধারিত করেছেন। আর একটি সময় আল্লাহ্‌র নিকট নির্ধারিত রয়েছে, তথাপি তোমরা সন্দেহ কর।

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌রই, তিনিই একমাত্র ইবাদত ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য (الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ) যিনি আসমান রবি ও সোমবার এই দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন। আর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন অন্ধকার ও আলোর। ঈমান ও কুফরীর অথবা রাত ও দিনের (ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ) এতদসত্ত্বেও কাফিরগণ মূর্তিগুলোকে তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।

(هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ) তিনিই তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে আদম থেকে এবং আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। (ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا) তারপর এককাল নির্দিষ্ট করেছেন বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করে তার ধ্বংসকাল পর্যন্ত তার কাল নির্দিষ্ট করেছেন এবং অন্যান্য সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে মৃত্যু পর্যন্ত তার কাল নির্দিষ্ট করেছেন। (وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ) এবং আর একটি নির্ধারিত কাল আছে, যা তিনিই জ্ঞাত আখিরাতের কাল, যা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন এবং যার মৃত্যুও নেই, ধ্বংসও নেই, এতদ সত্ত্বেও তোমরা হে মক্কাবাসী! সন্দেহ কর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে সন্দেহ কর।

---

১. মূল গ্রন্থে আয়াত সংখ্যা ১২৬ বলে মুদ্রিত আছে। এটি সম্ভবত মুদ্রণ বিভ্রাট।

(٣) وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ○

(٤) وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ○

(٥) فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَهُمْ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰۤؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(٦) اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاۤءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ○

৩. আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ্, তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব জানেন এবং জানেন তোমরা যা অর্জন কর।

৪. আর তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী হতে যে নিদর্শনই আসে, তারা সে ব্যাপারে ঔদাসিন্য প্রদর্শন করে।

৫. কাজেই, সত্য যখন তাদের নিকট পৌছেছে, তখন অবশ্যই তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই, শীঘ্রই তারা যে বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করত, তার বাস্তবতা তাদের সামনে আসবে।

৬. তারা কি দেখে না আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এতটা প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যেমন প্রতিষ্ঠা আমি তোমাদেরকে দান করিনি। আমি তাদের প্রতি আসমানকে অবিরাম বর্ষণরত রেখে দেই এবং তাদের তলদেশে নদীসমূহকে করি প্রবহমান। তারপর আমি তাদেরকে তাদের পাপাচারের কারণে ধ্বংস করে দেই এবং তাদের পর অন্যসব সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করি।

(وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْض) আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ্ আসমানেও তিনিই একমাত্র ইলাহ এবং পৃথিবীতেও তিনিই একমাত্র ইলাহ (يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ) তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর ও গোপন কর সবই তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর ভালো বা মন্দ যা কিছুই কর তাও তিনি অবগত আছেন।

(وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ) তাদের মক্কাবাসীর প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর এমন কোন নিদর্শন যথা সূর্য গ্রহণ, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া তারকারাজি ইত্যাদি তাদের নিকট উপস্থিত হয় না (اِلاَّ كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ) যা থেকে তারা মুখ না ফিরায়, যা তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে ও প্রত্যাখ্যান না করে।

সত্য মুহাম্মদ ﷺ কুরআন ও নিদর্শনাবলী সহকারে (فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَهُمْ) যখন তাদের নিকট এসেছে তারা তা কুরআন ও নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে। মক্কাবাসী প্রত্যাখ্যান করেছে। (فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْبٰؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ) যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তার যথার্থ বিবরণ অচিরেই তাদের নিকট পৌঁছবে তাদের ঠাট্টা বিদ্রুপের শাস্তি তারা বদর, উহুদ ও খন্দকের দিন পাবে। এ কথা দ্বারা কাফিরদেরকে হুমকি দেয়া হয়েছে।

(اَلَمْ يَرَوْا كَمْ) তারা কি দেখে না কুরআনে কি মক্কাবাসীকে জানানো হয়নি যে, (اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ) তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি, (مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ) তাদেরকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এত শক্তি ও সম্পদের অধিকারী করেছিলাম এবং এত সুযোগ ও অবকাশ দিয়েছিলাম (مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ) যেমনটি তোমাদেরকেও করিনি, হে মক্কাবাসী, তোমাদেরকেও অতটা শক্তি ও সম্পদের অধিকারী করিনি এবং অতটা সুযোগ ও অবকাশ দেইনি (وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا) এবং তাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম যখনই তাদের প্রয়োজন হয়েছে অবিরত ধারায় বৃষ্টি দিয়েছি (وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ) আর তাদের বৃক্ষরাজি, বাগান ও শস্য খামারের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম। (فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ) তারপর তাদের পাপের দরুন নবীগণকে অমান্য করার দরুন তাদের বিনাশ করেছি এবং তাদের পরে তাদের চাইতে উত্তম অপর মানব গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি।

(٧) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

(٨) وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۭ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۝

(٩) وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ۝

৭. আমি যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত বিষয় অবতীর্ণ করি তারপর তারা নিজ হাতে তা স্পর্শ করে, তবুও কাফিররা অবশ্যই বলবে, এটা কিছুই নয়, তবে প্রকাশ্য যাদু।

৮. এবং তারা বলে, তার প্রতি কোন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়নি কেন? আমি যদি ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করি, তবে ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটবে, তখন আর তাদের অবকাশ দেওয়া হবে না।

৯. আমি কোন ফিরিশ্‌তাকে রাসূল বানিয়ে পাঠালে সেও তো মানবাকৃতিতেই হত এবং তাদেরকে সে বিভ্রমহেই ফেলে রাখতাম, যাতে এখন তারা নিপতিত আছে।

(وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ) যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম, জিবরাঈলের মাধ্যমে পুরো কুরআন এক সাথে পুস্তক আকারে নাযিল করতাম, যেমন আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ উমাইয়া মাখযুমী ও তার দলবল তোমাদের কাছে চেয়েছিল) (فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ) আর তারা যদি তা হাত দ্বারা স্পর্শও করত ধরতো ও পড়তো (لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا) তবু কাফির বা বিশেষত আব্দুল্লাহ্ ইবন আবূ উমাইয়া ও তার দল বলত; (اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ) এটা স্পষ্ট যাদু মিথ্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(وَقَالُوْا) তারা আব্দুল্লাহ্ ইবন আবূ উমাইয়া মাখযুমী ও তার দল বলে, (لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ) তার নিকট কোন ফিরিশতা কেন প্রেরিত হয় না? মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট কোন ফিরিশতা এসে কেন সাক্ষ্য দেয় না যে, তিনি যা বলেছেন সবই সঠিক ও সত্য? (وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا) যদি আমি তাদের দাবী অনুযায়ী ফিরিশতা প্রেরণ করতাম, (لَقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ) তা হলে তাদের কর্মের চূড়ান্ত ফয়সালাই তো

হয়ে যেত। তাহলে তো সেই ফিরিশতা তাদের জন্য আযাব নিয়েই আসতো ও তাদের প্রাণ সংহার করতো। আর তাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া হত না।

(وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا) যদি তাকে ফিরিশতা করতাম রাসূলকে যদি ফিরিশতা করতাম (لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا) তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম, যাতে তারা তার দিকে তাকাতে পারে, (وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ) আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে সেই ফিরিশতাও তাদের মতই পোশাক পরতো। ফলে মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তাদের যে সন্দেহ ও বিভ্রম এখন রয়েছে, তা তার সম্পর্কেও থাকত।

(١٠) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

(١١) قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

(١٢) قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১০. নিশ্চয়ই তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে উপহাস করা হতো। অবশেষে উপহাসকারীদেরকে সেই জিনিস পরিবেষ্টন করে নেয়, যা নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টা করত।

১১. বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ অবিশ্বাসীদের কি পরিণতি ঘটেছে।

১২. জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যা কিছু আছে তা কার? বলে দাও, আল্লাহ্‌র। তিনি নিজ দায়িত্বে দয়া লিখে রেখেছেন, কিয়ামতের দিনে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে একত্র করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মাঝে নিক্ষেপ করেছে তারাই ঈমান আনে না।

(وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ) আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে, জাতির লোকেরাও তাদের রাসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, যেমন আপনার জাতি আপনাকে করছে। (مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ) পরিণামে, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছিল তাই বিদ্রূপ কারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছে। তাদের ওপর ঠাট্টা বিদ্রূপের শাস্তি অনিবার্যভাবে অবতীর্ণ হয়েছে।

হে মুহাম্মদ! মক্কাবাসীকে (قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا) বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, তারপর দেখ চিন্তা কর (كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ) যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল! যারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে অমান্য করেছে, তাদের শেষ পরিণাম কেমন হয়েছিল।

হে মুহাম্মদ, মক্কাবাসীকে (قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) বলুন, আসমান ও যমীনে যা আছে, যত সৃষ্টি আছে, তা কার? তারা যদি জবাব না দেয় তবে (قُلْ لِّلّٰهِ) বলুন, আল্লাহ্‌রই। বলুন, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি আল্লাহ্‌রই (كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) দয়া করা তিনি তাঁর নিজের জন্য করণীয় স্থির করেছেন (মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মাতের ওপর দয়া করাকে নিজের কর্তব্য বলে স্থির করেছেন এবং তাদের

গুনাহর শাস্তি বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।) (لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ) কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একত্রিত করবেন এতে কোনই সন্দেহ নেই। (اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ) যারা নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে, জান্নাতের বাড়ীঘর, চাকর-চাকরাণী ও স্ত্রীদের থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে (فَهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ) তারা কুরআনের ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনবে না।

(١٣) وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(١٤) قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(١٥) قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

১৩. যা কিছু রাতে ও দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করে, তা আল্লাহ্‌রই। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

১৪. বল, আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করব, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যিনি সকলকে আহার্য দান করেন, তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না। বল, আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন সর্বপ্রথম আদেশ পালনকারী হই এবং তুমি কখনই শিরিককারী হয়ো না।

১৫. বল, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে আমি এক মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করি।

যখন তারা মুহাম্মদ ﷺ-কে বললো, "আমাদের ধর্মে ফিরে এস, তোমাকে ধনী বানিয়ে দেব, বিয়ে করিয়ে দেব, সম্মান ও মর্যাদা দেব, এমনকি চাইলে তোমাকে আমাদের রাজা বানাবো" তখন নাযিল হলো (وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ) রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু থাকে যা কিছু পৃথিবীতে অবস্থান করে তা তাঁরই। (وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ) তিনি সর্বশ্রোতা তাদের কথা শোনেন। সর্বজ্ঞ তাদের যথোপযুক্ত কর্মফল এবং মানুষ ও জীবজন্তুরা জীবিকা সম্পর্কে অবহিত।

হে মুহাম্মদ তাদেরকে বলুন, (قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আমি কি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? প্রভু হিসাবে গ্রহণ করব ও ইবাদত করবো? (وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ) তিনিই জীবিকা দান করেন কিন্তু তাকে কেউ জীবিকা দান করে না। হে মুহাম্মদ, মক্কাবাসীকে (قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ) বলুন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই; সমকালীন লোকদের মধ্যে আমিই প্রথম মুসলমান হই বা প্রথম একত্ববাদী একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী হই। (وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ) আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে 'আপনি মুশরীকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।' মুশরিকদের সাথে তাদের ধর্মপালনে অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

হে মুহাম্মদ! (قُلْ اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ) বলুন, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি ও তোমাদের ধর্মে ফিরে আসি (عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ) তবে আমি ভয় করি, আমি জানি যে, মহাদিনের শাস্তি আমার ওপর আপতিত হবে।

(١٦) مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝
(١٧) وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝
(١٨) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝
(١٩) قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝

১৬. সেদিন যার উপর থেকে আযাব টলে গেল, তার প্রতি আল্লাহ্ করুণা করলেন। এটাই বড় সাফল্য।

১৭. আল্লাহ্ যদি তোমাকে কিছু কষ্ট দান করেন তবে তিনি ব্যতীত তা দূর করবার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল করেন, তবে তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

১৮. তাঁর বান্দাগণের উপর তাঁরই আধিপত্য। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবগত।

১৯. জিজ্ঞাসা কর, সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য কি? বল, আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আর এ কুরআন আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে আমি তার দ্বারা সাবধান করি তোমাদেরকে এবং যাদের তা পৌঁছায়। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে আরও মা'বূদ আছে? বল, আমি সাক্ষ্য দেই না। বল, তিনিই একমাত্র মা'বূদ। তোমরা যে শির্ক কর, আমি অবশ্যই তা থেকে দূরে অবস্থিত।

(مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ) সেই দিন যাকে তা থেকে রক্ষা করা হবে, কিয়ামতের দিন যাকে আযাব থেকে রক্ষা করা হবে (يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ) তার প্রতি তিনিতো দয়া করবেন ক্ষমা করবেন ও নিষ্কৃতি দেবেন) (وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ) এবং এটা স্পষ্ট সফলতা।' এই ক্ষমাই সুস্পষ্ট মুক্তি।

(وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ) আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দান করলে দারিদ্র্য বা অন্য কোন বিপদে নিক্ষেপ করলে (اِلَّا هُوَ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ) তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি তোমার কল্যাণ করলে ধর্ম ও প্রাচুর্য দান করলে (فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ) তিনিইতো সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ) তিনি আপন বান্দাদের ওপর পরাক্রমশালী, তিনি স্বীয় আদেশে ও সিদ্ধান্তে (وَهُوَ الْحَكِيْمُ) প্রজ্ঞাময়, তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ও তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে (الْخَبِيْرُ) জ্ঞাতা।

মক্কার মুশরিকরা যখন বললো, একজন সাক্ষী নিয়ে এস, যে সাক্ষ্য দেবে যে তুমি নবী, তখন নাযিল হল হে মুহাম্মদ! তাদেরকে (قُلْ اَىُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً) বলুন, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কী? (সর্বাপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত ও সন্তোষজনক সাক্ষ্যদাতা কে? (তারা জবাব না দিলে) (قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ) বলুন, আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী যে, আমি তাঁ রাসূল ও এই কুরআন তাঁরই বাণী। (وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ اَئِنَّكُمْ) এবং এই কুরআন সহকারে আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে (জিবরাঈলকে এই কুরআন সহকারে) পাঠানো হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটা পৌঁছবে তাদেরকে (এতদ্বারা) কুরআন দ্বারা আমি সতর্ক করি। যার যার নিকট কুরআন সংক্রান্ত বার্তা পৌঁছিবে, তাদের সকলের জন্য আমি সতর্ককারী। হে মক্কাবাসী! (لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى) তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহও আছে? মূর্তিগুলো সম্পর্কে তোমরা কি বল যে, ওগুলো আল্লাহ্‌র মেয়ে? যদি বলে হা, সাক্ষ্য দেই, তাহলে আপনি (قُلْ لَّا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ) বলুন, আমি তোমাদের সাথে সে সাক্ষ্য দেই না। হে মুহাম্মদ! বলুন, তিনি আল্লাহ্ একক ইলাহ (وَاِنَّنِىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ) এবং তোমরা যে ইবাদাতে মূর্তিগুলোকে শরীক কর তা থেকে আমি নির্লিপ্ত।

(২০) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝
(২১) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝
(২২) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝

২০. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাকে চেনে যেমন চেনে নিজ সন্তানদের। যারা নিজেদের ক্ষতির মাঝে নিক্ষেপ করেছে তারা কখনই ঈমান আনবে না।

২১. তার চেয়ে বড় জালিম আর কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করে কিংবা তার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। নিশ্চয়ই জালিমরা সফলকাম হয় না।

২২. এবং যে দিন আমি তাদের সকলকে একত্র করব তারপর যারা শিরিক করেছিল তাদেরকে বলব, তোমাদের শরীকগণ কোথায়, যাদের দাবী তোমরা করতে?

(اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ) যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তাওরাতের জ্ঞান দিয়েছি, যথা আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম প্রমুখ, তারা তাকে মুহাম্মদকে তার গুণাবলী লক্ষণসমূহ দ্বারা (يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ) সেরূপ চিনে যেরূপ চিনে তাদের সন্তানগণকে; (اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ) যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে নিজেদের কর্মদোষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যথা কা'ব বিন আশরাফ প্রমুখ (فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ) তারা মুহাম্মদ ও কুরআনে বিশ্বাস করবে না।

(وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, আর এর কারণে আল্লাহ্‌র সাথে বিভিন্ন ইলাহকে শরীক করে (اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ) অথবা তাঁর নিদর্শনকে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে তার চাইতে অধিক জালিম কর্মফলের দিক দিয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত আর কে? (اِنَّهٗ

(لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ) জালিমরা আদৌ সফলকাম হয় না। কাফির ও মুশরিকরা আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা পায় না।

(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا) স্মরণ কর, যেদিন তাদের সকলকে একত্র করব, কিয়ামতের দিন সমগ্র মানবজাতিকে (ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا) তারপর মুশরীকদেরকে যারা আল্লাহ্র সাথে অন্যান্য ইলাহকে শরীক করেছে তাদেরকে বলব, (اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ) 'যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে এবং দাবী করতে যে তারা তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে, তারা কোথায়?

(٢٣) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ○

(٢٤) اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

(٢٥) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

২৩. তারপর তাদের নিকট এ ছাড়া আর কোন ছলনা থাকবে না যে, তারা বলবে, আল্লাহ্র শপথ, যিনি আমাদের প্রতিপালক, আমরা শিরিককারী ছিলাম না।

২৪. দেখ, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলে! সে সব বিষয় তাদের থেকে হারিয়ে গেছে যা তারা বানাওটি করে বলত।

২৫. তাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পেতে থাকে। আমি তাদের অন্তরে পেতে দিয়েছি আবরণ, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বোঝা। যদি সবগুলো নিদর্শনও তারা দেখে তবুও তারা ঈমান আনবে না। এমনকি তারা যখন বিতর্ক করার জন্য তোমার নিকট আসে তখন সে কাফিররা বলে, এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া কিছু নয়।

(ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ) তারপর তাদের এটা ভিন্ন বলবার অন্য কোন অজুহাত জবাব থাকবে না 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ, আমরাতো মুশরিক ছিলাম না।

(اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ) দেখুন হে মুহাম্মদ! তারা নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে কিভাবে তাদের মিথ্যাচারের প্রতিফল নিজেদের ওপর অনিবার্য করে নেয়। (وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ) এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করত তা কিভাবে তাদের জন্য নিস্ফল অপর ব্যাখ্যায় এই অর্থ, কিভাবে তারা তাদের মিথ্যা উপাস্যদেরকে ভুলে গিয়ে নিজেদের চিন্তায় বিভোর হল।

(وَمِنْهُمْ) তাদের মধ্যে মক্কাবাসীর মধ্যে (مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ) কতক তোমার দিকে কান পেতে রাখে, তোমার কথাবার্তা শোনে, তাদের মধ্যে রয়েছে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, নাযার বিন হারিস, উতবা ইব্ন রবী'আ, শায়বা ইব্ন রবী'আ, উমাইয়া ইব্ন খালাফ, উবাই বিন খালাফ ও হারিস বিন আমির (وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا) কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর

আবরণ দিয়েছি যেন তারা তা আপনার কথা উপলব্ধি করতে না পারে; তাদেরকে বধির করেছি যেন তারা সত্য ও হিদায়াতের বাণী শুনতে না পারে, অপর ব্যাখ্যায় হিদায়াতের বাণীকে জটিল করে দিয়েছি যেন তারা বুঝতে না পারে) এবং আপনার কাছে তাদের চাওয়া (وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُوْا بِهَا) সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা তাতে ঈমান আনবেনা। হারিস ইবন আমির বিভিন্ন নিদর্শন দেখানোর দাবী জানিয়েছিল (حَتّٰى اِذَا جَاءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ) এমনকি তারা যখন আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্ক লিপ্ত হয়, জিজ্ঞেস করে কুরআনে কী নাযিল হয়েছে, তারপর আপনি যখন তাদেরকে জানিয়েছেন, তখন কাফিররা বিশেষত, নাযার ইবন হারিস (يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ) বলে ইহাত মুহাম্মদ যা বলে তাতো সেকালের উপকথা মিথ্যা কল্পকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(٢٦) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○
(٢٧) وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○
(٢٨) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

২৬. এরা তার থেকে বাধা দেয় এবং নিজেরাও তার থেকে দূরে থাকে। এরা তো কেবল নিজেদেরই ধ্বংস করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।

২৭. যখন তাদেরকে দোযখের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন যদি তুমি তাদের দেখতে! তখন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি' পুনরায় প্রেরিত হতাম এবং আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান না করতাম ও মু'মিনগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

২৮. বরং পূর্বে তারা যা গোপন করত তা প্রকাশ পেয়ে গেছে। তাদেরকে যদি পুনরায় পাঠানো হয়, তবে আবারও সেই কাজেই তারা লিপ্ত হবে, যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী

(وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ) তারা অন্যকে তা শ্রবণ হতে বিরত রাখে আবূ জাহল প্রমুখ জনগণকে মুহাম্মদ ও কুরআন থেকে বিরত রাখে (وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ) এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে নিজেরা দূরে থাকে অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ মুহাম্মদ ﷺ-কে অন্যদের নিপীড়ন থেকে রক্ষা করে। এ উক্তিটি আবূ তালের সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছে, যিনি রাসূল ﷺ-কে নিপীড়ন করা থেকে মানুষকে নিষেধ করতেন কিন্তু রাসূলের দাওয়াতকে গ্রহণ করেন নি। (وَمَا يَشْعُرُوْنَ) অথচ তারা উপলব্ধি করে না। যাদেরকে তারা ইসলাম গ্রহণে বিরত রাখছে, তাদের সমস্ত পাপের দায়ভার যে তাদের ওপরই বর্তাবে তা তারা উপলব্ধি করে না।

হে মুহাম্মদ! (وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ) আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন তাদেরকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করানো হবে। আটকে রাখা হবে (فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا) এবং তারা বলবে, 'হায়! যদি দুনিয়ার জীবনে আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে কিতাব ও রাসূলগণকে অস্বীকার করতাম না, এবং আমরা গোপনে ও প্রকাশ্যে (وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদিগের অন্তর্ভুক্ত হতাম (মু'মিনদের সাথী হতাম)।

(٢٩) وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ○
(٣٠) وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○
(٣١) قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ○

২৯. এবং তারা বলে, আমাদের জন্য এ পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হওয়ার নই।

৩০. যদি তুমি তাদের দেখতে যখন তাদেরকে দাঁড় করানো হবে তাদের প্রতিপালকের সামনে। তিনি বলবেন, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, কেন নয়, আমাদের প্রতিপালকের শপথ। তিনি বলবেন, তবে নিজেদের কুফরের বদলে শাস্তি আস্বাদন কর।

৩১. ধ্বংস হয়েছে সেই সব লোক, যারা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা জেনেছে। অবশেষে যখন কিয়ামত তাদের উপর অকস্মাৎ আপতিত হবে, তখন বলবে, হায় আফসোস! এ সম্পর্কে আমরা কিরূপ ভুল করেছি! তারা তাদের পৃষ্ঠদেশে নিজ বোঝা বহন করবে। শোন, তারা যে বোঝা বহন করবে তা নিতান্তই মন্দ!

(بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ) না, পূর্বে তারা যা গোপন করত দুনিয়ার জীবনে তারা যে কুফরী ও শিরক গোপন করতো তা এখন তাহাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে, তার পরিণতি ও শাস্তি প্রকাশিত হয়েছে, (وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ) এবং তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যার জন্য তারা বাসনা প্রকাশ করেছে। পুনরায় তারা তাই করত (কুফরী ও শিরকে পুনরায় লিপ্ত হতো। (وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ) এবং নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী কেননা তারা দুনিয়ার জীবনে ফিরে যেতে পারলেও ঈমান আনত না।

(وَقَالُوْٓا) তারা বলে, মক্কার কাফিররা বলে (اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا) আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এর বাইরে আর কোন জীবন নেই (وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ) এবং আমরা মৃত্যুর পরে পুনরুত্থিতও হব না।

হে মুহাম্মদ! (وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ) আপনি যদি দেখতে পেতেন তাদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে, তাদের প্রতিপালকের নিকট আটকে রাখা হবে, (قَالَ) এবং তিনি বলবেন, আল্লাহ্ বলবেন অপর ব্যাখ্যায় ফিরিশতারা বলবেন, (اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ) এটা কি প্রকৃত সত্য নয়? আযাব ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কি সত্য নয়? (قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا) তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য, যেমন রাসূলগণ বলেছিলেন তেমনই ধ্রুব সত্য! (قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ) তিনি বলবেন, তবে তোমরা যে কুফরী করতে মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করতে, সে জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর।

(قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ حَتّٰى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يَاحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا) যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হওয়াকে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে মিথ্যা বলেছে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি অকস্মাৎ তাদের নিকট যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে, তখন তারা বলবে হায়! এটাকে আমরা যে অবহেলা করেছি, দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে ঈমান আনিনি ও তওবা করিনি, সে জন্য আক্ষেপ! অনুতাপ ও অনুশোচনা! (وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ اَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ) তারা তাদের পিঠে নিজেদের পাপ বহন করবে। দেখ তারা যা বহন করবে, তা পাপরাশি অতি নিকৃষ্ট।

(৩২)وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ○

(৩৩)قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ○

(৩৪)وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ○

৩২. পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। মুত্তাকীগণের জন্য আখিরাতের নিবাসই শ্রেয়। তোমরা কি বোঝ না?

৩৩. আমি জানি তাদের কথাবার্তা তোমাকে দুঃখ দেয়, বস্তুত তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এ জালিমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করে।

৩৪. তোমার পূর্বেও বহু রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছিল। তারা তাদের প্রতি মিথ্যারোপ ও উৎপীড়নে ধৈর্যধারণ করতে থাকে, অবশেষে তাদের নিকট পৌছায় আমার সাহায্য। আল্লাহ্‌র বাণীকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তোমার কাছে তো রাসূলগণের কিছু বৃত্তান্ত পৌছেছে।

(وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا) পার্থিব জীবন দুনিয়ার ধন ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক (اِلاَّ لَعِبٌ وَّلَهْوٌ) তো ক্রীড়া কৌতুক অসার আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই নয় (وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ) এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, কুফরী, শিরক ও অসৎ কার্যকলাপ বর্জন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই জান্নাতই শ্রেয়। (اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ) তোমরা কি অনুধাবন কর না? দুনিয়া নশ্বর ও আখিরাত অবিনশ্বর এটা কি তোমরা বুঝ না?

(قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ) আমি অবশ্য জানি যে, তারা যা বলে, আপনাকে মিথ্যুক বলে, ভর্ৎসনা করে ও অলৌকিক নিদর্শন কষ্ট দেয়; কিন্তু তারা হারিস ইবন আমির প্রমুখ (فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ) আপনাকে তো মনে মনে মিথ্যাবাদী বলে না, (وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ) বরং সীমালংঘনকারীগণ মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র আয়াতকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে।

(وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ) আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, আপনার জাতি যেমন আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, তেমনি তাদেরকেও তাদের জাতি মিথ্যাবাদী বলতো,

কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাদের জাতি রাসূল ﷺ-কে মিথ্যাবাদী বলা ও নানাভাবে কষ্ট দেয়া সত্ত্বে (فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا) তারা ধৈর্যধারণ করেছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য বেরী জাতিকে ধ্বংস করার মাধ্যমে (حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا) তাদের নিকট এসেছে (وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র আদেশ আল্লাহ্‌র বন্ধুদেরকে সাহায্য দিয়ে তাদের শত্রুদের ওপর বিজয়ী করার আদেশ বা বিধান কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। (وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ) প্রেরিত পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো হে মুহাম্মদ! আপনার নিকট এসেছে। (আপনার জাতির মত তাদের জাতি কিভাবে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছে, সে বৃত্তান্ত তো আপনার নিকট কিছু পৌঁছেছে।

(٣٥) وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝
(٣٦) اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ؕ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝

৩৫. তাদের উপেক্ষা যদি তোমার কাছে কষ্টকর হয়, তবে তুমি পারলে যমীনে সুড়ংগ বা আকাশে সিঁড়ি অন্বেষণ কর, তারপর তাদের নিকট উপস্থিত কর এক মু'জিযা। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে সরল পথে একত্র করতেন। কাজেই, তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৩৬. মানে তো তারাই, যারা শোনে। আর মৃতদেরকে আল্লাহ্ জীবিত করবেন। তারপর তাঁর নিকট তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

(وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ) যদি তাদের উপেক্ষা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলা, আপনার নিকট কষ্টকর হয়, তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ করুন, সুড়ঙ্গ পেলে তাতে ঢুকে পড়ুন, আর আকাশে আরোহণের কোন উপায়-উপকরণ পেলে তাতে চড়ে বসুন (فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ) এবং তাদের নিকট কোন নিদর্শন আন। তারা যে অলৌকিক নিদর্শন চায়, তা নিয়ে নেমে আসুন (وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে তাওহীদের পথে একত্র করতেন। (فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ) সুতরাং আপনি মূর্খদের যারা কুফরীতে অবিচল ও স্থবির তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

(اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ) যারা শোনে বিশ্বাস করে, অপর ব্যাখ্যায় যারা উপদেশ অনুধাবন করে, শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয় ঈমান আনে ও আনুগত্য করে (وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ) আর মৃতকে আল্লাহ্ পুনর্জীবিত করবেন, যারা বদর উহুদ ও খন্দকের দিন নিহত হয়েছে, অপর ব্যাখ্যায় যাদের হৃদয় মৃত তাদেরকে আল্লাহ্ মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করবেন, (ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ) তারপর তার দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে, অর্থাৎ হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে, তারপর তাদেরকে কর্মফল প্রদান করা হবে।

(٣٧) وَ قَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ○

(٣٨) وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّاۤ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ○

(٣٩) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ○

৩৭. এবং তারা বলে, তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, নিদর্শন অবতীর্ণ করার শক্তি আল্লাহ্‌র আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

৩৮. যমীনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই বা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি ওড়ে না, যা তোমাদের মত উম্মাত নয়। আমি লেখার মাঝে কোন কিছুই বাদ দেইনি, তারপর স্বীয় প্রতিপালকের সামনে সকলকেই একত্র হবে।

৩৯. এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে তারা বধির, মূক, অন্ধকারে রয়েছে। আল্লাহ্ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে স্থাপন করেন।

(وَقَالُوْا) তারা বলে, মক্কার কাফিররা যথা হারিস ইবন আমির আবূ জাহল ইবন হিশাম, ওয়ালীদ বিন মুগীরা, উমাইয়া ইব্ন খালাফ, উবাই বিন খালাফ ও নাযার বিন হারিস বলে, (لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ) তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট তার নবুওয়তের কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয় না? হে মুহাম্মদ, তাদেরকে (قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى) বলুন, নিদর্শন নাযিল করতে আল্লাহ্ সক্ষম তারা যেমন চায় (اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً) (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না নিদর্শন নাযিল হওয়া সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই।

(وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ) ভূ-পৃষ্ঠে বিচারশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে (اِلَّاۤ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ) যা তোমাদের মত একটি উম্মাত নয়। সকলেই তোমাদের মতই সৃষ্ট বান্দা যারা তোমাদের মতই পানাহার করে, যৌনাচার করে ও পরস্পরের মনোভাব উপলব্ধি করে। যেমন তোমরা পরস্পরের মনোভাব উপলব্ধি কর। এটিও তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। (مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ) কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি। লওহে মাহফূজে আমি যা কিছু লিখে রেখেছি, তার কোন কিছুই বাদ রাখিনি। সব কিছুই কুরআনে উদ্ধৃত করেছি। (ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ) তারপর নিজেদের প্রতিপালকের দিকে তাদের পশু পাখী ও সরীসৃপের সকলকেই অন্য সকল সৃষ্টিসহ কিয়ামতের দিন একত্র করা হবে।

(وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ) যারা আমার আয়াতকে কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ -কে অস্বীকার করে তারা বধির ও মূক তাদের অন্তর বধির, অপর ব্যাখ্যায় তারা মূক ও বধিরের অভিনয় করে সত্য ও হিদায়াতের পথ এড়িয়ে চলে (فِى الظُّلُمٰتِ) অন্ধকারে রয়েছে; তার কুফরীতে নিমজ্জিত রয়েছে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ মৃত্যু দেন (مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) এবং যাকে ইচ্ছা

তিনি সরল পথে স্থাপন করেন, যাকে ইচ্ছা তিনি তাঁর সন্তুষ্টির পথে আমৃত্যু বহাল রাখেন। অপর ব্যাখ্যায়, যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ ব্যর্থ করে দেন, আর যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথে তথা ইসলামের পথে চলার প্রেরণা ও ক্ষমতা দেন এবং তার উপর বহাল রাখেন।

(٤٠) قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ○

(٤١) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ○

(٤٢) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ○

৪০. বল, দেখ তো যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আসে বা তোমাদের উপর কিয়ামত এসে পড়ে, তখন কি তোমারা আল্লাহ্র ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে। বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

৪১. বরং তাঁকেই ডাক, অনন্তর তিনি চাইলে দূর করবেন বিপদ যে জন্য তাঁকে ডাক এবং তোমরা যাদের শরীক করতে তাদের ভুলে যাও।

৪২. আমি তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। তারপর আমি তাদেরকে অর্থ সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করি, যাতে তারা বিনয়াবনত হয়।

(قُلْ) বলুন, হে মক্কাবাসী! (اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتَكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ) তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহ্র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে (اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ) অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে, কিয়ামতের দিন আযাব উপস্থিত হলে (اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ) তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও আযাব প্রত্যাহারের জন্য ডাকবে, (اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) যদি তোমরা সত্যবাদী হও? তোমরা সত্যবাদী হলে জবাব দাও যে, মূর্তিগুলো আল্লাহ্র শরীক।

(بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ) না, শুধু তাঁকেই ডাকবে? কাফিররা আযাব থেকে পরিত্রাণ দানের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ডাকবে না, বরং শুধু আল্লাহ্কেই ডাকবে, (فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ) ইচ্ছা করলে যে দুঃখের জন্য তাঁকে ডাকছ তিনি তোমাদের সেই দুঃখ দূর করবেন এবং যাকে, যে সকল মূর্তিকে (وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ) তোমরা তার শরীক করতে, তা তোমরা বিস্মৃত হবে, পরিত্যাগ করবে এবং তাদেরকে আর ডাকবে না।

(وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ) আপনার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি যেমন আপনাকে আপনার জাতির নিকট প্রেরণ করেছি। (فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ) তারপর তাদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা পারস্পরিক আগ্রাসন, সন্ত্রাস, বিপদ-মুসিবত, বিবিধ ব্যাধি ও অভাব-অনটন দ্বারা (لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ) পীড়িত করেছি, তারা ঈমান না আনার কারণে যাতে তারা বিনীত হয় যাতে তারা আমাকে ডাকে ও ঈমান আনে, এবং আমি তাদের ওপর থেকে আযাব অপসারণ করি।

(٤٣) فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(٤٤) فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۗ حَتّٰىٓ إِذَا فَرِحُوْا بِمَآ أُوْتُوْٓا أَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ○

(٤٥) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۗ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৩. তারপর তাদের উপর যখন আমার আযাব আসলো, তখন তারা কেন বিনয়াবনত হল না? বস্তুত তাদের অন্তর পাষাণ হয়ে গেছে এবং তারা যে কাজ করছিল শয়তান তা তাদের কাছে শোভন করে তুলেছে।

৪৪. তারপর তারা যখন সেই উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদের দান করা হয়েছিল, তখন আমি তাদের জন্য উন্মোচিত করে দিলাম সব কিছুর দুয়ার, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে দেওয়া বস্তুরাজিতে তখন তারা উল্লসিত হল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদের ধরলাম। তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ল।

৪৫. তারপর সে জালিমদের মূলোচ্ছেদ করা হল। এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

(فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا) আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হলো, তখন তার কেন বিনীত হল না? কেন ঈমান আনলো না? (وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ) অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন নিরস ও শুষ্ক হয়েছিল এবং তারা যা করছিল তাদের কুফর অবস্থায় যা যা করছিল (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভান করেছিল। তাদেরকে শয়তান এ রকম বুঝতো যে, দুনিয়ায় এ রকম হয়েই থাকে, কখনো সুখ, কখনো দুঃখ, কখনো অভাব, কখনো প্রাচুর্য ইত্যাদি। সুতরাং বিপদ-মুসিবত এলেই তাকে আল্লাহ্র আযাব মনে করে ঘাবড়ে গিয়ে ঈমান আনার কোন দরকার নেই।

(فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ) তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হল আসমানী কিতাবে তাদেরকে যে সব নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা যখন তারা অমান্য ও বর্জন করল (فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ) তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম, উন্নতি, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দিলাম (حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوْا) অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লসিত হল যে উন্নতি ও প্রাচুর্য তাদেরকে দেয়া হল, তাতে তারা যখন অতিশয় আনন্দে বিভোর হয়ে গেল, (أَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً) তখন অকস্মাৎ তাদেরকে ধরলাম, আযাব অবতীর্ণ করলাম (فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ) ফলে, তখনি তারা যাবতীয় কল্যাণ থেকে নিরাশ হল।

(فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا) তারপর জালিম মুশরিক সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল, ধ্বংস করে দেয়া হল (وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) এবং প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। আল্লাহ্র প্রশংসা কর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর মুশরিকদেরকে ধ্বংস করার জন্য।

(٤٦) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ○

(٤٧) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ○

(٤٨) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

৪৬. বল, দেখ তো আল্লাহ্ যদি তোমাদের কান ও চোখ কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর করে দেন, তবে আল্লাহ্ ছাড়া এমন প্রতিপালক কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো ফিরিয়ে দেবে? লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বর্ণনা করি তবুও তারা পাশ কাটিয়ে চলে।

৪৭. বল, ভেবে দেখ তো তোমাদের উপর যদি অকস্মাৎ বা প্রকাশ্যে আল্লাহ্র শাস্তি আসে, তবে জালিমরা ছাড়া আর কারা ধ্বংস হবে?

৪৮. আমি রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদ ও সতর্কবাণী শোনানোর জন্যই প্রেরণ করি। তারপর কেউ ঈমান আনলে ও নিজেকে সংশোধন করলে তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।

(قُلْ) বল, (হে মক্কাবাসী)! (أَرَءَيْتُمْ) তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের অভিমত কী? (إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ) আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণ-শক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করে দেন ফলে তোমরা কোন উপদেশ বা হিদায়াতের বাণী শুনতে না পাও, সত্য ও সঠিক পথ দেখতে না পাও এবং সত্য কথা উপলব্ধি করতে না পার (مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ) তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন্ ইলাহ আছে কোন্ মূর্তি আছে, (يَأْتِيكُمْ بِهِ) যে, তোমাদেরকে এইগুলো আল্লাহ্ যে যে জিনিস কেড়ে নিয়েছেন তা ফিরিয়ে দিবে? দেখুন হে মুহাম্মদ! (انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ) কিরূপ আয়াত কুরআন বিশদভাবে বর্ণনা করি। এতদসত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে।

(قُلْ) বলুন, (হে মক্কাবাসী) (أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً) তোমরা কি ভেবে দেখেছ। আল্লাহ্র শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হলে (هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّٰلِمُونَ) জালিম সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহ্র হুকুম অমান্যকারী অপর ব্যাখ্যায় মুশরিক সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ আযাবে ধ্বংস হবে কি?

(وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ) রাসূলগণকে তো শুদ্ধ ঈমানদারদের জন্য জান্নাতের (إِلَّا مُبَشِّرِينَ) সুসংবাদবাহী ও কাফিরাদের জন্য দোযখের আগুন থেকে (وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ) সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করি; কেউ ঈমান আনলে রাসূল ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনলে (وَأَصْلَحَ) ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ্র সাথে নিজের সম্পর্ক সঠিক ও শুদ্ধ করে নিলে (فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) তার কোন ভয় নেই, যখন দোযখবাসী ভয়ে বিহ্বল হবে (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) এবং সে দুঃখিতও হবে না। যখন দোযখবাসী দুঃখিত হবে।

(٤٩) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

(٥٠) قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

(٥١) وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْۤا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

৪৯. এবং যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তারেদকে শাস্তি স্পর্শ করবে, যেহেতু তারা নাফরমানী করতো।

৫০. বল, আমি বলি না আমার নিকট আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার আছে এবং আমি অদৃশ্য কথাও জানি না আর আমি এ কথাও বলি না যে, আমি একজন ফিরিশতা। আমি তো কেবল সেই প্রত্যাদেশেরই অনুসরণ করি, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আমার কাছে আসে। বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না?

৫১. এবং তুমি এই কুরআন দ্বারা সেই সব লোককে সতর্ক কর, যারা তাদের প্রতিপালকের সামনে একত্র হওয়ার ভয় রাখে। আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং সুপারিশকারীও নয় যাতে তারা সাবধান থাকে।

(وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ) যারা আমার নিদর্শনকে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে মিথ্যা বলেছে, সত্য তাগের জন্য মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে অস্বীকার করার জন্য (بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ) তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে।

হে মুহাম্মদ! মক্কাবাসীকে (قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ) বলুন, আমি তোমাদের এটা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি আছে, উদ্ভিদ, শস্য, বৃদ্ধি ও আযাব ইত্যাদি দেয়ার ক্ষমতা রাখি এ কথা বলি না (وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ) অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নই, আযাব নাযিল হওয়ার দিনক্ষণও জানি না (وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ) এবং তোমাদের এ কথাও বলি না যে, আমি আকাশ থেকে আগত একজন ফিরিশতা; (اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ) আমার প্রতি যা ওহী হয়, কুরআনের মাধ্যমে আমাকে যা আদেশ করা হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি আমি শুধু তা-ই করি ও বলি। হে মুহাম্মদ, মক্কাবাসীকে (قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ) বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কাফির ও মু'মিন কি সমান? আনুগত্য ও কর্মফলের দিক দিয়ে কি এক রকম? (اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ) তোমরা কি কুরআনের উদাহরণগুলো অনুধাবন কর না? আমি তোমাদেরকে বলি না.... এখান থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত আবূ জাহল ও তাঁর সাথী হারিস ও উয়াইনা প্রসঙ্গে নাযিল হয়। অতঃপর মুক্ত গোলাম বিলাল, সুহাইব প্রমুখ সম্পর্কে নাযিল হয়।

(وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ) আপনি এটা দ্বারা কুরআন দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দিন ভয় দেখিয়ে হুঁশিয়ার করে দিন (يَخَافُوْنَ) যারা ভয় করে (নিশ্চিতভাবে জানে ও বিশ্বাস করে, যেমন বিলাল ইবন আবি রাবাহ,

সুহাইব ইবন সিনান, মাহজা ইবন সালিহ, আম্মার ইবন ইয়াসির, সালমান ফারসী, আমির ইবন ফুহাইরা, খাব্বার ইবনুল আরত, ও আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সামিল যে, তাদেরকে মৃত্যুর পর) (اَنْ يُحْشَرُوْا الى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِىٌّ) তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক তাদেরকে রক্ষা করতে পারে এমন কোন রক্ষক (وَّلَاشَفِيْعٌ) বা সুপারিশকারী (যে তাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে থাকবে না; (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ) হয়তো তারা সাবধান হবে। যাতে তারা গুনাহর কাজ পরিহার করে ও ইবাদাতে তাদের সহায়ক হয়।

(৫২) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۝

(৫৩) وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ۝

৫২. যারা সকাল-সন্ধ্যায় আপন প্রতিপালককে ডাকে তাদেরকে দূর করে দিও না, তারা তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাবের কোন দায় তোমার উপর নেই এবং তোমার হিসাবের কিছু দায়ও নেই তাদের উপর যে, তুমি তাদেরকে দূর করে দেবে তা হলে তুমি জালিমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫৩. এভাবেই আমি কতক মানুষ দ্বারা কতককে পরীক্ষা করি, যাতে তারা বলে, এরাই কি তারা, যাদের প্রতি আল্লাহ্ আমাদের সকলের মধ্য হতে অনুগ্রহ করেছেন, আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সম্যক অবগত নন?

(وَلَاتَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ) যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে সালমান ফরেসী ও তাঁর সমগোত্রীয় মুক্ত গোলামেরা, যারা সকাল সন্ধ্যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুটির আশায় তাঁর ইবাদত করে, হে মুহাম্মদ! উয়াইনা ইবন হিসান আল-ফাযারীর কথায় (مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ) তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করবেন না।। উয়াইনা বলেছিল, হে মুহাম্মদ! ঐ লোকগুলোকে তোমার কাছ থেকে হাটিয়ে দাও, যাতে তোমার কাছে গোত্রের অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসতে পারে, তোমার কথা শুনতে পারে ও ঈমান আনতে পারে। উয়াইনা ও তার সাথীরা হযরত উমর (রা)-কেও বলে যে, নবী ﷺ-কে বল, যেন আমাদের জন্য একদিন এবং দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের জন্য একদিন বৈঠক নির্ধারণ করেন। আল্লাহ্ এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। তিনি এরূপ করা থেকে রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণকে নিষেধ করেন বলেন ঃ দরিদ্র খোদাভীরু সালমান প্রমুখকে আপনার নিকট থেকে বিতাড়িত করবেন না। (وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ) তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। সুতরাং তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, (فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ) করলে আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। বিতাড়িত করলে আপনি নিজের ওপরই জুলুম করবেন ও নিজেরই ক্ষতিসাধন করবেন।

(وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) এভাবে তাদের একদলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করি। স্বাধীন আরবদেরকে বিদেশী মুক্ত দাসদের দ্বারা এবং সম্ভ্রান্ত ও অভিজাতদেরকে অসম্ভ্রান্ত ও অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোকদের দ্বারা পরীক্ষা করি। এ আয়াত উয়াইনা ইবন হিসান ফাযারী, উতবা ইবন রবীআ শায়বা ইবন রবীআ, উমাইয়া ইবন খালফ, জামহী, ওয়ালীদ ইবন মুগীরা মাখযুমী আবু জাহল ইবন হিশাম ও সুহাইল ইবন আমর প্রমুখ শীর্ষ নেতাদের সম্পর্কে নাযিল হয়, যাদেরকে মুক্ত দাসদের দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাদের মান সম্ভ্রম বেশী, না ঈমানদার ঐ মুক্ত গোলামদের মান সম্ভ্রম বেশী, তার পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং মুক্ত গোলামদেরকেই অধিকতর সম্ভ্রান্ত বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছিল (لِيَقُولُوا) যেন তারা বলে, উয়াইনা প্রমুখকে লক্ষ্য করে বলে (أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا) আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন? ঈমান দিলেন? (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ) আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন? মু'মিনদের সম্বন্ধে কি সবিশেষ অবহিত নন। যারা ঈমানের মত নিয়ামত লাভের যোগ্য?

(৫৪) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(৫৫) وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

৫৪. আমার আয়াতসমূহে যারা বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন বল, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমাদের প্রতিপালক নিজের উপর রহমত লিখে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করলে তারপর তাওবা করলে ও সংশোধন হয়ে গেলে, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫৫. এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি এবং যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا) যারা আমার আয়াতে ঈমান আনে আমার কিতাবে ও রাসূলে ঈমান আনে, এখানে উমর ইবনুল খাত্তাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) তারা যখন আপনার নিকট আসে, তখন তাদের আপনি বললেন তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ্ তোমাদের তওবা ও ওযর গ্রহণ করেছেন, তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাহার করণীয় বলে স্থির করেছেন। (أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ) যে তওবা করে তার জন্য (ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ) তোমাদের মধ্যে কেউ তওবা করে মন্দ কাজ করার পর তওবা করে (وَأَصْلَحَ) এবং সংশোধন করে) (فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু তওবাকারীর জন্য।

(وَكَذَٰلِكَ) (نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ) এভাবে আয়াত কুরআনের আদেশ নিষেধ ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত (سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ) বিশদভাবে বর্ণনা করি; আর এতে অপরাধীদের পথ প্রকট হয় (উয়াইনা প্রমুখ মুশরিকরা কেন ঈমান আনে না, তা স্পষ্ট হয়।)

(٥٦) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○

(٥٧) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ○

(٥٨) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ○

৫৬. বল, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ডাকো, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বল, আমি তোমাদের খুশী অনুযায়ী চলি না। তা হলে আমি বিপথগামী হয়ে যাব এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।

৫৭. বল, আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষ্য লাভ করেছি, অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর। তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাও তা আমার কাছে নেই। হুকুম তো আল্লাহ্রই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

৫৮. বল, তোমরা যা ত্বরান্বিত করতে চাও তা যদি আমার কাছে থাকত, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা হয়ে যেত এবং আল্লাহ্ জালিমের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ! উয়াইনা ও তার সাথীদেরকে বলুন, (اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহবান কর উপাসনা কর (الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) তাদের ইবাদত করতে আমাকে কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। হে মুহাম্মদ! উয়াইনা প্রমুখকে (قُلْ) বলুন, আমি মূর্তিপূজা ও সালমান প্রমুখকে আমার নিকট থেকে বিতাড়িত করার মাধ্যমে (لَاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَاۤءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ) তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না। করলে আমি বিপথগামী হবো এবং সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।

হে মুহাম্মদ! নাযার ইবনুল হারিছ প্রমুখকে (قُلْ اِنِّىْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ) বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার ধর্মীয় ও অন্যান্য কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ আমার কাছে আছে ((وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ مَا عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ)) অথচ তোমরা কুরআন ও তাওহীদকে প্রত্যাখ্যান করেছ। তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ, আযাব তা আমার নিকট নেই। আযাব নাযিল করার (اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ) কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্রই, তিনি সত্য বিবৃত করেছেন ন্যায়সঙ্গত ফায়সালা করেন ও সঠিক আদেশ দেন (وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ) এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম।

হে মুহাম্মদ! (قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ) বলুন, তোমরা যাহা সত্বর চাচ্ছ আযাব তা যদি আমার নিকট থাকত (لَقُضِىَ الْاَمْرُ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ) তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে তো

ফয়সালাই হয়ে যেত, তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতো (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ) আল্লাহ্ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। নাযার প্রমুখ মুশরিকদের সমুচিত শাস্তি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত। নাযারের দাবী অনুসারে সে বদরের দিন শাস্তি পায়। বদরের যুদ্ধকালে তাকে হত্যা করা হয়।

(৫৯) وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

(৬০) وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৫৯. এবং তাঁরই নিকট অদৃশ্যের কুঞ্জিসমূহ, যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। এবং তিনি জানেন যা কিছু জলে-স্থলে আছে। এবং তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না, মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা পতিত হয় না কিংবা তরতাজা বা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

৬০. তিনিই তোমাদের রাত্রিকালে নিজ আয়ত্তে নিয়ে নেন এবং দিনে তোমরা যা কিছু কর তা জানেন। তারপর তাতে তোমাদেরকে তুলে দেন, যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। তারপর তাঁরই নিকট তোমরা ফিরে যাবে তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন যা কিছু তোমরা কর।

(وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ) অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই নিকট রয়েছে। অদৃশ্যের সম্পদ ভাণ্ডার যথা বৃষ্টি, উদ্ভিদ, শস্য ও সত্ত্বর চাওয়া আযাবের, বদরের দিন আপতিত হওয়া সম্পর্কে জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে) (لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না তোমাদের সত্ত্বর চাওয়া আযাব কখন অবতীর্ণ হবে তা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত। যত বিচিত্র ও বিস্ময়কর সৃষ্টি জলে ও স্থলে আছে ও বিলুপ্ত হচ্ছে, সে সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا) তার অজ্ঞাতসারে গাছ থেকে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে বহুস্তর মাটির নিচে পাথরের নিচে (وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ) এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না যা তিনি জানেন না অথবা রসযুক্ত পানি বা পানিযুক্ত কিংবা শুষ্ক মরুভূমি (وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ) এমন কোন বস্তু নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। লওহে মাহফূজে এ সব কিছুর সময় ও পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে লিখিত রয়েছে।

(وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ) তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান তোমাদের ঘুমের সময় তোমাদের রূহকে গ্রহণ করেন (وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى) এবং দিবসে তোমরা যা কর তা তিনি জানেন, তারপর দিনের বেলা তোমাদেরকে পুনর্জাগরিত করেন

(তোমাদের রূহকে ফেরত দেন, যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। নির্ধারিত কাল ও জীবিকা শেষ হয়। (ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ) তারপর তাঁর দিকেই মৃত্যুর পর তোমাদের প্রত্যাবর্তন; (ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) তারপর তোমরা যাহা কর ভালো বা মন্দ সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন।

(٦١) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۝

(٦٢) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ۝

(٦٣) قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

৬১. এবং তিনিই আপন বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের প্রতি রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তারা তাকে নিজ আয়ত্তে নিয়ে নেয় এবং তারা কোন ত্রুটি করে না।

৬২. তারপর তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছান হবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক। শোন, কর্তৃত্ব তো তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৬৩. বল, কে তোমাদেরকে স্থলভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকার হতে রক্ষা করেন, যখন তোমরা কাতরভাবে ও গোপনে তাকে ডাকতে থাক যে, আমাদেরকে এ বিপদ হতে রক্ষা করলে আমরা অবশ্যই অনুগ্রহ স্বীকার করব।

(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) তিনিই নিজ বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী বিজয়ী ও সর্বময় কর্তৃত্বশীল (وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً) এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন। দুজন ফিরিশতা দিনে ও দু'জন ফিরিশতা রাতে। তারা তোমাদের ভালো কাজ ও মন্দ কাজ লিখে রাখে।) (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) অবশেষে যখন তোমাদের কারোও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিতরা মৃত্যুর ফিরিশতা ও তার সহযোগীগণ (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا) তার মৃত্যু ঘটায় তার প্রাণ সংহার করে (وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ) এবং তারা মৃত্যুর ফিরিশতারা কোন ত্রুটি করে না। মৃত্যুকে এক মুহূর্তও বিলম্বিত করে না।

(ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ) তারপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তারা কিয়ামতের দিন প্রত্যানীত হয়। (প্রকৃত প্রতিপালকের অর্থ, যিনি শাস্তি ও পুরস্কার দানের সর্বময় কর্তা, যিনি নিরেট সত্য ও ন্যায়ের আলোকে শাস্তি ও পুরস্কার দেন। অপর ব্যাখ্যায় যিনি প্রকৃত মা'বূদ, কিন্তু মানুষ তাঁর ইবাদত যথাযথভাবে করেনি। (أَلَا لَهُ الْحُكْمُ) দেখ (কিয়ামতের দিন বান্দাদের মধ্যে আর আল্লাহ্ ছাড়া সকল মা'বূদ বাতিল। চূড়ান্ত ফয়সালা করার) (وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ) এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা কর্তৃত্ব তো তারই তৎপর। সর্বাপেক্ষা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

হে মুহাম্মদ! মক্কার কাফিরদেরকে (قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) বলুন, কে তোমাদেরকে ত্রাণ করে স্থলভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে বিপদ মুসিবত থেকে ও বিপদাশংকা থেকে (تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) যখন তার নিকট অনুনয় কর?

আমাদেরকে এ এই সব বিপদ মুসিবত ও ভয়-ভীতি থেকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের (মু'মিনদের) অন্তর্ভুক্ত হবো।'

(٦٤) قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝

(٦٥) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝

(٦٦) وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝

৬৪. বল, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা হতে এবং সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট হতে রক্ষা করেন। তথাপি তোমরা শির্‌ক কর।

৬৫. বল, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ বা তলদেশ হতে তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করার কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার এবং একদলকে অপর দলের সংঘর্ষের স্বাদ গ্রহণ করানোর ক্ষমতা তাঁরই আছে। দেখ, কিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিবৃত করি, যাতে তারা অনুধাবন করতে পারে।

৬৬. এবং তোমার সম্প্রদায় তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, অথচ তা সত্য। বল, আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।

হে মুহাম্মদ! তাদেরকে (قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا) বলুন, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে তা থেকে স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদ মুসিবত থেকে (وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ) এবং সমস্ত দুঃখকষ্ট হতে, সর্ব প্রকারের ভয়ভীতি ও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে (ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ) এতদসত্ত্বেও তোমরা তার সহিত সাথে শরীক কর। হে মক্কাবাসী! তোমরা এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁর সাথে শরীক কর। হে মক্কাবাসী! তোমরা এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্র সাথে মূর্তিগুলোকে শরীক কর।

হে মুহাম্মদ! তাদেরকে (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ) বলুন, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে, তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম।' নূহ ও লূতের জাতির মত ঊর্ধ্বদেশ থেকে, কারূনের মত নিম্নদেশ থেকে, এবং নবীগণের যুগের পরবর্তী বনী ইসরাইলের মত বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করানোর মাধ্যমে আয়াত অবতীর্ণ করতে আল্লাহ্ই সক্ষম। হে মুহাম্মদ (اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ) দেখুন, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াত বিবৃত করি (অতীত জাতিগুলোর বৃত্তান্ত ও তাদের সাথে কী আচরণ করেছি তা বর্ণনা করার মাধ্যমে কিভাবে কুরআনের বিশ্লেষণ করি) (لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ) যাতে তারা আল্লাহ্র বিধান ও তাঁর একত্ব অনুধাবন করে।

(وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ) আপনার সম্প্রদায় তো এটাকে মিথ্যা বলেছে (কুরায়শ তো কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে (وَهُوَ الْحَقُّ) অথচ এটা কুরআন সত্য। (قُلْ) বলুন, (হে মুহাম্মদ,) (لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ) আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নই।' নিশ্চয়তা দানকারী নই যে, তোমাদেরকে মু'মিন বানিয়েই আল্লাহ্‌র কাছে পাঠিয়ে ছাড়বো।

(٦٧) لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

(٦٨) وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۚ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٦٩) وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

৬৭. প্রত্যেকটি সংবাদের একটি নির্ধারিত সময় আছে এবং সত্তর তোমরা জানবে।

৬৮. তুমি যখন তাদের দেখবে, যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্ক করে, তখন তাদের পরিহার করবে, যাবত না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। আর শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর আর জালিমের সাথে বসো না।

৬৯. বিতর্ককারীদের হিসাব-নিকাশের কোন দায় তাক্ওয়া অবলম্বনকারীদের উপর নেই, তবে তাদের দায়িত্ব উপদেশ দেওয়া, যাতে তারা সতর্ক হয়।

(لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ) প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রয়েছে (আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতিটি কথা চাই তাতে আদেশ, নিষেধ, প্রতিশ্রুতি, হুমকি, এবং সাহায্য ও আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী যাই থাক না কেন তার একটা ক্রিয়া ও সারবত্তা রয়েছে। কোনটা রয়েছে দুনিয়ায়, কোনটা আখিরাতে) (وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ) এবং শীঘ্রই তোমরা সেই ক্রিয়া ও সারবত্তা সম্পর্কে অবহিত হবে। অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ, তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজের একটা তাৎপর্য রয়েছে এবং তা মানুষের অন্তরে রেখাপাত করে। আল্লাহ্ তোমাদের সাথে কী আচরণ করবেন, তা তোমরা অচিরেই জানবে।

(وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا) আপনি যখন দেখেন, তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় আপনার ও কুরআন সম্বন্ধে ঠাট্টা বিদ্রূপে নিয়োজিত হয় (فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ) তখন আপনি দূরে সরে পড়বেন, তাদের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশা বর্জন করবেন, (حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ) যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসংগে প্রবৃত্ত হয় (যাতে তারা কুরআন ছাড়া অন্য বিষয়ে আলোচনা করে ও আপনার সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ ত্যাগ করে) (وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ) এবং শয়তান যদি আপনাকে ভ্রমে ফেলে নিষেধ করার পর (فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى) তবে স্মরণ হওয়ার পরে আপনার মনে পড়ার পরে (مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ) জালিম সম্প্রায়ের সাথে বসিবেননা। মুশারিকদের সাথে উঠা-বসা করবেন না। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে মক্কায় অবস্থান কালে উপরোক্ত আদেশ দেন। এটি তাঁর সাহাবীগণের নিকট কষ্টকর মনে হয়। তাই পরবর্তী সময়ে তাদেরকে কাফিরদের সাথে উপদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উঠা-বসা ও মেলামেশা করার অনুমতি দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

(وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ) ওদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যারা সাবধানতা অবলম্বন করে; যারা কুফরী, শিরক ও ঠাট্টা বিদ্রূপে লিপ্ত, তাদের এসব অপকর্মের দায়-দায়িত্ব সেই মু'মিনদের ওপর নয় যারা এগুলো থেকে সাবধানতা অবলম্বন করে (وَلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ) তবে উপদেশ দেওয়া তাদের কর্তব্য যাতে ওরাও সাবধান হয়। কুফরী, শিরক, অশ্লীলতা, এবং মুহাম্মদ ও কুরআনের প্রতি উপহাস করা থেকে সাবধান হয়।

(٧٠) وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ وَّاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

৭০. যারা তাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে তুমি তাদের পরিত্যাগ কর এবং তাদেরকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের কারণে ধরা না পড়ে, যখন আল্লাহ্ ছাড়া তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না। এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তার থেকে তা কবুল করা হবে না। এরাই তারা যা তাদের কৃতকর্মের কারণে ধরা পড়েছে। কুফরের কারণে তাদেরকে পান করতে হবে অত্যুষ্ণ পানি এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖ) যারা তাদের দীনকে ক্রীড়া কৌতুক রূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে আপনি তাদের সঙ্গ বর্জন করুন, ইহুদী, খ্রিস্টান ও আরবের মুশরিকরা যারা তাদের মু'মিন পূর্ব পুরুষদের ধর্মকে হাসিঠাট্টা ও বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছে। অপর ব্যাখ্যায়, মু'মিন পূর্বপুরুষদের ধর্মকে আমোদ ফূর্তি ও বাতিল ধর্মে রূপান্তরিত করেছে এবং দুনিয়ার সুখ ও প্রাচুর্য যাদেরকে প্রতারিত করেছে, তাদের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশা বর্জন করুন এবং এটা দ্বারা এই কুরআন দ্বারা অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্র ভয় দেখিয়ে (اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ) তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয় (নিজের গুনাহর জন্য আযাব ভোগ না করে (لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ) যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না যখন আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে বা সেজন্য অন্তত সুপারিশ করতে পারে এমন কেউ থাকবে না ((وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ـ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا) এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না; পৃথিবীতে যত প্রাণী বা সম্পদ আছে, সব কিছু এনে মুক্তিপণ হিসাবে দিলেও তা নেয়া হবে না এরাই এই সকল বিদ্রূপকারী, যথা উয়াইনা ও নাযার প্রমুখ কৃতকর্মের জন্য কৃত গুনাহর জন্য ধ্বংস হবে আযাব ভোগ করবে (لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ) কুফরী হেতু এদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি। কুরআন ও মুহাম্মদকে অস্বীকার করার কারণে তাদের জন্য জাহান্নামে এমন পানীয় থাকবে যাকে জ্বাল দিয়ে উষ্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো হবে এবং যন্ত্রণাদায়ক কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

(٧١) قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

৭১. বল, আমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুকে আহবান করবো যা আমাদের কোনও উপকারও করতে পারে না এবং অপকারও নয়? এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির মত উল্টো পথে ফিরে যাব, যাকে শয়তান মরু প্রান্তরে পথ ভুলিয়ে দিশেহারা করে ফেলেছে, আর তার সঙ্গীরা তাকে ডাক দেয় পথের দিকে যে চলে এস আমাদের কাছে? বল, আল্লাহ্ যে পথ প্রদর্শন করেছেন সেটাই সরল পথ। আর বিশ্ব-পালকের অনুগত হয়ে থাকতেই আমারেদরকে আদেশ করা হয়েছে।

হে মুহাম্মদ, উয়াইনা প্রমুখ মুশরিক নেতাকে (قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا) বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না? তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুকে বা কাউকে উপাসনা করার আদেশ দিচ্ছ, যা তাদের উপাসনা করলেও দুনিয়া ও আখিরাতে কোন উপকার করতে পারে না, আর উপাসনা না করলেও দুনিয়া ও আখিরাতে কোন ক্ষতি করতে পারে না? (وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ) আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর (তাঁর দীনে দীক্ষিত করার মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করার পর) (كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ) আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় শিরকের অবস্থায় ফিরে যাবো যাকে শয়তান দুনিয়ায় পথ ভুলিয়ে হিদায়েতের পথ থেকে বিচ্যুত করে হয়রান করেছে,(لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا) যদিও তার সহচরগণ তাকে ঠিক পথে আহ্বান করে বলে, 'আমাদের নিকট এস!' (এখানে রসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে উয়াইনারও 'সহচর' আখ্যায়িত করা হয়েছে, যারা তাকে ইসলামের দিকে আহবান করত। কথিত আছে, এ আয়াত হযরত আবূ বকর ও তার ছেলে আব্দুর রহমান সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। আব্দুর রহমান ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার পিতামাতাকে নিজ ধর্মের দিকে ফিরে আসার আহবান জানাতো। তাই আল্লাহ্ তাঁর নবীকে বলেছেন, হে মুহাম্মদ, আবু বকরকে বলুন, সে যেন তার ছেলে আব্দুর রহমানকে বলে; হে আব্দুর রহমান! তুই কি আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছিস আল্লাহ্ ছাড়া এমন কাউকে উপাসনা করতে যাকে উপাসনা করলে সে দুনিয়ায়ও ধন সম্পদ দিয়ে আমাদের কোন উপকার করতে পারে না, আখিরাতেও পারে না, আর তার উপাসনা না করলেও সে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না? আর আল্লাহ্ আমাদেরকে মুহাম্মদ ﷺ-এর দীনে দীক্ষিত করার পর পুনরায় পূর্বের ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য কি তুই আমাদেরকে প্ররোচিত করছিস, যাতে আমাদের অবস্থা তোর মত হয়, যাকে শয়তান আল্লাহ্র দীন থেকে বিচ্যুত করে দিশেহারা ও উদভ্রান্ত করে দিয়েছে? আব্দুর রহমানের সহচর অর্থাৎ তার মা-বাবা তাকে ইসলাম গ্রহণ ও তওবা করার আহবান জানায়, আর আব্দুর রহমান তাদেরকে শিরকের দিকে ফিরে আসার আহবান জানায়। (قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى) বলুন,

আল্লাহ্র পথই পথ (হে মুহাম্মদ, আপনি বলুন, ইসলামই আল্লাহ্র একমাত্র ধর্ম এবং কা'বাই একমাত্র কিবলা (وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) এবং আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি। সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র একত্ব স্বীকার করতে ও একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি।

(٧٢) وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوْهُ ۚ وَهُوَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○
(٧٣) وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○
(٧٤) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْۤ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৭২. এবং এই আদেশ যে, তোমরা সালাত কায়েম কর ও আল্লাহ্কে ভয় করে চল। তিনিই সেই সত্তা যাঁর নিকট তোমরা সকলে একত্র হবে।

৭৩. তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং যেদিন বলবেন, হয়ে যাও তখন তা হয়ে যাবে। তাঁরই কথা সত্য এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে সেদিন সর্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিষয়ের জ্ঞাতা এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

৭৪. এবং স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম তাঁর পিতা আযরকে বলল, তুমি কি প্রতিমাদেরকে ইলাহ্ মান? আমি দেখছি, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

(وَأَنْ أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ) এবং সালাত কায়েম করতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করতে (وَاتَّقُوْهُ) ও তাঁকে ভয় করতেও আনুগত্য করতেও (وَهُوَ الَّذِيْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ) এবং তাঁরই নিকট মৃত্যুর পর তোমাদেরকে সমবেত করা হবে ও কর্মফল দেয়া হবে।

(وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ) তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সত্য ও মিথ্যাকে স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য, অপর ব্যাখ্যায় পতন ও ধ্বংস যে অনিবার্য তা দেখানোর জন্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ) যখন তিনি শিঙাকে বলেন। 'হও', তখনই তা হয়ে যায়; যখন তিনি শিঙাকে বলেন, 'হও', তখনই আকাশ শিঙার মত হয়ে যাবে এবং তাতে ফুঁক দেয়া হবে। পুনরায় আর একটি আকাশকে পরিবর্তিত করা হবে। অপর ব্যাখ্যায় এবং কিয়ামতের দিনকে 'হও' বলা মাত্রই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (قَوْلُهُ الْحَقُّ) তার কথাই সত্য; মৃত্যুর পর পুনর্জীবন ও কিয়ামত সত্য যেদিন শিঙ্গা ফুঁৎকার দেয়া হবে সেদিনকার কর্তৃত্ব বান্দাদের সকল কর্মের বিচার ও প্রতিফল দানের কর্তৃত্ব (وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) তো তাঁরাই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত। অতীত ও ভবিষ্যত, অপর ব্যাখ্যায় সৃষ্টি জগতের জানা ও অজানা সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত (وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ) আর তিনিই প্রজ্ঞাময় তার বিচার ও ফয়সালায় সবিশেষ অবহিত বান্দাদের ও তাদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে।

(وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ) স্মরণ কর, ইবরাহীম তাঁর পিতা আযরকে তারেহ্‌ বিন নাহুরকে বলেছিল, (اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً) 'আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন? ছোট ও বড় এবং নারী ও পুরুষ হরেক রকম মূর্তির পূজা করেন? (اِنِّىْ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) আমি তো আপনাকে হে পিতা ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত দেখছি। মূর্তিপূজা সুস্পষ্ট কুফরী ও ভ্রান্তি।

(৭৫) وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ○

(৭৬) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ○

(৭৭) فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ○

৭৫. এভাবেই আমি ইব্‌রাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বিস্ময়কর বিষয়াবলী দেখাতে লাগলাম এবং যাতে সে প্রত্যয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৭৬. তারপর রাত যখন তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করল তখন সে একটি নক্ষত্র দেখে বলল, এটাই আমার প্রতিপালক! তারপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় আমি তা পছন্দ করি না।

৭৭. তারপর যখন চাঁদকে সমুজ্জ্বলরূপে দেখল, তখন সে বলল, এই আমার প্রতিপালক। যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল, আমার প্রতিপালক যদি আমাকে হিদায়াত না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত থাকব।

(وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرٰهِيْمَ) এই ভাবে ইবরাহীমকে গুহার ভেতর থেকে বাইরে এলে (مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডলীকে দেখাই (وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ) আর যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। যাতে সে স্বীকার করে যে, আল্লাহ্‌ এক, এবং আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর স্রষ্টা। অপর ব্যাখ্যায়, আল্লাহ্‌ হযরত ইবরাহীমকে মি'রাজ উপলক্ষে আকাশে নিয়েছিলেন এবং সপ্তম আকাশের উপর থেকে পৃথিবীর সপ্তম স্তর পর্যন্ত দেখিয়েছিলেন, যাতে তিনি জীবনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন করেন।

(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ) তারপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাহাকে আচ্ছান্ন করল গুহার ভেতর (رَاٰ كَوْكَبًا) তখন সে নক্ষত্র শুক্র গ্রহকে দেখে (قَالَ هٰذَا رَبِّىْ) বলল, এই আমার প্রতিপালক; এটিকে কি আমার প্রতিপালক মনে হয়? যখন তা অস্তমিত হলে যখন তার রং পরিবর্তিত হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করলো ও তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল, (فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ) তখন সে বলল, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।' যে প্রতিপালক স্থায়ী হয় না তাকে পছন্দ করি না।

(فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ) তার যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, 'এটা আমার প্রতিপালক; এটিকে কি আমার প্রতিপালক বলে মনে হয়? (فَلَمَّا اَفَلَ) যখন এটা অস্তমিত হলো, পরিবর্তিত ও অদৃশ্য হলো (قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ) তখন সে বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে, সৎপথের উপর অবিচল না রাখলে (لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ) আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

(৭৮) فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○
(৭৯) اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○
(৮০) وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ۗ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ۗ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا ۗ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

৭৮. তারপর যখন সূর্যকে সমুজ্জ্বলরূপে দেখল, তখন সে বলল, এই আমার প্রতিপালক! এটা সবার বড়। তারপর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাদের শরীক কর তাদের সাথে আমার সম্পর্ক নেই।

৭৯. আমি আমার মুখমণ্ডলকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই অভিমুখী করেছি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই।

৮০. এবং তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। সে বলল, তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্ক কর, অথচ তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এবং তোমরা যাদেরকে তাঁর শরীক কর, আমি তাদের ভয় করি না, তবে আমার প্রতিপালক আমাকে কোন ক্লেশ দিতে চাইলে ভিন্ন কথা। আমার রবের জ্ঞান সব কিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তোমরা কি বুঝতে চাও না?

(فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً) তারপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে (সর্বদিকে দীপ্তি ছড়িয়ে উদিত হতে দেখল (قَالَ هٰذَا رَبِّيْ) তখন সে বলল, এটা আমার প্রতিপালক, এটি কি আমার প্রতিপালক মনে হয়? (هٰذَا اَكْبَرُ) এটা সর্ববৃহৎ চন্দ্র ও নক্ষত্রের চাইতে বড় (فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ) যখন এটা অস্তমিত হলো তখন সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর, তার সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই। মূর্তিগুলোর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অপর ব্যাখ্যায় হযরত ইবরাহীমের উক্তি। এ আমার প্রতিপালক' বিদ্রূপাত্মক। এ কথা তিনি তাঁর জাতিকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন। কেননা তাঁর জাতি সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্রের পূজা করত। তিনি তাদের এই প্রচলিত রীতির প্রতিবাদ ও ব্যঙ্গ করেন এবং বলেন, এ রকম নিত্য পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী জিনিস কি প্রতিপালক হতে পারে? তাঁর বয়স যখন সতের বছর, তখন তিনি গুহা থেকে বেরিয়ে তাঁর জাতির কাছে যান, এবং আকাশ ও পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি এই সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি চলে যান। এরপর তিনি নিজ গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে দেখেন তারা কতকগুলো মূর্তির সামনে ধ্যানে বসে আছে। তিনি বললেনঃ তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর, তার সাথে আমার সংশ্রব নেই। তারপর বলেন–

(اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ) আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি, আমার ধর্ম ও কার্যকলাপকে একান্ত ভাবে নিবেদন করছি তাঁর প্রতি (لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ) যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই, যারা আল্লাহ্‌র সাথে আমাদেরকে শরীক করে।

(وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ) তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত, তাদের মূর্তি ও দেব দেবীর ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করলো ও ইবরাহীমকে তাদের ভয় দেখালো যাতে সে আল্লাহ্‌র দীন পরিত্যাগ করে। (قَالَ) সে ইবরাহীম

বলল, (اَتُحَاجُّوْنِّىْ فِى اللهِ) 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তোমরা কি আল্লাহ্র দীন সম্বন্ধে আমার সাথে ঝগড়া করবে, যাতে আমি তোমাদের দেব দেবীকে মেনে নেই এবং আমাকে ঐ সব দেব দেবীর ভয় দেখাবে, যাতে আমি আমার প্রতিপালকের দীন ত্যাগ করি? (وَقَدْ هَدٰنِ) তিনি তো আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক আমাকে তার দীনে দীক্ষিত করেছেন। (وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا) আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরীক কর তাকে আমি ভয় করি না, আল্লাহ্ আমার মন থেকে তাঁর দীন সংক্রান্ত জ্ঞান ছিনিয়ে নিয়ে তোমরা যার ভয় কর, তার ভয়ে আমাকেও লিপ্ত করতে ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তার সাথে শরীক কর তাকে আমি ভয় করি না (وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا) সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত আমার প্রতিপালক জানেন যে, তোমরা ভুল ও বাতিলের উপর আছ (اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ) তবে কি তোমরা অনুধাবন করবে না? তোমাদেরকে শিরক থেকে বিরত রাখতে যে এত সব কথা বলছি, তা থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

(৮১) وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۭ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۘ

(৮২) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰۤئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۧ

৮১. আমি কি করে তোমাদের শরীকদেরকে ভয় করতে পারি, যেখানে তোমরা এ ব্যাপারে ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহ্র শরীক স্থির করছ, যে বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ নাযিল করেন নি। কাজেই, উভয় দলের মধ্যে কারা স্থিতিচিত্ততার উপযুক্ত? বল, যদি তোমরা বোধশক্তির অধিকারী হয়ে থাক।

৮২. যারা বিশ্বাস করেছে এবং নিজেদের বিশ্বাসে কোন জুলুম মিশ্রিত করেনি, স্থিরচিত্ততা তো তাদেরই জন্য এবং তারাই আছে সরল পথে।

(وَكَيْفَ اَخَافُ) তোমরা যাকে (যে সকল দেব দেবী ও মূর্তিকে) (مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ) আল্লাহ্র শরীক কর, আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? অথচ তোমরা আল্লাহ্র শরীক করতে ভয় কর না যে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে কোন সনদ দেননি (مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا) কোন পুস্তক বা প্রমাণ পাঠান নি। ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর জাতি ভয় দেখাতো যে, তুমি আমাদের দেব দেবীর নিন্দা করলে আমরা আশংকা করি যে, তারা তোমাকে অভিশাপ দিয়ে উন্মাদ বানিয়ে দেবে। এর জবাবে ইবরাহীম (আ) বললেন, আমি ভয় করি না। (فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে দুই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কোন্ দল কোন্ পক্ষ আমি না তোমরা নিরাপত্তা লাভের অধিকারী? নিজ উপাস্যের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভের অগ্রাধিকারী? তারা এ প্রশ্নের জবাব না দেয়ায় আল্লাহ্ জবাব দেন।

(اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, ঈমানকে শিরক ও মুনাফেকীর সাথে মিশ্রিত করেনি, (اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ) নিরাপত্তা মা'বুদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য, তারাই সৎপথ সঠিক পথপ্রাপ্ত। অপর ব্যাখ্যায় তারাই আযাব থেকে নিরাপত্তা প্রাপ্ত এবং তারাই অকাট্য প্রমাণের সন্ধান পেয়েছে।

(٨٣) وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○
(٨٤) وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○ۙ
(٨٥) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ۙ

৮৩. আর ইহা আমার দলীল-প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় দিয়েছিলাম। আমি যার চাই তার মর্যাদা উন্নীত করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

৮৪. এবং ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তাদের সকলকে হিদায়াত দান করেছিলাম; পূর্বে নূহ্‌কেও হিদায়াত দান করেছিলাম। এবং তার বংশধর দাউদ ও সুলায়মানকে, আয়্যূব ও ইউসুফকে এবং মূসা ও হারূনকেও এবং আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণগণকে পুরস্কৃত করি।

৮৫. এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও, সকলেই সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।

(وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ) এবং এটা আমার যুক্তি-প্রমাণ যা ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম, তাকে ইলহাম করেছিলাম তার মনে ও মস্তিষ্কেতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, (عَلٰى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ) তার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাকে ইচ্ছা আমি মর্যাদায় উন্নীত করি শক্তি, সম্মান, যুক্তি ও তাওহীদের জ্ঞানের দ্বারা যে এর যোগ্য হয় তাকে মর্যাদায় উন্নীত করি (اِنَّ رَبَّكَ) তোমার প্রতিপালক, তাঁর বন্ধুদেরকে উপযুক্ত যুক্তি প্রমাণ ইলহাম করার ব্যাপারে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়, তাঁর বন্ধুদের প্রয়োজনীয় যুক্তিপ্রমাণ ও শত্রুদের পরিণাম সম্পর্কে (عَلِيْمٌ) জ্ঞানী।

(وَوَهَبْنَا لَهٗ) এবং তাকে ইবরাহীমকে (اِسْحٰقَ) দান করেছিলাম ইসহাক পুত্ররূপে (وَيَعْقُوْبَ) ও য়া'কুব পৌত্ররূপে, হযরত ইসহাকের পুত্র) (كُلًّا هَدَيْنَا) ও তাদের প্রত্যেককে ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবকে, সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম্ নবূওয়াত ও ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছিলাম, পূর্বে ইবরাহীমের পূর্বে (وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ) নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম তাকেও নবূওয়াত ও ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছিলাম (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ) এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান; আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে ও নবূওয়াত ও ইসলাম দ্বারা সম্মানিত

করেছিলাম, (وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ) আর এভাবেই সৎকর্ম পরায়ণদেরকে যারা কথা ও কাজ উভয় ক্ষেত্রে সৎ তাদেরকে, অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ, তাওহীদ পন্থীদেরকে পুরস্কৃত করি।

(وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ) এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়াহ, 'ঈসা, এবং ইলয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম, তারা সকলে সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত। এদের সকলকেই নবূওয়াত ও ইসলামের দিকে পরিচালিত করেছিলাম, তারা সকলে ইবরাহীমের বংশধর ও রাসূল ছিল।

(٨٦) وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۙ
(٨٧) وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝
(٨٨) ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
(٨٩) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۝

৮৬. **এবং ইসমাঈল ও ইয়াসাকে আর ইউসুফকে ও লূতকে এবং আমি সকলকেই সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে মর্যাদা দান করেছি।**
৮৭. **এবং আমি তাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে বেছে নিয়েছি এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেছি।**
৮৮. **এটা আল্লাহ্র হিদায়াত। তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াতের উপর পরিচালিত করেন। তারা যদি শিরক করত নিশ্চয়ই তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত।**
৮৯. **এরাই তারা, যাদেরকে আমি কিতাব, শরী'আত ও নবূওয়াত দেই। তারপর মক্কাবাসীগণ যদি এগুলো স্বীকার না করে তবে আমি এর জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি এমন এক সম্প্রদায়কে যারা এর প্রত্যাখ্যানকারী নয়।**

(وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ) আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, আল-য়াসা'আ, ইয়ূনুস ও লূতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে। এই সকল নবীকে নবূওয়াত ও ইসলাম দ্বারা সেকালের সমগ্র বিশ্বের মু'মিন ও কাফিরদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

(وَمِنْ اٰبَائِهِمْ) এবং তাদের পিতৃ পুরুষ আদম, শীস, ইদরীস, নূহ্, হূদ ও সালিহকে নবূওয়াত ও ইসলামের দিকে পরিচালিত করেছিলাম (ذُرِّيّٰتِهِمْ) বংশধর অর্থাৎ ইয়াকূবের বংশধরকে (وَاِخْوَانِهِمْ) এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে ইউসুফের ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে নবূওয়াত ও ইসলামের দিকে পরিচালিত করেছিলাম, (وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম।

(ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ) এটা আল্লাহ্র হিদায়াত, এই সরল পথে পরিচালিত হওয়া আল্লাহ্র পথ নির্দেশনার ফল (يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ) স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা যে এর যোগ্য সাব্যস্ত হয় তাকে

তিনি এ দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন; (وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ) তারা যদি শিরক করত এই নবীরা যদি শিরক করতো (مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) তবে তাদের কৃতকর্ম নিস্ফল হত। কৃত সৎকর্মসমূহ বৃথা হয়ে যেত।

(اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ) তাদেরকেই অর্থাৎ যে সকল নবীর বিবরণ দিলাম (اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ) তাদেরকেই কিতাব, যা জিবরাঈল আকাশ থেকে নিয়ে আসতো (وَالْحُكْمَ) কর্তৃত্ব জ্ঞান ও বুদ্ধি (وَالنُّبُوَّةَ) ও নবূওয়াত প্রদান করেছি। (فَاِنْ يَّكْفُرْبِهَا) তারপর যদি এরা মক্কাবাসী এগুলোকে নবীদের প্রদর্শিত পথকে ও দীনকে প্রত্যাখ্যানও করে, (هٰؤُلَاءِ فَقَدْوَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْابِهَا بِكٰفِرِيْنَ) তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এগুলোর ভার অর্পণ করেছি যারা এগুলো প্রত্যাখ্যান করবে না। মক্কাবাসী এই নবীদের রেখে যাওয়া দীনকে প্রত্যাখ্যান করলেও আমি মদীনাবাসীদের প্রতি এর দায়িত্ব অর্পণ করেছি, যারা কখনো তা প্রত্যাখ্যান করবে না।

(৯০) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ۚ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ۚ

(৯১) وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ○

৯০. এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়ত করেন। কাজেই, তুমি তাদের পথে চল। বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটা তো কেবল বিশ্বাসীর জন্য উপদেশ বাণী।

৯১. তারা আল্লাহ্‌কে যথার্থ চেনা চেনেনি, যখন তারা বলতে শুরু করে, আল্লাহ্ কোন মানুষের প্রতি কোন জিনিস অবতীর্ণ করেন নি। বল, মূসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিল, যা মানুষের জন্য আলো ও হিদায়াত ছিল যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু মানুষকে দেখাও এবং বহু কিছু গোপন করে রাখ এবং তোমরা নিজেরাও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ জানতে না এমন বিষয় যে তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তা কে নাযিল করেছিল? বল, আল্লাহ্ই নাযিল করেন। তারপর তাদেরকে তাদের নিরর্থক আলোচনায় ক্রীড়ারত ছেড়ে দাও।

(اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ) তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, যে নবীগণের বিবরণ দিলাম তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎ চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত করে সৎপথে পরিচালিত করেছেন, (فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ)। সুতরাং আপনি তাদের পথের তাদের সৎ চারিত্রিক গুণাবলী যথা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ভাগ্যে তুষ্টি, ইত্যাদির অনুকরণ ও অনুসরণ করুন, (قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا) বলুন এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না, হে মুহাম্মদ, মক্কাবাসীকে বলুন, তাওহীদ ও কুরআনের দাওয়াত দেয়ার জন্য আমি

তোমাদের নিকট কোন পারিতোষিক চাই না। (اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ) এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ এই কুরআন সমগ্র বিশ্ব ও মানবজাতির জন্য উপদেশ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

(وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ) তারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে নি যখন তারা বলে, 'আল্লাহ্ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেন নি।' মালিক বিন সাইফ নামক জনৈক ইয়াহ্দী বলেছিল, আল্লাহ্ কোন মানুষের কাছে অর্থাৎ নবীদের কাছে কোন কিতাব নাযিল করেন নি। তার এই উক্তির জবাবে আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন। এ কথা যে বলেছে সে আল্লাহ্র বিরাট মর্যাদাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেনি। (قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ! মালিককে জবাব দিন, (مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ) তবে মূসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিল। গোমরাহী থেকে রক্ষা পাওয়ার পথনির্দেশ ছিল (تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا) তা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর, যে সকল অংশে মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলী ও লক্ষণাদির বিবরণ নেই সে সকল অংশ প্রকাশ কর (وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا) ও যার অনেকাংশ যাতে মুহাম্মাদের ﷺ গুণাবলী ও লক্ষণাদির বিবরণ রয়েছে সে সকাল অংশ গোপন রাখ (وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ) এবং যা তোদের পিতৃ-পুরুষগণ ও তোমরা জানতে না, তাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যথা বিভিন্ন আদেশ নিষেধ, হালাল-হারাম, দণ্ডবিধি ও মুহাম্মাদের ﷺ গুণাবলী ও লক্ষণাদি তাকে নাযিল করেছিল? (قُلِ اللّٰهُ) তারা যদি জবাব দেয় যে, আল্লাহ্ই নাযিল করেছিলেন, তাহলে তো ভালই নচেত বল, আল্লাহ্ই। আল্লাহ্ই নাযিল করেছেন (ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ) তারপর তাদেরকে নিরর্থক আলোচনারূপে খেলায় তাদের মিথ্যাচার ও অর্থহীন বাকাবিতণ্ডায় মগ্ন থাকতে দিন।

(৯২) وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

৯২. এবং কুরআনই সেই কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি কল্যাণরূপে, যা তার পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যাতে তুমি মক্কা ও তার চতুষ্পার্শ্বের লোকদেরকে সতর্ক কর। আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং তারাই তাদের সালাত সম্পর্কে সচেতন।

(وَهٰذَا كِتٰبٌ) এই কল্যাণময় কিতাব, যাতে কিতাবের মান্যকারী ও অনুসারীর জন্য দয়া ও ক্ষমার ঘোষণা রয়েছে, জিবরাঈলের মাধ্যমে (اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا) নাযিল করেছি, যা এর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক তাওরাত, ইনজীল, যাবূর ও অন্য সকল কিতাবের তাওহীদ ও মুহাম্মদ ﷺ -এর বিবরণ সংক্রান্ত অংশের সমর্থক এবং যা দ্বারা আপনি মক্কা ও এর চতুপার্শ্বের লোকদেরকে সতর্ক করেন, মক্কার আর এক নাম উম্মুল কুরা; অর্থাৎ মহানগরী (وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ)

(بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ) যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা তাতে বিশ্বাস করে, যারা মৃত্যুর পরে পুনর্জীবনে, জান্নাতে ও জাহান্নামে বিশ্বাস করে, তারা মুহাম্মাদ ﷺ ও কুরআনেও বিশ্বাস করে, (وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ) এবং তারা তাদের সালাতের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হিফাজত করে।

(৯৩) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○

(৯৪) وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۗ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○ ع

৯৩. যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে অপবাদ রটায় কিংবা বলে, আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ তার প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি এবং যে বলে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তার অনুরূপ আমিও সত্ত্বর নাযিল করব, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? যদি তুমি দেখতে পাইতে যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফিরিশ্‌তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমরা নিজ প্রাণ বের কর। আজ তোমরা অবমাননাকর শাস্তি প্রাপ্ত হবে, যেহেতু তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে।

৯৪. নিশ্চয়ই তোমরা আমার নিকট এককভাবে এসেছ, যেমন তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে যা কিছু আসবাব উপকরণ দিয়েছিলাম তা তোমরা পিছনে ফেলে এসেছ, তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকেও তোমাদের সাথে দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমরা বলতে, তোমাদের মাঝে তাদের শরীকানা আছে। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যে দাবী করতে তাও নিষ্ফল হয়ে গেছে।

(وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا) যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে বলে যে, আল্লাহ্ কোন মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেন নি, যেমন বলেছে ইহুদী মালিক বিন সাইফ (اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ) কিংবা বলে, 'আমার নিকট ওহী হয়' কিতাব আসে (وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ) যদিও তার প্রতি কিছুই নাযিল হয় না, কোন কিতাব বা ওহী আসে না, যেমন বলেছিল মুসায়লামা কায্‌যাব (وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ) এবং যে বলে, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, আমি ও তার অনুরূপ নাযিল করব' সে বলে, মুহাম্মাদ যেরূপ কথা বলে, অনুরূপ কথা আমিও বলবো। এ কথা আব্দুল্লাহ্ বিন সাদ বিন আবি সারাহ্ বলেছিল তার চেয়ে বড় জালিম অধিকতর ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী ও দুঃসাহসী আর কে? (وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ) হে মুহাম্মদ! যদি আপনি দেখতে পেতেন যখন জালিমগণ মুশরিকগণ ও মুনাফিকরা বদর যুদ্ধের দিন মৃত্যু যন্ত্রণায় রইবে এবং ফিরিশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তাদের প্রাণ সংহারের উদ্দেশ্যে হাত এগিয়ে

দিয়ে বলবে (اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِه تَسْتَكْبِرُوْنَ) তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে অন্যায় বলতে ও তার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সে জন্য আজ বদরের দিন অপর ব্যাখ্যায় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবমাননাকর (কঠোর)শাস্তি দেয়া হবে। নিদর্শন দ্বারা কুরআন ও মুহাম্মদকে এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ দ্বারা দুনিয়ায় মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনতে অহংকারের বশে অস্বীকার করাকে বুঝানো হয়েছে।

(وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى) তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি বিহীন অবস্থায় এসেছ, (كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ) যেমন প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম সম্পদহীন ও সন্তানহীন অবস্থায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলাম (وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ) তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছ, দুনিয়ায় রেখে এসেছ (وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰؤُا) তোমরা যাদেরকে তোমাদের ব্যাপারে শরীক মনে করতে সেই সুপারিশকারীগণকেও দেব দেবী ও উপাস্যগণকেও (لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ) তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্কে অবশ্য ছিন্ন হয়েছে এবং তোমরা যা ধারণা করেছিলে, যে তোমাদের উপাস্যরা তোমাদের সুপারিশ করবে তাও নিষ্ফল হয়েছে।

(٩٥) اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۗ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

(٩٦) فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

৯৫. আল্লাহ্ই শস্য বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন। তিনিই মৃত হতে জীবন্তকে বের করেন এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃতের নির্গতকারী। এই তো আল্লাহ্; কাজেই, তোমরা কোথায় ফিরে যাও?

৯৬. তিনিই প্রভাত রশ্মির উন্মেষকারী। তিনি বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করেছেন। এটা পরাক্রমশালী, জ্ঞানময়ের নিরূপণ।

(اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى) আল্লাহ্ই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন, যাবতীয় শস্য-বীজ ও তার আঁটি সৃষ্টি করেন (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) তিনিই প্রাণহীন বীর্য হতে জীবন্ত প্রাণী ও মরীসৃপকে নির্গত করেন; অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ এরূপ; তিনি ডিম থেকে পাখীকে, আঁটি ও বীজ থেকে শস্য ও ফলকে নির্গত করেন (وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ) এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে নির্গত করেন প্রাণী থেকে বীর্যকে, পাখী থেকে ডিমকে এবং ফল ও শস্যদানা থেকে বীজকে নির্গত করেন। (ذٰلِكُمُ اللّٰهُ) এই তো আল্লাহ্, এই সব তো আল্লাহ্রই করেন, তোমাদের দেবদেবীরা তো করে না। (فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ) সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে? এমন সব মিথ্যা বলে কোথায় পালিয়ে যাবে?

(فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا) তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রভাতকালের স্রষ্টা। তিনি

রাত্রকে জগৎবাসীর জন্য বিশ্রামের সময় হিসাব সৃষ্টি করেছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময় ও কাল গণনার উপায় বানিয়েছেন। অপর ব্যাখ্যায় সূর্য ও চন্দ্রকে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঘূর্ণায়মান রেখেছেন। (ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ) এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ। যিনি এত পরাক্রমশালী যে, তার প্রতি যে ঈমান আনে না তাকে শাস্তি দিতে সক্ষম এবং সর্বজ্ঞ যে, কে ঈমান এনেছে আর কে আনেনি তার খবর রাখেন এবং কার ব্যাপারে কী কৌশল অবলম্বন করতে হবে তাও জানেন।

(٩٧) وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

(٩٨) وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ○

(٩٩) وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৯৭. তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, যাতে তদ্দ্বারা মরুভূমি ও সাগরের অন্ধকারে পথ জানতে পার। যে সব লোক জ্ঞান রাখে তাদের জন্য আমি তো নিদর্শনাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করে দিয়েছি।

৯৮. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর একে তো অবস্থানস্থল এবং আরেক আছে আমানত রাখার জায়গা। যে সম্প্রদায় চিন্তা করে আমি তো নিদর্শনাবলী তাদেরকে সবিস্তারে শুনিয়ে দিয়েছি।

৯৯. এবং তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারপর আমি তার দ্বারা উদ্‌গত করি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা। তারপর তা থেকে উদ্‌গত করি সবুজ ক্ষেত-খামার, যা থেকে নির্গত করি ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যবীজ। এবং খেজুর গাছের মাথি হতে বের করি ঝুলন্ত কাঁদি। আর বের করি পরস্পর সদৃশ এবং বিসদৃশ আঙ্গুর, যায়তুন ও আপেলের বাগান। লক্ষ্য কর, প্রত্যেক গাছের ফলের দিকে, যখন ফল ধরে এবং তার পরিপক্বতা প্রাপ্তির দিকে। নিশ্চয়ই এসব জিনিসের মধ্যে মু'মিনগণের জন্য বহু নির্দশন আছে।

(وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেন তারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে ও দুর্যোগের মধ্য দিয়ে ভ্রমণকালে তোমরা পথ পাও। (قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ) জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি। কুরআন ও আল্লাহ্‌র একত্বের নিদর্শন বর্ণনা করেছি সেই জ্ঞানী মু'মিনদের জন্য, যারা জানে যে, কুরআন আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছে।

(وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ) তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন (فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ) এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান পিতার পৃষ্ঠে

ও মাতার উদরে রয়েছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য যারা আল্লাহ্‌র একত্ব অনুধাবন করে তাদের জন্য (قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ) আমি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি।

(وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً) তিনিই আকাশ হতে বারী বর্ষণ করেন, তারপর তা দ্বারা সেই বৃষ্টির পানি দ্বারা (فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ) আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগত করি, তারপর তা থেকে বৃষ্টি দ্বারা মাটি থেকে (فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ) সবুজ পাতা সবুজ উদ্ভিদ থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য-দানা উৎপাদন করি, এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি যা দাঁড়ানো ও বসা লোকও নাগালে পায় (وَجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ) আর আংগুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তুন ও দাড়িম্বও এগুলোর গাছ এগুলো একটি অন্যের সদৃশ রং এর দিক দিয়ে এবং বিসদৃশও স্বাদের দিক দিয়ে (اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ) লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং এর পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য তাতে রকমারি বর্ণের ফলমূলে (اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ) অবশ্য নিদর্শন রয়েছে। যারা বিশ্বাস করে এ সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(১০০) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۤءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

(১০১) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

১০০. তারা জিন্নদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করে, অথচ তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তারা অজ্ঞতাবশত তাঁর প্রতি ছেলেমেয়ে আরোপ করে। তিনি পবিত্র এবং তারা যা বলে তিনি তার বহু উর্ধ্বে।

১০১. আসমান ও যমীনকে নতুনভাবে অস্তিত্বদানকারী। তাঁর কি করে সন্তান হতে পারে, যেখানে তাঁর কোন পত্নী নেই? এবং তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে অবগত।

(وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۤءَ الْجِنَّ) তারা জিনকে আল্লাহ্‌র শরীক করে (তারা বলতো, আল্লাহ্ তা'আলা ও ইবলীস ভাই ভাই ও পরস্পরের শরীক। আল্লাহ্ মানুষ, পশু ও সরীসৃপের স্রষ্টা, আর ইবলীস সাপ, বিচ্ছু ও হিংস্র পশুর স্রষ্টা। অগ্নি উপাসকরাও এরূপ বলে থাকে (وَخَلَقَهُمْ) অথচ তিনিই এদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তাওহীদে বিশ্বাসের আদেশ দিয়েছেন (وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ) এবং ওরা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র কন্যা আরোপ করে। ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা আল্লাহ্‌র পুত্র আছে বলে থাকে, আর আরবের মুশরিকরা ফিরিশতা ও দেবীদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে আখ্যায়িত করে। তারা এসবই বলে অজ্ঞতা বশত তথা কোন যুক্তি প্রমাণ ব্যতীতই। (سُبْحٰنَهٗ) তিনি মহিমান্বিত! কোন শরীক বা সন্তান তাঁর থাকতে পারে এমন কথা ভাবাও যায় না। তিনি এ থেকে পবিত্র (تَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ) এবং ওরা যা বলে তাঁর পুত্র কন্যা আছে এরূপ কথা তিনি তার উর্ধ্বে।

(بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ) তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কিরূপে? তার তো কোন ভাষা স্ত্রী নেই। (وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাই সকল সৃষ্টি তাঁর সত্তা থেকে পৃথক (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ) এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে (সৃষ্টি সম্বন্ধে) তিনিই সবিশেষ অবহিত।

(١٠٢) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝

(١٠٣) لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝

(١٠٤) قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝

১০২. এ আল্লাহ্ই তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি সকল বস্তুর স্রষ্টা। কাজেই, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। তিনি সকল জিনিসের কর্ম বিধায়ক।

১০৩. চক্ষুরাজি তাঁকে আয়ত্তে আনতে পারে না, কিন্তু তিনি চক্ষুরাজি অধিগত করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সম্যক পরিজ্ঞাত।

১০৪. তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। কাজেই, যে তা দেখে নেবে তা তার নিজের জন্য আর যে অন্ধ হয়ে থাকবে তার ক্ষতি তার নিজেরই। আমি তোমাদের রক্ষক নই।

(ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, তাই সব কিছু থেকে তাঁর সত্তা পৃথক (فَاعْبُدُوْهُ) সুতরাং তোমরা তার ইবাদত কর, একমাত্র তাঁর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। (وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ) তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। সকল সৃষ্টির সাক্ষী, অপর ব্যাখ্যায়, সকলের জীবিকার যোগানদাতা।

(لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ) তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন। দুনিয়ায় তাঁকে দেখা সম্ভব নয় এবং তিনি যা দেখতে পান, কোন সৃষ্টি তা দেখতে পায় না। আখিরাতে আল্লাহ্কে বিশেষ অবস্থায় দেখা যাবে। কিন্তু দুনিয়ায় একেবারেই দেখা যায় না। (وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ) কিন্তু দৃষ্টি শক্তি তাঁর অধিগত, দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি সব কিছু দেখতে পান। তাঁর বান্দারা যা দেখতে পায় না তাও তিনি দেখেন। তার দৃষ্টির বাইরে কিছুই নেই। (وَهُوَ اللَّطِيْفُ) এবং তিনিই সুক্ষ্মদর্শী নিজের কর্মের ব্যাপারে সুক্ষ্মদর্শ এবং তাঁর জ্ঞান তার বান্দাদের ব্যাপারে কার্যকর (الْخَبِيْرُ) সম্যক পরিজ্ঞাত তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে ও তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে।

(قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ কুরআন অবশ্যই এসেছে; (فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ) সুতরাং কেউ তা দেখলে কুরআনকে মেনে নিলে তা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, নিজেই তার সওয়াব পাবে (وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا) আর কেউ না দেখলে কুফরী করলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ) আমি তোমাদের সংরক্ষক নই। যে তোমাদেরকে রক্ষা করবো।

(১০৫) وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

(১০৬) اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(১০৭) وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

(১০৮) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১০৫. এবং এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী নানারকমে বুঝাই এবং যাতে তারা বলে, তুমি কারও কাছে পড়েছ আর যাতে জ্ঞানী লোকদের জন্য আমি তা সুস্পষ্ট করে দেই।

১০৬. তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যে আদেশ আসে তুমি তার অনুসরণ কর। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে লও।

১০৭. মহান আল্লাহ্ চাইলে তারা শির্ক করতো না। আমি তোমাকে তাদের রক্ষক বানাই নি এবং তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও।

১০৮. এরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের পূজা করছে, তোমরা তাদের গালমন্দ করো না, তা হলে তারা অজ্ঞতাবশত ধৃষ্টতার সাথে আল্লাহ্কে গালমন্দ করবে। এভাবেই আমি প্রত্যেক দলের কাছে তাদের কার্যাদি সুশোভন করেছি। তারপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তিনি তাদের অবহিত করবেন যা কিছু তারা করত।

(وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ) এই ভাবে নিদর্শনাবলী কুরআন বিভিন্ন প্রকারে তাদের ব্যাপারে বিবৃত করি, ফলে তারা বলে 'তুমি পড়ে নিয়েছ, অপর ব্যাখ্যায় যাতে তারা না বলতে পারে যে, তুমি পড়ে নিয়েছ বা শিখে নিয়েছ, আরেক ব্যাখ্যায় যাতে তারা বলতে না পারে, তোমাকে শেখানো হয়েছে অর্থাৎ কুরাইশের জনৈক শিক্ষিত মুক্ত গোলাম ফুকাইহা থেকে শিখে নিয়েছ। অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ, যাতে তারা বলতে না পারে, তুমি কুরাইশের দু'জন শিক্ষিত মুক্ত গোলাম জাবর ও ইয়াসারের কাজ থেকে শিখে নিয়েছ কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য (যারা বিশ্বাস করে যে, এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে।

(اِتَّبِعْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ) আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার প্রতি ওহী হয় কুরআন আপনি তারই অনুকরণ করুন, সে অনুসারে কাজ করুন ও হালাল-হারাম বাছবিচার করে চলুন (لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, কোন স্রষ্টা ও জীবিকাদাতা নেই (وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ) এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন বিশেষতঃ যারা উপহাস বিদ্রূপ করে, যেমন ওলীদ ইবন মুগীরা, আস বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন আবদ ইয়াগুস, আসওয়াদ বিন হারিস। হারিস বিন কায়েস।

(وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكُوْا) আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, যে তারা শিরক করবে না, তবে তারা শিরক করত না (وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا) এবং আমি আপনাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি, যে আপনি তাদেরকে রক্ষা করবেন (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ) আর আপনি তাদের অভিভাবকও নন।

(وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে পূজা ও উপাসনা করে, তাদেরকে তোমরা গাল দিওনা, (فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) কেননা তারা সীমালংঘণ করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্কেও গালি দিবে। সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে আল্লাহ্কেও গাল দিয়ে প্রতিশোধ নেবে। উল্লেখ যে, এটি নাযিল হয় সূরা আম্বিয়ার এ আয়াতের পরেঃ 'তোমরা ও তোমরা আল্লাহ্ বাদে যাদের পূজা কর, জাহান্নামের ইন্ধন"। পরে কিতাল তথা যুদ্ধের আদেশ সংক্রান্ত আয়াত এটিকে রহিত করেছে। (كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ) এই ভাবে প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকালাপ সুশোভন করেছি; কাফিরদের ধর্ম ও কার্যকালাপকে যেমন তাদের নিকট সুশোভন করেছি। তেমনি প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের জন্য তাদের ধর্ম ও কর্মকাণ্ডকে সুশোভন করে দিয়েছি। (ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ) তারপর তাদের প্রতিপালকের নিকট মৃত্যুর পর তাদের প্রত্যাবর্তন। (فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) এরপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে অবহিত করবেন।

(١٠٩) وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(١١٠) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

১০৯. তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র শপথ করে যে, তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসলে তারা অবশ্যই তাতে ঈমান আনবে। বল, নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্র নিকট, আর হে মুসলিমগণ! তোমাদেরকে বলল যে, সে সব নিদর্শন আনলে এরা ঈমান আনবেই?

১১০. এবং আমি তাদের অন্তর ও চক্ষু উল্টিয়ে দেব, যেমন তারা প্রথমবারেই নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনেনি। আর আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাকরত ছেড়ে দেব।

(وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) তারা আল্লাহ্র নামে কঠিন শপথ করে বলে, আল্লাহ্র নামে শপথ মানেই কঠিন শপথ, (لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا) তাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসত তাদের চাহিদা মোতাবেক তবে অবশ্যই তারা তাতে বিশ্বাস করত। (قُلْ إِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ) বলুন, হে মুহাম্মদ! যারা বিদ্রূপ করে তাদেরকে ও তাদের সহযোগীদেরকে বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ্র নিকট থেকেই ওগুলো আসে (وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ) তাদের নিকট নিদর্শন আসলেও তারা যে বিশ্বাস করবে না এটা কিভাবে তোমাদের মু'মিনদের বোধগম্য করানো যাবে? নিশ্চিত জেনে রাখ যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনবে না।

(وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ) তারা যেমন প্রথম বারে ইতোপূর্বে যখন রাসূল ﷺ তাদেরকে নিদর্শন সম্পর্কে জানিয়েছিলেন তাতে বিশ্বাস করেনি, তেমনি আমিও তাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব (وَنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ) এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় কুফরীতে ও গোমরাহীতে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দিব, যেন দেখতে না পায়।

(১১১) وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ○

(১১২) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ○

১১১. যদি আমরা তাদের প্রতি ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করি এবং মৃতগণ তাদের সাথে কথা বলে এবং সকল জিনিস তাদের সম্মুখে জীবিত করে দেই তবু তারা ঈমান আনবার নয়, তবে আল্লাহ্ চাইলে ভিন্ন কথা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

১১২. এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি দুষ্ট মানুষ ও জ্বিনদেরকে, যারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চমকপ্রদ কথা শেখায়। তোমার প্রতিপালক চাইলে তারা এ কাজ করত না। কাজেই, তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যাকে বর্জন কর।

বিদ্রূপকারীদের ইচ্ছা মুতাবিক (وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ) আমি তাদের নিকট ফিরিশতা প্রেরণ করলেও অতঃপর তারা যা কিছু অস্বীকার করেছিল ফিরিশতাগণ এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করলেও, পুনরায় বিদ্রূপকারীদের দাবী মুতাবিক কবর থেকে উত্থিত হয়ে (وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى) মৃতেরা তাদের সাথে এই মর্মে কথা বললেও যে মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল এবং কুরআনুল করীম হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, পশু-পাখীদের (وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا) সকল শ্রেণীকে তাদের সামনে হাযির করলেও কিংবা পশু-পাখীদের সকলকে দলে দলে অথবা সারিবদ্ধভাবে তাদের সামনে এনে দাঁড় করালেও, বা আমি যা কিছু প্রেরণ করেছি তার যথার্থতা প্রমাণের জন্যে পশু-পাখিদের জামিন হিসেবে গণ্য করা হলেও এবং তারা যা কিছু অস্বীকার করেছিল পশু-পাখী সকল এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করলেও, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনুল কারীমের তারা ঈমান আনবে না। (اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ) যদি না আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করেন। তারা বিশ্বাস করবেন না। বস্তুত কুরআনুল কারীম যে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে যথার্থ অবতীর্ণ– এ সম্পর্কে (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ) তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

আবু জাহল ও অন্যান্য বিদ্রূপকারীদেরকে (وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ) যেমন আমি আপনার শত্রু বানিয়েছি অনুরূপ মানব ও জ্বিনের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু

ফিরাউন বানিয়েছি। কিংবা মানব ও জিন্নের মধ্যে শয়তানকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, বনী আদমকে সে (يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا) প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে। (وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوْهُ) যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এটা করত না। প্রতারণা ও চমকপ্রদ বাক্য প্রয়োগ করত না। (فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ) হে মুহাম্মদ ﷺ সুতরাং আপনি বিদ্রূপকারীদের ও তাদের সঙ্গীদেরকে এবং তারা যে সকল চমকপ্রদ বাক্য ও প্রতারণামূলক কথা রচনা করে তা বর্জন করুন।

(١١٣) وَلِتَصْغٰۤى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ۝

(١١٤) اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

১১৩. এবং এ উদ্দেশ্যে যে, আখিরাতে যাদের বিশ্বাস নেই তাদের মন যেন এ চমকপ্রদ কথার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারা তা পছন্দও করে নেয়। আর তারা যে অপকর্ম করে তারা যেন তা-ই করতে থাকে।

১১৪. তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক মানব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যথার্থই নাযিল হয়েছে। কাজেই, তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

(وَلِتَصْغٰى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ) তারা এ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা আখিরাতে তথা মৃত্যুর পর উত্থানে ঈমান আনে না তাদের মন যেন চমকপ্রদ বাক্য ও প্রতারণার প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয়। তারা যেন শয়তানদের চমকপ্রদ বাক্য ও প্রতারণাকে সাদরে গ্রহণ করে। (وَلِيَقْتَرِفُوْا مَاهُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ) আর যে অপকর্ম তারা করছে যেন তা-ই করতে থাকে।

হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলুন (اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا) তবে কি আমি আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যকে সালিশ মানব? অর্থাৎ আমি কি অন্য উপাস্যের ইবাদত করব? (وَهُوَ) অথচ তিনিই আল্লাহ্ (الَّذِيْ) যিনি তোমাদের নবীর (اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا) প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। জিব্রাঈলকে এমন কুরআন নিয়ে পাঠিয়েছেন যা হালাল ও হারামের বর্ণনায় সুস্পষ্ট কিংবা যা এক এক বা দুই দুই আয়াত করে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ। (وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ) যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তাওরাতের জ্ঞান প্রদান করেছি যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম ও তার সঙ্গীগণ, তাদের কিতাবের মাধ্যমে (يَعْلَمُوْنَ) তারা নিশ্চিত জানে যে, (اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ) তা কুরআন আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য আদেশ-নিষেধসহ অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য ব্যাখ্যায় জিব্রাঈল (আ) আপনার প্রতিপালকের

নিকট থেকে কুরআন সহকারে যথার্থই অবতীর্ণ হয়েছে। (فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ) সুতরাং আপনি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না, কেননা সন্দিহানরা কুরআন সম্পর্কে অবহিত নয়।

(১১৫) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○
(১১৬) وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○
(১১৭) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

১১৫. তোমার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণ সত্য ও ন্যায্য, তাঁর বাক্য পরিবর্তন করবার কেউ নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১১৬. তুমি যদি পৃথিবীতে যারা আছে তাদের অধিকাংশের কথা শোন, তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করবে। তারা সকলে তো নিজ খেয়ালের উপরই চলে এবং তারা শুধু অনুমানের পেছনেই ধাবিত হয়।

১১৭. তোমার প্রতিপালক ঢের জানেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয় এবং তিনি সম্যক অবগত তাঁর পথাবলম্বীদের সম্পর্কে।

(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ) সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই, অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ সম্বলিত আল-কুরআন সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ বাণী এবং আল-কুরআনকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। "তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ" অন্য ব্যাখ্যায় আছে আয়াতে উল্লেখিত 'তাম্মাত' অর্থ স্বীয় বন্ধুদের সাহায্য করা সংক্রান্ত আপনার প্রতিপালকের বাণী বা অঙ্গীকার অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তাঁর বন্ধুদের সাহায্য সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। আরো বলা হয়ে থাকে- এর অর্থ হচ্ছে, আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত দীন ও ধর্ম বান্দাদের তরফ থেকে সত্য দীন বলে স্বীকৃতি পেয়েছে ও সুতরাং এ দীন বা ধর্মের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তাদের কথা বার্তা সম্পর্কে (وَهُوَ السَّمِيْعُ) তিনি সর্বশ্রোতা এবং তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে (الْعَلِيْمُ) সর্বজ্ঞ।

হে মুহাম্মদ ﷺ! মক্কাবাসী সর্দারবৃন্দ যথা আবুল আহওয়াস, মালিক ইব্‌ন আউফ আল জাশামী, বুদাইল ইব্‌ন ওয়ারাকা আল খোযা'য়ী ও জুলাইস ইব্‌ন ওয়ারাকা আল খোযা'য়ী ইত্যাদির ন্যায় (وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত যদি আপনি চলেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করবে) হারাম অর্থাৎ বস্তু সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র তা'আলার নির্দেশিত পথ থেকে তারা আপনাকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবে। (اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ) কেননা তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে, অর্থাৎ তারা শুধু ধারণা প্রসূত (وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ) ও অনুমান ভিত্তিক কথা বলে, তারা মু'মিন বান্দাদের কাছে মিথ্যা কথা বলে থাকে, মু'মিন বান্দাদের লক্ষ্য করে বলে, "তোমরা তোমাদের ছুরি দ্বারা যা যবাহ করে থাক তার চেয়ে উত্তম হচ্ছে যা আল্লাহ্ তা'আলা যবাহ্ করেন- অর্থাৎ যা মৃত।"

(اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ) তাঁর পথ অর্থাৎ ধর্ম ও আনুগত্য ছেড়ে কে বিপথগামী হয় আপনার প্রতিপালক সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎ পথে রয়েছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত, অর্থাৎ সৎপথে পরিচালিত হচ্ছেন মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ।

(١١٨) فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ○

(١١٩) وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ○

(١٢٠) وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ○

১১৮. কাজেই, যে পশুতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়েছে তোমরা তা হতে খাও, যদি তোমরা তাঁর আদেশে বিশ্বাসী হয়ে থাক।

১১৯. যে পশুতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়েছে তা যে তোমরা খাও না তার কি হেতু? অথচ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তবে তা দেখতে বাধ্য হয়ে গেলে সে ভিন্ন কথা। আর বহু লোক না জেনে কেবল নিজ খেয়াল-খুশীর উপর মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

১২০. তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ্ পরিত্যাগ কর। যারা গুনাহ্ করে তারা শীঘ্রই তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে।

(فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ) তোমরা তাঁর নিদর্শন আল-কুরআনে বিশ্বাসী হলে যবাহ্‌কৃত প্রাণীসমূহের মধ্যে থেকে যাতে আল্লাহ্‌র নাম-লওয়া হয়েছে তা আহার কর।

(وَمَا لَكُمْ) তোমাদের কি হয়েছে যে, যবাহ্‌কৃত প্রাণীসমূহের মধ্য হতে (اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) যাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয়েছে— তোমরা তা আহার করবে না? মড়া, রক্ত ও শূকর মাংসের ন্যায় (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ) যা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন তবে তোমরা মড়া ভক্ষণ করার ব্যাপারে নিরূপায় হলে তা স্বতন্ত্র। (وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) অনেকে যেমন আবুল আহ্‌ওয়াস ও তাঁর সাথীগণ। অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়াল খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে অর্থাৎ মড়া খাওয়ার জন্যে প্ররোচিত করে। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের অর্থাৎ যারা হালাল ছেড়ে হারাম ভক্ষণ করে তাদের (اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ) সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

(وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ) তোমরা প্রকাশ্য পাপ অর্থাৎ যিনা এবং প্রচ্ছন্ন যিনা যেমন স্ত্রী ব্যতীত অন্য মহিলাদের সাথে মেলামেশা বর্জন কর; (اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ) যারা পাপ করে, অর্থাৎ যিনা করে

(سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ) তাদেরকে তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে। যথা দুনিয়ায় বেত্রাঘাত ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(١٢١) وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

(١٢٢) أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

১২১. যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়নি, তা হতে খেও না। নিশ্চয়ই তা খাওয়া পাপ। শয়তান তার বন্ধুদের মনে কুমন্ত্রণা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সঙ্গে বিতর্ক করে তোমরা যদি তাদের কথা মান, তবে তোমরাও মুশরিক হয়ে গেলে।

১২২. তবে কি যে ব্যক্তি মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করি এবং তাকে আলো দেই, যাতে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে, সে ওই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যার অবস্থা তো হচ্ছে এই যে, সে অন্ধকারে পতিত, তা হতে সে বের হতে পারে না। এভাবেই কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজ শোভন করে তোলা হয়েছে।

যবাহকৃত প্রাণীসমূহের মধ্য থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে (وَمَا لَكُمْ اَلاَّ تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ) যাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয়নি তার কিছুই আহার করো না। এটা অবশ্যই পাপ জরুরী অবস্থা ব্যতীত এটা ভক্ষণ করা পাপের কাজ। আর কুরআনের হুকুমকে অমান্য করে এটাকে হালাল জানা আল্লাহ্‌র প্রতি কুফরী করার শামিল। আবুল আহওয়াস ও তার সঙ্গীদের ন্যায় (وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰئِهِمْ) শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে মড়া খাওয়া, আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার করা এবং ফিরিশ্‌তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কন্যা বলে ধারণা করা ইত্যাদি সম্পর্কে (لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ) বিবাদ করতে প্ররোচণা দেয়; যদি তোমরা তাদের কথা মত চল) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার কর, মড়া খাও এবং নিরুপায় হওয়া ব্যতীত এগুলোকে হালাল বলে ভক্ষণ কর তবে তাদের ন্যায় (اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ) তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, অত্র আয়াত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা.) এবং আবূ জাহল ইব্‌ন হিশাম প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

(اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا) যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অর্থাৎ কাফির ছিল (فَاَحْيَيْنٰهُ) যাকে আমি পরে জীবিত করেছি অর্থাৎ ঈমান দ্বারা সম্মানিত করেছি তিনি হচ্ছে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির। (وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَمْشِىْ بِهِ فِى النَّاسِ) এবং যাকে মানুষের মাঝে চলবার জন্যে আলোকবর্তিকা প্রদান করেছি, অন্য বর্ণনায় আমি তাঁর জন্যে পুলসিরাতে আলোকবর্তিকা দান করব অন্যান্য লোকদের মধ্যে (كَمَنْ مَّثَلُهُ فِى الظُّلُمٰتِ) সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে অন্ধকারে রয়েছে অর্থাৎ দুনিয়ায় কুফরী ও পথভ্রষ্টতায় এবং কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের অন্ধকারে চিরকাল নিমজ্জিত থাকবে— সে হচ্ছে আবূ জাহ্‌ল। (لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا) এবং সে

সেখান থেকে বের হবার নয় অর্থাৎ দুনিয়ার কুফরীর গোমরাহী এবং কিয়ামতে জাহান্নামের অন্ধকার থেকে বের হবার নয়। যেরূপ আবূ জাহলের কৃতকর্মকে তার কাছে শোভন করে রেখেছি (كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) অনুরূপে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্ম শোভন করে রাখা হয়েছে।

(١٢٣) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

(١٢٤) وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ○

১২৩. এভাবেই আমি প্রতিটি জনপদে অপরাধীদের প্রধানকে সেখানে চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়েছি, কিন্তু তারা যে চক্রান্ত করে তা নিজেদেরই বিরুদ্ধে করে, অথচ তারা উপলব্ধি করে না।

১২৪. যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন বলে আমরা কিছুতেই মানব না, যাবত না রাসূলগণকে যা দেওয়া হয়েছে তা আমাদেরও দেওয়া হয়। আল্লাহ্ সেই স্থানকে ভাল করে জানেন যেখানে আপন রিসালাত স্থাপন করেন। শীঘ্রই পাপিষ্ঠদেরকে স্পর্শ করবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি, যেহেতু তারা চক্রান্ত করত।

(وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ) এরূপে প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের অর্থাৎ ধনী ও পরাক্রমশালী (اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا) প্রধানকে সেখানে চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়েছি। যেমন মক্কার জনপদে আবূ জাহল ও অন্যান্যকে তথাকার বিদ্রূপকারী ও তাদের সঙ্গীদের প্রধান করে দিয়েছি এবং উক্ত জনপদে তাদেরকে পাপের কাজ ও সন্ত্রাস করার অবকাশ দিয়েছি। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায়ও অন্যদেরকে আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার অবকাশ দিয়েছি। (وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ) কিন্তু তারা শুধু তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলছে, কেননা তাদের কৃত পাপ ও সন্ত্রাসের পরিণাম ও শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে (وَمَا يَشْعُرُوْنَ) অথচ তারা তা উপলব্ধি করে না।

আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন আল-মুগীরা, আবদি ইয়ালীল ও আবূ মাসউদ আস-সাকাফীর ন্যায় কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের সংবাদ দেওয়ার জন্যে (وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ) তাদের নিকট কোন নিদর্শন যখন আসে তারা তখন বলে, 'আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-কে যা দেয়া হয়েছে আমাদেরকে সেরূপ কিতাব দেওয়া না হলে আমরা কখনও বিশ্বাস করব না। (اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ) আল্লাহ্ রিসালাতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন। তিনি যাকে চান তার কাছেই জিবরাঈল আমীনকে রিসালাত সহকারে প্রেরণ করেন। ওয়ালিদ ও তার সঙ্গীদের ন্যায় যারা অপরাধ অর্থাৎ শির্‌ক করেছে রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপের ন্যায় (سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ) চক্রান্তের জন্য তাদের উপর আল্লাহ্‌র নিকট হতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি আপতিত হবে।

(١٢٥) فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ۚ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(١٢٦) وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○

(١٢٧) لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১২৫. আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলাম গ্রহণের জন্য তার বক্ষ খুলে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার বক্ষকে করে তোলেন নিরতিশয় সংকীর্ণ, যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এভাবেই আল্লাহ্ শাস্তিপাত করেন তাদের প্রতি যারা ঈমান আনে না।

১২৬. এবং তোমার প্রতিপালকের সরল পথ। আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করেছি চিন্তাশীলদের জন্য।

১২৭. তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে শান্তির নিবাস এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তিনিই তাদের অভিভাবক।

(فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ) আল্লাহ্ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্যে প্রশস্ত করে দেন। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করে (وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ) এবং কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে, তাকে বিপথগামী ও কাফির থাকতে দেন তিনি তার বক্ষকে তীরের অগ্রভাগের ন্যায় (ضَيِّقًا حَرَجًا) অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন; তার অন্তরে ঈমানের আলো গমন কিংবা নির্গমনের কোন পথ পায় না। (كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ) তার কাছে ইসলামের অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। (كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ) যারা মুহাম্মদ ﷺ ও আল-কুরআনকে বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এরূপে লাঞ্ছিত করেন।

(وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ) এটাই আপনার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল পথ ব্যাখ্যান্তরে আয়াতে বর্ণিত হাজা অর্থ ইসলাম, সীরাতু রব্বিকার অর্থ আপনার প্রতিপালকের পছন্দনীয় দীন এবং মুস্তাকীমান অর্থ প্রতিষ্ঠিত যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। আর তা হচ্ছে আল-ইসলাম। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি, অর্থাৎ যারা উপদেশ গ্রহণের ফলশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যেই কুরআনুল করীমে আদেশ-নিষেধ, অবহেলা ও সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদির তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, "কেউ কেউ বলেছেন, 'আল্লাহ্ কাউকেও সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করেছেন.....। আয়াতটি নবী করীম ﷺ ও আবূ জাহল প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল।"

(لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্যে রয়েছে শান্তির আলয়) আস সালাম বা শান্তির উৎস হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা এবং শান্তির আলয় হচ্ছে জান্নাত। (وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) এবং তারা যা করত তজ্জন্য তিনিই তাদের অভিভাবক প্রতিদান এবং মর্যাদা প্রদানে। দুনিয়ায় তাদের ভাল কাজ ও কথার বিনিময়ে এ হচ্ছে অভিভাবক হিসাবে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে পুরস্কার।

(١٢٨) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

১২৮. যে দিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন, বলবেন, হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগামী করে নিয়েছিলে। এবং মানব সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কতক কতকের দ্বারা স্বার্থোদ্ধার করেছে এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলে এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। তিনি বলবেন, জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেথায় স্থায়ী হবে, যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ) যেদিন আমি তাদের অর্থাৎ জিন ও ইনসানের (جَمِيْعًا) সকলকে একত্র করব এবং বলব, (يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ) হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষের মধ্যে অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করেছিলে অর্থাৎ তোমরা আশ্রয় প্রদানের মাধ্যমে মানবজাতির অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছিলে। (رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ) এবং মানব সমাজের থেকে জিনের বন্ধুরা অর্থাৎ যারা জিনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আশ্রয় প্রার্থনা করত এবং বলত এই উপত্যকার নেতার আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের দুষ্ট প্রকৃতির জ্বিনদের মন্দ থেকে বাঁচার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছি। এতে তারা নিরাপদ বোধ করত। ঐ সকল লোক জ্বিন নেতাদের শরণ নিত ঐ সময়ে যখন তারা কোন উপত্যকায় আশ্রয় নিত অথবা তাদের পশুদ্বারা কোন শিকার করতে যেত। বলতে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কতক অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছে। অর্থাৎ মানবজাতি তাদের নিরাপত্তা লাভ করে লাভবান হত আর জ্বিন জাতির সর্দাররা তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের এবং মানবজাতির মাঝে নিজেদের মর্যাদা প্রদর্শন করে লাভবান হত। এবং তুমি আমাদের জন্য মৃত্যুর (وَبَلَغْنَا اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا) যে সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলে এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি; সেদিন তাদেরকে (قَالَ) আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে জিন ও মানব জাতি (النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেথায় স্থায়ী হবে, অর্থাৎ জাহান্নামেই অবস্থান করবে (اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ) যদি না আল্লাহ্ তা'আলা অন্যরকম ইচ্ছা করেন, মুশরিকদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামে চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা অবধারিত রেখেছেন। (اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ) তোমার

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

প্রতিপালক অবশ্য প্রজ্ঞাময় মুশরিকদের জন্যে চিরস্থায়ী শাস্তির সিদ্ধান্ত ও মুশরিকদের সম্পর্কে ও তাদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা (عَلِيْمٌ) সবিশেষ অবহিত।

(١٢٩) وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۟

(١٣٠) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۟

১২৯. এভাবেই আমি তাদের কৃতকর্মের দরুণ পাপিষ্ঠদের কতককে কতকের সাথে মিলিয়ে দেব।

১৩০. হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূলগণ পৌছেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আদেশ শোনাত ও তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে সাবধান করত? তারা বলবে, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার কলাম। বস্তুত পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে এবং তারা যে কাফির ছিল সে কথাও তারা স্বীকার করে নিয়েছে।

(وَكَذٰلِكَ نُوَلِّىْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ) এরূপে তাদের স্বীয় কৃতকর্মের জন্য জালিমদের একদলকে অন্য দলের বন্ধু করে থাকি। বস্তুত তাদের কৃত দুষ্কর্মের দরুন দুনিয়া ও আখিরাতে জালিম মুশরিকদের একদলকে অন্য দলের বন্ধু করে দেওয়া হয়। ব্যাখ্যান্তরে জালিম মুশরিকদের একদলকে আরেক দলের মালিক করে দিই।

আমি তাদের বলব (يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ) 'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! (اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ) তোমাদের মধ্য হতে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি? অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে মুহাম্মদ (সা) ও অন্যান্য রাসূল আগমন করেছেন। জ্বিনদের মধ্য হতে ৯জন যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসেছিলেন এবং সতর্ককারী হিসেবে স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন অন্য বর্ণনায় আছে, যে তাদের মধ্যে একজন নবী ছিলেন যার নাম ইউসুফ। যারা আদেশ নিষেধ সম্বলিত (اٰيٰتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا) আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে এ দিনের আযাবের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত (قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰى اَنْفُسِنَا) তারা জিন ও মানবজাতি বলবে, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম রাসূলগণ আমাদের কাছে তাদের উপর অর্পিত রিসালাত যথাযথ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন অথচ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন (وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا) বস্তুত পার্থিব জীবনের লোভ-লালসা ও নায-নিয়ামত তাদেরকে প্রতারিত করেছিল, (وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ) আর তারা যে দুনিয়ায় কাফির ছিল এটাও তারা আখিরাতে স্বীকার করবে।

(١٣١) ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝

(١٣٢) وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

(١٣٣) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝

(١٣٤) اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

১৩১. তা এহেতু যে, তোমার প্রতিপালক জনপদসমূহকে তার অপরাধের দরুণ ধ্বংস করবার নন, যখন তার অধিবাসীরা অনবহিত থাকে।

১৩২. প্রত্যেকের জন্য তার কর্ম অনুযায়ী স্থান রয়েছে। তোমার প্রতিপালক তাদের কার্য সম্বন্ধে অনবহিত নন।

১৩৩. এবং তোমার প্রতিপালক পরমুখাপেক্ষীহীন, করুণাময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অন্যদের আওলাদ হতে।

১৩৪. তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার আগমন অনিবার্য। তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।

(ذٰلِكَ) এটা রাসূলবৃন্দের প্রেরণ (اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ) এ হেতু যে, জনপদের অধিবাসীবৃন্দ যখন আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ ও রাসূলগণের রিসালাত সম্পর্কে অনবহিত তখন কোন জনপদকে ওটার শিরক ও পাপের দরুন অন্যায়-আচরণের জন্য ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়।

(وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ) জিন ও মানবজাতির মধ্যে প্রত্যেকে কল্যাণ ও অকল্যাণ যা কিছু করে তদনুসারে তার মু'মিন বান্দার বেহেশতে এবং কাফিরের দোযখে স্থান রয়েছে এবং তারা যা করে অর্থাৎ ভাল-মন্দ যা করে, সে সম্বন্ধে আপনার প্রতিপালক অনবহিত নন। অন্য বর্ণনা মতে তারা যা পাপ কর্ম করে আল্লাহ্ তার শাস্তি দিবেন।

(وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ) আপনার প্রতিপালক অভাবমুক্ত কাফিরদের ঈমান থেকে। যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে শাস্ত থেকে পরিত্রাণ দেয়ার ব্যাখ্যার (ذُو الرَّحْمَةِ) দয়াশীল। হে মক্কাবাসীগণ! (اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ) (وَيَسْتَخْلِفْ) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা যুগ যুগ ধরে (مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ) তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন- যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

(اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ) তোমাদের নিকট আযাব সম্পর্কে যে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তোমাদের তা স্পর্শ করবেই (وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ) তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।

(١٣٥) قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

(١٣٦) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

(١٣٧) وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○

১৩৫. বল, হে মানব সকল! তোমরা স্বঅবস্থানে থেকে কাজ করতে থাক, আমিও কাজ করে যাই। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে আখিরাতের নিবাস কার লাভ হবে। নিশ্চয়ই জালিমদের কখনও মঙ্গল হবে না।

১৩৬. তারা আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করে তার সৃজিত শস্য ও গবাদি পশু হতে এক অংশ, তারপর নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহ্র অংশ এবং এটা আমাদের শরীকদের। যা তাদের শরীকদের অংশ তা তো আল্লাহ্র দিকে পৌঁছায় না, কিন্তু যা আল্লাহ্র তা তাদের শরীকদের দিকে পৌঁছায়। কতই না নিকৃষ্ট তাদের বিচার!

১৩৭. এভাবেই বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের সন্তান হত্যা তাদের শরীকরা শোভন করে দিয়েছে, যাতে তারা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে এবং তাদের দীনকে তাদের কাছে বিভ্রান্তযুক্ত করে দিতে পারে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা এটা করত না। কাজেই তাদেরকে তাদের মিথ্যা নিয়ে থাকতে দাও।

(قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ) হে মুহাম্মদ ﷺ মক্কার কাফিরদেরকে আপনি বলে দিন হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেখানে যা করছ, করতে থাক; আমিও আমার কাজ তোমাদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করছি (فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ) তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার পরিণাম মঙ্গলময় অর্থাৎ জান্নাত। (اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ) জালিমগণ কখনও সফলকাম হবে না। মুশরিকগণ আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে না ও আযাবের ছোবল থেকে নিরাপত্তা অর্জন করতে পারবে না।

(وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ) আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু যেমন উট, গরু ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন (نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا) তন্মধ্যে হতে তারা আল্লাহ্র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণানুযায়ী বলে, এটা আল্লাহ্র জন্য এবং ঐটা আমাদের দেবতার জন্যে। (فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى

যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না এবং যা আল্লাহ্‌র অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়; (شُرَكَاءِهِمْ ـ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ) তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট। কিছু মিশানোর কোন প্রয়োজন নেই।

(وَكَذٰلِكَ) এরূপে (زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ) শোভন করেছে তেমনি তাদের দেবতাগণ বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে কন্যা সন্তান হত্যাকে। অর্থাৎ যেমন আমি তাদের কথা ও কাজকে সুশোভিত করেছি। (شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ) তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে অর্থাৎ ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর ধর্ম সম্পর্কে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য; আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা এটা তথা শোভন ও কন্যা সন্তানদের জীবিত দাফনের কাজ করত না। সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যা নিয়ে থাকতে দিন। তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কন্যা সন্তান জীবিত দাফন করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন।

(١٣٨) وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

১৩৮. এবং তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে এ গবাদি পশু ও শস্য নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া কেউ এ সব খেতে পারবে না। এবং কতক পশুর পিঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়। এবং কতক পশু যবেহ্‌কালে তারা মহান আল্লাহ্‌র নাম লয় না, মহান আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপের মাধ্যমে। শীঘ্রই তিনি তাদেরকে এ মিথ্যার শাস্তি দিবেন।

(وَقَالُوْا هٰذِهٖ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ) তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এসব গবাদিপশু যেমন বাহীরা– যে জন্তুর দুধ প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে, সাইবা–যে জন্তু প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, ওয়াসীলা– যে উষ্ট্রী উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে, হাম– যে নর উষ্ট্র দ্বারা বিশেষ সংখ্যক প্রজননের কাজ নেয়া হয়েছে ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; (لَّا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ) আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে পুরুষ (ব্যতীত অন্য কেউ এসব আহার করতে পারবে না এবং কতক গবাদি পশুর যেমন হাম-এর (ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ) পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কতক পশু যবাহ্ করার সময় তারা আল্লাহ্‌র নাম নেয় না, বাহীরা জন্তুর উপর বোঝা উঠানো হয় না কিংবা আরোহণের কাজেও ব্যবহার করা হয় না। এ সমস্তই তারা বলে, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে এরূপ বলে; অর্থাৎ তারা বলে যে, এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাদেরকে এরূপ হুকুম দিয়েছেন (سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ) তাদের এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি অবশ্যই তাদের প্রদান করবেন, কেননা তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।

(١٣٩) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○

(١٤٠) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○

১৩৯. এবং তারা বলে, এ গবাদি পশুর পেটে যে বাচ্চা আছে, তা কেবল নিষিদ্ধ। আর যে শাবক মৃত হবে তা খাওয়ার মাঝে সকলেই সমান। এসব উক্তির কারণে তিনি তাদের শাস্তি দিবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

১৪০. যারা নির্বুদ্ধিতার কারণে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন, আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপপূর্বক তা হারাম সাব্যস্ত করে, তারা নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথে আসেনি।

(وَقَالُوْا مَا فِىْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ) তারা আরও বলে, 'এই সব গবাদি বাহীরা ও ওয়াসীলা (خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً) পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ও হালাল এবং এটা আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ ও হারাম; আর এটা যদি মৃত হয়, অর্থাৎ মৃত প্রসব করে কিংবা প্রসবের পর মরে যায় (فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ) তবে নারী পুরুষ সকলে এটার ভক্ষণে অংশীদার! (سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ) তাদের এরূপ বলবার প্রতিফল তিনি তাদেরকে প্রদান করবেন, এটা তাদের শাস্তির সংবাদ। অন্য বর্ণনায় আছে আমর ইব্‌ন লুহাই তাদের জন্যে গবাদি পশুর অবৈধ হওয়ার মনগড়া বিধানটি প্রণয়ন করেছিল। শবে মি'রাজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জাহান্নামে দেখেছেন। সে তার গুহ্যদ্বার দিয়ে বের হয়ে পড়া নাড়ীভুঁড়ি টেনে চলছিল। কেননা সে দুনিয়ায় তাদেরকে গবাদি পশুর অবৈধতার মনগড়া বিধান শিক্ষা দিয়েছিল। (اِنَّهٗ حَكِيْمٌ) তিনি প্রজ্ঞাময় তাই তাদের জন্যে হালালকে হালাল করেছেন (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞ তাই পশুর অবৈধতার মনগড়া বিধান রচনাকে জানেন।

(قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে, কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত দাফন করে। অত্র আয়াত রাবিয়াহ ও মুদার গোত্রদ্বয়ের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। তারা আরব গোত্রসমূহের সর্দার ছিল। তারা অন্ধকার যুগে তাদের কন্যা সন্তানদের জীবিত দাফন করত। তবে বনী কানানাহর লোকেরা এরূপ অপকর্ম থেকে বিরত ছিল। (وَحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ) এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে তথা খাদ্য শস্য ও গবাদি পশু (افْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ) আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করবার উদ্দেশ্যে নারীদের জন্য নিষিদ্ধ গণ্য করে (قَدْ ضَلُّوْا) তারা তো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথ গামী হয়েছে, তাদের বক্তব্যে (وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ) এবং তারা সৎপথ প্রাপ্তও ছিল না।

(١٤١) وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ

(١٤٢) وَ مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ

১৪১. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন উদ্যান, মাচা-বাহিত ও মাচাবিহীন এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন প্রকার ফলের ক্ষেত খামার এবং যায়তুন ও আনার। একটি অন্যটির সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল খাও। আর ফসল তোলার দিন তার দেয় প্রদান করো এবং অপচয় করো না। তিনি অপচায়কারীদের আদৌ পছন্দ করেন না।

১৪২. এবং গবাদি পশুর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন কতক ভারবাহী এবং কতক মাটির লাগালাগি। আল্লাহ্‌র দেওয়া রিয্‌ক হয়ে তোমরা খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ) তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন যেমন যথাক্রমে আংগুরের ন্যায় অন্যান্য লতা গাছ এবং বাদাম ও আখরোটের ন্যায় অন্যান্য বৃক্ষ ব্যাখ্যান্তরে রোপিত ও আরোপিত বৃক্ষরাজি (مَعْرُوْشٰتٍ وَّ غَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ) এবং খেজুর বৃক্ষ; বিভিন্ন স্বাদ মিষ্টি ও টক (مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ) বিশিষ্ট খাদ্য শস্য, যাইতুন ও দাড়িম্ব) বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন—এগুলো রং ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে (مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ) একে অন্যের সদৃশ এবং স্বাদের দিক বিসদৃশ ও (كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَ اٰتُوْا حَقَّهٗ) যখন এটা খেজুর গাছ ফলবান হয় তখন এটার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার বা কাটার (يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا) দিনে এটারদের তথা উশর প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলার নাফরমানীর কাজে ব্যয় করবে না কিংবা আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্যের কাজে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে না। ব্যাখ্যান্তরে অপচয় করবে না ক্ষণে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা এবং হাম-জন্তুকে হারাম জানবে না। (اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ) কারণ আল্লাহ্‌ অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্‌ তা'আলার নাফরমানীর কাজে যারা খরচ করে তাদেরকে কিংবা মুশরিকগণকে আল্লাহ্‌ তা'আলা পছন্দ করেন না। ব্যাখ্যান্তরে এই আয়াতটি সাবিত ইব্‌ন কাইস প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। তিনি নিজ হাতে পাঁচ শত খেজুর গাছের খেজুর কাটেন এবং তা সম্পূর্ণরূপে বণ্টন করে দেন অথচ নিজ পরিবারের জন্যে কিছুই রাখেন নি।

(وَمِنَ الْاَنْعَامِ) গবাদি পশুর মধ্যে কতক উট ও গরুর ন্যায় (حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا) ভারবাহী এবং কতক ক্ষুদ্রকায় পশু যেগুলোর উপর আরোহণ করা যায় না, যেমন বকরী ও উটের বাচ্চা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌ পরিষ্কাররূপে তোমাদের দিয়েছেন, খাদ্য শস্য ও গবাদিপশু থেকে (كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ) তা আহার কর

এবং খাদ্য শস্য ও গবাদি পশুকে মনগড়া হারাম জেনে (وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না; সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তান তোমাদেরকে খাদ্য শস্য ও গবাদি পশু মনগড়াভাবে হারাম জানতে আদেশ করে থাকে।

(١٤٣) ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۖ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّـُٔونِى بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝

(١٤٤) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّىٰكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّٰلِمِينَ ۝

১৪৩. সৃষ্টি করেছেন আট নর ও মাদী। ভেড়ার দু'টি এবং ছাগলের দু'টি। বল, আল্লাহ্ কি নর দু'টিই নিষিদ্ধ করেছেন, না মাদী দু'টি? কিংবা মাদী দু'টির গর্ভাশয়ে যে বাচ্চা আছে তা? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৪৪. এবং সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দু'টি এবং গরুর মধ্যে দু'টি। বল, তিনি কি নর দু'টি হারাম করেছেন না মাদী দু'টি কিংবা মাদী দু'টির গর্ভাশয়ে যে বাচ্চা আছে তা? তোমরা কি সে সময় উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ আদেশ দিয়েছিলেন? মানুষকে অজ্ঞানতাবশত পথভ্রষ্ট করার জন্য যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জালিম লোকদের হিদায়াত করেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন (ثَمٰنِيَةَ أَزْوَاجٍ) নর ও মাদী আট প্রকার ঃ (مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ) মেষের দুইটি নর ও মাদী (وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) ও ছাগলের দুইটি নর ও মাদী; হে মুহাম্মদ আপনি মালিককে (قُلْ ءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ) বলুন, নর দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন কিংবা মাদী দুইটিই অথবা মাদী দুইটির গর্ভে যা আছে তা? অর্থাৎ নর দুইটির বীর্য স্খলনের দরুন কি তোমাদের কাছে বাহীরা ও ওয়াসীলা অবৈধ হওয়ার বিধানটি এসেছিল? কিংবা মাদী দুইটি দুইটির বীর্য স্খলনের দরুন কিংবা নর ও মাদী দুইটির বীর্য একত্র হয়ে ছানা জন্ম নেয়ার দরুন ? (نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত কর। তোমরা যদি এ কথায় সত্যবাদী হও যে, তোমরা যা বলছ তা আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন তাহলে তোমরা তোমাদের দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পেশ কর।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ) উটের দুইটি নর ও মাদী (وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) গরুর দুইটি নর ও মাদী। হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদের মালিককে (قُلْ ءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ) বলুন, নর দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন কিংবা

মাদী দুইটিই অথবা মাদী দুইটির গর্ভে যা আছে তা? অর্থাৎ নর দুইটির বীর্যস্খলনের কারণে কি তোমাদের কাছে বাহীরা ও ওয়াসীলা অবৈধ হওয়ার বিধানটি এসেছিল? কিংবা মাদী দুইটির বীর্যস্খলনের ফলে কিংবা নর ও মাদী দুইটির বীর্য একত্র হয়ে ছানা জন্ম নেয়ার দরুন? আর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়, একটি প্রাণী নর হয়ে অথবা মাদী হয়ে জন্ম নেয়ার দরুন কি তার অবৈধ হওয়ার বিধানটি এসেছিল? তোমাদের ভাষ্যানুযায়ী আল্লাহ্ যখন) তোমাদের মনগড়া (اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا) এই সব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? (فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا) সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? (لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ) মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত ধর্ম আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে তোমরা মিথ্যা রচনা করছ কাজেই তোমাদের চেয়ে ও বড় জালিম অর্থাৎ সবচেয়ে বড় অবাধ্য ও দুঃসাহসী আর কেউ হতে পারে না। (اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না, অর্থাৎ মালিক ইব্ন আউফের ন্যায় মুশরিকদের তাদের কৃত অপকর্মের দরুন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৎপথ প্রদর্শন করেন না। এ বক্তব্যের পর মালিক চুপ হয়ে গেল এবং বুঝতে পারল তাকে কি বলা হয়েছে। পুনরায় সে বলল, হে মুহাম্মদ, 'তুমি কথা বল আমি শুনব তবে একটি প্রশ্নের উত্তর দাও, 'আমাদের পিতৃ পুরুষরা কেন এগুলোকে হারাম মনে করত'? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

(١٤٥) قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪৫. বল, আমার প্রতি যে ওহী পৌছেছে তাতে খাদ্য গ্রহণকারী যা খায় তার মধ্যে আমি কোন জিনিস হারাম পাই না, তবে সে জিনিস যদি মড়া বা বহমান রক্ত কিংবা শূকরের গোশত হয়, তা হলে ব্যতিক্রম। কেননা, এটা অপবিত্র; অথবা অবৈধ যবেহ্, যাতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নাম উচ্চারিত হয়। তবে কেউ ক্ষুধায় নিরুপায় হয়ে গেলে, যদি অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী না হয়, তা হলে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি (قُلْ لَّا اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ) বলুন, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ কুরআন (اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ) অবতীর্ণ হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে– তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না– মড়া, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত– (فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقٌ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ) কেননা, এগুলো অবশ্যই অপবিত্র অর্থাৎ হারাম অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে ইচ্ছাকৃত আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ) উৎসর্গের যবাহ্ কারণে; তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করে এবং নিরুপায়

ব্যতীত মড়া খাওয়াকে বৈধ মনে না করে (وَّلَا عَادٍ) এবং সীমালঙ্ঘন না করে রাস্তায় লুণ্ঠন না করে এবং নিরুপায় ব্যতীত মড়া খেতে ইচ্ছুক না হয়ে (فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) ঐগুলো গ্রহণে নিরুপায় হলে আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অতীতে উদরপূর্তি করে খাওয়ার অপরাধ ক্ষমাকারী এবং প্রয়োজনে খাওয়ার অনুমতিদানে পরম দয়ালু। সুতরাং ভক্ষণকারীর উদরপূর্তি করে খাওয়া উচিত নয়। আর যদি সে অতীতে খেয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

(١٤٦) وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۗ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

(١٤٧) فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

(١٤٨) سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَىْءٍ ۗ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ۗ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ○

১৪৬. আর আমি ইয়াহূদীদের প্রতি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট প্রাণী হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ছাগল হতে তাদের প্রতি হারাম করেছিলাম এদের চর্বি, তবে এদের পিঠে বা অন্ত্রে কিংবা অস্থিতে যে চর্বি লেগে থাকে তা ব্যতীত। এ শাস্তি আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার দরুণ। আর আমি সত্যই বলি।

১৪৭. কাজেই, তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তবে বলে দাও, তোমাদের প্রতিপালকের করুণা অতি ব্যাপক এবং অপরাধী ব্যক্তিবর্গ হতে তাঁর শাস্তি টলবে না।

১৪৮. মুশরিকরা শীঘ্রই বলবে, আল্লাহ্ যদি চাইতেন তবে আমরা শিরক করতাম না। আর আমাদের বাপ-দাদারাও নয় এবং আমরা কোন জিনিস হারাম সাব্যস্ত করতাম না। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরাও প্রত্যাখ্যান করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করে। বল, তোমাদের নিকট কোন জ্ঞান আছে কি, তবে তা আমাদের সামনে প্রকাশ কর। তোমরা তো নিছক অনুমানের উপর চল এবং তোমরা কেবল ধারণাই কর।

(وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ) আমি ইয়াহূদীদের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম অর্থাৎ তীক্ষ্ণ নখর বিশিষ্ট পাখী, থাবা বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী, নখর বিশিষ্ট প্রাণী যেমন উট, হাঁস, রাজ হাঁস, জলচর পাখি এবং খরগোশ-ইত্যাদি তাদের জন্য হারাম ছিল। (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ) এবং গরু ও ছাগলের অন্ত্রের উপরিভাগ ও মূত্রগ্রন্থির (حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) চর্বিও তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছিলাম। তবে এইগুলোর পৃষ্ঠের অথবা অন্ত্রের কিংবা অস্থি সংলগ্ন চর্বি ব্যতীত যেমন নিতম্ব-এগুলো তাদের জন্যে হালাল ছিল। (اَوِ الْحَوَايَآ)

তাদের অবাধ্যতার পাপের (ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ) দরুন তাদেরকে এই প্রতিফল দিয়েছিলাম। আমি তো আমার কথায় সত্যবাদী।

হে মুহাম্মদ ﷺ অতঃপর আপনার নিকট হারামের বিধান বর্ণনার পর (فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ) যদি তারা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে বলুন, তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক পুণ্যবানের প্রতি এবং পাপীষ্ঠদের আযাবে অবকাশ দিয়ে। (وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ) এবং অপরাধী মুশরিক সম্প্রদায়ের উপর হতে তাঁর শাস্তি রদ করা হয় না।

(سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا اٰبَاؤُنَا) যারা শিরক করেছে তারা বলবে, আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না এবং কোন কিছুই যথা খাদ্য শস্য ও গবাদি পশু (وَلَا حَرَّمْنَا) নিষিদ্ধ করতাম না, কিন্তু আল্লাহ্ আদেশ করেছেন ও আমাদের উপর নিষিদ্ধ করেছেন (كَذٰلِكَ) এইভাবে যেমন আপনার সম্প্রদায় আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে (كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) তাদের পূর্ববর্তীগণও তাদের রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; (حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا) অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। (قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ) বলুন হে মুহাম্মদ; তোমাদের তোমাদের বর্ণিত হারাম বিধানের কোন যুক্তি আছে কি? থাকলে আমার নিকট তা পেশ কর;) তা প্রকাশ কর, তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর তোমরা খাদ্য শস্য-গবাদি পশুর হারাম বিধান সম্পর্কে মনগড়া উক্তি করছ (وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ) এবং তোমরা শুধু মিথ্যাই বল।

(١٤٩) قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

(١٥٠) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝

১৪৯. বল, আল্লাহ্‌র প্রমাণ চূড়ান্ত। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন।

১৫০. বল, তোমরা নিজেদের সাক্ষী পেশ কর যারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, এসব জিনিস আল্লাহ্ হারাম করেছেন। অনন্তর তারা যদি এরূপ সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে তুমি স্বীকার করো না এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা আমার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আর তারা অন্যদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সমান গণ্য করে।

হে মুহাম্মদ আপনি (قُلْ) বলুন, তোমরা যা কিছু বলছ তার কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে না থাকলে (فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ) চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ্‌র; তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে স্বীয় ধর্মের তথা (لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ) সৎপথে পরিচালিত করতেন।

হে মুহাম্মদ তাদেরকে আপনি (قُلْ هَلُمَّ) বলুন, 'আল্লাহ্ যে এটা খাদ্য শস্য ও গবাদি পশু তোমাদের ভাষ্যানুযায়ী (شُهَدَاءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا) নিষিদ্ধ করেছেন এ সম্বন্ধে যারা সাক্ষ্য দিবে তাদেরকে হাজির কর।' তারা হারাম বিধান সম্পর্কে মিথ্যা (فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ) সাক্ষ্য দিলেও আপনি তাদের সাথে এটা স্বীকার করবে না; যারা আমার আয়াতকে কুরআনকে (وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ) প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা পরকালে মৃত্যুর পর উত্থান বিশ্বাস করে না (وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ) এবং প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় মূর্তিগুলোকে আল্লাহ্র অংশীদার মনে করে, আপনি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করবেন না।

(١٥١) قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১৫১. বল, তোমরা এসো, আমি তোমাদের শুনিয়ে দেই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন। তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। দারিদ্র্যের কারণে নিজ সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই রিযক দেই তোমাদেরকে এবং তাদেরকেও। আর প্রকাশ্যে ও গোপনে অশ্লীল কাজের নিকটেও যেও না। এবং সেই প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তবে ন্যায্যভাবে হলে স্বতন্ত্র। তিনি তোমাদেরকে এ আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর।

হে মুহাম্মদ! মালিক ইব্ন আউফ ও তার সঙ্গীদেরকে (قُلْ تَعَالَوْا) বলুন, 'এসো আমার উপর অবতীর্ণ কিতাবে (اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তোমাদের তা পড়ে শুনাই; এটা এইঃ তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, মূর্তিদের কাউকে আল্লাহ্র অংশীদার গণ্য করবে না। (وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا) পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, (وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ) দারিদ্র্যের ভয়ে এবং লজ্জাবশত তোমরা তোমাদের কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, (نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ) আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে তোমাদের সন্তানদেরকে রিয্ক দিয়ে থাকি। (وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ) প্রকাশ্য হউক যেমন প্রকাশ্য বিনা কিংবা গোপন হউক যেমন অন্য মহিলাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না; আল্লাহ্ তা'আলা যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না, যথার্থ কারণ যেমন হত্যার দণ্ডস্বরূপ হত্যা যিনার শাস্তি-রজম-প্রস্তর নিক্ষেপ ও ধর্মচ্যুতির শাস্তি ইত্যাদি। আল্লাহ্র কিতাব- আল-কুরআনে উল্লেখিত (ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ)

এই নির্দেশ তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন যাতে তোমরা তাঁর আদেশ ও তাওহীদকে অনুধাবন করতে পার।

(১৫২) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

(১৫৩) وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

১৫২. এবং তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া ইয়াতীমদের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না, যাবৎ না সে যৌবনে পৌছায়। এবং পরিমাপ ও ওযন ন্যায্যভাবে পূর্ণ করবে। আমি প্রত্যেকের উপর এমন দায়িত্বই আবশ্যিক করি যার ক্ষমতা তার আছে। আর যখন তোমরা কথা বল, যখন ন্যায্য কথা বলো, যদিও সে তোমার আত্মীয় হয়। এবং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তিনি তোমাদের এ আদশে করেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

১৫৩. এবং তিনি আদেশ করেছেন যে, এ আমার সরল পথ, কাজেই, এর অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথে চলো না, তা হলে তা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করবে। তিনি তোমাদেরকে এ আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চল।

(وَلَاتَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ) ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত কর্তব্য জ্ঞান সম্পন্ন ও যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য যথা সম্পত্তির হেফাজত ও ব্যবসায় বিনিয়োগ ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং পরিমাণ ও ওযন ন্যায্যভাবে ইনসাফ সহকারে পুরাপুরি দেবে; আমি কাউকে পরিমাণ ও ওযনের সময় তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না; (لَانُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا) যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য সত্য কথা বলবে (وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى) স্বজনের বিপক্ষে গেলেও ন্যায় ও সত্য (وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) এবং আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে; এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আল-কুরআনের মারফত নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

(وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ) এবং এই পথই অর্থাৎ ইসলাম (مُسْتَقِيْمًا) আমার সরল পথ, এ পথকে আমি পছন্দ করি (فَاتَّبِعُوْهُ) সুতরাং এটারই অনুসরণ করবে এবং ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজকদের ন্যায় (وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ) ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে ওটা তোমাদেরকে তাঁর পথ দীন হতে বিচ্ছিন্ন করবে। (ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ) এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে কুরআনুল করীমের মারফতে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও অন্যান্য বাতিল পথ পরিত্যাগ করতে পার।

(١٥٤) ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۟ۧ

(١٥٥) وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۟ۙ

(١٥٦) اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ۟ۙ

১৫৪. তারপর আমি মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, সৎকর্ম পরায়ণদের প্রতি অনুগ্রহের পূর্ণতা বিধান, সব কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমতের জন্য, যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।

১৫৫. আর এক তো এ কিতাব। আমি তা নাযিল করেছি বরকতপূর্ণ। কাজেই, এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হয়ে চল, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত হয়।

১৫৬. এটা এই হেতু যে, পাছে তোমরা কখনও বলে বস, কিতাব তো নাযিল হয়েছিল আমাদের পূর্বেকার দুই সম্প্রদায়ের প্রতি, আর আমরা তো তাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে ছিলাম অনবহিত।

(ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا) এবং মূসা (আ)-কে দিয়েছিলাম কিতাব তাওরাত (عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ) যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য আদেশ, নিষেধ, অঙ্গীকার, সতর্কবাণী, সওয়াব ও শাস্তি বর্ণনায় সম্পূর্ণ কিংবা এটাতে অতি উত্তম পন্থায় বর্ণনা সন্নিবেশিত। অন্য ব্যাখ্যায় মূসা (আ)-এর ইহসান ও তাঁর প্রতিপালকের রিসালাতের তাবলীগ সম্বলিত যা হালাল ও হারামের ন্যায় (وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ) সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ গোমরাহী থেকে (وَهُدًى) পথ নির্দেশ এবং যিনি ঈমান আনেন তাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে পরিত্রাণের (وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ) দয়াস্বরূপ পরম যাতে তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের দিনে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।

(وَهٰذَا كِتٰبٌ) এই কিতাব কুরআনুল করীম, জিবরাঈল (আ) মারফত (اَنْزَلْنٰهُ) আমি অবতীর্ণ করেছি যে, এই কিতাবের প্রতি ঈমান আনে তার কাছে (مُبٰرَكٌ) এটা কল্যাণময়। রহমত ও ক্ষমার আধার (فَاتَّبِعُوْهُ) সুতরাং ঐটার অনুসরণ কর। এটার বর্ণিত হালাল ও হারাম, আদেশ ও নিষেধ মেনে চল এবং ঐ ব্যতীত অন্যটা থেকে (وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ) সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে; অর্থাৎ তোমাদের আযাব বা শাস্তি দেয়া হবে না।

(اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا) পাছে তোমরা বল, 'কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায় অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে দেয়া হয়েছে, হে মক্কাবাসী তোমরা যেন কিয়ামতের দিন বলতে না পার যে, তোমাদের পূর্বে শুধু মাত্র ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকেই কিতাব দেয়া হয়েছে। আমরা তাওরাত ও ইঞ্জিল (وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ) কিতাবদ্বয়ের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো গাফিল অজ্ঞ ছিলাম।

(১৫৭) اَوْتَقُوْلُوْا لَوْاَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ○

(১৫৮) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْيَاْتِىَ رَبُّكَ اَوْيَاْتِىَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْكَسَبَتْ فِىْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○

১৫৭. কিংবা বলতে শুরু কর যে, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল হলে আমরা সরল পথে তাদের চেয়েও ভাল চলতাম। কাজেই, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসে গেছে প্রমাণ, হিদায়াত ও রহমত। এখন যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে ও তা হতে পাশ কাটিয়ে চলবে, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? যারা আমার আয়াতসমূহ পাশ কাটিয়ে চলে, আমি তাদেরকে শাস্তি দেব কঠিন শাস্তি, তাদের সে পাশ কাটিয়ে চলার কারণে।

১৫৮. তবে কি তারা কেবল এরই পানে তাকিয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা আসবে কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন অথবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে? যে দিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে, সে দিন তার ঈমান আনয়ন কোন কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি বা যে ব্যক্তি স্বীয় ঈমানে কোন পুণ্য অর্জন করেনি। বলে দাও, তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষারত আছি।

(اَوْ) কিংবা তোমরা কিয়ামতের দিন (تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ) বলবে, 'যদি কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হত যেমন ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ) তবে আমরা তো তাদের অপেক্ষা অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম। অর্থাৎ তাদের চেয়ে অধিক দ্রুত রাসূল ﷺ এর আহ্বানের প্রতি সাড়া প্রদান করতাম ও অধিক সঠিক দীন কবূল করতাম(فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ) এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ কিতাব ও রাসূল, গোমরাহী থেকে (وَهُدًى) পথ নির্দেশও যিনি বিশ্বাস করেন তার জন্যে (وَّرَحْمَةٌ) দয়াস্বরূপ এসেছে; (فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا) অতঃপর যে কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শন মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনুল করীমকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং ঐটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার চেয়ে বড় জালিম নাফরমান ও আল্লাহ্‌র প্রতি অতীব ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আর কে? (سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا) যারা আমার নির্দশন মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনুল কারীম হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় সত্য বিমুখিতার রাসূল ও কুরআনুল করীম প্রত্যাখ্যানের (سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ) জন্য আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দেব।

(هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ) তারা কি মক্কাবাসীরা শুধু এটারই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের নিকট মৃত্যুর সময় রূহ হরণ করার জন্য (اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ) ফিরিশতা আসবে কিংবা কিয়ামতের দিন অবয়বহীন (اَوْ يَاْتِىَ)

(رَبُّكَ) তোমার প্রতিপালক আসবেন, কিংবা কিয়ামতের পূর্বে পশ্চিম আকাশে সূর্য উদয় হওয়ার ন্যায়। (اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ) তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কিয়ামতের সুস্পষ্ট কোন নিদর্শন প্রকাশিত হবে যেমন কিয়ামতের পূর্বে পশ্চিম আকাশে সূর্য উদয় হওয়া (لَايَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا) সেদিন তার ঈমান কাজে আসবে না; যে কাফির ব্যক্তি পশ্চিম আকাশে সূর্য উদয়ের (لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا) পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি অর্থাৎ সে প্রকৃতপক্ষে ঈমান আনেনি বা বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা পশ্চিম আকাশে সূর্য উদয় হবার পূর্বে ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি। উক্ত দিবস পর্যন্ত যে কাফির থাকবে, ঐ দিবস প্রত্যক্ষ করার পরে ঈমান আনবে তার ঈমান, আমল ও তাওবা কবূল করা হবে না, হ্যাঁ যদি সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় কিংবা এরপর যদি সে জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার ঈমান গ্রহণ করা হবে। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদয়ের পর যদি কেউ ধর্মচ্যুত হয় এবং পুনরায় ঈমান আনয়ন করে এই ঈমান গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তি ঐদিন পাপী মু'মিন হবে এবং স্বীয় পাপ থেকে তাওবা করবে এ তাওবা তার থেকে গ্রহণ করা হবে। অন্য কথায় বলা যায়, উক্ত দিবস যদি মু'মিন পাপী বান্দা তাওবা করে কিংবা উক্ত দিবস যদি বান্দা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় কিংবা সূর্য উদয়ের পর জন্ম গ্রহণ করে তাহলে ঈমান, আমল ও তাওবা তাদের উপকারে আসবে। হে মুহাম্মদ ﷺ মক্কাবাসীদেরকে (قُلْ) বলুন, তোমরা কিয়ামতের দিনের (انْتَظِرُوْا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ) প্রতীক্ষা কর, আমিও কিয়ামতের দিনের কিংবা উক্ত দিবসের পূর্বের আযাবের প্রতীক্ষা করছি অন্য বর্ণনায় হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা আমার ধ্বংসের প্রতীক্ষা কর আমিও তোমাদের ধ্বংসের প্রতীক্ষা করছি।'

(١٥٩) إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

(١٦٠) مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

১৫৯. যারা নিজেদের দীনে বিভেদ করেছে এবং বহু দলে বিভক্ত হয়ে গেছে তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহ্‌রই উপর ন্যস্ত। তারপর তিনিই তাদের অবহিত করবেন যা কিছু তারা করত।

১৬০. কেউ কোন সৎ কাজ করলে সে তার দশগুণ লাভ করবে আর কেউ কোন অসৎ কাজ করলে সে তার সমান সাজাই পাবে এবং তার প্রতি জুলুম করা হবে না।

(اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ) যারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে, তাদের পিতৃপুরুষদের সত্য দীন প্রত্যাখ্যান করেছে কিংবা রূহের জগতেকৃত অঙ্গীকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে অথবা তাদের দীনে মতবিরোধের সৃষ্টি করেছে (وَكَانُوْا شِيَعًا) এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, যেমন ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজকে বিভক্ত হয়েছে (لَسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَيْءٍ) তাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন দায়-দায়িত্ব তোমার নেই–পরবর্তীতে অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা তাদের তাওবা তথা পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করলো কিংবা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা। আপনার ইখতিয়ারে

নয়। (إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ) তাদের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার ইখতিয়ারভুক্ত; (ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্বন্ধে অবহিত করবেন।

তওহীদ সহকারে (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ) কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎ কাজ যেমন আল্লাহ্র সাথে শরীক করলে (فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا)। তাকে শুধু ঐটারই প্রতিফল জাহান্নাম দেয়া হবে (وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। তাদের সৎ কাজকে হ্রাস করা হবে না এবং অসৎ কাজকে বর্ধিত করা হবে না।

(١٦١) قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

(١٦٢) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

(١٦٣) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○

১৬১. বলে দাও, আমাকে আমার প্রতিপালক সরল পথ প্রদর্শন করেছেন যা বিশুদ্ধ দীন, ইব্রাহীমের মিল্লাত, সে ছিল একনিষ্ঠ। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৬২. বল, আমার সালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ্রই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই। এ আদেশই আমাকে করা হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম আজ্ঞাবাহী।

(قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) হে মুহাম্মদ ﷺ মক্কাবাসী ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের বলুন, আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন আমার প্রতিপালক তাঁর দীনের দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করে মহাসম্মানিত করেছেন, উক্ত দীন প্রচারার্থে জগতবাসীকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা আমি কেমন করে জগতবাসীকে দাওয়াত দেব তা তিনি আমার কাছে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। (دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا - وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ঐটাই সত্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ অর্থাৎ মুসলিম এবং সে মুশরিকদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

হে মুহাম্মদ (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي) বলুন, 'আমার সালাত পাঁচ ওয়াক্ত (وَنُسُكِي) আমার ইবাদত ধর্ম, হজ্জ, কুরবানী (وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) আমার দুনিয়ার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের তথা জ্বিন ও মানবজাতির প্রতিপালক আল্লাহ্র আনুগত্য ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

(لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম অর্থাৎ আমার এই তা ওহীদের দাওয়াতে ও একনিষ্ঠ ইবাদতের আমিই সর্বপ্রথম।

(١٦٤) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

(١٦٥) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ○

১৬৪. বল, আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন রবের সন্ধান করব, অথচ তিনিই সব-কিছুর রব? কেউ কোন পাপ করলে তা তারই দায়িত্বে। একজন অন্যজনের ভার বহন করবে না। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন, যে বিষয়ে তোমরা ঝগড়া করছিলে।

১৬৫. এবং তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের একজনকে অন্যজনের উপর উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদের তাঁর দেওয়া বিধানাবলীতে পরীক্ষা করতে পারেন। তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং তিনি ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

হে মুহাম্মদ ﷺ (قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا) বলুন, আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে খুঁজব? অন্য প্রতিপালকের ইবাদত করব? (وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْئٍ) অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। তাঁর থেকেই সবকিছু নিঃসৃত। (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا) প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে দায়ী পাপের শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى) এবং কেউ অন্য কারোর ভার বহন করবে না কেউ অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না। ব্যাখ্যান্তরে একজনকে অন্যের পাপের জন্য দায়ী করা হবে না। কিংবা কাউকে পাপ ব্যতীত শাস্তি দেওয়া হবে না। অধিকন্তু সন্তুষ্টচিত্তে একে অন্যের বোঝা বহন করবে না বরং জবরদস্তি করে কর্মফল হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হবে। (ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ) অতঃপর মৃত্যুর পর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই, তৎপর যে বিষয়ে অর্থাৎ ধর্মে (فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ) তোমরা মতান্তর ঘটিয়ে ছিলে তা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

(وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰۤئِفَ الْاَرْضِ) তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ায়, অতীতের জাতিসমূহের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং যা সম্পদ ও সেবক (وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَاۤ اٰتٰكُمْ) তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে অপরের উপর মাল ও সেবকের আধিক্যের মাধ্যমে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যে তাঁকে অস্বীকার করে ও তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না (اِنَّ رَبَّكَ) আপনার প্রতিপালক তাকে (سَرِيْعُ الْعِقَابِ) শাস্তি দানে তৎপর এবং যে তাঁকে স্বীকার করে তার প্রতি (وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) তিনি ক্ষমাশীল, দয়াদ্র।

সূরা আ'রাফ

সূরা আল-আ'রাফ, মক্কী এবং এতে রয়েছে ২০৬টি আয়াত,
৩৬২৫টি শব্দ এবং ১৪,৩১০টি বর্ণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) الٓمّٓصٓ ○
(٢) كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○
(٣) اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

১. আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ।

২. তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমার মনে যেন এটার সম্পর্কে কোন সঙ্কোচ না থাকে এটার দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

৩. তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

(الٓمّٓصٓ) (আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ) এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'আমি আল্লাহ্ অধিক জ্ঞানী ও উত্তম' কিংবা এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন।

(كِتٰبٌ) আপনার নিকট কিতাব এই কুরআনুল কারীম জিবরাঈল মারফত (اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ) অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনার মনে অর্থাৎ অন্তরে যেন এটার কুরআনুল করীম সম্পর্কে এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয় অনুরূপ (حَرَجٌ مِّنْهُ) কোন সঙ্কোচ অর্থাৎ সন্দেহ (না থাকে। এটার দ্বারা মক্কাবাসীদেরকে (لِتُنْذِرَ بِهٖ) সতর্কীকরণের ব্যাপারে যাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে (وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ) এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর, কুরআন কর্তৃক ঘোষিত হালালকে হালাল জান এবং ঘোষিত হারামকে হারাম জান (وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ) এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করবে না, অর্থাৎ

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত মূর্তিদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে তাদের ইবাদত করবে না। (قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ) তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর অর্থাৎ তোমরা অল্প বা বেশী কোন উপদেশই গ্রহণ কর না।

(٤) وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ○
(٥) فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○
(٦) فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ○
(٧) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ○

৪. কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি। আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল।

৫. যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তখন তাদের কথা শুধু এটাই ছিল যে, 'নিশ্চয় আমরা জালিম ছিলাম।'

৬. অতঃপর যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করবই এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করব।

৭. তৎপর তাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞানের সাথে তাদের কার্যাবলী বিবৃত করবই, আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।

(وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا) কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, অর্থাৎ আমি তাদের আযাব দিয়েছি; (فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ) আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল রাতের বেলায় অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল। রাতে কিংবা দিনে অথবা মধ্যাহ্ন ভোজের পর যখন তারা নিদ্রিত ছিল তখন তাদের উপর আল্লাহ্র আযাব ও শাস্তি আপতিত হয়েছিল।

(فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ) (যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তখন তাদের কথা শুধু এটাই ছিল যে, 'নিশ্চয়ই আমরা জালিম ছিলাম। যখন তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে তাদের উপর আযাব প্রেরণ করা হয় তখন তারা স্বীকার করে যে তারা মুশরিক ছিল।

(فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ) অতঃপর যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে আমি রাসূলগণের প্রতি সাড়া দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব (وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ) এবং রাসূলগণকেও তাদের তাবলীগ দায়িত্ব আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব।

(فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ) তৎপর তাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞানের সাথে তাদের কার্যাবলী বিবৃত করবই আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না। যখন রাসূলগণ তাদের উপর অর্পিত তাবলীগ দায়িত্ব আদায় করেন তখন তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা রাসূলগণের সাথে কি ব্যবহার করেছিল আল্লাহ্ তা'আলা তা সবই প্রত্যক্ষ করেছেন।

(٨) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(٩) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ
(١٠) وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
(١١) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

৮. সেদিনের ওজন করা সত্য। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে।

৯. আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করত।

১০. আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

১১. আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি দান করি এবং তৎপর ফিরিশ্তাদেরকে আদমকে সিজদা করতে বলি; ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে সিজদকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না।

(وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ بِالْحَقُّ) সেদিন ওজন ঠিক করা হবে, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যাবতীয় কার্যাবলীর ওজন ইনসাফ সহকারে পরিমাপ করা হবে। (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ) (যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। অর্থাৎ যাদের নেকের পাল্লা ভারী হবে তারাই আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও অসন্তুষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ব্যাপারে সফলকাম হবেন।

(وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِآيَٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ) আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করত। যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে না বরং হালকা হবে তারা আল্লাহ্র আযাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেননা তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন তথা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে অস্বীকার করত।

(وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْأَرْضِ) আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে দুনিয়ায় (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ) তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।) হে বনী আদম! আমি তোমাদের পৃথিবীতে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছি তথায় তোমাদের পানাহার ও পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করেছি অথচ তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। অর্থাৎ তোমরা অল্প বেশী কিছুই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর না। ব্যাখ্যান্তরে তোমাদের জন্যে যা কিছু করা হয়েছে। সেই তুলনায় তোমাদের কৃতজ্ঞতা খুবই নগণ্য।

(وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ)। আমি তোমাদের সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের রূপদান করি এবং তৎপর ফিরিশতাদেরকে

আদমের নিকট নত হতে বলি; ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হয়। যারা নত হল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল না। আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করেন, আদম (আ)-কে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মানবজাতিকে মাতৃগর্ভে রূপদান করেন। আদম (আ)-কে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী জায়গায় রূপদান করেছিলেন। এরপর যে সব ফিরিশতা তখন পৃথিবীতে ছিলেন তাদেরকে আদম (আ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ সিজদা করতে বলেন। উপস্থিত সকল ফিরিশতাই সিজদা করলেন কিন্তু তাদের সর্দার আদম (আ)-এর প্রতি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না।

(١٢) قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○

(١٣) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

(١٤) قَالَ اَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

১২. তিনি বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সিজদা করলে না?' সে বলল, 'আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করেছ।'

১৩. তিনি বললেন, 'এ স্থান হতে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে, এটা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।'

১৪. সে বলল, 'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।'

(قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ) আল্লাহ্ বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি নত হলে না?' সে বলল, আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ; আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করেছ।' আদেশ মোতাবেক সিজদা না করায় আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইবলীস বলে, আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ আর আদম (আ)-কে তুমি কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করেছ। অগ্নি কর্দম থেকে উত্তম, অগ্নি কর্দমকে ভক্ষণ করতে পারে। সুতরাং আমিও আদম থেকে উত্তম। তাই আমি তাকে সম্মানসূচক সিজদা করতে পারি না।

(قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ) আল্লাহ্ বললেন, 'এ স্থান হতে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে বললেন, আকাশ থেকে নেমে যাও কিংবা ফিরিশতারূপ থেকে তুমি বহিষ্কার হয়ে যাও। কেননা ফিরিশতার সুরতরূপে মানবজাতির প্রতি অহংকার করা সমীচীন নয়। ব্যাখ্যান্তরে তুমি যমীন থেকে বের হয়ে যাও। আল্লাহ্র আযাবের দরুন যারা অধম বলে চিহ্নিত হবে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে।

(قَالَ اَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ) সে বলল, 'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' অভিশপ্ত ইবলীস কবর থেকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত জীবিত থাকার ও না মরার বাসনা প্রকাশ করল।

(১৫) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝
(১৬) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
(১৭) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝
(১৮) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

১৫. তিনি বললেন, 'যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে।'

১৬. সে বলল, 'তুমি আমাকে শাস্তিদান করলে, এজন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওঁত পেতে থাকব।'

১৭. 'অতঃপর আমি তাদের নিকট আসবই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হতে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।'

১৮. তিনি বললেন, 'এই স্থান হতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও। মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই।'

(قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ) আল্লাহ্ বললেন, 'যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে, সিংগায় ফুঁক দেবার সময় পর্যন্ত তোমাকে অবকাশ বা অভিশপ্ত হায়াত দেয়া হল।'

(قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ) সে বলল, তুমি আমাকে শাস্তি প্রদান করলে, এজন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওঁত পেতে থাকব।

(ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَاتَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ) (অতঃপর আমি তাদের নিকট আসবই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হতে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না। আমি তাদেরকে আখিরাত সম্বন্ধে পথভ্রষ্ট করব। আমি তাদেরকে বলব, 'বেহেশত, দোযখ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ কিছুই হবে না।' আমি তাদেরকে আরো বলব, 'এ দুনিয়া ধ্বংস হবে না', আমি তাদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে, প্রতিরোধ করতে, কৃপণতা ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে, প্রশ্রয় দিতে প্ররোচিত করব। ধর্মের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করব–যারা হিদায়াতের পথে আছে তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করব যাতে তারা হিদায়াত থেকে বিচ্যুত হয়, আর যারা পথভ্রষ্টতা ও বিপথে রয়েছে তাদেরকে তা চমকপ্রদ করে উপস্থাপন করব, যাতে তারা এটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে রাখে। আর আমি তাদের ভোগ-বিলাসের প্রতিও মত্ত ও উন্মাদ করে রাখব। ফলশ্রুতিতে তুমি তাদের অধিকাংশকেই মু'মিন বান্দা পাবে না।

(قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا) তিনি বললেন, 'এ স্থান হতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও, কিংবা নিন্দিত ও বঞ্চিত অবস্থায় ফিরিশতার রূপ বা তালিকা থেকে বের হয়ে যাও। (لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ) মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই। অর্থাৎ জ্বিন ও মানব জাতির কাফিরদের দ্বারা আমি নিশ্চয়ই জাহান্নাম পূর্ণ করবই।

(১৯) وَيَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِينَ ○

(২০) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخٰلِدِينَ ○

(২১) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِينَ ○

(২২) فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ○

১৯. 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

২০. অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের নিকটে গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।'

২১. সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, 'আমি তো তোমাদের হিকাকাঙ্ক্ষীদের একজন।'

২২. এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করল। তৎপর যখন তারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজদেরকে আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করি নাই এবং আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?'

(وَيٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا) এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সহধর্মিণী হাওয়া (আ) জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর (وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ)। কিন্তু এ জ্ঞান বৃক্ষের নিকটবর্তী হবে না, হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ নিজেদের আত্মার ক্ষতি নিজেরাই করবে।

(فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَاوٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ) অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করবার জন্যে শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাবে কিংবা তোমরা স্থায়ী হয়ে যাও– এজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ নূরানী পোশাকে আচ্ছাদিত আদম ও হাওয়ার লজ্জাস্থানকে প্রকাশ করে দেবার জন্যে শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, 'হে আদম ও হাওয়া! আল্লাহ্

তোমাদেরকে এ বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা তোমরা এ বৃক্ষের ফল খেলে বেহেশতের মধ্যে ভাল-মন্দের জ্ঞান অর্জন করবে কিংবা তোমরা বেহেশতে স্থায়ী হয়ে যাবে।

(وَقَاسَمَهُمَا اِنِّىْ لَكُمَا) সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, এটা যে চিরস্থায়ী বৃক্ষ, এ শপথের বিষয়ে (لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ) আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।

(فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ) এভাবে সে প্রবঞ্চনার দ্বারা তাদেরকে অধঃপতিত করল, অর্থাৎ বৃক্ষ ফল খাওয়ার প্রতি প্ররোচিত হয়ে তারা ফল খেল। (فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ) এরপর যখন তারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তাঁরা উদ্যানপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। যখন তাঁরা লজ্জাবোধ করতে লাগলেন তখন তাঁরা বেহেশতের তিন বৃক্ষের দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে লাগলেন। (وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ) তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের ফল খেতে বারণ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

(٢٣) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

(٢٤) قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

(٢٥) قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ○

২৩. তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

২৪. তিনি বললেন, 'তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।'

২৫. তিনি বললেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং তথা হতেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।'

(قَالَا رَبَّنَا) তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের কৃত পাপের দ্বারা (ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا) নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর (وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا) এবং দয়া না কর, বরং আযাব দাও (لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ) তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। অর্থাৎ আযাব ভোগকারীদের দলভুক্ত হয়ে পড়ব।

(قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) (আল্লাহ্ বললেন, 'তোমরা একে' অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও। আল্লাহ্ তায়ালা আদম; হাওয়া, শীস ও ময়ূরকে সম্বোধন করে বলেন, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে বেহেশত থেকে নেমে যাও। (وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ) এবং পৃথিবীতে কিছুকালের

জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রয়েছে। মৃত্যু পর্যন্ত তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করার অনুমতি দেয়া হল।

(قَالَ فِيْهَا) আল্লাহ্ বললেন, 'সেখানেই পৃথিবীতে (تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ) তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং তথা হতেই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন বের করে আনা হবে।

(٢٦) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

(٢٧) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

২৬. হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ, এটাই সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৭. হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে– যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল, তোদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখার জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি।

(يٰبَنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا) হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি, পোশাকের মধ্যে রয়েছে সূতীবস্ত্র, পশম ও লোমের বস্ত্র ইত্যাদি, বেশভূষার মধ্যে রয়েছে ঘরের আসবাবপত্র, সম্পদ ইত্যাদি। (وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ) তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট তাওহীদ, সৎকাজ ও আল্লাহ্ ভীতি-তাকওয়ার পরিচ্ছেদ, তা সূতী বস্ত্র থেকে উৎকৃষ্ট। (ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ) সূতী বস্ত্রের পরিচ্ছদ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(يٰبَنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ) হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে আমার আনুগত্য থেকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে– (كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ) যেভাবে তোমাদের পিতামাতা আদম ও হাওয়াকে (مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا) সে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্যে তাদেরকে নূরের পোশাক হতে (اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ) বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দল তথা সৈন্য-সামন্ত তোমাদেরকে এমন স্থান থেকে দেখে যে, তোমরা

তাদেরকে দেখতে পাও না, কেননা তোমাদের অন্তরসমূহ তাদের বাসস্থান। (اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ) যারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআন সম্পর্কে ঈমান আনে না আমি শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছি।

(٢٨) وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ۗ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

(٢٩) قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ○

২৮. যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে এটা করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এটার নির্দেশ দিয়েছেন।' বল, 'আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলতেছ যা তোমরা জান না?

২৯. বল, 'আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের। প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে।

(وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً) যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলাহ ও হামকে হারাম গণ্য করে (قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا) তখন বলে, 'আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে এগুলো হারাম গণ্য করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এটার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমরা বাহীরা, সাইবা ওয়াসীলাহ ও হামকে হারাম মনে করি। (قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের তথা পাপ, খাদ্য শস্য ও জন্তু জানোয়ারকে মনগড়া হারাম গণ্য করার নির্দেশ দেন না। (اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ) তোমরা কি বরং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ, যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

(قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ) হে মুহাম্মদ তাদেরকে বলুন, 'আমার প্রতিপালক ন্যায় বিচারের তথা তাওহীদ ও কালেমায়ে তৈয়্যেবার নির্দেশ দিয়েছেন। (وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ) প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে, ইবাদত করবে। প্রতিশ্রুতির দিনে সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগা, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, সমর্থনকারী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হিসেবে তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে।

(٣٠) فَرِيْقًا هَدٰى وَ فَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۚ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

(٣١) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○

(٣٢) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৩০. একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছিল এবং মনে করত তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।

৩১. হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

৩২. বল 'আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এই সমস্ত তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে। এরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি।'

(فَرِيْقًا هَدٰى) একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন, অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার মারেফাত ও সৌভাগ্য লাভের তাওফিক দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আর তারাই আহলে ইয়ামীন বা ডানপন্থী। (وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ) এবং অপরদলের পথ ভ্রান্তি সঙ্গভাবে নির্ধারিত হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দুর্ভাগ্য ও আল্লাহ্র মারেফাত হাসিল করার জন্যে তৎপর না হওয়ার দ্বারা অপমানিত করেছেন। আর তারাই আহলে শিমাল বা বামপন্থী। (اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ) তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছিল, তবে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই জানতেন যে, তারা আল্লাহ্ ব্যতীত শয়তানকে নিজেদের অভিভাবক করবে। নিজেদেরকে তারা সৎপথগামী মনে করত। বামপন্থীরা দুনিয়ায় নিজেদেরকে আল্লাহ্র পথে সুপরিচালিত ও ধাবিত বলে ধারণা করত।

(يٰبَنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ)। হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অমিতাচার করবে না। তিনি অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না। কাফিরগণ হজ্জ ও উমরার সময় উলঙ্গ হয়ে কা'বার তাওয়াফ করত। তাই বিধি মোতাবেক পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে সালাত ও তাওয়াফ আদায় করতে এ আয়াতে আল্লাহ্ নির্দেশ দেন, গোশত খেতে বলেন, দুধ পান করতে অনুমতি দেন, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশুদ্ধ জীবিকা, গোশত ও চর্বি হারাম গণ্য করতে নিষেধ করেন। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা হালাল থেকে হারামের প্রতি সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না।

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলুন 'আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে? মক্কাবাসীরা জাহিলিয়াতের যুগে হজ্জের দিনগুলোতে গোশত ও চর্বি খাওয়া হারাম মনে করত, পুরুষগণ দিনের বেলায় এবং নারীরা রাতে উলঙ্গ অবস্থায় হারাম শরীফে প্রবেশ করত ও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করত। আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ লজ্জাহীন কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন, (قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ) 'হে মুহাম্মদ! ﷺ বলুন 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত সুযোগ সুবিধা তাদের জন্যে, যারা ঈমান আনে। তবে পার্থিব জীবনে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকায় অনুগত ও নাফরমান বান্দারা অংশীদার। অবশ্য আখিরাতে কাফিরদের এ সমস্ত বস্তুতে কোন অংশ থাকবে না। (كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ) এরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি। অর্থাৎ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য হালাল ও হারামের পূর্ণ বর্ণনা সম্বলিত কুরআনকে আমি বিস্তারিত বর্ণনা করি। ফলত তারা বিশ্বাস স্থাপন করে যে, কুরআন আল্লাহ্-প্রদত্ত কিতাব।

(٣٣) قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

(٣٤) وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

৩৩. বল, 'নিশ্চয়ই আমরা প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা– যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।'

৩৪. প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব করতে পারবে না এবং ত্বরাও করতে পারবে না।

(قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) হে মুহাম্মদ ﷺ তাদেরকে বলুন, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, প্রকাশ্য যিনা ও অপ্রকাশ্য যিনা (وَالْاِثْمَ) আর পাপ তথা শরাব পান, যেমন কোন কবি বলেছেনঃ 'আমি এত পরিমাণে পাপ শরাব পান করেছিলাম যে, তাতে আমার আকল বা বিবেক বিদায় নিয়েছিল। অনুরূপভাবে এই পাপ বিবেক-বিবেচনাকে বিলুপ্ত করে দেয়। কবি আরো বলেছেন ঃ 'আমি পাপ-শরাব পেয়ালা দিয়ে প্রকাশ্যভাবে পান করেছিলাম। তুমি দেখতে পাবে এ দ্বারা আমাদের লাঞ্ছনা ও অপমানই অর্জিত হয়েছিল। (وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا) এবং অসঙ্গত বিরোধিতা ও কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নি অর্থাৎ এ সম্পর্কে কোন কিতাব কিংবা কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করা হয়নি। (وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ) এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই যেমন খাদ্য শস্য, জন্তু-জানোয়ার, পবিত্র জীবিকা ও বিশেষ ধরনের পোশাকাদি মনগড়াভাবে হারাম মনে করা।

(وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ) প্রত্যেক জাতির অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের ধ্বংসের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে (فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ) যখন তাদের ধ্বংসের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্ত কালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না, তাদেরকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেয়া হবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তাদের ধ্বংস করা হবে না।

(٣٥) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

(٣٦) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(٣٧) فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ○

৩৫. হে বনী আদম! যদি তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল তোমাদের নিকট আসে আমার নিদর্শন বিবৃত করে। তখন যারা সাবধান হবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে, তা হলে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।

৩৬. যারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্বন্ধে অহংকার করেছে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁরা নিদর্শনকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে? তাদের জন্য যে হিস্‌সা লিপিবদ্ধ রয়েছে তা তাদের নিকট পৌঁছবে। যতক্ষণ না আমার ফিরিশতাগণ জান কবজের জন্য তাদের নিকট আসবে ও জিজ্ঞাসা করবে, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়?' তারা বলবে, 'তারা অন্তর্হিত হয়েছে' এবং তারা স্বীকার করবে যে, তারা কাফির ছিল।

(يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ) হে বনী আদম! যদি তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল তোমাদের নিকট এসে আমার নিদর্শন বিবৃত করে তখন যারা সাবধান হবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত ও হবে না। হে আদম সন্তান! যখন তোমাদের কাছে তোমাদের ন্যায় মানুষ রাসূল হিসেবে আগমন করবে ও আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ সম্পর্কীয় নিদর্শনসমূহ তোমাদের পাঠ করে শুনাবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার প্রতিপালক ও তার মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ককে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সংশোধন করবে তথা ত্রুটিমুক্ত করবে তার জাহান্নামের কোন আযাবের ভয় থাকবে না এবং সে জান্নাত হারানোর ব্যাপারেও কোন প্রকার চিন্তিত হবে না।

(وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ) যারা আমার নিদর্শনকে তথা কিতাব ও রাসূলকে তারাই অগ্নিবাসী প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অহংকারে ঐটা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ঈমান আনেনি (هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তারা ওখানে মরবে না এবং ওখান থেকে বেরও হতে পারবে না।

(فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর নিদর্শন মুহাম্মদ ﷺ ও আল-কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা বড় জালিম কে? অর্থাৎ সে-ই বড় নাফরমান ও ধৃষ্ট। (اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ) নির্ধারিত অংশ এদের নিকট পৌঁছবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কিতাবে যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে যেমন কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা হবে কালো এবং চক্ষু হবে নীলবর্ণ। হে মুহাম্মদ ﷺ তাদের অবকাশ দিন (حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا) যতক্ষণ না আমার ফিরিশতাগণ অর্থাৎ মালাকুল মওত ও তার সাহায্যকারীগণ তাদের (يَتَوَفَّوْنَهُمْ) প্রাণ হরণের জন্য তাদের নিকট আগমন করবে ও তাদের প্রাণ হরণের সময় তাদের (قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) জিজ্ঞাসা করবে, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়? 'যারা তোমাদেরকে আমা থেকে রক্ষা করবে' (قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ) উত্তরে তারা বলবে তারা নিজেদেরকে নিয়ে আমাদের থেকে অন্তর্হিত হয়েছে এবং তারা স্বীকার করবে যে, দুনিয়ায় আল্লাহ্ ও রাসূলগণ সম্পর্কে (اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ) তারা কাফির ছিল।

(٣٨) قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ۝

৩৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানব দল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা অগ্নিতে প্রবেশ কর।' যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে, এমনকি যখন সকলে তাতে একত্র হবে তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল; সুতরাং এদেরকে দ্বিগুণ অগ্নি-শাস্তি দাও।' আল্লাহ্ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না।'

(قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ) তাদেরকে আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে যে) কাফির (مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ) জ্বিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা অগ্নিতে প্রবেশ কর।' যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখন পূর্বে প্রবেশকারী (لَّعَنَتْ اُخْتَهَا حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا) অপর দলকে তারা অভিসম্পাত

করবে এমনকি যখন সকলে তাতে একের পর এক একত্রিত হবে তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরা অর্থাৎ সর্দাররাই আমাদেরকে তোমার দীন ও আনুগত্য থেকে বিভ্রান্ত করেছিল (فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ـ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ) সুতরাং এদেরকে আমাদের দ্বিগুণ অগ্নি-শাস্তি প্রদান কর। আল্লাহ্ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে কিন্তু তোমরা তোমাদের আযাব ও শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে জ্ঞাত নও।

(٣٩) وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝

(٤٠) اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ۝

৩৯. তাদের পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদেরকে বলবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন কর।

৪০. যারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার এবং সে সম্বন্ধে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না– যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিব।

(وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ) তাদের পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদেরকে বলবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কাজেই আমাদের শাস্তি তোমাদের থেকে দ্বিগুণ হতে পারে না, আমরা যেরূপ কাফির ছিলাম, তোমরাও অনুরূপ কাফির ছিলে, আমরা যেরূপ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে পূজা করতাম তোমরাও অনুরূপ করতে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, (بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ) সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ কর দুনিয়াতে তোমরা কথা ও কাজে শিরক করতে; কাজেই এখন তার ফল ভোগ কর।

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا) যারা আমার নিদর্শন মুহাম্মদ ﷺ ও আল-কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকারে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় ঈমান আনে না (لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ) তাদের জন্যে তাদের সৎ কাজ ও পবিত্র আত্মা ও ঊর্ধ্বগমনের নিমিত্তে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না–যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। সূঁচের ছিদ্রপথে যেমন উষ্ট্রের প্রবেশ অসম্ভব তাদের জান্নাতে প্রবেশও তেমনি অসম্ভব। সূঁচের ছিদ্রে উষ্ট্র প্রবেশ করানোর প্রবাদের ন্যায় বলা হয়ে থাকে, সূঁচের ছিদ্রে এমন মোটা রশি প্রবেশ করানো, যার দ্বারা নৌকা বাঁধা হয়ে থাকে। (وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ) এরূপে আমি অপরাধীদের প্রতিফল দেব। অর্থাৎ মুশরিকদের প্রতিফল দিব।

(٤١) لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ○
(٤٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ۖ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○
(٤٣) وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۗ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৪১. তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও; এভাবে আমি জালিমদেরকে প্রতিফল দিব।

৪২. আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে তারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

৪৩. আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব, তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী এবং তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদেরকে এটার পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পাইতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী এনেছিল,' এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।

(لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ) তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও অগ্নি দ্বারাই প্রস্তুত করা হবে। (وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ) এভাবে আমি জালিম অর্থাৎ মুশরিকদের প্রতিফল দেব।

(وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না; মুহাম্মদ ও আল-কুরআনের প্রতিযারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালক ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন (সৎ কাজ) করে তারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। সেখানে তারা মরবে না এবং সেখানে থেকে বেরও হবে না।

(وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ) তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব, দুনিয়ায় তাদের অন্তরে যে সব শত্রুতা-হিংসা, বিদ্বেষ ও ঈর্ষা পরায়ণতা বিরাজ করত তা দূর করা হবে। আখিরাতে (تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ) তাদের পাদদেশে বাসস্থান ও শয্যার নীচে প্রবাহিত হবে পবিত্র শরাব, পানি, মধু ও দুধের নদী এবং যখন তারা তাদের জন্য নির্ধারিত মনোরম বাসস্থানে কিংবা অনন্ত জীবনের প্রস্রবণে পৌঁছবে তখন (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ) তারা বলবে, 'সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌রই (الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا) যিনি আমাদের এরূপ বাসস্থান ও প্রস্রবণের পথ দেখিয়েছেন। (وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ) আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। অর্থাৎ যখন ঈমানদারগণ তাদের ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত বদান্যতা দেখবেন, তখন বলবেন, সমস্ত প্রশংসা, শোকর ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদেরকে দীন ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন আর তিনি যদি দীন ইসলামের প্রতি

হিদায়াত না করতেন তাহলে আমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হতাম না। (لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ) আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী এনেছিলেন। তারা এরূপ প্রতিদান ও বদান্যতার সত্য সংবাদ নিয়ে তাশরীফ এনেছিলেন। (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে, অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ায় যেসব ভাল কাজ করতে ও ভাল কথা বলতে তারই প্রতিদান হিসেবে তোমাদেরকে জান্নাত প্রদান করা হয়েছে।

(٤٤) وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

(٤٥) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۝

(٤٦) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝

৪৪. জান্নাতবাসিগণ অগ্নিবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি? তারা বলবে, 'হ্যাঁ, অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে, 'আল্লাহ্‌র লা'নত জালিমদের উপর–

৪৫. 'যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত; তারাই আখিরাত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।'

৪৬. উভয়ের মধ্যে পর্দা আছে এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনবে এবং জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের শান্তি হোক।' তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করে।

(وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ) জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে সওয়াব ও বদান্যতা প্রদানের (أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا) প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। হে জাহান্নামবাসীগণ! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে আযাব ও লাঞ্ছনার কথা (فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ) যা বলেছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছ কিনা? তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' (فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ) এর পর জনৈক ঘোষণাকারী জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের মাঝে ঘোষণা করবে (أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ) 'আল্লাহ্‌র লা'নত আযাব (عَلَى الظَّالِمِينَ)। জালিমদের (কাফিরদের) উপর।

(اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দীন ও আনুগত্য থেকে জনগণকে বিরত রাখত (وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ) এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত তারাই পরকালকে তথা মৃত্যুর পর উত্থানকে প্রত্যাখ্যান করত।

(وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ) জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের মাঝে পর্দা (প্রাচীর) রয়েছে (وَعَلَى الْاَعْرَافِ) এবং আ'রাফে প্রাচীরে (رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰهُمْ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ) কিছু লোক থাকবে যাদের পাপ-পুণ্য সমান হবে ব্যাখ্যান্তরে তারা আলেম ও ফকীহ্‌বৃন্দ যারা উপজীবিকার উৎস সম্পর্কে ছিল সন্দেহ পোষণকারী যারা জান্নাত ও জাহান্নামবাসী প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনবে জাহান্নামীদের চেহারা হবে কালো ও চোখ হবে নীলবর্ণ এবং জান্নাতবাসীদের চেহারা হবে সাদা, উজ্জ্বল ও তাদের উযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হবে শুভ্র। প্রাচীরবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে 'তোমাদের শান্তি হোক'। তারা প্রাচীরবাসীগণ (اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ) তখন ও জান্নাতে প্রবেশ করেনি কিন্তু আকাংখা করে।

(٤٧) وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٤٨) وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

৪৭. যখন তাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেয়া হবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিমদের সঙ্গী করিও না।'

৪৮. আ'রাফবাসিগণ যে লোকদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না।'

(وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحٰبِ النَّارِ) যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, কিংবা তারা জাহান্নামীদেরকে দেখবে (قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا) তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জাহান্নামে কাফির (مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ) জালিমদের সঙ্গী করবেন না।

(وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَا اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ) আ'রাফবাসীগণ যে কিছু সংখ্যক কাফিরকে তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করার পূর্বে লক্ষণ অর্থাৎ তাদের মুখমণ্ডলের কালিমা ও চক্ষুর পাণ্ডবর্ণ দ্বারা চিনবে তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, হে আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন আল-মুগীরা, হে আবূ জাহল ইব্‌ন হিশাম, হে উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ, হে উবাই ইব্‌ন খাল্‌ফ আল-জুমাহী, হে আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব এবং উপস্থিত সমস্ত সর্দারবৃন্দ তোমাদের দল সম্পদ ও সেবাদাস সমর্থকবৃন্দ এবং মুহাম্মদ ﷺ ও আল-কুরআনের প্রতি তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না। অতঃপর তারা জান্নাতবাসীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সালমান ফারসী (রা), সুহাইব (রা), আম্মার (রা) ও সমস্ত দুর্বল ও ফকীরদের দেখে বলবে ঃ

(٤٩) أَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ○

(٥٠) وَنَادٰىٓ أَصْحٰبُ النَّارِ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۚ قَالُوْٓا إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

(٥١) الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

৪৯. এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না। এদেরকেই বলা হবে, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না।'

৫০. জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে কিছু দাও।' তারা বলবে, 'আল্লাহ্ তো এই দু'টি হারাম করেছেন কাফিরদের জন্য–

৫১. 'যারা তাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল' সুতরাং আজ আমি তারেদকে বিস্মৃত হব, যেভাবে তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলেছিল এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিল।

(أَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ) দেখ, এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না, হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা কি দুনিয়ায় এসব দুর্বলদের সম্পর্কে শপথ করে বলতে না যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে বেহেশত দান করবেন না অথচ এখন তোমাদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও তারা বেহেশতে প্রবেশ করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচীরবাসীদের বলবেন (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ)। তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন আযাবের ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।

(وَنَادٰى أَصْحٰبُ النَّارِ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ) জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও এবং আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদের যা দিয়েছেন তা অর্থাৎ বেহেশতের ফল হতে কিছু দাও। (قَالُوْا إِنَّ اللّٰهَ) তারা জান্নাতবাসীরা বলবেন আল্লাহ্ তা'আলা এই দুটো বেহেশতের ফল ও পানি (حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ) নিষিদ্ধ করেছেন কাফিরদের জন্য।

(الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا) যারা তাদের দীনকে ক্রীড়া কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন কিংবা দুনিয়ার নায-নিয়ামত যাদেরকে প্রতারিত করেছিল, আজ কিয়ামতের দিবস (فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ) আমি তাদেরকে বিস্মৃত হব তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।

(كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا) যেভাবে তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলেছিল এদিনের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল (وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا) এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে) অর্থাৎ আমার কিতাব ও আমার রাসূলকে (يَجْحَدُوْنَ) অস্বীকার করেছিল।

(৫২) وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○
(৫৩) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

৫২. অবশ্য আমি তাদেরকে পৌঁছিয়েছিলাম এমন এক কিতাব যা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যা ছিল মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া।

৫৩. তারা কি শুধু তার পরিণামের প্রতীক্ষা করে যেদিন তার পরিণাম প্রকাশ পাবে সেদিন যারা পূর্বে তার কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী এনেছিল, আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে, যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় ফিরে যেতে দেয়া হবে, যেন আমরা পূর্বে যা করতাম তা হতে ভিন্নতর কিছু করতে পারি?' তারা নিজেদেরই মিথ্যা রচনা করত তাও অন্তর্হিত হয়েছে।

(وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ) অবশ্য তাদেরকে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব যা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যা ছিল মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য ভ্রষ্টতা থেকে পথ নির্দেশ আযাব থেকে পরিত্রাণ বা দয়া।

তারা মক্কাবাসীগণ (هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ يَوْمَ يَاْتِيْ) কি শুধু এটার কুরআনে দেয়া প্রতিশ্রুতির পরিণামের প্রতীক্ষা করে? (تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ) যেদিন কিয়ামতের দিন এটার পরিণাম প্রকাশ পাবে সেদিন যারা পূর্বে দুনিয়ায় ওটার কথা ভুলে গিয়েছিল অর্থাৎ অস্বীকার করেছিল তারা বলবে, (قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ) আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো জান্নাত, জাহান্নাম ও মৃত্যুর পর উত্থানের বর্ণনা সম্বলিত সত্যবাণী এনেছিলেন কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করেছিলাম (فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ) আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য) আযাব থেকে রক্ষা পাবার নিমিত্ত (فَيَشْفَعُوْا لَنَا) সুপারিশ করবে (اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ) অথবা আমাদেরকে কি পুনরায়) দুনিয়ায় ফিরে যেতে দেয়া হবে যেন আমরা পূর্বে যা করতাম তা হতে ভিন্নতর কিছু করতে পারি? অর্থাৎ আমরা যেন ঈমান আনি এবং শিরকের পরিবর্তে নেক আমল করতে পারি। (قَدْ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ) তারা নিজেরা বেহেশত হারিয়ে এবং জাহান্নামের শাস্তি অর্জন করে, নিজেদের

ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করত, অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিমা ও দেব-দেবীর পূজা করত তাও অন্তর্হিত হয়েছে। প্রতিমা ও দেব-দেবীগুলো পূজা-অর্চনাকারীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। অন্য কথায় এগুলো তাদের কোন উপকারে আসবে না।

(٥٤) إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبٰرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ ○

(٥٥) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○

(٥٦) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلٰحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ○

৫৪. তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনের সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি 'আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্।

৫৫. তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।

৫৬. দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ঘটাও না, তাঁকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র অনুগ্রহ সৎকর্ম পরায়ণদের নিকটবর্তী।

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী দুই দিনে সৃষ্টি করেন। একদিনের সমান এক হাজার বছর, এটা দুনিয়ার ২৪ ঘণ্টার দিন নয়। (ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ) অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন, আরশের তৈরীতে মনোনিবেশ করেন কিংবা আরশে স্থির হন। (يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهِ) তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। (الا له الخلق والأمر) জেনে রেখ, আকাশমণ্ডলী এবং সৃজন, কিয়ামতের দিন বান্দাদের মধ্যে মীমাংসার আদেশ তাঁরই। (تَبٰرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ) মহিমময় কিংবা পরাক্রমশালী বা উদ্ধারকারী এবং জগতসমূহের প্রতিপালক অর্থাৎ জগতসমূহের মনিব ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ্।

(ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) তোমরা বিনীতভাবে প্রকাশ্য ও গোপনে কিংবা ভীত-সন্ত্রস্তভাবে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি জালিমদের পছন্দ করেন না। যারা নেককারদের বিরুদ্ধে এমন দোয়া করে যা তাদের জন্য সমীচীন নয়।

দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানের মাধ্যমে (وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا) শান্তি স্থাপনের পরও ওখানে আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি আহ্বানের মাধ্যমে বিপর্যয় সংঘটিত করবে না, তাঁকে তাঁর আযাবের (ভয় এবং) তাঁর বেহেশত লাভের আশার সাথে ডাকবে, ইবাদত করবে। যারা কথা ও কাজে নিষ্ঠাবান এবং মুমিন এরূপ (اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ)। সৎ কর্মপরায়ণদের জন্যে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ নিকটবর্তী।

(৫৭) وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

(৫৮) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ۝ ع

৫৭. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন তা ঘন মেঘ বহন করে তখন আমি তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে তা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তৎপর তার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এভাবে আমি মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর।

৫৮. এবং উৎকৃষ্ট ভূমি– এটার ফসল এর প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠোর পরিশ্রম না করলে কিছুই জন্মায় না। এভাবে আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বিবৃত করি।

(وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ) তিনিই স্বীয় অনুগ্রহ বৃষ্টির প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। (حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ) যখন ওটা বায়ু, বৃষ্টি সহকারে ঘন মেঘ বহন করে তখন ওটাকে ঘাস তরু-লতাহীন নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে তা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি তৎপর তার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। (كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى) এইভাবে যেমন তৃণলতার মাধ্যমে পৃথিবীকে জীবিত করি মৃতকে জীবিত করি কবর থেকে মৃতকে পুনরুত্থান করব (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) (যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর।

(وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ) এবং উৎকৃষ্ট ভূমি উৎপাদনশীল, যা লবণাক্ত নয় (يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ) (তার ফসল তার প্রতিপালকের আদেশ) কোন প্রকার পরিশ্রম ও কষ্ট ব্যতিরেকেই (উৎপন্ন হয়) অনুরূপভাবে খাঁটি মুমিন বান্দা সন্তুষ্টচিত্তে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ্ তায়ালার আদেশকে মান্য করে থাকেন। এবং যা নিকৃষ্ট অর্থাৎ লবণাক্ত ও অদ্রভূমি– (وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا) (তাতে কঠোর পরিশ্রম না করলে কিছুই জন্মায় না)। অনুরূপভাবে মুনাফিক অসন্তুষ্টচিত্তে ও অনিচ্ছাসহকারে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে না। (كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ) এই আয়াতে উল্লেখিত সৎ ও অসৎ মানুষের উপমার ন্যায় এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্ন ভাবে বিবৃতি করি।

(٥٩) لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

(٦٠) قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(٦١) قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٦٢) اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৫৯. আমি তো নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করতেছি।"

৬০. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতেছি।'

৬১. সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নাই, বরং আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।

৬২. 'আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি ও তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহ্‌র নিকট হতে জানি।

(لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ) আমি তো নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, আল্লাহ্‌র তাওহীদকে স্বীকার কর। আমি তোমাদেরকে যেই মাবূদের প্রতি আহ্বান করছি (مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ) তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। যদি তোমরা ঈমান না আন তাহলে (اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ) আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।

(قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖ) তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, হে নূহ! তুমি যা বলছ তাতে (اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

(قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ) সে বলেছিল হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নেই, আমি তো তোমাদের নিকট প্রেরিত জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।

(اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ) আমার প্রতিপালকের আদেশ-নিষেধ সম্বলিত নবূওয়াতের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি। তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র হিতোপদেশ দিচ্ছি। তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাবের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন করছি, তাওবা ও ঈমানের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান করছি। এবং ঈমান গ্রহণ না করলে যে আযাবের সম্মুখীন হতে হবে এ সম্বন্ধে (وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ) তামরা যা জান না আমি তা আল্লাহ্‌র নিকট হতে জানি।

(٦٣) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

(٦٤) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ۝

(٦٥) وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

৬৩. 'তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর।'

৬৪. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সংগে যারা তরণীতে ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করি এবং যারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করি। তারা তো ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

৬৫. 'আদ জাতির নিকট আমি তাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমরা কি সাবধান হবে না?'

(اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ) তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট উপদেশ, নবূওয়াত এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে, (وَلِتَتَّقُوْا) তোমরা সাবধান হও। আল্লাহ্‌র তা'আলার আনুগত্য কর ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত থেকে বিরত থাক। (وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ) এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর, তোমাদেরকে যেন শাস্তি ভোগ করতে না হয়।

(فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা তরণীতে ছিল আমি তাদেরকে মহাপ্লাবন ও আযাব থেকে উদ্ধার করেছি এবং যারা আমার নিদর্শন, হযরত নূহ (আ) ও আল্লাহ্‌র কিতাব (وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ) প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম। তারা ছিল একটি অন্ধ সম্প্রদায়। আল্লাহ্‌র হিদায়াতের প্রতি অমনোযোগী এবং তাঁকে অস্বীকারকারী।

(وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا) আ'দ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা নবী হূদকে প্রেরণ করে ছিলাম। (قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ) সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। একত্ববাদকে স্বীকার কর। (مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ) তোমাদের জন্যে তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, যার দিকে আমি তোমাদের আহ্বান করছি। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদতের পরিণতি সম্পর্কে (اَفَلَا تَتَّقُوْنَ) তোমরা কি সাবধান হবে না ?

(٦٦) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ۝

(٦٧) قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ۝

(٦٨) أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۝

(٦٩) أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

৬৬. তারা সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরী করেছিল, তারা বলেছিল 'আমরা তো দেখতেছি তুমি নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি।'

৬৭. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নহি, বরং আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।

৬৮. 'আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিকাকাঙ্ক্ষী।

৬৯. 'তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো যে, তোমদের নিকট তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের দৈহিক গঠনে অধিকতর হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হবে।'

(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ سَفَاهَةٍ) তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা কুফরী করেছিল, তারা বলেছিল, 'আমরা তো দেখছি তুমি তোমার কথাবার্তায় নির্বোধ (وَاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ)। এবং তোমাকে আমরা তো তোমার কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী মনে করি।

(قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ) সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে প্রেরিত রাসূল।

(اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ) আমি আমার প্রতিপালকের আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত বাণী রিসালাত তোমাদের নিকট পৌছাচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছি, তাওবা ও ঈমানের প্রতি তোমাদের আহ্বান করছি, আমার প্রতিপালকের রিসালাত আমি তোমাদের কাছে যথাযথ পৌছিয়ে দিচ্ছি কিংবা নবূওয়াত প্রচার করার পূর্বে আমি তোমাদের কাছে স্বীকৃত বিশ্বস্ত ছিলাম কিন্তু এখন কেন তোমরা আমাকে অপবাদ দিচ্ছ।

(اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ) তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদের মত (ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ) একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে উপদেশ নবূওয়াত এসেছে? (وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ) এবং স্মরণ কর,

আল্লাহ্ তোমাদেরকে নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের (خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ) পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা লম্বা, চওড়া ও (وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوْا آلَاءَ اللّٰهِ) শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর) আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে।

(৭০) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

(৭১) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ

(৭২) فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ

৭০. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা যেন এক আল্লাহ্র 'ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার 'ইবাদত করত তা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।'

৭১. সে বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে; তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাহ এমন কতকগুলো নাম সম্বন্ধে যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সৃষ্টি করেছে এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করতেছি।'

৭২. অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম; আর আমার নিদর্শনকে যারা অস্বীকার করেছিল এবং যারা মু'মিন ছিল না তাদেরকে নির্মূল করেছিলাম।

(قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا) তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা শুধু আল্লাহ্র 'ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যারা বিভিন্ন মা'বূদের ইবাদত করত তা বর্জন করি? (فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ) সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো।

(قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ) সে বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েই রয়েছে তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতগুলো দেব-দেবীর (سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ) নাম সম্বন্ধে যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সৃষ্টি করেছ এবং যে তাদের ইবাদত (مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ) সম্বন্ধে আল্লাহ্

কোন সনদ অর্থাৎ দলীল কিংবা কিতাব প্রেরণ করেন নি? (فَانْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ) সুতরাং তোমরা আমার ধ্বংসের প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে তোমাদের ধ্বংসের প্রতীক্ষা করছি।

(فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ) অতঃপর তাকে হুদ (আ)-কে ও তার সংগীদেরকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম; আর আমার নিদর্শনকে আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূল হুদ (আ)-কে (كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ) যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং যারা মুমিন ছিল না তাদের নির্মূল করেছিলাম। যাদেরকে নির্মূল করা হয়েছিল তারা সবাই ছিল কাফির।

(৭৩) وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(৭৪) وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

৭৩. ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালিহ্কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হতে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহ্র এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহ্র জমিতে চরে খাইতে দাও এবং একে কোন ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।

৭৪. 'স্মরণ কর, 'আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করতেছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াইও না।

(وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ) ছামূদ জাতির নিকট তাদের জ্ঞাতি ভ্রাতা দীনি ভ্রাতা নয় সালিহ (আ)-কে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তাঁর একত্ববাদকে স্বীকার কর। (مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ) তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। যিনি তোমাদেরকে তার প্রতি ঈমান আনতে নির্দেশ দিয়েছেন। (قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ) هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ) তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হতে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহ্র এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য আল্লাহ্র কর্তৃক রাসূল প্রেরণের (اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ) একটি নিদর্শন: এটাকে আল্লাহ্র জমিতে চরে খেতে দাও। পাথর ছিল এটার ঘাসের অন্তর্ভুক্ত (وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ) এবং

এটাকে কোন ক্লেশ দেবে না, যবাহ করবে না (فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) করলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।

(وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ) স্মরণ কর, 'আদ জাতির ধ্বংসের পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তোমরা তাদের খলীফা হিসেবে গণ্য। (وَبَوَّأَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا) তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমি গ্রীষ্মকালে (قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ) প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে শীতকালে (بُيُوْتًا فَاذْكُرُوْا اٰلَاءَ اللّٰهِ) বাসগৃহ নির্মাণ করছ। সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। (وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ) এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সংঘটিত করবে না। পৃথিবীতে পাপের কাজ করবে না ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি জনগণকে আহ্বান করবে না।

(٧٥) قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝
(٧٦) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝
(٧٧) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৭৫. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা সেই সম্প্রদায়ের ঈমানদার– যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি জান যে, সালিহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত?' তারা বলল, 'তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী।

৭৬. দাম্ভিকেরা বলল, 'তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি।'

৭৭. অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রী বধ করে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালিহ্" তুমি রাসূল হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাইতেছ তা আনয়ন কর।'

(قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ) তাঁর সম্প্রদায়ের বেঈমান দাম্ভিক প্রধানেরা সেই সম্প্রদায়ের ঈমানদার– যাদেরকে অন্যায়ভাবে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলল, (اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ) তোমরা কি জান যে, সালিহ (আ) আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদের নিকট প্রেরিত?' (قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ) তারা বলল, তাঁর (সালিহ (আ)-এর) প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী।

(قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِىْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ) কাফির দাম্ভিকেরা বলল, 'তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

(فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ) অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রী বধ করে এবং আল্লাহ্র আদেশ যা সালিহ (আ) তাদেরকে মান্য করতে বলেছিলেন তা অমান্য করে এবং অবজ্ঞা সহকারে (وَقَالُوا يَصَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) বলে, হে সালিহ! তুমি রাসূল হলে আমাদেরকে যার অর্থাৎ আযাবের ভয় প্রদর্শন করছ তা নিয়ে এসো।

(৭৮) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ○

(৭৯) فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ○

(৮০) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ○

(৮১) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ○

৭৮. অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাদের প্রভাত হল নিজগৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।

৭৯. তৎপর সে তাদের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিয়েছিলাম; কিন্তু তোমরা তো হিতোপদেশ দানকারীদেরকে পসন্দ কর না।'

৮০. আর আমি লূতকেও পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করতেছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করে নাই।

৮১. 'তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়।'

(فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ) অতঃপর তারা ভূমিকম্প ও শাস্তিমূলক ধ্বনি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে তাদের প্রভাত হল নিজ গৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়। অর্থাৎ নিস্তব্ধ ও মৃত অবস্থায়।

(فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ) এরপর সে তাদের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের পূর্বে তাদের থেকে প্রত্যাবর্তন করে (وَقَالَ يَقَوْمِ) বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের আদেশ-নিষেধ সবলিত নবূওয়াতের (لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ) বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিয়েছিলাম, আল্লাহ্র আযাব থেকে সতর্ক করতে ছিলাম এবং তোমাদেরকে তাওবা ও ঈমানের প্রতি আহ্বান করেছিলাম (وَلَٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ) কিন্তু তোমরা তো হিতাকাঙক্ষীদেরকে পছন্দ কর না। তাদের নসিহত মান্য কর না।

(وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ) এবং লূতকেও প্রেরণ করেছিলাম। সে তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম সমকামিতা করছ (مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ) যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।

(اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ) তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর নারীর গুপ্তস্থান থেকে পুরুষের গুহ্যদ্বার তোমাদের কাছে কাম তৃপ্তির জন্যে অধিক পছন্দনীয়। (بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ) তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় তোমরা শিরক কর, হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম গণ্য কর।

(৮২) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○

(৮৩) فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

(৮৪) وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ○

(৮৫) وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৮২. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'এদেরকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কৃত কর, এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চাহে।'

৮৩. অতঃপর আমি তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৪. আমি তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ্য কর।

৮৫. আমি মাদ্‌য়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শু'আয়বকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই; তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না; তোমরা মু'মিন হলে তোমাদের জন্য এটা কল্যাণকর।

(وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ) উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, এদেরকে লূত (আ) ও তাঁর দুই মেয়ে যায়ূরা ও রীসাকে (اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ) তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়।

(فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ) এরপর তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী ব্যতীত তাঁর পরিজনবর্গ-দুই মেয়ে যায়ূরা ও রীসাকে উদ্ধার করেছিলাম। তাঁর স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا) তাদের উপর আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম (فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ) সুতরাং হে মুহাম্মদ! অপরাধীদের পরিত্রাণ কি হয়েছিল তা লক্ষ্য করুন।

(وَاِلٰى مَدْيَنَ) মাদ্‌য়ানবাসীদের নিকট তাদের নবী (اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ) (ভ্রাতা শু'আইব (আ)-কে প্রেরণ করে ছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে স্বীকার করো। আমি তোমাদেরকে যার প্রতি ঈমান আনার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি (مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ) তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। তোমাদের প্রতিপালক হতে আল্লাহ্‌র কর্তৃক রাসূল প্রেরণের উপর (قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ) তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। তাই তোমরা মাপ ও ওযন ঠিকভাবে দেবে; লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু) মাপে ও ওযনে (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ) কম দেবে না এবং দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র আনুগত্য আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান সঠিকভাবে মাপ ও ওযনে পুরোপুরি দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের পর পাপাচার, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি আহ্বান, মাপ ও ওযনে কম দিয়ে (وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا) দুনিয়ায় বিপর্যয় সংঘটিত কর না। (ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) তোমরা মু'মিন হলে, আমি তোমাদের যা বলি তা মান্য করলে অর্থাৎ তাওহীদ, মাপ ও ওজনে পূর্ণতা প্রদান তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর।

(٨٦) وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

৮৬. তাঁর প্রতি যারা ঈমান এসেছে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য তোমরা কোন পথে বসে থাকবে না, আল্লাহ্‌র পথে তাদেরকে বাধা দিবে না, এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে না।' স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তা লক্ষ্য কর।

তাঁর (শু'আইব (আ)-এর) (وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ) প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য কোন পথে বসে থাকবে না এরূপ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে না, তাদেরকে প্রহার করবে না এবং যারা তোমাদের কাছ দিয়ে ভ্রমণ ও গমন করে তাদের ধন-সম্পদ ও বস্ত্র লুণ্ঠন করবে না; আল্লাহ্‌র দীন ও আনুগত্যের (تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ) (পথে তাদেরকে বাধা দিবে না এবং এটাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে না। স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তা লক্ষ্য কর। তোমাদের পূর্বে মুশরিকদের শেষ ফল অর্থাৎ কি করে তারা ধ্বংস হয়েছিল তা তুমি লক্ষ্য কর।

(٨٧) وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِىٓ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَٰكِمِينَ ۝

(٨٨) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِۦ لَنُخْرِجَنَّكَ يَٰشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَٰرِهِينَ ۝

(٨٩) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِى مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّىٰنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَٰتِحِينَ ۝

৮৭. 'আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে তবে ধৈর্যধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।'

৮৮. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলল, 'হে শু'আয়ব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ হতে বহিষ্কৃত করবই অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে।' সে বলল, 'যদিও আমরা তা ঘৃণা করি তবুও?'

৮৯. 'তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ্ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয়। সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ব, আমরা আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করে দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

(وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْنَ أُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا) আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্য-ধারণ কর, (حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ) যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে মীমাংসা করে দেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا) তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক কাফির প্রধানগণ যারা দম্ভের কারণে ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল বলল, 'হে শু'আয়ব তোমাকে ও তোমার সাথে তোমার (أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا) তাদের আমাদের জনপদ (নগর) হতে বহিষ্কার করবই, অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে।' (قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ) সে (শু'আয়ব) বলল, কী? আমরা তা ঘৃণা করলেও? আমাদেরকে সেজন্য বাধ্য করবে?

(قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا) 'তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ্ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তো

আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করব, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়; তোমাদের ধর্ম পৌত্তলিকতায় পুনঃপ্রবেশ করা আমাদের জন্য বৈধ নয়। একমাত্র আল্লাহ্ যদি আমাদের মন থেকে আল্লাহ্ সংক্রান্ত জ্ঞান ছিনিয়ে না নেন, তবে আমাদের পৌত্তলিকতায় ফিরে আসা সম্ভব নয়। (وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) সব কিছু আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত আমাদের সব কিছুই তিনি জানেন। (عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا) আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করি। (رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও এবং তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(٩٠) وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝
(٩١) فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝
(٩٢) اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ۝
(٩٣) فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

৯০. তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানগণ বলল, 'তোমরা যদি শু'আয়বকে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

৯১. অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, ফলে তাদের প্রভাত হল নিজগৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।

৯২. মনে হল, শু'আয়বকে যারা মিথ্যাবাদী বলেছিল তারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেই নাই। শু'আয়বকে যারা মিথ্যাবাদী বলেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

৯৩. সে তাদের হতে মুখ ফিরাল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তো তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি, সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করি!'

(وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ) তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানগণ তাদের নির্বোধ অনুসারীদেরকে বলল, (لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا) 'তোমরা যদি শু'আয়বকে অনুসরণ কর তার ধর্মের অনুসরণ কর (اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ) তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا) তারপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো ভূমিকম্প ও আযাবের বিকট চিৎকার দ্বারা (فِىْ دَارِهِمْ) ফলে তাদের প্রভাত হলো নিজ গৃহে নিজ নগরে ও নিজ সৈন্য-সামন্তের মধ্যে (جٰثِمِيْنَ) অধোমুখে পতিত অবস্থায় (মৃত অবস্থায়)।

(اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا) মনে হলো, শু'আয়বকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা যেন কখনো সেখানে বসবাস করেই নি। তারা এমনভাবে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল যেন তারা কোনদিন সেই ভূখণ্ডে বসবাসই করেনি। (اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ) শু'আয়বকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল তারাই অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

(فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ) সে শু'আয়ব তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল জাতির ধ্বংস হওয়ার পূর্বে তাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল (وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ) এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী তাঁর আদেশ ও নিষেধ আমি তো তোমাদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি ও তোমাদেরকে তাওবা ও ঈমানের আহবান জানিয়েছি। (فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ) সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করি!' কেননা তারা তো আল্লাহ্‌র আদেশেই ধ্বংস হয়েছে।

(৯৪) وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ○

(৯৫) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

(৯৬) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৯৪. আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে তার অধিবাসীবৃন্দকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত করি, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে।

৯৫. অতঃপর আমি অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি। অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করেছে।' অতঃপর অকস্মাৎ তাদেরকে আমি পাকড়াও করি, কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পারে না।

৯৬. যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।

(وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ) আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে সেখানকার আধিবাসীবৃন্দকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাতে তারা নতি স্বীকার করে। যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, সে জনপদবাসীকে ধ্বংস করার আগে আমি সেখানে নবী পাঠিয়েছি এবং তারা যাতে নতি স্বীকার করে ও নবীকে মেনে নেয়। সে জন্য তাদেরকে অর্থ-সংকট, বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি ও অভাব-অনটন দ্বারা আক্রান্ত করি। কিন্তু তারা নতি স্বীকার করেনি ও ঈমান আনেনি।

(ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ) তার অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি; দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের অবসান ঘটাই এবং সুখ-সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি এনে দেই (حَتّٰى عَفَوْا) অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় (তাদের অনেক ধন-সম্পদ অর্জিত হয়)। (وَقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ) (فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً) এবং বলে, আমাদের পূর্বপুরুষগণও তো সুখ-দুঃখ ভোগ করেছে। 'আমাদের মত তারাও সুখ ও দুঃখ ভোগ করেছে।' তারপর তারা ধৈর্যধারণ করে নিজ নিজ ধর্মে বহাল থেকেছে। আমরাও তাদের

অনুধাবনে ধৈর্যধারণ করবো ও আমাদের পৌত্তলিকতার ধর্ম বজায় রাখবো। তারপর অকস্মাৎ তাদেরকে আমি বিধৃত করি। পাকড়াও করি ও আযাবে আক্রান্ত করি। (وَهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ) কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পারে না। পূর্বাহ্নে জানতে পারে না যে, আযাব আসবে।

(وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى) যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ যাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি (اٰمَنُوْا) ঈমান আনতো ও তাকওয়া অবলম্বন করতো যদি আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনতো (وَاتَّقَوْا) এবং তাকওয়া অবলম্বনপূর্বক কুফর, শিরক ও অন্যায়-অশ্লীল কাজ পরিহার করতো ও তওবা করতো (لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ) তবে তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম, আকাশ থেকে বৃষ্টি দিতাম ও পৃথিবী থেকে ফল ফসল ও বৃক্ষরাজি উৎপন্ন করতাম (وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا) কিন্তু তারা আমার কিতাব ও রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; (فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ) সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য নবী ও কিতাব অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। অভাব, দুর্ভিক্ষ ও আযাব দিয়েছি।

(৯৭) اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ؕ
(৯৮) اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ○
(৯৯) اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

৯৭. তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে রাত্রিতে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন?

৯৮. অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত?

৯৯. তারা কি আল্লাহ্র কৌশলের ভয় রাখে না? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আল্লাহ্র কৌশল হতে নিরাপদ মনে করে না।

(اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُوْنَ) তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের ওপর আসবে রাত্রিতে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন? মক্কাবাসী কি নিশ্চিন্ত যে, তাদের অজান্তেই রাত্রিকালে তাদের আমার আযাব এসে পড়বে না?

(اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ) অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে, আযাব শাস্তি তাদের উপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত? মক্কাবাসী কি নিশ্চিন্ত যে, দিনের বেলায় তারা যখন খেলাধূলা এবং আজে-বাজে কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন তাদের ওপর আমার আযাব এসে যেতে পারে না?

(اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ) তারা কি আল্লাহ্র কৌশলের ভয় রাখে না? আল্লাহ্র আযাবের ব্যাপারে তারা কি নিশ্চিন্ত? (فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ) এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহ্র কৌশল হতে নিরাপদ বোধ করে না। ক্ষতিগ্রস্ত কাফিররা ছাড়া কেউ আল্লাহ্র আযাব থেকে বেপরোয়া হয়ে যায় না।

(١٠٠) أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ○

(١٠١) تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ○

(١٠٢) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ○

১০০. কোন দেশের জনগণের পর যারা দেশের উত্তরাধিকারী হয় তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয় নাই যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? আর আমি তাদের হৃদয় মোহর করে দিব, ফলে তারা শুনবে না।

১০১. এই সকল জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করতেছি, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল; কিন্তু যা তারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাতে ঈমান আনার পাত্র তারা ছিল না, এভাবে আল্লাহ্ কাফিরদের হৃদয় মোহর করে দেন।

১০২. আমি তাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাই নাই; বরং তাদের অধিকাংশকে তো সত্যত্যাগীই পেয়েছি।

(أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا) কোন দেশের জনগণের পর যারা এর উত্তরাধিকারীরা হয়, তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয়নি (মক্কার পূর্ববর্তী অধিবাসীদের ধ্বংসের পর তাদের উত্তরাধিকারী কি বুঝতে পারেনি যে, (أَنْ لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ) আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে আমি শাস্তি দিয়েছি। (وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ) আর তাদের হৃদয় মোহর করে দিব, এবং তারা শুনবে না হিদায়াতের বাণী শুনবে না এবং মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে মান্য করবে না।

(تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا) এ সব জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি, যে সকল জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করেছি তাদের ধ্বংসের বৃত্তান্ত জিবরাঈলের মাধ্যমে বর্ণনা করছি, (وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ) তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ তো সুস্পষ্ট প্রমাণসহ সুস্পষ্ট আদেশ-নিষেধ ও নিদর্শনসহ এসে ছিল (فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ) কিন্তু যা তারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাতে ঈমান আনার পাত্র তারা ছিল না। আদি প্রতিশ্রুতির দিনের পূর্বে যা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই কিতাব ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার ইচ্ছা তাদের ছিল না। অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ, পূর্ববর্তী জাতিগুলো কিতাব ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনি, তেমনি পরবর্তী জাতিগুলিও ঈমান আনেনি। (كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ) এভাবে আল্লাহ্ কাফিরদের হৃদয় মোহর করে দেন। আল্লাহ্‌র জানা মতে যারা কাফির, তাদের হৃদয় মোহর করে দেন।

(وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ) আমি তাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাইনি, অর্থাৎ সর্বপ্রথম যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল, তা পালনকারী পাইনি। (وَإِنْ وَّجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ) বরং তাহাদের অধিকাংশকে তো সত্যত্যাগীই প্রতিশ্রুতি ভংগকারী পেয়েছি।

(١٠٣) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦ فَظَلَمُوا۟ بِهَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۝

(١٠٤) وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝

(١٠٥) حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ۝

(١٠٦) قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِـَٔايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝

১০৩. তাদের পর মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফির'আওন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই; কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর।

১০৪. মূসা বলল, 'হে ফির'আওন! আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত।

১০৫. 'এটা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলব না। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট এনেছি, সুতরাং বনী ইসরাঈলকে তুমি আমার সাথে যেতে দাও।'

১০৬. ফির'আওন বলল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাক তবে তুমি সত্যবাদী হলে তা পেশ কর।'

(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ) তাদের পর মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফির'আওন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই; এই সকল রাসূলের পর মূসাকে নয়টি নিদর্শনসহ ফির'আওন ও তার জনগোষ্ঠীর নিকট পাঠিয়েছিলাম (فَظَلَمُوْا بِهَا) কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে, প্রত্যাখ্যান করে। (فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল মুশরিকরা কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল তা লক্ষ্য কর।

(وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ) মূসা বলল, হে ফির'আওন! আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার নিকট প্রেরিত।

ফির'আওন বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। এর জবাবে মূসা বললেন (حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لَّا اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ) এটা নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলব না, (قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ বিবরণ আমি তোমাদের নিকট এনেছি, সুতরাং বনী ইসরাঈলকে তাদের ধন-সম্পদ সহকারে চাই কম হোক বা বেশী হোক আমার সাথে যেতে দাও।

(قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ) ফির'আওন বলল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাক তবে তুমি নিজেকে নবী দাবী করায় সত্যবাদী হলে তা পেশ কর।'

(١٠٧) فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝
(١٠٨) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ۝
(١٠٩) قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ۝
(١١٠) يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝
(١١١) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝
(١١٢) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ۝
(١١٣) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝

১০৭. অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হল।
১০৮. এবং সে তার হাত বের করল আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।
১০৯. ফির'আওন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'এ তো একজন সুদক্ষ জাদুকর,
১১০. 'এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?'
১১১. তারা বলল, 'তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও,
১১২. 'যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকর উপস্থিত করে।'
১১৩. জাদুকরেরা ফির'আওনের নিকট এসে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?'

তারপর মূসা প্রথম নিদর্শনস্বরূপ (فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ) তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হলুদ বর্ণের পুরুষ সর্ববৃহৎ অজগর হলো।

(وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ) এবং সে তার হাত বগল হতে বের করল, আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো।

(قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ) ফির'আওন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'এতো একজন সুদক্ষ যাদুকর।

(يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ) এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ মিশর হতে বহিষ্কৃত করতে চায়। এ কথা শুনে ফির'আওন তাদেরকে বললো, (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) এখন তোমরা তাঁর ব্যাপারে আমাকে) কি পরামর্শ দাও?

(قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ) তারা বলল, 'তাকে ও তাঁর ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এখনই হত্যা করো না।
(وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ) এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদের পুলিশদেরকে পাঠাও।
(يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ) যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত করে।

(وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ) যাদুকররা ৭০ জন যাদুকর ফির'আওনের নিকট এসে বলল, 'আমরা যদি মূসার ওপর বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?

(١١٤) قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝
(١١٥) قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ۝
(١١٦) قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ۝
(١١٧) وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۝
(١١٨) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১১৪. সে বলল, 'হ্যাঁ এবং তোমরা অবশ্যই আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'
১১৫. তারা বলল, 'হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করব?'
১১৬. সে বলল, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর'। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকের চোখে জাদু করল, তাদেরকে আতংকিত করল এবং তারা এক বড় রকমের জাদু দেখাল।
১১৭. আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, 'তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর'। সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল;
১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করতেছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল।

(قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ) সে বলল, হ্যাঁ, আমার কাছে তোমাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে এবং তোমরা আমার সন্নিধ্যপ্রাপ্তদেরও পদমর্যাদায় ঘনিষ্ট ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ) তারা বলল, 'হে মূসা! তুমিই কি আগে নিক্ষেপ করবে, না আমরাই আগে নিক্ষেপ করব?

(قَالَ اَلْقُوْا) সে বলল, 'তোমরাই আগে নিক্ষেপ কর।' (فَلَمَّا اَلْقَوْا) যখন তারা নিক্ষেপ করল ৭০টি লাঠি ও ৭০টি রশি (سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ) তখন তারা লোকের চোখে যাদু করল যাদু দ্বারা চোখকে প্রভাবিত করলো তাদেরকে আতংকিত করল (وَجَاءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ) এবং তারা এক বড় রকমের যাদু দেখালো সুস্পষ্ট মিথ্যা জিনিস দেখালো। অপর ব্যাখ্যায় তারা দর্শকদেরকে মন্ত্র দ্বারা সম্মোহিত করেছিল এবং একটা বিরাট রকমের ভোজবাজী দেখিয়েছিল।

(وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ) মূসার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ করলাম, 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' মূসা লাঠি নিক্ষেপ করলো (فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ) সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে যাদুর তৈরী লাঠিগুলো ও রশিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।

(فَوَقَعَ الْحَقُّ) ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো প্রমাণিত হলো যে, মূসাই সত্যের ওপর আছেন। (وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) এবং তারা যা করছিল যাদু তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো বিলুপ্ত হলো।

(١١٩) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِيْنَ ۟ۚ
(١٢٠) وَ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۟ۚ
(١٢١) قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۟ۙ
(١٢٢) رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝
(١٢٣) قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝
(١٢٤) لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

১১৯. সেখানে তারা পরাভূত হল ও লাঞ্ছিত হল,

১২০. এবং জাদুকরেরা সিজদাবনত হল।

১২১. তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি–

১২২. 'যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।'

১২৩. ফির'আওন বলল, 'কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা তাতে বিশ্বাস করলে? এটা তো এক চক্রান্ত; তোমরা সজ্ঞানে এই চক্রান্ত করেছ নগরবাসীদেরকে তা হতে বহিষ্কারের জন্য। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই এর পরিণাম জানবে।'

১২৪. 'আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করবই; অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করবই।'

(فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ) সেখানে তাহারা পরাভূত হলো ও লাঞ্ছিত হলো। মূসা তাদের ওপর বিজয়ী হলেন ও যাদুকররা অপমানিত হলো।

(وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ) এবং যাদুকরেরা সিজদাবনত হল। আল্লাহ্‌র সামনে সিজদায় পতিত হলো। অপর ব্যাখ্যায়, তারা এত দ্রুত সিজদা করলো যে, মনে হচ্ছিল, তাদেরকে সিজদায় ফেলে দেয়া হয়েছে।

(قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) তারা বললো, 'আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি ফির'আওন বললো, অর্থাৎ আমার প্রতি? যাদুকররা বললো।

(رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ) 'যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।'

(قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ) ফির'আওন বলল, কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা তার প্রতি মূসা ও হারূণের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? এটাতো এক চক্রান্ত। তোমরা মূসার সাথে মিলিত হয়ে (لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا) (فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ) নগরবাসীকে তা থেকে বহিষ্কারের জন্য তোমরা এ চক্রান্ত করেছ। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই এর পরিণাম জানবে।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

(لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ) আমি তো তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করবই। (ডান হাত ও বাম পা) (ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ) তারপর তোমাদের সকলকে (নদীর তীরে) শূলিবিদ্ধও করবই।

(١٢٥) قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝
(١٢٦) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۭ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۝
(١٢٧) وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۭ
قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ۝

১২৫. তারা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব;

১২৬. 'তুমি তো আমাদেরকে শাস্তি দিতেছ শুধু এজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে ঈমান এনেছি যখন তা আমাদের নিকট এসেছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং মুসলমানরূপে আমাদেরকে মৃত্যু দাও।'

১২৭. ফির'আওন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে দিবেন?' সে বলল, 'আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল।'

(قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ) তারা যাদুকররা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।

(وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا) তুমি তো আমাদেরকে শাস্তি দান ও ভর্ৎসনা করছ শুধু এজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করেছি, যখন তা আমাদের নিকট এসেছে। (رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শূলে চড়ানো ও হাত পা কর্তনের সময় ধৈর্য দান কর যেন পুনরায় কুফরীতে ফিরে না যাই (وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ) এবং আত্মসমর্পণকারী রূপে মূসার ধর্মের প্রতি উৎসর্গিতরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও।

(وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى) ফির'আওন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে ধর্ম ও উপাসনার রীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে (وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ) (وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ) রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে দেবতাদের উপাসনা) বর্জন করতে দিবেন? এ অর্থ হলো اٰلِهَتَكَ। লাম অক্ষরে যেরও তা অক্ষরে যের সহ কিরাআত অনুযায়ী; আর اِلٰهَتَكَ। লাম ও তা এর যবরসহ কিরাআত অনুযায়ী এর অর্থ হলো আপনারা ইবাদত বর্জন করতে দিবেন? (قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ) সে ফির'আওন বলল, 'আমরা তাদের পুত্রদেরকে শিশু অবস্থায় হত্যা করব যেমন ইতিপূর্বে আরেকবার করেছি (وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ) এবং তাদের নারীদেরকে বয়স্কা

অবস্থায় সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে জীবিত রাখব। (وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ) 'আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল'। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

(١٢٨) قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

(١٢٩) قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۗ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○

(١٣٠) وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

১২৮. মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর; যমীন তো আল্লাহ্‌রই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

১২৯. তারা বলল, 'আমাদের নিকট তোমার আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও।' সে বলল, 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে যমীনে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কী কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন।

১৩০. আমি তো ফির'আওনের অনুসারিগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে।

(قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ) মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিপদ মুসীবতে ধৈর্য ধারণ কর।' রাজ্যতো মিশর দেশের সার্বভৌমত্ব তো আল্লাহ্‌রই! তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকারী করেন, যাকে ইচ্ছা তার অধিবাসী করেন। (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ) এবং শুভ পরিণাম বেহেশ্‌ত তো মুত্তাকীদের জন্য যারা কুফর, শিরক ও অশ্লীলতা পরিহার করে।

(قَالُوْا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا) তারা বলল, হে মূসা আমাদের নিকট তোমার আসার পূর্বে আমরা আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা, স্ত্রীগণকে সেবিকায় পরিণত করা ও আমাদের ওপর বাধ্যতামূলক শ্রম চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে নির্যাতিত হয়েছি, (وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا) এবং তোমার নবী হিসাবে আসার পরেও।' (قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ) সে বলল, 'শীঘ্রই অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুদেরকে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে রাজ্যে (মিশরে) তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তোমরা কী কর, তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে কী কর, তা তিনি লক্ষ্য করবেন।

(وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ) আমি তো ফির'আওনের অনুসারীগণকে তার সম্প্রদায়কে বছরের পর বছর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা বিনাশ দ্বারা আক্রান্ত করেছি, (لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) যাতে তারা অনুধাবন করে, শিক্ষা গ্রহণ করে।

(١٣١) فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

(١٣٢) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ○

(١٣٣) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ○

১৩১. যখন তাদের কোন কল্যাণ হত, তারা বলত, 'এটা আমাদের প্রাপ্য'। আর যখন কোন অকল্যাণ হত তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে অলক্ষুণে গণ্য করত, তাদের অকল্যাণ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না।

১৩২. তারা বলল, 'আমাদেরকে জাদু করার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমাদের বিশ্বাস করব না।'

১৩৩. অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকূন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

(فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ) যখন তাদের কোন কল্যাণ হতো। সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য আসতো (قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ) তারা বলত, 'এটাতো আমাদের প্রাপ্য।' এমনই তো হওয়া উচিত। (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ) আর যখন কোন অকল্যাণ অভাব, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, অজন্মা বা দুঃখ কষ্ট) হতো, তখন তার জন্য মূসা ও তার সংগীদের উপর দোষ আরোপ করতো; তাদেরকে কু-লক্ষ্মণে ও অপয়া মনে করতো, আল্লাহ্‌ বলছেন, শোন, তাদের অকল্যাণ ও কল্যাণ (أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ) আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন; আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আসে। (وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না। তাদের সকলেই এ বিষয়ে অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী।

(وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا) তারা বলল, 'হে মূসা! আমাদেরকে আমাদের চোখকে (بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ) যাদু করার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন, আমরা তোমাতে তোমার রিসালাতে বিশ্বাস করবনা।'

তারপর, মূসা তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করলেন। ফলে (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ) তারপর আমি তাদেরকে প্লাবন শনিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত অবিরত ধারায় দিবা-রাত বৃষ্টি (وَالْجَرَادَ) পঙ্গপাল, যা ভূমি থেকে উৎপন্ন সমস্ত ফল, ফসল ও শস্যাদি খেয়ে ফেলতো (وَالْقُمَّلَ) উকুন পাখা বিহীন ক্ষুদ্র কীট, যা অবশিষ্ট শস্যাদিও খেয়ে ফেলতো। (وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ) ভেক অর্থাৎ উত্যক্তকারী ব্যাঙ ও রক্ত সকল

পুকুর ও নদ-নদী রক্তে ভরে যেত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন; প্রত্যেকটি নিদর্শনের মাঝে এক মাসের ব্যবধান সৃষ্টি করা দ্বারা প্রত্যেকটিকে স্পষ্ট করে দেয়া হতো। (فَاسْتَكْبَرُوْا) কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল, দাম্ভিকতার কারণে ঈমান আনল না। (وَكَانُوْا قَوْمًا مُجْرِمِيْنَ) আর তারা ছিল এক অপরাধী জাতি মুশরিক জাতি।

(١٣٤) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ
(١٣٥) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○
(١٣٦) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○

১৩৪. এবং যখন তাদের উপর শাস্তি আসত তারা বলত, 'হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সাথে তিনি যে অঙ্গীকার করেছেন তদনুযায়ী; যদি তুমি আমাদের হতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমাতে ঈমান আনবই এবং বনী ইস্‌রাঈলকেও তোমার সাথে অবশ্যই যেতে দিব।'

১৩৫. আমি যখনই তাদের উপর হতে শাস্তি অপসারিত করতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত।

১৩৬. সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি। কারণ তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল গাফিল।

(وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ) এবং যখন তাদের ওপর শাস্তি আসত যেমন প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত (قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ) তারা বলত, হে মূসা তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সঙ্গে তাঁর যে অঙ্গীকার রয়েছে সে অনুযায়ী, তিনি যা যা চাওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তা চাও। (لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ) যদি তুমি আমাদের থেকে শাস্তি অপসাবিত কর, শাস্তি তুলে নাও (لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ) তবে আমরা তো তোমাতে বিশ্বাস করবই এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সাথে তাদের সমস্ত সহায় সম্পদসহ যেতে দিব।

(فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ) যখনই তাদের উপর হতে শাস্তি অপসারিত করতাম প্রত্যাহার করতাম (اِلٰى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَاهُمْ يَنْكُثُوْنَ) এক নির্দিষ্টকালের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, সমুদ্রে ডুবে মরার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্য তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করল মূসাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো।

(فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ) সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি চূড়ান্তভাবে (فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ) এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি, কারণ তারা আমার নয়টি নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল গাফিল অস্বীকারকারী।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

(١٣٧) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ○

(١٣٨) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ○

(١٣٩) إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৩৭. যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হত তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনী ইস্‌রাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হল, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল, আর ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবংযে সব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তারা ধ্বংস করেছি।

১৩৮. আর আমি বনী ইস্‌রাঈল সমুদ্র পার করিয়ে দেই; অতঃপর তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট উপস্থিত হয়। তারা বলল, 'হে মূসা! তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়ে দাও। সে বলল, 'তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়।

১৩৯. 'এইসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো বিধ্বস্ত হবে এবং তারা যা করতে তাও অমূলক।'

(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا) যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা তাদেরকে আমি আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের (বাইতুল মুকাদদাস, ফিলিস্তিন, জর্ডান ও মিশর এর) উত্তরাধিকারী করি। এই অঞ্চলগুলোর কিছু অংশ পাখি ও গাছপালায় সুশোভিত বলে কল্যাণপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ) এবং বনী ইসরাঈল সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হলো, যে শুভ বাণীতে জান্নাতের, অপর ব্যাখ্যায় বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল (بِمَا صَبَرُوْا) যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল, অপর ব্যাখ্যায় নিজেদের দীনের ওপর অবিচল থেকে ছিল। (وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ) আর ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ ও নগর-বন্দর তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি।

(وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَعْكُفُوْنَ عَلٰى اَصْنَامٍ لَّهُمْ) এবং বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দেই; তারপর তারা প্রতিমা পূজায়রত এক জাতির নিকট উপস্থিত হয়। এই জাতির নাম রাকম এবং তারা ছিল হযরত ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের অবশিষ্টাংশ। (قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ) তারা বলল, 'হে মূসা, তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়ে দাও। এমন একজন দেবতা উদ্ভাবন কর, যার উপাসনা করতে পারি। (قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ) সে মূসা বলল, 'তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়।' আল্লাহ্‌র বিধান জান না।

(اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) এই সব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো বিধ্বস্ত হবে এবং তারা যা করছে শিরক তাও অমূলক বিভ্রান্তিকর।

(١٤٠) قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝
(١٤١) وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۗ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝
(١٤٢) وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

১৪০. সে আরও বলল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ্ খুঁজব অথচ তিনি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।'

১৪১. স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ফির'আওনের অনুসারীদের হাত হতে উদ্ধার করেছি, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের এক মহাপরীক্ষা।

১৪২. স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারণ করি এবং আরও দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়। এবং মূসা তার ভ্রাতা হারূনকে বলল, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সংশোধন করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।'

(قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا) সে মূসা আরও বলল, আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ খুঁজব? অন্য ইলাহের উপাসনা করার আদেশ দিব? (وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ) অথচ তিনি তোমাদেরকে এ যুগের বিশ্বজগতের উপর ইসলাম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

(وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ) স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ফির'আওনের অনুসারীদের হাত হতে ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের অত্যাচারের কবল থেকে উদ্ধার করেছি যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত; তারা তোমাদের পুত্র সন্তানকে শিশুকালে) হত্যা করত (وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ) এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত, যাতে বড় হলে সেবিকা বানানো যায় (وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ) এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের মহা পরীক্ষা। ফির'আওনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার মত বিরাট নিয়ামত একটা মহাপরীক্ষা। অপর ব্যাখ্যায় ফির'আওনের অত্যাচার ছিল একটি মহা পরীক্ষায়।

(وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً) স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি পাহাড়ে আসার জন্য সমগ্র জিলকদ মাস নির্ধারিত করি, এবং জিলহজ্জ থেকে (وَاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً) আরও দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়। (وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ) এবং মূসা তাঁর ভাই হারূনকে বলল, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সংশোধন করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে (وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ) এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করবে না।

(١٤٣) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ○

(١٤٤) قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ○

১৪৩. মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা স্বস্থানে স্থির থাকলে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল, 'মহিমময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।'

১৪৪. তিনি বললেন, 'হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।'

(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا) মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে মাদায়েনে উপস্থিত হল (وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ) এবং তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব। এই বলে মূসা আল্লাহ্কে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। (قَالَ لَن تَرَانِي) তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ বললেন, হে মূসা, তুমি দুনিয়ায় আমাকে কখনও দেখতে পাবে না (وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ) তুমি বরং পাহাড়ের মাদায়েনের সর্ব বৃহৎ পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য কর, তা আমার সাক্ষাতের জন্য (فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي) স্বস্থানে বহাল থাকলে তুমি আমাকে দেখবে।' দেখার আশা করতে পার। (فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ) যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন, জাবালে যুবায়ের নামক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন (لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا) তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। (فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, তখন বলল, মহিমাময় তুমি, আমি দর্শন কামনা থেকে অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম স্বীকার করলাম যে, পৃথিবীতে তোমাকে দেখা যাবে না।

(قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ) তিনি বললেন, 'হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালত ও বাক্যালাপ দ্বারা বনী ইসরাঈলের মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর, সে অনুযায়ী কাজ কর (وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ) এবং কৃতজ্ঞ হও।' সকল মানুষের মধ্যে কেবল তোমার সাথে কথা বলেছি সে জন্য।

(١٤٥) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ○

(١٤٦) سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ○

১৪৫. আমি তার জন্য ফলকে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি; সুতরাং এগুলো শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে তাদের যা উত্তম তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্র সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাব।

১৪৬. পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে দিব, তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না, তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকে তারা পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটা এহেতু যে, তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিল গাফিল।

(وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ) আমি তার জন্য ফলকে সর্ব বিষয়ে উপদেশ নিষেধাজ্ঞা (مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْئٍ) ও সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হালাল, হারাম ও আদেশ-নিষেধ লিখে দিয়েছি; (فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ) সুতরাং এইগুলো শক্তভাবে ধর, এগুলো অনুসারে সঠিকভাবে ও নিয়মিতভাবে কাজ কর (وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا) এবং তোমার সম্প্রদায়কে সেগুলোর যা উত্তম তা গ্রহণ করতে সুস্পষ্ট বিধিসমূহ অনুসারে কাজ করতে ও অস্পষ্ট বিষয়গুলোতে ঈমান আনতে নির্দেশ দাও। (سَأُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ)। আমি শীঘ্রই সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাব। পরকালীন বাসস্থান জাহান্নাম, অপর ব্যাখ্যায় ইরাক, অপর ব্যাখ্যায় মিশর, আরেক ব্যাখ্যায় এর অর্থ হে মুহাম্মদ, আপনাকে পাপিষ্ঠদের বাসস্থান বদর, মতান্তরে মক্কা দেখাবো।

(سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হতে আমার নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন থেকে ফিরিয়ে দিব। (وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا) তারা ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়, অপর ব্যাখ্যায় আবূ জাহল ও তার সম্প্রদায় আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না। (وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا) তারা সৎপথ ইসলাম ও কল্যাণের পথ দেখলেও ওকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, (وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا) কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ কুফর ও শিরকের পথ দেখলে তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটা উপরে যা উল্লেখ করা হলো (ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا)এই যেতু যে, তারা আমার নিদর্শনকে কিতাব ও রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে (وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ) এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিল গাফিল অস্বীকারকারী।

(١٤٧) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۟

(١٤٨) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۟

(١٤٩) وَلَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۟

১৪৭. যারা আমার নিদর্শন ও আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাদের কার্য নিষ্ফল হয়। তারা যা করে তদনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে।

১৪৮. মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা গড়ল এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যা 'হাম্বা' রব করত। তারা কি দেখল না যে, তা তাদের সাথে কথা বলে না ও তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল জালিম।

১৪৯. তারা যখন অনুতপ্ত হল ও দেখল যে, তারা বিপথগামী হয়ে গিয়েছে, তখন তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবই।'

(وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ) যারা আমার নিদর্শন রাসূল ও কিতাব ও পরকালের সাক্ষাতকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করে, তাদের কার্য মুশরিক অবস্থায় কৃত সৎকার্য নিষ্ফল হয়। (هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) তারা যা করে সে অনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে। তারা পৃথিবীতে যে শিরকমূলক কাজ ও কথায় লিপ্ত হয় পরকালে কেবল তারই প্রতিফল পাবে।

(وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ) মূসার সম্প্রদায় তাঁর অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা গড়ল এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যা 'হাম্বা' রব করত। মূসা পাহাড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর সম্প্রদায় তাদের স্বর্ণালংকার দ্বারা একটা ছোট গো-বৎসের প্রতিমূর্তি তৈরী করলো এবং সামেরী তাতে সুকৌশলে হাম্বা হাম্বা রব তোলার ব্যবস্থাও করলো (اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا) তারা কি দেখল না যে, সেটা তাদের সাথে কথাও বলে না, তাদেরকে পথও দেখায় না? বনী ইসরাঈল কি জানতে না যে, সোনার তৈরী ঐ বাছুরটি তাদের সাথে কথাও বলে না, কোন পথও দেখায় না? তারা সেটা গোঁয়ার্তুমী করে (اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ) উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল জালিম সেটাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছিল।

(وَلَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا) তারা যখন বাছুর পূজা করে অনুতপ্ত হলো ও দেখল সুনিশ্চিতভাবে জানলো যে, তারা বিপথগামী হয়ে গিয়েছে, (قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ) তখন তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, বরং আযাব দেন, তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবোই। শাস্তি পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

(১৫০) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

(১৫১) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ○

১৫০. মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করল তখন বলল, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে তোমরা ত্বরান্বিত করলে?' এবং সে ফলকগুলো ফেলে দিল আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুলে ধরে নিজের দিকে টেনে আনল। হারূন বলল, 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। তুমি আমার সাথে এমন করিও না যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও না।'

১৫১. মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

(وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا) মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন, কেননা তিনি তাদের বিপথগামী হওয়ার খবর জানতে পেরেছিলেন, (قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِىْ مِنْ بَعْدِىْ) তখন বলল, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ!' আমি পাহাড়ে চলে যাওয়ার পর বাছুর পূজা করে জঘন্যতম অন্যায় কাজ করেছ! (اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ) তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে তোমরা ত্বরান্বিত করলে? তোমাদের প্রতিপালকের কী প্রতিশ্রুতি আমি নিয়ে আসি তার অপেক্ষা না করেই বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়ে গেলে? (وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ) এবং সে ফলকগুলো ফেলে দিল হাত থেকে ফলকগুলি ফেলে দিল, ফলে দু'খানা ফলক ভেঙ্গে গেল (وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗ اِلَيْهِ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ) আর নিজ ভাইকে চুলে ধরে নিজের দিকে টেনে আনল। হারূন বলল, 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমার বিরোধিতায় (وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ فَلَا تُشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَاءَ) আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। তুমি আমার সাথে এমন করো না যাতে শত্রুরা বাছুর পূজারীরা আনন্দিত হয় (وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ) এবং আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করো না ও শাস্তি দিও না। হযরত হারূন হযরত মূসা (আ)-এর সহোদর ভাই ছিলেন। হে আমার সহোদর বলে মায়ের উল্লেখ করে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য ছিল তার স্নেহ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করা।

(قَالَ رَبِّ) মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে (আমার ভাইয়ের সাথে কৃত আচরণের জন্য) (اغْفِرْ لِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ) এবং আমার ভাইকে আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করার জন্য ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার দয়ায় তোমার জান্নাতে আশ্রয় দাও। (وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ) আর তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(١٥٢) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ○

(١٥٣) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

(١٥٤) وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ○

(١٥٥) وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ○

১৫২. যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবেই। আর এভাবে আমি মিথ্যা রচনাকরীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

১৫৩. যারা অসৎকার্য করে তারা পরে তওবা করলেও ঈমান আনলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫৪. মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হল তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য তাতে যা লিখিত ছিল তাতে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত।

১৫৫. মূসা স্বীয় সম্প্রদায় হতে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করল। তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, তখন মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তো এদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে! আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা যা করেছে সেজন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? এটা তো শুধু তোমার পরীক্ষা যদ্বারা তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক; সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।

(إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ) যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে এবং যারা তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে (سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা জিযিয়ার মাধ্যমে আপতিত হবে; (وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ) আর এভাবে আমি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি

(وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ) যারা অসৎকার্য আল্লাহ্র সাথে শিরক করে (ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْا) তারা পরে অনুতপ্ত হলেও ঈমান আনলে এক আল্লাহে বিশ্বাস করলে (اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا) তোমার প্রতিপালক তো তারপরে তাওবা ও ঈমান আনার পরে (لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ وَفِىْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ) মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হলো তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল যারা তাদের প্রতিপালককে ভয়

করে তাদের জন্য তাতে যা লিখিত ছিল, অবশিষ্ট ফলকগুলিতে যা লিখিত ছিল তাতে ছিল পথ নির্দেশ ও রহমত।

(وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا فَلَمَّا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ) মূসা নিজ সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করল। তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো ও মৃত্যুবরণ করলো (قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ) তখন মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তো আজকের দিনের পূর্বে (اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّایَ) এদেরকে এবং আমাকেও কিবতীকে যখন হত্যা করেছিলাম ধ্বংস করতে পারতে! (اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا) আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ অজ্ঞ ও মূর্খ তারা যা করেছে (বাছুর পূজা সে জন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? মূসা (আ) ভেবেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজার কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। (اِنْ هِىَ اِلَّا فِتْنَتُكَ وَتَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ) এটা তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যা দিয়ে তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে চলিত কর।(اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ) তুমিই তো আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।

(١٥٦) وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاۤ اِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِىْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاۤءُ ۚ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۚ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ

১৫৬. 'আমাদের জন্য নির্ধারিত কর দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছি।' আল্লাহ্ বললেন, 'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি আর আমার দয়া– তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যপ্ত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।

(وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ) আমাদের জন্য নির্ধারিত কর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, ইহকালে ইসলামের জ্ঞান অর্জন, ইবাদত করা ও পাপ থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে এবং পরকালে জান্নাত ও তার সমস্ত নিয়ামত লাভের মাধ্যমে (اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ) আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছি।' অপর ব্যাখ্যায় তওবা করেছি। (قَالَ عَذَابِىْ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) আল্লাহ্ বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া তাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যপ্ত; পাপী ও পূণ্যবান সকলেই আমার দয়ার অংশীদার। এ কথা শুনে ইবলীস দম্ভ করে বললো, আমিও বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে দয়ার অংশীদার। এ জন্য আল্লাহ্ ইবলীসকে বাদ দেয়ার জন্য বললেন, (فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ) সুতরাং আমি তা আমার দয়া তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, কুফর, শিরক ও অশ্লীল কার্যকলাপ পরিহার করে যাকাত দেয়, নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে ও আমার নিদর্শনে কিতাব ও রাসূলে বিশ্বাস করে। এই পর্যায়ে

ইহুদী-খ্রিস্টানেরা দম্ভ করে বলে, আমরাও তো তাকওয়া অবলম্বন করি ও কিতাব, রাসূল মানি, ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে বাদ দেয়ার জন্য বললেন–

(١٥٧) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(١٥٨) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

১৫৭. 'যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইন্‌জীল, যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃংখল হতে যারা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আন তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।

১৫৮. বল 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনিই ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও।'

(الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ) যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর মুহাম্মদ ﷺ-এর উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিলে, যা তাদের নিকট আছে তাতে তার গুণাবলীসহ লিপিবদ্ধ পায়, (يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ) যে তাদেরকে সৎকার্যের তাওহীদ ও সততার নির্দেশ দেয় (وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ) ও অসৎকার্যে বাধা দেয়, কুফরী ও অন্যায় কাজে নিষেধ করে (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ) যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ ঘোষণা করে কিতাবে উটের গোশত ও দুধ. এবং গরু ছাগলের চর্বি ইত্যাদি সহ যে সব জিনিস হালাল করা হয়েছে, তা বর্ণনা করে (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ) ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ ঘোষণা করে কিতাবে মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস ইত্যাদি সহ যে সব জিনিস নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা বর্ণনা করে এবং যে মুক্ত করে তাহাদেরকে তাদেব গুরুভার হতে, সেই সকল অঙ্গীকার থেকে, যা ভঙ্গ করলে তাদের ওপর পবিত্র জিনিসগুলো নিষিদ্ধ করা হতো ও শৃংখল হতে কড়া কড়া নির্দেশাবলী থেকে যা তাদের উপর ছিল।

যেমন নাপাকি লেগে গেলে কাপড়ের সেই অংশ কেটে ফেলার বিধান ইত্যাদি (فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ) সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যথা আব্দুল্লাহ্ ইবন সালাম (রা) প্রমুখ তাঁকে সম্মান করে, সহায়তা করে (وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ)। তাঁকে (তরবারী দিয়ে সাহায্য করে, এবং যে নূর আল-কুরআন) তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, জিবরীলের মাধ্যমে তার অনুসরণ করে, কুরআনের হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম করে তারাই সফলকাম আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও আযাব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত।

(قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) বলুন, হে মুহাম্মদ! 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই; জীবিকাদাতা নেই (يُحْيٖ وَيُمِيْتُ) তিনিই জীবিত করেন মৃত্যুর পরে ও মৃত্যু ঘটান পৃথিবীর জীবনের শেষে (فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ)। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁহার বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে তাঁর কিতাব কুরআনে ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁর মুহাম্মদ ﷺ আনীত দীনের (وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ) অনুসরণ কর যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও।' ঈমান আনয়ন দ্বারা বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাও।

(১৫৯) وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ۝

(১৬০) وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۗ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۗ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ۝

১৫৯. মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রয়েছে যারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সেই মতেই বিচার করে।

১৬০. তাদেরকে আমি দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করেছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তার নিকট পানি প্রার্থনা করল, তখন তার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, 'তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর', ফলে তা হতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনে নিল, এবং মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম, তাদের নিকট মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, 'ভাল যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে আহার কর।' তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করে নাই কিন্তু তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করতেছিল।

(وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ) মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল, গোষ্ঠী ও সংগঠন রয়েছে, যারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় সৎ কাজের আদেশ দেয় (وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ) ও ন্যায় বিচার করে সৎ কাজ করে। রমল নদীর তীরে বসবাসকারী গোষ্ঠী।

(وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا) তাদেরকে আমি বারটি গোত্রে দলে বিভক্ত করেছি। তাদের মধ্যে সাড়ে নয়টি গোত্রের অবস্থান প্রাচ্য এলাকায় সূর্যোদয় স্থলের নিকটে চীনের পেছনে, রমল নদীর তীরে। যার আর এক নাম জর্ডান নদী। আর আড়াইটি গোত্র অবশিষ্ট সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। (وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ) মূসার সম্প্রদায় যখন তীহ প্রান্তরে তাঁর নিকট পানি প্রার্থনা করল, তখন তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, আদেশ দিলাম তোমার (কাছে থাকা) (اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ) লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর; ফলে তা পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ উৎসারিত হলো, প্রত্যেক (فَانْبَجَسَتْ) গোত্র প্রস্রবণ থেকে (مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ) নিজ নিজ পানস্থান চিনে নিল এবং মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম, তীহ প্রান্তরে অবস্থানকালে বনী ইসরাঈল দিনের বেলা ছায়া ও রাত্রিকালে আলো পেত এই মেঘ থেকে (وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى) তাদের নিকট মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছিলাম তীহ প্রান্তরে (كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ) 'ভালো যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা আহার কর।' যে মান্না ও সালওয়া দিয়েছি তা খাও (وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ) তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি কিন্তু তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে। তারা আমার এত সব অনুগ্রহের পরও যেভাবে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা অব্যাহত রেখেছে, তা দ্বারা তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি করেছে।

(١٦١) وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(١٦٢) فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝ ع

১৬১. স্মরণ কর, তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা এই জনপদে বাস কর ও যেথা ইচ্ছা আহার কর এবং বল, 'ক্ষমা চাই' এবং নতশিরে দ্বারে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব। আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে আরও অধিক দান করব।'

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জালিম ছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল। সুতরাং আমি আকাশ হতে তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করলাম যেহেতু তারা সীমালংঘন করছিল।

(وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ) স্মরণ কর, তাদরকে বলা হয়েছিল, এই জনপদে (আরীহায়) বাস কর (وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ) ও যেখানে ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা আহার কর এবং বল 'ক্ষমা চাই' বল, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহ্ ছাড়া জ্ঞান ইলাহ নেই; অপর ব্যাখ্যায় বল, আমাদের পাপ ক্ষমা

কর (وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْئَتِكُمْ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ) এবং নতশীরে আরীহায় প্রবেশ কর; আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব। আমি সৎ কর্মপরায়ণদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করব।'

(فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জালিম ছিল তাদেরকে যা বলা শেখানো হয়েছিল, তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল। 'ক্ষমা চাই' এর পরিবর্তে তারা বললো, 'গম চাই'। (فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ) সুতরাং আমি আকাশ হতে তাদের প্রতি শাস্তি প্লেগ প্রেরণ করলাম যেহেতু তারা সীমালংঘন করেছিল। আল্লাহ্‌র আদেশকে পরিবর্তিত ও বিকৃত করছিল।

(১৬৩) وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ لَا تَأْتِيْهِمْ كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○
(১৬৪) وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

১৬৩. তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তারা শনিবারে সীমালংঘন করত; শনিবার উদ্‌যাপনের দিন মাছ পানিতে ভাসিয়ে তাদের নিকট আসত। কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদ্‌যাপন করত না সেদিন তারা তাদের নিকট আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, যেহেতু তারা সত্যত্যাগ করত।

১৬৪. স্মরণ কর, তাদের এক দল বলেছিল, 'আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন?' তারা বলেছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব-মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এজন্য।'

(وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ) হে মুহাম্মদ! তাদেরকে ইহুদীদেরকে) সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে আয়লাবাসীদের ঘটনা সম্পর্কে (اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا) তারা শনিবারে সীমালংঘন করত, মাছ ধরতো শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসত; দলে দলে মাছ গভীর সমুদ্র থেকে তীরে চলে আসতো (وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ لَا تَأْتِيْهِمْ) কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করত না সেদিন সেগুলো তাদের নিকট আসত না। (كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ) এভাবে তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, যেহেতু তারা সত্য ত্যাগ করত। আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ অমান্য করতো।

(وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا نِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ) স্মরণ কর, তাদের একদল বলেছিল, 'আল্লাহ্ যাদেরকে দৈহিক বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে ধ্বংস করবেন কিংবা জাহান্নামে নিক্ষেপের মাধ্যমে (اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا) কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তদেরকে সদুপদেশ দাও কেন? (قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ) তারা বলেছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব-মুক্তির জন্য দায়িত্ব-মুক্তির প্রমাণ দেয়ার জন্য

(وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ) এবং যাতে তারা শনিবারে মাছ ধরা থেকে সাবধান হয় এই জন্য।' একটি দল মাছ শিকার করতো এবং অন্যদেরকেও মাছ শিকার করতে আদেশ ও প্ররোচনা দিত। আর একটি দল নিজেরাও মাছ শিকার করতো না, অন্যদেরকেও মাছ শিকার করতে নিষেধ করতো না। যে দলটি নিজেরাও মাছ শিকার করতো এবং অন্যরেকেও মাছ শিকারে প্ররোচিত করতো আল্লাহ্ তাদের দেহকে বিকৃত করেন এবং অন্য দুটি দল এই শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পায়।

(١٦٥) فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَـِٔيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

(١٦٦) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ○

(١٦٧) وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۗ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৬৫. যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হয় তখন যারা অসৎকার্য হতে নিবৃত্ত করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং যারা জুলুম করে তারা কুফরী করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিই।

১৬৬. তারা যখন নিষিদ্ধ কার্য ঔদ্ধত্য সহকারে করতে লাগল তখন তাদেরকে বললাম, 'ঘৃণিত বানর হও!'

১৬৭. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে, তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন লোকরেদকে প্রেরণ করবেন যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে, আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ) যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হয়, সে অনুসারে কাজ বন্ধ করে তখন যারা অসৎ কার্য শনিবারে মাছ ধরা থেকে নিবৃত্ত করত, তাদেরকে আমি উদ্ধার করি (وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ) এবং যারা জুলুম করত শনিবারে মাছ ধরতো (بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ) তারা কুফরী অবাধ্যতা করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিই।

(فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ) তারা যখন নিষিদ্ধ কাজ ঔদ্ধত্য সহকারে করতে লাগল তখন তাদেরকে বললাম, 'ঘৃণিত বানর হও' লাঞ্ছিত ইতর প্রাণী বানরে পরিণত হও।

(وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ) স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন তোমাদেরকে বলেন যে, তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর শক্তিশালী আধিপত্যশালী ও প্রতাপশালী করতে থাকবেনই এমন লোকদেরকে (مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ) যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে জিযিয়া ইত্যাদি দ্বারা এবং তারা হচ্ছেন মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মত (اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ) আর তোমার প্রতিপালক তো যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে না তাদেরকে শাস্তি দানে কঠিন শাস্তি দানে তৎপর এবং যারা ঈমান আনে তাদের প্রতি (وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়ও।

(١٦٨) وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

(١٦٩) فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১৬৮. দুনিয়ায় আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি; তাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

১৬৯. অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষগণ একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়; তারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।' কিন্তু তার অনুরূপ সামগ্রী তাদের নিকট আসলে তাও তারা গ্রহণ করে; কিতাবের অঙ্গীকার কি তাদের নিকট হতে নিয়ে হয় নাই যে, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলবে না? এবং তারা তো তাতে যা আছে তা অধ্যয়নও করে। যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি এটা অনুধাবন কর না?

(وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا) দুনিয়ায় আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করি; (مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ) তাদের কতক রমল নদীর তীরে বসবাসকারী সাড়ে নয়টি গোত্র সৎকর্মপরায়ণ (وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ) ও কতক অন্যরূপ বনী ইসরাঈলের অন্যান্য মু'মিনরা। অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ, বনী ইসলাঈলের কাফিররা এবং মঙ্গল উর্বরতা, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি ও অমঙ্গল অজন্মা, দুর্ভিক্ষ ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি, (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ) যাতে তারা কুফরী ও অবাধ্যতা থেকে প্রত্যাবর্তন করে।

(فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ) তারপর অযোগ্য উত্তরপুরুষগণ অসৎ উত্তরপুরুষগণ তথা ইহুদীরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়, তাওরাতের ধারক-বাহক হয় তাতে বর্ণিত মুহাম্মাদ ﷺ-এর গুণাবলী ও লক্ষণসমূহ গোপন করে (يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى) তারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী উৎকোচ ও অন্যান্য হারাম সামগ্রী মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলীকে গোপন করার বিনিময়ে গ্রহণ করে এবং (وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا) বলে আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে! দিনে যা অপরাধ করি তা রাতে এবং রাতে যা অন্যায় করি তা দিনে ক্ষমা করা হবে (وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ) কিন্তু সেগুলোর অনুরূপ সামগ্রী তাদের নিকট আসলে কাল যে ধরনের হারাম সামগ্রী এসেছিল, তেমন সামগ্রী আজ আবার এলে, তাও তারা গ্রহণ করে, বৈধ মনে করে (اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ) কিতাবের অঙ্গীকার কি তাদের নিকট হতে নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? এবং তারা তো তাতে যা আছে তা অধ্যয়নও করে; কিতাবে মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলী ও লক্ষণসমূহের যে বিবরণ আছে, তা তারা অধ্যয়ন করে। অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ,

কিতাবে যে হালাল হারামের বিবরণ রয়েছে, তা তারা অধ্যয়ন করে, অথচ সে অনুসারে আমল করে না। (وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ) যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে কুফরী, শিরক, অশ্লীলতা, উৎকোচ তাওরাতে বর্ণিত মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলী ও লক্ষণসমূহ বিকৃত করা থেকে বিরত থাকে) তাদের জন্য দুনিয়ার আবাসের চেয়ে পরকালের আবাসই অর্থাৎ জান্নাতই শ্রেয়; তোমরা কি এটা দুনিয়া নশ্বর ও আখিরাত চিরস্থায়ী, তা অনুধাবন করো না?

(١٧٠) وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ○
(١٧١) وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○
(١٧٢) وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ○

১৭০. যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে, আমি তো এরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

১৭১. স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করি, আর তা ছিল যেন এক চন্দ্রাতপ। তারা মনে করল যে, তা তাদের উপর পড়ে যাবে। বললাম, 'আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা তাক্ওয়ার অধিকারী হও।'

১৭২. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি?' তারা বলে, 'হ্যাঁ অবশ্যই আমরা সাক্ষী রহিলাম।' এটা এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম।'

(وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ) যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, কিতাব অনুসারে কাজ করে, তাতে যা হালাল করা হয়েছে, তা হালাল গণ্য করে, যা হারাম করা হয়েছে তা হারাম গণ্য করে, এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর বর্ণিত গুণাবলী ও লক্ষণসমূহ প্রকাশ করে ও পাঁচ ওয়াক্ত (وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ) সালাত কায়েম করে, (اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ) আমি তো এইরূপ সৎকর্মপরায়ণদের- আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম ও তাঁর সাথীদের ন্যায় কথা ও কাজে সততা অবলম্বনকারীদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

(وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ) স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করি (পাহাড়কে মাটি থেকে উপড়ে, উঁচু করে তাদের মাথার ওপর তুলে ধরে রাখি) (كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا) আর তা ছিল যেন এক চন্দ্রাতপ; তারা মনে করল (যদি কিতাবকে গ্রহণ না করে) (اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ) আমি বললাম, 'আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর (যে কিতাব দিলাম সে অনুসারে কাজ কর নিয়মতভাবে ও সুষ্ঠুভাবে) এবং তাতে যা আছে, তা স্মরণ কর (যে পুরস্কার ও শাস্তির কথা আছে। অপর ব্যাখ্যায় যে আদেশ ও নিষেধ আছে, অপর ব্যাখ্যায় যে হালাল ও হারামের বিধান আছে, সে অনুসারে

কাজ কর (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ) যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও, আল্লাহ্‌র আযাব ও অসন্তোষ থেকে সতর্ক থাক ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর।

(وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ) স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক অঙ্গীকার গ্রহণের দিন (مِنْۢ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরগণকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন ঃ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? (قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا) তারা বলে, 'নিশ্চয়ই; আমরা সাক্ষী রইলাম।' আমরা জানলাম ও স্বীকার করলাম যে, তুমি আমাদের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ্ ফিরিশতাদেরকে বললেন, তোমরা তাদের ব্যাপারে সাক্ষী থাক। আর তাদেরকে বললেন, তোমরা একে অপরের ওপর সাক্ষী থাক। (اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ) এই স্বীকৃতি গ্রহণ এই জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, (اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ) 'আমরা তো এ বিষয়ে এই অঙ্গীকারের বিষয়ে গাফিল ছিলাম। আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়নি।

(١٧٣) اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ○

(١٧٤) وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

(١٧٥) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ○

১৭৩. কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করেছে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?'

১৭৪. এভাবে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

১৭৫. তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন, অতঃপর সে তাকে বর্জন করে, পরে শয়তান তার পিছনে লাগে, আর সে বিপদগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ) কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদের পূর্ব-পুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করে এবং আমাদের পূর্বে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে (وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ) আর আমরা তো তাদের পরবর্তী কনিষ্ঠতর বংশধর আমরা শুধু তাদের অনুকরণ করেছি) (اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ)। তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? আমাদের পূর্বের মুশরিকদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য আমাদেরকে শাস্তি দেবে?

(وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ) এভাবে নিদর্শন বিবৃতি করি যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। কুফর ও শিরক থেকে আদি অঙ্গীকারের দিকে ফিরে আসে।

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا) হে মুহাম্মদ! তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনান যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার নিদর্শন ইসমে আজম (فَانْسَلَخَ مِنْهَا) তারপর সে সেটাকে বর্জন করে লোকটার নাম বাল'আম ইবনে বাউরা। আল্লাহ্ তাকে ইসমে আজম শিক্ষা দিয়ে সম্মানিত করেন। কিন্তু সে তার বলে বলীয়ান হয়ে হযরত মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে বদ-দুআ করে। ফলে আল্লাহ্ তার স্মৃতি থেকে ইসমে আজম কেড়ে নেন। অপর ব্যাখ্যায় এ ব্যক্তি উমাইয়া ইবন আবিস্ সাল্‌ত্। আল্লাহ্‌র তাকে উত্তম জ্ঞান ও সুন্দর বক্তৃতা করার ক্ষমতা দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন কিন্তু সে ঈমান না আনায় আল্লাহ্ তা ছিনিয়ে নেন। (فَاَتْبَعَهُ)

(الشَّيْطٰنُ) ও শয়তান তার পেছনে লাগে, বিপথগামী করে (فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ) আর সে বিপথগামীদের কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(١٧٦) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

(١٧٧) سَآءَ مَثَلَاۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝

(١٧٨) مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

(١٧٩) وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ؗ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ؗ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

১৭৬. আমি ইচ্ছা করলে ইহা দ্বারা তাকে উচ্চমর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; তার উপর তুমি বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপালেও হাঁপায়। যে সম্প্রয়দায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও এইরূপ, তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাতে তারা চিন্তা করে।

১৭৭. যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে তাদের অবস্থা কত মন্দ!

১৭৮. আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১৭৯. আমি তো বহু জিন্ন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তদ্দ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তদ্দ্বারা শ্রবণ করে না; এরা পশুর ন্যায়, বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল।

(وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا) আমি ইচ্ছা করলে এটা দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, ইসমে আজমের কল্যাণে তাকে আকাশে তুলে নিতাম এবং তা দ্বারা তাকে বিশ্ববাসীর রাজা করে দিতাম (وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ) কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। অন্যায় কাজ করতে থাকে, তার অবস্থা বাল'আম ইবনে বাউরার অবস্থা, অপর ব্যাখ্যায় উমাইয়া ইবন আবিস সালতের অবস্থা (فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ) কুকুরের ন্যায়; সেটার উপরে তুমি বোঝা না চাপালে কঠোর আবরণ করলেও তাড়িয়ে দিলে, সে হাঁপাতে থাকে। জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি বোঝ না চাপালেও হাঁপায়। জিহ্বা বের করে হাঁপায় বাল'আম ও উমাইয়ার মত। যদি উপদেশ দেয়া হয় তাহলেও উপদেশ গ্রহণ করে না, উপদেশ না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করলেও বোঝেনা। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রত্যাখ্যান করে ইয়াহূদী সম্প্রদায় (ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا) তাদের অবস্থাত এরূপ; (فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ) আপনি বৃত্তান্ত বিবৃত করুন কুরআন পড়ে শোনান যাতে তারা চিন্তা করে। কুরআনের উদাহরণগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে।

(سَآءَ مَثَلَاۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا) যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে ও কুকুরের মত অবস্থার শিকার হয় (وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ) ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের অবস্থা কত মন্দ!

(مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ) আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায় আল্লাহ্ যাকে দীনের পথ দেখাই সেই দীনের পথ পায় (وَمَنْ يُّضْلِلْ) আর যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন ইসলাম থেকে বিচ্যুত করেন (فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ) তারাই ক্ষতিগ্রস্ত আখিরাতে।

(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَايَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ) আমি তো বহু জিন্ন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, সত্যকে উপলব্ধি করে না (اَعْيُنٌ لَايُبْصِرُوْنَ بِهَا) তাদের চোখে আছে, তা দিয়ে সত্যকে দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দিয়ে (সত্যের বাণী (وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَايَسْمَعُوْنَ بِهَا) শ্রবণ করে না; (اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ) এরা সত্যকে উপলব্ধির ব্যাপারে পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। কেননা তারা (بَلْ هُمْ اَضَلُّ) কাফির। (اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ) তারাই আখিরাত সম্পর্কে গাফেল, অস্বীকারকারী।

(١٨٠) وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْٓ اَسْمَآئِهٖ ۗ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
(١٨١) وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝
(١٨٢) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
(١٨٣) وَاُمْلِىْ لَهُمْ ۗ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ ۝

১৮০. আল্লাহ্র জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেই সকল নামেই ডাকবে; যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেয়া হবে।

১৮১. যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়ভাবে বিচার করে।

১৮২. যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে, তারা জানতেও পারবে না।

১৮৩. আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি; আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

(وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى) উত্তম নামসমূহ শ্রেষ্ঠতম গুণাবলী যথা সর্বময় জ্ঞান, সর্বময় শক্তি ও ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি আল্লাহ্রই; (فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اَسْمَائِهٖ) তোমরা তাঁকে সে সব নামেই ডাকবে; যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, তার নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করে, অপর ব্যাখ্যায় তাঁর নামের সাথে লাত, মানাত ও উয্যার সাদৃশ্য সৃষ্টি করে (سَيُجْزَوْنَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) তাদেরকে বর্জন করবে; তাদের কৃতকর্মের দুনিয়ায় কৃত সমস্ত খারাপ কাজ ও কথার ফল তাদেরকে আখিরাতে দেয়া হবে।

(وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ) যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় সৎ ও ন্যায় কাজের আদেশ দেয় (وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ) এবং ন্যায় বিচার করে, ন্যায় কাজ করে। এই দলটি মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মাত।

(وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا) যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে ও আযাব নাযিল হওয়ার বিষয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে আবূ জাহল ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই আযাব দ্বারা পাকড়াও করি (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُوْنَ) যে তারা আযাব নাযিল হওয়ার কথা জানতেও পারবে না। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের সবাইকে একই দিনে ধ্বংস করলেন, কিন্তু প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় ধ্বংস করলেন।

(وَاُمْلِىْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ) আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি; আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। আমার আযাব ও পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।

(١٨٤) اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(١٨٥) اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

(١٨٦) مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

(١٨٧) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১৮৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সহচর আদৌ উন্মাদ নহে; সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

১৮৫. তারা কি লক্ষ্য করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে এবং এর সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী, সুতরাং এরপর তারা আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে!

১৮৬. আল্লাহ্ যাদেরকে বিপথগামী করেন তাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই, আর তাদেরকে তিনি তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেন।

১৮৭. তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন ঘটবে। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন; তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হবে। আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে।' তুমি এই বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'

(اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ) তারা কি চিন্তা করে না, যে মুহাম্মদ ﷺ যাদুকর, জ্যোতিষী বা উন্মাদ নন? তারপর আল্লাহ্ বলেন– (مِّنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ) তাদের সহচর নবী আদৌ উন্মাদ নন। তিনি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী। সাবধানকারী রাসূল, যে তাদের সুপরিচিত মাতৃভাষায় তাদের কাছে স্পষ্ট বর্ণনা করেন।

(اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) তারা মক্কাবাসীকে লক্ষ্য করে না? আকাশমণ্ডলী সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও মেঘমালা ইত্যাদির ও পৃথিবীর তথা পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিরাজমান গাছপালা, পাহাড় পর্বত, জীবজন্তু ও সাগর-মহাসাগরের (وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ) সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন, যাবতীয় বস্তু (وَاَنْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ) তার সম্পর্কে এবং এ সম্পর্কেও যে, সম্ভবত আল্লাহ্ সম্ভবত বললে তার অর্থ হয় অবশ্যই, তাদের নির্বারিত ধ্বংসের কাল নিকটবর্তী, (فَبِاَىِّ

(حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ) সুতরাং এরপর তারা আর কোন্ কাথায় আল্লাহ্র এই কিতাবের পর আর কোন্ কিতাবে বিশ্বাস করবে? যদি এই কিতাবে বিশ্বাস না করে!

(مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ) আল্লাহ্ যাদেরকে তার দীন থেকে বিপথগামী করেন, তাদের জন্য তার দীনের দিকে (فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ) আর কোন পথপ্রদর্শক নেই, আর তাদেরকে তিনি তাদের অবাধ্যতায় কুফরী ও বিভ্রান্তিতে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেন, ফলে তারা অন্ধের ন্যায় কিছুই দেখে না।

হে মুহাম্মদ! (يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا) তারা মক্কাবাসী আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে? (قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لَايُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) বলুন, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন; সেটা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হবে। যার সংঘটিত হওয়ার সময়কাল জানা আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীর জন্য একটা ভয়ংকর ব্যাপার হবে (لَاتَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً) আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে। আপনি বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে, অপর ব্যাখ্যায় অজ্ঞ বা উদাসীন মনে করে (يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا) তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। (قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ) বলুন, হে মুহাম্মদ! এ বিষয়ের কিয়ামতের সময়কালের স্থান শুধু আল্লাহ্রই আছে, (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ) কিন্তু অধিকাংশ লোক অধিকাংশ মক্কাবাসী তা জ্ঞাত নহে, বিশ্বাস করে না।

(١٨٨) قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛۚ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۛۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

১৮৮. বল, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা বৈ আর কিছুই নই।'

হে মুহাম্মদ! মক্কাবাসীকে (قُلْ لَّا اَمْلِكُ) বলুন, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, আমার যে উপকার বা ক্ষতি করতে চান (لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ) তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপকার করা বা ক্ষতি প্রতিহত করার, উপর আমার কোন অধিকার নেই। (وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ) আমি যদি অদৃশ্যের খবর আমার লাভ বা ক্ষতি সম্পর্কে জানতাম (لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ) তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। এর আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা নিম্নরূপ বর্ণিত আছেঃ (১) আমি যদি জানতাম, কখন তোমাদের সম্পর্কে আমার কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকতো না। (২) আমি যদি জানতাম কখন মারা যাব, তাহলে প্রচুর সৎকাজ করে নিতাম এবং আমাকে কোন দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করতো না। (৩) আমি যদি জানতাম কখন অভাব ও দুর্ভিক্ষ হবে, তাহলে আমি প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করে রাখতাম এবং আমাকে অভাব স্পর্শ করতো না। (اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ

(يُّؤْمِنُوْنَ) আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী। দোযখের আযাব থেকে সতর্ককারী ও জান্নাতের সুসংবাদবাহী।

(١٨٩) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

(١٩٠) فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

১৮৯. সেই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং তা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকবই।'

১৯০. তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তারা তাদেরকে যা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্র শরীক করে; কিন্তু তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে।

(هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ) তিনিই তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন প্রথমে শুধু আদম (আ) সৃষ্টি হন। পরে তার থেকে সমগ্র মানবজাতি সৃষ্টি হয়। (وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا) ও তা থেকে তার সংগিনী আদম থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। (فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ) তারপর যখন সে তার সহিত সংগত হয় তখন সে এক লঘু সহজ গর্ভধারণ করে এবং তা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে সামান্য কষ্টের সাথে উঠাবসা করে গর্ভ যখন গুরুভার হয়, গর্ভে যখন সন্তান ভারী হয় তখন তারা উভয়ে ইবলীসের কুমন্ত্রণায় মনে করে যে, গর্ভস্থ সন্তান কোন চতুষ্পদ জন্তু (فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ)। তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ মানব সন্তান দাও তবে তো আমরা সে জন্য কৃতজ্ঞ থাকবই।'

(فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا) তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ মানব সন্তান দান করেন, তারা তাদেরকে যা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে ইবলীসকে আল্লাহ্র শরীক করে; (সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে ইবলীসকে শরীক করে। নাম রাখে আব্দুল্লাহ্ ও আব্দুল হারিছ।[১] (فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ) কিন্তু তারা যাকে শরীক করে দেবতাকে আল্লাহ্ তা অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে পবিত্র।

---

১. শয়তানের প্ররোচনায় সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে সম্পৃক্ত করে কোন কোন তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থে যে সব রিওয়ায়েত রয়েছে, সেগুলো সঠিক নয়, কেননা সেগুলো নবী রাসূলগণের মাসূম বা নিষ্পাপ হওয়ার সর্বজন স্বীকৃত অস্বীকৃত অকীদার পরিপন্থী। তাই এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাছীর (র) মন্তব্য করেন–

فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

(١٩١) أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ○
(١٩٢) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ○
(١٩٣) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ○
(١٩٤) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

১৯১. তারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।
১৯২. তারা না তাদেরকে সাহায্য করতে পারে আর না করতে পারে নিজেদেরকে সাহায্য।
১৯৩. তোমরা তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে না; তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর বা চুপ করে থাক, তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।
১৯৪. আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা; তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ) তারা কি এমন বস্তুকে আল্লাহ্‌ই সাথে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না নির্জীবকেও সজীব করে না বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট। মাটি বা পাথর দ্বারা নির্মিত।

(وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا) ওরা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে না, উপকার বা সেবা করতেও পারে না, রক্ষাও করতে পারে না। (وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ) এবং ওদের নিজেদেরকেও নয়। প্রতিমাগুলো নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না, কেউ তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

(وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ـ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ) তোমরা ওদেরকে সৎপথে আহ্বান করলে ওরা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে না, তোমরা ওদেরকে আহ্বান কর বা চুপ করে থাক, তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান। এ আয়াতের দু'রকম ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। ·

وهذه الاثار يظهر عليها والله اعلم انها من اثار اهل الكتاب واما نحن فعلى مذهب الحسن البصرى رحمة الله فى هذا وانه ليس المراد من هذا السباق ادم وحواء وانما المراد من ذلك المشركون من ذرتيه ولهذا قال الله فتعالى الله عما يشركون ـ فذكر ادم وحواء اولا كا التوطئة لما بعد هما عن الوالدين وهو مالاستطراد من ذكر الشخص الى الجنس (تفسير جه ٢ صـ ٧٤

"এ সব রিওয়ায়াতের স্পষ্টই (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন) আহলে কিতাবের বর্ণনা থেকে গৃহীত। তবে আমাদের অভিমত হলো হযরত হাসান বসরী (র)-এর অভিমতের অনুরূপ। তাঁর মতে, এখানে আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাঁদের মুশরিক সন্তানদের কথা বর্ণনাই উদ্দেশ্য। এ কারণেই বর্ণনা শেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "কিন্তু তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে" (৭ঃ ১৯০)।

এখানে প্রথমে আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর ঘটনা পরবর্তীকালের মুশরিক মাতাপিতার বর্ণনার ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা (digression) যাতে একটি বস্তুর উল্লেখ করার পর গোটা জাতির উল্লেখ করা হয়।" (তাফসীর, ২য়, পৃঃ ৭৪)– সম্পাদক

১. হে মুহাম্মদ! আপনি কাফিরদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করলেও তারা সাড়া দেবে না, আপনারা তাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেন বা চুপ করে থাকুন, আপনাদের জন্য উভয়ই সমান। ২. হে কাফিরগণ! তোমরা এই মূর্তিগুলোকে সত্যের দিকে আহ্বান করলেও তারা সাড়া দেবে না, তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর বা চুপ করে থাক, তারা কিছু শুনবেও না, জবাবও দেবে না। কেননা তারা প্রাণহীন, জড় পদার্থ।

(اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে মূর্তিগুলোকে আহবান কর, উপাসনা কর (عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ) তারাতো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা, আল্লাহ্র সৃষ্টি তোমরা তাদেরকে মূর্তিগুলোকে) আহবান কর, (فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ) তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক তোমাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও গ্রহণ করুক, (اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, যে তারা তোমাদের উপকার করতে পারে।

(১৯৫) اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ○

(১৯৬) اِنَّ وَلِيِّ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ○

(১৯৭) وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ○

১৯৫. তাদের কি পা আছে যা দ্বারা তারা চলে? তাদের কি হাত আছে যা দ্বারা তারা ধরে? তাদের কি চক্ষু আছে যা দ্বারা তারা দেখে? কিংবা তাদের কি কর্ণ আছে যা দ্বারা তারা শ্রবণ করে? বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক করেছ তাদেরকে ডাক। অতঃপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না;

১৯৬. 'আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।'

১৯৭. আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তাদের নিজদেরকেও নয়।

(اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَا) তাদের কি কল্যাণের দিকে চলার পা আছে? তাদের কি ধরার ও দান করার (اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَا) হাত আছে? তাদের কি তোমাদের উপাসনা (اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ) দেখার চোখ আছে? (اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَهَا) কিংবা তাদের কি তোমাদের প্রার্থনা শোনার কান আছে? হে মুহাম্মদ! মক্কার মুশরিকদেরকে (قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ) বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক করেছ তাদেরকে ডাক তাদের সাহায্য নাও (ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ) ও আমার বিরুদ্ধে আমাকে ধ্বংস করার জন্য তোমরা ও তারা মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ (সময়) দিও না।

(اِنَّ وَلِيِّ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ) আমার অভিভাবক রক্ষক ও সাহায্যকারী তো আল্লাহ্র যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, জিবরাঈলকে কিতাব সহকারে আমার নিকট অবতীর্ণ করেছেন (وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ) এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকী করে থাকেন।

(وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ) আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহবান কর, যে সব দেবতাকে পূজা কর (لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ) তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না, উপকার করতে পারে না, রক্ষাও করতে পারে না (وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ) এবং তাদের নিজেদেরকেও নয়। নিজেদেরকেও তারা অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারে না।

(১৯৮) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ○

(১৯৯) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○

(২০০) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

(২০১) إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ○

১৯৮. যদি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান কর তবে তারা শ্রবণ করবে না এবং তুমি দেখতে পাবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে; কিন্তু তারা দেখে না।

১৯৯. তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চল।

২০০. যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র শরণ নিবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২০১. যারা তাকওয়ার অধিকারী হয় তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়।

(وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى) যদি তাদেরকে সৎপথে আহবান কর, সত্যের দিকে ডাক (لَايَسْمَعُوْا) তবে তারা শ্রবণ গ্রহণ করবে না। কেননা তারা মৃত ও প্রাণহীন এবং হে মুহাম্মদ! (وَتَرٰهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ) আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা মূর্তিগুলো যেন তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের খোলা চোখগুলো দ্বারা (وَهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ) কিন্তু তারা দেখে না, কেননা তারা নির্জীব ও নিষ্প্রাণ।

(خُذِ الْعَفْوَ) আপনি ক্ষমা পরায়ণতা অবলম্বন করুন, যে আপনার ওপর জুলুম করে তাকে ক্ষমা করুন, যে আপনাকে বঞ্চিত করে তাকে দান করুন এবং যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন। এর আর একটি ব্যাখ্যা হলো, মুসলমানদের পরিবারের ভরণ-পোষণের পর যে অর্থ সম্পদ উদ্বৃত্ত হয়, তা নিয়ে নিন। এই শেষোক্ত ব্যাখ্যায় রহিত হয়ে গেছে। (وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ) আপনি সৎকর্মের নির্দেশ দিন, পরোপকার ও মহানুভবতার নির্দেশ দিন (وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ) এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা করুন, আবূ জাহল ও তার সাথীদেরকে উপেক্ষা করুন। যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। পরে উপেক্ষা করার আদেশ রহিত হয়।

(وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ) যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র শরণ নিবেন, তার প্ররোচনা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাইবেন (اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ) তিনি সর্বশ্রোতা, আপনার আশ্রয় প্রার্থনা শুনবেন সর্বজ্ঞ। প্ররোচনার বিষয় অবহিত।

(اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا) যারা তাকওয়ার অধিকারী হয়, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সাবধান হয় (اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ) তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় বা সন্দেহ- সংশয় সৃষ্টি করে, (تَذَكَّرُوْا) তখন

তারা আত্মসচেতন হয়, বুঝে নেয় যে, এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা (فَاِذَاهُمْ مُّبْصِرُوْنَ) এবং তৎক্ষনাৎ তাদের চোখ খুলে যায় পাপকাজ থেকে বিরত থাকে।

(٢٠٢) وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ○

(٢٠٣) وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

(٢٠٤) وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

২০২. তাদের সংগী-সাথিগণ তাদেরকে ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয় এবং এ বিষয়ে তারা কোন ত্রুটি করে না।

২০৩. তুমি যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর না, তখন তারা বলে, 'তুমি নিজেই একটি নিদর্শন বেছে নাও না কেন?' বল, আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি, এ কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এ হিদায়াত ও রহমত।

২০৪. যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোরমা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

(وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ) তাদের সংগী-সাথীগণ মুশরিকরূপী শয়তানদের ভাইবন্ধুরা তাদেরকে ভ্রান্তির দিকে কুফরী, গোমরাহী ও অবাধ্যতার দিকে টেনে নেয়, প্ররোচিত করে (فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ) এবং এ বিষয়ে তারা কোন ত্রুটি করে না– বিরত হয় না।

(وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ) আপনি যখন তাদের মক্কাবাসীর নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন না, তাদের দাবী মোতাবেক (قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا) তখন তারা বলে, 'তুমি নিজেই একটি নিদর্শন বেছে নাও না কেন? নিজে একটি নিদর্শন নির্ধারণ করে তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে চেয়ে নাও না কেন, অপর ব্যাখ্যায় নিজের পক্ষ থেকে তৈরী করে নাও না কেন? (قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ! (اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ) আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি, আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার নিকট যা নাযিল হয় আমি কেবল সে অনুসারেই কথা বলি ও কাজ করি। (هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ) এই কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন তাঁর আদেশ ও নিষেধের বিবরণ (وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ) বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এটা পথনির্দেশ বিপথগামিতা প্রতিরোধক ও দয়া। আযাব থেকে নিষ্কৃতি।

(وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا) যখন কুরআন পাঠ করা হয় ,ফরয নামাযে তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ থাকবে, নিশ্চুপ হয়ে তা শুনবে (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ) যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়, আযাব থেকে রেহাই দেয়া হয়।

(٢٠٥) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ○

(٢٠٦) اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۩

২০৫. তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীন হবে না।

২০৬. যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহংকারে তাঁর 'ইবাদতে বিমুখ হয় না ও তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট সিজ্‌দাবনত হয়।

হে মুহাম্মদ! আপনি যখন ইমাম হয়ে অথবা একাকী নামায আদায় করেন তখন (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ) আপনার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয়ে ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবেন এবং আপনি উদাসীন হবেন না। হে মুহাম্মদ! আপনি যদি ইমাম হন, তবে আপনি কুরআন একাকী অনুচ্চস্বরে পাঠ করবেন, নিশ্চুপ থাকবেন না, এবং প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় ফজরে, মাগরিবে ও এশার নামাযে কুরআন পাঠ করবেন। ইমাম হয়ে বা একাকী নামায পড়ার সময় কুরআন পাঠে উদাসীন হবেন না।

(اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ) যারা আপনার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে, ফিরিশতারা (لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ) তারা অহংকারে ইবাদতে বিমুখ হয় না, তাঁর আনুগত্যে ও দাসত্বে পশ্চাদপদ হয় না (وَيُسَبِّحُوْنَهٗ) ও তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে আনুগত্য করে এবং (وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ) তাঁরই নিকট সিজদাবনত হয়, নামায আদায় করে।

সূরা আনফাল

এটি সেই সূরা যাতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিবরণ রয়েছে। একটি আয়াত يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ .... ছাড়া সমগ্র সূরা মদীনায় অবতীর্ণ। এ আয়াতটি বায়দা নামক স্থানে বদর যুদ্ধের দিন যুদ্ধ শুরুর পূর্বে নাযিল হয়। এ সূরার আয়াত সংখ্যা ছিয়ানব্বই[১], শব্দ সংখ্যা এক হাজার একশ' ত্রিশ, অক্ষর সংখ্যা পাঁচ হাজার দুইশ' চুরানব্বই।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

এ সূরার নিম্নরূপ তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

(١) يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

১. লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে; বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের; সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপন কর, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।'

(يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ) লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, আল্লাহ্ বলেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারীগণ বদরের দিন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে তারা কোন অনুদান বা প্রতিদান পাবে কিনা। হে মুহাম্মদ! তাদেরকে (قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ) বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের বদরের দিনের সমস্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রাপ্য। এতে তোমাদের কোন প্রাপ্য নেই। মতান্তরে এর ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ও রাসূলের আদেশে এতে কিছু দানের অবকাশ রয়েছে। (فَاتَّقُوا اللّٰهَ) সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর (وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) এবং নিজেদের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপন কর, নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান কমিয়ে ফেল। তোমাদের যারা ধনী তারা গরীবকে, যারা সামর্থ্যবান তারা দুর্বলকে ও যারা যুবক তারা বৃদ্ধকে নিজ নিজ সম্পদের একাংশ দান করুক এবং সদভাব স্থাপনের ক্ষেত্রে (وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলে তোমরা যখন বিশ্বাসী।

---

১. মূল গ্রন্থে এরূপ মুদ্রিত আছে। প্রকৃতপক্ষে আয়াত সংখ্যা ৭৫।

(٢) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

(٣) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○

(٤) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

(٥) كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ○

২. মু'মিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।

৩. যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে;

৪. তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

৫. ইহা এইরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হতে বের করেছিলেন অথচ মু'মিনদের এক দল তা পছন্দ করেনি।

(اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ) মু'মিন তো তার-ই যাদের হৃদয় কম্পিত হয়, ভীত হয়, যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয়, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে কোন আদেশ দেয়া হয়, যেমন পরস্পরে সদ্‌ভাব স্থাপনের আদেশ ইত্যাদি (وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ) এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, পারস্পরিক সদ্ভাব স্থাপন সম্পর্কে (زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا) তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে, আল্লাহ্‌র কথা তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে। অপর ব্যাখ্যায় তাদের আনুগত্য ও নিষ্ঠা বৃদ্ধি করে, আরেক ব্যাখ্যায় তাদের আত্মশুদ্ধি বৃদ্ধি করে। (وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ) এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের উপর নয়।

(الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ) যারা সালাত কায়েম করে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পরিপূর্ণ ওযু, রুকূ, সিজদা ও সময়ানুবর্তিতা সহকারে সম্পন্ন করে (وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ) এবং আমি যা দিয়েছি যে ধন সম্পদ দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে দান করে। অপর ব্যাখ্যায় নিজ নিজ সম্পদের যাকাত দেয়।

(اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ) তারাই প্রকৃত মু'মিন, একনিষ্ঠ মু'মিন। (حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্য রয়েছে মর্যাদা, আখিরাতে ক্ষমা পৃথিবীতে গুনাহের ক্ষমা (وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ) এবং সম্মানজনক জীবিকা। উত্তম প্রতিদান জান্নাতে।

(كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ) এটা এরূপ, যেমন আপনার প্রতিপালক আপনাকে ন্যায়ভাবে আপনার গৃহ হতে বের করেছিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতিপালক যে রূপ আপনাকে কুরআন সহকারে, অপর ব্যাখ্যায় যুদ্ধের আদেশ সহকারে, আপনার মদীনাস্থ গৃহ থেকে বের করেছেন, তার ওপর অবিচল থাকুন

ও এগিয়ে যান (وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ) অথচ বিশ্বাসীদিগের একদল তা পছন্দ করেনি, যুদ্ধ যাত্রাকে পছন্দ করেনি।

(٦) يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۗ

(٧) وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۙ

(٨) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۚ

৬. সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে।

৭. স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে; অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদিগকে নির্মূল করেন;

৮. তা এজন্য যে, তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধিগণ তা পছন্দ করে না।

(يُجَادِلُوْنَ فِى الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا) সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, আপনি যে আপনার প্রতিপালকের আদেশ ছাড়া কোন কিছুরই আদেশ করেন না বা কোন কাজ করে না, তা তাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, (يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ) মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে।

(وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ) স্মরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে, বাণিজ্যিক কাফেলা ও সশস্ত্র যোদ্ধাদল এই দুই দলের একটি তোমাদের করায়ত্ত হবে (اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ) অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি যে দলটি যুদ্ধ করতে আসেনি এবং উগ্র নয়, তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। কেননা তাহলে তোমরা তাদের পণ্য সম্ভার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে পাবে। (وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ) আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যেন, সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁর ধর্ম ইসলামকে তাঁর সাহায্য ও বাস্তবায়ন দ্বারা বিজয়ী করেন (وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ) এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করেন; তাদের মূল ও প্রভাব উচ্ছেদ করেন।

(لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ) এটা এ জন্য যে, তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, এ জন্য যে, তিনি তাঁর দীন ইসলামকে মক্কায় বিজয়ী করেন এবং শিরক ও মুশরিকদেরকে ধ্বংস করেন (وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ) যদিও অপরাধীগণ তা পছন্দ করে না। যদিও মুশরিকরা পছন্দ করে না যে, ইসলাম বিজয়ী ও শিরক ধ্বংস হোক।

(৯) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝
(১০) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
(১১) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝

৯. স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে; তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক সহস্র ফিরিশ্‌তা দ্বারা যারা একের পর এক আসবে।'

১০. আল্লাহ্ তা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে; এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্‌র নিকট হতেই আসে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১১. স্মরণ কর, তিনি তাঁর পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করবার জন্য, তোমাদের হতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখবার জন্য।

(إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ) স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট বদরের দিন সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তিনি সে প্রার্থনা কবূল করেছিলেন (أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَٰئِكَةِ مُرْدِفِينَ) এবং বলেছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক সহস্র ফিরিশ্‌তা দ্বারা, যারা একের পর এক সাহায্যের জন্য আসবে।'

(وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ) আল্লাহ্ এ সাহায্য করেন কেবল বিজয়ের শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য (وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ) এবং এই উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত সাহায্য পেয়ে প্রশান্তি লাভ করে; এবং ফিরিশতাদের সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্‌র নিকট হতেই আসে; (إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ) আল্লাহ্ পরাক্রমশালী তাঁর শত্রুদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম) (حَكِيمٌ) প্রজ্ঞাময়। নিজের প্রজ্ঞা দ্বারাই তিনি মুশরিকদেরকে হত্যা ও পরাজয় দেবার এবং তোমাদেরকে বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দেয়ার ফয়সালা করেছেন।

(إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ) স্মরণ কর, তিনি তার পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন, শত্রুর দিক থেকে তোমাদেরকে স্বস্তি দেয়ার জন্য তোমাদের ওপর তন্দ্রা চাপিয়ে দেন। এটি ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি একটি অনুগ্রহ। (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ) (وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَٰنِ) এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তোমাদেরকে অপবিত্রাবস্থা থেকে পবিত্র করার জন্য তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, (وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ) তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য ধৈর্য দ্বারা হৃদয়কে সংরক্ষণ করার জন্য এবং তোমাদের পা বালুর ওপর স্থির রাখার জন্য। বৃষ্টির পানি দ্বারা বালুকে জমাট করার জন্য, যাতে তার ওপর পা স্থির থাকে।

(١٢) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

(١٣) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(١٤) ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ

(١٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ

১২. স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতাং মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ।' যারা কুফরী করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাদের স্কন্ধে ও আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগে।

১৩. এটা এহেতু যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

১৪. সুতরাং এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং কাফিরদের জন্য অগ্নি-শাস্তি রয়েছে।

১৫. হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না;

(اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ) স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আদেশ করেন (اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا) আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমাদের সাহায্যে নিয়োজিত আছি (الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ) সুতরাং মু'মিনগণকে যুদ্ধে অবিচলিত রাখ, অপর ব্যাখ্যায় এর অর্থ, মু'মিনগণকে বিজয়ের সুসংবাদ দাও। (الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ) যারা কুফরী করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সহচরবৃন্দ সম্পর্কে আতংকের সৃষ্টি করবো (الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) সুতরাং তাদের কাঁধে মাথায় ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর;

(ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ) এটা কাফিরদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ এই হেতু যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, ইসলামের বিরোধিতা করে (وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ) এবং কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে, ইসলামের বিরোধিতা করলে (فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ) আল্লাহ্ তো যখন শাস্তি দেন তখন শাস্তি দানে কঠোর।

(ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ) সুতরাং এর স্বাদ গ্রহণ কর, দুনিয়ায় যুদ্ধরূপী এই আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর (وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ) এবং কাফিরদের জন্য আখিরাতে অগ্নি-শাস্তি রয়েছে।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ) হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে বদরের দিন (الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ) তখন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না, পরাজয়বরণ করবে না।

(١٦) وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

(١٧) فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(١٨) ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(١٩) اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৬. সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান নেয়া ব্যতীত কেহ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

১৭. তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, আল্লাহ্‌ই তাদেরকে হত্যা করেছেন, এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করেছিলেন, এবং এ মু'মিনগণকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে উত্তমরূপে পরীক্ষা করবার জন্য; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১৮. এটাই তোমাদের জন্য, আল্লাহ্ কাফিরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন।

১৯. তোমরা মীমাংসা চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের নিকট এসেছে; যদি তোমরা বিরত হও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় কর তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিব এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদের সাথে রয়েছেন।

(وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ) সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বা পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়া, কিংবা দলে স্থান লওয়া, যে দল সাহায্য করবে ও রক্ষা করবে (اِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ) ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হবে, আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হওয়া তার জন্য অনিবার্য হয়ে উঠবে (وَمَاوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ) এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট!

(فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ) তোমরা তাদেরকে বদরের দিন বধ করনি, (وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ) আল্লাহ্‌ই জিবরাঈল ও অন্যান্য ফিরিশতা দ্বারা তাদেরকে বধ করেছেন, (وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى) এবং আপনি যখন নিক্ষেপ করেন নি, আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করেছিলেন, পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, এটা মাটি নিক্ষেপ (وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ) মু'মিনগণকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে, বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাওয়ার মাধ্যমে (بَلَاءً حَسَنًا) উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য; (اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ) আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা তোমাদের দু'আ শোনেন সর্বজ্ঞ। তোমাদের বিজয় সম্পর্কে জানেন।

(ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ) এটাই বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তোমাদের জন্য, আল্লাহ্ কাফিরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন।

(اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا) তোমরা মীমাংসা বিজয় চেয়েছিলে, (فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ) তাতো তোমাদের নিকট এসেছে, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সহচরবৃন্দের বিজয় এসেছে। আবূ জাহল যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পূর্বে দু'আ করেছিল, "হে আল্লাহ্! দুই ধর্মের মধ্যে যেটি তোমার নিকট শ্রেষ্ঠতর, অধিকতর সম্মানিত ও অধিকতর প্রিয়, তাকে বিজয়ী কর।" আল্লাহ্ তার সেই দু'আ কবূল করেন এবং মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সহচরবৃন্দকে বিজয়ী করেন (وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) যদি তোমরা কুফরী ও যুদ্ধ থেকে বিরত হও তবে তা তোমাদের জন্য কুফরীও যুদ্ধের চেয়ে কল্যাণকর? (وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ) যদি তোমরা পুনরায় মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ কর, তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিব, বদরের ন্যায় তোমাদেরকে হত্যা ও পরাজিত করা হবে (وَلَنْ تُغْنِىَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ) এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না, তোমাদের দল তোমাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না (وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ) এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের সাথে রয়েছেন। মু'মিনদেরকে বিজয়ী করার মাধ্যমে সাহায্যে নিয়োজিত রয়েছেন।

(٢٠) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝
(٢١) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝
(٢٢) اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝
(٢٣) وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

২০. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তার কথা শ্রবণ করছ তখন তা হতে মুখ ফিরাইও না;

২১. এবং তোমরা তাদের ন্যায় হইও না, যারা বলে, 'শ্রবণ করলাম'; বস্তুত তারা শ্রবণ করে না।

২২. আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যারা কিছুই বুঝে না।

২৩. আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখতেন, কিন্তু তিনি তাদেরকেও শুনাতেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে শুনালেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরাতো।

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ! চরিত্র সংশোধন ও পারস্পরিক সদ্ভাব স্থাপনে (اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা উপদেশ ও সদ্ভাব স্থাপনের আদেশ শ্রবণ করছ,.(وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ) তখন তা আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

(وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ) এবং তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না যারা বলে, "শ্রবণ করলাম, বস্তুত তারা শ্রবণ করে না। তোমরা বনু আব্দুদ্দার এবং নাযার ইবনুল হারিছ ও তার সাথীদের ন্যায় হয়ো না, যারা মুসলমানদের প্রতি 'শ্রবণ করলাম' তথা 'আনুগত্য করলাম' বলে আনুগত্য প্রকাশ করতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আনুগত্য করতো না। তাদের সম্পর্কে আরো নাযিল হয় ঃ

(اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ) আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম চরিত্র ও স্বভাবের অধিকারী (الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ) জীব সেই বধির ও মূক সত্য সম্পর্কে বধির ও মূক যারা কিছুই আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর নির্দেশাবলী বুঝে না।

(وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا) আল্লাহ্ যদি তাদের বনু আব্দুদ্দার গোত্রের মধ্যে ভাল কিছু কল্যাণ দেখতেন, (لَأَسْمَعَهُمْ) তবে তিনি তাহাদেরকেও শুনাতেন, ঈমান দ্বারা সম্মানিত করতেন (وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ) কিন্তু তিনি তাদেরকে শুনালেও ঈমান দ্বারা সম্মানিত করলেও তারা উপেক্ষা করে ঈমান থেকে মুখ ফিরাতো, প্রত্যাখ্যান করতো। কেননা আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে জানেন।

(٢٤) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

(٢٥) وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

(٢٦) وَاذْكُرُوْا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُوْنَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوٰكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

২৪. হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদিগকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিবে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যবর্তী হয়ে থাকেন, এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

২৫. তোমরা এমন ফিত্‌নাকে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

২৬. স্মরণ কর, তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে। তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে অকস্মাৎ ধরে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا) হে মু'মিনগণ! মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথীগণ! (اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ) রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, যা তোমাদেরকে সম্মানিত করে ও পরিশুদ্ধ করে, যেমন যুদ্ধ ইত্যাদি (وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ) তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দিবে এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যবর্তী হয়ে থাকেন[১] মু'মিনের মনকে ঈমানের ওপর সংরক্ষণ করেন, ফলে সে কখনো আর কুফরি করে না। কাফিরের হৃদয় কুফরীর ওপর সংরক্ষণ করেন, ফলে সে আর ঈমান আনে না এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। আখিরাতে একত্রিত করা হবে ও কর্মফল দেয়া হবে।

(وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً) তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না, বরং জালিম ও মজলুম উভয়কেই

১. আল্লাহ্ মানুষের অতি নিকটে আছেন। মানুষের মনের উপর আল্লাহ্‌র পূর্ণ কর্তৃত্ব বিদ্যামান (আল কুরআনুল করীম, ই. ফা. টীকা ৫০৬)

আক্রান্ত করবে (وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ) এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ যখন শাস্তি দেন তখন শাস্তি দানে কঠোর।

(وَاذْكُرُوْا) স্মরণ কর, হে মুহাজিরগণ! (اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ) তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে; মক্কায় তোমরা দুর্বল বিবেচিত হতে (تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ) তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে অকস্মাৎ ধরে নিয়ে যাবে। তারপর হয় নির্বাসিত করবে, নচেৎ বন্দী করবে (فَاٰوٰكُمْ وَاَيَّدَكُمْ) তারপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন মদীনায়) (بِنَصْرِهٖ) আপন সাহায্য দ্বারা বদরের দিন তোমাদেরকে শক্তিশালী বিজয়ী করেন (وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ) এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ) যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। বদরের বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ হও।

(٢٧) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
(٢٨) وَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝
(٢٩) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

২৭. হে মু'মিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ করো না;

২৮. এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহ্রই নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে।

২৯. হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করবার শক্তি দিবেন, তোমাদের পাপমোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ অতিশয় মঙ্গলময়।

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ! হে মারওয়ান ও আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযির। (لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ) জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভংগ করবে না, সাদ বিন মু'আযের আদেশে বনু কুরায়য়া যাতে তাদের সুরাক্ষিত দুর্গ থেকে নেমে না আসে, এই মর্মে ইঙ্গিত করার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো না। আবূ লুবাবার সন্তানগণ ও সহায়-সম্পদ বনূ কুরায়যার পল্লীতে থাকায় তিনি কঠিন পরীক্ষায় পড়ে যান এবং সেগুলোকে রক্ষা করার জন্য বনু কুরায়য়াকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন ও পরে তওবা করে ক্ষমা লাভ করেন। (وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও না। আল্লাহ্র অর্পিত আমানত স্বরূপ তাঁর ফরয কাজগুলোর খিয়ানত করো না, ত্যাগ করো না।

(وَاعْلَمُوْا) এবং জেনে রেখ, হে আবু লুবাবা! যে, (اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) তোমাদের সন্তান সন্ততি ও ধন-সম্পদ যা বনু কুরায়যার পল্লীতে রয়েছে (وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ) তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহ্রই নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে। জিহাদের বিনিময়ে জান্নাতে বিরাট প্রতিদান আছে।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ মান্য করার ব্যাপারে) (اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا) আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দিবেন বিজয় ও মুক্তির উদ্দেশ্যে (وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ) তোমাদের পাপমোচন করবেন, কবীরা গুনাহ ছাড়া সব গুনাহ ক্ষমা করবেন (وَيَغْفِرْ لَكُمْ) এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, সমস্ত পাপ মাফ করবেন (وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ) এবং আল্লাহ্ অতিশয় মঙ্গলময়, তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা ও জান্নাত দিয়ে অনুগ্রহ ও মহানুভবতা দেখান।

(৩০) وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ○

(৩১) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ○

৩০. স্মরণ কর, কাফিরগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করবার জন্য, হত্যা করবার অথবা নির্বাসিত করবার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্‌ও কৌশল করেন; আর আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।

৩১. যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তারা তখন বলে, 'আমরা তো শ্রবণ করলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি, এ তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা।'

(وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ) স্মরণ করুন কাফিরগণ আবু জাহল প্রমুখ তাদের পরামর্শগৃহ দারুন নাদওয়ায় আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বন্দী করার জন্য এই পরামর্শটি আমর ইবন হিশামের হত্যা করার জন্য সকল গোত্র মিলে একযোগে হত্যা করার জন্য, এ পরামর্শটি ছিল আবূ জাহলের (اَوْ يُخْرِجُوْكَ) অথবা নির্বাসিত করার জন্য। এটি ছিল আবুল বুখতারী বিন হিশামের পরামর্শ (وَيَمْكُرُوْنَ) এবং তারা ষড়যন্ত্র করে তোমাকে হত্যা ও নিশ্চিহ্ন করার (وَيَمْكُرُ اللّٰهُ) এবং আল্লাহ্ ও কৌশল করেন তাদেরকে বদরের দিন হত্যা ও ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন (وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ) আর আল্লাহ্‌ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধ্বংসকারীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর।

(وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا) যখন তাদের নিকট বিশেষত নাযার ইবনুল হারিস্থ ও তার সাথীদের নিকট আমার আয়াতগুলো আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত আয়াতগুলো পাঠ করা হয়, (قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا) তখন বলে, 'আমরা তো শ্রবণ করলাম মুহাম্মদ ﷺ যা বলেছেন, তা শুনলাম (لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا) ইচ্ছা করলে আমরাও এটার অনুরূপ মুহাম্মদ ﷺ যা বলেন তার অনুরূপ বলতে পারি, (اِنْ هٰذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ) এটা তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা। মুহাম্মদ ﷺ যা বলেন, তা তো শুধু প্রাচীনকালের মানুষের কল্পকাহিনী।

(٣٢) وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ○
(٣٣) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ○
(٣٤) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○
(٣٥) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○

৩২. স্মরণ কর, তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ্! এ যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।'

৩৩. আল্লাহ্ এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন, এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

৩৪. এবং তাদের কী বা বলবার আছে যে, আল্লাহ্ ও তাদেরকে শাস্তি দেবেন না, যখন তারা লোকদেরকে মসজিদুল হারাম হতে নিবৃত্ত করে? তারা তার তত্ত্বাবধায়ক নহে, শুধু মুত্তাকীগণই তার তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা অবগত নহে।

৩৫. কা'বাগৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেয়াই তাদের সালাত, সুতরাং কুফরীর জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ কর।

(وَاِذْ قَالُوْا) স্মরণ কর, তারা বলেছিল (নাযার বলেছিল) (اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ) হে আল্লাহ্, এটা যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়, মুহাম্মদ ﷺ-এর এই কথা যে, তোমরা কোন সন্তানও নেই, শরীকও নেই (مِنْ عِنْدِكَ) তবে আমাদের উপর নাযারের উপর (فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ) আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দাও।' নাযারকে বদর যুদ্ধের পর বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়।

(وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ) আল্লাহ্ এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন অথচ তিনি তাদেরকে আবূ জাহল ও তার অনুসারীদেরকে শাস্তি দিবেন, (وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ) এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা ঈমান আনার ইচ্ছা পোষণ করার পাশাপাশি ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন, ধ্বংস করবেন।

(وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ) এবং তাদের কী-বা বলার আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না? আপনি তাদের মধ্য থেকে চলে যাওয়ার পর তাদেরকে ধ্বংস করবেন না, -এর সপক্ষে তাদের কী বা বলার আছে? (عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) যখন তারা লোকদেরকে মসজিদুল হারাম হতে নিবৃত্ত করে? হুদাইবিয়ার বছর মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে মসজিদুল হারামে যেতে দেয় না এবং তার চারপাশে নিজেরা চক্কর দিতে থাকে (وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهُ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ) যদিও তারা সেটার মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়, মুত্তকীগণই কুফরী, শিরক ও অশ্লীল কার্যকলাপ বর্জনকারী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর

সাথীগণই (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ) সেটার তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা অবগত নয় এবং বিশ্বাসও করে না।

(وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً) কাবা গৃহের নিকট শুধু শিষ ও করতালি দেয়াই তাদের সালাত ইবাদাত ও উপাসনা (فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ) সুতরাং কুফরীর জন্য মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ কর বদরের দিন।

(٣٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۬ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ۙ

(٣٧) لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۠

(٣٨) قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

৩৬. আল্লাহ্‌র পথ হতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিরগণ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে; অতঃপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে।

৩৭. এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ কুজনকে সুজন হতে পৃথক করবেন এবং কুজনদের একক অপরের উপর রাখবেন, অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৩৮. যারা কুফরী করে তাদেরকে বল, 'যদি তারা বিরত হয় তবে যা অতীত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করবেন; কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে।

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ) আল্লাহ্‌র পথ থেকে আল্লাহ্‌র দীন ও তার আনুগত্য থেকে নিবৃত করার জন্য বিপথগামী করার জন্য (لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ) কাফিরগণ ধন-সম্পদ ব্যয় করে, আবূ জাহল ও তার তেরজন সাথী বদরের দিন কাফির যোদ্ধাদের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিল। তারা দুনিয়ায় ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, তারপর তা তাদের জন্য আখিরাতে মনস্তাপের কারণ হবে। এরপর তারা পরাভূত হবে, বদরের দিন নিহত ও পরাভূত হবে। (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ) এবং যারা কুফরী করে তাদেরকে আবূ জাহল ও তার সংগীদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে, কিয়ামতের দিন।

(لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ) এটা এই জন্য যে, আল্লাহ্ কুজনকে সুজন হতে পৃথক করবেন, কাফিরকে মু'মিন থেকে, মুনাফিককে নিষ্ঠাবান মু'মিন থেকে এবং অসৎ লোককে সৎ লোক থেকে পৃথক করবেন (فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ اُولٰئِكَ هُمُ

(الْخٰسِرُوْنَ)। এবং কুজনদের একজনকে অপরের উপর রাখবেন, তারপর সকলকে, সকল কুজনকে স্তূপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, এরাই ক্ষতিগ্রস্ত পরকালে শাস্তিপ্রাপ্ত।

হে মুহাম্মদ! (قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا) যারা কুফরী করে, যথা আবূ সুফিয়ান প্রমুখ তাদেরকে বলুন, (اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ) যদি তারা বিরত হয় কুফরী, শিরক, মূর্তিপূজা ও মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরত হয়, তবে যা অতীতে হয়েছে কুফরী, শিরক, মূর্তিপূজা ও মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ তা ক্ষমা করা হবে। (وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ) কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে। আল্লাহ্ অতীতে তাঁর বন্ধুদেরকে তাঁর শত্রুদের উপর বিজয়ী করেছেন-এ দৃষ্টান্ত তো রয়েছিল, যেমন বদরের দিনেও করেছেন।

(٣٩) وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

(٤٠) وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

(٤١) وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৩৯. **এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিত্না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ্ তো তার সম্যক দ্রষ্টা।**

৪০. **যদি তারা মুখ ফিরায় তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী!**

৪১. **আরও জেনে রেখো যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম, যেই দিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।**

(وَقَاتِلُوْهُمْ) এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কাফিরদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে (حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ) যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়। এখানে ফিতনার অর্থ কুফরী, শিরক, মূর্তিপূজা এবং হারম শরীফের অভ্যন্তরে মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে যুদ্ধ করা (وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ) এবং আল্লাহ্র দীন সামগ্রিকভাবে হারম শরীফে ও ইবাদাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেন ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম অবশিষ্ট না থাকে (فَاِنِ انْتَهَوْا) এবং যদি তারা বিরত হয় কুফরী, শিরক, মূর্তিপূজা ও মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয় (فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ) তবে তারা ভাল-মন্দ যা করে আল্লাহ্ তো তার সম্যক দ্রষ্টা।

(وَاِنْ تَوَلَّوْا) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, ঈমান আনতে অস্বীকার করে (فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ) তবে হে মু'মিনগণ! জেনে রেখ, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক, রক্ষক ও তাদের ওপর বিজয় দানকারী ও সাহায্যকারী (نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ) তিনি কত উত্তম অভিভাবক রক্ষক ও বিজয় দাতা! ও কত উত্তম সাহায্যকারী! তত্ত্বাবধায়ক!

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, হে মু'মিন সম্প্রদায়! তোমরা (وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ) আরো জেনে রেখো যে, যুদ্ধে যা কিছু সম্পদ গনীমত হিসেবে তোমরা লাভ কর তার (فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى) এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, রাসূল ﷺ -এর, রাসূল ﷺ -এর স্বজনদের, বনূ আবদুল মুত্তালিবের ইয়াতীমদের ব্যতীত অন্যান্য (وَالْيَتٰمٰى) ইয়াতীমদের, বনূ আবদুল মুত্তালিবের দরিদ্রদের ব্যতীত অন্যান্য (وَالْمَسٰكِيْنِ) দরিদ্রদের এবং যে কোন অভাবগ্রস্ত মেহমান (وَابْنِ السَّبِيْلِ) পথচারীদের, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে গণীমতের সরকারী এক পঞ্চমাংশ মাল পাঁচ অংশে বিভক্ত করা হত। রাসূল ﷺ-এর এক অংশ। আর এটা আল্লাহ্র অংশও বটে। অন্য একটি অংশ ছিল রাসূল ﷺ -এর স্বজনদের জন্যে। রাসূল ﷺ আল্লাহ্র জন্যে নির্ধারিত অংশটিও তাঁর স্বজনদের মধ্যে বন্টন করতেন। তৃতীয় অংশটি ইয়াতীমদের জন্যে, চতুর্থ অংশটি মিসকীনদের জন্যে এবং পঞ্চম অংশটি মুসাফিররের জন্যে। রাসূল ﷺ -এর ইন্তিকালের পর রাসূল ﷺ -এর অংশটি রহিত হয়ে যায় এবং তিনি তাঁর স্বজনদের জন্যে যা বন্টন করতেন তাও রহিত হয়ে যায়। কেননা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, রাসূল ﷺ -কে ইরশাদ করতে শুনেছি, "প্রত্যেক নবীর জন্যে তাঁর জীবদ্দশায় আহার্য সামগ্রীর ব্যবস্থা রয়েছে যখন তিনি ইনতিকাল করেন তারপরে এটার মধ্যে আর কারোর অধিকার থাকে না।" হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত আসলে তাঁরা এ সরকারী পঞ্চমাংশকে তিন অংশে বন্টন করতেন। এক অংশ বনূ আবদুল মুত্তালিবের ইয়াতীমদের ব্যতীত অন্যান্য ইয়াতীমদের জন্যে, দ্বিতীয় অংশ বনূ আবদুল মুত্তালিবের মিসকীনদের ব্যতীত অন্যান্য মিসকীনদের জন্যে, তৃতীয় অংশ মেহমান অভাবগ্রস্ত মুসাফিরদের জন্যে। (اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ) যদি তোমরা ঈমান রাখো আল্লাহ এবং যা হক ও বাতিলের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি নাযিল হয়েছিল মীমাংসার দিন অপর ব্যাখ্যায় তা বদর যুদ্ধের দিন, যে দিন রাসূল ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্যে বিজয় ও গণীমতের প্রচুর ধন সম্পদ অর্জিত হয় আর আবূ জাহিল ও তার সঙ্গীদের ভাগ্যে জুটে চরম পরাজয় ও মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড তাতে আমি আমার বান্দা মুহাম্মদ ﷺ -এর (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ) প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম যখন দুই দল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ও আবূ জাহলের দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল (وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) এবং আল্লাহ্ রাসূল ﷺ ও তাঁর সাথীদের জন্য সাহায্য প্রদান এবং আবূ জাহল ও তার সাথীদের জন্যে চরম বিপর্যয় ও নিধন যজ্ঞের ন্যায় সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

(٤٢) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

(٤٣) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

৪২. স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল দূর প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে। যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করতে চাও তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটত। কিন্তু যা ঘটার ছিল, আল্লাহ্ তা সম্পন্ন করলেন যাতে যে কেহ ধ্বংস হবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে; আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৪৩. স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় অল্প; যদি তোমাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন এবং অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত।

হে মু'মিন সম্প্রদায়! (اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى) স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার সামনে মদীনার নিকট প্রান্তে এবং তারা শত্রুরা ছিল উপত্যকার পিছনে মদীনার দূর প্রান্তে। (وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ) আর উটের আরোহী দল আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীদের কাফেলা ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে সাগরের তীরে তিন মাইল দূরে। (وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعٰدِ) যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে প্রথমেই মদীনায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়াস পেতে তবে এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটত; (وَلٰكِنْ لِّيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا) কিন্তু বস্তুত যা ঘটবারই ছিল, যথা রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের জন্যে মহা বিজয় ও প্রচুর ধন-সম্পদ এবং আবূ জাহল ও তার সঙ্গীদের জন্য পরাজয় ও ধ্বংসযজ্ঞ আল্লাহ্ তা সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করলেন। (لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ) যাতে যে কেউ আল্লহ্র ইচ্ছানুযায়ী কুফরী অবস্থায় ধ্বংস হবে সে যেন মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্যে সাহায্যও স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী জীবিত থাকবে ও ঈমানের উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকবে সে যেন মুহাম্মদ ﷺ -এর জন্য (وَيَحْيٰى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) সাহায্য ও স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে। অপর ব্যাখ্যায় এই আয়াতে উল্লিখিত ধ্বংসের দ্বারা কুফরীর দিকে ধাবিত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, "যে কেউ কুফরী করবে সে যেন মুহাম্মদ ﷺ -এর বিজয় প্রকাশের পর কুফরী ইখতিয়ার করে। অন্যদিকে কেউ যদি আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী ঈমান আনয়ন করে সে যেন মুহাম্মদ ﷺ -এর বিজয় প্রকাশের পরই ঈমান আনয়ন করে। (وَاِنَّ اللّٰهَ) আল্লাহ্ তো তোমাদের

দু'আসমূহের ব্যাপারসহ (لَسَمِيْعٌ) সর্বশ্রোতা, তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া ও তোমাদের সাহায্য প্রদানসহ (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞ।

হে মুহাম্মদ! (اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلاً وَلَوْ اَرٰكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ) স্মরণ করুন আল্লাহ্ আপনাকে বদর যুদ্ধের পূর্বে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় অল্প; যদি আপনাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অধিক। তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। (وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ـ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ) কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন এবং অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত।

(٤٤) وَ اِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِىْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

(٤٥) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

(٤٦) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

৪৪. স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন, যা ঘটার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য। সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

৪৫. হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

৪৬. তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্যধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

(وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ) স্মরণ করো তোমরা যখন বদরের যুদ্ধের দিন (اِذِالْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً) পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে; তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে অল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এতে তোমরা তাদের উপর সাহসী হয়ে হামলা করলে (وَيُقَلِّلُكُمْ فِىْ اَعْيُنِهِمْ) এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে অল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এতে তারা তোমাদের উপর সাহসী হয়ে হামলা করে, আর এ ব্যবস্থা (لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً)। যা ঘটবার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য করা হয়েছিল। আর তা হল, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের জন্যে মহা বিজয় ও প্রচুর গনীমত প্রদান এবং আবূ জাহল ও তার সাথীদের জন্যে চরম পরাজয় ও হত্যাযজ্ঞ। (وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ) সমস্ত বিষয় সবশেষে আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরে যায়।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন বদরের যুদ্ধের দিন কাফিরদের (اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً) কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা তোমাদের নবীর সাথে যুদ্ধে (فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا) অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহ্‌কে অন্তরে ও মুখে, তাসবীহ ও তাহলীলের মাধ্যমে অধিক স্মরণ করবে যাতে

তোমরা আল্লাহ্র অসন্তোষ ও আযাব থেকে পরিত্রাণ এবং আল্লাহ্র সাহায্য লাভে (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) সফলকাম হও।

যুদ্ধ বিষয়ে (وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য করবে ও যুদ্ধের ব্যাপারে (وَلَاتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ) নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি অর্থাৎ সাহায্য বিলুপ্ত হবে। তোমাদের নবীর সাথে সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে (وَاصْبِرُوْا) তোমরা ধৈর্যধারণ করবে; আল্লাহ্ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে (اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ) ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

(٤٧) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝

(٤٨) وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৪৭. তোমরা তাদের ন্যায় হবে না যারা দম্ভভরে ও লোক দেখাবার জন্য স্বীয় গৃহ হতে বের হয়েছিল এবং লোককে আল্লাহ্র পথ হতে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

৪৮. স্মরণ কর, যখন শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আমি সাহায্যকারী হিসাবে তোমাদের পার্শ্বেই থাকব।' অতঃপর মু'মিন ও কাফিরদের দুই দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন (এবং ইবলীস জিবরাঈল (আ)-কে অন্যান্য ফিরিশতাদের সহ দেখল তখন সে পিছনে সরে পড়ল ও কাফিরদেরকে বলল, 'তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইলো না, তোমরা যা জিবরাঈলকে দেখতে পাও না আমি তা দেখি), নিশ্চয় আমি আল্লাহ্কে ভয় করি, 'আর আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।'

তোমরা পাপের ক্ষেত্রে (وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ) তাদের ন্যায় হবে না যারা দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য স্বীয় গৃহ মক্কা হতে (بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) বের হয়েছিল এবং লোককে আল্লাহ্র পথ ও আনুগত্য হতে নিবৃত্ত করে। তারা নবীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও যুদ্ধের ব্যাপারে (وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ) যা করে আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

(وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ) স্মরণ কর, যখন শয়তান তাদের সংগ্রামী কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, "আজ মানুষের মধ্যে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের (وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ) কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আমি সাহায্যকারী হিসেবে তোমাদের পার্শ্বেই থাকবো।" তারপর মু'মিন ও কাফিরদের দুই

দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হলো এবং ইবলীস জিবরাঈল (আ.)-কে অন্যান্য ফিরিশতাদের সহ দেখল তখন সে সরে পড়ল ও কাফিরদেরকে (وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكُمْ) বলল, "তোমাদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে আমার কোন সম্পর্ক রইলো না, তোমরা যা –জিবরাঈলকে (مَالاتَرَوْنَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ) দেখতে পাও না, আমি তা দেখি, আমি আল্লাহকে ভয় করি", আর আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর। ইবলীস ভয় পেয়েছিল যাতে জিবরাঈল তাকে ধরে না ফেলেন ও কাফিরদের কাছে তার স্বরূপ উদঘাটন না করে দেন। ফলে ভবিষ্যতে আর কোন দিন তারা তাকে বিশ্বাস করবে না ও তার আনুগত্য করবে না।

(٤٩) اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰۤؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

(٥٠) وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

(٥١) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

৪৯. স্মরণ কর, মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলে, 'এদের দীন এদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।' কেহ আল্লাহ্র উপর নির্ভর করলে আল্লাহ্ তো পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

৫০. তুমি যদি দেখতে পেতে ফিরিশ্তাগণ কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করেছে এবং বলতেছে, 'তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর।'

৫১. এটা তা তোমাদের হস্ত যা পূর্বে প্রেরণ করেছিল, আল্লাহ্ তো তার বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নহেন।

(اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ) স্মরণ করো বদরযুদ্ধ হতে বিরত থাকা মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং অন্য সকল কাফির (غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِيْنُهُمْ) তারা বলে, "এদের অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও তার সাথীদের দীন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। কেউ সাহায্য ও জয়লাভের ক্ষেত্রে (وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ) আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করলে, আল্লাহ তো শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রে (فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ) পরাক্রান্ত ও যারা জয়লাভ ও সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করে তাদের জন্যে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়। যেমন তিনি তাঁর নবীকে বদরের দিন সাহায্য করেছিলেন।

(وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ) হে মুহাম্মদ! আপনি যদি দেখতে পেতেন ফিরিশতাগণ কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পিঠে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে এবং বলছে, তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর।

(ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ) এটা তোমাদের হাত শিরকের ন্যায়, যা পূর্বে প্রেরণ করেছিল, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নন যে, তিনি তাদেরকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেবেন।

(৫২) كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

(৫৩) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

(৫৪) كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○

৫২. ফির'আওনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় এরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে; সুতরাং আল্লাহ্ এদের পাপের জন্য এদেরকে শাস্তি দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর।

৫৩. এটা এজন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি তাদেরকে যে সম্পদ দান করছেন, তা পরিবর্তন করবেন; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞ।

৫৪. ফিরআউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় এরা এদের প্রতিপালকের নির্দশনকে অস্বীকার করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফিরআউনের স্বজনকে নিমজ্জিত করেছি এবং তারা সকলেই ছিল জালিম।

(كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ) ফিরআউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীগণের অভ্যাসের ন্যায় এরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে। বলা হয়ে থাকে যে ফিরআউন, তার স্বজন ও অন্যান্য কাফিররা যে, রূপভাবে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, মক্কার কাফিররাও মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। (فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ) সুতরাং আল্লাহ্ এদের পাপের জন্য এদেরকে শাস্তি দেন। আল্লাহ্ পাকড়াও এর ক্ষেত্রে শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর।

(ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ) এটা এজন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে (حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ) নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তার আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে কিতাব, রাসূল ও নিরাপত্তা প্রেরণের মাধ্যমে (وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ) যে সম্পদ দান করেন, তিনি তা পরিবর্তন করবেন; এবং আল্লাহ্ তোমাদের দু'আ সম্পর্কে সর্বশ্রোতা তোমাদের ডাকে সাড়া দানে সর্বজ্ঞ।

(كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ) ফিরআউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীগণের অভ্যাসের ন্যায় এরা-মক্কাবাসীরা এদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করে, তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার (فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ) পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফিরআউনের স্বজনকে নিমজ্জিত করেছি। তারা সকলেই ছিল জালিম।

(٥٥) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

(٥٦) الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

(٥٧) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

(٥٨) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

(٥٩) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ

৫৫. আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না।

৫৬. তাদের মধ্যে তুমি যাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ, তারা প্রত্যেকবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা সাবধান হয় না;

৫৭. যুদ্ধে তাদেরকে তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে তাদেরকে তাদের পশ্চাতে যারা আছে, তাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে।

৫৮. যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

৫৯. কাফিরগণ যেন কখনও মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে; নিশ্চয়ই তারা মু'মিনগণকে হতবল করতে পারবে না।

(اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট জীব ও মাখলুক যেমন বনূ কুরায়যা ও অন্যান্য (اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ) তারাই যারা কুফরী করে এবং মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না। তারপর বিস্তারিত বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ) তাদের মধ্যে আপনি যাদের যেমন বনূ কুরায়যা (ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَايَتَّقُوْنَ) সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ, তারা প্রত্যেকবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে, এবং তারা চুক্তি ভঙ্গ হতে সাবধান হয় না।

(فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْبِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ) (যুদ্ধে তাদেরকে তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও, তবে তাদেরকে তাদের পেছনে যারা আছে, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে) এবং আর যেন চুক্তি ভঙ্গ না করে।

(وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ) যদি আপনি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা করেন তবে আপনার চুক্তিও আপনি যথাযথভাবে বাতিল করবেন। আল্লাহ্ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

(وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا) কাফিরগণ যেন কখনও মনে না করে যে, তারা তাদের চলনে ও বলনে আমার আযাব হতে (اِنَّهُمْ لَايُعْجِزُوْنَ) মুক্তি পেয়েছে; তারা মু'মিনগণকে হতবল করতে পারবে না।

(٦٠) وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝

(٦١) وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

(٦٢) وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۗ هُوَ الَّذِيْۤ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(٦٣) وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۗ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۗ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

৬০. তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

৬১. তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬২. যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চাহে তবে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য মু'মিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।

৬৩. এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(وَاَعِدُّوْا لَهُمْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ) তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য অস্ত্র-শক্তি ও ঘোড়সওয়ার প্রস্তুত রাখার, যা দিয়ে তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যদেরকে, যাদের সংখ্যা (لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ ـ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ) তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন; (وَمَاتُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ) আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু সম্পদ ব্যয় করবে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না ও পুণ্য হ্রাস করা হবে না।

তারা বনূ কুরায়যা (وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ) যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবেন তিনিই তাদের কথাবার্তা সম্পর্কে (اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ) সর্বশ্রোতা, তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও ভঙ্গ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

(وَاِنْ يُّرِيْدُوْا যদি তারা আপনাকে) তাদের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে (اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِيْ اَيَّدَكَ) প্রতারিত করতে চায় তবে আপনার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট-তিনি আপনাকে বদরের দিন (بِنَصْرِهٖ) নিজ সাহায্য ও আউস খায্‌রাজ (وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।

(وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ) এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে ইসলামের মাধ্যমে প্রীতি স্থাপন করেছেন। (لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِي الْاَرْضِ) পৃথিবীর সোনা ও রোপা (جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ) যাবতীয়

সম্পদ ব্যয় করলেও আপনি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না; (وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ) কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ঈমানের মাধ্যমে প্রীতি স্থাপন করেছেন; (اِنَّهٗ) তিনি তাঁর রাজত্ব ও অধিকার সংরক্ষণে (عَزِيْزٌ) পরাক্রমশালী, আদেশ প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়।

(٦٤) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۟

(٦٥) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝

(٦٦) اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

৬৪. হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৬৫. হে নবী! মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর; তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শত জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকলে এক সহস্র। তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই।

৬৬. আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি তো অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশত জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকলে আল্লাহ্র অনুজ্ঞাক্রমে তারা দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

(يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ) হে নবী! আপনার জন্য ও আপনার অনুসারী আউস খায্রাজ। (وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) মুমিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

(يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ) হে নবী! মুমিনদেরকে বদরের দিন (عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ) সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন যুদ্ধে (عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ) ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশত মুশরিকের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশতজন ধৈর্যশীল থাকলে এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের আল্লাহ্র একত্ববাদ সম্পর্কে (لَّا يَفْقَهُوْنَ) বোধশক্তি নেই।

(اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ) আল্লাহ্ এখন অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের পর তোমাদের ভার লাঘব করলেন। (وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ) তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে (ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ) দুর্বলতা আছে; সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশজনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তারা দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে (وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ) ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

(٦٧) مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

(٦٨) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

(٦٩) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

(٧٠) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৬৭. দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নহে। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ্ চাহেন পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬৮. আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত।

৬৯. যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭০. হে নবী! তোমাদের করায়ত্ব যুদ্ধবন্দীদেরকে বল, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন তবে তোমাদের নিকট হতে যা নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ) দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত কাফিরদের মধ্য থেকে লোকজনকে (أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়; তোমরা কামনা কর বদরের যুদ্ধ বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ্ চান পরলোকের কল্যাণ। (وَاللَّهُ عَزِيزٌ) আল্লাহ্ তাঁর দুশমনদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে পরাক্রমশালী, তাঁর বন্ধুদেরকে সাহায্য প্রদানে (حَكِيمٌ) প্রজ্ঞাময়।

মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের জন্য গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মাল বৈধ ঘোষণার ব্যাপারে (لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ) আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকলে অপর ব্যাখ্যায় বদরে অংশগ্রহণকারীদের সৌভাগ্য নির্ধারিত না থাকলে তোমরা যা মুক্তিপণের মাল (لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) গ্রহণ করেছ সে জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত।

বদর যুদ্ধে যা যুদ্ধলব্ধ মাল (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا) তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর ও অন্যায়ভাবে কোন মাল গোপন করা সম্পর্কে (وَاتَّقُوا اللَّهَ) আল্লাহ্‌কে ভয় কর; (إِنَّ اللَّهَ) আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে মুক্তিপণ আদায় সংক্রান্ত ব্যাপারে (غَفُورٌ رَحِيمٌ) ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ) হে নবী! আপনাদের করায়ত্ত যুদ্ধ বন্দীদেরকে বিশেষ করে আব্বাস (রা)-কে (قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ) বলুন, "আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস ও একনিষ্ঠতার ন্যায় ভাল কিছু

দেখেন, তবে তোমাদের নিকট হতে যা মুক্তিপণ (اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا) নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন ও তোমাদেরকে অন্ধকার যুগে কৃত অপরাধসমূহ (مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ) ক্ষমা করবে। ঈমানদারদের জন্যে (وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু! বন্দীদের কেউ কেউ প্রকাশ করেছিল যে, তারা অন্তরে মুসলিম যদিও পরিস্থিতির চাপে তাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে যেমন হযরত আব্বাস (রা)। তাদের সম্পর্কে বলা হয়, তারা সত্য বলে থাকলে মুক্তিপণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাদেরকে আরও উত্তম বস্তু প্রদান করবেন ও ক্ষমা করবেন।

(৭১) وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

(৭২) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ ۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৭১. তারা তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চাইলে, তারা তো পূর্বে আল্লাহ্‌র সাথেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে; অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৭২. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে নাই, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নাই; আর দীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নহে। তোমরা যা কর আল্লাহ্‌র তার সম্যক দ্রষ্টা।

হে মুহাম্মদ ﷺ! (وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ) তারা আপনার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চাইলে, তারাতো পূর্বেও ঈমান গ্রহণ না করে এবং পাপের কাজ করে (فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ) আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে; তারপর তিনি আপনাদেরকে তাদের উপর শক্তিশালী ও বদরের দিন বিজয়ী করেছেন। (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ) আল্লাহ্ তাদের অন্তরের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(اِنَّ الَّذِيْنَ) যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন সম্বন্ধে (اٰمَنُوْا) ঈমান এনেছে, মক্কা হতে মদীনা (وَهَاجَرُوْا) হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা (وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ) (فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে জিহাদ করেছে, (وَالَّذِيْنَ) আর যারা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীদেরকে মদীনায় (اٰوَوْا) আশ্রয় দান করেছও বদরের দিন মুহাম্মদ ﷺ-কে (وَنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ) সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, (وَالَّذِيْنَ) আর যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (اٰمَنُوْا) ঈমান এনেছে কিন্তু মক্কা থেকে মদীনা (وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا) হিজরত

করে নাই, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব আপনার নেই; আর দীন সম্বন্ধে যদি তারা শত্রুর বিরুদ্ধে (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ) তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে। তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য ও সহায়তা নয় বরং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তোমরা মীমাংসা ইত্যাদির ন্যায় (وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ) যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

(٧٣) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

(٧٤) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَّنَصَرُوا أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

(٧٥) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتٰبِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৭৩. যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, যদি তোমরা তা না কর তবে দেশে ফিত্না ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

৭৪. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মু'মিন; তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

৭৫. যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সঙ্গে থেকে জিহাদ করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

(وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ) যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, উত্তরাধিকারের ব্যাপারে যদি তোমরা তা না কর আত্মীয়দের মধ্যে মীরাস বন্টনের ব্যাপারে যেরূপ স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন তবে দেশে হত্যা ও পাপের মাধ্যমে ফিৎনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দিবে।

(وَالَّذِيْنَ) যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন সম্পর্কে (آمَنُوْا) ঈমান এনেছে, মক্কা থেকে মদীনায় (وَهَاجَرُوْا) হিজরত করেছে, (وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) ও আল্লাহ্র আনুগত্যের পথে জিহাদ করেছে, (وَالَّذِيْنَ) আর যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীদেরকে মদীনায় (آوَوْا) আশ্রয় দান করেছে ও বদরের দিন মুহাম্মদ ﷺ -কে (وَنَصَرُوْا أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا) সাহায্য করেছে। তারাই প্রকৃত মু'মিন, তাদের জন্য দুনিয়ায় পাপের (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ) ক্ষমা ও জান্নাতে সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

(وَالَّذِيْنَ) যারা প্রথম স্তরের মুহাজিরদের (مِنْ بَعْدُ) পরে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (آمَنُوْا) ঈমান এনেছে, মক্কা হতে মদীনা (وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ) হিজরত করেছে ও তোমাদের সঙ্গে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে (فَأُولٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ) জিহাদ

করেছে তারাও প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহ্‌র বিধানে একে অন্যের অপেক্ষা অধিক হকদার। আল্লাহ্ তোমাদের বন্ধুত্ব ও মুশরিকদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ন্যায় আল্লাহ্‌র কিতাবের গোপন তত্ত্বসহ (اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ) সব বিষয়ে সম্যক অবহিত। প্রথম পর্যায়ে হিজরত না করে পরে যারা হিজরত করেছেন তারাও মুহাজির। কিন্তু পূর্ববর্তী মুহাজিরদের মর্যাদা পরবর্তীদের অপেক্ষা অধিক। এই দু'শ্রেণীর মুহাজিরগণ আত্মীয়ও ছিলেন। আত্মীয়গণ বংশের নৈকট্যের দিক থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরস্পরের ওয়ারিস। আল্লাহ্‌র বিধান লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ বিধান অনুযায়ী। এই আয়াত দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াত রহিত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা সব বিষয়ে মীরাস বন্টন ও তোমাদের কল্যাণে ও অন্যান্য বিষয়ে সর্বজ্ঞ। আল্লাহ্ মুশরিকদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা জানেন এবং তাঁর কিতাবের গূঢ়-রহস্য সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত।

সূরা তাওবা

সূরা তাওবা, গোটা সূরাটি মাদানী, কারো মতে শেষ দু'টি আয়াত এর ব্যতিক্রম সেগুলো মক্কী
(আয়াত সংখ্যা ১২৯, রুকু সংখ্যা ১৬, শব্দ সংখ্যা ২৪৬৭, অক্ষর সংখ্যা ১০,০০০)

(١) بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(٢) فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ○

১. এটা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁরা রাসূলের পক্ষ হতে সেই সমস্ত মুশরিকদের সাথে যাদের সাথে তোমরা পরস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল।

২. অতঃপর তোমরা দেশে চারি মাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করতে পারবে না এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে স্বীয় সনদে বর্ণিত ঃ

(بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ) (এটা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর পক্ষ হতে সে সমস্ত মুশরিকদের সাথে যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, তারপর তারা চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, براءة শব্দটির অর্থ হয়েছে চুক্তিভঙ্গ। যেমন কারো সাথে রাসূল ﷺ -এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তারপর সে তা ভঙ্গ করল। মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ কেউ চার মাসের জন্যে শান্তি চুক্তি সম্পদিত করেছিল, কারো কারোর চুক্তি ছিল চার মাসের অধিককালের জন্যে, কারোর ছিল চার মাসের কম সময়ের জন্যে; কারোর চুক্তি ছিল নয় মাসের জন্যে; আবার কারোর সাথে রাসূল ﷺ -এর কোন চুক্তিই ছিল না। তারপর যাদের সাথে চুক্তি ছিল তারা সকলে চুক্তিভঙ্গ করল তবে তারা ছাড়া যারা নয় মাসের জন্য চুক্তি বহাল রেখেছিল তারা হল বনূ কিনান আবার যাদের চুক্তি ছিল চার মাস সময়কালের অধিক কিংবা চারমাস সময়কালের নিম্নে তারা চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের সময়কালকে কুরবানীর দিন থেকে চার মাসে পরিণত করে দেয়া হয়। যাদের চুক্তি নয় মাস সময়কালের জন্যে সম্পাদিত হয়েছিল তাদের জন্য তা বহাল রাখা হলো। আর যাদের সঙ্গে কোন চুক্তি ছিল না তাদের জন্য মহররম মাসের শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ দিনের জন্য করে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ) তারপর তোমরা দেশে কুরবানীর দিন হতে (اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ) চারি মাসকাল যাবত চুক্তির কারণে নিরাপত্তাসহ ভ্রমণ কর (وَاعْلَمُوْا) ও জেনে রেখো যে, হে কাফিরের দল! তোমরা চারমাস পর খুন-খারাবীর মাধ্যম (اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ) আল্লাহ্কে হীনবল করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ কাফিরদেরকে চার মাস পর খুন-খারাবীর মাধ্যমে লজ্জিত করবেন।

(٣) وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

(٤) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

(٥) فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৩. মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, নিশ্চয়ই মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। তোমরা যদি তওবা কর তবে তারা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না এবং কাফিরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

৪. তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষার কোন ত্রুটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।

৫. অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ - فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) মহান হজ্জের অর্থাৎ কুরবানীর দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, আল্লাহ্‌র সাথে মুশরিকদের কোন সম্পর্ক রইল না এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর সাথেও নয়; তোমরা যদি শিরক হতে তাওবা কর এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তবে তোমাদের কল্যাণ হবে; আর তোমরা যদি ঈমান ও তাওবা হতে (وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا) মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রেখো যে, হে মুশরিক সম্প্রদায়! (اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না এবং কাফিরদেরকে চারমাস পর হত্যার ন্যায় (بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ) মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

(اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا) তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ যেমন হুদাইবিয়ার পর বনূ কিনানার সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ও পরে যারা তোমাদের নয় মাসের (وَلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ) চুক্তির রক্ষার কোন ত্রুটি করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ নয় মাস পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে; (اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ)। আল্লাহ্ চুক্তি পালনকারী মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।

(فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ) তারপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অর্থাৎ কুরবানীর দিন থেকে মুহাররম মাস বিদায় হলে পঞ্চাশ দিন চুক্তির মেয়াদের পর (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ) মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হেরেম বা অন্য জায়গায় (حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) হত্যা করবে, তাদের কে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে ও ব্যবসার জন্যে যাতায়াতের রাস্তায় তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে; কিন্তু যদি তারা শিরক হতে (فَاِنْ تَابُوْا) তাওবা করে ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করে, (وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়ার অঙ্গীকার করে তবে তাদের বাড়ী পর্যন্ত (فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ) পথ ছেড়ে দিবে, (اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) আল্লাহ্ তাওবাকারীর প্রতি ক্ষমাশীল ও তাওবাসহ মৃত্যুবরণকারীর জন্যে পরম দয়ালু।

(٦) وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۟

(٧) كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৬. মুশরিকদের মধ্যে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহ্র বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তারা নিরাপদ স্থানে পৌছিয়ে দিবে; কারণ তারা অজ্ঞ লোক।

৭. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে মসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যাবৎ তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।

(وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى) মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে তোমার পঠিত (يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ) আল্লাহ্র বাণী শুনতে পায়, তারপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিবে, কারণ তারা অজ্ঞ লোক, আল্লাহ্র হুকুম ও তাওহীদ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

(كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে আশ্চর্যবোধক প্রশ্ন করা হচ্ছে? তবে যাদের সাথে হুদাইবিয়ার পর (عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ) মসজিদুল হারামের সন্নিকট তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, তারা হল বনূ কিনানা, যতদিন যাবত তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে; (اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ) আল্লাহ্ চুক্তিভঙ্গ হতে সাবধানতা অবলম্বনকারী মুত্তকীদেরকে পছন্দ করেন।

(৮) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

(৯) اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(১০) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ

(১১) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

৮. কেমন করে থাকবে? তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দিবে না; তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাদের হৃদয় তা অস্বীকার করে, তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

৯. তারা আল্লাহর আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে এবং তারা লোকদেরকে তাঁর পথ হতে নিবৃত্ত করে, নিশ্চয়ই তারা যা করে থাকে তা অতি নিকৃষ্ট।

১০. তারা কোন মু'মিনের সাথে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, তারাই সীমালংঘনকারী।

১১. অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।

(كَيْفَ) কেমন করে তোমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি বলবৎ থাকবে? (وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلاًّ وَّلاَ ذِمَّةً يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ) তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দিবে না; তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে কিন্তু তাদের হৃদয় এটা অস্বীকার করে। (وَاَكْثَرُ هُمْ فٰسِقُوْنَ) তাদের অধিকাংশ বরং সকলেই অঙ্গীকার ভঙ্গকারীও সত্য ত্যাগী।

(اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ) তারা আল্লাহ্‌র আয়াত অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে (ثَمَنًا قَلِيْلاً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ) ও তারা লোকদেরকে তাঁর পথ থেকে নিবৃত্ত করে; তারা সত্য গোপনের ন্যায় (اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) যা করে থাকে তা অতি নিকৃষ্ট। অপর ব্যাখ্যায় "এ আয়াত"টি ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়।

(لاَيَرْقُبُوْنَ فِىْ مُؤْمِنٍ) তারা কোন মু'মিনের সাথে আত্মীয়তার কিংবা আল্লাহ্‌র (اِلاًّ وَّلاَ ذِمَّةً) ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না। তারাই চুক্তি ভঙ্গসহ হালাল থেকে হারামের দিকে (وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ) সীমালংঘনকারী।

(فَاِنْ) তারপর তারা যদি শিরক হতে (تَابُوْا) তাওবা করে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করে, (وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ) সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কিত ভাই; (لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ) জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ সম্বলিত কুরআন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস, প্রথম খন্ড

(١٢) وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ۝

(١٣) أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

(١٤) قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝

১২. তাদের চুক্তির পর তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের দীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে তবে কাফিরদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর; এরা এমন লোক যাদের কোন প্রতিশ্রুতি রইল না; যেন তারা নিবৃত্ত হয়।

১৩. তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে নিজেদের ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন, যদি তোমরা মু'মিন হও।

১৪. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে তোমাদের হস্তে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ও মু'মিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন।

(وَاِنْ نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِّنْ) মক্কাবাসীদের চুক্তির পর তারা যদি তাদের ও তোমাদের মধ্যে বিরাজমান (بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের দীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে, তবে কাফিরদের প্রধান আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্যদের সাথে যুদ্ধ কর যে; (اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ) (لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ) এরা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয়; সম্ভবত তারা নিরস্ত হতে পারে।

(اَلَاتُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا) তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের অর্থাৎ মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও দারুন্নদওয়ায় সমবেত হয়ে (بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ) (وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ) রাসূল ﷺ-এর বহিষ্কার করার জন্য সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তারা নিজেদের মিত্র বনূ বকরকে রাসূল ﷺ-এর মিত্র বনূ খুযায়া-এর উপর আক্রমণ করতে সাহায্য করেছে। হে মু'মিনগণ! (اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) তোমরা কি তাদের ভয় কর? মু'মিন হলে আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন।

(قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ) তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ও মু'মিনদের মন প্রশান্ত করবেন। মক্কা বিজয়ের দিন এক ঘণ্টা হারম শরীফে হত্যাকাণ্ড বৈধ হওয়ায় বনূ খুযায়ার অন্তর খুশী হয়েছিল।

(١٥) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

(١٦) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

(١٧) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ○

১৫. এবং তিনি তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৬. তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে যখন পর্যন্ত আল্লাহ্ না প্রকাশ করেন তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ এবং কারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই? তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

১৭. মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে– এমন হতে পারে না। তারা এমন যাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

(وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ - وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ) এবং তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাওবার তাওফীক দেন ও তার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হন। তাদের মধ্য হতে যে তাওবা করেছে ও যে তাওবা করেননি তাদের সম্বন্ধে (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তাদের শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়।

হে মু'মিনগণ! (اَمْ حَسِبْتُمْ) তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে জিহাদের আদেশ দেয়া ব্যতীত (اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً) এমনি ছেড়ে দেবেন, যখন তিনি এ পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকেও গ্রহণ করেনি? তোমরা যুদ্ধে ও অন্যত্র কল্যাণ ও অকল্যাণ (وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

(مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ) মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরির স্বীকারোক্তি করে তখন তারা আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, এমন হতে পারে না, তারা এমন যাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ এবং তারা আগুনেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। সেখানে তারা মৃত্যুবরণ করবে না এবং সেখান থেকে তারা বহিষ্কৃতও হবে না।

(١٨) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

(١٩) اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٢٠) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

১৮. তারাই তো আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও আখিরাতে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাকেও ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

১৯. হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি তাদের পুণ্যের সমজ্ঞান কর, যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে? আল্লাহ্র নিকট তারা সমতুল্য নহে।

২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সফলকাম।

(اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) তারাই তো আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্ ও পরকালে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে (وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ) এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করে, (وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰى) ফরয যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না এবং ইবাদত করে না (اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ) তাদেরই সৎ পথ প্রাপ্তির সুদৃঢ় আশা রয়েছে আল্লার তরফ থেকে, আশা অর্থ অবশ্যম্ভাবী।

নিম্নবর্ণিত আয়াতটি এমন একটা ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যে বদরের দিন বন্দী হয়। তারপর সে হযরত আলী (র) কিংবা কোন একজন বদরী সাহাবীর প্রতি দম্ভ করতে লাগল ও বলতে লাগল, আমরা হাজীদের পানি পান করাই ও মসজিদুল হারামের সেবা যত্ন করি এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজ সম্পদন করি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) যারা হাজীদের পানি সরবরাহ করে এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তোমরা কি তাদেরকে এদের সমজ্ঞান কর, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র পথে বদরের দিন জিহাদ করে? (وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ) আল্লাহ্র নিকট তারা সওয়াব ও আনুগত্যের দিক্ দিয়ে সমতুল্য নয়। (وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ) আল্লাহ জালিম ও অনুপযুক্ত মুশরিক সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

(اَلَّذِيْنَ) যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (اٰمَنُوْا) ঈমান আনে, মক্কা হতে মদীনা (وَهَاجَرُوْا) হিজরত করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র (وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ) আনুগত্যের পথে জিহাদ করে, (اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ) তারা আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদা শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সফলকাম তারা জান্নাত অর্জন করেছে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েছে।

(٢١) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۙ
(٢٢) خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○
(٢٣) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

২১. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিতেছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি।
২২. সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট আছে মহাপুরস্কার।
২৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তারাই জালিম।

(يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ) তাদের প্রতিপালক তাদেরকে আমার আযাব থেকে নাজাতের পরিত্রাণের সুসংবাদ দিচ্ছেন, আরো সুসংবাদ দিচ্ছেন আপন দয়া ও সন্তুষ্টির এবং জান্নাতের, যেখানে রেখেছে তাদের জন্যে বিরতিহীন স্থায়ী সুখ-শান্তি।

(خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا) সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। সেখানে তারা মৃত্যুবরণ করবে না এবং সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না। (اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ) আল্লাহ্‌র নিকটেই রয়েছে, ঈমানদারদের জন্যে মহাপুরস্কার।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ! তোমাদের মক্কায় বসবাসরত কাফির (لَا تَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ) পিতা ও ভাই যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদেরকে ধর্মের দিক দিয়ে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কর না। তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মের দিক দিয়ে (وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ) তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে তারাই জালিম কাফিরদের সমতুল্য। উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে কেউ কেউ নিম্নরূপ বলেনঃ হে মু'মিনগণ! মক্কায় বসবাসরত তোমাদেরকে মদীনায় হিজরতকারী তোমাদের মু'মিন পিতা ও ভাই যদি মদীনা অপেক্ষা মক্কাকে শ্রেয় জ্ঞান করে তবে তাদেরকে ধর্ম ও সাহায্য প্রাপ্তির দিক দিয়ে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা সাহায্যপ্রাপ্তির দিক দিয়ে তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে তারাই জালিম ও নিজেদেরই অনিষ্টকারী।

(٢٤) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(٢٥) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ

২৪. বল, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত।' আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

২৫. আল্লাহ্ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।

হে মুহাম্মদ! (قُلْ) বলুন তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্ -এর আনুগত্য, তাঁর রাসূল -এর কাছে হিজরত করা এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় মক্কায় বসবাসরত (إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تِجَارَةٌ) তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, মদীনা গমন করলে, (تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا) যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের (وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত অর্থাৎ মক্কা বিজয় পর্যন্ত। তারপর তোমরা হিজরত করবে। আল্লাহ অনুপযুক্ত (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ) আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে মক্কা ও তাইফের মধ্যে অবস্থিত (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) হুনাইনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় দশ হাজার (فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ) কিন্তু এটা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী ভীতির কারণে (بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ) তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পেছন দিকে পলায়ন করেছিলে। অথচ শত্রু সংখ্যা ছিল মাত্র চার হাজার।

(٢٦) ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ○

(٢٧) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

(٢٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

(٢٩) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ○

২৬. অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন; এটাই কাফিরদের কর্মফল।

২৭. এটার পরও যার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ হবেন; আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৮. হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এই বছরের পর তারা যেন মুসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২৯. যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও শেষ দিনেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল যারা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্য়া দেয়।

(ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ) তারপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং আসমান থেকে ফিরিশতাদের মধ্য হতে (وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) এমন এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি মালিক ইব্ন আউফ আদ-দাহমানী ও কিনানা ইব্ন আবদ ইয়ালীল আস-সাকাফীর সম্প্রদায়ভুক্ত কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। (وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ) এটাই দুনিয়াতে কাফিরদের কর্মফল।

(ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ) এটার পরও যার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ হতে পারেন (وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ) আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও তাওবাকারীর প্রতি (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ) হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন হজ্জ ও তাওয়াফের জন্য (فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَاِنْ)

(خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ) মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর তবে জেনে রেখো আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে বকর ইব্‌ন ওয়াইল এর ন্যায় ব্যবসা হতে (اِنْ شَاءَ - اِنَّ اللّٰهَ) অভাবমুক্ত করতে পারেন। আল্লাহ্ তোমাদের রিযক সম্বন্ধে (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞ, তোমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়।

(قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না আর পরকালেও এবং জান্নাতের নিয়ামত সম্পর্কেও ঈমান আনে না, (وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্য়া প্রদান করবে।

(٣٠) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۗ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

(٣١) اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৩০. ইয়াহূদীগণ বলে, 'উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র' এবং খ্রিস্টানগণ বলে, 'মসীহ আল্লাহর পুত্র।' এটি তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা কুফরী করেছিল তারা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ তারেদকে ধ্বংস করুন। আর কোন্ দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩১. তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতদেরকে ও সংসার-বিরাগিদেরকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারয়াম-তনয় মসীহ্‌কেও। কিন্তু তারা এক ইলাহের 'ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি কত পবিত্র ?

মদীনার (وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ) ইয়াহূদীরা বলে, "উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র," এবং নাজরানের খ্রিষ্টানরা বলে, "মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র," এটা তাদের মুখের কথা, পূর্বে যারা কুফরী করেছিল এরাও তাদের মত কথা বলে। মক্কাবাসীরা লাত, মানাত ও উয্যাকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে আখ্যায়িত করত, (وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ)। খৃষ্টানদের কেউ কেউ মসীহকে আল্লাহ্‌র অংশীদার, কেউ কেউ তাঁকে আল্লাহ্ এবং কেউ কেউ তাকে তিন খোদার তৃতীয় খোদা মনে করত। (قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ) আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন (اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ) অবাক লাগে তারা কেমন করে সত্য বিমুখ হয়!

(اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا اُمِرُوْا) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতদেরকে ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের আরবাব প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারয়াম পুত্র মসীহকেও। (اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا) কিন্তু তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। (لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ) তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি কত পবিত্র!

(٣٢) يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

(٣٣) هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

(٣٤) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র জ্যোতি নির্বাপিত করতে চাহে। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাবন ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না।

৩৩. মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন।

৩৪. হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসার-বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত করে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

(يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ) তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে মিথ্যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র জ্যোতি ও দীনকে নির্বাপিত করতে চায়। (وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلاَّ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ) কাফিরগণ অপ্রীতিকর মানে করলেও আল্লাহ্ তার জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চান না।

(هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ) মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত দীনের উপর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই কুরআন ও ঈমানের মাধ্যমে পথ নির্দেশ ও সত্য দীন ইসলামসহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ) হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেক লোকের ধন অন্যায় ও ঘুষের মাধ্যমে (لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ) ভোগ করে থকে এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ ও আনুগত্য হতে নিবৃত্ত করে। (وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) (وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) আর যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত

করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, অপর ব্যাখ্যায় যাকাত আদায় করে না। (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ) হে মুহাম্মদ ﷺ তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।

(٣٥) يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۚ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○

(٣٦) اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۤفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَاۤفَّةً ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

৩৫. যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে সেদিন বলা হবে, 'এটাই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জিভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর।'

৩৬. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এটার মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করিও না এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

(يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ) যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তাদ্বারা তাদের কপাল পার্শ্বে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে সেদিন বলা হবে, এটাই তার শাস্তি (هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ) যে সম্পদ তোমরা নিজেদের জন্য দুনিয়ায় পুঞ্জীভূত করতে!

(اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) আকাশরাজি ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্‌র বিধানে, আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস যেমন রজব, যুল-কাদা, যিলহাজ্জ, মুহাররাম। (ذٰلِكَ) এটাই হ্রাসবৃদ্ধিবিহীন (الدِّيْنُ الْقَيِّمُ) সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এটা মধ্যে কেউ কেউ হারাম মাসের মধ্যে (فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۤفَّةً كَمَا) তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না এবং তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে হারম ও হারমের বাইরে (يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَاۤفَّةً) যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে এবং হে মু'মিনগণ! (وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ) জেনে রেখো, আল্লাহ্ কুফরী, শিরক, বেহায়াপনা, চুক্তিভঙ্গ ও হারাম মাসে হত্যা বর্জনকারী (مَعَ الْمُتَّقِيْنَ) মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছেন।

(৩৭) إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

(৩৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

(৩৯) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৩৭. এই যে মাসকে পিছিয়ে দেয়া কেবল কুফরী বৃদ্ধি করা যা দ্বারা কাফিরগণকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা তাকে কোন বৎসর বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে যাতে তারা, আল্লাহ্ যেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে, অনন্তর আল্লাহ্র যা হারাম করেছেন তা হালাল করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে: আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

৩৮. হে মু'মিনগণ! তোমাদের হল কী যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুঁকে পড়? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিতকর।

৩৯. যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ) এই যে মাসকে পিছিয়ে দেয়া কেবল কুফরীর বৃদ্ধি করা আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, 'মুহাররামকে সফর মাসের পরে পিছিয়ে নেয়া পাপ ও কুফরীর বৃদ্ধি (فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا) যা দ্বারা কাফিরগণকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা মুহাররামকে কোন বছর বৈধ করে ও তাতে যুদ্ধ বিগ্রহ করে (وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا) এবং কোন বছর অবৈধ করে ও তাতে যুদ্ধ বিগ্রহ করে না। আবার যখন মুহাররামকে বৈধ করে তখন এটার পরিবর্তে সফর মাসকে অবৈধ করে। এতে তারা, আল্লাহ্ যেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে, পরে (لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ)। আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হালাল করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য লোভনীয় করা হয়েছে; আল্লাহ্ অনুপযুক্ত (زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)। কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না, প্রকাশ থাকে যে, নু'আইম ইব্ন সা'লাবা নাম্নী এক ব্যক্তি এরূপ মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজটি সম্পাদন করত।

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ) হে মু'মিনগণ! তোমাদের হল কী যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্যের পথে তোমাদের নবীর সাথে তাবূক অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত মনে ভূতলে ঝুঁকে পড়? (أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ

(الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ) তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো তুচ্ছ ও অস্থায়ী।

(اِلَّا) যদি তোমরা তোমাদের নবীর সাথে তাবূক (تَنْفِرُوْا) অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে (يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا) মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের থেকে উত্তম ও (وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ) অধিক বাধ্য অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা নিষ্ক্রিয় থেকে (وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا) তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান এবং তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করার ন্যায় (وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(٤٠) اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ۗ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

(٤١) اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৪০. যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দু'জনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তার সংগীকে বলেছিল, 'বিষণ্ন হইও না, আল্লাহ্ তো আমাদের সঙ্গে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর উপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখ নাই, এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন। আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪১. অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারি অবস্থায়, এবং সংগ্রাম কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। তা-ই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে?

যদি তোমরা তাঁকে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-কে তাবূক অভিযানে বের হয়ে (اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ) সাহায্য না কর, তবে স্মরণ কর আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, যখন মক্কার (اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا) কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা মুহাম্মদ ﷺ ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) (فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا) উভয়েই গুহার মধ্যে ছিলেন, রাসূল ﷺ তখন তাঁর সঙ্গী আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বলেছিলেন, 'হে আবূ বকর! বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবে আছেন। (فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ) তারপর আল্লাহ্ তাঁর নবীর উপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাঁকে বদর, আহযাব ও হুনাইনের দিন (وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ هِيَ الْعُلْيَا) শক্তিশালী করেন, এমন ফিরিশতার এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের কথা পরাজিত, অসহায়, নিন্দনীয় ও হেয় করেন;

আল্লাহ্র কথাই বিজয়ী, প্রশংসিত, সমুন্নত ও সর্বোপরি (وَاللّٰهُ) এবং আল্লাহ্ দুশমনদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে (عَزِيْزٌ) পরাক্রমশালী, বন্ধুদেরকে সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়।

হে মু'মিনগণ! তোমাদের নবীর সাথে তাবূক (انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا) অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারী অবস্থায়, অর্থাৎ যৌবন অবস্থায় হোক অথবা বৃদ্ধ অবস্থায় হোক, অপর ব্যাখ্যায় এটার অর্থ হল উৎসাহের সঙ্গে হোক অথবা অলস অবস্থায় হোক, আবার অপর ব্যাখ্যায়, এটার অর্থ হল বেশী সম্পদ ও পরিজন নিয়ে অথবা কম সম্পদ ও পরিজন নিয়ে হালকা অবস্থায় (وَّجَاهِدُوْا) এবং সংগ্রাম করো (بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) আল্লাহ্র আনুগত্যের পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার চেয়ে (ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) জিহাদটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে এবং তা বিশ্বাস করতে।

(٤٢) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

(٤٣) عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

৪২. আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও সফর সহজ হলে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। তারা অচিরেই আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, 'পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম।' তারা নিজদেরকেই ধ্বংস করে। আল্লাহ্ জানেন তারা অবশ্যই মিথ্যাচারী।

৪৩. আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলে?

(لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا) আশু লাভের এবং আসন্ন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সম্ভাবনা থাকলে ও সফর সহজ হলে তারা নিশ্চয়ই তাবূক অভিযানে সন্তুষ্টচিত্তে (لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ) আপনার অনুসরণ করত কিন্তু তাদের নিকট সিরিয়া পর্যন্ত (بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ) যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই, জাদ ইব্ন কায়স, মুআত্তাব ইব্ন কুশাইর ও তাদের সাথীরা এবং অন্যরা যারা তাবূক অভিযান থেকে বিরত ছিল আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, "পরিবহন ও পাথেয় সংগ্রহ করতে পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে তাবূক পর্যন্ত যাওয়ার জন্য বের হতাম।" তারা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে (يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ) নিজেদেরকে ধ্বংস করে। তারা যে মিথ্যাচারী এটাতো আল্লাহ্ জানেন। কেননা তারা নবীর সাথে অভিযানে বের হবার জন্যে সক্ষম ছিল।

হে মুহাম্মদ! (عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ) আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেছেন কারা আপনার সাথে অভিযানে বের হওয়ার যথার্থতা অনুধাবনে (حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا) সত্যবাদী তা আপনার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা অনুমতি ব্যতীত অভিযান থেকে বিরত থাকার কারণ দর্শানোর ক্ষেত্রে (وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ) মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত আপনি কেন তাদেরকে অর্থাৎ মুনাফিকদেরকে যুদ্ধ হতে অব্যাহতি দিলেন?

(٤٤) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝
(٤٥) اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ۝
(٤٦) وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ۝
(٤٧) لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَاوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

৪৪. যারা আল্লাহে ও শেষ দিবসে ঈমান আনে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে অব্যাহতি পাবার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

৪৫. তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল তারাই যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না এবং যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। তারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

৪৬. তারা বের হতে চাইলে তারা নিশ্চয়ই এটার জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্‌র মনঃপূত ছিল না। সুতরাং তিনি তাদেরকে বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হয়, 'যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক।'

৪৭. তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করত। তোমাদের মধ্যে তাদের জন্য কথা শুনার লোক আছে। আল্লাহ্ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

(لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি প্রকাশ্যে ও গোপনে (اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ) ঈমান আনে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার প্রার্থনা আপনার নিকট করে না। আল্লাহ্ কুফরী ও শিরক বর্জনকারী (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ) মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

(اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) আপনার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে গোপনে (وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ) বিশ্বাস করে না এবং যাদের অন্তর সংশয়যুক্ত। তারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

তারা তাবূক অভিযানে আপনার সাথে (وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ) বের হতে চাইলে তারা নিশ্চয়ই এটার জন্যে অস্ত্র ও পাথেয় সংগ্রহের (لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ) প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্‌র মনঃপুত ছিল না; সুতরাং তিনি তাদেরকে বের হওয়া থেকে (فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ)

(اقْعُدُوْا مَعَ الْقَعِدِيْنَ) বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হয়, "কোন ওযর ব্যতীত যারা বসে আছে, তাদের সাথে বসে থাকো।" এ কথাটি তাদের অন্তরে দাগ কেটে ছিল।

(مَّا زَادُوْكُمْ اِلاَّ) তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় (لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ) (خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ خَبَالاً وَّلاَ اَوْضَعُوْا) বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মধ্যে ফিৎনা, ফ্যাসাদ ও গণ্ডগোল (الْفِتْنَةَ ـ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ) সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে উঠে চড়ে ছুটাছুটি করত। তোমাদের মধ্যে তাদের কথা শুনার লোক গুপ্তচর আছে। আল্লাহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ও তার সাথীদের ন্যায় (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ) জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত রয়েছেন।

(٤٨) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ○

(٤٩) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

(٥٠) اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ○

৪৮. পূর্বেও তারা ফিত্না সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তারা তোমার বহু কর্মে উলট-পালট করেছিল যতক্ষণ না তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসল এবং আল্লাহ্র আদেশ বিজয়ী হল।

৪৯. এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, 'আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিত্নায় ফেলিও না।' সাবধান! তারাই ফিত্নাতে পড়ে আছে। জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে বেষ্টন করেই আছে।

৫০. তোমার মঙ্গল হলে তা তাদেরকে পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটলে তারা বলে, 'আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম' এবং তারা উৎফুল্লচিত্তে সরে পড়ে।

তাবূক যুদ্ধের (لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ) পূর্বেও তারা ফিৎনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তারা আপনার কাছ পণ্ড করার জন্য গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছিল যতক্ষণ না তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসল, মু'মিন লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল (وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ) এবং আল্লাহ্র আদেশ (দীন ইসলাম) বিজয়ী হল।

(وَمِنْهُمْ) এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যেমন জাদ ইব্ন কায়স যে বলে, (مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ) "আমাকে যুদ্ধাভিযান হতে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে রোমীর মহিলাদের (وَلاَ تَفْتِنِّيْ) (اَلاَ فِي الْفِتْنَةِ)

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস, প্রথম খন্ড

(سقطوا) ফিৎনায় ফেলবেন না।" সাবধান! তারাই শিরক ও নিফাকের (وان جهنم لمحيطة بالكفرين) ফিৎনাতে পড়ে আছে। জাহান্নাম তো কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বেষ্টন করে থাকবে।

বদরের ন্যায় (ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة) আপনার মঙ্গল, যুদ্ধলব্ধ মাল অর্জিত হলে তা তাদেরকে অর্থাৎ মুনাফিকদেরকে পীড়া দেয় এবং আপনার বিপদ ঘটলে যেমন উহুদের যুদ্ধে পরাজয় ও হত্যা সংঘটিত হয়েছিল (يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل) তারা বলে, "আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম এবং তারা উহুদের দিন নবী ﷺ ও তাঁর সাথীগণ বিপদগ্রস্ত হওয়ায় (ويتولوا وهم فرحون) উৎফুল্লচিত্তে যুদ্ধ থেকে সরে পড়ে।

(৫১) قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰىنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ○

(৫২) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ○

(৫৩) قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ○

৫১. বল, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হবে না; তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহ্র উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।'

৫২. বল, 'তোমরা আমাদের দু'টি মংগলের একটি প্রতীক্ষা করছে এবং আমরা প্রতীক্ষা করতেছি যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ হতে অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করতেছি।'

৫৩. বল, 'তোমরা ইচ্ছাকৃত ব্যয় কর অথবা অনিচ্ছাকৃত, তোমাদের নিকট হতে তা কিছুতেই গৃহীত হবে না; তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।'

হে মুহাম্মদ! মুনাফিকদের (قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون) বলুন, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হবে না, তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহ্র উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।'

হে মুহাম্মদ মুনাফিকদের বলুন, (قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين) "তোমরা আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করছে, বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কিংবা শাহাদাত (ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده) এবং আমরা প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ হতে তোমাদেরকে ধ্বংস করে (اوبايدينا) অথবা আমাদের হাত দিয়ে তোমাদেরকে হত্যা করিয়ে (فتربصوا انا معكم متربصون) অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে তোমাদের ধ্বংসের জন্য প্রতীক্ষা করছি।

হে মুহাম্মদ ﷺ মুনাফিকদের (قل انفقوا طوعا او كرها) বলুন, "তোমাদের অর্থ সাহায্য ইচ্ছাকৃত হোক অথবা অনিচ্ছাকৃত হত্যার ভয়েই হোক, (لن يتقبل منكم) তোমাদের নিকট হতে তা গৃহীত হবে না; (انكم كنتم قوما فسقين) তোমরা তো সত্যত্যাগী ও মুনাফিক (সম্প্রদায়)।

(٥٤) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كٰرِهُونَ ۝

(٥٥) فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُونَ ۝

(٥٦) وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۝

(٥٧) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغٰرٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۝

৫৪. তাদের অর্থসাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে।

৫৫. সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো তার দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন। তারা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহত্যাগ করবে।

৫৬. তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত নহে, বস্তুত তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভয় করে থাকে।

৫৭. তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পেলে তার দিকে পলায়ন করবে ক্ষিপ্রগতিতে।

(وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ) তাদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে, এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে গোপনে অস্বীকার করে, (وَلَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كٰرِهُونَ) সালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ সাহায্য করে।

(فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُونَ) সুতরাং তাদের প্রচুর সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো এটার দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। তারা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা তাদের দেহ ত্যাগ করবে।

তারা যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ও তার সাথীরা (وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ) আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে (وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ) তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুত তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা তোমাদেরকে ভয় করে থাকে।

(لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغٰرٰتٍ) তারা কোন আশ্রয় স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা পৃথিবীতে (أَوْ مُدَّخَلًا) (لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ) কোন প্রবেশস্থল পেলে ওটার দিকে পলায়ন করবে ক্ষিপ্রগতিতে।

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস, প্রথম খন্ড

(٥٨) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ○
(٥٩) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ ۙ إِنَّآ إِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ○
(٦٠) إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৫৮. তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সাদকা বণ্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে, অতঃপর এটার কিছু তাদেরকে দেয়া হলে তারা পরিতুষ্ট হয়, আর এটার কিছু তাদেরকে না দেয়া হলে তৎক্ষণাৎ তারা বিক্ষুব্ধ হয়।

৫৯. ভাল হত যদি তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে পরিতুষ্ট হত এবং বলত, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদেরকে দিবেন নিজ করুণায় এবং অচিরেই তাঁর রাসূলও; আমরা আল্লাহ্রই প্রতি অনুরক্ত।'

৬০. সাদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। ইহা আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(وَمِنْهُمْ) তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, আবূল আহওয়াস ও তার সাথীরা (مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ)। সাদাকা বণ্টন সম্বন্ধে আপনাকে দোষারোপ করে বলে, "আমাদের মধ্যে সমহারে বণ্টন হয়নি' (فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ) তারপর ওটার বেশী পরিমাণ তাদেরকে দেয়া হলে তারা পরিতুষ্ট হয় এবং ওটার বেশী পরিমাণ তাদেরকে না দেয়া হলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়।

(وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ) ভাল হতো যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করছেন তাতে তারা পরিতুষ্ট হত (وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ) এবং বলত, "আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদেরকে রিযিক দিবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রাসূল ﷺ ও; (اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ) আমরা আল্লাহ্রই প্রতি অনুরাগী।" তারপর সাদাকা কারা পাবে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

(اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ) সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব যেমন আসহাবে সুফফা, অভাবগ্রস্ত ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্যে। তখন তারা ছিল আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীদের মোট পনের জন, (وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ) দাস মুক্তির জন্য, আল্লাহ্র আনুগত্যে (وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ) ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্র সাথে জিহাদকারী ও মেহমান মুসাফিরদের জন্য। তাদের জন্যে (فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ) এটা আল্লাহ্র বিধান। (وَاللّٰهُ) আল্লাহ এদের সম্বন্ধে (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞ, এদের সম্বন্ধে দেয়া নির্দেশ সম্পর্কে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়।

(٦١) وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(٦٢) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝

(٦٣) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۝

(٦٤) يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ۝

৬১. এবং তাদের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, 'সে তো কর্ণপাতকারী।' বল, 'তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তা-ই শুনে।' সে আল্লাহে ঈমান আনে এবং মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন সে তাদের জন্য রহমত এবং যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে ক্লেশ দেয় তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬২. তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র শপথ করে। আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূল এটারই অধিক হকদার যে, তারা তাদেরকেই সন্তুষ্ট করে যদি তারা মু'মিন হয়।

৬৩. তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য তো আছে জাহান্নামের অগ্নি, যেথায় সে স্থায়ী হবে? তা-ই চরম লাঞ্ছনা।

৬৪. মুনাফিকরা ভয় করে, তাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা না অবতীর্ণ হয়, যা তাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে দিবে! বল, 'বিদ্রূপ করতে থাক; তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিবেন।'

(وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ) এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যেমন জুযাম ইব্ন খালিদ, ইয়াস ইব্ন কায়স, সিমাক ইব্ন ইয়াযীদ, উবাইদ ইব্ন মালিক যারা কুৎসা ও গালিগালাজের মাধ্যমে নবীকে ক্লেশ দেয় এবং পরস্পর বলে, (هُوَ اُذُنٌ) তিনি তো কর্ণপাতকারী এবং আমরা যা বলি তিনি তা বিশ্বাস করেন।' হে মুহাম্মদ তাদেরকে, (قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ) 'বলুন, তাঁর কান তোমাদের জন্য যা মাঙ্গল তা-ই শুনে। মিথ্যার প্রতি তিনি কর্ণপাত করেন না। অপর ব্যাখ্যায়, এটার অর্থ হচ্ছে, যদি তিনি শুনেন এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। (يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ) তিনি আল্লাহে ঈমান আনেন এবং একনিষ্ঠ (وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদের কথা বিশ্বাস করেন; তোমাদের মধ্যে যারা প্রকাশ্যে ও গোপনে (وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ) মু'মিন তিনি তাদের জন্যে রহমত এবং যারা যেমন জাল্লাস ইব্ন সাওয়ীদ, সিমাক ইব্ন উমর, মুখশী ইব্ন হুমাইর ও তাদের সঙ্গীরা (وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -কে তাবূক অভিযান হতে বিরত থেকে ক্লেশ দেয় (لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তারা যুদ্ধ হতে বিরত থেকে (يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ) তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র শপথ করে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এটারই অধিক হকদার যে, তারা তাঁকেই সন্তুষ্ট করে যদি তারা প্রকৃত মু'মিন হয়।

তারা অর্থাৎ জাল্লাস ও তার সাথীরা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি গোপনে (اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল-এর বিরোধিতা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন যেখানে সে স্থায়ী হবে? এটাই চরম লাঞ্ছনা।

আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই ও তার সাথী (يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ) মুনাফিকরা ভয় করে, এমন এক সূরা না তাদের নবীর উপর (تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا) অবতীর্ণ হয় যা নিফাকের (তাদের অন্তরের) কথা ব্যক্ত করে দেবে। হে মুহাম্মদ! ওয়াদীয়া ইব্ন জুযাম, জাদ ইব্ন কায়স ও জুহাইর ইব্ন হুমাইরকে বলুন, মুহম্মদ ﷺ ও কুরআন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করতে থাক; তোমরা যা মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীদের সম্পর্কে গোপন কর ও (اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ) ভয় কর, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দেবেন।

(٦٥) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(٦٦) لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○ع

(٦٧) اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৬৫. এবং তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতেছিলাম।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করতেছিলে?'

৬৬. 'তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করিও না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দিব– কারণ তারা অপরাধী।'

৬৭. মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ, তারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে, তারা হাতবন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে বিস্মৃত হয়েছেন; মুনাফিকরা তো পাপাচারী।

(وَ) এবং হে মুহাম্মদ (لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ) আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে যে তোমরা কেন হাসাহাসি করছিলে (لَيَقُوْلُنَّ) তারা নিশ্চয়ই বলবে, (اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ) 'আমরা তো আমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম' হে মুহাম্মদ তাদেরকে (قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ) বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন কুরআন (وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ) ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে?

কথার মাধ্যমে (لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ) দোষ স্খালনের চেষ্টা করো না; তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। (اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ) তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও যেমন জুহাইর ইব্ন হুমাইরকে, কেননা সে হেসেছিল কিন্তু তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপে যোগ দেয়নি

(طَائِفَةً) অন্য দলকে যেমন ওয়াদীয়াহ ইব্ন জুসাম ও জাদ ইব্ন কায়সকে (بِأَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ) শাস্তি দিব-কারণ তারা গোপনে অপরাধী।

(اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ) মুনাফিক নর ও নারী গোপনে একে অপরের অনুরূপ, তারা অসৎ কর্মের যথা কুফরী ও রাসূলের বিরোধিতার (يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ) নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম যথা ঈমান ও রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য থেকে নিষেধ করে। তারা জনহিতকর কার্যে খরচ করা হতে (وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ) হাতবন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহ্কে গোপনে (نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ) বিস্মৃত হয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে বিস্মৃত হয়েছেন; দুনিয়ায় অপমান (اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ) করেছেন এবং আখিরাতে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। মুনাফিকরা তো গোপনে ও প্রকাশ্যে পাপাচারী।

(٦٨) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۙ○

(٦٩) كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۭ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

৬৮. মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফিরদেকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের অগ্নির, যেথায় তারা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি;

৬৯. তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত যারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল তোমাদের অপেক্ষা অধিক, এবং তারা তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে; তোমাদের ভাগ্যে যা ছিল তোমরাও তা ভোগ করলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তিগণ তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে। তারা যেরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত ছিল তোমরাও সেরূপ আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত রয়েছ। তারাই তারা যাদের কর্ম দুনিয়ায় ও আখিরাতে ব্যর্থ এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

(وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) মুনাফিক নর, নারী ও কাফিরদেরকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের আগুনের, যেখানে তারা স্থায়ী হবে, (هِيَ حَسْبُهُمْ) এটাই তাদের জন্য ঠিকানা হিসেবে যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন- (وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ) রহমত হতে দূরে করে দিয়েছেন (وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ) এবং তাদের জন্যে রয়েছে আখিরাতে স্থায়ী শাস্তি।

(كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً اَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا) তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত যারা শারিরীক শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল তোমাদের অপেক্ষা অধিক, (فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا)

(اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا) এবং তারা তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা পৃথিবীতে ভোগ করেছে; তোমাদের ভাগ্যে যা ছিল তোমরাও তা দুনিয়াতে ভোগ করলে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে; তারা যেরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত ছিল তোমরাও সেরূপ আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত রয়েছো; তোমরা গোপনে মুহাম্মদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ যেমন তারাও তাদের নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। (أُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ) তারাই এমন ব্যক্তি ছিল যাদের কর্ম ইহলোকে ও পরলোকে ব্যর্থ এবং তারাই (وَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ) পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত।

(٧٠) اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

(٧١) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৭০. তাদের পূর্ববর্তী নূহ, 'আদ ও ছামূদের সম্প্রদায়, ইব্রাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদ্য়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসিগণের সংবাদ কি তাদের নিকট আসে নাই? তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিল। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তাদের উপর জুলুম করেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

৭১. মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ্ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ) তাদের পূর্ববর্তী নূহ, 'আদ ও ছামূদের সম্প্রদায়, ইব্রাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীগণের সংবাদ কি তাদের নিকট আসে নাই? কেমন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন, 'আদ বা হুদ (আ.)-এর সম্প্রদায়কে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলেন, ছামূদ বা সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়কে ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলেন, ইব্রাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায়কে দালানকোঠাসহ ধ্বংস করেছিলেন, মাদায়ানবাসী বা শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায়কে ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলেন, বিধ্বস্তনগরের অধিবাসী বা লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়কে ভূমি ধস ও পাথর বৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলেন। তাদের নিকট আদেশ, নিষেধ ও আলামত সম্বলিত (اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ) স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন কিন্তু তারা তাদের প্রতি ঈমান আনেনি তাই আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। (فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ) আল্লাহ এমন সত্তা নন যে, তাদেরকে ধ্বংস করে তিনি তাদের উপর জুলুম করেছেন, (وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ) কিন্তু তারা নিজেরাই কুফরী ও নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

(وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ) মু'মিন নর-নারী প্রকাশ্যে ও গোপনে (بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) একে অপরের বন্ধু, তারা তাওহীদ ও মুহাম্মদ ﷺ -এর আনুগত্যের মাধ্যমে (يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ) সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং কুফরী ও শিরক বর্জন আর মুহাম্মদ ﷺ-এর আনুগত্য বর্জন পরিহার করে (وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) । অসৎ কার্য নিষেধ করে, (وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করে, (وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ) । ধন-সম্পদের যাকাত প্রদান করে, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর, রাসূল ﷺ -এর প্রকাশ্যে ও গোপনে (وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ) আনুগত্য করে; তাদেরকেই আল্লাহ্ কৃপা করবেন ও আল্লাহ্ তাদেরকে আযাব দিবেন না (اِنَّ اللّٰهَ) এবং আল্লাহ্ তাঁর রাজত্বে ক্ষমতার দিক দিয়ে (عَزِيْزٌ) মহা পরাক্রমশালী ও তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়।

(৭২) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۟

(৭৩) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۟

(৭৪) يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۟

৭২. আল্লাহ্ মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের– যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তা-ই মহাসাফল্য।

৭৩. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও; তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

৭৪. তারা আল্লাহ্‌র শপথ করে যে, তারা কিছু বলে নাই; কিন্তু তারা তো কুফরীর কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়েছে; তারা যা সংকল্প করেছিল তা পায় নাই। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায় তারেদকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা করেছিল। তারা তওবা করলে তাদের জন্য ভাল হবে, কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন; পৃথিবীতে তাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সাহায্যকারী নাই।

(وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ) আল্লাহ্ মু'মিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের– যার ঘরবাড়ী ও গাছপালায় (مِنْ تَحْتِهَا) নিম্নদেশে পবিত্র পানীয়, পানি, মধু ও দুধের (الْاَنْهٰرُ) (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا)নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে। আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সমুন্নত (وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ) স্থায়ী জান্নাতে মিশক ও ফুলে সুরভিত উত্তম বাসস্থানের। এই আয়াতে উল্লিখিত طَيِّبَةً শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হল ঃ সুন্দর। আবার কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হল ঃ পবিত্র,

আবার কেউ কেউ বলেন এটার অর্থ হল ঃ বাসযোগ্য। (وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই তাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটাই মহাসাফল্য।

(يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ও নসীহতের মাধ্যমে জিহাদ করুন ও তাদের উভয়ের প্রতি কথা ও কাজ-কর্মে কঠোর হোন; (وَمَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ) তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

তারা যেমন জাল্লাস ইব্ন সুওয়ায়িদ (يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ) আল্লাহ্র শপথ করে বলে যে, আমির ইব্ন কাইসের কথিত অভিযোগের (مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا) কিছু বলেনি; কিন্তু তারা তো কুফরীর কথা বলেছে। রাসূল ﷺ যখন মুনাফিকদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করেছিলেন তখন জাল্লাস ইব্ন সুওয়ায়দ বলেছিল, আমাদের ভাইদের সম্পর্কে মুহাম্মদ ﷺ যা বলছে যদি সে এটাতে সত্যবাদী হয় তাহলে আমরা তো হুমাইর (ছোট গর্দভ) থেকেও অধম। জাল্লাসের এ উক্তি সম্পর্কে আমির ইব্ন কাইস রাসূল ﷺ -কে অবহিত করলে জাল্লাস বলে, সে এরূপ বলেনি। তখন আল্লাহ্ তার মিথ্যাচার সম্বন্ধে আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, তারা কুফরীর কথা বলেছে। (بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا) এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়েছে; তারা রাসূল ﷺ -কে হত্যা ও বহিষ্কারের যা সংকল্প করেছিলো তা সম্পাদন করতে পারেনি। (وَمَا نَقَمُوْا إِلَّا أَنْ أَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ নিজ কৃপায় যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মাধ্যমে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলে তারা রাসূল ﷺ ও তাঁর সাথীদের বিরোধিতা করেছিল। তারা কুফরী ও নিফাক হতে (فَإِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ) তাওবা করলে তাদের জন্য ভাল হবে কিন্তু তারা তাওবা থেকে (وَإِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا أَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ ইহলোক ও পরলোকে তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন; পৃথিবীতে তাদেরকে হিফাজত করার জন্যে (وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ) কোন অভিভাবক অথবা তাদেরকে তাদের খারাপ উদ্দেশ্য থেকে বিরত রাখার জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।

(٧٥) وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(٧٦) فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

৭৫. তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকার করেছিল, 'আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদেরকে দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সাদকা দিব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

৭৬. অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় তাদেরকে দান করলেন, তখন তারা এই বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরাইল।

(وَمِنْهُمْ) তাদের অর্থাৎ মুনাফিকদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন সা'লাবাহ ইব্ন হাতিব ইব্ন আবু বালতাআ (مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ) আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকার করেছিল, "আল্লাহ নিজ কৃপায় আমাদেরকে সিরিয়ায় অবস্থিত আমাদের সম্পদ দান করলে আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহ্র পথে ও আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার জন্যে (لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ) সাদাকা দিব এবং সৎ ও প্রশংসাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব।

(فَلَمَّا) তারপর তিনি যখন নিজ কৃপায় তাদেরকে সিরিয়ায় অবস্থিত সম্পদ (اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ) দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে আল্লাহ্র হক আদায়ে (بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ) কার্পণ্য করল এবং বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে দান খয়রাত থেকে মুখ ফিরাল।

(৭৭) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ○
(৭৮) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○
(৭৯) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○
(৮০) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

৭৭. পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করলেন আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত, কারণ তারা আল্লাহ্‌র নিকট যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং কারণ তারা ছিল মিথ্যাচারী।
৭৮. তারা কি জানত না যে, তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন এবং যা অদৃশ্য তাও তিনি বিশেষভাবে জানেন?
৭৯. মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদের যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে বিদ্রূপ করেন; তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।
৮০. তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা, তুমি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

আল্লাহ্ (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ) পরিণামে তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করলেন, আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ বা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত; (بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) কারণ তারা আল্লাহ্‌র নিকট যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং তারা ছিল মিথ্যাচারী।

(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ) তারা অর্থাৎ মুনাফিকরা কি জানত না যে, তাদের পরস্পরের (سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ জানেন এবং যা বান্দাদের থেকে অদৃশ্য তা তিনি বিশেষভাবে জানেন।

(الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ) মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদাকা প্রদান করে যেমন আবদুর রহমান ও তাঁর সাথীদের তাদেরকে এ বলে উপহাস করে যে, তারা লোক দেখানো ও সুনাম অর্জনের জন্য এ সাদাকা করেছেন (وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ) এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না যেমন আবূ উকাইল আবদুর রহমান ইব্ন তীজান, তিনি মাত্র প্রায় সাড়ে তিন কেজি খেজুর দান করার জন্যে রাসূল ﷺ -এর কাছে উপস্থিত করেছিলেন (سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ) তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, এবং বলে তারা এ সামান্য সাদাকা লোক দেখানো ও সুনাম এবং সাদাকা থেকে আরো বেশী প্রতিদান অর্জনের জন্যে উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে অর্থাৎ বিদ্রূপকারীদেরকে কিয়ামতের দিন বিদ্রূপ করবেন তাদের জন্যে জাহান্নামের দরজা খুলে দেবেন। (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) তাদের জন্যে আখিরাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

আপনি তাদের অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই, জাফর ইব্ন কায়স, মু'আত্তাব ইব্ন কুশাইর ও তাদের প্রায় ৭০জন সাথীর (اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً) জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করুন একই কথা; আপনি সত্তরবার তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা (فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ) করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না, এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে গোপনে অস্বীকার করেছে। (وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى) আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ও তার সাথীদেরকে (الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ) পথ প্রদর্শন করেন না ও ক্ষমা করবেন না।

(৮১) فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۗ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ○

(৮২) فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(৮৩) فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۗ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ○

৮১. যারা পশ্চাতে রয়ে গেল তারা আল্লাহ্র রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকাতেই আনন্দ বোধ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হও না।' বল, 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম, যদি তারা বুঝত।'

৮২. অতএব তারা কিঞ্চিৎ হেসে লউক, তারা প্রচুর কাঁদবে, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।

৮৩. আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাদের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন এবং তারা অভিযানে বের হবার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলবে, 'তোমরা তো আমার সাথে কখনও বের হবে না এবং তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে; সুতরাং যারা পেছনে থাকে তাদের সাথে বসেই থাক।'

যারা তাবূক অভিযান হতে (فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْا) পেছনে রয়ে গেল তারা রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকাতেই আনন্দ লাভ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র আনুগত্যের (اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) পথে জিহাদ করা অপসন্দ করল এবং (وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ) তারা বলল, "গরমের মধ্যে মুহাম্মদের সাথে তাবূক অভিযানে বের হয়ো না। হে মুহাম্মদ! তাদেরকে (قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ) বলুন, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম যদি তারা বুঝত।

(وَلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا جَزَآءً) (فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا) অতএব তারা দুনিয়ায় কিঞ্চিৎ হেসে নিক, তারা আখিরাতে প্রচুর কাঁদবে, তাদের কৃত কুকর্মের ফলস্বরূপ। (بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ)

(فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ) আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাবূক থেকে মদীনায় (اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ) তাদের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন এবং তারা অন্য কোন (فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ) অভিযানে বের হবার জন্যে আপনার

অনুমতি প্রার্থনা করে তখন (فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا) আপনি বলবেন, তোমরা তো আমার সাথে তাবূক অভিযানের পর কখনও বের হবে না এবং তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে (وَلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ) কখনও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না; তোমরা তো প্রথমবার তাবূক অভিযান থেকে ঘরে (بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ) (فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ) বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে; সুতরাং স্ত্রীলোক ও শিশুদের যারা পেছনে থাকে তাদের সাথে বসেই থাক।

(٨٤) وَلَا تُصَلِّ عَلٰۤى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

(٨٥) وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○

(٨٦) وَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ○

৮৪. তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও তার জন্য জানাযার সালাত পড়বে না এবং তার কবর-পার্শ্বে দাঁড়াবে না; তারা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।

৮৫. সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে; আল্লাহ্ তো তার দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন; তারা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ-ত্যাগ করবে।

৮৬. 'আল্লাহে ঈমান আন এবং রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর'– এই মর্মে যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের মধ্যে যাদের শক্তি সামর্থ্য আছে তারা তোমার নিকট অব্যাহতি চাহে এবং বলে, 'আমাদেরকে রেহাই দাও, যারা বসে থাকে আমরা তাদের সঙ্গেই থাকব?'

তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর পর (وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ) কারোরও মৃত্যু হলে আপনি কখনও তার জন্যে জান যার সালাত পড়বেন না এবং তার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াবেন না; তারাতো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে গোপনে (اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ) অস্বীকার করেছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।

সুতরাং হে মুহাম্মদ ﷺ ! (وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ) তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য (اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ) আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে; আল্লাহ্ তো এটার দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান; তারা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা তাদের দেহত্যাগ করবে।

(وَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهٖ) আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন এবং রাসূল ﷺ -এর সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর।" এ মর্মে যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই, জাদ ইব্‌ন কায়স ও মু'আত্তাব ইব্‌ন কুসাইরের ন্যায় (اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ) যাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে তারা আপনার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, হে মুহাম্মদ! আমাদেরকে রেহাই দাও, যারা বসে থাকে যেমন স্ত্রীলোক ও শিশুগণ আমরা তাদের সাথে থাকব।

(٨٧) رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

(٨٨) لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

(٨٩) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

(٩٠) وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৮৭. তারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে অবস্থান করাই পছন্দ করেছে এবং তাদের অন্তর মোহর করা হয়েছে, ফলে তারা বুঝতে পারে না।

৮৮. কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে; তাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং তারাই সফলকাম।

৮৯. আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য।

৯০. মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করতে আসল যেন এদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং যারা বসে রইল তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল, তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হবেই।

(رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ) তারা অন্তপুরবাসিনীদের সঙ্গে অবস্থান করাই পসন্দ করেছে এবং তাদের অন্তর মোহর করা হয়েছে (فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ) ফলে তারা আল্লাহ্‌র হুকুম বুঝতে পারে না।

(لٰكِنِ الرَّسُوْلُ) কিন্তু রাসূল ﷺ এবং যারা তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যে ও গোপনে (وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا) ঈমান এনেছিল তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে; (بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ) (وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ) তাদের জন্যেই দুনিয়ায় কল্যাণ রয়েছে, অপর ব্যাখ্যায়, এটার অর্থ আখিরাতে মনোমুগ্ধকর প্রতিবেশিনী রয়েছে (وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ) এবং তারাই সফল-কাম। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও আযাব হতে পরিত্রাণ লাভকারী।

(اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ) আল্লাহ্ তাদের জন্যে প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার ঘর-বাড়ি ও গাছপালার নিম্নদেশে পবিত্র পানীয় পানি, মধু ও দুধের (تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে সেখানে তারা মৃত্যুবরণ করবে না এবং সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না (ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ)। এটাই মহাসাফল্য তারা জান্নাত ও জান্নাতে যা আছে তা অর্জন করবে এবং তারা জাহান্নাম ও জাহান্নামে যা আছে তা থেকে পরিত্রাণ পাবে।

(وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ) মরুবাসীদের বনু গিফারের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করে রাসূল ﷺ-এর কাছে তাবূক অভিযান হতে (لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ) অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য আগমন করল এবং যারা আল্লাহকে ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে গোপনে (كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ) মিথ্যা কথা বলেছিল, তারা বসে রইল, তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ও তার সাথীরা (عَذَابٌ اَلِيْمٌ) তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হবে।

(৯১) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

(৯২) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ○

(৯৩) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

৯১. যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাদের কোন অপরাধ নাই যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নাই; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯২. তাদের কোন অপরাধ নাই যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসলে তুমি বলেছিলে, 'তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না; তারা অর্থব্যয়ে অসামর্থজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেল।

৯৩. যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে থাকাই পছন্দ করেছিল; আল্লাহ্ তাদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন, ফলে তারা বুঝতে পারে না।

যারা বৃদ্ধদের মধ্যে (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ) দুর্বল, যারা যুবকদের মধ্যে (وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ) পীড়িত এবং যারা অভাবগ্রস্ত ও যুদ্ধের জন্য অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, যুদ্ধ হতে বিরত থাকায় (مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ) তাদের কোন অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ-এর প্রতি তাদের খাঁটি অনুরাগ থাকে। যারা কথা ও কাজে (مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ) সৎ কর্মপরায়ণ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নাই; (وَاللّٰهُ) আল্লাহ্ তাওবাকারীদের প্রতি (غَفُوْرٌ) ক্ষমাশীল, তাওবার পর মৃত্যুবরণকারীর প্রতি (رَحِيْمٌ) পরম দয়ালু।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল ইব্ন ইয়াসর আল-মুযানী এবং সালিম ইব্ন উমাইর আল-আনসারী ও তাঁদের সাথীদের ন্যায় (وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ) তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা আপনার নিকট যুদ্ধে যাতায়াতের লক্ষ্যে বাহনের জন্য আগমন করলে (تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ) আপনি বলেছিলেন, "তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না" তারা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থজনিত দুঃখের অশ্রু বিগলিত চোখে ফিরে গেলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই, জাদ ইব্ন কায়স এবং মু'আত্তাব ইব্ন কুশাইর ও তাদের ৭০ জন সাথী (اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاءُ) যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে থাকাই পছন্দ করেছিল; (رَضُوْا بِاَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ) আল্লাহ তাদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন ফলে তারা (وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ) আল্লাহ্র হুকুম বুঝতে পারে না এবং তা বিশ্বাসও করে না।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা/ অ.স. (উ) ২০০০ - ০৪/ ১৫৬৮/ ৩,২৫০

বইঃ- তাফসীর ইবনে আব্বাস,প্রথম খন্ড

Admin By rasikul islam
Address:- w.b,M.s.d, India
Whatapps no-9775094205

বইঃ-তাফসীর ইবনে আব্বাস প্রথম খন্ড